REGD.NO.C3105.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা] [illegible], বুধবার, [illegible] কার্ত্তিক, [illegible] ; [illegible] [মূল্য [illegible]

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা

শ্রীবৈজনাথ জালান

শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর

শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা

শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি

শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার

শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া

শ্রীমোহনলাল এল, শা

শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া

শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী ভি, আর, সোনালকার

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
'জীবন', 'অগ্নি', 'সামুদ্রিক'
'দুর্ঘটনা', 'মোটরগাড়ী' ইত্যাদি
হাওড়া ইনসিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—ব্যাঙ্ক [illegible]

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইনসিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা। কলিকাতা, বুধবার [illegible] কার্তিক, ১৩৫৫ [illegible] অক্টোবর, ১৯৪৮ | মূল্য [illegible]

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	
দ্বিতীয় বর্ষ	
ভারতের খাদ্য সমস্যা	
প্রাসঙ্গিক	
[illegible]	
ট্রামের [illegible]	[illegible]
বিষয়	[illegible]
সংবাদলিপি	
লণ্ডন, দিল্লী, বোম্বাই	[illegible]
মন্তব্য-	[illegible]
অর্থকোষ	
[illegible]	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
পাটের বাজারে নূতন সমস্যা	[illegible]
বাজারের কথা	
[illegible] প্রতিক্রিয়া	[illegible]
মৌলিক	
[illegible]	[illegible]

দ্বিতীয় বর্ষ

বর্তমান সংখ্যায় "আর্থিক ভারত" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। "আর্থিক ভারত"এর প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের মনে দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল। দ্বিধা ছিল পত্রিকার বহিঃপ্রকাশের দ্বারা তাহার পরিকল্পিত দৃষ্টি যথাযথ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিব কিনা, সেই কথা মনে করিয়া। সংশয় ছিল বাংলাদেশে এই ধরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক সাপ্তাহিককে দীর্ঘায়ু করা সম্ভবপর হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া।—তাহার পর এক বৎসর কাটিয়া গেছে। ইহার মধ্যে অবশ্য আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে সম্যক রূপদান করিতে পারি নাই,—আমাদের আদর্শে আমরা কিছুই পৌঁছিতে পারি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চেষ্টারও আমরা ত্রুটি করি নাই। এবং প্রাথমিক বাধা বিঘ্ন ও বহুবিধ অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে একথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে "আর্থিক ভারত" যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহাতে আমরা নিজেরাই বিস্মিত হইয়াছি। ইহা আমাদের উক্তি অত্যুক্তি নহে, সবিনয় সত্যস্বীকৃতি মাত্র। কারণ, এই সাফল্যের জন্য নিজেদের কৃতিত্ব বিশেষ দাবী করি না,-কিন্তু [illegible] অকুণ্ঠ সহায়তা, বিজ্ঞজনের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পরিচিত ও অপরিচিত পাঠকবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতিসিক্ত অভিনন্দনই যে "আর্থিক ভারত"এর এই দ্রুত সাফল্যের প্রাথমিক হেতু, কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করি।

সাধারণ অবস্থাতেও বাংলাদেশে উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা পরিচালনার কাজ সহজ কাজ ছিল না,—"আর্থিক ভারত"এর ন্যায় ব্যয়বহুল সাহিত্য-বহির্ভূত পত্রিকা পরিচালনা ত কিছুই নয়। সেই কঠিন কাজ যে বিভক্ত বাংলার বহুবিধ দুর্যোগের মধ্যে কঠিনতর হইয়া দেখা দিয়াছে, সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব, বলিতে বাধ্য হইতেছি, আমাদের প্রথম বৎসরের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু তবুও আমরা হতোদ্যম হই নাই, সর্বহারাও হই নাই। আমরা কেবল জানি, দেশ ও জাতির প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কর্তব্য-সম্পাদনে নিষ্ঠা, সর্বপ্রকার ত্রুটি ও দুর্বলতা অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের উত্তর-স্বাধীনতার দিনগুলি বহুবিধ সমস্যায় কণ্টকিত। সে সকল আভ্যন্তরীণ সমস্যা আবার বহির্জগতের অসংখ্য সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব আমাদের সাবধানে পা ফেলিয়া চলা আবশ্যক। একটিমাত্র ভুল পদক্ষেপের ফলে আমরা দেশকে রসাতলে প্রেরণ করিতে পারি। কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

আজিকার সর্বসমস্যার প্রধান আধার হইল অর্থনীতি।—ভারতবর্ষের অর্থনীতি বৈদেশিক শাসনের আমলে বিদেশীয় স্বার্থের দিকে চোখ রাখিয়াই পরিচালিত হইত। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল সেই শাসনব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব এখন সর্বাগ্রে দেশের অর্থনীতিকে দেশের ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করা কর্তব্য। কিন্তু উত্তর-স্বাধীনতা যুগের বহু সমস্যার মধ্যে এক প্রধান সমস্যা হইতেছে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত।—স্বাধীনতার প্লাবন শুধু যে বহু আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহাই নয়, কাদামাটিও রাখিয়া গিয়াছে প্রচুর। কিন্তু তাহার জন্য চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। [illegible] হইলে এটুকু কাদামাটি পরিষ্কার করিয়া লইতে আমরা পারিব,স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে এ বিশ্বাস আমাদের নিশ্চয়ই হইয়াছে।—পরস্পরের সহযোগিতায় আমরা সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারিব, সর্বপ্রকারে আমরা আমাদের জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিব।—বন্দে মাতরম্।

ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র

ভাবী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া-প্রস্তাব সম্পর্কিত বর্তমান অধিবেশনে ভারতের আইনসচিব ও শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নকারী কমিটির সভাপতি ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর কর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে এবং সদস্যগণ এক্ষণে তৎসম্পর্কে বিচার বিতর্ক করিতেছেন। পূর্বোল্লিখিত কমিটির সুপারিশক্রমে ইতিপূর্বে যখন এই শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা 'আর্থিক ভারত'এর পঞ্চম সংখ্যায় (১৩৫৪ ফাল্গুন, '৪৮) এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। রাষ্ট্র-কাঠামোর সর্বভারতীয় কেন্দ্রের শক্তাধিক্যের আবশ্যকতার উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা ব্যতীত বর্তমান প্রস্তাবের সহিত খসড়ার পূর্বপ্রকাশিত আকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বর্তমান প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে ডাঃ আম্বেদকর সুস্পষ্টভাবেই ভারতের ভাবী রাষ্ট্র কাঠামোকে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অধীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—কিন্তু খসড়ার বিবরণীতে এতৎসম্পর্কে এতটা সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকিলেও ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রানুগ রাখিবার যথেষ্ট বিধানই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রগুলির কতকটা অন্তরালবর্তী এবং সমগ্রভাবে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আমাদের পূর্ব প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি যে, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র (federation) বলিয়া আখ্যাত না করিয়া রাষ্ট্রসংঘ (Union of States) বলিয়া অভিহিত করা হইলেও ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো আসলে যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতিনীতিরই অনুবর্তী হইবে। আমাদের সেই অনুমান ডাঃ আম্বেদকরের বর্তমান উক্তিতে যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হইল।

ভাবী ভারতীয় রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় রূপের উল্লেখ করিয়া ডাঃ আম্বেদকর প্রসঙ্গেই দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় প্রদেশভুক্তির সম্ভাব্যতা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে খসড়া বিবরণীতে যখন ভারতীয় রাষ্ট্রের ভাবী সংজ্ঞাকে "ইউনিয়ন অভ ষ্টেটস" আখ্যা প্রদান করা হয়, তখনই আমরা এই অনুমান প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে প্রভেদ দূর করিবার জন্যই উল্লিখিত আখ্যার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৎপরে দেশীয় রাজ্যসমূহের বিবর্তনের ধারা অদ্ভুত অগ্রসর হইয়াছে। হায়দরাবাদসহ ভারতীয় সীমানার ভিতরে অবস্থিত সকল দেশীয় রাজ্যই আজ ভারতভুক্ত। ইহাদের মধ্যে যে সকল রাজ্য বা রাজন্যবর্গ নিজেদের পৃথক সত্তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের সহিত মিশাইয়া দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা আঞ্চলিক শাসনবিধান প্রণয়ন করিবার জন্য একটী করিয়া পৃথক গণপরিষদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহারা ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য-নীতির যোজনা অনুযায়ীই কাজ করিয়াছেন এবং সংযুক্তির পথেই অগ্রসর হইয়াছেন।—কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই সকল রাজ্যের পার্থক্য রহিয়াই গিয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সুসংহত সত্তার পক্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহের এই বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থিতি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। সেই দিক হইতে দেশীয় রাজ্যের পুনর্গঠনের প্রতি ডাঃ আম্বেদকরের এই আবেদন খুব সময়োপযোগী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবী ভারতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইবে ঐকিক পৌরাধিকার। ভাবী ভারতের নাগরিক যে কোন প্রদেশ বা রাজ্যেরই অধিবাসী হউন না কেন, তিনি ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবেন এবং তাঁহার স্বীয় প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের সরকারের প্রতি তাঁহার কোন বিশেষ আনুগত্য থাকিতে পারিবে না। অনুরূপভাবে এক প্রদেশে অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে বসবাস করা বা জীবিকার্জনের পথে কোনই বিঘ্ন থাকিবে না। আইনের চোখে সকলেই সমান ব্যবহার পাইবেন এবং এক প্রদেশের অধিবাসী এবিষয়ে অন্যপ্রদেশের অধিবাসী হইতে কোন পৃথক সুবিধা বা অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তার দিক হইতে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের এই বিধানটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এক্ষেত্রে খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করেন নাই। তথাকার নাগরিকের আনুগত্য প্রধানতঃ যে-ষ্টেটের অধিবাসী তাহার নিকট। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত সত্তায়—অভ্যন্তরে বহু এবং বহির্দেশের নিকট একক রাষ্ট্র-অনুপূরক স্বরূপ আমেরিকার একজন নাগরিকের রাজনৈতিক সত্তা দ্বিবিধ। ভারতের ক্ষেত্রে একক নাগরিকতার বিধান করিয়া খসড়া প্রণেতাগণ দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্রীয় সরকারের গণতান্ত্রিক রূপ এবং কেন্দ্রের সহিত প্রদেশসমূহের সম্বন্ধের ব্যবস্থা। ভাবী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার ধরণের না হইয়া ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ হইবে, যদিও ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইংল্যাণ্ডের মত না হইয়া হইবে আমেরিকার ধরণের। ইংল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা আজ মাত্র সম্রাটের আজ্ঞানুবর্তী আইনসভার সদস্যদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভার দ্বারা পরিচালিত হয়,—শাসনক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সেখানে কোন বিজাতীয় বিভিন্নার্থকতা নাই। কিন্তু আমেরিকার অবস্থা অন্য। সে দেশ যেমন ইংল্যাণ্ডের মত ঐকিক রাষ্ট্র নহে, তেমনি সেখানে শাসনক্ষমতার ব্যবহারেও বিজাতীয় ব্যবস্থা আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, আমেরিকার রাষ্ট্রের নায়ক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা প্রয়োগের সর্বোচ্চ কর্তা এবং তিনি আমেরিকার জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। কিন্তু আমেরিকার আইনসভাসমূহের কর্তা রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রপতির পারস্পরিকনির্ভরতার কোনই যোগ নাই। আমেরিকার মন্ত্রিসভা আমেরিকার সর্বোচ্চ রাষ্ট্র নায়ক স্বয়ং মনোনীত করেন এবং এতৎসম্পর্কে আইনসভার সহিত তাঁহার কোনই বাধ্যবাধকতা নাই। ফলে আমেরিকার মন্ত্রিসভাকে শাসনক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে আমেরিকার আইন সভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না এবং আমেরিকার আইন সভার হাতে তথাকার মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনই ক্ষমতা নাই। ভারতের ক্ষেত্রে ভাবী ভারতের মন্ত্রিসভা

আইন সভার প্রণয়ন-ক্ষমতা [illegible] কেন্দ্রের ক্ষমতা হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নির্দেশক তত্ত্বই আইন সভার ক্ষমতা প্রয়োগের অধীন হইবে।

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃতি পরিষদের খসড়া-প্রণেতাগণ ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। অথচ, ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইংল্যাণ্ডের মত ঐক্যিক হইবে না এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও ইংল্যাণ্ডের মত বংশানুক্রমিক নিয়মতান্ত্রিক নামে মাত্র রাষ্ট্রনায়ক হইবেন না। আমেরিকার মত প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও তিনি আইন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কার্যের তদারক করিবেন। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে অতীতের ভারতের বড়লাট বাহাদুরের মত তিনিও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের হইয়া যে কোন ক্ষমতা যে কোন সময়েই প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সরকারদের প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার—তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ আম্বেদকর মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতের ভাবী রাষ্ট্রের প্রকৃতি এরূপ হইবে যে, শান্তির সময় এই সরকার স্বাধীনতার পরিপোষক হইবে এবং যুদ্ধকালে এই রাষ্ট্র একতাবদ্ধ শক্তির প্রতীকস্বরূপ হইবে।

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের এই সমন্বয়-প্রচেষ্টার সমালোচনা করিতে যাইয়া একটি বিষয় সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রাভিমুখিতার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অবশ্য স্বাধীন ভারতের নবীন রাষ্ট্রকে জন্মলগ্নে যেরূপ রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অধিকতর ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োজন আছে। সেইদিক হইতে বিচার করিলে ভারত-রাষ্ট্রের ঐক্যসূত্রের উপর গুরুত্ব প্রদানের যুক্তিও উপলব্ধি করা যায়।—কিন্তু সেই সঙ্গে একটি কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র কেবলমাত্র ভারতের বর্তমান বা আগামী কতিপয় বৎসর সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইবে না, এই শাসনতান্ত্রিক বিধানসমূহ স্বাধীন ভারতের সুদূর ভবিষ্যতের বনিয়াদেরও ভিত্তি গঠন করিবে। ভারতের সেই সুদূর-ভবিষ্যৎ বর্তমান কালের মত সমস্যা কণ্টকিত না হইয়া সুখ ও শান্তিপূর্ণ হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। শান্তি-যুগের সেই স্বাভাবিক পরিবেশে সরকারের নিকট জনসাধারণ কেবলমাত্র সুশাসন দাবী না করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অধিকারও দাবী করিবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করিবার পক্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছিত। কেন না, এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিক যাহারা জনসাধারণকে অত আপনার [illegible] উহাদের শাসন ব্যবস্থায় প্রতিফলিত করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এই সকল আঞ্চলিক শাসনযন্ত্রে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য সুবৃহৎ বিদ্রোহের দ্বারা সমাজদেহের মূল পর্যন্ত আলোড়িত করিবার প্রয়োজন হয় না। ফলে ব্যক্তি-মানসের ধ্যান ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে জাতি ও সমাজগঠনের ক্ষেত্রে এই সকল আঞ্চলিক শাসনযন্ত্র সহজেই নূতন কার্যক্রমের প্রবর্তন করিয়া জাতীয়, তথা নাগরিক প্রগতির গতিকে ত্বরান্বিত করে।—অথচ তাহার জন্য কোনও রক্তাক্ত বিপ্লবের বিস্ফোরণে সমগ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হয় না। গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার এখানেই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ডাঃ আম্বেদকর এই প্রথার অকার্যকারিতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং অবজ্ঞাভরে ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার ব্যর্থতার এক ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়াছেন। ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথা ব্যর্থ হইয়াছে ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তজ্জন্য ডাঃ আম্বেদকরের মত এই প্রথাটিকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া এতৎসম্পর্কে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া ডাঃ আম্বেদকর ভারতীয় গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথা সম্পর্কে যে যুক্তি [illegible] প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে [illegible] ডাঃ আম্বেদকর ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ণ [illegible] ব্যক্তি-ঐতিহ্যের [illegible] বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার ব্যর্থতার কারণস্বরূপ ভারতের ব্যক্তি-ঐতিহ্যের অবলুপ্তিই মূলতঃ দায়ী বলিতে পারি। ভারতে পঞ্চায়েত প্রথার ব্যর্থতার এই মূল কারণটি কি করিয়া যে ডাঃ আম্বেদকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি।

এতদ্ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে দেশ ও জাতি গঠনের দায়িত্ব মুখ্যতঃ আঞ্চলিক সরকারের উপর অর্পিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র আন্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক কার্যসমূহেরই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ভারতেও ব্রিটিশ আমলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কল্পনা করিয়া ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনে জাতি গঠনের দায়িত্ব প্রধানত প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই আইন কার্যকরী হইবার পরবর্তী দশ বৎসরকাল সময়ে দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে সর্বভারতীয় স্বার্থে সরকারের পক্ষে ক্ষমতা পরিচালনা করিতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। পরাধীন ভারতের এই দৃষ্টান্ত যদি স্বাধীন ভারতের পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষজনক মনে না করা হয় তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে আমেরিকার দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বৈত নাগরিকতার প্রথা তথায় প্রচলিত থাকিলেও রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তা কখনও বিপন্ন হয় নাই। সুতরাং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ঐক্যিক রাষ্ট্রের আকারে পর্যবসিত করিবার কোনই যুক্তি নাই। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া, ভাষার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রদেশ নির্ধারিত হইবার এবং এই সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনশীল হইবার বিরুদ্ধে ডাঃ আম্বেদকরের প্রদর্শিত যুক্তির সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, স্বীকার করিতেছি।

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েল্ডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রাস্তা নির্মাণের [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চীনের সংকট

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়	কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,	৪২, চৌরঙ্গী,

কলিকাতা।

ফোন	ফোন
পি কে ৩৪৮	পি কে ৩৮৭০ (৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে
অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার
সেবায় নিয়োজিত।
"ব্যাঙ্কিং" ও সমাজ সেবার সুষ্ঠু যোগাযোগ
রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সন্তুষ্টি
আমাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশক।
শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ইরানের ব্যাপার

[illegible]

[illegible]

(শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

দিগন্ত

[illegible]

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

•　•　•　•

[illegible]

•　•　•　•　•

[illegible]

[illegible]

সংবাদলিপি

লণ্ডন

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিল—আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশন অব ব্রিটেনের হস্তে বৃহৎ কারখানাগুলির ভার অর্পণের প্রস্তাব—অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিল্পের উপকার।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৩০এ অক্টোবর—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিল প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিলে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ব্যবসায়ের জন্য আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন অব গ্রেট ব্রিটেন নামক একটী বোর্ড গঠিত হইবে এবং ঐ বোর্ডে একজন সভাপতি ও চার হইতে দশ জন সভ্য থাকিবেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান ব্রিটেনের সমস্ত বড় বড় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র অধিকারী হইবেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানীগুলিকে লাইসেন্স বিতরণ ক্ষমতা ঐ বোর্ডের হাতে থাকিবে।

যে সব প্রতিষ্ঠান এই বোর্ডের আয়ত্বে আসিবে তাহাদের নামের কোন পরিবর্তন হইবে না। উক্ত বোর্ড জাতির স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্রভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিকল্পে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন, জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সে সব পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিতে হইবে; তাহা জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী বোর্ডের নির্দ্দেশ মানিয়া সব সময়ে কাজ চালাইবেন এবং প্রয়োজন হইলে যে-কোন পরিচালককে অপসারণ করিবার ক্ষমতা ঐ বোর্ডের থাকিবে। বোর্ড প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের নূতন পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবেন। উক্ত বোর্ড সাধারণতঃ শিল্পের অংশ কোন কারখানা বা খনির পরিচালনা করিবেন না, কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে বোর্ড ঐ কাজও করিতে পারেন।

শিল্পটী যে পরিমাণে সুষ্ঠু হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হইবে। ১৯৫০ সালের নির্বাচনের পূর্ব্বমুহূর্তে জাতীয়করণের ফলে যদি কোন কারণে উক্ত শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পায়, তাহা হইলে রক্ষণশীলদের বিশেষ সুবিধা হইবে। এমন কি মিঃ চার্চিল ইতিমধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে যদি রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতা লাভ করে তবে তাঁহারা এই শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কয়লা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অসামরিক বিমান চলাচল শিল্প ইত্যাদি জাতীয়করণের ফল বিশেষ শুভ হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমেই কয়লা শিল্প জাতীয়করণ করা হয়, কিন্তু তাহাতে প্রার্থিত ফল পাওয়া যায় নাই। গত দুই বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে কয়লা উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ব্রিটেনের আজ অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমাত্রভাবে নির্ভর করে কয়লা শিল্পের উপর; সেই জন্য জাতীয়কৃত কয়লা শিল্পের এই রূপে ব্রিটেনের সামগ্রিক সংকটের বিশেষ ইঙ্গিতের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

বৈমানিক পরিবহনের জাতীয়করণের ফলে বেসামরিক যাত্রীদের ও মাল চলাচলের ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও সরকারের আয় বৃদ্ধি পায় নাই। বিমান চলাচল ব্যবস্থা জাতীয়করণের পর ব্রিটিশ ওভারসীজ বিমান কোম্পানীর প্রায় ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড লোকসান দেখা দিয়াছে। ঐ কোম্পানীগুলির ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ১ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ১০০ খানি নূতন বিমানের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিমানগুলি পাইতে আরও অন্ততঃ তিন বৎসর লাগিবে। কাজেই জাতীয়কৃত বিমান কোম্পানীগুলির অন্ততঃ আরও বৎসরের লোকসান হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা। জাতীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেইগুলির রূপায়ণ কাল সাপেক্ষ। কিন্তু বিলম্ব হইলেও, আগামী নির্বাচনের পূর্বে তাহা করা যাইবে।

জাতীয়করণের ফল পরিমাণে শুভ হইলেও, ইতিমধ্যে শ্রমিক সরকারকে যেসব বিপদ ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে তাহা মোটেই সহজ নহে। কাজেই সরকারী নীতির সাফল্য প্রমাণ করিতে হইলে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারকে আরও তৎপর হইতে হইবে। জাতীয়করণের সাফল্য অসাফল্যের উপর শ্রমিকদলের আগামী নির্বাচনের জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

সম্প্রতি ভারত সরকার লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে আমাদের বাণিজ্য ও শিল্পজগতে প্রচুর বিভ্রাট শুরু হইয়াছে। ব্রিটেনে লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ চালু করা হইয়াছে প্রায় এক বৎসর এবং মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে উহার কুফল দেখা যায় নাই। লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনেকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের আপত্তি থাকিলেও লগ্নী প্রতিষ্ঠানের মতে লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ প্রথার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে ভালই হইয়াছে, কারণ উহার ফলে অধিক মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণ লাভ হইয়াছে। লগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ আশা করেন যে, সরকার এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কয়েকবৎসর চালু রাখিবেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ প্রথার ব্রিটেনের শিল্প-সংঘ (Federation of Industries) বিরোধী ছিলেন না।

দিল্লী

প্রাদেশিক অর্থসচিব সম্মেলন—কেন্দ্রের [illegible] কমিটির সুপারিশ।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ৩রা নভেম্বর—ভারতের অর্থনীতির [illegible] এই সপ্তাহে নূতন দিল্লীতে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হয় নাই। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ এবং রাজস্ব বণ্টন-ব্যবস্থার [illegible] প্রয়োজনসমূহ বিবেচনা করাই এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল [illegible] [illegible] রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ যে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ব বিনিময়, [illegible] এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে সামগ্রিক নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে দুইটী ব্যাপারে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের বিশেষ সহযোগিতা চাওয়া হইয়াছে—(১) সরকারী ব্যয় হ্রাস এবং (২) উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণ। অবিলম্বে এমন বিধান করিতে হইবে যাহাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি [illegible] হয়। অতএব এই অগ্রগতি প্রদান করিতে যেন মুদ্রাস্ফীতির [illegible] প্রসারিত না হয়। আর যদি এমন অর্থে এই অগ্রগতি না দিয়া সরকারী ঋণগ্রহণ করা দেখা যায়, তাহা হইলে আবার সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া সরকারী [illegible] আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা বৃদ্ধি করিবে।—মুদ্রাস্ফীতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে আশা যায় যে এই সমতা বৃদ্ধি একান্তভাবে [illegible] হয় নাই।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিকে [illegible] [illegible] প্রদানের বিষয় প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু এই জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন প্রাদেশিক রাজস্বের সে সামর্থ্য নাই,—সুতরাং প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রীয় অনুদানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সাহায্য প্রদান করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ নীতি অনুসরণের ফলে প্রদেশগুলিকে এই অনুদান প্রদান করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহাই এই সম্মেলনে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের চিন্তার বিষয়। বিহার ও অন্য প্রদেশের পক্ষ হইতে তাহাদের অর্থনৈতিক অসুবিধার প্রতিবিধানকল্পে যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া কেন্দ্র সরকার আর্থিক সাহায্য দানের প্রস্তাবে [illegible] এ বিষয়ে [illegible] আলোচনা হইয়াছে। তাহা বিহার ও উড়িষ্যা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে আসাম সরকারও ভারত সরকারের নিকট অনুরূপ সাহায্য চাহিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ হইতে বলা হয় আমাদের [illegible] ফলে পশ্চিম বঙ্গ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাহির হইতে আগত উদ্বাস্তু, উর্দ্ধ শাসনের এবং বাহিরের নীতির যে এক

[illegible] হইয়াছে, তাহাতে তেজীর [illegible] এই প্রকারের [illegible] পুনর্বাসনের [illegible] এবং [illegible] এই প্রসঙ্গে [illegible] দৃঢ়তার সহিত [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] তাহাতে অন্য কোন কিছু নাই।

উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] পরিকল্পনা ও [illegible] মূল্য ও [illegible] পুনর্বিন্যাস [illegible] হইতে [illegible] বাজারে [illegible] হইবে [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] কোম্পানী [illegible] এবং [illegible] অধিকারের [illegible] বিষয় [illegible] লক্ষ্য করিবার [illegible] কিন্তু [illegible] এই [illegible] বলিয়া যে [illegible] সম্ভব হয় নাই—এরূপ কোন নিয়ম গ্রহণ করা হয় নাই।

অনুন্নত [illegible] ও [illegible] সরকারের [illegible] এবং [illegible] নাই। [illegible] পরিবর্তনের [illegible] পরিবর্তনের নিয়ম প্রবর্তন হয় নাই। [illegible] পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে [illegible] সরকারের [illegible] হইতে বলিয়া যে [illegible] পরিবর্তন [illegible] সরকারের অধিকারেই [illegible] বাণিজ্য ও [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] স্থির করা হইয়াছে। [illegible] আর্থিক ক্ষেত্রে [illegible] বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] কোম্পানী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] বৎসরকাল ধরিয়া [illegible]

[illegible] অনুমোদিত [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] এই সময় [illegible] কোটি টাকা এবং [illegible] কোটি টাকা [illegible] স্বীকার করিতে হইতেছে। [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] হইতে পৃথক একটি [illegible] পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু [illegible] পরিবর্তনের শেষ নাই। [illegible] বৃদ্ধি করিয়া [illegible] জানাইতেছে।

[illegible] কোম্পানী [illegible] কোম্পানী [illegible] পরিবর্তন [illegible] প্রকাশিত [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে। [illegible] পরিবর্তন [illegible] কোম্পানী [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই প্রসঙ্গে [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] কোম্পানীর [illegible] কিন্তু [illegible] করিবেন না। [illegible] কোম্পানীর [illegible] পরিবর্তনের [illegible] একটি [illegible] প্রকাশে এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা রহিয়াছে।

[illegible] হইতে [illegible] হইতে কোম্পানীর [illegible] পাইয়াছে তাহার জন্য [illegible] হয় নাই; [illegible] সরকারকে [illegible] করিয়া [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] এই সরকার হইতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে।—[illegible] এই ব্যবস্থা [illegible] করিয়াই [illegible] হইতে [illegible] দিয়াছেন। কিন্তু এখন [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] সরকার [illegible] চালু থাকিলে [illegible] এই ব্যবস্থা পূর্ব্বের মত এত [illegible] থাকিবে না। [illegible] পাকিস্তান হইতে [illegible] থাকিবে

এবং দেশের [illegible] অর্থনৈতিক উন্নতি-[illegible] এই [illegible] থাকিবে।

বোম্বাই

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আবেদন—সরকারের সহিত জনসাধারণ সহযোগিতা না করিলে দেশের বিপদ অবশ্যম্ভাবী—ভারতকে এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে—বোম্বাইতে [illegible] প্রদর্শনী উদ্বোধন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, [illegible]—সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহার [illegible] অবস্থিতিকালে বোম্বাইতে উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সময় তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য জনসাধারণকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিয়া বলেন যে, আজ এক সংকটের মধ্য দিয়া যে সময় [illegible] অতিবাহিত করিতেছেন এবং দেশে যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে তাহার মূল্য দিতে হবে। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁহার সহযোগীরা সকলেই কিছু অভিজ্ঞ কর্মচারী নহেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা যেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতেছেন তাহাতে অতি শীঘ্রই তাঁহারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন।

তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সরকার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ ভারত তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করিতেছে না এবং সেইজন্য বিদেশ হইতে প্রচুর মাল আমদানি করিতে হইতেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, একমাত্র খাদ্যের আমদানি হিসাবে ভারত কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছে, অথচ খাদ্যের বিষয়ে বিদেশের কোন অভাব নাই। ভারত যদি পূর্ণ শক্তি [illegible] নিয়োগ করিত [illegible] তাহা হইলে ভারতের এই বিরাট অর্থব্যয় হইত না।

ভারত বিভাগজনিত বিপর্যয়ের [illegible] এখন যে পরিমাণ [illegible] হইয়া উঠিতেছে না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে [illegible] লোকের আপত্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার হইলে [illegible] হইয়া উঠে। [illegible] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা লুটিয়া লইয়াছে এবং [illegible] চেষ্টা করিয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদের [illegible] পরিপূর্ণ। তাহারা এই অর্থ আবার পুনর্নিয়োগ করিতে [illegible] কারণ সেই ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে [illegible] হইবে না। এদিকে [illegible] দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবী প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে, এবং [illegible] সরকারী কর্মচারীরা [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

(শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

সঙ্কলন

মদ বিক্রয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নির্দেশিত এক ঘোষণায় প্রকাশ যে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের বা উহার পূর্বেকার যে সমস্ত মদ বা সুরা মূল্যাঙ্কিত করা হয় নাই, তাহা ১৯৪৮ সালের ৩০এ নভেম্বরের মধ্যে বিক্রয় করিতেই হইবে বলিয়া তাহারা সরকার মদ-উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের জানাইয়া দিয়াছেন। কোন অবস্থাতেই মেয়াদ আর বাড়াইয়া দেওয়া হইবে না। সেই অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, "বি" "সি" "ডি" এবং "ই" ফর্মে ব্যবসায়ীদের যে অস্থায়ীভাবে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহার মেয়াদ ৩০এ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ৩১এ অক্টোবর উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ছিল।

বিলাতী মদের খুচরা বিক্রয়

পূর্ববর্তী আদেশ সংশোধন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, ৭ই নভেম্বর হইতে পুনর্নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কলিকাতা ও হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল এলাকার বিলাতী মদের খুচরা ব্যবসায়ীগণ একবারে কোন ক্রেতাকে [illegible] ১০ টাকার বেশী ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের অথবা পরবর্তী কোন মাসের মূল্যের তালিকায় ভারতীয় বিলাতী মদ বিক্রয় করিতে পারিবে না। কোন ক্রেতা দুই বোতল [illegible] হইতে ১০০% [illegible] দাখিল করিলেই তবে তাহার নিকট মদ বিক্রয় করা যাইবে। [illegible] ও উহার দুহিতে দুই বোতল [illegible] নিয়মিত করিতে হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কলিকাতা ব্যবহারকারীদের কমিটির বৈঠক

গত ৩০এ অক্টোবর কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে উক্ত রেলওয়ের কলিকাতা ব্যবহারকারীদের কমিটির চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে শ্রী পি, এম, শ্রী এন, ঘোষাল, শ্রী কে, এল, জেঠিয়া, ক্যাপ্টেন [illegible], শ্রী, কে, এন, মুখার্জি, শ্রী ডি, এন, ঘোষ, মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জি, শ্রী এস, সি, ভট্টাচার্য, শ্রী আর, [illegible], শ্রী এস, মিত্র, শ্রী পি, এন, [illegible], শ্রী [illegible] এবং পণ্ডিত এস, কে, মৈত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য [illegible] বিষয়ের সহিত কয়েকখানি ট্রেনের সময়ের বৃদ্ধি ও কমিপূরণ [illegible] সম্পর্কিত বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। কমিপূরণ [illegible] মীমাংসা [illegible] করা হইয়াছে বলিয়া কমিটিতে উল্লেখ করা হয়।

[illegible] কমিটিকে জানান যে, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি এখন হইতে নিয়মিত, আমি ও ইউরোপীয় এই তিন শ্রেণী যাত্ৰী [illegible] ব্যবস্থা করিবেন।

পশ্চিম বঙ্গে শীতের চাষ

পশ্চিম বঙ্গে এইবারে ১৫০ [illegible] শীতের চাষ হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার আশা করেন যে, উপরিউক্ত জমিতে যে শীতের ফসলাদি উৎপন্ন হইবে তাহাতেই এই প্রদেশের চাহিদা মিটিবে।

[illegible] হইতে (বাখরগঞ্জ) যে শীতের ফসলের বীজ বিতরণের জন্য [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] পাকিস্তানের [illegible] হইয়াছে। এতদিন পশ্চিম বঙ্গকে [illegible] উপর নির্ভর করিতে হইত।

লাক্ষা [illegible] কেন্দ্র

[illegible] ও [illegible] অঞ্চলের [illegible] লাক্ষা এলাকায় [illegible] বাগানের মধ্যে [illegible] আদর্শে [illegible] বরাবর এক "লাক্ষা [illegible]" নামক প্রতিষ্ঠান [illegible] সহিত কাজ করিতেছে। [illegible] পদ্ধতির দ্বারা [illegible] চেষ্টা করিতেছে এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] ফলে তাহা প্রথম [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] পর্যন্ত [illegible] এলাকার এই [illegible] জন্য [illegible] লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] এই সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত [illegible] উহার সম্পাদক। উহারাই [illegible] লোক। [illegible] উক্ত [illegible] লাক্ষা [illegible] এই সমিতি গঠিত।

জাপানে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন

দুই মাস ও চারি দিন ধরিয়া [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] সেন্ট্রাল শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন সম্প্রতি ১০ দিন জাপান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি টোকিওতে অবস্থিত জাপানী কৃষি দপ্তর, কৃষি সংস্থা, কৃষি সম্পর্কিত [illegible], খাদ্য দপ্তর ও বন্দর, কৃষি [illegible] ও [illegible] কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেন বলেন [illegible] বহুতর [illegible] জাপানী [illegible] সরকারী [illegible] সহিত [illegible] করেন। [illegible] শ্রীযুক্ত সেন ও তাঁহার দলের সকলকে একটি আদর্শ জাপানী [illegible] লইয়া যান।

জাপান হইতে [illegible] ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত সেন এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, [illegible] কৃষি হইতে জাপান [illegible] উৎপাদন করে। জাপানের যে [illegible] সরকারের [illegible] কার্যকারিতা [illegible] সফল হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষি [illegible] উৎপাদন করিতে পারেন, জাপানই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা নভেম্বর হইতে বোর্ড (রেভিনিউ) কর্তৃপক্ষ [illegible] সেক্রেটারি, [illegible] ও [illegible] [illegible] হইবে। উহাতে [illegible] [illegible] শ্রী পি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ১লা নভেম্বর [illegible] বোর্ডে যোগদান করিবেন।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] করিবেন। [illegible] তিনি [illegible] সম্পাদন করিবেন।

বাস্তুহারাদের গৃহসংস্থান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, [illegible] পরিকল্পনা অনুসারে [illegible] বাস্তুহারাদের জন্য ১০টি [illegible] বাড়ী নির্মাণের, [illegible] হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] প্রত্যেকটি বাড়ী তৈয়ারীর জন্য প্রায় ১৬ হইতে ১৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং ঐ ১০টি বাড়ী ১৩১ দিনের মধ্যে তৈয়ার হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঐ সকল বাড়ী [illegible] ১লা নভেম্বর (১৯৪৮) হইতে [illegible] দরখাস্ত করিতে হইবে। [illegible] বাড়ীর মূল্য [illegible] দরখাস্তের সহিত [illegible] হাজার টাকা, বাড়ীর [illegible] হাজার টাকা এবং বাড়ী [illegible] টাকা প্রদান করিতে হইবে।

বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৮) ১১ হাজার ৯৯১ জন বাস্তুহারাকে [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। উহাদের মধ্যে [illegible] জন [illegible] ছিল। ইহা লইয়া ঐ রেজিষ্ট্রিতে মোট ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৭৩ জন বাস্তুহারার নাম রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছে। ঐ মাসে ১০৩ জন [illegible] মোট ৭ হাজার ১৯৪ জন বাস্তুহারাকে চাকুরি [illegible] দেওয়া হয়। উহাদের [illegible] ১৫ হাজার ৩৩১ জন। [illegible] লইয়া মোট ২ লক্ষ ৩১ হাজার ১৪৬ জন [illegible] ৩৪ হাজার ৭২৬ জন বাস্তুহারাকে চাকুরি [illegible] করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রেলওয়ে হইতে [illegible] পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] বি, বি, অ্যাণ্ড সি, আই রেলওয়েতে [illegible] করিতে অনিচ্ছুক। [illegible] হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] [illegible] বাস্তুহারাদের [illegible] পুনর্বসতি পরিকল্পনার কাজ [illegible] হইয়াছে। [illegible] অনুযায়ী [illegible] চাকুরি গ্রহণ করিতে পারে নাই।

[illegible] ১৯৪৮ [illegible] ও [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] জন [illegible] পুরো [illegible] করিতেছিলেন। [illegible] জন [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] জন [illegible] ও [illegible] করিতেছিল।

[illegible] কর্মচারী

এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ [illegible] জন লোক চাকুরি পাইয়াছেন। [illegible] জন [illegible] এবং ১৯৪৯ সালে [illegible] জন চাকুরি পান। [illegible] মোট [illegible] জন লোক চাকুরি পাইয়াছেন। [illegible] জন [illegible] এবং মোট [illegible] জন [illegible] চাকুরি পাইয়াছেন। [illegible] জন প্রাক্তন সৈনিক [illegible] জন প্রাক্তন সৈনিক [illegible] জন [illegible]।

[illegible] জন [illegible] ও [illegible] জন প্রাক্তন সৈনিকের মোট [illegible] জন [illegible] ও [illegible] এক মাসে মোট [illegible] জন প্রাক্তন সৈনিক এবং [illegible] জন [illegible] গ্রহণ করা হইয়াছে। [illegible] মোট [illegible] জন [illegible] বিভিন্ন [illegible] নিযুক্ত ছিলেন। উহাদের মধ্যে [illegible] জন প্রাক্তন সৈনিক এবং [illegible] জন [illegible] [illegible] জন [illegible] ও [illegible]।

[illegible] চায়ের বাৎসরিক হিসাব

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, [illegible] ও পরিসংখ্যান ডিরেক্টরেট ১৯৪৮-৪৯ সালে [illegible] ভারতীয় ইউনিয়নে যে চায়ের [illegible] ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] এই হিসাব [illegible] চূড়ান্ত [illegible] যায়। [illegible] প্রকৃত [illegible] না [illegible] নাই।

[illegible] হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

আলোচ্য বৎসরে [illegible] একর [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] পূর্ব বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে [illegible] একর ও [illegible] পাউণ্ড। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে [illegible] একর [illegible] বৃদ্ধি [illegible] ও উৎপাদন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ও [illegible] ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] অনুযায়ী এই চুক্তি [illegible] হয়।

ভারতে [illegible] আমদানি

[illegible] ১৯৪৯ সন পর্যন্ত [illegible] বিদেশ হইতে ভারতে [illegible] হাজার [illegible] টন [illegible] টন চাউল ও [illegible] টন [illegible] আমদানি হইয়াছে। উহা লইয়া [illegible] ভারতে [illegible] মোট পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ :—

	লক্ষ	হাজার	টন
[illegible]	৮	৬৮	
চীন	৭	৪৭	
তুর্কী	২	৮৩	
[illegible]	১	৫৭	
[illegible]	১	৫১	
[illegible]		১৮	
[illegible]		৪	

[illegible] উৎপাদনের [illegible]

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, [illegible] উৎপাদনের নূতন কারখানা [illegible] বিদেশ হইতে নূতন [illegible] আমদানির লাইসেন্সের জন্য কোন [illegible] ভারত সরকার [illegible] বৎসরের [illegible] গ্রহণ করিবেন না [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] উৎপাদন [illegible] বর্তমান [illegible] পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

সরকার মনে করেন যে, [illegible] উৎপাদনের জন্য বর্তমানে যে সকল কারখানা আছে ও নূতন কারখানা [illegible] আমদানির জন্য ইতিপূর্বে যে সকল লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা ভারতের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

অস্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানি

ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তর হইতে এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত গভর্ণমেন্টের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ [illegible] সিং [illegible] ও অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] মিঃ [illegible] একটি প্রতিনিধিদল [illegible] একটি চুক্তি সম্পাদনের বিষয় [illegible] অস্ট্রেলিয়া [illegible] হইবেন।

অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় [illegible] মিঃ [illegible] অস্ট্রেলিয়ার এই প্রতিনিধিদলের [illegible] করিবেন।

[illegible] ও মজুত [illegible] হিসাব

১৯৪৮ সালের [illegible] উৎপাদন [illegible] ভারতীয় [illegible] [illegible] বর্তমান [illegible] বাদাম, [illegible] ও [illegible] পরিমাণ ছিল যথাক্রমে [illegible] টন, [illegible] টন, [illegible] টন ও [illegible] টন। [illegible] ভারতীয় ইউনিয়নের [illegible] পূর্ব বৎসরে [illegible] পরিমাণ ছিল যথাক্রমে [illegible] টন [illegible] টন, [illegible] টন ও [illegible] টন।

মোট [illegible] টি কারখানায় উৎপাদনের [illegible] হিসাব করা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের [illegible] মাসের [illegible] উৎপাদন ও [illegible] মোট পরিমাণ [illegible] যথাক্রমে [illegible] টন ও [illegible] টন ও [illegible] টন।

রেক্টিফায়েড স্পিরিট বিক্রয়

পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই প্রদেশে রেক্টিফায়েড স্পিরিট বিক্রয় ও [illegible] নিয়ন্ত্রণ এবং উহার বিক্রয়-মূল্য [illegible] করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গে [illegible] ৩০,০০০ গ্যালন রেক্টিফায়েড স্পিরিট [illegible] করা হয়। [illegible] এক প্রদেশ হইতে [illegible] হাজার গ্যালন স্পিরিট পাওয়া যায়। [illegible] জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার [illegible] বিবেচনা করিয়া একটি কেন্দ্রীয় [illegible] হইতে উহা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন।

চা-বাগানে [illegible] ঘর

[illegible] ও [illegible] বিবেচনা করা যে [illegible] এবং উহার [illegible] তাহা সকলেই স্বীকার করেন। [illegible] যে, কেন্দ্রীয় [illegible] জন্য [illegible] সম্পর্কে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ, ঐ [illegible] এখনো প্রায় [illegible] তুলনায় [illegible] অনেক [illegible]।

ঐ প্রতিষ্ঠানের [illegible] টি ঘর [illegible] এবং [illegible] বিলি করা হইবে। [illegible] প্রদেশে প্রদেশে [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] ভাড়ার হার ধার্য করা হইবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা [illegible] একটি [illegible] জন্য [illegible] হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

[illegible] নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকার

[illegible] ভারত, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান ও [illegible] একটি [illegible] হয়। [illegible] ঐ [illegible] উদ্বোধন করেন। [illegible]

পশুপালন শিক্ষণ ও উহার গবেষণার ব্যবস্থার মধ্যে, উহার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৫৭-৫৮ সালে দ্বিতীয় ভারতে পশুপালনের উন্নয়ন [illegible] ছিল, তাহা ভারতের প্রতিনিধি [illegible] বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের দ্বিতীয় ১৯৫৫, '৫৭ ও ৫৮ সালে পশুপালনের অনেক উন্নয়ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তেমনি ব্যাপক ভাবে প্রত্যেক পরিকল্পনা ও উহাদের [illegible] না হয় [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯৫৮-৫৯ সালের কার্যসূচী সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, রাজপুতানায় ও মধ্যপ্রদেশে দুইটি বাছিয়া পশুপালন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারত, মধ্যপ্রদেশ, পাকিস্তান ও সিংহল—এই সকল দেশের পশুপালন পরিস্থিতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় এবং পশুপালন আন্দোলনের দ্বারা ব্যাপক শিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে অবলম্বন করা সম্ভব হয়, সেজন্য ঐ সকল দেশে পশুপালন বিদ্যালয়ের একটি প্রকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে পশুপালন শিক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়।

দেশীয় ভাষায় প্রেস টেলিগ্রাম

দেশের মধ্যে প্রেস টেলিগ্রাম দেশীয় ভাষায় প্রেরণ করা চলিবে, তবে যে টেলিগ্রাম অফিসে আবশ্যকীয় প্রেরণের জন্য উপস্থিত করা হইবে অথবা যে স্থানে প্রেরিত হইবে, সেই স্থানের প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের লিখিত থাকা চাই এবং আবশ্যকীয় রোমান অক্ষরে লিখিত হইবে।

অফিসের সময়ের পর টেলিগ্রাম বিলি

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অফিসের সময়ের পরে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান অফিসের ঠিকানা ভিন্ন অন্য কোন ঠিকানায় তাঁহাদের প্রাপ্য টেলিগ্রাম বিলি করাইতে চাহিলে, টেলিগ্রাম অফিসগুলিতে তাঁহাদের বিশেষ ঠিকানা তালিকাভুক্ত করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তালিকাভুক্ত প্রতিটি ঠিকানার জন্য বাৎসরিক ৫ টাকা ষান্মাসিক ৩ টাকা ৮ আনা ব্যয় পড়িবে। অস্থায়ী ঠিকানার জন্য এই উদ্দেশ্যে ব্যয় পড়িবে বাৎসরিক ২০ টাকা ও ষান্মাসিক ১২ টাকা।

স্থায়ীভাবে এলাকাভুক্ত ঠিকানার জন্য স্থানীয় কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর টেলিগ্রাফ অফিসের এলাকাধীন ঠিকানাগুলির জন্য উক্ত অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট নাম তালিকাভুক্ত করা চলিবে।

কানপুরে ভিক্ষুক-আশ্রম

কানপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ১০২,০০০ টাকা ব্যয়ে কানপুরে অক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য একটি আশ্রম নির্মাণের পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন।

এই উদ্দেশ্যে [illegible] বোর্ড কানপুরের উপকণ্ঠে ৩০ একর জমি বিনা [illegible] দিয়াছেন। [illegible] ভিক্ষুকদের [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] ভিক্ষুকদের [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] কাজ, [illegible] ও [illegible] কাজ দেওয়া হইবে এবং [illegible] [illegible] দেওয়া হইবে।

অতঃপর, সরকারের উদ্যোগে, শিশু ও কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য আশ্রমে পৃথক পৃথক স্থান থাকিবে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্যও আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকিবে। ভিক্ষুকদের [illegible] অথবা আশ্রমের [illegible] এই আশ্রমে ভর্তি হইতে পারিবে।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ড নতুন ভিক্ষুক একটি কমিটি আশ্রম পরিচালনা করিবেন। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ আশা করেন, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট এই কার্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

মোটরের যন্ত্রাংশ আমদানি

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্প সংরক্ষণের দাবী সম্পর্কে ভারতীয় শুল্ক বোর্ডের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া দুইটি সরকারী প্রস্তাব গত [illegible] [illegible] [illegible] অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। দুইখানা হইতে সাময়িকভাবে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ ও [illegible] [illegible] উপযুক্ত সাহেব উহার [illegible] সরকারী ৮০ [illegible] সরকারী শুল্ক [illegible] বোর্ড সুপারিশ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible] উহাতে বন্ধ হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] এই সকল শুল্ক [illegible] করিবে।

বোর্ডের এই প্রস্তাব সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্বে সম্পর্কিত [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] না হইবার সম্ভাবনা থাকায়, উপরিউক্ত প্রথম [illegible] [illegible] করিবার জন্য ১৯৬০ সালের সংশোধনী শুল্ক আইনের ৩ ধারা অনুসারে এই প্রস্তাব জারিতে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে।

বনবিভাগীয় কর্মচারীর অভাব

বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলে বনকর্মচারীর ক্রমবর্ধমান অভাব মিটাইবার জন্য দেরাদুন অবস্থিত ভারতীয় বনবিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রসারণ করা হইতেছে। বনবিভাগের উচ্চপদে কার্য করিবার জন্য কর্মপ্রার্থীদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালে এই কলেজ স্থাপিত হয়।

এই কলেজের ১৯৫৮-৫৯ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর ১৯৫৭-৫৯ সালের কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ও ১৯৫৮-৬০ সালের কোর্সের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী এবং ১৯৫৯-৬০ সালের কোর্সের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের [illegible] শিক্ষাদান করেন। বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা [illegible] যে, উপরিউক্ত [illegible] [illegible] ৩০ জনের অতিরিক্ত কলেজে প্রতি বৎসর [illegible] ছাত্র ভর্তি করিতে হয়।

ঐ বৎসর উক্ত কোর্সে ৩০ জন ছাত্র শিক্ষা [illegible] করেন।

[illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] [illegible] উহাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন, কেননা উহাদেরই এই শিক্ষাক্রমে ভর্তি করিবার নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

শিক্ষাদানের ব্যবস্থাগুলির সম্প্রসারণ করিয়া ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে প্রতি শাখায় ৩০ জন ছাত্র লইয়া দুইটি শাখা খুলিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯৫৯-৬০ সালের কোর্সে ৬০ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিবে। এক বৎসর অন্তর ছাত্র ভর্তি করিবার পরিবর্তে প্রতি বৎসর ছাত্র ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রদের বৃক্ষরোপণ, [illegible], শিল্প, [illegible], বনজ, বোটানী ও প্রভৃতি প্রধান বিভিন্ন ভবন ও অঞ্চলে অবস্থিত বোর্ড [illegible] এবং অরণ্যের সহিত বন সম্পর্কীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই কলেজটি বনগবেষণা প্রতিষ্ঠানের মূল অট্টালিকায় অবস্থিত। উহার জন্য একটি ভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ী নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কলেজের ৫০ বার্ষিকী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিবরণ উপরিউক্ত বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে [illegible] [illegible] [illegible] সভাপতিত্ব করেন।

হায়দরাবাদ স্টেট ব্যাংকের আটক অর্থ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন যে, জুলাই মাসে হায়দরাবাদ স্টেট ব্যাংকের যে সকল সম্পত্তি আটক হইয়াছিল, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক তাহা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা এবং এইগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত স্টেট ব্যাংকের শাখা ও এজেন্সিসমূহে ছিল। কেন্দ্রসরকারী আটক হিসাবের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক ব্যাংকের জন্য প্রয়োজন মাফিক আবেদন করা হইলে, এই টাকা দেওয়া হইবে। স্টেট ব্যাংকের সহিত ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের যে এজেন্সি ব্যবস্থা গত ৩রা জুলাই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই ব্যবস্থার ফলে পুনরায় তাহা চালু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অর্থসম্ভার

আয়কর তদন্ত কমিশনের নূতন নির্দেশ

[illegible], [illegible] তারিখ

আয়কর তদন্ত কমিশন সম্প্রতি ব্যবসায়ীদের নিকট এক নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন। এই নির্দেশে ব্যবসায়ীকে বলা হইয়াছে যে যত যার বৎসরের মধ্যে যেসব ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের ১০,০০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ আদায়, মূলধন ক্ষতি কিংবা ১,০০,০০০ টাকা অধিক লাভ অথবা ছিল, সেই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্রাদির পূর্ণ বিবরণ আগামী ৩০এ নভেম্বর তারিখের মধ্যে আয়কর তদন্ত কমিশনের নিকট ব্যবসায়ীকে দাখিল করিতে হইবে।—এই নির্দেশের প্রধান উদ্দেশ্য যে আয়কর ফাঁকির অনুসন্ধান করা, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

• • • •

আয়কর তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ করিয়া ১৩টি বিষয়ে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।—তদনুসারে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ঐ ১৩টি বিষয়ের হিসাব সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ চাহিয়া পাঠানো হয় এবং উক্ত বিবরণ [illegible] করিয়া দেওয়ার জন্য [illegible] সময়ের [illegible] ১৫ জন কর্মচারী বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল কর্মচারী [illegible] [illegible] তাঁহাদের তদন্ত কার্যে [illegible] বিবরণ দাখিল করেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ইতিপূর্বে পৃথক পৃথকভাবে প্রশ্নপত্র পাঠানো হইয়াছিল।—সেই প্রশ্নপত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায় উৎপাদন ও বিক্রয় পরিমাণ এবং অতিরিক্ত লাভ প্রদান করিতে বলা হইয়াছিল এবং অনুরূপ অতিরিক্ত বিষয় সম্পর্কে জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। এই সকল প্রশ্নের উত্তর নভেম্বর মাসের শেষ হওয়ার পূর্বে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।—এই সকল প্রাথমিক কাজ শেষ করিয়া কমিশন প্রত্যেক বিষয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া [illegible] করিবেন এবং মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।—কিন্তু এ সকল হইল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উল্লিখিত ১৩টি বিষয়েরই সম্পর্কিত ব্যবস্থা।

• • • •

তদন্ত কমিশনের ব্যবসায়ীদের প্রতি সাম্প্রতিক নির্দেশের ফলে একথা মনে করিবার কারণ আছে যে, উহাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র তাঁহারা প্রসারিত করিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত ১৩টি বিষয়ের বাহিরেও তাঁহারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে তদন্ত করিতে চাহিয়াছেন।—আমরা তদন্ত কমিশনের এই কাজ সম্পূর্ণ সমর্থন করি, এবং একান্তভাবে ইহা বিশ্বাস করি যে কমিশন যদি তাঁহাদের কর্তব্য নির্ভীকভাবে এবং প্রভাবিত হওয়ার অতীত হইয়া পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে এদেশে আয়কর ফাঁকি দিবার ব্যাপারে যে সকল কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] [illegible] কারণ [illegible] পূর্ণরূপে হইবে। [illegible] 'চোর' বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহাদের প্রতি আর্থিক শাস্তিবিধান করা আবশ্যক। তাহা হইলে ভবিষ্যতে আয়কর ফাঁকি দিবার মত লোক আর খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

• • •

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। 'চোর' ধরিবার জন্য এই তদন্ত যেন [illegible] না করে; কোন ব্যক্তি সাধু, খুব [illegible]। কিন্তু আনুষঙ্গিক [illegible] [illegible] যেন না করা হয়। আমাদের [illegible] হিসাবের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই আইনকানুনের ত্রুটি থাকা, [illegible] সরকারী বিভাগের [illegible] হয় না।—কিন্তু তাহাদের যে-কোন [illegible] সরকারী সমর্থন পাইতে পারেন। [illegible] আইনকানুনের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধিত হয় এই সকল [illegible], কিন্তু নির্দেশনামার [illegible] যে-কোন [illegible] সরকারী কর্মচারীর পক্ষে [illegible] কঠিন নয়।—একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি।

আমাদের [illegible] [illegible] ও কোম্পানির (Casings) [illegible] মাস পূর্বে [illegible] [illegible] হইয়াছেন।—কিন্তু আজও তাঁহার ঐ সকল [illegible] আয়কর [illegible] নাই। কেন তিনি [illegible] [illegible] করিয়া তাঁহার ঐ আপত্তি [illegible] [illegible] (মৌখিক ও লিখিতভাবে) তাঁহাকে [illegible] এই কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার [illegible] [illegible] উচিত হয় নাই।—একটি [illegible], [illegible] [illegible] এই [illegible] ও [illegible] মনোবৈজ্ঞানিক [illegible] পরিচয় করিতেছে।

• • • •

অতএব আমাদের মতে আয়কর তদন্তের ব্যাপারে একাধারে নিরপেক্ষতা ও সতর্কতা দুই-ই প্রয়োজন আবশ্যক।—কোথাও যেন কোন অবিচার না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।—আর একটি কথা, আইনের ফাঁকে যেন কোথাও ও দুর্নীতি [illegible] না হয়। এমন যেন কখনও না ঘটে যে দুর্নীতি ধরিবার [illegible] করা হইল, অথচ [illegible] আয়কর [illegible] 'তোষামোদ', দুর্নীতি [illegible] করিতে [illegible]—কিন্তু [illegible] প্রতি [illegible] দৃষ্টি রাখিতে সরকারকে অনুরোধ করিতেছি।

• • •

ব্যবসায়ীদের প্রতি আয়কর তদন্ত কমিশন ১০,০০০ টাকা ও ১,০০,০০০ টাকার অধিক [illegible] ব্যবসায়ীদের যত যার বৎসরের [illegible] বিবরণ চাহিয়া যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ৩০এ নভেম্বরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে এইরূপ বলা হইয়াছে।—যত যার বৎসরের এই বৎসরের বিবরণ দাখিল করার ব্যাপারেই [illegible]। ইহাতে [illegible] আবশ্যক। অতএব আমাদের মতে এই কাজ [illegible] ৩০এ নভেম্বরের পরবর্তী কোন তারিখ নূতন [illegible]। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীদের পক্ষে পূর্বোক্ত নির্দেশ পালন করা অসম্ভব হইতে পারে।

• • • •

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা ও বোম্বাই উভয়েই [illegible] দিন [illegible] এবং [illegible] সাধারণ [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] আলোচ্য সপ্তাহের [illegible] ব্যাংকসমূহের [illegible] প্রতি [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] পূর্ব পূর্ব সপ্তাহের [illegible] আলোচ্য সপ্তাহেও ১ কোটি টাকা পরিমাণ [illegible] জমা হইয়াছে। কিন্তু মাত্র ৫০,০০০ টাকা পরিমাণের [illegible] আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] এবং আগামী সপ্তাহের জন্য পুনরায় ১ কোটি টাকার [illegible] আহ্বান করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য সপ্তাহে সরকারী কাগজের মূল্যও হ্রাস পাইয়াছে। সরকারী ৩% সুদের [illegible] সালের কাগজের মূল্য [illegible] হইতে [illegible] আনা হ্রাস পাইয়া [illegible]-তে পরিণত হইয়াছে। [illegible] ১৯৭০-৭৫ সালের [illegible] সরকারী ৩% সুদের কাগজের মূল্য [illegible] হইতে হ্রাস পাইয়া [illegible]-তে পর্যবসিত হইয়াছে। টাকার বাজারের এই অবনতির প্রতি রিজার্ভ ব্যাংক ও ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত।

• • • •

১৯এ অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাংকের সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশে চলতি নোটের পরিমাণে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। মজুত নোটের পরিমাণে [illegible] লক্ষ টাকার উন্নতি হইলেও ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকায় [illegible] হয়। [illegible] পরিমাণে [illegible] লক্ষ টাকার উন্নতি ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) [illegible] নোটের পরিমাণের উল্লিখিত বৃদ্ধির কারণ বলিয়া মনে হয়। টাকা ও মুদ্রামানের পরিমাণে কোনও পরিবর্তন দৃষ্ট হয় নাই।

[illegible] দেশীয় মহাজনের ঋণের পরিমাণের আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই (১৪৬.২২ কোটি টাকা—১৪৬.১২ কোটি টাকা)। কিন্তু তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকায় উঠিয়া [illegible] করিয়াছে। [illegible] ঋণের পরিমাণে কিছু হ্রাস পরিদৃষ্ট হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] কোটি টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগের [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সরকারের [illegible] পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] কোটি টাকায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য দফার পরিমাণ প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

•

১৪ই অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের [illegible] বিভাগে চালিকায় [illegible] পরিমাণে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। [illegible] পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে [illegible] কোটি টাকা এবং অন্যান্য চালিকার [illegible] পরিমাণেও [illegible] লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] অন্যান্য দফার পরিমাণে কিছু হ্রাস পরিদৃষ্ট হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং [illegible] পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] কোটি টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কে [illegible] পরিমাণে প্রায় [illegible] কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ১৪ই অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে [illegible] পরিমাণে যে উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাহা [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] পরিমাণে সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

[illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] যদি [illegible] অবস্থায় [illegible]

[illegible] বলেন যে, [illegible] হইতে পারে। [illegible] তিনি বলেন যে, [illegible] কিন্তু [illegible] এবং [illegible] হইবে এবং [illegible] হইতে পারে। [illegible] তাহাদের [illegible] করিতে [illegible] না।

[illegible] এবং [illegible] হইবে। [illegible] কারণ [illegible] পারে। [illegible] হইবে।

ক্যালচীন
[illegible]
এই পুস্তিকা-খানি কেন পাঠান

[illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পাটের বাজারে নূতন সমস্যা

[illegible]

* * * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তুলা

[illegible]

চিনি

[illegible]

তৈলবীজ

[illegible]

চা

[illegible]

সোনা-রূপা

[illegible]

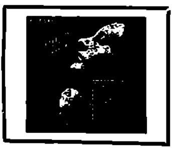

বাজারের কথা

লভ্যাংশ বণ্টন নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া

কলিকাতা, সোমবার সকাল

বাজারে পুনরায় মন্দা [illegible] দেখা দিয়াছে। শেয়ারের পরিমাণ [illegible] হ্রাস পাইয়াছে যে উহা [illegible] বাজার [illegible] সম্ভব হয় না। পূর্ববর্তী সপ্তাহে [illegible] প্রতিক্রিয়ার [illegible] শেয়ারগুলির কিছুটা চাহিদা ছিল, কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে সর্বশ্রেণীর শেয়ারই নিম্নাভিমুখে [illegible] করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাজারের উন্নতির কোন শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। [illegible] এই শেয়ারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে। [illegible] কোম্পানির লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণের যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, তাহাতে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ [illegible] কিছু কিছু [illegible] বাজারে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। [illegible] এবং যে সকল [illegible] হইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

* * * *

[illegible] শেয়ারের বাজারের 'বুম' [illegible] সেই সময়ে শেয়ারের কোম্পানি [illegible] হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিত হইতে না। এখন কিছু [illegible] কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাদের [illegible] বিবেচনার কথা ভাবিতে হয়। [illegible] লভ্যাংশের জন্য যে নীতি [illegible] বাজারে কোন উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন না ইহা তাহারই পরিচায়ক।

* * * *

[illegible] মাসে টাটা [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ শেয়ারের দরের কিছুটা উন্নতি হইলেও কোম্পানির বাজারের অন্যান্য বিভাগে কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। কোম্পানির বাজারের তুলনায় [illegible] বাজারে আরও বেশী মন্দা গিয়াছে। [illegible] [illegible] বিক্রেতার অভাব ছিল না, কিন্তু ক্রেতা একপ্রকার দুর্লভ ছিল। [illegible] [illegible] ও [illegible] যথাক্রমে [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪৬ সালে বাজারে [illegible] পর ইহাই বোধ হয় সর্বনিম্ন রেকর্ড। বাজার যেরূপ [illegible] তাহাতে আর কোন কিছুই [illegible] করিতে সাহস হইতেছে না।

* * * *

বিভিন্ন দালাল ও [illegible] সহিত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে শেয়ারের [illegible] মূল্যাবনতির ফলে প্রত্যেকেই আর্থিক সঙ্কটের [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন। তাদের আর্থিক সাহায্য [illegible] [illegible] করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাঁহাদের পক্ষে নূতন করিয়া [illegible] অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা পূর্বেও বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে, [illegible] নীতি বাজারের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং শীঘ্রই এই নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার।

* * * *

বর্তমানে বাজারে যে মন্দা [illegible] তাহার উপর আর [illegible] সরকারের লভ্যাংশ এক [illegible] অবস্থা পড়িয়াছে। [illegible] বাজারের উন্নতি না হইলে নূতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। [illegible] যে [illegible] বাজারে নূতন কোন প্রতিষ্ঠানে [illegible] একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি সরকারী [illegible] যে সমস্ত [illegible] পরিকল্পনার কথা [illegible] তাহার [illegible] এই [illegible] বিশেষভাবে [illegible] হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে ৮০ কোটি টাকার নূতন [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার যে [illegible] করিয়াছেন, তাহাতেই বর্তমান আর্থিক সঙ্কটের [illegible] বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। বর্তমান [illegible] পরিকল্পনা [illegible] করিতে হইলে বাজারে আর্থিক সঙ্কট [illegible] করিতে হইবে। [illegible] বাজারের উন্নতি [illegible] হইবে এবং [illegible] তাহা [illegible] করিবে। অতএব [illegible] বাজার সম্পর্কিত সরকারী [illegible] পুনরায় [illegible] হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ [illegible] সরকারী [illegible] হইতে কোন [illegible] দেখা গিয়াছে।

* * * *

[illegible] এই পরিস্থিতির [illegible] শিল্প [illegible] যে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে তাহা [illegible] প্রতিষ্ঠানই [illegible] দরেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেশী [illegible] করিলে [illegible] আরও [illegible] হইবার সম্ভাবনা। [illegible] উন্নতি [illegible] বলিয়াই মনে হয়। লৌহ ও ইস্পাতের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে শুল্ক বোর্ড (Tariff Board) এখনও তাঁহাদের [illegible] না করিলেও মূল্যবৃদ্ধি [illegible] একপ্রকার সুনিশ্চিত [illegible] করা যায়। [illegible] বিশেষ [illegible] উন্নতি [illegible] প্রকাশ [illegible] কিছু [illegible] বলিয়া মনে হয় না। [illegible] চুক্তি অনুযায়ী [illegible] ও পাকিস্তানের [illegible] হইয়াছিল তাহাও কিছুটা [illegible] হইয়াছে। [illegible] পাকিস্তানের জন্য কোন [illegible] কোন উপায় দেখাইতেছেন না।

এখন [illegible] অতীত হইয়া হইলেও, [illegible] আর্থিক নীতি [illegible] [illegible] তাহার [illegible] নাই।—সরকার যদি এ সময়ে [illegible] না হন এবং পুনরায় বাজারের [illegible] তাহারা এখনই করিয়া [illegible] নীতি [illegible] পারেন, তাহা হইলে যে শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের [illegible] পরিকল্পনা ও উৎপাদন [illegible] ব্যাহত হইবে, এমন মনে করিবার কারণ আছে।—আমরা [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] করিতে এই [illegible] প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

সরকারী ঋণপত্র—

এই বিভাগে দরের অবনতি বেশী না হইলেও [illegible] পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] কোম্পানীগুলির বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। [illegible] ১০০৬০ [illegible] [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে। [illegible] কোন উন্নতি হয় নাই, বিক্রেতার [illegible] কিছুটা অবনতি হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে [illegible] অত্যন্ত কম হইয়াছে এবং কিছু দরেই হইয়াছে। [illegible] [illegible] পর্যন্ত কাজের খবর পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার খনি—

অন্যান্য বিভাগের ন্যায় এই বিভাগেও কাজের পরিমাণ অত্যন্ত কম হইয়াছে এবং অবনতি [illegible] কিছু হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

চটকল—

চটকলের শেয়ারের চাহিদা [illegible] ছিল না। [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

[illegible] কাজ [illegible] অত্যন্ত কম [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে। যেমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পর্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

চা—

এই বিভাগে কাজ [illegible] হইলেও দরের অবনতি বেশী হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।

বিবিধ

(পূর্বপ্রকাশিত পৃষ্ঠার)

করিতে হইবে।—[illegible] [illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] এবং করিয়া [illegible] উচিত হইবে না। [illegible] সরকারের [illegible] লোকের [illegible] [illegible] জাতীয় [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] হইয়াছে, তাহার [illegible] করিব। [illegible] এদিকে [illegible] প্রকাশ করেন কিনা, তাহাই দেখিবার বিষয়।

—[illegible]

যৌথিক

সমস্তিপুর সুগারের লাভের পরিমাণে সবিশেষ বৃদ্ধি

৩০এ জুন ১৯৫৮ সালে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য [illegible] সুগার কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে মোট লাভ [illegible] টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে লাভ হইয়াছে [illegible]। ইহা হইতে করবাবদে [illegible] ([illegible]) ও মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]) [illegible] হইয়াছে। [illegible] আলোচ্য বৎসরে [illegible] পূর্ববর্তী হিসাবের [illegible] কোম্পানীর [illegible] মোট [illegible] থাকে। এই অর্থ হইতে [illegible] পূর্ববর্তী হিসাবে [illegible] ([illegible])।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর [illegible] কারখানায় [illegible] ([illegible]) হইতে [illegible] হয় এবং [illegible]। এই [illegible] মোট [illegible] মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে। [illegible] এই বৎসরে মোট [illegible] মণ আখ মাড়াই হইয়াছে। [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে।

[illegible] ১৯৫৭ সালের [illegible] হইতে [illegible] আলোচ্য বৎসরে [illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়াছিলেন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—[illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]
অন্যান্য তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মজুত	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

নিয়মাবলী

—×—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১২৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল [illegible] ও ক্যাল [illegible]) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য [illegible] সেন্ট্রাল সুগার কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত নীট লাভ [illegible] টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে নীট লাভ হইয়াছে [illegible]। এই [illegible] আলোচ্য বর্ষে [illegible] বাদ করার প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র [illegible]। [illegible] আলোচ্যবর্ষে মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]), [illegible] তহবিলে [illegible] ([illegible]) ও [illegible] তহবিলে [illegible] ([illegible]) [illegible] করা হইয়াছে। এই লাভের পরিমাণ হইতে অংশীদারদের [illegible] করা হইয়াছে। এই [illegible] লাভের [illegible] ও পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত [illegible] লাভের জের [illegible] করিয়া কোম্পানীর হাতে মোট [illegible] থাকে। এই অর্থ হইতে আলোচ্য বৎসরে [illegible] বাবদ [illegible] হারে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করিয়াছেন। এই লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ববর্তী হিসাবে [illegible] টাকা। পরবর্তী হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে [illegible] ([illegible])।

কোম্পানীর কারখানায় ১৯৫৭ সালের [illegible] হইতে কাজ আরম্ভ করিয়া ১৯৫৮ সালের [illegible] পর্যন্ত মোট [illegible] মণ আখ মাড়াই করা হইয়াছে। [illegible] কারখানার কাজ [illegible] হইয়াছে ও [illegible] লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—[illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মজুত	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

• • • • •

[illegible] সুগার কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য [illegible] হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মোট উৎপাদিত চিনির পরিমাণ পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত পরিমাণের ([illegible] মণ—[illegible] মণ) [illegible] কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ [illegible] হিসাবে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ([illegible]—[illegible])। এই লাভের পরিমাণ হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণের [illegible] অর্থ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং করবাবদে [illegible] ([illegible]), মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]) ও [illegible] [illegible] ([illegible]) বাদ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই [illegible] কোম্পানীর হাতে [illegible] লাভের পরিমাণের [illegible] পূর্ববর্তী হিসাবের

[illegible]

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বের ৭ পৃষ্ঠার)

টেলিফোনে আবার বিপর্যয়

[illegible]

[illegible]

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্নাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

[illegible]

খাজাঞ্চীপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

([illegible])

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯৪৮							
জুলাই	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
আগষ্ট	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	—	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
সেপ্টেম্বর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
অক্টোবর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
নভেম্বর	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

১৯৪৮
নভেম্বর

ডিসেম্বর

১৯৪৯
জানুয়ারী

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(লাখের টাকার হিসাবে)

দায়—

[illegible]

সম্পত্তি—

(ক) সোনার ও রূপার মোহর

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(লাখের টাকার হিসাবে)

দায়—

[illegible]

মোট [illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

মোট [illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(লাখের টাকার হিসাবে)

[illegible]

স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান

(লাখের টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—

[illegible]

সম্পত্তি—

(ক) সোনার ও রূপার মোহর

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়

[illegible]

সম্পত্তি—

মোট

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বাজার দর					
								[illegible]		[illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনীয়ারিং											
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		—				
কয়লাখনি											
[illegible]		[illegible]			[illegible]					[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]				[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		—		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	—	[illegible]	—			[illegible]
কাপড়ের কল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	—	—	—		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

[illegible] প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
চটকল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ক)	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ক)	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ক)	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
চা-বাগান											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

যৌথ প্রতিষ্ঠান

P 7681

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]										
বিবিধ [illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]									[illegible]
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible]

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, [illegible], ১৩৫৫ [illegible], ১৯৪৮ [মূল্য ।০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস্-চেয়ারম্যান্)	শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস্-চেয়ারম্যান্)
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা	শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান	শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর	শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা	শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি	শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, টি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
শ্রী ভি, আর, সোনালকার	**শ্রী এস, টি, সদাশিবম**

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

আর্থিক ভারত

বর্ণসূচী

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৪—১১ই কার্ত্তিক, ১৩৫৫

অর্থনীতি

বিষয় — পৃষ্ঠা
[illegible]
[illegible]
আগামী ১লা জুলাই
[illegible] বছরের মুদ্রা [illegible]
[illegible] বছরের মূলধন [illegible] ঘোষণা
আর্থিক চুক্তি [illegible]
আর্থিক চুক্তির [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পরিকল্পনার ঘোষণা
[illegible]
একটি নূতন পদ্ধতি
একটি গুরুতর সমস্যা !
১০০ টাকার নোট সম্পর্কে [illegible]
কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পরিকল্পনার মূল্য ?
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ভারত-পাকিস্তান অর্থনৈতিক চুক্তি
ভারত-পাকিস্তান [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
মুদ্রাস্ফীতি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সরকারী [illegible]
সরকারী [illegible]
[illegible]
[illegible]
সরকারী [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বিমা

বিষয় — পৃষ্ঠা
বিমা—[illegible]

বিবিধ প্রসঙ্গ

[illegible]
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি
উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
"[illegible]"
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ভারতীয় [illegible]
[illegible]
[illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

[illegible]
[illegible]
[illegible] পাটের বাজার
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তুলার [illegible]
তুলার বাজারে [illegible]
তুলার বাজারে [illegible]
তুলার [illegible]
তুলার [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পাকিস্তান [illegible] পাট [illegible]
পাকিস্তানের [illegible]
পাটের [illegible]

বিষয় — পৃষ্ঠা
পাটের [illegible]
পাটের বাজারে [illegible]
পাটের বাজারে [illegible]
পাটের বাজারে [illegible]
পাটের [illegible]
পাটের মূল্য [illegible] কি ?
[illegible] পাটের বাজারে [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রাদেশিক

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

প্রাসঙ্গিক

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্মচারী নিয়োগ ও সরকার	৬৩১
কংগ্রেসের জন্ম	৫০৮
কলিকাতাতে অসাধু প্রথা	৪০৩
কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট	২২০
কলিকাতার বস্তিবাসী উচ্ছেদ	৭৮০
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ব্যয়	৬৩১-৩২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান	ঐ
কয়লার অভাব	ঐ
কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য	৯০৪
কংগ্রেসের নূতন সভাপতি	১০০০
[illegible] সোভিয়েট মুদ্রা	৯১৫
[illegible]	৯৫৫
কাশ্মীর	৯৯৬
কাশ্মীর কমিশন	৬৮৮
কাশ্মীর কমিশন	৬৮২
কাশ্মীর ও [illegible]	৯১৫
কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রস্তাব	৫৫০
কাশ্মীরের [illegible]	১০০০
[illegible] আবার [illegible]	৩০৮
কৃষি [illegible]	৯৯২
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থব্যয়	৮০৪
কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট	২৮০
[illegible]	৬৫৪
খাদ্য উৎপাদন এবং [illegible] উপায়	৫৫১
খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা	৯৮০
খাদ্য ও [illegible]	৬৯৮
খাদ্য [illegible] সম্পর্কে [illegible] বিতর্ক	৩১
খাদ্য [illegible]	৯৮১
খাদ্য নিয়ন্ত্রণ	৭১১
চিনির মূল্য বৃদ্ধির দাবী	৬৮৮
[illegible]	৭৯০
[illegible]	৮১৮
জমিদারী প্রথার অবসানে সরকারের [illegible]	৮০
জমিদারী-বিলোপ ও বিহারের নীতি	৪৩১
[illegible]	২৪০
[illegible]	১০০০
ট্যারিফ কমিশনের নীতি	৪৮০
[illegible] নীতি	৯
[illegible] ট্রেড ইউনিয়নের সম্মেলন	৪১৫
ডলারের [illegible]	৬৬
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ভারতীয়দের	
প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ	৭১৫-১৬
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের বিচার	৬৮০
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি	১০৬
দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন	৬৬
[illegible]	৯৯১
দুর্ভিক্ষ [illegible]	৬৪০
[illegible]	১১৮
[illegible] সম্মেলন	ঐ
দুই ডমিনিয়নের [illegible]	৭৫১
[illegible] উন্নয়ন	৪১১
নেহরু কর্তৃক সরকারী নীতির আলোচনা	৬১৭
নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেস	৮৮৪
নির্বাচনের [illegible]	২৮৪
নির্বাচনের [illegible]	৯০৮
নির্বাচিত বাঙালী	৬৪৩
নূতন [illegible] পরিকল্পনা	২২৩
নূতন মন্ত্রী	৪৪২
[illegible] ও [illegible]	৬৫০
নেহরু প্ল্যান	৩৭৩
পরিবর্তন	১০০০
[illegible]	৩৩
পাকিস্তানে [illegible] শিল্প	৬৮৭
পরিবর্তিত আর্থনীতিক [illegible]	৫৩৪
পরিবর্তিত সরকারী [illegible]	৬৪
পশ্চিম বঙ্গ বিধানসভা বিল (১৯৫১)	৮০
পশ্চিম বঙ্গে [illegible] চাষ	৭৩০
পশ্চিম বঙ্গে পাট চাষ বৃদ্ধির ব্যবস্থা	৪০৭
পশ্চিম বঙ্গে নূতন শিল্প	৯৫৭
পশ্চিম বঙ্গের [illegible]	৩৫৬
পশ্চিম বঙ্গের নূতন [illegible]	৬৫২
পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম সীমানা	১৮০
পশ্চিম বঙ্গের সীমা নির্ধারণ	৭৮০
পশ্চিম বাংলার লৌহ ও ইস্পাত	৩৫
পশ্চিম বাংলার শিক্ষা সংকট	৯০৪
পাকিস্তান ও [illegible]	৯১
পাকিস্তানে [illegible]	৪৩১
পাকিস্তানের [illegible]	৮৬১
পাকিস্তানের [illegible]	৬৩৭
[illegible] ও পূর্ব বাংলার [illegible]	৫৭৩
পাট [illegible] সম্পর্কে নূতন সিদ্ধান্ত	৮৩১
পূর্ব পাকিস্তানের [illegible]	৮৩৩
পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের প্রকৃত অবস্থা	৭৫৪
পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু এবং ভারত সরকার	৩৫৭
পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি	৩৫১
পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারাদের সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নীতি	৪৯৯
পূর্বাচল প্রদেশ	৮৩১
পূর্ব বঙ্গের রাজধানী	৬৪৯
পূর্ব বঙ্গের হিন্দু	২৯৮
[illegible] দাবী	৩৯৮
প্রাদেশিক [illegible]	৯৮৫
[illegible] নীতি	৩৩৯
প্রস্তাবিত নূতন [illegible] আইন	৮৫২
প্রস্তাবিত বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন	৪৮৭
প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া	৪৯০
ফরাসী [illegible]	৩৪
ফরাসী মন্ত্রিসভার সংকট	৮৮৩
[illegible]	৪৩৭
[illegible] নিয়ন্ত্রণ	১৩৪
বাজেট ও ভারত সরকার	৫১২-৩৩
[illegible] ও সরকার	৫৯৬
বাঙালী [illegible]	৯০
বাঙালী [illegible]	৩৯৬
বাজেটের বোঝা	৯৯৫
[illegible] কর্পোরেশন	৩৮০
ব্যবসায়ীদের সমস্যা	৬৪১
[illegible] কাজ	৯০১
[illegible] সমস্যা	৭৬৮
বাংলা কংগ্রেসের অধিবেশন	৬৯১
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান	২৬৩
বাংলার নারী সম্পর্কে একখানি পত্র	৭৯৪
বাংলার [illegible] দাবী	৮৬০
বিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা	২৪০
[illegible]	৯০৪
[illegible]	৩৭০
[illegible]	ঐ
বিহারে জমিদারী প্রথা লোপ	৪৭৯
বীরভূমের [illegible]	৪৪
[illegible]	৮৮৩
[illegible] ও [illegible]	২২০
[illegible]	৮১৮
[illegible]	১০১২
ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি	৯৩৭
ভারত ও [illegible]	৮৫৩
ভারত, ব্রিটেন ও আমেরিকা	১২৪
ভারত-ব্রিটেন [illegible] চুক্তি	২৮০
ভারত সরকারের খাদ্য নীতি	৯
ভারত সরকারের [illegible] নীতি	৯০
ভারত সরকারের লবণ নীতি	৪৪
ভারত সরকারের [illegible] নীতি	৩৭০
ভারতীয় [illegible] ব্যবস্থার অবস্থা	৭৪২
ভারতে বিদেশী মূলধন	৩০৭
ভারতের নিজস্ব লৌহ উৎপাদন	৪৮০
ভারতের বিমান চলাচল	৯৬০
ভারতের রাসায়নিক শিল্প	৫৬০
ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি	৩৯১
ভারতের রাষ্ট্রীয় শিল্প	৫১
ভারতের [illegible]	৪৫
ভারতের [illegible]	১২৬
ভারতের পাওনা [illegible]	৩১১
ভারতের শিক্ষা নীতি	৩৪২
ভারতের পূর্ব সীমান্ত	১৩৬
ভারতের বাণিজ্য নীতি	৩৮৯
ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ	৭৮৩
[illegible]	৪৪
[illegible] সম্মেলন	১৮৫
মধ্যবিত্তের নূতন কর	৯৯৪
[illegible] পরিস্থিতি	৩৫৯
[illegible] নির্বাচন	৯৪৯
মার্কিন [illegible]	৯২০
[illegible] পুনর্গঠন	৯৪৫
[illegible]	৯০৯
মুদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদন বৃদ্ধি	১৩৮
[illegible]	৬৪৯
[illegible] বাংলার ভবিষ্যৎ	১০১৯
রাজস্থান ইউনিয়ন	৩৫১

প্রাসঙ্গিক

বিষয় পৃষ্ঠা
[illegible] ৩১১
[illegible] ৩৪
কেন্দ্রীয় সমস্যা [illegible]
কেন্দ্রে শিল্প [illegible] নীতির [illegible] [illegible]
কোম্পানী দুর্নীতি [illegible]
নতুন [illegible] মর্যাদা [illegible]
ব্যবসায়ে [illegible]
ব্যবসায়ী কোন্ পথে? [illegible]
ব্যবসায়ী [illegible] [illegible]
ব্যবসায়ে [illegible] চালান [illegible]
বিদ্যুৎশক্তির প্রসার [illegible]
শ্রমিক কর্মীদের বেতন [illegible]
শিল্প বিরোধ প্রতিষ্ঠানে ভারত সরকার [illegible]
শিল্প ভারত কোন্ পথে? [illegible]
শিল্প সম্মেলন [illegible]
শিল্প নীতি [illegible]
শুল্ক [illegible] ১
শ্রমিক আন্দোলন [illegible]
শ্রমিক কল্যাণ আইন [illegible]
শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বীমা [illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible]
ষ্টার্লিং আলোচনা [illegible]
[illegible] পুনর্গঠন [illegible]
সমবায় আন্দোলন [illegible]
সমাজতন্ত্রের পথ [illegible]
[illegible] [illegible]
সরকারী কর্মচারীদের বেতন [illegible]
সরকারী লৌহ উৎপাদন কারখানা [illegible]
সরকারী শিল্প পরিকল্পনা [illegible]
সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব [illegible]
সিংহলের ভারত বিরোধী আইন [illegible]
[illegible] ১
সুতা ও বস্ত্রে [illegible] [illegible]
[illegible] ? [illegible]
সেক্রেটারিয়েট ভবনে কর্মচারীদের বিক্ষোভ [illegible]
[illegible] [illegible]
স্বাধীন [illegible] [illegible]
স্বাস্থ্য পরিকল্পনা [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] মিত্র ১০

বাজারের কথা

[illegible] ? [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] বাজার [illegible]
[illegible] [illegible]
কলিকাতার [illegible] [illegible]
[illegible] মূল্য [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি ১১৩
[illegible] পরিমাণে [illegible] বৃদ্ধি [illegible]
[illegible] বাজার [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ? [illegible]
[illegible] ? [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
বাজারের কথা [illegible]
বাজারের কথা [illegible]
বাজারের কথা [illegible]
[illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ? [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া [illegible]
[illegible] ? [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ? [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] আইনের প্রতিক্রিয়া [illegible]
[illegible] আইনের সরকারী ব্যাখ্যা [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] বাজার [illegible]

বিশেষ প্রবন্ধ

[illegible] পথে—(প্রাপ্ত)
[illegible] [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—(প্রাপ্ত) [illegible]
[illegible]
—[illegible]
[illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible] পরীক্ষা—(প্রাপ্ত) [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
পশ্চিম বাংলার [illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible]
[illegible]—(প্রাপ্ত)
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible]
[illegible]
—[illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]—[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
—[illegible] [illegible]
[illegible]
—[illegible]

যৌথিক

ইম্পিরিয়াল [illegible] [illegible]
[illegible]
ইণ্ডিয়ান [illegible] লভ্যাংশ হ্রাস
ইণ্ডিয়ান কেবলের লভ্যাংশ বৃদ্ধি
ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ইণ্ডিয়া [illegible] [illegible]
[illegible] টাটা [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

মৌলিক

বিষয় পৃষ্ঠা
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible]

সম্পাদকীয়

বিষয় পৃষ্ঠা
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
একটি [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] (২) [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
কেন্দ্রীয় বাজেট আলোচনা [illegible]
কেন্দ্রীয় বাজেট—[illegible] [illegible]
কেন্দ্রীয় [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

বিষয় পৃষ্ঠা
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা [illegible]
মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা (২) [illegible]
রাষ্ট্রীয়করণ, না মিশ্র অর্থনীতি ? [illegible]
রেলওয়ে বাজেট [illegible]
রেলওয়ে বাজেট [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
শিল্পনীতির পুনরালোচনা [illegible]
শিল্প [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

সংবাদলিপি

[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]
[illegible]—[illegible]

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি ক্রমবিস্তারের নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি ক্রমবিস্তারের নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৮ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
পূর্ব বঙ্গের হিন্দু ২৩
প্রাসঙ্গিক
পশ্চিম বঙ্গে [illegible], নূতন শুল্ক ও মুদ্রানীতি, [illegible] প্রশ্নে, [illegible]
[illegible] ২৬
সংবাদলিপি
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই ২৮
[illegible] ৩০

বিষয়
অর্থলোক
[illegible]
পণ্যদ্রব্যের বাজার
[illegible]
বাজারের কথা
[illegible]
যৌথিক
দেশবিভাগের ফলে [illegible]

পূর্ব বঙ্গের হিন্দু

পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত মানবগোষ্ঠী। বিধাতার কোন্ অভিশাপে জানি না, ভারতের পরাধীনতা ও স্বাধীনতা উভয় অবস্থাতেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ কেবল উৎপীড়নই সহ্য করিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ অনন্যসাধারণ সংগ্রাম করিয়াছেন, অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মাহুতির বিনিময়ে তাঁহারা পুরস্কার পাইয়াছেন রাজরোষের রক্তচক্ষু, সরকারী দণ্ডনীতির বর্বরতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-দংশন। কিন্তু আঘাত যতই তীব্র হইয়াছে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সঙ্কল্প ততই দৃঢ় হইয়াছে। নূতনতর আত্মত্যাগের পথে দুস্তর বাধাকে অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার প্রতি তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। পরাধীনতার অন্ধকারময় এই অসহনীয় অবস্থার একদিন অবসান হইবে ভারতের স্বাধীনতায় এবং সেইদিন তাঁহাদের দুঃখসহনের যোগ্য পুরস্কার মিলিবে—এই বিশ্বাসই তাঁহাদিগকে চিরকাল সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছে। তাই বঙ্গ-ভঙ্গের প্রথম সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়াখালীর বর্বরতা পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল তাঁহারা স্থির চিত্তে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন।

ভারত আজ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু বিড়ম্বনার অবসান হওয়া দূরের কথা, প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহাদের দুর্দশার বর্তমান চিত্র যথার্থই হৃদয়বিদারক। দেশবিভক্তির পথে স্বাধীনতালাভ করিবার ফলে পূর্ব বঙ্গ আজ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ আজ ঐস্লামিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্র। পাকিস্তান জন্মলাভ করিয়াছে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের সহিত প্রত্যক্ষ বিরোধিতার পথে; নিজেদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামের অগ্রতম অগ্রনায়ক পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের যে আত্মাবমাননাকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা প্রকৃতই মর্মান্তিক। যে [illegible] বিদেশী প্রভু ইংরাজের অনুগৃহীত দেশদ্রোহী বলিয়া জাতীয় সংগ্রামের সৈনিকেরা, তথা পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ, চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে এখন তাঁহারাই নায়ক। সততা ও আত্মসম্মানের দিক হইতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে অন্যায়ের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করা অসম্ভব। সুতরাং সে-কারণেই আজ পূর্ব বঙ্গের বহুতর হিন্দুগণ বাস্তুহারা যাযাবরের জীবন বরণ করিয়া লইতেছেন। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের এই মৌলিক কারণের কথা স্মরণ না রাখিলে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের বর্তমান সমস্যার সম্যক পরিমাপ করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন মহল হইতে যে সকল উক্তি আজ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিতভাবে বাহির হইতেছে, তাহাতে এই পটভূমিকের সম্যক উপলব্ধির পরিচয় না থাকিলেও, পাকিস্তান সরকার যে এসম্পর্কে অবহিত আছেন তাহা

পাকিস্তানের জন্মক্ষণ হইতেই বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। পূর্ব বঙ্গের পাকিস্তানী সরকার প্রথম হইতেই পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়নের নীতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করিতেছেন। পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐস্লামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়া পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের, তথায় বিনা বাধায় অধিকারবিহীন, একটি বিজাতীয় সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। এখানেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সহিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অবস্থার পার্থক্য। পাকিস্তানের ঐস্লামিক ঘোষণা শুনিয়াই হিন্দুগণ নিজেদের অবস্থা অবশ্য পূর্ণ উপলব্ধি করেন,—কিন্তু তখনও তাঁহারা স্থির ছিলেন। ইহার পর শুরু হইল [illegible] ভাবে হিন্দুদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও সাংঘাতিক অত্যাচার। এই সকল অত্যাচারের স্বরূপ ও পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণসমূহ নিয়ে ভিন্নভাবে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সময় আমরা আলোচনা করিয়াছি। সংসদের একটি প্রাদেশিক কংগ্রেসের নূতন সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল অত্যাচারের বিস্তৃত প্রমাণাদি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।—দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের উপর লুঠ, অত্যাচার ও দৈহিক প্রহারের যে ঘটনা ঘটিতেছে তাহার কথা না হয় নাই তুলিলাম, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর নির্যাতনে সরকারী জুলুম চলিতেছে, তাহা কি নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ না করে?

অতএব এইরূপ দুঃসহ হইয়া উঠিবার সময়েই হিন্দুগণ দেশত্যাগ-বিহিতের পূর্বপুরুষের ভিটামাটি পরিত্যাগ করিয়া উদ্বাস্তু হইয়া ভারত ইউনিয়নের ঘাড়ে বিস্তৃত সমস্যার সৃষ্টি বহন করিয়া আসিতেছে। বাস্তুহারা এই জনসাধারণের পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে ভারত সরকারের এতৎসম্পর্কে পূর্ণ মনোযোগ এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা আবশ্যক। কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই সতের লক্ষের কাছাকাছি হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার হিসাব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই হিসাবের মধ্যে সকল বাস্তুত্যাগীকেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। তাহাড়া পূর্ব বঙ্গের হিন্দুগণ কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গেই আশ্রয়প্রার্থী হ'ন নাই, ত্রিপুরা, কুচবিহার, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁহারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র ভারতে পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের মোট যে সংখ্যা সাম্প্রতিক মহল হইতে হিসাব করা হইয়াছে, তাহা প্রায় ৩০ লক্ষের কাছাকাছি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অতএব যেনতেনপ্রকারে আশ্রয়প্রার্থী এই বিপুল জনস্রোতকে পুনঃসংস্থাপিত করিতে হইলে, এই সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার উদ্বাস্তু পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার [illegible] এবং পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহারা অবহেলা করিতেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। উদাসীন্য নাই বলিয়া পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সরকার যথাসাধ্য উহাদের আশ্রয়দানে চেষ্টা করিতেছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে কিছু অর্থ সাহায্যও করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্যার তুলনায় অত্যন্ত এইরূপ আংশিক প্রচেষ্টার দ্বারা নিশ্চয় এই সমস্যার কোনই সমাধান সম্ভব নহে।

আনন্দের কথা, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পুনর্বসতির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। সাহায্য ও পুনর্বসতির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদে শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাক্সেনার নিয়োগের পর হইতেই পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগী সম্পর্কে সরকারী-নীতির এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এবং সম্প্রতি ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এতৎসম্পর্কে সহানুভূতিশীল আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমরা সত্যই আশান্বিত হইয়াছি। সর্দার প্যাটেল আসামে এক বক্তৃতায় পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং পূর্ব বঙ্গের অসংখ্য বাস্তুহারার পুনর্বসতির ব্যাপারে পাকিস্তানের দায়িত্বের উল্লেখ করিয়া পাকিস্তানকে তাঁহাদের জন্য স্থান দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতই পাকিস্তানে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং পূর্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন সর্দারজীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা ছাড়িয়াছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান পূর্ব বঙ্গ সফর করিয়া সর্দারের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২০এ নভেম্বর তিন দিন ঢাকায় থাকার পরে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী কলিকাতায় পৌঁছিবেন এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত এতৎসম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

জনাব লিয়াকৎ আলীর এই সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তবে এই কথা ভাবিয়াই দুঃখ বোধ করিতেছি যে, ইতিপূর্বে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানের ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ যখন কলিকাতায় ও পূর্ব বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সেই সময় বাস্তুত্যাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে তিনি যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার তখনই পাকিস্তানকে চাপ দিতে পারিতেন এবং পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশা অনেকাংশে কম হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া, পূর্ব বঙ্গের অবস্থা স্বাভাবিক এবং তথাকার হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ করিবার পক্ষে কোনই যুক্তি নাই বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহারই ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নাই। তাহার উপর আবার [illegible] সমস্যাও ছিল। যাহা হউক কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান মনোভাবের জন্য আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং আশা করিতেছি যে, পূর্ব বঙ্গের জন্য নূতন ডেপুটি হাই কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার ফলে অন্ততঃ [illegible] পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে চুক্তিপত্র হইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের স্থান সম্পর্কে কিছু আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাকিস্তানস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের নিকট প্রেরিত এক তারে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা সমাধানে ভারত ও পাকিস্তানের মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। এক্ষেত্রে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যার স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই উভয় ডমিনিয়নের মিলিত প্রচেষ্টা কেন আবশ্যক, ও আবশ্যক হইলে কাহার কি কর্তব্য এবং মিলিত প্রচেষ্টা সম্ভব না হইলে এককভাবে ভারত ইউনিয়নের কি করণীয় রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে জনসাধারণ ও সরকারের সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর হইবে।

বাস্তুত্যাগ নিরোধ এবং বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি এই দুইটী দিক হইতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা বিচার করা যাইতে পারে। বাস্তুত্যাগ নিরোধ করিতে হইলে বাস্তুত্যাগ নিরোধমূলক আইন প্রণয়ন করিলে বা পাকিস্তান হইতে ভারতে আগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিলেই কোন ফলোদয় হইবে না। উহাতে কেবল অত্যাচারেরই আহ্বান করা হইবে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। বাস্তুত্যাগ নিরোধের প্রকৃত উপায় হইল বাস্তুত্যাগের কারণসমূহকে দূরীভূত করা। পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণসম্বলিত কংগ্রেস সভাপতির নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে যে সব দুর্নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। স্মারকলিপিতে নিম্নলিখিত কারণগুলি বর্ণিত হইয়াছে (১) অর্থনৈতিক বর্জন ও হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, (২) আনসারদের আক্রমণ, (৩) হিন্দুনারীদের উপর যাহারা অত্যাচার করে তাহাদের প্রশ্রয়দান; (৪) সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনে সরকারের অক্ষমতা; (৫) আইনের প্রয়োগক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাবল্য, (৬) বিভিন্ন মুসলিম ভাণ্ডারের জন্য হিন্দুদের নিকট হইতে বলপূর্বক অর্থসংগ্রহ, (৭) পাকিস্তান মুসলমানদের রাষ্ট্র এবং হিন্দুগণ মুসলমানদের প্রজা—এই মনোভাবে উৎসাহ প্রদান (৮) রিকুইজিশনের প্রকোপ, (৯) বেআইনীভাবে হিন্দুদের বাড়ী দখল, (১০) ভারতবিরোধী উত্তেজনার সৃষ্টি এবং (১১) হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গুপ্তচর বৃত্তি। ইহার উপর পাকিস্তানের শিক্ষানীতিতে হিন্দুসংস্কৃতি সম্পর্কে উপেক্ষাও রহিয়াছে। এই সকল অভাবকে দূর করিতে না পারিলে পূর্ব বঙ্গ হইতে হিন্দুদের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ নিরোধ করা কঠিন। কারণ এরূপ অবস্থায় হিন্দুদের পক্ষে পূর্ব বঙ্গে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। জমিদার বা তালুকদার হিসাবে হিন্দু খাজনা পাইবে না। ব্যবসায়ী হিসাবে হিন্দুকে কেহ কোন মাল সরবরাহ করিবে না, বা হিন্দুর দোকান হইতে সওদা কিনিবে না! এইরূপ অসহযোগের ফলে এবং সরকারী চাকুরিতে কখনই হিন্দুদের গ্রহণ না করার পরিণামে পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার নানারূপ দুর্ব্যবহার উৎপাতে হিন্দুদের সামাজিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হইতে থাকায়, হিন্দুদের পক্ষে পূর্ব বঙ্গে বসবাস করা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব উল্লিখিত অভাবসমূহের প্রতিবিধান ব্যতীত পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের স্থায়ীভাবে বাস করার উপদেশ দেওয়ার কোনই অর্থ হয় না।

এই সকল অভাবের প্রতিকার করিতে হইবে কেবলমাত্র পূর্ব বঙ্গ সরকার বা পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস ও মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। ভারত সরকারকে এই সম্পর্কে অগ্রণী হইয়া পূর্ব বঙ্গ সরকারের কার্যাবলীর উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি, [illegible] উল্লিখিত অধিকার সংরক্ষণ পরিষদে ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ রহিয়াছে কারণ, পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগে সংখ্যাগত ভারত ইউনিয়ন বিব্রত হইতেছে এবং ভারতে মুসলমানগণ এখনও পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে বিরাজ করিতেছে। এইরূপ একটী পরিষদের সহিত পূর্ব বঙ্গ সরকারের শাসন ব্যবস্থাকে অকপটভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কেবলমাত্র ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের দপ্তর স্থাপন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সার্থক সহযোগিতার জন্য পূর্ব বঙ্গের শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুদের গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহার জন্য সর্বাগ্রে আবশ্যক পূর্ব বঙ্গ হইতে যে সকল সরকারী কর্মচারী ভারত ইউনিয়নে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব বঙ্গের সরকার কর্তৃক পুনরায় গ্রহণ করা। যদি পূর্ব বঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থায় সম্মত হ'ন তাহা হইলে অবশ্যই ভারত সরকার পূর্ব বঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিবেন এবং এই সকল বাস্তুত্যাগীদের পূর্ব বঙ্গে পুনর্বসতির ব্যয়ভার ভারত সরকারের সহিত পূর্ব বঙ্গ সরকারকেও বহন করিতে হইবে। সর্বোপরি পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক যাহাই বলুন না কেন, পূর্ব বঙ্গকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

পূর্ব বঙ্গ সরকার, তথা পাকিস্তান, যদি পূর্বলিখিত শর্তে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হ'ন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আনন্দিত হইব। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ সরকার উহাতে সম্মত না হইলেও ভারত ইউনিয়নের কর্তব্য রহিয়াছে। সেক্ষেত্রে পূর্ব বঙ্গের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের ভারত ইউনিয়নে আসিয়া ও ভারতে বসবাস করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে এবং তাঁহাদের ভারত ইউনিয়নে স্থায়ীভাবে সংস্থাপিত করিবার দায়িত্ব ভারত সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ—তথা ভারত ইউনিয়নের এলাকা হইতে মুসলমানগণ যদি পাকিস্তানে চলিয়া না যান, তাহা হইলে আসাম ও পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুর সহিত এই নূতন ও বিশাল উদ্বাস্তু জনসংখ্যাকে পুনঃসংস্থাপিত করিতে স্বভাবতই ভারত সরকারকে বিশেষভাবে বেগ পাইতে হইবে, এই অসুবিধা প্রধানতঃ হইবে অর্থের, উদ্বৃত্ত জমির এবং [illegible]। অন্য ধারণা যে ভারতের মুসলমানগণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পাকিস্তান স্বীকৃত হইলে, হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য স্থান, খাদ্য ও জীবিকা সংগ্রহের সমস্যা সমাধানে সহজ হইয়া যায়। কিন্তু পাকিস্তান তাহাতে সম্মত হইবে বলিয়া আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি না এবং মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষের নাগরিকরূপে বসবাস করিতে চান, তাঁহাদের চলিয়া যাইতেও আমরা বলিতে পারি না। আমাদের নিকট কেবলমাত্র হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির দায়িত্বই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পাকিস্তানের সহযোগিতা ব্যতীত ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে সকল উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ইতঃপূর্বেই বাস্তুহারাদের চাপে পশ্চিম বঙ্গের রেশনপ্রথা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে ৭১৬ জন অধিবাসীর অবস্থিতি নূতন করিয়া আরও জনবহুল হইয়া সংক্রামক ব্যাধিবিস্তারের উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং পূর্ব বঙ্গের বাস্তুহারা হিন্দুদের পুনর্বসতির দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে ভারত সরকার ন্যায়তঃই পাকিস্তানের নিকট ভূমি ও অর্থ-সম্পদের দাবী করিতে পারেন। জনাব লিয়াকত আলীকে সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সহিত এই বিষয় সমাধানটি বুঝাইয়া বলিবার আজ সময় হইয়াছে। দিল্লী কর্তৃপক্ষ আমাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করিলে দুর্বলতার পরিচয় দিবেন না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যাহারা [illegible] এইরূপ ধারণা করিয়া

প্রাসঙ্গিক

পণ্ডিত জওহরলাল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন [illegible] ও মুদ্রানীতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible] ৩০ পৃষ্ঠায়)

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০	টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০	টাকা
সংরক্ষিত তহবিল ...	২৫,০০,০০০	টাকার উপর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ট্রুম্যানের জয়লাভে ব্রিটেনে আনন্দ—মার্শাল পরিকল্পনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবার আশা—ব্রিটেনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন—সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, [illegible]—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের অপ্রত্যাশিত জয়লাভে এখানে সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। [illegible] কারণ ট্রুম্যানের পরাজয় হইলে রিপাব্লিকান [illegible] নীতি [illegible] ছিল না। ট্রুম্যান পুনর্নির্বাচিত হইবার [illegible] যে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির কোন পরিবর্তন হইবে না। [illegible] মার্শাল পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে [illegible] কিন্তু [illegible] মার্শাল পরিকল্পনার কাজ আরও ভালভাবে চলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রিটেনে [illegible] মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইত, তাহার পরিবর্তন [illegible] বোর্ড অব ট্রেড হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে। [illegible] নির্দিষ্ট পরিমাণ [illegible] বর্তমানে [illegible] যে, [illegible] একটি উচ্চতম মূল্য [illegible] এবং ঐ নির্দিষ্ট [illegible] বিক্রয় করা হইবে। ফলে যে সব [illegible] এবং [illegible] উৎপাদন [illegible] উপযুক্ত মূল্য পাইবে; [illegible] পক্ষ হইতে দাবী আন্দোলনের পর সরকার এই নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ আগষ্ট মাস হইতে ১.৩১ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া ১৩৩.২০ মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে; অর্থাৎ [illegible] আগষ্ট মাসের ১৩১.৮৯ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি [illegible] মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে। হিসাবে হইতে দেখা যায় যে, এই বৎসরে জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ব্রিটেন হইতে [illegible] পরিমাণ [illegible] বেশী। [illegible] মাসেই রপ্তানির পরিমাণ বেশী।

[illegible] মাসের মধ্যে আগামী বৎসরে ব্রিটেনের [illegible] বৃদ্ধি [illegible] মূল্য [illegible] করিতে পারিবে না। [illegible] বিশেষ হইয়াছে যে, বর্তমানে [illegible] অপরাধীর [illegible] বৃদ্ধি [illegible] জন্য আমাদের বেশী লাভ [illegible] এবং [illegible] হইয়া পড়িয়াছে।

[illegible] ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ১৪৪ ভাগ বেশী [illegible]। কিন্তু ঐ লক্ষ্যে কি [illegible] পৌঁছিবেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। আগামী বৎসরে এই সংস্থার তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। [illegible] সংরক্ষণের জন্য [illegible] অধিক [illegible] করা সম্ভব হইবে না। তবে [illegible] বৎসরের লক্ষ্য হিসাবে ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী [illegible] হইয়াছে তাহা হয় ত [illegible] হইতে পারে।

ওয়াশিংটন

ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ রিপাব্লিকান দল—ট্রুম্যানের অদূরদর্শী কার্যপ্রণালী—স্বর্ণ আমদানি সম্পর্কে মতভেদ—যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, [illegible]—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের জয়লাভে সর্বাধিক বিস্মিত হইয়াছে রিপাব্লিকান দল। রিপাব্লিকান দল নিশ্চিত ছিল যে, তাহারা এইবার ক্ষমতায় আসন গ্রহণ করিবে এবং ডিউইকে হোয়াইট হাউসে বসাইবে। তাহাদের এই অতি-আশাবাদী মনোভাব এবং ডিউইর বক্তৃতা [illegible] তাহাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার একটি বক্তৃতায় পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, তিনি পুনরায় নির্বাচিত হইলে কি নীতি গ্রহণ করিবেন। এই [illegible] তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছে। [illegible] তাঁহার বিপক্ষে ছিল, যেমন [illegible] ও [illegible] তাঁহার অধিক [illegible] করিয়াছিলেন। রিপাব্লিকান দল ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি ঘটনাক্রমে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাহাদের ভুল বলিয়া দিয়াছেন। ট্রুম্যান বর্তমানে যে কার্যপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সহিত এখন আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] তুলনা করা চলে না। তিনিই এইবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক [illegible] হইতে [illegible] এবং সম্ভবতঃ তিনি প্রাচীনপন্থী রাজনৈতিক [illegible] আর আসিবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ আমদানি সম্পর্কে বিভিন্ন মত [illegible] হইতে আলোচিত হইতেছে: [illegible] যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর স্বর্ণ আমদানির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইতেছে। [illegible] যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] বর্তমান [illegible] অতিরিক্ত স্বর্ণ [illegible] কোন প্রয়োজন নাই। অনেকে আবার যুক্তরাষ্ট্র বাহিরে স্বর্ণ প্রেরণ [illegible] জন্য আবেদন করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে [illegible] পৃথিবীর অধিকাংশ [illegible] গ্রহণ করা উচিত। কারণ, [illegible] প্রচুর [illegible] মুদ্রা [illegible] এবং [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ১৯৩৮ সালে [illegible] স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৭ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] উৎপাদন [illegible] সকলেই স্বর্ণ উৎপাদন এইভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত তিন মাসে [illegible] যে মূল্যসূচক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] কোন হ্রাস বৃদ্ধি না [illegible]। [illegible] হইতে প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, আগষ্ট মাসে [illegible] মূল্যসূচক সেখানে ছিল ১৭৪.৫ সেখানে সেপ্টেম্বর মাসে হইয়াছে ১৭৪.৫। এখন [illegible] বৃদ্ধি পাইবে কি কমিবে তাহা বলা শক্ত, কারণ জুলাই মাস হইতে আগষ্ট মাসে [illegible] মূল্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আবার সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] কোন দিকে তাহা এখনই নির্ণয় করা শক্ত, এক মাসে হ্রাস পাইলে অন্য মাসে তাহা বৃদ্ধি পায়, আবার এক মাসে বৃদ্ধি পাইলে পরের মাসে উহা হ্রাস পায়। [illegible] প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে, [illegible] দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করিতে অসমর্থ, কারণ এখনও দেশে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পাওয়া যাইতেছে।

[illegible] একজন অর্থনৈতিক [illegible] দেশের [illegible] এক সভায় বলিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] ও অর্থনীতি দুই-ই সমানভাবে [illegible] হইয়াছে; একদিকে যেমন [illegible] ও [illegible] মূল্যবান জিনিষ, যেমন মোটর গাড়ী রেডিও উৎপাদনের অনুপাতে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে [illegible] ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। সরকারী [illegible] বিশেষজ্ঞের মতে আগামী [illegible] বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] খুব ভাল চলিবে। [illegible] যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] দেখা দিলেও [illegible] জীবনযাত্রার মান পূর্বের তুলনায় অনেক উচ্চে থাকিবে। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ এখনও [illegible] মুদ্রাস্ফীতি [illegible] পৌঁছায় নাই। কিন্তু আর একজন বিশেষজ্ঞ [illegible] দেখা যায় যে, [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] আগামী [illegible] বৎসরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির বেগ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

দিল্লী

শাসনতন্ত্রের খসড়া লইয়া পরিষদে বিতর্ক—শ্রীযুক্ত [illegible] তীব্র সমালোচনা—গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে ডাঃ আম্বেদকরের মনোভাব গান্ধীজীর মতবাদের বিরোধী—[illegible] প্রদর্শনী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১০ই নভেম্বর—এই বৎসরের প্রথম দিকে শাসনতন্ত্রের খসড়া ও রাজনৈতিক দিক দিয়া প্রস্তুত ছিল এবং বৎসরের শেষে তাহা সাধারণের সম্মুখে আলোচনার জন্য উঠিয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর শাসনতন্ত্রের খসড়া পেশ করার পর হইতে যে সুদীর্ঘ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে পরিষদ সদস্যদের বিচার ও ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এ পর্যন্ত যে সব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় শাসনতন্ত্রের মূল নীতি সম্পর্কে প্রায় সব সদস্যের সম্মতি রহিয়াছে, তবে আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন লইয়া পরিষদে বিতর্ক হইতেছে বেশী। পরিষদের সভাপতি একদা বলিয়াছিলেন যে, ৩টি প্রস্তাব লইয়া এপর্যন্ত ৩০ জন সদস্য বক্তৃতা করিয়াছেন। তার একটি প্রস্তাব সকল দিক হইতে ভিন্ন—সেই প্রস্তাবটি এই যে, এই পরিষদ ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণের ভোটে যখন নির্বাচিত নহে বলিয়া এই পরিষদ বাতিল করিয়া দিয়া নূতন পরিষদ গঠন করা উচিত।

ডাঃ আম্বেদকর খসড়া প্রস্তাব পেশ করিবার সময় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন, তবে তাঁহার বক্তৃতার পরিভাষায় পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সকলের চোখে একটু বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। তবে আবার স্বাভাবিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবে ডাঃ আম্বেদকরের ভারতীয় পঞ্চায়েতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া [illegible] প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত [illegible] যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তিনি ডাঃ আম্বেদকরকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে গান্ধীজীর যা মনোভাব তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীর সমর্থন লাভ করিয়াছে,—এই খসড়া প্রস্তাব প্রসঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শনীতি বিসর্জিত করা হইয়াছে; তাহা ছাড়া তিনি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, সেখানে সব ভাষার স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও [illegible] রহিয়াছে। [illegible] বলেন, ভারতে হিন্দি ছাড়াও বাংলা উর্দু প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু বিভিন্ন আলোচনাকালে পরিষদে তাঁহার শেষোক্ত উক্তি সম্পর্কে কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

গত সপ্তাহে দিল্লীতে [illegible] যে [illegible] হইয়া গিয়াছে তাহাতে [illegible] রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি আর একবার দেখানো হইয়াছে। [illegible] পক্ষ হইতে [illegible] বলেন যে, [illegible] কোন পরিবর্তন হয় নাই। [illegible] সম্মেলনে যেমন [illegible] ও [illegible] সাম্রাজ্যবাদকে পরাজয় করা হইয়াছে, [illegible] পুনরায় উঠিয়াছে। এখন কি আমাদের বর্তমান শাসনকর্তাদের আমলে পুরাতন বৃটিশ আমলের ন্যায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। [illegible] সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বৃটিশের আমলে [illegible] যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনগ্রসর ছিল, বর্তমানেও তাহাই আছে, কোন পরিবর্তনের চেষ্টা হইতেছে না।

ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া দিল্লীর লাইব্রেরিতে ভারতীয় [illegible] প্রদর্শনী সরকারের [illegible] ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন,—সেই বিভাগে উঁহারা অগ্রণীদের মধ্যে। সুতরাং লাইব্রেরিতে প্রদর্শনীটি [illegible] হইবার জন্য জনসাধারণের [illegible] প্রবেশ করিবার এই অবাধ সুযোগ পাইলেন। ভারতীয় ইতিহাসের [illegible] হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত চিত্রাবলী সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং উহার [illegible] সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বিভিন্ন জনসাধারণ এই প্রদর্শনী দেখিবার যে সুযোগ পাইলেন তাহা [illegible]।

বোম্বাই

বোম্বাইতে ভারতের বৃহত্তম বিমানকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা—স্যান্টা ক্রুজ বিমান ঘাঁটিকে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রসারিত করিবার সিদ্ধান্ত—বোম্বাইয়ে পাট-শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা—ভাষাগত প্রদেশ গঠন কমিশনের কার্য সমাপ্ত।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১০ই নভেম্বর—ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের প্রতিনিধিদের [illegible] এই বিমান কোম্পানীর সম্মতি যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, স্যান্টা ক্রুজ বিমান ঘাঁটিকে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা হইবে। ঐ সম্মেলনে আরও স্থির হইয়াছে যে, বিমান কোম্পানীর অফিস এবং [illegible] বিভাগের ও সরকারী বিমান বিভাগের অফিস ইত্যাদির জন্য স্যান্টা ক্রুজে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বিরাট গৃহ নির্মাণ করা হইবে। গৃহের নির্মাণ কার্য্যও ঠিক করা হইয়াছে, তবে নূতন গৃহের [illegible] নির্মিত হইবে কিনা সেই বিষয়ে সাধারণ সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

ঐ সম্মেলনের [illegible] যে সব বিদেশী ভারতে পর্যটন করিবেন, তাঁহারা যাহাতে প্রত্যেক ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হন, সেইদিকে ঐ [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ে [illegible] উচিত। [illegible] ঐ সুরের [illegible] এই বিষয়টি [illegible] গ্রহণ করিলেন।

পাকিস্তানে ৩ লক্ষ গাঁইট তুলা ও ১ লক্ষ গাঁইট পাট [illegible] সম্পর্কে দুই ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্প্রতি বোম্বাইতে যে বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে দুই সরকারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ সম্মেলনে স্থির হইয়াছে যে, ভারত সরকার [illegible] ঐ সময় মাল পাকিস্তান হইতে ক্রয় করিবার [illegible] গ্রহণ করিবেন এবং ব্যবসায়ীদের মারফৎ [illegible] ব্যবস্থা করা হইবে। এই চুক্তির ফলে আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের [illegible] ১০ লক্ষ [illegible] বাকী ছিল, তাহা [illegible] হয় নাই। [illegible] পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের [illegible] হয় নাই। বর্তমানে [illegible] মূল্য সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে একটি মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সম্পর্কে আর কোন গোলমাল ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

বোম্বাইয়ের ভারতীয় [illegible] মিঃ [illegible] একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বোম্বাইয়ে পাটশিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু বোম্বাই এখনও পাটের চাহিদা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি বলেন যে, উঁহাদের দেশে [illegible] বিভিন্ন প্রকারের পাট উৎপাদন হইতে পারে। কিন্তু ঐ দেশের মধ্যে [illegible] গড়িয়া উঠিবে ও কখন গড়িয়া উঠিবে তাহা এখনও বলা যায় না। মিঃ [illegible] এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বোম্বাইয়ের [illegible] বিভিন্ন কাজের [illegible]। তিনি আরও বলেন যে, বোম্বাইয়ে যেসব বিদেশী ব্যবসায় করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রতি কোনপ্রকার অবিচার করা হয় না এবং তাহারা বোম্বাইয়ের অধিবাসী হিসাবে পূর্ণ নাগরিকের সুবিধাদি ভোগ করেন। বোম্বাইয়ে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাই এবং সকলেই আইনের চোখে সমান সুযোগ পাইয়া থাকেন।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কিত কমিশন তাঁহাদের বোম্বাইয়ের কাজ শেষ করিয়াছেন। কমিশন বোম্বাইতে যে সব সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সে সকল সাক্ষ্য [illegible] কমিশনের সভাপতি [illegible] করিয়াছেন। কমিশন বোম্বাইতে প্রায় ১০০ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কমিশনের সভাপতি [illegible] আবেদন করেন যে, ঐ কমিশনের কাজের ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য সকলেই যেন চেষ্টা করেন এবং ভারত সরকার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির [illegible] সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা যেন সকলেই মানিয়া লন।

সঙ্কলন

আরও নূতন টেলিফোনের ব্যবস্থা

কলিকাতার টেলিফোন সম্প্রসারণ কমিটির এক বৈঠকে স্থির হয় যে, [illegible] টেলিফোন [illegible] ও [illegible] টেলিফোন সংযোগ [illegible] করা হইবে।

[illegible] সম্পর্কে কমিটি স্থির করেন যে, [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলিকে [illegible] টেলিফোন দেওয়া হইবে। [illegible] টেলিফোন সংযোগ পাইবে।

উক্ত বৈঠকে আরও স্থির হয় যে, যে সকল ব্যক্তির [illegible] তাঁহাদের প্রতি [illegible] একটি হিসাবে টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হইবে। [illegible] টেলিফোন সংযোগ পাইবে না।

[illegible] টেলিফোন সম্প্রসারণ কমিটি এ বৈঠকে [illegible] করিয়াছেন।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা

[illegible] মিঃ ডি. এ. [illegible] ও মিঃ এ. এস. [illegible] টেলিফোন [illegible] কলিকাতার স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ [illegible] একটি পরিকল্পনা [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] টেলিফোন ও ইলেক্ট্রিক্যাল কোম্পানীর [illegible]।

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি [illegible] ফলে কলিকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার যে ক্ষতি হইয়াছে [illegible] টেলিফোন এক্সচেঞ্জ [illegible] হইবে না। [illegible] করা হইয়াছিল যে, উক্ত পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

প্রকাশ, ভারতীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ [illegible] সম্পর্কে [illegible] প্রতিনিধিগণ উক্ত বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

কলিকাতায় জল সরবরাহ

কলিকাতা কর্পোরেশন এবং [illegible] জন্য [illegible] কলিকাতার পশ্চিম ও পূর্ব্বাঞ্চলে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য এক [illegible] পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়।

[illegible] স্থির হয় যে, [illegible] পশ্চিম ও পূর্ব্বাঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র পৃথক ব্যবস্থা করা হইবে। [illegible] কলিকাতার [illegible] দৈনিক [illegible] লক্ষ গ্যালন জল বেশী পাওয়া যাইবে।

[illegible] সরকারের বিশেষ কমিটি [illegible] সালে যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, এই [illegible] পরিকল্পনা সেই ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। উহা কার্য্যে পরিণত করিতে [illegible] দুই কোটি টাকা লাগিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার [illegible] নূতন পাম্প, [illegible] দৈনিক [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ গ্যালন জল [illegible] পরিকল্পনাও প্রস্তুত হইয়াছে। এখন হইতে কলিকাতায় [illegible] দৈনিক [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা যাইবে। [illegible] কোটি গ্যালনে দাঁড়াইবে।

[illegible] কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এ. সি. [illegible], বাংলা সরকারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ [illegible], কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ [illegible], কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ [illegible] এবং [illegible] বিভাগের ডিরেক্টর—ডাঃ এ. সি. চ্যাটার্জি

কলিকাতায় ড্রেনের ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে ড্রেনের [illegible] ব্যবস্থা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] সভায় মিঃ এস. এন. [illegible] জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] ও [illegible] মিউনিসিপ্যালিটি সংযোগে একটি ড্রেন [illegible] পরিকল্পনা প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

পরিকল্পনানুসারে [illegible] কলিকাতা [illegible] অবলম্বন করা হইবে। এই পরিকল্পনায় আনুমানিক [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ড্রেন [illegible] অবলম্বন করা হইবে [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] প্রধান। [illegible] [illegible] হইবে।

জানা গিয়াছে যে, [illegible] পরিকল্পনা [illegible] কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত এক চুক্তিপত্র সহি করিবেন।

[illegible] এই রোগ প্রাদুর্ভাবের [illegible] সরকারের [illegible] বিভাগের [illegible] পরিকল্পনাটির [illegible] কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ [illegible]।

তাঁতের জন্য সরকারী সাহায্য

[illegible] সরকার [illegible] নূতন [illegible] তাঁতের জন্য [illegible] সরকারী [illegible] জানাইয়া [illegible] অনুমোদন [illegible] সরকারী [illegible] জানাইয়া [illegible] দিতে হইবে:—

১। তাঁতের নাম, ঠিকানা, [illegible] ও অধিকারীর নাম,

২। [illegible] (ক) [illegible] (খ) [illegible]

৩। [illegible] বিবরণ [illegible],

৪। [illegible] : (১) [illegible] (২) [illegible],

৫। [illegible] ও [illegible] বিবরণ [illegible],

৬। [illegible] : (ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible].

সরকারী ছুটির দিন হ্রাস

জানা গিয়াছে, [illegible] সালে সরকারী ছুটির সংখ্যা [illegible] দিন করা হইবে। [illegible] ছুটির দিনের এই সংখ্যা [illegible] দিন।

[illegible] সালে হিন্দুদের [illegible], মুসলমানদের [illegible] এবং [illegible] উপলক্ষে সরকারী ছুটি থাকিবে। [illegible] ছুটি থাকিবে। হিন্দুদের [illegible] উপলক্ষে [illegible] দিন ছুটি [illegible] দুর্গা পূজা উপলক্ষে আরও [illegible] সরকারী ছুটি থাকিবে। [illegible] ছুটি [illegible] যাইবে। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের "অ্যানুয়াল লীভের" সংখ্যা আরও [illegible] বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। [illegible] ছুটির সংখ্যা [illegible] দিন এবং সরকারী [illegible] দিন। [illegible] "অ্যানুয়াল লীভ" যোগ করা [illegible] স্থির করা হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক সপ্তাহ

জানা গিয়াছে যে গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধে এক সপ্তাহের মধ্যে ১১৩টি ব্যক্তি ও ১৭টি প্রতিষ্ঠান [illegible] কেস দাখিল হইয়াছে।

ঐ সপ্তাহের মধ্যে ১৩টি কেসে তদন্ত শেষ এবং তাহা বন্ধ করা হইয়াছিল, অপর ১টি কেসে অন্য সূত্রের ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে এবং ৭টি কেসে সরকারের বিভাগে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অপর ৭টি কেসে বিভাগের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

ঐ সপ্তাহের মধ্যে চোরাকারবারী আইনানুযায়ী ৬৬১টি মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল; তন্মধ্যে ১৩১টি মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে, ৯০টি মামলায় অপরাধীদের শাস্তি হইয়াছে, ৭টি কেসে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মুক্তি পাইয়াছে। জরিমানা বাবদ মোট ১৩৮০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

ঐ সপ্তাহের মধ্যে ১৭টি শ্রমিক সঙ্ঘ রেজেষ্টীভুক্ত হইয়াছে; উক্ত সঙ্ঘগুলির মোট সভ্য সংখ্যা ৬৮৭২।

দুর্নীতি দমনে পশ্চিম বঙ্গ সরকার

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহে পশ্চিম বাংলার দুর্নীতিদমন বিভাগ ৫২৬টি কেসে বিভিন্ন দ্রব্যের অবৈধ মজুত পাইয়াছেন। দ্রব্য হিসাবে এই সকল আটককৃত দ্রব্যের পরিমাণ নিম্নরূপ:—

দ্রব্য	পরিমাণ
ধান ও চাউল	৪,১৬৪ মণ
চাউলজাত দ্রব্য	৭ „
গম ও গমজাত দ্রব্য	১০১ „
কেরোসিন তৈল	৮৭ গ্যালন ৬ ব্যারেল ৩৭ টিন ৩ ড্রাম
সরিষার তৈল	১৭ মণ
মিলের কাপড়	১,৭৭২ টি
শার্টিং কাপড়	১,৩০০ গজ ১ পীচ্ ১৮ থান
তাঁতের কাপড়	২২৮ গজ
তৈয়ারী পোষাক	৩ টি
মোটা সূতা	১৫ মণ ৬ ৪৫০
ঢেউতোলা টিন	৩ বাণ্ডিল ও ১২১ খানা
সিমেন্ট	৩৫ বস্তা
লোহা ও ইস্পাত	২ টন
কয়লা	১২ মণ
জ্বালানী কয়লা	৩০ মণ
দেশলাইয়ের কাঠি	১,০০০ প্যাকেট
[illegible]	১৮ সের
লবণ	২৫ সের
মসলা	৪ টিন
সোডা অ্যাশ	/৫ সের
[illegible]	৪ সের
ছাপার কাগজ	১৩ গজ
তুলার বীজ	১৭ মণ
বিড়ি	৭৬টি
কাঁচের চুড়ি	৬০০টি
গুড়	৫০ মণ
মোটরের কলকব্জা	২৯০৲ মূল্যের
মোটর গাড়ীর টায়ার	১৮ টি

এতদ্ভিন্ন এই সপ্তাহের মধ্যে পুলিশকে ঘুষ দিবার একটি চেষ্টার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং সরকারী বিভাগের কর্মচারীদের অভিযোগ সম্পর্কে যে অজ্ঞাতভাবে ৫০ খানা আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে একটি দরখাস্ত রেশন দুর্নীতি দমন বিভাগের গোচরীভূত হইয়াছে।

আগরতলার চাউলের দুর্মূল্যতা

অস্বাভাবিক ভাবে আগরতলার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। পুরাতন চাউল প্রতি মণ ৩০ টাকা ও নূতন চাউল প্রতি মণ ২৭ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। অধিকন্তু বাজারে চাউল দেখা যাইতেছে না এবং প্রতিদিনই ১৲-৭৲ করিয়া মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও আগরতলায় চাউলের মূল্য ৩০ টাকার উপরে উঠে নাই। ত্রিপুরা রাজ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল। যুদ্ধ পূর্ব সময়ে (১৯৩৭—৩৮ ইং) বৎসরে দুই লক্ষ মণ চাউল ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে চালান দেওয়ার প্রথা ছিল। সেই হিসাব হইতে দেখা যায়, এখনও গড় হিসাবে চাউলের দর গড়ে ২৪০৲ টাকা মণ হয়। অর্থাৎ প্রায় ১২,১০০ মণ চাউল বাহিরে রপ্তানি হইত। বর্তমানে চাউল রপ্তানি বন্ধ আছে। কিন্তু চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চোরাকারবারীদের কর্তৃক প্রচুর চাউল পাকিস্তানে রপ্তানিই মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

ভারত ইউনিয়নে চন্দননগর

সম্প্রতি চন্দননগর শাসন পরিষদের এক বৈঠকে চন্দননগরকে ভারত ইউনিয়নে যোগদানের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শাসন পরিষদ আশা করেন যে, শীঘ্রই ভারত সরকার এই বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন। এই ব্যাপারে যদি ভারত সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন তবে শাসন পরিষদ বর্তমান অধিবেশনের শেষ দিনে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কমোডোর চক্রবর্তীর নূতন সম্মান

কমোডোর এইচ্ নু আগামী ১৫ই নভেম্বর বোম্বাই-এ পৌঁছিয়া ভারতীয় প্রধান নৌসেনাপতির দপ্তরের পদ গ্রহণ করিবেন। ঐ পদে বর্তমানে কমোডোর এ. চক্রবর্তী নিযুক্ত আছেন। কমোডোর চক্রবর্তী দিল্লীতে যাইয়া নূতন ভারতীয় নৌ বাহিনীর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন। তিনি নৌসেনা ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হইবেন। অর্থাৎ তিনি দিল্লী ভারতীয় নৌবাহিনী দপ্তর পরিচালনা করিবেন। ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে এইরূপ নিয়োগ পূর্বে আর হয় নাই।

বাংলাদেশের নূতন ইতিহাস

ঢাকার ঐতিহাসিক সোসাইটি প্রাচীন-কাল হইতে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত বাংলা দেশের বিস্তারিত ইতিহাস সঙ্কলন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

পুস্তকখানির নাম হইবে "বাংলার বৃহত্তর ইতিহাস" (গ্রেটার হিষ্ট্রী অব্ বেঙ্গল) এবং উহা তিন খণ্ডে প্রকাশ হইবে। জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইহার কিয়দংশ ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে মূল পার্শিয়ান ভাষায় লিখিত এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ গ্লাডউইন ইংরাজীতে অনূদিত "তারিখ-ই-বাঙ্গালা" অথবা "বাঙ্গালার হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল" নামক প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিটি আনিয়া দেওয়াই এই কাজ শুরু হইবে। লর্ড কার্জন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন এই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং "কার্জন সংগ্রহ" নামে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে উহা পাঠান হয়। এখন ঢাকা ঐতিহাসিক সোসাইটির অনুরোধক্রমে উহা তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য সাময়িকভাবে দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবিত পুস্তকখানির প্রধান সম্পাদক হইবেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার।

ভারতে প্রবেশের পারমিট

পাকিস্তানবাসীর ভারতে আগমন ও ভারতে তাঁহাদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারতের গভর্নর জেনারেল ১৯৪৮ সালের "পাকিস্তানী লোকজন (নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।" ইহা অবিলম্বে সমগ্র ভারতে বলবৎ হইবে।

উক্ত অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ ব্যতীত পাকিস্তানের কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না:—

শর্ত

(ক) পারমিট থাকিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি ভারত অথবা পাকিস্তানের অধিবাসী না হইলে তাহার নিকট ১৯২০ সালের ভারতীয় পাসপোর্ট আইন অনুসারে আইনসঙ্গত পাসপোর্ট থাকিতে হইবে।

(গ) অর্ডিন্যান্সের মূল ধারা অথবা উহার নিয়মাবলীর কোন বিধান অনুসারে পারমিট গ্রহণ হইতে কোন ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাঁহার পারমিট না থাকিলেও চলিবে।

ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি অর্ডিন্যান্সের কোন ধারা অমান্য করিয়া ভারতে প্রবেশ করিলে, অথবা পারমিটের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে তাঁহার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

প্রকাশ যে, পূর্ব বঙ্গ হইতে ভারতীয় এলাকায় আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের জন্য অনুরূপ পারমিট প্রয়োজন হইবে না।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধে নূতন শুল্ক

কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগ হইতে প্রচারিত ঘোষণাটিতে প্রকাশ যে, বিভিন্ন প্রকার মদ, তামাক, সিগারেট, সোনা ও রূপার জিনিষ, ঘড়ি প্রভৃতি, রেশম, রেশম মিশ্রিত ইত্যাদি বিলাস দ্রব্যের উপর যে আমদানি শুল্ক ধার্য্য করা আছে তাহা শতকরা ২০ টাকা বর্দ্ধিত করা হইল। [illegible] প্রভৃতির উপর বর্তমানে যে আমদানী ধার্য আছে, তাহাও শতকরা ১০ টাকা বৃদ্ধি করা হইল। মোটরগাড়ী ও টায়ার টিউবের যে আমদানি শুল্ক ধার্য আছে, তাহাও বৃদ্ধি করা হইতে পারে বলিয়া [illegible] উহার বর্তমানে শতকরা ৩০ টাকা ও ৭৫ টাকা বর্দ্ধিত হইল।

সাধারণের ব্যবহারের আবশ্যকতার কথা বিবেচনা করিয়া মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল প্রভৃতি [illegible] শুল্ক বৃদ্ধি করা হয় নাই।

সুতী বস্ত্র এবং তৈল ও [illegible] তৈল ও ডিজেল তৈলের উপর [illegible] হইয়াছে বলিয়া [illegible] সুপারি [illegible] বর্তমানে শতকরা ২৫ টাকা [illegible] করিবার এবং [illegible] এই পরিবর্তন সম্পর্কে [illegible] একটি বিশেষ গেজেট প্রকাশিত হইয়াছে।

বাস্তুহারাদের জন্য আদর্শ শহর গঠন

উদ্বাস্তুদের [illegible] দিল্লী হইতে ১৬ মাইল দূরে [illegible] একটি শহর গঠন করা হইতেছে। এই শহরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে সেখানে ৮০ হাজার উদ্বাস্তু বসবাসের ব্যবস্থা হইবে। ভারত সরকারের একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ শহর গঠন চলিতেছে। ভারত সরকার এজন্য অর্থসাহায্য করিতেছেন।

[illegible] ও পূর্বাঞ্চলীয় শহরের আধুনিক [illegible] উপদেষ্টা [illegible] নির্মাণকার্যে নিযুক্ত আছেন। [illegible] সেখানে [illegible] প্রভৃতি [illegible] নির্মাণ কার্য করিয়া যাইতেছে।

ঐ শহরের নিজস্ব জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকিবে। [illegible] সেখানে [illegible] একটি সুন্দর পরিকল্পনা করা হইবে। সেখানে [illegible] ও [illegible] কেন্দ্র থাকিবে, তাহা ছাড়া ডাক্তারখানা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থা থাকিবে।

বাস্তুহারাদের জন্য ভারত সরকারের নির্মিত শহরের মধ্যে [illegible] একটি প্রথম আদর্শ শহর। এই প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তবে অন্যত্র [illegible] প্রচেষ্টা চালানো হইবে। [illegible] বিশেষত্ব এই যে, [illegible] শিল্প ও বাণিজ্য—এমন কি মাত্র [illegible] নির্মাণ কার্য উদ্বাস্তুদের সাহায্যে [illegible] করা হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে বৃত্তি

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিলাতের ১৮৫১ সালের মহা প্রদর্শনীর রয়াল কমিশনারগণ প্রতি বৎসর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষায়তনের স্নাতকোত্তর বিভাগের একজন ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক বৃত্তি দিবেন। ঐ বৃত্তির পরিমাণ বৎসরে ৩৫০ পাউণ্ড। প্রয়োজনবোধে এই বৃত্তি গবেষণার্থী ছাত্রকে দুই বৎসর পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এই বৃত্তি সম্পর্কে প্রার্থীদিগকে মনোনয়নের জন্য আগামী ১লা মার্চের (১৯৪৯) মধ্যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষায়তনের মারফৎ ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

স্বাধীনতা লাভের পর নূতন পরিবেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি [illegible] পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে, [illegible] ভারতীয় [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের জন্য ভারত সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন :

(১) ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, (২) মিঃ [illegible] (৩) মিঃ টিগার্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] শিক্ষা [illegible]), (৪) মিঃ এ. ই. মর্গান ([illegible]) (৫) ডাঃ মেঘনাদ সাহা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), (৬) ডাঃ জাকির হোসেন (জামিয়া মিলিয়া) (৭) ডাঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র, (৮) ডাঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ও (৯) ডাঃ তারাচাঁদ (ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী)।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে [illegible] কমিশনের [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের রজত জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা [illegible] চলিতেছে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে সম্মেলনের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ৩০০-জনেরও উপরে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের চিকিৎসক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। ভারতের [illegible] এবং ভারতীয় চিকিৎসক [illegible] সম্পর্কে সম্মেলনে বিচার [illegible] করা হইবে স্থির হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে কলিকাতার চিকিৎসক সমাজের নিকট সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহের আবেদন জানান হইয়াছে।

ভারতীয় বাহিনীর মেডিক্যাল শাখা

ভারতীয় বাহিনীর মেডিক্যাল শাখায় বেসামরিক মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারদের আরও কয়েকটি অস্থায়ী কমিশন (শর্ট সার্ভিস রেগুলার কমিশন) দেওয়া হইবে। কেবল [illegible] এজন্য আবেদন করিতে পারেন। ১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইনের ১১ (১) ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত এবং কোনও প্রাদেশিক মেডিক্যাল আইন অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে রেজিষ্ট্রীকৃত মেডিক্যাল উপাধিধারী আবেদনকারিগণের আবেদন বিবেচনা করা হইবে। ভারতীয় বাহিনীর মেডিক্যাল শাখার ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল [illegible] অধিনায়কগণ, আর্মি [illegible] অফিসার এ. জি. আর. ৩ [illegible] টেরিটোরিয়াল ফোর্স, [illegible] ফোর্স এবং [illegible] মেডিক্যাল কোরের ভারতীয় সদস্যগণ আবেদন করিতে পারেন।

নিখিল ভারত গো-প্রদর্শনী

নিখিল ভারত গো-প্রদর্শনী কমিটি [illegible] স্থির করিয়াছেন যে, আগামী [illegible] ফেব্রুয়ারী হইতে [illegible] মার্চ (১৯৪৯) পর্যন্ত দিল্লীতে [illegible] নিখিল ভারত গো-প্রদর্শনী হইবে। আরও স্থির হইয়াছে যে, আগামী [illegible] হইতে [illegible] মার্চ (১৯৪৯) পর্যন্ত দিল্লীতে [illegible] নিখিল ভারত [illegible] প্রদর্শনী হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী গো-প্রদর্শনী আগামী [illegible] জানুয়ারী (১৯৪৯) [illegible] হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি পৃথক গো-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় স্থির হইয়াছে যে, উক্ত অঞ্চলের [illegible] গো-[illegible] দিল্লীর প্রদর্শনীতে [illegible] হইবে।

চৌকিদারের ভাতা বৃদ্ধি

[illegible] ও [illegible] মধ্যে প্রায় [illegible] চৌকিদারের ভাতা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে [illegible] আন্দোলন হইয়াছিল।

গত দুই মাসের মধ্যে [illegible] বিভিন্ন এলাকায় এই [illegible] মোট [illegible] হইয়াছিল। পূর্ববর্তী [illegible] প্রকাশ, [illegible] হইতে [illegible] ৫০০০ জন চৌকিদারের [illegible] বেশী [illegible] হইয়া যায়।

[illegible] চৌকিদারের [illegible] চৌকিদার-দফাদারগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

দৈনিক
দু'এক
পয়সা!

1,000 TABLETS
PALUDRINE
HYDROCHLORIDE
IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD
MANCHESTER

[illegible] ক্ষেত্রে — যেখানেই
তাঁরা কাজ করুন না কেন। এতে কর্মচারীদের অনুপস্থিতি
রোধ করতে পারেন।
[illegible] এ ওষুধটি কাটিয়ে নিয়মিত
[illegible] [illegible] ভাবে সাহায্য করছে।

[illegible]

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে 'প্যালুড্রিন'এর আশ্রয় নিন
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
ICI
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচিন নিউ দিল্লী কানপুর
PCOM 12

রেল, তার ও টেলিফোনের সম্পত্তি

রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের সম্পত্তি রক্ষার জন্য [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। [illegible] সরকারের সমস্ত [illegible] দপ্তরে যোগাযোগ [illegible] হইয়াছে। রেলওয়ে অফিস-সমূহে সর্বত্র প্রহরীদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং [illegible] হইতে [illegible] অফিসে [illegible] নিযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রকাশ, কলিকাতার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যেরূপ [illegible] ঘটিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয়, তজ্জন্য এইরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

উড়িষ্যার নূতন রাজধানী

উড়িষ্যা সরকার [illegible] সালে [illegible] হইতে ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নূতন রাজধানী [illegible] নির্মাণের কাজ [illegible] এবং ১৩৫৮ সালের [illegible] মধ্যে [illegible] রাজধানী [illegible] হইতে [illegible] যায়।

কাটজুড়ী নদীতে সেতু নির্মাণ

ভারত সরকারের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সচিব শ্রী এন. ভি. গাডগিল কাটজুড়ী নদীর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই সেতু কটক ও উড়িষ্যার নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে।

জোয়ার ও যোনা চাষের পূর্বাভাষ

ভারতবর্ষের [illegible] ইউনিয়নে ১৯৫১-৫২ সালে কি পরিমাণ জোয়ার ও যোনা উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার প্রথম পূর্বাভাস কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগ প্রকাশ করিয়াছেন।

জোয়ার—আলোচ্য বৎসরে ভারত ইউনিয়নে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর জমিতে [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৫০-৫১ সালে ৩ কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর জমিতে [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছিল। [illegible] পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর [illegible] হায়দরাবাদ, [illegible] ও রাজপুতানায় জোয়ার চাষের [illegible] করিয়াছে। কিন্তু বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও [illegible], যুক্তপ্রদেশ, বরোদা ও রাজপুতানার [illegible] জোয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।'

যোনা—আলোচ্য বৎসরে ভারত ইউনিয়নে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর জমিতে [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন যোনা উৎপন্ন হইতে পারে। ১৯৫০-৫১ সালে জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর এবং [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন।

সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গে কড়াকড়ি

১৯৫০ সালের [illegible] হইতে পূর্ব বঙ্গে ১৯৫১ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর অর্ডিন্যান্স প্রবর্তিত হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে [illegible] কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কোন ব্যক্তি, কোন প্রতিষ্ঠান, [illegible] বিভাগের [illegible] কোন সম্পত্তি [illegible] বিক্রি করিতে পারিবেন না।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রধান কার্যালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে [illegible] হইতে [illegible] তারিখ পর্যন্ত এশিয়া এবং [illegible] শ্রমিক [illegible] বিষয়ে যে সম্মেলন হইবে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য এশিয়ার দেশগুলি আমন্ত্রিত হইয়াছে। আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি আছে। ইহা ছাড়া ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকা হইতে পর্যবেক্ষক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উক্ত সম্মেলনে আলোচনা হইবার কথা আছে:—

১। শ্রমিক [illegible] নিয়োগ এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

২। কৃষিক্ষেত্রে [illegible] এবং [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] কেন্দ্রগুলির কার্য।

৩। জাতীয় শ্রমিক [illegible] বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ করিবেন তাহাতে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ।

এই সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইবে তাহার [illegible] ১৯৫২ সালের [illegible] আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনে বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে।

আমেরিকায় উৎপাদনের হার

আমেরিকার শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনের হার বর্তমানে বেশ ভালই চলিতেছে এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ এদিকে কোন হ্রাস হইতেও দেখা যায় নাই।

ভবিষ্যতের একটি সাময়িক হিসাবে প্রকাশ, এই বৎসর অন্যান্য উৎপাদনও খুব ভালই হইবে। ১৯৫০ সালের [illegible] যে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছিল, এবারকার উৎপাদনের হার তাহার চেয়ে [illegible] অধিক হইবে বলিয়া [illegible] হইতে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

হিসাবে আরও দেখা যায় যে, এ বৎসর উৎপাদনের হার ১৯৫০ সালের চাইতে শতকরা প্রায় [illegible] বেশী হইবে। ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধ-সরঞ্জামের উৎপাদন প্রভৃতি [illegible] জিনিসপত্রের উৎপাদন এবার যুদ্ধপূর্ব কালের অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে। [illegible] সামরিক প্রয়োজনের জন্য ইস্পাতের জিনিসপত্র এবং মোটরগাড়ী ইত্যাদির উপর যে বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছিল তাহার ফলে এসব জিনিসের চাহিদা খুব বেশী থাকিয়া গিয়াছে। তাই উৎপাদনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও এখনও এগুলির চাহিদা মিটিতেছে না।

অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব-কালের তুলনায় শতকরা [illegible] ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল এগুলির চাহিদা ইতিমধ্যেই অনেকটা পূরণ করা সম্ভব হইয়াছে।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

[illegible]

সরকারী ঔদাসীন্য, না কল্পনার অভাব ?

[illegible]

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible] (Treasury Deposit Receipt or TDR) [illegible]

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

([illegible])

* [illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

রেড়ির বীজ ও তৈলের রপ্তানিশুল্ক রহিত

ভারত সরকার রেড়ির তৈল ও বীজের উপর রপ্তানিশুল্ক রহিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষভাবে প্রীত হইয়াছি। ইতিপূর্বে 'আর্থিক জগৎ'-এ আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছি যে, রেড়ির তৈল ও বীজের উপর অত্যধিক রপ্তানি শুল্ক চাপানোর দরুণ বহির্দেশে ভারতের রেড়ির তেলের ও তৈলবীজের বাজার অনেকটা বিদেশী শস্য (বিশেষ করিয়া ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা) দখল করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় মালের যে বেশী [illegible] এবং তাহার উপর অত্যধিক রপ্তানিশুল্ক [illegible] [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা [illegible] বাজার দখল করিতে [illegible] তৈলবীজের রপ্তানির [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] [illegible] এই বিষয়ে [illegible] [illegible] করিয়াছেন বলিয়া [illegible]

• • • •

তবে রেড়ির বীজ ও তৈল দুইটা পণ্যের উপর হইতে রপ্তানি শুল্ক রহিত করিলে কেন তাহারা অন্যান্য [illegible] সরকার [illegible] নাই। তাঁহারা শুধু বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রেড়ির তৈল ছাড়া অন্য কোন তৈল বা তৈলবীজের [illegible] রপ্তানিশুল্ক রহিত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। অথচ রেড়ির তৈলের বাজারে যাহা সত্য অন্যান্য তৈলবীজের বাজারেও তাহা সত্য। বিশেষ করিয়া চীনা বাদাম ও তিসির বীজের রপ্তানির উপর ভারত সরকার যে বাধা [illegible] ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। তাঁহারা [illegible] চীনা বাদামের চাষ [illegible] এবং ভারতীয় তৈলবীজের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা অন্যান্য তৈলবীজের বাজারে [illegible] মাল সরবরাহ দিয়া ঐ সকল বাজার দখল করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে ভারতের যে শুধু রপ্তানি-বাজার হ্রাস পাইতেছে তাহাই নহে, তৈলবীজের বহির্বাণিজ্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সুতরাং রেড়ির তৈলের মত অন্যান্য তৈলবীজের উপর হইতেও শুল্ক রহিত করা বা হ্রাস করা উচিত। তাহাতে যেমন ভারতীয় তৈলবীজের মূল্যহ্রাস হইতে পারে এবং বিদেশে [illegible] হইতে মাল ক্রয় করিতে সক্ষম [illegible]; অন্যথায় যেন [illegible] দর [illegible] মাল পাইলে বিদেশাগত তৈলবীজের [illegible] [illegible] ভারতীয় মাল ক্রয় করিতে অনেক দেশই যে অনিচ্ছুক হইবে ইহা স্বাভাবিক।

তামাক

যুক্তপ্রদেশের বাজারসমূহে তামাকের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। আসামে [illegible] পূর্ববর্তী সপ্তাহে দর যা ছিল তাহাই স্থির আছে। কলিকাতা ও বাহিরের বাজারে তেজীভাব ছিল, কারণ ঐ সময় [illegible] চাহিদা প্রবল ছিল। তবে সপ্তাহ শেষের বাজারে কিছুটা মন্দাভাব দেখা যায়। [illegible] কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। চাউলের দর বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম ছিল। [illegible] বাজারে মন্দাভাব দেখা যায়। দর ও খুচরা বাজারে স্থির ছিল।

[illegible] বাজারে বিভিন্ন তামাকের দর নিম্নরূপ ছিল:—[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] হইতে [illegible], [illegible] [illegible] হইতে [illegible] এবং [illegible] [illegible]।

পাট

পাটের বাজারে সপ্তাহে কোন পরিবর্তন হয় নাই। গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছিলাম যে, পাকিস্তান হিন্দুস্থানে পাটের যদি মূল্যহ্রাস [illegible] না হয় তাহা হইলে [illegible] হইবে না। বর্তমানে পাটের দরে কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। লোকেরা আশা করিতেছিল যে, ভোলা পাটের উপর আরোপিত যে ৫৲ শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে, তাহা হ্রাস করা উচিত। তাহা না হইলে পাটের মূল্যহ্রাস হইবে না। পাকিস্তান সরকার এই ৫৲ শুল্ক ধার্য করার ফলে আমাদের ও পশ্চিম বাংলার পাট ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া গিয়াছে; কারণ পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্থানে পাট আমদানি না হওয়ার ফলে ভারতীয় মিলগুলির পাটের দর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে মিলগুলি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছে। পাকিস্তান যদি শুল্ক হ্রাস করে তাহা হইলে মিলগুলির [illegible] মূল্যহ্রাস হইবে এবং পাটচাষীর [illegible] মূল্যবৃদ্ধি হইলে ঐ মাল বিক্রয় করা সত্ত্বেও পারিবে [illegible] তাহা গ্রহণ করিবে।

তুলা ও সুতীবস্ত্র

তুলার [illegible] সপ্তাহের বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে কিছু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। মফঃস্বল হইতে আমদানির পরিমাণ হ্রাস ও [illegible] বাজারে তুলার মূল্যবৃদ্ধির জন্যই [illegible] সপ্তাহের বাজারে এই উন্নতি দেখা গেল। [illegible] পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] হইতে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] দাঁড়ায় উঠে। অন্য বাজারেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। বেরার, ওমরা ও [illegible] তাহারাও বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন প্রদেশে বস্ত্র বিতরণ ব্যবস্থার প্রাথমিক কার্য [illegible] শেষ হইয়া যাইতেছে। সরকারের [illegible] পরিমাণে [illegible] পাইকারী ও খুচরা দর স্থির করিয়া দিয়াছেন। আর একটি ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে সরকারের অধীন হইতে আমদানিকৃত [illegible] মূল্য নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে না, তবে ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পর সরকারের লাইসেন্স ছাড়া কেহই বিদেশী বস্ত্র বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। [illegible] স্বদেশী [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

গুড় ও চিনি

যুক্তপ্রদেশের গুড়ের সপ্তাহ বাজারে যদিও কোন পরিবর্তন না হইলেও পরিবর্তী সপ্তাহে বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার ইক্ষুর দর স্থির করিবার [illegible] যে [illegible] পরিবর্তী সপ্তাহের [illegible] সরকারের [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] মণ প্রতি [illegible] হ্রাস করিতে [illegible] এবং যুক্তপ্রদেশ সরকার ইক্ষুর দর [illegible] স্থির করিয়া দিয়াছেন। ফলে ভারত সরকারের [illegible] ঐ উভয় প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কোন মীমাংসা হওয়া সম্ভব হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] যে আলোচনা হইতেছিল তাহা অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের চিনির বাজারে মন্দাভাব দেখা দিয়াছে, কারণ নূতন মালের আমদানি শুরুতে ব্যবসায়ীরা পুরাতন মাল ছাড়িতে উৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছে। চিনির মূল্যহ্রাস সম্পর্কে এখানে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া মনে হয়, কারণ [illegible] হইতে যে চিনি ক্রয় করিয়াছে তাহার দর মণ প্রতি [illegible], কাজেই তাহাতে চিনির এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কোন যুক্তি নাই।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে প্রায় [illegible] প্যাকেজ [illegible] চা ছাড়া হয় এবং প্রায় সকল শ্রেণীর চায়েরই ভাল চাহিদা ছিল। [illegible] কাঁচা চা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাতা চায়ের দর [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] দর কিছুটা অনিশ্চিতভাবে উঠানামা করে। [illegible] প্যাকেজ কাঁচা চা এবং [illegible] প্যাকেজের [illegible] চা আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য ছাড়া হয় এবং [illegible] চাহিদা একরকম ভালই ছিল।

সোনা-রূপা

সোনার বাজারে [illegible] লক্ষ্য করা যায় এবং দর একরকম স্থির ছিল। রূপার বাজারে অনিশ্চিত উঠানামা দেখা যায়। সোনার দর [illegible] টাকার মত ছিল এবং পরে সোনার দর [illegible] হইতে [illegible] মধ্যে উঠানামা করে। রূপার দর [illegible] টাকায় স্থির ছিল এবং পরে সপ্তাহে দর [illegible] হইতে [illegible] মধ্যে উঠানামা করে।

বাজারের কথা

নিয়ন্ত্রিত মূল্যাপেক্ষাও অনেক সুলভ!

কলিকাতা, সোমবার সন্ধ্যা

বাজারে পুনরায় আশাপ্রদ মন্দাভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী দুই সপ্তাহে বাজারে যে মন্দা শুরু হইয়াছিল, আলোচ্য সপ্তাহে তাহা চরমে উঠিয়াছে। ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার অতিমাত্রায় প্রাচুর্য্য বাজারে প্রত্যেক বিভাগেই মূল্যাপকর্ষ প্রকটভাবে দেখা দেয়। প্রকাশ যে, [illegible] বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আমদানিও কিছু কিছু বেশী [illegible] করিতে হইয়াছে। ইহাতে বরং [illegible] করিয়াছে এবং [illegible] নির্দিষ্ট মূল্যাপেক্ষা অনেক নিম্ন হারেও ক্রেতার অভাব পাওয়া যায় নাই। [illegible] ও [illegible] বিভিন্ন আইনের ফলে বাজারে ব্যবসায়ীদের [illegible] একটা [illegible] দাঁড়াইয়াছে যে অদূরভবিষ্যতে বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

• • • •

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলনায় কলিকাতার বাজারে মন্দার প্রকোপ বেশী দেখা গিয়াছে। টাটা আয়রণের ক্ষেত্রে যে স্থিতিশীলতা দেখা গিয়াছে, ইণ্ডিয়ান আয়রণের ব্যাপারে তাহা লক্ষ্যণীয় হয় নাই। গত বৎসর ইণ্ডিয়ান আয়রণ কম লভ্যাংশ ঘোষণা করায়, লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে পরে বেশী লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবে না বলিয়া এবং এবৎসরে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় তাহারা [illegible] লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবেন না বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে [illegible] এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার সম্বন্ধে [illegible] বিরূপতার সৃষ্টি হইয়া পড়ে। পরিশেষে এই শেয়ারের বিক্রেতার এত প্রাচুর্য্য দেখা যায় যে, ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে [illegible] ও [illegible] পর্য্যন্ত নামিয়াও ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই শেয়ারের এত নিম্ন দরে আর কাজ হয় নাই।

কিন্তু গত অক্টোবর মাসের [illegible] উৎপাদনের [illegible] টাটার শেয়ারে একটা অবনতি ঘটিতে পারে নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণের এই অবনতি বাজারের অন্যান্য বিভাগেও সংক্রামিত হয় এবং পরিণামে সকল বিভাগেই মূল্যাপকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

• • •

সরকারী ঋণপত্রগুলিও এই মূল্যাপকর্ষ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। [illegible] দেওয়া সত্ত্বেও কাগজগুলি এই বিভাগে কোন উন্নতি দেখায় নাই। আমাদের মতে বর্তমানে এই বিভাগে কিছু কিছু ক্রয়ের জন্য [illegible] স্বাভাবিক। কিন্তু [illegible] বিভাগ এখনই কিছু করিতেছে না। [illegible] ও [illegible] উভয় ক্ষেত্রেই [illegible] আসিয়া গিয়াছে। [illegible] কোম্পানী ও অন্যান্য [illegible] এই বিভাগে এ সপ্তাহে কোন উন্নতি দেখায় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য [illegible] ঋণপত্রগুলির দর কিছুটা উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা [illegible] হইতেছে বলিয়া ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ১৫০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা ছিল, তাহাও এ পর্য্যন্ত [illegible] গৃহীত হইয়াছে। বৎসর প্রায় শেষ হইতে চলিল কিন্তু বাজারের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এই ঋণ পরিকল্পনা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

• • •

[illegible] অতিরিক্ত [illegible] যে আশা পোষণ করা হইয়াছে তাহা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। কারণ জাপানের সঙ্গে তাহাদের পূর্ব গৌরব অর্জন করা এত শীঘ্র সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি [illegible] উৎপাদনও [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে যে উৎপাদন [illegible] ছাড়াইয়া যাইবে। নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হইলে নিয়ন্ত্রিত দর বর্তমানের নিয়ন্ত্রিত দরের চেয়ে কিছুটা কমিবার সম্ভাবনা থাকিলেও এই শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমান দর [illegible] এই শিল্পের [illegible] বলিয়াই মনে করি।

• • • •

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের জন্য বিবিধ বিভাগে মূল্যাপকর্ষের সূত্রপাত হয় এবং বোম্বাইয়ে অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট ও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের মূল্যাপকর্ষ প্রকটভাবে দেখা যায়। অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্টের মূল্যাপকর্ষের কোন বিশেষ কারণ আছে বলিয়া জানা যায় নাই, অথচ দর প্রায় [illegible] টাকা কমিয়া [illegible] পর্য্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধিয়ার দর এবৎসরে [illegible] হইয়াছে, কারণ [illegible] চালু করার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের যে সকল বাধা [illegible] হইয়াছে তাহাতে [illegible] হইয়াছে। এই সকল কারণে সিন্ধিয়া আবার পূর্বের লভ্যাংশের হার বজায় রাখিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। সিন্ধিয়া [illegible] জন্য তাহারা যে [illegible] কোটি টাকার ঋণপত্র বিক্রয় করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এই ঋণপত্র [illegible] হইবে [illegible] বাজারে ইহার প্রতিক্রিয়া কোনটাই সন্তোষজনক হয় নাই এবং দর প্রায় [illegible] কমিয়া গিয়াছে।

সরকারী ঋণপত্র—

শেয়ারের দরের ন্যায় এই বিভাগেও মূল্যাপকর্ষ দেখা গিয়াছে। এবং সপ্তাহের শেষের দিকে, [illegible] ঋণপত্রগুলির দর [illegible] হইয়াছে। [illegible] পর্য্যন্ত কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

গত সপ্তাহের ন্যায় অতি সামান্যই কাজ হইয়াছে এবং দরেরও অবনতি দেখা গিয়াছে। সেন্ট্রাল [illegible], ইম্পিরিয়াল (নূতন) [illegible], বিহার [illegible] ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল [illegible] পর্য্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

কাগজের কল—

এই বিভাগে কাজ প্রায় নাই বলিলেই চলে। [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত কিছু কেনাবেচা হইয়াছে। বেঙ্গল পেপারের [illegible] পর্য্যন্ত বিক্রেতা আছে বলিয়া প্রকাশ।

কয়লার খনি—

অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই বিভাগে বরং কিছুটা স্থিতিশীলতা ছিল এবং [illegible] কিছুটা বেশী ছিল। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible] ([illegible]), ও [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত কাজ হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগেও একরূপ কোন কাজ হয় নাই বলিলেই চলে। বিস্তর বিক্রেতা থাকিলেও ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] কাজ হইয়াছে।

বিবিধ—

এই বিভাগেও অতি সামান্য কাজ হইয়াছে। সকল শেয়ারই গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু সস্তা হইয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible], ইণ্ডিয়ান আয়রণ [illegible] ও ষ্টীল কর্পোরেশন [illegible] পর্য্যন্ত কাজ হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

চা

চা শেয়ারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কাজ অতি সামান্য হইয়াছে। [illegible] [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত কাজ হইয়া বাজার বন্ধ হইয়াছে।"

যৌথিক

দেশবিভাগের ফলে অ্যালক্যালি অ্যাণ্ড কেমিক্যালের অসুবিধা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

নিয়মাবলী

— x —

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

গ্রাহকের জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—সাউথ ৩৬৯৪ ও সাউথ ৩০০১) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৪.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

• • • •

[illegible]

আলোচ্য সময়ে ওরিয়েন্ট জুট মিলস্ কোম্পানী লোহিয়াস জুট মিলস্ কোম্পানীর নিকট হইতে মিলগুলির পরিচালনা বাবদ ভারতীয় চটকল সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত "কাজকরী সময়" ক্রয় করিয়াছেন। কোম্পানী উহাদের অব্যবহৃত ৮০,৯০০ ঘণ্টা কাজকরী সময় [illegible] মিলের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—অ্যান্ড্রু ইউল অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—৫০,০০,০০০৲।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	৩০,০০,০০০৲
সাধারণ	২০,০০,০০০৲
[illegible] তহবিল	১,৫০,০০০৲
অন্যান্য তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]
সম্পত্তি	
মোট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
মজুত	[illegible]
বস্তুর মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
লগ্নিপত্র	[illegible]
"আগাম লাভ কর" জমা	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
মূল সম্পত্তি	[illegible]

সরকারী [illegible], না কল্যাণের আভাস?

(পূর্বাংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

পরিমাণ হ্রাস (৪২.৪১ কোটি টাকা—৪৮.৭৫ কোটি টাকা)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিমাণও বিভিন্নভাবে ১০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। নোট মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আলোচ্য সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে [illegible] কোটি টাকা। [illegible] পরিমাণের প্রায় ৪.১০ কোটি টাকার হ্রাস দেখা গিয়াছে ([illegible] কোটি টাকা — [illegible] কোটি টাকা)। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলোচ্য সপ্তাহে ভারতীয় নোটের পরিবর্তে পাকিস্তানের স্টেট ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ১৫কোটি টাকার সম্পত্তি প্রদান করিতে হইয়াছে।

•　•　•　•

বাণিজ্য বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। অন্যান্য সরকারী জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকায় প্রায় ৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিমাণেও অনুরূপ বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। বৈদেশিক জমার পরিমাণে পূর্বের বিশেষ হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু সরকারী এবং অন্যান্য সকল প্রকার বাবের পরিমাণেই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ সরকারীক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] কোটি টাকা এবং অন্যান্য বাবের ক্ষেত্রে [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকা। লগ্নিপত্রগুলির পরিমাণেও সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। লগ্নিপত্রগুলির পরিমাণের এই বৃদ্ধি আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে সরকারী তৎপরতাই সূচিত করে।

প্রাথমিক

(পূর্বাংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার সময় এই প্রাথমিক [illegible] হয়। অতএব যে সকল কাজ আজও [illegible] তাহাকে কোন আলোচনা-[illegible] সম্ভব নহে। কেন না, ভারতীয় অর্থনীতির মূল লক্ষ্য—[illegible] এবং প্রয়োজনীয় [illegible] এই [illegible]। এই সকল [illegible] সম্ভব নহে। কিন্তু এই অভাবকে [illegible] কোন [illegible] হয় না। উন্নতি লাভ করিতে হইলে এই অভাবকে দূর করিতেই হইবে।

[illegible] যে এই অভাব দূর করিবার [illegible]—[illegible] প্রত্যক্ষ বিদ্যুৎ [illegible] এবং [illegible]। [illegible] এই [illegible] সরকারী [illegible] যে [illegible] দেখা যায় যে, [illegible] প্রাথমিক [illegible] বিদ্যুৎ সরবরাহ, এবং [illegible]। এতদ্ব্যতীত [illegible] বিদ্যুৎ এবং [illegible] স্থির করা হইয়াছে। [illegible] যে সকল [illegible] হইবেন, তাঁহাদের [illegible] হইতেছে এবং এই [illegible] বৈদেশিক [illegible] হয়, তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] পরিবেশনের কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং [illegible] অনুরূপ [illegible]। ১৯৬০ সালের মধ্যেই [illegible] বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবেশনও [illegible] বলিয়া আশা করা হয়। [illegible] বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] রাস্তা ও সেতু নির্মাণের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৯৬০ সালের মধ্যেই এই সকল [illegible] হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই [illegible] যে সকল [illegible] হইবেন, তাঁহাদের [illegible] সম্পর্কে প্রাথমিক [illegible] করা হইয়াছে।

এই সকল প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ না হইলে [illegible] বিভাগের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু [illegible] হইয়াছে, সেখানে একটি [illegible] কাজ আরম্ভ করা হইবে। এই [illegible] কর্পোরেশন [illegible] বৈদেশিক [illegible] করিয়াছেন। এই বৈদেশিক [illegible] বৎসরের মধ্যেই [illegible] আশা করা যায়। [illegible] বৈদেশিক [illegible] যে, [illegible] করিতে হইবে যে, [illegible] ভারতীয় [illegible] ও [illegible] নিয়োগ করিবেন।

[illegible] বিভিন্ন বাবদ অর্থ [illegible] বিভাগে [illegible] ও [illegible] হইয়াছে। [illegible] যে, বিদ্যুৎ [illegible] আনুমানিক মোট ৯০ কোটি টাকা [illegible] এবং [illegible] ব্যয় করিবে। [illegible] আনুমানিক ২০ কোটি টাকা [illegible] ব্যয় করিবেন। কিন্তু [illegible] হইতে [illegible] আনুমানিক ২০ কোটি টাকা [illegible] একটাই ব্যয় করিতে হইবে।

এই আর্থিক [illegible] বলিয়া [illegible] নাই। কিন্তু ১৯৬০ সালের [illegible] যে, [illegible] ১৯৬০ সালের [illegible] যে, প্রাথমিক [illegible] সম্পূর্ণ হয় নাই। [illegible] হইয়াছে, [illegible] করিবার [illegible] করিয়াছে। [illegible] উপলব্ধি করিয়া [illegible]—ইহাই [illegible]

তাঃ প্রভৃতির [illegible] যে, [illegible]

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইসু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—

[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ ।—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

দায়—

[illegible]

মোট [illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

মোট [illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ ।—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

[illegible]

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইসু বিভাগ—

দায়—

[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (টাকায়)	রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	শেষ লভ্যাংশ	[illegible]	বাজার দর [illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনিয়ারিং							
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
কয়লা খনি							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
কাপড়ের কল							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	—	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চটকল						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
চা-বাগান						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বাজার দর [illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
চিনির কল								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
ব্যাঙ্ক								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
বিদ্যুৎ-সরবরাহ								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
বিদ্যুৎ-সরবরাহ								
[illegible]	[illegible]						[illegible]	
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
বিবিধ								
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]				[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			—
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

REGD.NO.C3105.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৪ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ — ২৪এ নভেম্বর, ১৯৪৮ [মূল্য ।০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস্-চেয়ারম্যান)	শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস্-চেয়ারম্যান)
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা	শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান	শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর	শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীপি, ডি, হিম্মৎসিঙ্কা	শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি	শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ভি, সদাশিবম

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
জীবন, "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলি: ৭৫১

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা]   কলিকাতা, বুধবার ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫; ২৩এ নভেম্বর, ১৯৩৮   [মূল্য /০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা বিষয়

সম্পাদকীয়
ভারতীয় স্বার্থ ও ব্রহ্ম সরকারের আইন
প্রাসঙ্গিক
[illegible] ভারত-[illegible] চুক্তি, [illegible]-পরিবর্তনশীল [illegible], পূর্ব বঙ্গে পাটিকলের [illegible]
সংবাদলিপি
লণ্ডন, দিল্লী, বোম্বাই
সংকলন

আইনালোক
ভারতের [illegible] সম্পর্কিত নূতন বিলের আইন বিশ্লেষণ
পণ্যদ্রব্যের বাজার
পণ্যদ্রব্যের মূল্যাদির [illegible]
বাজারের কথা
ইণ্ডিয়ান আয়রনের [illegible]
যৌথিক
ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌-এর [illegible] হিসাব

ভারতীয় স্বার্থ ও ব্রহ্মসরকারের আইন

"আর্থিক ভারত"এ গতপূর্ব সপ্তাহের "বিষয়" শীর্ষক বিভাগীয় রচনায় "সমালোচী" ব্রহ্মসরকার কর্তৃক ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ (?) সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে ভারত সরকার যে উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগ প্রদর্শন করিতেছেন না ও যথাযোগ্য দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেছেন না, এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। "সমালোচী"র উক্ত রচনার প্রতিটি কথা আমরা সমর্থন করি এবং ভারতবাসী ও ভারতবর্ষের এতবড় গুরুতর স্বার্থহানি যাহাতে না ঘটে, দেশহিতৈষণা ও সুবিচারের নামে সহস্র সহস্র ভারতবাসীর যথাসর্বস্ব যাহাতে এমন করিয়া ব্রহ্মসরকার কাড়িয়া লইতে না পারেন, সেদিকে ভারত সরকারকে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলি। ভারত সরকার দৃঢ় কণ্ঠে তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করুন, তাহা হইলে ব্রহ্ম সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে-কর্তব্য [illegible] করিবে এবং পাঁচ সহস্র ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে (ব্রহ্মদেশে বর্তমানে ভারতীয় ভূম্যধিকারীর সংখ্যা অন্যূন ৫,০০০ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে) এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী পরোক্ষভাবে সর্বস্বান্ত হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

ব্রহ্মসরকারের ভূমি জাতীয়করণ পরিকল্পনার কথা আলোচনা করিতে বসিলে প্রথমেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল এতদ্বিষয়ে ভারত সরকার ও সাধারণ ভারতবাসী কর্তৃক প্রদর্শিত ঔদাসীন্য। অথচ এই পরিকল্পনার প্রধান আক্রমণ-লক্ষ্যই হইল ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতবাসীদের [illegible] স্বার্থ। অতএব এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অবহেলায় বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই।

আমাদের জাতীয় সরকারের আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও ন্যায়বিচারের এবং পৃথিবীব্যাপী উৎপীড়নের জন্য বিবাদায় দুশ্চিন্তার অবধি নাই।—এমন কি, আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের বিশ্বপ্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সারা পৃথিবীর রাজনীতি, ইকোনোমিক্স, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত উচ্চ চীৎকার, চায়ের টেবিলের আলোচনা, পার্কের বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা, সংবাদপত্রে লেখালেখি এবং অর্থহীন কল্পনাবিলাসিতার আর অন্ত নাই; অথচ নিজেদের দেশের মানুষদের উপর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তৎসম্পর্কে যেন কাহারও কোন চিন্তা নাই, [illegible] নাই, কর্তব্য নাই।—বোধ হয় এরূপ কার্য্যে [illegible] আন্তর্জাতীয় উক্তির সুযোগ কম বলিয়াই বর্তমানে এই সম্পর্কে বেশী লোক পাওয়া যাইতেছে না। আরও একটা কারণ আছে।—এই ক্ষেত্রে শুধু প্রতিবাদ করিয়াই কর্তব্য শেষ করা যাইবে না,—কিছুটা কাজের কাজও করিতে হইবে। অতএব এই বস্তুর "ঝামেলা" পরিত্যাগ করিয়া ইকোনোমিক্স লইয়া বক্তৃতা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা অনেক ভালো!

কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের এই স্বার্থহানির সহিত ভারতবর্ষের নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।—অতএব, শেষ অবধি, এই ঔদাসীন্যের প্রতিকূল ফলভোগ আমাদের জাতীয় সরকারকে এবং আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে।—সুতরাং বিশাল পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যাকে তুচ্ছ করিতে বলিতেছি না। বিশ্বমানবের সহিত আমরা যে অচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ তাহাও অস্বীকার করিতেছি না,—কিন্তু কেবল এই কথাই বলিতেছি যে সব-কিছুর পূর্বে ঘরের পানে তাকানো প্রয়োজন আছে। আমাদের শক্তির উৎস আমাদের দেশ, আমাদের জাতি,—তাহাদের প্রতি কর্তব্য আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য,—সর্বপ্রকার দাক্ষিণ্যের সূচনাও আমাদের নিজেদের ঘরেই সর্বপ্রথম হওয়া উচিত।

—কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহাতে আমরা খুশী হইয়াছি।—ভারত সরকার এবং কেন্দ্রীয় আইন সভা ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণ সম্পর্কে জাগরিত হইয়াছেন এবং ভারতীয়দিগকে প্রদেয় ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অবিলম্বে ব্রহ্মসরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—এইখানে আমাদের নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে।

'নবযাত্রী' লিখিয়াছিলেন, 'জাতীয়করণের যৌক্তিকতা অথবা ব্রহ্ম সরকারের তৎসম্পর্কিত অধিকার সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। কিন্তু জাতীয়করণের পূর্বে 'ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ' নামক একটি 'সূক্ষ্ম উপায়' অবলম্বনের রূপ প্রথা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে?'—আমরাও 'নবযাত্রী'র এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে চাই। ব্রহ্ম সরকার তাঁহাদের নিজস্ব আদর্শ ও চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁহাদের স্বদেশ সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, সে-অধিকার নিশ্চয়ই তাঁহাদের আছে এবং তদ্বিষয়ে প্রশ্নের অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের নাই, সেজন্যই আমাদের আপত্তি ব্রহ্ম সরকারের ভূমি জাতীয়করণ সম্পর্কে নহে, আমাদের আপত্তি ব্রহ্মসরকার কর্তৃক প্রদেয় ও প্রস্তাবিত তথাকথিত 'ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ' সম্পর্কে।

—আমাদের বক্তব্য এই যে, "ক্ষতিপূরণ"এর নাম করিয়া সম্পত্তি দেওয়া করা উচিত নয়, বিশেষতঃ যাহাদের (এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদেশের উন্নতির জন্য প্রকৃতি উদ্যমের অবদান হইয়াছে তাহার কোনো ভারত ও ভারতবাসীর কি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মবাসীদের তাহার জন্য ভারতবাসীদের নিকট কি পরিমাণ ঋণী থাকা উচিত, সেসকল সম্বন্ধে 'অর্থনীতিক জগৎ' আলোচনা উত্থাপন করিতেছি না।) নিজেদের স্বার্থের মধ্যে লইয়া তাহাদের স্বোপার্জিত লইয়া দেশত্যাগের পথ উচিত না; এবং সেরূপ অসুবিধার আইনসভায় আমাদের জাতীয় সরকারকে সর্বপ্রযত্নে সে-অবস্থার প্রতিকারার্থে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বাধীনতা-উত্তর ব্রহ্মদেশে নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি ও অন্য ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সম্পর্কে একান্ত অসমান প্রতিকূল নীতিনির্দেশের প্রবর্তনের ফলে এবং সেখানকার সাম্প্রতিক অবস্থায়, ভারতবাসীদের ব্রহ্মদেশে আর অধিক দিন থাকিবার পক্ষে বিশেষ আগ্রহ হওয়ার কথা নয়। অতএব তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে অবিলম্বে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। এই "ক্ষতিপূরণ" সংক্রান্ত তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থাটা সম্যক বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া 'নবযাত্রী' লিখিত পূর্ববর্ণিত রচনা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

—"ব্রহ্মদেশের, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মদেশের, জমিতে ভারতীয়গণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা লগ্নী করিয়াছিলেন। জাপানী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে শাসনকালে উ স যখন ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন জমি ক্রয় হইতে ভারতীয় বিতাড়নের 'ভেয়ার' প্ল্যান অবস্থায় উঠে। সেই সময়ে ভারতীয়রা তাঁহাদের অধিকৃত মোট ৩০ লক্ষ একর জমির দাম ৯০ হইতে ১০০ কোটি টাকার মধ্যে হইবে বলিয়া মনে করেন এবং সরকারী মহল হইতে উক্ত জমির মূল্য ৮০ কোটি টাকার কাছাকাছি হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে জাপানী যুদ্ধ শুরু হইয়া যায় এবং এই ক্রয়-ব্যবস্থাটির পালা বাধা হইয়াই স্থগিত রাখিতে হয়।

"ব্রহ্মদেশে জমির দাম ১৯৪১ সালে সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। তখন উহার মূল্য হইয়াছিল ৫০০ টাকা প্রতি একর। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে এই দাম ৫০০ টাকা হইতে নামিয়া একরপিছু ৩০০ টাকায় দাঁড়ায়। বর্তমানে প্রতি একর জমির মূল্য ৫০ টাকা মাত্র।—ব্রহ্ম সরকার ঐ সকল জমির জন্য যে "ন্যায়সঙ্গত" ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন, তাহার সহিত কিন্তু নিম্নোক্ত মূল্যের পরিমাণ, উৎপন্ন ও বিক্রয় মূল্যের গড়পড়তা হার, এমন কি যুদ্ধপূর্ব কালে বর্তমানের অস্বাভাবিকরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যেরও কোন সম্পর্ক নাই।—অর্থাৎ ব্রহ্ম সরকার সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ৫০ কোটি টাকা হিসাবে জমির দর ধরিবেন না। উৎপন্ন ও বিক্রয় মূল্যের গড়পড়তা হিসাবে প্রায় ৩০০ টাকা করিয়া একরে দাম পড়ে, তাহাও দিবেন না। এমন কি বর্তমানে ৫০ টাকা করিয়া একরের একান্ত অস্বাভাবিক মূল্য (যাহাতে সমগ্র সম্পত্তির মূল্য মাত্র ১৫ কোটি টাকা হয়) তাহাও ব্রহ্ম সরকার দিতে সম্মত নহেন।—এই সকলের পরিবর্তে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে জমির সরকারী খাজনার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা ক্ষতিপূরণ দিবেন। এই হিসাবে জমির সর্বাধিক মূল্য একরপিছু ৩০ টাকার বেশী কিছুতেই হয় না। অতএব শেষ অবধি হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয়গণ তাঁহাদের ৩০ লক্ষ একর জমির জন্য ৫ হইতে ৬ কোটি টাকার অধিক "ক্ষতিপূরণ" পাইতেছেন না।

"ইহাই সব নয়, আরও আছে। এই সামান্য পরিমাণ টাকাও ভারতীয়দের এখনই দেওয়া হইবে না।—এই টাকাটাকে ব্রহ্মদেশে আটক রাখিবার ব্যবস্থায় আবদ্ধ করা হইবে। ভারতীয়রা কপর্দকহীন অবস্থায় একবস্ত্রে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিবেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিঃস্ব অবস্থায় তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"—সুতরাং একথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, অবিলম্বে আমাদের জাতীয় সরকারকে প্রবাসী ভারতবাসীর এতদ্ব্যাপারে পথ রোধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে।—"ক্ষতি"এর নামে ব্রহ্মসরকারকে ভারতবাসীর প্রাণান্তিক স্বার্থ লইয়া এমন কাড়িয়া লইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না। সেরূপ ঔদাসীন্য আমাদের দেশের লোকের পক্ষে মর্যাদাকর নহে, জাতীয় সরকারের পক্ষে ত নহেই।"

—আশার কথা সম্প্রতি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ ভারতীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের যে আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার ফল আশাপ্রদ বলিয়া শুনা যাইতেছে। মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত নেহরু নাকি এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।—এই সমস্যাটিকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিবেচিত করা হইয়াছে এবং পণ্ডিত নেহরু ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের, ভারত সরকারের এবং ভারতীয় জনসাধারণের উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু নাকি সরকারী ও বেসরকারী সদস্য-সমন্বিত একটি প্রতিনিধিদলকে ব্রহ্ম সরকারের সহিত আলোচনার জন্য রেঙ্গুন প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন।—এই প্রস্তাব বিষয়ে ব্রহ্মসরকারের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

—আমরা আশা করি, পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে এইবার এই সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে। ভারত সরকারের সাম্প্রতিক তৎপরতায় আমাদের নিজেদের মনেও আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়দের আমরা সর্বান্তঃকরণে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, ভারত সরকার তাঁহাদের দুঃখকষ্টের প্রতি আর উদাসীন নহেন; তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ভারত সরকার তাঁহাদের কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না।

প্রাসঙ্গিক

জলপ্রভা

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের নূতন যাত্রীবাহী "জলপ্রভা" বিশাখাপত্তনম বন্দর হইতে জলে ভাসিয়াছে। স্বাধীনতালাভ করিবার পরবর্তী তের বৎসর সময়ের মধ্যে ঐ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এতদসহ চারিটি যাত্রীবাহী জলে ভাসাইলেন। ইহাদের প্রথম জাহাজ "জলউষা"কে জলে ভাসাইয়াছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আর এই বৎসর "জলপ্রভা"কে জলে ভাসাইলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি [illegible]। মাত্র তের বৎসর সময়ের মধ্যে চারিটি জাহাজ জলে ভাসানোর সাফল্য উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নহে। বিদেশ-ভারতীয় [illegible] অবস্থা আলোচনা করিলে মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। তৎসত্ত্বেও সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের এই সাফল্য সম্বন্ধে গর্বিত হওয়া যাইতে পারে —আমরা সিন্ধিয়ার কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাইতেছি, আর সেই সাথে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি "জলপ্রভা"কে।

"জলউষা"কে জলে ভাসাইয়া পণ্ডিত নেহরু এই আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, ভারতের যাত্রীবাহী জাহাজ দেশ-বিদেশের বাজারেই ভারতের পণ্য বহন করিবে না, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের প্রবাসী মানুষের নিকট আন্তর্জাতিক ভারতের জাতীয় পতাকার সম্মানও বহিয়া লইয়া যাইবে। "জলউষা" পণ্ডিতজীর, তথা ভারতের, এই আশা সফলতার দাবী করুক।—আর "জলপ্রভা" এই মহান আদর্শের পথকে সম্প্রসারিত করিতে দ্বিতীয় [illegible] লইয়া অগ্রসর হউক "জলপ্রভা"—পূর্ণ হউক বিদেশের ভারতীয় জাহাজের [illegible] প্রকাশ।

"জলপ্রভা"কে অভিনন্দিত করিবার কালে এই কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, একক প্রতিষ্ঠানের বিচারে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী কর্তৃক অবশ্য চারিটি জাহাজ উৎপাদনের এই গৌরব প্রশংসনীয় হইলেও, ভারতের সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় তাহার উৎপাদনের এই হার মোটেই পর্যাপ্ত নহে। ভারত উপকূলের দৈর্ঘ্য উপকূলরেখা প্রায় ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ উপকূলভাগের সামরিক আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের পক্ষে বহুসংখ্যক জাহাজের প্রয়োজন রহিয়াছে। ভৌগোলিক দিক হইতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ভারতের পক্ষে এই জাহাজের আবশ্যকতা আরও অধিক।—কিন্তু একথা বিস্মৃত হয় [illegible] কথা, একমাত্র সিন্ধিয়া ষ্টীম কোম্পানী ব্যতীত ভারতে জাহাজ নির্মাণকারী আর কোনও বড় প্রতিষ্ঠান নাই।

পোত নির্মাণের এই অক্ষমতার জন্য অবশ্য ভারতের বিদেশী শাসকেরা অপরাধী বটেন। স্বাধীন ভারতকে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক নীতিই ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌবাণিজ্যশক্তি বলিয়া ইংরাজ সরকারই ভারতে জাহাজ নির্মাণের আবশ্যকতা স্বীকার করে নাই। ভারতকে তাহারা শাসনাধীনে আবদ্ধ রাখিয়াছে এবং ইহার ফলে ও বাণিজ্যের জন্য ইংলণ্ডের সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌবহরই সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্বাধীনতার পরেও ভারতের সামরিক ও বাণিজ্যিক আবশ্যকতার প্রয়োজনে ইংরাজ কোম্পানীর ভারতের জাহাজ [illegible] মতই উপনিবেশের মত থাকিয়া গিয়াছে। এই কথাটি অন্তত স্বাধীন দেশের বড় স্বাধীন ভারতের উন্নত পরিকল্পনায় ভারতীয় জাহাজের জন্য কোনপ্রকারে সংরক্ষিত করা হয় নাই, অথচ এদেশে জাহাজ নির্মাণের কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

কিন্তু ভারত আজ স্বাধীন।—স্বাধীনতার গোড়াই পাড়িয়া জাতীয় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ [illegible] বিশেষ করিয়া এখন আর কোন লাভ হইবে না। সুতরাং দেশীয় শিল্পপতি, ভারত সরকার এবং জনসাধারণ—সকলকেই আজ অগ্রণী হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশনের বিশাখাপত্তনের প্রচেষ্টার জন্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এবং ভারত সরকারের নৌবাহিনীর আবশ্যক [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভারত সরকারের আন্তরিকতার পরিচয় আছে—কিন্তু কেবল উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। নৌ-নির্মাণ শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে অবিলম্বে নৌ-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও নৌ-চালনার যান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। বিদেশে বিশেষজ্ঞ শিক্ষিত ও যান্ত্রিক প্রেরণ করিয়া এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশী কারিগর ও যান্ত্রিক নিযুক্ত করিয়া ভারতের পক্ষে এই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব। আমরা আশা করি ভারত সরকার ও শিল্পপতিগণ অবিলম্বে এই প্রয়োজনের সম্পর্কে মনোযোগ দিবেন এবং জনসাধারণও এ ব্যাপারে সক্রিয় পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

ভারত-পাকিস্তান বস্ত্র চুক্তি

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বস্ত্র চুক্তি উভয় সরকার কর্তৃক পুনর্বহাল হইয়াছে। চুক্তির বিবরণে প্রকাশ যে, ৩১এ ডিসেম্বরের পূর্বে ভারত পাকিস্তানকে ৭৫,০০০ গাঁইট কাপড় ও ২৫,০০০ গাঁইট সূতা সরবরাহ করিবে এবং ১৯৬০ সালের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিমাসে ভারত হইতে গড় ৭৫,০০০ গাঁইট কাপড় ও ১৫,০০০ গাঁইট সূতা ক্রয় করিতে পারিবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার এই যে, পাকিস্তানের এই অনুমোদিত কোন মাসে কাপড়ের ক্ষেত্রে ৭৫,০০০ গাঁইট এবং সূতার ক্ষেত্রে ১৫,০০০ গাঁইটের অধিক হইতে পারিবে না। পাকিস্তান ভারত হইতে যে বস্ত্র সরবরাহ লাভ করিবে, এই প্রকার তাহাকে একটি ক্রেডিট নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ক্রেডিট [illegible] বিভাজন:—[illegible]—মাসিক ৫ লাখ, [illegible]—মাসিক ১০ লাখ, [illegible]—মাসিক ৪০ লাখ এবং (মোট) কাপড়—মাসিক ৩৫ লাখ। এতদ্ব্যতীত [illegible] অনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, পাকিস্তানে প্রেরিত কাপড়গুলিতে ভারত সরকার আবগারী শুল্ক মকুব করিবেন এবং নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবেন।

সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] চুক্তিতে স্থির করিলে ইহাতে ভারতের লাভ কি হইল তাহা উপলব্ধি করা কঠিন হয়।—সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক [illegible] ইহাতে প্রাপ্তির এরূপ সম্ভাবনা স্বাধীন ভারতের আর কোন লাভের পরিচয় যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরং ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তির পটভূমিকা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

কিছুদিন আগে বার্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে স্থির হইয়াছিল পাকিস্তান ভারতে পাট, তুলা ও [illegible] রপ্তানি করিবে এবং বিনিময়ে ভারত পাকিস্তানে কয়লা, সিমেন্ট ও ইস্পাত রপ্তানি করিবে কিন্তু নানা কারণে এই চুক্তি কার্যকর হইতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া পাকিস্তান ভারতকে চুক্তি অনুযায়ী [illegible] সরবরাহ করিতে পারে নাই এবং ভারতও সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা ও ইস্পাত সরবরাহ করিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে এই অবস্থার অনুকূলে পাকিস্তান ভারতে তুলা রপ্তানি না করে এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহার ফলে গত মাসে করাচীতে নূতন করিয়া আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তাহার প্রাথমিক ফল এখনই অনুভূত হয়। করাচীতে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে স্থির হয় যে, ১৯৬০ সালের ৩১এ জানুয়ারী পর্যন্ত ভারত পাকিস্তান হইতে ৭,০০,০০০ গাঁইট তুলা ক্রয় করিতে পারিবে এবং অন্যান্য শর্ত বা দৈনন্দিন ভিত্তিতে পাকিস্তান তুলা [illegible] করিবে।

সাম্প্রতিক বিবেচনার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের এই বাণিজ্য চুক্তি উভয় দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের দিক হইতে সন্তোষজনক হইয়াছে কিন্তু ভারতের এবং তুলা ও পাটের মত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পণ্যের সরবরাহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনাই গ্রহণ করিতে হইবে, কোন বিশেষ দেশের উপর স্থায়ীভাবে নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এবং ইহার জন্য ভারতের শিল্পাঞ্চলের পক্ষে এখন প্রয়োজনীয় কয়লা ইস্পাত প্রভৃতি বিদেশে প্রেরণ করাও বুদ্ধিমানের কর্ম হইবে না। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য [illegible] সংবাদের ব্যাপারে ভারত ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা উভয় রাষ্ট্রের দৃঢ় প্রত্যয় ও আশায় পাট উৎপাদনের সমস্যা আশু মীমাংসা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করি। আমাদের ধারণা এই যে, পাট-উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সব উদ্বৃত্ত-পূর্ণ ভারতে এবং তুলার জন্য রক্ষিত

ভারতের উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে সাফল্যের দিকে [illegible] হইলে সরকার ভারতকে শক্তি ও [illegible] সম্পদের ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু যাহাই করা হউক না কেন, সরকারের [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] না পারিলে, কোন বৈদেশিক [illegible] উন্নয়ন [illegible] করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

[illegible]-পরিবহনমন্ত্রীর [illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পূর্ণ [illegible] করেন, [illegible] রেলওয়ে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের এই [illegible] দাবী [illegible] করিয়াছেন।

বস্তুতঃ [illegible] এই সাম্প্রতিক মনোবৃত্তিকে [illegible] করিবার [illegible] বলিয়া উল্লেখ [illegible] না। [illegible] অবশ্য [illegible] সরকারী [illegible] হইয়াছে। [illegible] বলিয়া [illegible] সরকারী [illegible] করিয়াছেন। কোনও নীতির [illegible] এই উদ্দেশ্য [illegible] বলিয়া নির্দেশিত হইতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম বলিয়াছেন, [illegible] যদি [illegible] না করিবার [illegible] জানিয়াছি, কিন্তু [illegible] সরকারের [illegible] এবং আর আমি [illegible] দিতে পারি না। [illegible] যে তাঁহার এই উক্তিতে [illegible] কোনই [illegible] নাই। [illegible] তিনি [illegible] জানাইয়া দেন

যে, [illegible] ([illegible]) [illegible] হইবে [illegible] এবং "না" [illegible] হইবে [illegible] কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] অত্যন্ত [illegible] করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইহা নিশ্চিত যে, শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম [illegible] তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার এই সাম্প্রতিক ভাষণে আমরা তৃপ্তি বোধ করিয়াছি। [illegible] শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম কেবল একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীরূপেই নহেন, [illegible] শ্রীযুক্ত জগজীবনরাম, [illegible] তিনি [illegible] কিন্তু [illegible] করিয়াছেন, [illegible] আমাদের [illegible] হইবে।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত জগজীবনরামের [illegible] হইয়াছে [illegible] করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত জগজীবনরামের [illegible] আমাদের [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] যে, [illegible] তাঁহার [illegible] করেন এবং [illegible] হইতে দৃষ্টি না দেন।"

পূর্ব বঙ্গ ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব [illegible] পূর্ব বঙ্গ সফর করিয়াছেন। পূর্ব বঙ্গে তাঁহার আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘুদের [illegible] কারণ অনুসন্ধান করা। পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের [illegible] কারণসমূহ গত সংখ্যায় 'আর্থিক ভারত'এ প্রকাশিত "পূর্ব বঙ্গের হিন্দু" শীর্ষক মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। জনাব [illegible] পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে পূর্ব বঙ্গ আগমনে আমরা কিছুটা আশান্বিত বোধ করিয়াছিলাম। কারণ, প্রধানত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষাকৃত উদার বলিয়াই আমরা জানিতাম। [illegible] যদি তিনি স্বচক্ষে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে পাকিস্তান [illegible] উপর তাঁহার প্রভাবের বলে তিনি [illegible] সংখ্যালঘুদের [illegible] লাভ করিতে পারিবেন ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। বিশেষত পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের [illegible] ভারত সরকারের পক্ষ হইতে [illegible] কর্তৃক উহার প্রকাশ [illegible] এই সফরের [illegible] বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

[illegible] পরীক্ষা করিতেছি, আমরা হতাশ হইয়াছি।—তাঁহার সফরের সময়ে, [illegible] আবেদন-নিবেদনে জনাব [illegible] করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের [illegible] হইয়াছে। পাকিস্তানের [illegible] জনাব [illegible] পূর্ব বঙ্গের [illegible] হইতে [illegible] জানাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা

(শেষাংশ ৮১ পৃষ্ঠায়)

ফোন—ক্যাল ৩৮৫১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার,
লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন
সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ
এবং
সর্ব্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র
ও
মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

সংবাদলিপি

ব্রিটেন

ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন রেকর্ড—জাতীয়করণের ফলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা—[illegible] বৃদ্ধি—লোহাই ব্রিটেনের প্রধান রপ্তানি শিল্প।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১২ই নভেম্বর—ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন গত অক্টোবর মাসে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে (১৮.৩০ মিলিয়ন টন—পূর্ববর্তী বৎসরের অক্টোবর মাসের তুলনায় প্রায় এক মিলিয়ন টন বেশী ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রমিক দলীয় সরকারের নূতন ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলটি সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই বিলটির দ্বারা যে সকল [illegible] যাহা [illegible] সেই সম্পর্কে প্রবল [illegible] হইতেছে। সর্বোপরি এই প্রশ্ন সকলের মনে জাগিতেছে যে, ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পে এইরূপ [illegible] সত্ত্বেও সরকার তাড়াহুড়া করিয়া ইস্পাত শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন।

শুধু ইস্পাত নহে লৌহ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্রিটেন নিজ [illegible] দেখাইয়াছে, গত মাসে ২.৫ মিলিয়ন টন লৌহ উৎপাদিত হইয়াছে; অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় প্রায় ১ মিলিয়ন টন বেশী। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহা থেকে সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির যে লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প [illegible] মালিকানার অধীনে তাহা ছাড়াইয়া গিয়াছে। জাতীয়করণ করার ফলে [illegible] শিল্পে যেরূপ উৎপাদন হ্রাস হইবার ও মূল্যবৃদ্ধি হইবার [illegible], তাহার [illegible] সরকারের এই জাতীয়করণ [illegible] গোঁড়া [illegible] লোক ছাড়া সকলেরই [illegible] বলা চলে।

ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প [illegible] সম্পর্কে [illegible] ব্রিটিশ সরকারের ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ [illegible] বলা [illegible] যে [illegible] তাহা [illegible]। [illegible] বর্তমানে [illegible] মালিকানার অধীনে [illegible] ব্রিটেনের লৌহ ও ইস্পাত [illegible] হইয়াছে, এবং [illegible] ৮০ [illegible] কোন [illegible] বলা [illegible] তাহার তুলনা হয় না। [illegible] দাবী করেন যে, ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দান সব চেয়ে বেশী এবং [illegible] মালিকানার অধীনে [illegible] শিল্প [illegible] পরিকল্পনার ফলেই ব্রিটেন তাহার রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া [illegible] সক্ষম হইয়াছে। লোহাকে [illegible] জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া [illegible] সরকার [illegible] আঘাত করিতেছেন এবং সরকারের এই [illegible] ৮০ [illegible] লোহা ও ইস্পাত শিল্পের [illegible] লোক [illegible] এবং [illegible] বৃদ্ধি [illegible] বলিয়া [illegible] ব্রিটেনের শিল্পসম্ভারের পরিচয় এবং [illegible] যাইবে।

ব্রিটেনের [illegible] শিল্প "[illegible]" [illegible] নিয়ন্ত্রণমূলক [illegible] জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যে সব খনির [illegible] করিবে তাহাদের [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] ইউনিয়ন ও কয়লা সংসদ (Coal Board) উভয়ের তরফ হইতে দুই জন করিয়া সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] [illegible] করিয়া উভয়পক্ষ [illegible] [illegible] কর্তৃপক্ষের [illegible] [illegible] এবং [illegible] করিতেছেন। ঐ কমিটি যে সব [illegible] করিবেন, তাহারা তাহাদের নিজস্ব [illegible] ইউনিয়ন ও [illegible] ইউনিয়ন হইতে [illegible] হইবে। প্রত্যেক [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] একটি "[illegible] কমিটি" গঠিত হইবে এবং যে সব খনির পূর্ববর্তী [illegible] তিনটি নিযুক্ত [illegible] থাকিবে এবং তাহার জন্য কোন [illegible] ভাবে [illegible] না [illegible] কমিটি [illegible] উপস্থিত করা হইবে। [illegible] করিয়া দেওয়া হইবে, [illegible] করা হইবে কিন্তু পরবর্তী ১৮ সপ্তাহে যদি তাহারা [illegible] উপস্থিত [illegible] তাহারা ঐ টাকা ফেরত পাইবে। যদি এই সব [illegible] কোন ফল না হয়, তাহা হইলে [illegible] ইউনিয়ন হইতে [illegible] করা হইবে।

কয়লা [illegible] ও [illegible] সংবাদের মাধ্যমে [illegible] উদ্বোধনে যে [illegible] ও [illegible] শিল্পের [illegible] করিতেছে [illegible] জন্য ব্রিটেনের [illegible] বৃদ্ধি [illegible] দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে ব্রিটেনের [illegible] যে [illegible] তাহা [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, [illegible] বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেনের [illegible] পরিকল্পনা [illegible] হইতে পারে, সেইজন্য প্রয়োজন হইলে আগামী [illegible] ব্রিটেনের [illegible] প্রয়োজন হইতে পারে। তবে ব্রিটেন [illegible] এখনও [illegible] করিয়াছে, [illegible] ক্ষেত্রে যদি [illegible] তাহারা [illegible] করিতে পারে, তাহা হইলে ব্রিটেন [illegible] করিতে পারিবে এবং [illegible] বৃদ্ধি করিয়া [illegible] বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

[illegible] এবং [illegible] বৃদ্ধি, [illegible] হইতে [illegible] এই বৎসর, [illegible] মাসে [illegible] ১০০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের [illegible] হইতে রপ্তানি হইয়াছে। লৌহ [illegible] রপ্তানি [illegible] দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং [illegible] লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। [illegible] প্রথম [illegible] রপ্তানি হইয়াছে ৯৮ মিলিয়ন পাউণ্ড, [illegible] এবং লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানি হইয়াছে প্রায় ৯৫ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের।

দিল্লী

নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলনে [illegible] সম্পর্কে আলোচনা—সার্বভৌম স্বাধীনতা কোনক্রমেই খর্ব করা হইবে না—কম্যুনিষ্টদের [illegible] সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা—[illegible] সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্ক—[illegible] জন্য [illegible] সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১৭ই নভেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু [illegible] হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গত সপ্তাহে সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা [illegible] হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উক্তির [illegible] [illegible] কি [illegible] হইতে পারে, সে সম্পর্কে [illegible] বিশেষ [illegible] এই [illegible] উত্তর [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] বর্তমানে [illegible] হইয়াছে। [illegible] সাংবাদিক সম্মেলনে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] হয়েছে।

[illegible] প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলেন যে, ভারত কোন অবস্থাতেই তাহার সার্বভৌম স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে প্রস্তুত হইবে না, তবে [illegible] নিজের [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] জন্য [illegible] করিতে [illegible] প্রস্তুত [illegible] তিনি বলেন, [illegible] [illegible] সহযোগিতা করিবেন [illegible] প্রকৃত উপকার হইবার সম্ভাবনা বেশী, [illegible] বিশেষ কিছু [illegible] করিবার প্রয়োজন হইবে না। সেই সব তিনি বলেন স্বাধীনতা ও [illegible] [illegible] এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য [illegible] হইবে স্বাধীনতা [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধির [illegible]।

তিনি এই প্রসঙ্গে [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] করেন [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে [illegible] উল্লেখ।

নীতির কোন রকম অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক মূল্যমাত্র নাই বলিয়া মনে করেন। এই সব দেশে কম্যুনিষ্টদের [illegible] সম্বন্ধে গভীর [illegible] যে, কম্যুনিষ্টরা [illegible] উৎসাহে [illegible] করিতেছে। তাহারা যদি জাতীয়তাবাদীদের নীতি সমর্থন করিয়া চলিতে পারিত, তাহা হইলে [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] পারিত, [illegible] হইত। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপের ফলে তাহারা দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের এই সব কুকার্যের [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] করেন। কারণ কম্যুনিষ্ট কার্যকলাপের নিকট [illegible] হইতে বলা হইবে।

বর্তমানে [illegible] সম্বন্ধে যে বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে [illegible] [illegible] কি সম্বন্ধ রহিবে সে বিষয় [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] এই প্রশ্ন [illegible] নিষ্পত্তি [illegible] হইবার পর [illegible] [illegible]। [illegible] বিষয়ে [illegible] বিচার করা নাই [illegible] [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই প্রশ্ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] দাবী করিয়া [illegible] যে [illegible] [illegible] যে, তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাহার উত্তরে [illegible] আবেদন করেন যে, [illegible] একটি [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কাজেই [illegible] বিশেষ [illegible] হইবার কোন [illegible] নাই।

এক সপ্তাহে দিল্লীর নাগরিকদের এক সভায় দাবী করা হইয়াছে যে, দিল্লী প্রদেশেও যেন অন্যান্য প্রদেশের মত দায়িত্বশীল প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সমস্ত যে কেন্দ্রশাসিত (Centrally administered areas) এলাকাগুলি আছে একটি অনুসন্ধান কমিটি বিবেচনা করিতেছেন। [illegible] [illegible] দুর্দশা অবসানের জন্য এক দাবী হয় যে দিল্লীকে যেন আর "কেন্দ্রশাসিত এলাকা" [illegible] [illegible] না হয় এবং [illegible] দিল্লীতে ৫০ জন সদস্য লইয়া একটি পরিষদ নির্বাচন করার ব্যবস্থা করা হয়। সভার প্রস্তাব অনুসারে দিল্লীতে একটি প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনে নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা [illegible] [illegible] [illegible] উচিত। দিল্লী পূর্ণ প্রদেশ বলিয়া যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাদেশিক সরকার [illegible] দাবী [illegible] [illegible]।

বোম্বাই

পুনর্গঠিত শুল্ক বোর্ডের একবৎসরের কার্যতালিকা—কোলাপুরের ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব—বোম্বাই সরকারের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ—শিল্পের অর্থসংস্থান ভাণ্ডার।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৭ই নভেম্বর—গত নভেম্বর মাসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শুল্ক বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। এই এক বৎসরে শুল্ক বোর্ড বেশ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible]। শুল্ক বোর্ডের এক বৎসরের [illegible] [illegible] শুল্ক বোর্ড কি কি কাজ করিয়াছেন তাহার হিসাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে বিবেচনা করা ছাড়াও শুল্ক বোর্ড [illegible] নূতন নূতন [illegible] [illegible] দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible] শুল্ক বোর্ড [illegible] শিল্প—[illegible], [illegible], এবং [illegible] মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান কার্য [illegible] [illegible] সরকার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] শিল্প সম্বন্ধে বোর্ডের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—কিন্তু সরকার [illegible] প্রকাশ করেন নাই। [illegible] মূল্য সম্বন্ধে [illegible] অনুসন্ধান করা শেষ করিয়াছেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য নির্ধারণ করিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] মূল্য [illegible] সরকারকে দাখিল করিতে সমর্থ হন নাই। [illegible] শিল্প সম্বন্ধে বোর্ডের [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইবে। বোর্ড এই মাসের শেষে [illegible] [illegible] শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য সম্পাদন করিবেন এবং [illegible] [illegible] [illegible] শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন।

—কোলাপুর রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় রাজনীতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দাক্ষিণাত্যের ১৯টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কোলাপুর রাজ্য ছাড়া অপর ১৮ দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রথমের দিকে কোলাপুরের রাজা ও তাঁহার উপদেষ্টারা বোম্বাই প্রদেশের বা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কোলাপুরে যে আন্দোলন চলিতেছে এবং সম্প্রতি [illegible] একটি [illegible] কোলাপুরের অধিবাসী [illegible] [illegible] বলিয়া যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার ফলেই কোলাপুর রাজ উহাতে মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কোলাপুর ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইলে ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হইবে। [illegible] কোলাপুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে নাই। কোলাপুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উন্নয়নের [illegible] [illegible] হইতে পারে নাই। কোলাপুরে যেসব [illegible] আছে তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে কোলাপুর শিল্প সম্পদে [illegible] হইয়া উঠিবে এবং বোম্বাই প্রদেশ [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া উঠিবে। [illegible] কোলাপুর রাজ্যের [illegible] [illegible] সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে [illegible] [illegible] যে কোলাপুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (১৯৪১ [illegible] [illegible]) এবং কোলাপুরের রাজস্ব [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় ১.৬২ কোটি টাকা। কোলাপুরের জনসংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক।

গত (১৭ই নভেম্বর) হইতে বোম্বাই সরকার তাঁহাদের গৃহ নির্মাণ [illegible] অনুযায়ী প্রায় ৬,০০০ [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনরায় শুরু করিবেন। বোম্বাই সরকারের [illegible] প্রায় [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] তাঁহারা আশা করেন যে তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], বোম্বাইতে [illegible] [illegible] [illegible] বোম্বাই [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ১০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং সরকার আশা করেন যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা যাইবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য করিবার জন্য যেমন শিল্পীয় অর্থসংস্থান ভাণ্ডার খুলিয়াছেন, সেইরূপ বোম্বাই সরকারও বোম্বাইতে একটি অর্থসংস্থান ভাণ্ডার খুলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐ ভাণ্ডার [illegible] [illegible] [illegible] শিল্প ও [illegible] [illegible] অর্থ সাহায্য করিবার জন্য [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ সাহায্য করিবে। ঐ অর্থভাণ্ডারের মূলধনের পরিমাণ কত হইবে তাহা প্রকাশিত হয় নাই, তবে আমি জানিতে পারিলাম যে ঐ ভাণ্ডারের পরিমাণ ৫০ কোটির কম হইবে না। উহার মধ্যে বোম্বাই সরকার ২০ হইতে ২৫ কোটি টাকা দিবেন এবং বাকী অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে [illegible] [illegible] সংগৃহীত হইবে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] ২০ হইতে ২৫ কোটি টাকা সংগৃহীত করা সহজ হইবে কিনা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। সরকার এই বিষয়ে [illegible] [illegible] করিতেছেন তাহা [illegible] [illegible] হইতেছে না, তবে শীঘ্রই সেই সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করি।

সঙ্কলন

আমদানি রপ্তানি আইনের সংশোধনে নূতন পরিকল্পনা দাবী

আমদানি রপ্তানি কমিশনের কর্তৃপক্ষ জনৈক ব্যবসায়ীদের কার্যকরী করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট ১৯৪৭ সালের আমদানি (রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধনার্থে এক পরিকল্পনা দাবী করিয়াছেন।

কমিশন বর্তমান আইনের উপর এইরূপ নির্দেশ দিয়াছে যে, ১৯৪৯ সাল হইতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের উপরে যে সকল লেনদেন হইয়াছে তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি তাহাদের দাখিল করিতে হইবে। ক্রয় ও বিক্রয় হিসাবে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে হিসাব দাখিল করা হইবে না বলে দেখা যাইতেছে।

কর্তৃপক্ষ আইনের বলে এইরূপ আপত্তি করা হইয়াছে যে, (১) সমস্ত দেশের আমদানী রপ্তানি এই নির্দেশ আইনের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে অর্পিত হইয়াছে এবং (২) ক্রিয়াকলাপের আইনের সঙ্গে আমদানিকারীর হিসাব সম্পর্কে তথ্যাদি চাহিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা আছে। যে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যক্তির কোনো এইরূপ হিসাব চাহিবার ক্ষমতা আছে, তৎসম্পর্কে বিবাদজনক তথ্যাদি না হইলে ব্যবসায়ীদের অসুবিধার মধ্যে ফেলা উচিত হইবে না।

তথ্য সংগ্রহের একটা সাধারণ প্রণালী প্রবর্তন করা এবং আপত্তি নিরসন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় আপত্তি বর্তমান পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় কমিশনকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, আমদানী রপ্তানি ব্যাপারে তদন্তের জন্য যে কোনও তথ্য প্রয়োজন হইবে কমিশন ব্যবসায়ীর নিকট তাহাই দাবী করিতে পারিবে।

কমিশন গভর্ণমেণ্টকে এইরূপও জানাইয়াছে যে, ব্যবসায়ীর উপর আইনের দায় হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আদেশে নির্দিষ্ট উদ্ধৃত আছেন, কিন্তু উপযুক্ত তাঁহাদের জানা না থাকায় অসুবিধা হইতেছে। বর্তমান অন্য কমিশন আইনানুযায়ী, ১৯৫০ সালের ৩১এ অক্টোবর পর কমিশনের অনুমোদিত তারিখে গভর্ণমেণ্ট কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। কাজেই, কমিশনের সুপারিশ এই যে, গভর্ণমেণ্ট এবং কমিশনকে ঐ তারিখ আলোচনার জন্য অন্ততঃ তিন একটা সময় দেওয়া হউক। আজকাল এই সুপারিশকেও কার্যকরী করা হইয়াছে।

জাপান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি

টোকিও এলাকায় অবস্থিত ভারত সরকারের অফিস মুক্ত এই দেশের সহিত সম্প্রতি ভারতের জাপানের যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তদনুযায়ী জাপান হইতে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ডলারের মালপত্র ভারতে আমদানি করা এবং ভারত হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের মালপত্র রপ্তানি করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাপান হইতে প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি, সূতা, পশমী দ্রব্যাদি, চর্ম হইতে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি, রেয়ন, সাইকেল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেশমী-এর বস্ত্র, অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, ঔষধপত্র, বিভিন্ন প্রকারের রং, উপাদানাদি ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি, কাগজ ও কাগজ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বস্ত্রের বিভিন্নতা ও কাঁচের জিনিসপত্র এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রধানতঃ তুলা, পশম, পাট, চর্ম, ম্যাঙ্গানিজ লৌহ, অভ্র, শালগালা, কয়লা, টিনপ্লেট, খনিজ, লবণ প্রভৃতি চালান দেওয়া হইবে।

নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলন

আগামী ২৮শে নভেম্বর কলিকাতায় ত্রিদিবব্যাপী নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলন হইবে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ উহাতে যোগ দিবেন। জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরের স্থায়ী সেক্রেটারী শ্রী আর. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৯৫০-৫১ সালের ফসল উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ, ১৯৫০ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ, খাদ্য শস্যের অন্তর্বর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, খাদ্য দ্রব্যের সংগ্রহ এবং রেশনিং নীতি সম্পর্কে আলোচনা হইবে। আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত খাদ্য শস্যের পরিমাণ ইতিপূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছে। তবে আমদানি ও বাজ শস্যের অবস্থা এবং আঞ্চলিক প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া খাদ্য নীতির কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় কি না, সম্মেলন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে। প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার পূর্ব বঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন হেতু আরও অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্তির দাবী জানাইতে পারেন। আঞ্চলিক অবস্থানুসারে যদি পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা বজায় না রাখা হয়, তবে ভারত সরকার ও সম্মেলনকে অবহিত হইতে হইবে।

১৯৫০ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের নূতন ব্যবস্থা

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধকল্পে অংশ হিসাবে এবং বাজারে আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ষ্টার্লিং অঞ্চল হইতে আমদানির জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্যাদিকে ১৯৫০ "ওপেন জেনারেল লাইসেন্সের" অন্তর্ভুক্ত করিয়া নির্দেশ জারী করিয়াছেন :—

বস্ত্র : সিমেন্ট : সিগারেট : তামাক : টিনপ্লেটস, টুথপেষ্ট, ইলেকট্রিক ব্যাটারী, কেমিক্যাল এবং বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন দ্রব্য সামগ্রী; লিনেন ও উলের বিদেশী কাপড়, মোটর গাড়ী, বাড়ীর জন্য যন্ত্রপাতির সামগ্রী।

১৯৫০ সালের ৩১এ অক্টোবর হইতে এই নির্দেশ কার্যকরী হইয়াছে।

ভারতে খাদ্যশস্য আমদানি

গত ৩০এ নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে খাদ্যশস্যের জাহাজগুলি হইতে ভারতে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে:—গম—৩১,০০০ টন, চাউল—১৯,০০০ টন, জোয়ার—১,৩০০ সেরেলিনা—৭৫০ টন।

গত ১লা জানুয়ারী (১৯৫০) হইতে ঐ তারিখ পর্যন্ত ভারতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—গম ৯,০৩,১০০ টন, ময়দা—১,৩৩,৭০০ টন, চাউল—৭,৫২,০০০ টন, মাইলো—২,৬৩,০০০ টন, জোয়ার—১৩,৮০০ টন, যব—১,১৬,০০০ টন, ডাইল—১,৩২,০০০ টন, সেরেলিনা—২,৩০০ টন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে ব্রহ্ম, সিংহল, আফগানিস্তানের আমন্ত্রণে প্রায় ১,৫০০ বৈজ্ঞানিক যোগদান করিবেন। আগামী ২রা জানুয়ারী হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত এলাহাবাদে উক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

উক্ত অধিবেশনে ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল সোসাইটির জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির একটি প্রদর্শনী এই উপলক্ষে খোলা হইবে।

চিকিৎসক সম্মেলন

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে আগামী ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ২৭শ বার্ষিক উদযাপনে চারদিনব্যাপী অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির ডাঃ এন. কে. চৌধুরী মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্তা রাজকুমারী অমৃত কাউর অধিবেশন উদ্বোধন করিবেন।

উক্ত অধিবেশনে ভারত হইতে এবার বাহির হইতে বহু লোক যোগ দিতেছেন। উহার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে যাহারা আসিতেছেন তাঁহারা অধিক সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন কোন বিশিষ্ট বিষয়ে কি ভাবে অনুসৃত চিকিৎসা ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিক ফলপ্রসূ হইতে পারে, কি ভাবে রোগের অবস্থায় তাঁহাদের উন্নত করা যাইতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

ভারতে খাদ্য আমদানি

আগামী দুই বৎসর দেশের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৩ই এবং ১৪ই নভেম্বর [illegible] কর্মচারীদের সহিত দিল্লির খাদ্য দপ্তর [illegible] সম্মেলন হইবে। [illegible] প্রদেশ এবং দেশীয়রাজ্য [illegible] খাদ্যমন্ত্রী [illegible] প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিবেন। সম্মেলনে খাদ্যশস্যের পরিকল্পনা এবং [illegible] আমদানি বিষয়ে আলোচনা হইবে। আগামী [illegible] লক্ষ টন খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হইবে।

বর্তমান বৎসরে ভারতে প্রায় [illegible] লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইতেছে। [illegible] লক্ষ টন [illegible] এবং [illegible] লক্ষ টন [illegible] এই আমদানির [illegible]। বর্তমানে [illegible] আমদানি [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

ভারতের জন্য ইঞ্জিন

ভারত সরকার [illegible] কোটি টাকা মূল্যের [illegible] ইঞ্জিনের জন্য আমেরিকার [illegible] লোকোমোটিভ [illegible] এবং কানাডিয়ান লোকোমোটিভ [illegible] কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়াছেন। [illegible] ইঞ্জিনের জন্য [illegible] দুইটি [illegible] রেলওয়ের জন্য ক্রয় করা হইবে।

দিল্লীতে সরকারী আয়ুর্বেদীয় পরীক্ষাগার স্থাপন

ভারত সরকার দুইটি সরকারী [illegible] ও দুইটি [illegible] হোমিওপ্যাথি পরীক্ষাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] দুইটি আয়ুর্বেদীয় পরীক্ষাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] দিল্লীতে [illegible] ঐ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। [illegible] এই সকল পরীক্ষাগারে [illegible] প্রস্তাব করা হইয়াছে। ঐ পরীক্ষাগার দুইটির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ও অপরটি [illegible] স্থাপন করা হইবে।

হোমিওপ্যাথি পরীক্ষাগার দুইটি [illegible] স্থাপিত হইবে এবং অপর আয়ুর্বেদের দুইটি [illegible] খোলা হইবে। প্রত্যেকটি আয়ুর্বেদীয় পরীক্ষাগারে [illegible] থাকিবে। যে সকল [illegible] ঐ সকল পরীক্ষাগারে চিকিৎসার সুবিধা পাইতে চান [illegible] নাম রেজেষ্টী করিতে হইবে। চিকিৎসার জন্য প্রতি [illegible] প্রতি মাসে এক টাকা হিসাবে দিতে হইবে। তিন মাসের [illegible] দিতে হইবে। পরীক্ষাগারের [illegible] রোগীর বাড়িতে যাইতে হইলে তাঁহাকে [illegible] এক টাকা ও [illegible] দুই টাকা ফি দিতে হইবে। যে সকল পরিবারের নাম রেজেষ্টী করিয়া রাখা হইবে [illegible] চিকিৎসক পরীক্ষাগারে বিনা খরচে ঔষধ দেওয়া হইবে এবং [illegible] যে ঔষধের [illegible] সেই ঔষধের জন্য প্রতি [illegible] দুই আনা [illegible] দিতে হইবে।

আগামী বৎসরই পরীক্ষাগার ও [illegible] সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশ্চিম বঙ্গে নূতন রেশনিং

পশ্চিম বঙ্গে [illegible] পূর্ণাঙ্গ রেশন-প্রথা প্রবর্তিত [illegible] এক মাস [illegible] বলিয়া জানা গিয়াছে। [illegible] ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে [illegible] প্রথা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] রেশনের [illegible] বলিয়া জানা গিয়াছে।

বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ

ভারত সরকার এই মাসের শেষাশেষি বস্ত্রের নূতন মূল্য ঘোষণা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। [illegible] নূতন মূল্য [illegible] এবং এই মূল্য ঘোষণার পর [illegible] নূতন [illegible] দেওয়া হইবে।

কলিকাতা ও মফঃস্বলে মদ বিক্রয়

কলিকাতা ও [illegible] এবং [illegible] মদ বিক্রয় করা হইবে না। কলিকাতার কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান হইতে [illegible] বিক্রয় করা হইবে না। [illegible] হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও [illegible] দোকানসমূহ ও [illegible] দোকানগুলিতে উক্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

নিম্নলিখিত এলাকাগুলিতে উক্ত আদেশ বলবৎ থাকিবে:—(১) সমগ্র কলিকাতা জেলা, (২) [illegible] মহকুমার [illegible] থানা এবং [illegible] পরগণার [illegible], (৩) হাওড়া জেলার [illegible] ও [illegible] থানা ([illegible]), (৪) [illegible] জেলার হুগলী, [illegible] শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, [illegible] থানা, ([illegible] বাদ দেওয়া হইয়াছে), (৫) মেদিনীপুর জেলার [illegible] থানা ও (৬) আসানসোল মহকুমা।

ভারতে ইউরোপীয় আই, সি, এস

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী এখনও ভারতসরকারের অধীনে আছেন, ভারত সরকার ইউরোপীয়দের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে অবসর গ্রহণের [illegible]। এই শ্রেণীর কর্মচারীগণ [illegible] বাবদ ক্ষতিপূরণ ও পেনশন পাইবেন।

[illegible] রেলে নূতন ব্যবস্থা

আগামী [illegible] মাস হইতে [illegible] রেলওয়েতে প্রথম, দ্বিতীয় ও ইন্টার ক্লাসের গাড়ীর পরিবর্তে কেবল আপার ও ইন্টার ক্লাসের গাড়ী থাকিবে।

উক্ত পরিবর্তন সাধনের জন্য [illegible] গাড়ীগুলিকে রেলের কারখানায় পাঠানো হইতেছে। কিন্তু গাড়ী [illegible] ব্যবস্থা [illegible] করা হইয়াছে, [illegible] বিশেষ চেষ্টা [illegible] গাড়ী [illegible] হইবে না। [illegible] কোন কোন গাড়ীর [illegible] "আপার" বা "ইন্টার" লিখিয়া [illegible] কোনটি কোন্ ক্লাসের গাড়ী। আপার ও ইন্টার ক্লাসে যে সকল সুবিধার ব্যবস্থা করা আছে, [illegible] তাহা বলা কঠিন; [illegible] যে পর্যন্ত [illegible] গাড়ীর [illegible] না হয়, সে পর্যন্ত [illegible] যাত্রীগণকে [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন।

বর্তমানে "সিজন টিকিট" প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাড়ার হার [illegible] মাইলপ্রতি [illegible] পয়সা ও এক আনা [illegible]। প্রস্তাবিত আপার ক্লাসের ভাড়ার হার হইবে মাইল প্রতি দুই আনা।

প্রত্যেক [illegible] টিকিটে আপার ক্লাসে ৪০ সের, ইন্টার ক্লাসে ৩০ সের ও থার্ড ক্লাসে ১৫ সের মাল বিনা ভাড়ায় নেওয়া যাইবে।

[illegible] গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে হইলে বর্তমানের মত [illegible] মাইলপ্রতি [illegible] এবং মাইলপ্রতি আরও দুই পয়সা [illegible] চার্জ, কিন্তু [illegible] চার্জ ১০ টাকার কম হইবে না।

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের দাম

পশ্চিম বঙ্গের [illegible] শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি চাউলের দাম সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন, বিদেশ হইতে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যাদির [illegible] হ্রাস পাইয়াছে এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে চাউলের উৎপাদন ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় কম হইয়াছে, এদেশে চাউলের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমানে [illegible] মণপ্রতি ১১|৶০। [illegible] পূর্ববর্তী [illegible] তুলনায় [illegible] এলাকাসমূহে দাম মণপ্রতি দুই আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] এলাকাসমূহে সর্বোচ্চ [illegible] আনা দাম [illegible]। [illegible] প্রথম [illegible] বাঁকুড়ায় [illegible] এবং জলপাইগুড়িতে [illegible] মণ দরে [illegible] সর্বোচ্চ [illegible] ছিল। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি জেলার চাউল সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট [illegible] পাঠানো হইতেছে

তুলার নির্ধারিত মূল্য

ভারত সরকার বাজারের নির্ধারিত দরে তুলা ক্রয় করিবার জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় [illegible] সমবায়কে নির্দেশ দিয়াছেন।

মিল মালিক সমিতির অনুরোধেই সরকার পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মিল মালিক সমিতির পক্ষ হইতে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বাজারের নির্ধারিত দরে তুলা ক্রয় করিতে পারিতেছেন না।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সমবায়সমিতিকে ইতিপূর্বেই তুলা ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

মিলে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন

ভারত সরকারের বস্ত্র বিভাগে এনফোর্সমেন্ট শাখা গঠন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার কার্যক্রম স্থির করা হইয়াছে। মিলে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন চেষ্টা হইলে এনফোর্সমেন্ট শাখার কর্মচারীরা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন। তাঁহাদের অপর কর্তব্য হইবে—এক রেজিস্টার হইতে বস্ত্র বাহির এবং এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে [illegible] বস্ত্র [illegible] সম্পর্কিত সরকারী কর্মচারী, যানবাহন, এজেন্সি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও ঘুষ লওয়ার উপর দৃষ্টি রাখা।

সমগ্র দেশকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চল একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের অধীন হইবে। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ও একজন ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

এই অঞ্চলের এলাকা নিম্নরূপ হইবে:—(১) বোম্বাই (গুজরাট সমেত); (২) বোম্বাই শহর ও বোম্বাইয়ের বাকী অংশ, (৩) রাজস্থানের [illegible], মধ্যভারত, বিন্ধ্য প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, (৪) পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ, (৫) মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মাদ্রাজ।

ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন

১৯৫৮ সালের উৎপাদন-পরিমাণ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। [illegible] উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। ৩০এ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসের হিসাবে দেখা যায় যে, ১১২ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। [illegible] প্রদেশের বস্ত্রমিল পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ বেশী বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে। ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারতীয় বস্ত্রমিল নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থাৎ ৫০০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইস্পাত এবং অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় চটকলগুলির উৎপাদন পরিমাণও আশাপ্রদ। ইহার পরে চা'র উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। এই বৎসর মোট ৮০ কোটি টাকা মূল্যের চা রপ্তানি হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। [illegible] বিশেষ আশার সঞ্চার দেখা দিয়াছে।

কাপড়ের স্টেট কোটা ও লাইসেন্স

ভারতের কয়েকটি রাজ্য কাপড়ের স্টেট কোটা ও অন্যান্য যে লাইসেন্স ফিস ধার্য করিয়াছে, তাহার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ১৯৫৩ সালে [illegible] ভারতীয় [illegible] প্রতি [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। উক্ত আইন অনুসারে কাপড়ের [illegible] উদ্দেশ্যে কাপড়ের স্টেট কোটা ও [illegible] কোন সকল বোর্ড [illegible], কিন্তু [illegible] বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং ইহাতে কিছুই [illegible] হইবে না।

বিক্রয় ও বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কাপড়ের স্টেট কোটা ও অন্যান্য লাইসেন্স [illegible] এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। ইহা না থাকিলে ইহার দ্বারা এই দেশের [illegible] বঞ্চিত হইবে এবং পরিণামে কাপড়ের [illegible] বিঘ্নিত হইতে পারে। বিশেষভাবে বিবেচনার এই ব্যাপারে বিবেচনা করা হইতেছে।

ভারতে প্রবেশের পারমিট

পাকিস্তানস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতে আগমনেচ্ছু পাকিস্তানীদিগকে ভারতে আসার পারমিট প্রদানের জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে এই মর্মে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে যে, আবেদনকারী পাকিস্তানের অধিবাসী এবং অস্থায়ীভাবে ভারতে যাইতেছেন।

পারমিটের জন্য যে আবেদন করা হইবে, তাহার সহিত সার্টিফিকেট জুড়িয়া দিতে হইবে। ঐ সার্টিফিকেট পারমিট সংলগ্ন থাকিবে। পাকিস্তান সরকারের অফিসারদের বেলায় এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে না।

চেক-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি

পাকিস্তান ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে শীঘ্রই একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। এতদনুসারে এক বৎসরে উভয় দেশের মধ্যে দেড়শত কোটি চেক ক্রাউন (ভারতীয় মুদ্রায় মোটামুটি দশ কোটি টাকা) মূল্যের দ্রব্যাদি বিনিময় হইবে বলিয়া চেক সরকারী মহলের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন।

পাকিস্তান চেকোস্লোভাকিয়াকে পাট, তুলা ও চামড়া সরবরাহ করিবে এবং তথা হইতে কাচ, [illegible], যানবাহন, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও কাগজ খরিদ করিবে।

ভারতের তুলনায় পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয়

করাচীস্থ ডিরেক্টর অফ স্ট্যাটিস্টিক্স পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। "ইকনমিক বুলেটিন অফ স্ট্যাটিস্টিক্স" ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ডিরেক্টর অফ স্ট্যাটিস্টিক্স [illegible] বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে [illegible] শ্রমিকদের জীবনযাত্রার [illegible]। [illegible] ব্যয় নির্দেশক সংখ্যা [illegible]। ভারত ও পাকিস্তানের পাইকারী মূল্যের যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, সে দুইটির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে জীবনযাত্রার ব্যয় ভারত অপেক্ষা বেশী। পাকিস্তান ও ভারতের পাইকারী মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশক সংখ্যাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল:—

	আগস্ট ১৯৫৭	জুলাই ১৯৫৮
পাকিস্তান (করাচী)	[illegible]	[illegible]
ভারত (দিল্লী)	[illegible]	[illegible]

[illegible] প্রধান শিল্পের [illegible]

[illegible] প্রধান শিল্প [illegible] পুনর্গঠন [illegible] ভারত সরকার [illegible] করিতেছেন। [illegible] ডিসেম্বর [illegible] প্রধানমন্ত্রী [illegible] উহা [illegible] সোসাইটির [illegible] অর্পণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের [illegible] বিভাগের [illegible] ভারত সরকারের [illegible] পুনর্গঠন [illegible] নিযুক্ত হইবেন।

১৭ই ডিসেম্বর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্যন্ত [illegible] সোসাইটি [illegible] পুনর্গঠন [illegible] হইবে। [illegible] এই পুনর্গঠন [illegible] একটি [illegible] নির্মিত হইয়াছে। [illegible] সোসাইটির [illegible] প্রকাশ যে, উক্ত [illegible] প্রায় এক [illegible] থাকিবে। [illegible] যে, ১৯৫১ সালে ভারতের [illegible] পুনর্গঠন [illegible] এই [illegible] এই পুনর্গঠন [illegible] নির্দিষ্টভাবে রাখিয়া দেন। ১৯৫৭ সালে [illegible] হইতে উহা [illegible] আনা হয়।

ছোলা সম্পর্কে লাইসেন্স গ্রহণ

পশ্চিম বঙ্গ সরকার হইতে ছোলা ও ছোলার ডালের উপর নিয়ন্ত্রণ আদেশ পুনরায় জারী করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের খাদ্য শস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারে ছোলা ও ছোলার ডালের ব্যবসায়ীদের ১০ মণের অধিক ছোলা ক্রয়, বিক্রয় বা মজুত করার জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে। নির্ধারিত ফর্মে নির্ধারিত ফি সমেত লাইসেন্সের জন্য আবেদন-পত্র কলিকাতায় অসামরিক সরবরাহ বিভাগে লাইসেন্স শাখার ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর-এর নিকট এবং জেলাগুলিতে 'জেলা ও মহকুমা কন্ট্রোলার'-এর নিকট পেশ করিতে হইবে।

যে ছোলা ও ছোলার ডাল কলিকাতায় এবং ২৪ পরগণার সদর ও ব্যারাকপুর মহকুমার শিল্পাঞ্চল-সমূহে এবং হাওড়ার সদর মহকুমায় এবং হুগলীর সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় আসিয়া পৌঁছাইবে, তাহাদের রেল ও স্টিমারে [illegible] সম্বন্ধে ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেলের অনুমতির প্রয়োজন। অন্যত্র [illegible] প্রয়োজন হইবে না। [illegible] ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত প্রদেশের বাহিরে ছোলা ও ছোলার ডাল রপ্তানি করা যাইবে না।

---

১৯ শত নূতন টেলিফোন লাইন

কলিকাতার টেলিফোন [illegible] কমিটি [illegible] টেলিফোন কর্তৃপক্ষ জানান যে ১৬ শত লাইন [illegible] একটি ট্রাঙ্কবোর্ড পাওয়া গিয়াছে এবং উহার মধ্যে সরকারী লাইনগুলি বাদ দিয়া প্রায় ১৩ শত লাইন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব হইবে। [illegible] হইতে একশতটি নূতন লাইন বসাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। কিভাবে এই লাইনগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিয়া কমিটি নিম্নোক্ত প্রণালীতে অগ্রাধিকার প্রদানের (প্রায়রিটি) বিষয় স্থির করেন।

(ক) ডাক্তার, নার্স, ক্লিনিক, হাসপাতাল ও জনহিতকর কার্য, জাতীয় [illegible] প্রতিষ্ঠানসমূহ, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র;

(খ) ব্যবসা ও বাণিজ্য;

(গ) অপর যাহাদের টেলিফোন ছিল এইরূপ ব্যক্তিদের এবং টেলিফোন [illegible] হইতে "অগ্রাধিকার" দেওয়া হইবে।

উপরিউক্ত বিভাগের মধ্যে 'ক' ও 'খ' বিভাগের সংখ্যা তিনটি এবং 'গ' বিভাগে বাকী শতকরা [illegible] দেওয়া হইবে।

তবে 'গ' বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট থাকিলেও টেলিফোন [illegible] 'ক' বিভাগে [illegible] দেওয়া হইবে।

জানা গেল যে, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতে যাহারা টেলিফোন [illegible] তাঁহারা এই [illegible] পাইবেন।

কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ

প্রকাশ, কলিকাতায় প্রায় ৩০ হাজার টেলিফোন লাইনের জন্য যোগ স্থাপন করিয়া ২টি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করিবার এক পরিকল্পনা ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইতে [illegible] বৎসর লাগিবে এবং ইহাতে সাড়ে-আট কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই দুইটি এক্সচেঞ্জ [illegible] স্থাপিত হইবে। [illegible] টেলিফোন লাইন নূতন [illegible] পাওয়া যাইবে।

এতৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য কলিকাতা স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন [illegible] মিঃ পি, এন, [illegible] দিল্লী গিয়াছেন।

শিয়ালদহ স্টেশনে শীতকালে যাত্রী পরিচালন সমস্যা

শীত ঋতু আরম্ভ হওয়ার প্রত্যেক বৎসরই শিয়ালদহে একটি [illegible] উপস্থিত হয় [illegible]

[illegible] ১৩ হাজার [illegible] ও [illegible] পশ্চিম বঙ্গের [illegible] এক [illegible] হইয়া যায়। শিয়ালদহের [illegible] কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের [illegible] বিভাগ [illegible] চালু রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়া [illegible]

[illegible] কর্তৃপক্ষ [illegible] প্রতিদিন সকালে [illegible] করিতে হয়। [illegible] যাত্রীদের সুবিধার্থে [illegible] প্রতিদিন এইভাবে [illegible] করেন।

দন্ত চিকিৎসকদের তালিকা প্রণয়ন

পশ্চিম বঙ্গে দন্ত চিকিৎসকদের একটি তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকার দন্ত চিকিৎসা আইন অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া রেজিষ্ট্রেশন ট্রাইব্যুনাল গঠন করিয়াছেন:—ডাঃ এস, কে, মজুমদার, ডি, এস, সি (হার্ভার্ড) আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের দন্ত চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ ও ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের [illegible] সভাপতি; ডাঃ আর, আহমদ ডি ডি এস, এফ আই সি ডি, কলিকাতা ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল; ডাঃ এ এন বসু, এল ডি এস, আর এফ পি এস (গ্লাসগো) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের দন্ত চিকিৎসা বিভাগের অবৈতনিক অধ্যাপক ও ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের [illegible] সম্পাদক।

পশ্চিম বঙ্গ ডেন্টাল বোর্ডের রেজিষ্ট্রার ট্রাইব্যুনালের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষকদের ধান রেশন

[illegible] শহরে ও সদর জেলায় ধানের রেশনিং চালু করা হইয়াছে। [illegible] প্রতি সপ্তাহে [illegible] রেশন কার্ড [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] প্রতিদিন পাঁচ ছটাক করিয়া ধান দেওয়া হইবে।

জেলার [illegible] ধান [illegible] শিবির খোলা হইবে এবং [illegible] ব্যবস্থা করা হইবে। [illegible] ও [illegible] সমস্ত [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] হইতে এ সময় [illegible] পাওয়া যাইতেছে। জেলার [illegible] টাকা [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

দুগ্ধ বিশুদ্ধ করিবার নূতন যন্ত্র

হরিণঘাটা সরকারী দুগ্ধশালা হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, [illegible] দুগ্ধ ও [illegible] জীবাণুমুক্ত করিবার জন্য একটি নূতন ধরণের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপায়ের সাহায্যে [illegible] ১৬০-৬২ ডিগ্রী ফারেনহাইট, [illegible] জীবাণুমুক্ত করা হয়। [illegible] ৩,০০০ হইতে ৩,০০০ পাউন্ড দুধ [illegible] করিতে পারে এইরূপ [illegible] এই উপায় ব্যবহার করা [illegible] হইবে।

প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে [illegible] এই নূতন উপায় [illegible] প্রদর্শিত হয়।

বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা

পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা-গুলি লইয়া একটি বড় পরিকল্পনা রচনা করিয়া দিয়াছেন। তবে পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক অবস্থা সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না; যদি [illegible] সাহায্য [illegible] হইবে না। আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ভারত সরকার যদি পশ্চিম বঙ্গ সম্পর্কে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করেন, তবেই উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা-গুলি কার্যকরী করা সম্ভব হইবে।

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম

[illegible] কলেজের অধ্যাপক [illegible] ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাম এবং টেলিপ্রিন্টারে সংবাদ প্রেরণ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে [illegible] হইয়াছে। প্রকাশ যে, অধ্যাপক [illegible] পরিকল্পনা ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

ডানলপ

সুবর্ণ জয়ন্তী

১৮৯৮ - ১৯৪৮

৫০ বৎসরব্যাপী ক্রমোন্নতি

বিগত দিনের পথপ্রদর্শক-আগামী দিনের অগ্রনী

DJ. 1

অর্থলোক

আয়কর তদন্ত সম্পর্কিত নূতন বিশেষ আইন বিশ্লেষণ

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

(শেষাংশ ৬১ পৃষ্ঠায়)

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
৬৯, চৌরঙ্গী,

কলিকাতা।

ফোন
পি কে ৫৩৮০

ফোন
পি কে ৪০৭৫
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে
বর্তমানে ২১টি শাখা থাকিয়া আপনার
সেবায় নিয়োজিত।
"ব্যাঙ্কিং" ও সকল সেবায় সুষ্ঠু যোগাযোগ
রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনারা সকলেই
আমাদের কর্মধারা বিবেচনা করুন—
শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পণ্যদ্রব্যের মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা ?

এই বৎসরের গত কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথমই পণ্যদ্রব্যের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির খবর পাওয়া গিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, রাজনৈতিক সম্পর্কের যদি আর অবনতি না হয়, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণকারীগণ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইবেন।

মাল চলাচলের উন্নতি, অথচ শিল্পগত ও সরকারী পরিচালনার জন্যই অবশ্য এই উন্নতি হইয়াছে কিনা তাহা এখন বলা শক্ত নহে। সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জিনিষপত্রের মূল্যহ্রাস হইবে কিনা তাহাও এখনই বলা কঠিন। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, যানবাহনের ও মাল চলাচলের অবস্থার আরও উন্নতি হইবে, তাহা হইলে জিনিষপত্রের মূল্য নিম্নমুখী হইতে থাকে। কারণ শুধু দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি নহে বিদেশেও প্রায় সকল প্রকার জিনিষের—শুধু কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছাড়া—উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে বাজারে কোন বিশেষ পরিবর্তন না ঘটিলেও—নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু পণ্যদ্রব্যের দর কমিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে বস্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা চলে না কারণ, কাপড়ের কলগুলির উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই এবং তুলার দরও খানিকটা হ্রাস পাইবে না। তবে কয়েক মাসের মধ্যে অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতে পারে, কারণ বিদেশী তুলার দর হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

* * *

চিনির দর আগামী বৎসরে অনেকখানি কমিয়া যাইতে পারে, কারণ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তি সম্পর্কে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে নূতন বৎসরে চিনির দর মণপ্রতি ২০ টাকার বেশী হইবে না। শীঘ্রই খাদ্যের আমদানি মালের মূল্যহ্রাস হইবে না বলিয়া বস্ত্রের সম্পর্কে কোন আশান্বিত হইবার কারণ না থাকিলেও আগামী কয়েক মাসের মধ্যে খাদ্যের মূল্যহ্রাস আশা করা অন্যায় হইবে না, কারণ ভারত যে সব দেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া থাকে সেই সব দেশে ফসলের প্রাচুর্য দেখা গিয়াছে. কাজেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কয়লা, সিমেন্ট, কাগজ, চিনি এবং অন্যান্য মূল্য নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের খরচ অনেকটা হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

* * *

ভারত সরকারের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যসূচকের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়—অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যের দর অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হইয়াছে। তবে সরকারের এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ভবিষ্যতের ধারণা করা সম্ভব নহে।

সে যাহা হউক, বর্তমানে সরকারী মূল্যসূচকের হিসাবে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের দর প্রায় ৫ পয়েন্ট নামিয়াছে. শিল্প সংক্রান্ত (উৎপাদন) দরে কিছু মূল্য বৃদ্ধি দেখা গেলেও তুলনায় দর কম দিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে কয়েক পয়েন্ট হ্রাস পাইয়াছে, [illegible]। যেমন, চাউলজাত, তৈল, চিনি ইত্যাদির দর কয়েক পয়েন্ট নামিয়াছে। শিল্পসংক্রান্ত দ্রব্যের মূল্য প্রায় ৬ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়াছে। সমস্ত দ্রব্যের মূল্যসূচক গত ৩০এ অক্টোবর ৩.০ হ্রাস পাইয়াছে (৩৯১.৮—৩৮৮.৮)।

খাদ্যশস্য

যুক্তপ্রদেশে খাদ্যশস্যের দরের কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় নাই, তবে একটু চেতনার লক্ষণ আছে। পূর্বপাকিস্তান ও রাজপুতানা হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ও দেখা যায় যে, ঐ সকল স্থানে দরের দর উর্দ্ধমুখী হইয়াছে। মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রণ মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কারণ সরকারী সংগ্রহ মূল্যে কৃষকগণ কোনটাই বিক্রয় করিতে রাজী হইতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধান্য ও চাউলের উপর নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ বলে ধান্য চাউল জেলার বাহিরে লইয়া যাইতে হইলে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

তুলা ও সূতাবস্ত্র

ভারত সরকার প্রাদেশিক ও দেশীয়রাজ্য সরকারসমূহকে সরকারী নির্ধারিত উচ্চতম মূল্যে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তুলা সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ মিল মালিকগণ জানাইয়াছেন যে তাঁহারা সরকারী নির্ধারিত মূল্যে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিতে অসমর্থ।

সরকারের এই নির্দেশের ফলে তুলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদের মতে সরকারের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কারণ অন্যান্য সরকারের নির্ধারিত মূল্যের কমে তুলা সংগ্রহ করিতে বাধ্য নহে। কেননা ব্যবসায়ীদের এত সুবিধা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা তুলা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত উচ্চতম মূল্যের কমে কৃষকদের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিতে পারিবেন না। ঐ দরে যদি কৃষকদের নিকট হইতে তুলা ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে সরকারের মাল-চলাচলের ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার ফলে তুলার সরকারী দর বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। এক্ষণ ব্যবসায়ীগণ বলিতেছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত লাভ ও মাল চলাচলের খরচের জন্য সরকারী নির্ধারিত মূল্যের কিছু বেশী মূল্য দাবী করিতেছেন মাত্র।

সরকারী মহল এই ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।

গুড় ও চিনি

নূতন গুড়ের আমদানিতে গুড়ের দরে আরও অবনতি হইয়াছে। পুরাতন গুড়ের কোন চাহিদা নাই, যেজন্য ইহার গুড়ের মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে। কানপুরের বাজারে চিনির প্রায় ৭,০০০ মণ গুড় আমদানি হইয়াছে আর স্টেশনে হইয়াছে চিনির দর মণপ্রতি ১৬ টাকা. নূতন গুড়ের দর ১৩।০ টাকায় এবং পুরাতন গুড়ের দর ১৬।০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতা বাজারে চিনির দরে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। বোম্বাইতে চিনির দরে একটু চেতনার দেখা যায়। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার সরকার যে পরিমাণ ইক্ষুর মূল্যহ্রাস করিতে চাহে, তাহাতে ইক্ষুর মূল্যহ্রাস ঘটিলে চিনির দরও আনুপাতিক হ্রাস পাইতে পারে। তাহারা প্রথম নির্ধারণের সময় প্রচুর লাভ করিয়া আছে বলিয়া ইক্ষুর দর হ্রাস করা যদি স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে আগামী মরসুম হইতে অন্ততঃ চিনির দর মণকরা ২০ আনা হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়।

তৈলবীজ

তৈলবীজের অধিক সংখ্যক বাজারে বোম্বাই সরকারের "বোম্বাই প্রিভেনশন অফ হোর্ডিং এ্যাক্ট" আইনের কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে আশা দেখা দিয়াছে। যদি ঐ আইন তৈলবীজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তৈলবীজের অধিক মজুত রাখা নিষিদ্ধ হইবে। বর্তমানে তৈলবীজের অধিক সংখ্যক বাজারে অধিক মজুত দেখা যাইতেছে, ফলে তৈলবীজের দর অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সরকার মনে করেন। যেসকল তৈলবীজের অধিক মজুত বাজারে সরকার প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন তাহার খবর পাওয়া যাইতেছে।

ফলে এই সপ্তাহে বোম্বাই বাজার হইতে চীনা বাদাম এর পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। চীনাবাদামের দরে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই, কারণ বাজারে মালের পরিমাণ বেশী কম ছিল। রেড়ির বীজের দরে একটু চেতনার ছিল কিন্তু তিসির বাজারে মন্দাভাব দেখা যায়।

সোনা-রূপা

সোনারূপার বাজারে মন্দাভাব দেখা যায়। সোনার দর ১১৯৷৷০ হইতে ১১৫ টাকার মধ্যে উঠানামা করে এবং রূপার দর ১৭৮৷৷০ হইতে কমিয়া ১৭৫ টাকায় পৌঁছে। সরকারের নিকট ব্যবসায়ীদের তরফ হইতে সোনা ও রূপার আমদানি বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। কারণ তাঁহাদের মতে আমদানি হইতে প্রচুর লাভ সুযোগ দেশে চোরা আমদানি হইতেছে এবং দেশে সোনা-রূপার অভাব সৃষ্টি করিতেছে।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১৬,৬০০ প্যাকেজ নর্দান ইন্ডিয়ান চা নিলামে ছাড়া হইয়াছে। মিডিয়াম শ্রেণীর চা ছাড়া প্রায় সর্বপ্রকার চায়ের চাহিদাই প্রবল ছিল। ফলে সাধারণ চা এক আনা বাড়ে দর এবং উচ্চশ্রেণীর শাখা চায়ের দর দুই আনা হইতে দুই আনা পর্যন্ত চড়িয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর ভাল চা দুই আনা ও এমন কি তারও বেশী বাড়ে দর। আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ১৭,০০০ প্যাকেজ দক্ষিণ ভারতের চা নিলামে ছাড়া হয় এবং চাহিদা ভালই ছিল, তবে সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর একটু চড়া দেখা গেলেও, উচ্চ শ্রেণীর গুঁড়া চায়ের দর অপরিবর্তিত দেখা যায়।

বাজারের কথা

ইণ্ডিয়ান আয়রণের লভ্যাংশ ঘোষণা

[illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

• •

[illegible]

সরকারী কাগজ—

[illegible]

[illegible]

ব্যাঙ্ক—

[illegible]

কাগজের কল—

[illegible]

কয়লার খনি—

[illegible]

চটকল—

[illegible]

বিবিধ—

[illegible]

চা

[illegible]

যৌথিক

ইণ্ডিয়ান কেব্‌লসের সন্তোষজনক হিসাব

গত ৩১এ মার্চ তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল কোম্পানী লিমিটেডের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ [illegible] পূর্ববর্তী হিসাবের পরিমাণ [illegible] টাকার [illegible]। ইহার অন্যতম কারণ এই যে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী [illegible] পূর্ব পূর্ব বৎসর [illegible] করিয়াছেন। এই [illegible] কোম্পানীর এই লাভ বৃদ্ধির আর একটি কারণ। কিন্তু আলোচ্য হিসাবের এই সন্তোষজনক অবস্থা [illegible] এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] এবং [illegible] সকল [illegible] কোম্পানী [illegible] হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে নীট লাভ [illegible] ও পূর্ববর্তী হিসাবের [illegible] লাভের জের [illegible] একত্রিত করিয়া মোট অর্থ হইতে [illegible] মূল্যহ্রাসবাবদ [illegible] [illegible] ও [illegible] বাবদ [illegible] ব্যয় করা হইয়াছে। এই সকল [illegible] পর কোম্পানীর হাতে [illegible] অবশিষ্ট থাকে। এই অর্থ হইতে সাধারণ অংশগুলি বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। পূর্ববর্তী হিসাবে এই লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল বার্ষিক শতকরা [illegible]। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে আলোচ্য [illegible] শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ [illegible] শতকরা [illegible] হিসাবে [illegible] দিবেন। [illegible] শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ পাইতেন। কিন্তু [illegible] লভ্যাংশ [illegible] করিয়া যে [illegible] করিয়াছেন [illegible] আর [illegible] না হওয়ায়, কোম্পানী [illegible] বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ দিয়াছেন। উদ্বৃত্ত অর্থ [illegible] অবশিষ্ট লাভের জের হিসাবে পরবর্তী হিসাবে টানা হইয়াছে।

ম্যানেজার—[illegible]। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
সাধারণ	[illegible]
রক্ষিত তহবিল	[illegible]
অন্যান্য তহবিল	[illegible]
দেনা	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নীট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ ও ব্যাঙ্ক	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]
মোট সম্পত্তি	[illegible]

• • •

[illegible] কোম্পানী লিমিটেড গত ৩০এ [illegible] তারিখে সমাপ্ত [illegible] মাসের জন্য যে হিসাব [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য [illegible] কোম্পানীর লাভের পরিবর্তে [illegible] ঘাটতি হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ [illegible] হইতে [illegible] করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিয়া [illegible] লাভ [illegible] এবং এই অর্থ হইতে [illegible] বার্ষিক শতকরা [illegible] লভ্যাংশ [illegible] করিয়াছেন। পূর্ববর্তী হিসাবে লভ্যাংশ [illegible] করা হইয়াছিল বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে। আলোচ্য হিসাবে [illegible] মূল্যহ্রাসবাবদে কোন অর্থ [illegible] করা [illegible] প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ববর্তী হিসাবে এই দুই খাতে যথাক্রমে [illegible] ও [illegible] ব্যয় করা হইয়াছিল। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ মনে করেন যে [illegible] মূল্যহ্রাসের [illegible] পরিমাণ অর্থ [illegible] করা হইয়াছে। পরবর্তী হিসাবে [illegible] টানা হইয়াছে মাত্র [illegible] ([illegible])।

* আলোচ্য [illegible] এই ঘাটতির কারণ [illegible] করিলে দেখা যায় যে [illegible] হইতে উত্তোলিত কয়লা ও [illegible] মজুত মাল [illegible] ও [illegible] পরিমাণে [illegible] হয় নাই। এই [illegible] হইতে [illegible] পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] মজুত মালের পরিমাণ [illegible] প্রায় [illegible] টন কয়লা [illegible] পতিত হইয়াছে এবং উহার বাজার [illegible] হিসাবে ধরা হইয়াছে। তবে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ মনে করেন যে [illegible] মজুত মাল [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর পূর্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—[illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
রক্ষিত তহবিল	[illegible]
দেনা	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নীট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
মজুত	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] লাভ ক্ষতি [illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
	[illegible]
মোট সম্পত্তি	[illegible]

• • •

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য [illegible] কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ববর্তী প্রকাশিত হিসাব হইতে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর নীট লাভ হইয়াছে [illegible] ([illegible])। ইহা হইতে [illegible] ([illegible]) ও মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]) ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ববর্তী বৎসরের অবণ্টিত লাভের জের [illegible] যোগ করিয়া কোম্পানীর [illegible] মোট অর্থ হইতে সাধারণ অংশগুলি বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল বার্ষিক শতকরা [illegible]।

পরবর্তী হিসাবে অর্পিত লাভের জের টাকা দাঁড়াইয়াছে [illegible] ([illegible])।

ম্যানেজিং এজেন্টস—[illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

নিকাশপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৫৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অর্পিত লাভ (জের)	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

•

[illegible] কোম্পানী লিমিটেডের [illegible] জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসর কার্যকালের জন্য যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে [illegible] মোট লাভের পরিমাণে [illegible]। পূর্ববর্তী বৎসরের মোট লাভ [illegible] টাকার স্থলে আলোচ্য বর্ষে লাভের পরিমাণ হইয়াছে মাত্র [illegible]। লাভের অঙ্ক এই হ্রাস হেতু [illegible] বাবদ জমা হইয়াছে [illegible] ([illegible]) এবং [illegible] বাবদ [illegible] করা হইয়াছে [illegible] ([illegible])। এই নির্দিষ্টকরণের পর অর্পিত লাভের পরিমাণ ও পূর্ববর্তী হিসাবের অর্পিত লাভের জের [illegible] একত্রিত করিয়া মোট [illegible] হইতে সাধারণ অংশীদারগণকে বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব কোম্পানীর পরিচালকবর্গ করিয়াছেন। এই লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসর ছিল বার্ষিক শতকরা [illegible]। পরবর্তী হিসাবে অর্পিত লাভের জের টাকা দাঁড়াইয়াছে [illegible] ([illegible])।

ম্যানেজিং এজেন্টস—[illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত, বিলিকৃত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

ডানলপের সুবর্ণ জয়ন্তী

ডানলপ রাবার কোম্পানী আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত জড়িত আছে। গত [illegible] তারিখে ডানলপের ভারতে আগমনের [illegible] সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে [illegible] সালে ডানলপই সর্বপ্রথম ভারতে বায়ুপূর্ণ টায়ার আমদানি করেন। তখনও এদেশে মোটর গাড়ীর প্রচলন হয় নাই এবং ডানলপের এই টায়ার [illegible] টাকা [illegible] করা হয়। [illegible] ভারতের বর্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই [illegible] পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ মোটর গাড়ী ভারতে [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে। [illegible] বায়ুপূর্ণ টায়ারের [illegible] মোটর [illegible] এই [illegible] সম্ভব হইয়াছে।

[illegible] একটি [illegible] কেন্দ্র হইতে ডানলপ [illegible] ভারতে [illegible] এবং [illegible] দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে [illegible] প্রতিনিধি [illegible]। এই [illegible] ভারতে [illegible] ডানলপ কোম্পানী [illegible] এবং [illegible] ডানলপের [illegible] পরিচিতি লাভ করে।

[illegible] দেশের [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] হয় এবং [illegible] উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জাতীয় প্রয়োজনের এই [illegible] ভারতে একটি উৎপাদন কারখানা স্থাপন করিতে [illegible] এবং [illegible] সালে কলিকাতার [illegible] সাহাগঞ্জে ডানলপ কোম্পানী ভারতে টায়ার উৎপাদনের প্রথম কারখানা স্থাপন করেন। [illegible] মধ্যেই এই কারখানা [illegible] লাভ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভেই এই কারখানা বৎসরে [illegible] লক্ষ মোটর টায়ার এবং [illegible] লক্ষ বাইসিক্‌ল টায়ার উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের [illegible] ডানলপের সাহাগঞ্জ কারখানায় এই উৎপাদন [illegible] বিশেষ [illegible]

[illegible] যন্ত্রপাতি [illegible] এবং [illegible] হিসাবের [illegible] উপকরণ [illegible] ব্যবস্থা [illegible] করা হয়।

যুদ্ধ [illegible] ডানলপ [illegible] প্রয়োজনের দিকে পুনরায় মনোযোগ দেন। যুদ্ধের [illegible] কারখানার [illegible] পরিকল্পনা [illegible] হয় নাই। [illegible] ডানলপের [illegible] ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এই [illegible] ডানলপ কর্তৃক বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। [illegible] উৎপাদন [illegible] করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] ডানলপ [illegible] কোন [illegible] করেন নাই। [illegible] পরিকল্পনানুসারে [illegible] করিবার [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] উৎপাদনের [illegible] মোট [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছে। [illegible] ডানলপ কোম্পানী মোট [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ডানলপ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ডানলপের [illegible] দেশে [illegible] এবং [illegible] সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] উৎপাদন [illegible] হইতে [illegible] কর্মচারী [illegible] উন্নত [illegible]। জাতীয় [illegible] ডানলপের এই [illegible] আশা রাখি। এবং আশা করি [illegible] এই প্রচেষ্টার সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন।

নিকাশপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৫৮)

দায়	
আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অর্পিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি	
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ভারতের অর্থ সম্পর্কিত নূতন হিসাব তালিকা

(পূর্বাংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়)

পরিবর্তন হয় নাই। মোট রাজস্ব পরিমাণে সরকার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় (১,১১১.১৮ কোটি টাকা—১,১২০.৪৯ কোটি টাকা)। কিন্তু বাণিজ্য হিসাবে প্রকৃত মোটের পরিমাণে পূর্ববর্তী সপ্তাহ হইতে আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার হ্রাস পরিদৃষ্ট হয় (১০.১৮ কোটি টাকা—১০.৭৮ কোটি টাকা) এবং সমস্ত মোটের পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১,১৯৪.০৮ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে ১,২১০.৯১ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মৌলা মুদ্রার পরিমাণেও প্রায় ৯ লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৪৪.৯৯ কোটি টাকা—৪৫.৭৮ কোটি টাকা)। স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাট এবং ভারত সরকারের হুণ্ডি ও ঋণপত্রের পরিমাণে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।

•　　•　　•　　•

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে উন্নতি লক্ষ্য করিবার মত আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে নাই (১৬০.৫৭ কোটি টাকা—১৩৯.৮৪ কোটি টাকা)। প্রতি সপ্তাহে জমার হ্রাসের পর কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে এই উন্নতির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, যদিও পাকিস্তান ব্যাঙ্কগুলির জমার পূর্ব বৎসর সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বস্তুতঃ পক্ষে এই আশানুরূপ অবস্থাতেই সরকারী জমার এইরূপ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রশ্ন আসে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিলেও অন্যান্য সরকারের জমার পরিমাণে হ্রাস লক্ষিত হইয়াছে (৯.৩৬ কোটি টাকা—১০.১৭ কোটি টাকা)। সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (৩.০২ কোটি টাকা—১.৭১ কোটি টাকা)। সম্ভবতঃ এই সকল ঋণ ও অগ্রিমসমূহ ব্যাঙ্কের সূত্রে বিভিন্ন সরকারকে সাময়িক প্রয়োজনে সরবরাহ করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১০.৫৭ কোটি—৬৩.২১ কোটি টাকা)। তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিমাণেও প্রায় ৩ কোটি টাকার উন্নতি দেখা যায় (৬.৭০ কোটি টাকা—৩.৫৩ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসায় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতামতই তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিমাণে এই বৃদ্ধির কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বৈদেশিক জমার পরিমাণে আবার হ্রাস দেখা দিয়াছে (২৯০.০১ কোটি টাকা—২৮১.৫১ কোটি টাকা), কিন্তু বহির্বাণিজ্যের পরিমাণে প্রায় ২ কোটি টাকার উন্নতি পরিদৃষ্ট হয় (৬৮.৮৯ কোটি টাকা—৬০.৭৮ কোটি টাকা)।

•　　•

এই সপ্তাহের তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব নিকাশে দেখা যায় যে, তাহাদের মোট জমার পরিমাণে হ্রাস ঘটিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে তৃতীয় পক্ষের পরিমাণে অন্ততঃ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১১.৫২ কোটি টাকা—১৩.২৭ কোটি টাকা), কিন্তু ভারতবর্ষে যে অগ্রিম প্রদান পরিমাণে প্রায় ২ কোটি টাকার অবনতি ঘটিয়াছে (৬৯৪.৯৩ কোটি টাকা—৬৯৯.০৯ কোটি টাকা)। চাহিদামাত্র দেয় জমার পরিমাণ হ্রাস পাইলেও মেয়াদী জমার পরিমাণে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে মুদ্রা ধার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায় (১১.১১ লক্ষ টাকা—৮.০০ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য মেয়াদী জমার পরিমাণে পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২১৮.৫২ কোটি টাকা হইতে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় (২১৯.০৮ কোটি টাকা)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এবং ভারতে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ—এতদুভয়ের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৬৮.৩১ কোটি টাকা—৩৫.৭১ কোটি টাকা) এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জমার পরিমাণেও প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার উন্নতি ঘটিয়াছে (৩৯.৯৪ কোটি টাকা—৪১.৩৪ কোটি টাকা)। আমদানীর বিলের পরিমাণে ১৭ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি দেখা দিয়াছে (৪০৮.১২ কোটি টাকা—৪০৯.৯২ কোটি টাকা) এবং ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিমাণে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার উন্নতি ঘটিয়াছে (১৫.৭৮ কোটি টাকা—১৩.৯১ কোটি টাকা)।

নিয়মাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ক্যাল ৩৯২৪ ও ক্যাল ৫০৩৯)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশ ৬৮ পৃষ্ঠায়)

বাস্তুত্যাগ সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতি কোনরূপ নিন্দাবাদের কথা উচ্চারণ করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই।—এমন কি সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের সমস্যাটী যে পূর্ব বঙ্গের সর্বপ্রধান সমস্যা, প্রকারে কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র বলিয়া যাহারা অমুসলমানদের উপর উৎপীড়নের অভিযোগ করেন, তাঁহারা ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন।"—এই উক্তির মধ্যে দুইটি ইঙ্গিত আছে। প্রথমতঃ বাস্তুত্যাগের সমস্যাটা শুধু কেবলমাত্র অভিযোগেরই বিষয়বস্তু, প্রকৃত পক্ষে এই সমস্যা বিদ্যমান নহে; দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র এবং তাহার অন্তর্গত বলিয়া বিধর্মী পাকিস্তানে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন হইতে পারে না।

উক্তিটী যুক্তিসম্মত হইলেও ইহার প্রতি আমরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি ইহা যে-কোন বুদ্ধিমান লোকেরই দৃষ্টি এড়াইবে না যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ ও তাহার বিপদের সমস্যাটিকে এই উক্তির দ্বারা এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।—এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে বর্তমান সংখ্যালঘুদের যে এই বাস্তুত্যাগের মূল কারণ ও তাহাদের নিরাপত্তার বিধান করিতে হইলে পাকিস্তান রাষ্ট্রে এই বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিবর্তন করিবার যে আবশ্যকতা আছে, সেই সকল মূল সমস্যাকেও চাপা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানরাষ্ট্রের স্রষ্টা মরহুম মিঃ জিন্নার (i) জন্ম বার্ষিকীর বক্তৃতায় আমাদের হিন্দু ও পূর্ব বঙ্গের সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রতি তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের নিমিত্ত উপদেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নিয়াজ আলী সাহেব এই আবেদনে পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের কি উত্তর দিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে সবিনয়ে জানাইতেছি।

শোক-সংবাদ

বিগত ২২এ নভেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতায় মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম কর্তা [illegible] পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে মেট্রোপলিটান কোম্পানীই একজন বিচক্ষণ কর্মী হারাইলেন তাহা নহে, সমগ্র দেশের বীমাজগতেরও বিশেষ ক্ষতি হইল। প্রথম জীবনে কেরাণীরূপে তিনি মেট্রোপলিটানে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং নিজ কর্মনিষ্ঠা ও প্রতিভার গুণে তিনি ক্রমশঃ পরিচালকের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুকালে তিনি মেট্রোপলিটানের বীমাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক, জেনারেল ম্যানেজার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লী শাখাগুলির পরিচালক ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়, স্বজন ও সহকর্মীদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েল্ডিং জেনারেটার, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার স্পট ওয়েল্ডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রিক সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible] (অবিভক্ত ভারত)
দায়—			
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
প্রচলিত নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) মোহর ও বাট সোনা			
(১) ভারতে	[illegible]		
(২) ভারতের বাহিরে			
স্টার্লিং জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট (ক)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারতসরকারী, পাকিস্তানীর সিকিউরিটি সহ ও অন্যান্য সিকিউরিটি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন			
সঞ্চিত তহবিল			
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]		
(খ) অন্যান্য সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্যের	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট		[illegible]	[illegible]
টাকার মুদ্রা		[illegible]	[illegible]
খুচরা মুদ্রা		[illegible]	[illegible]
ক্রয়করা হুণ্ডী			
(ক) ভারতীয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) বৈদেশিক	—	—	—
(গ) ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বহির্দেশে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য ঋণদান ও দাদন	[illegible]	[illegible]	—
লগ্নীকৃত অর্থ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
বিক্রীত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্থায়ী আমানত, সেভিংস ব্যাঙ্ক চলতি ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
কোম্পানীর কাগজ			
অন্যান্য অনুমোদিত			
সিকিউরিটি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নগদ ক্রেডিট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কেনা এবং ভাঙান হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ডেড ষ্টক	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য ব্যাঙ্কে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নগদ তহবিল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চাহিবামাত্র দেয় দায়			
ভারতে	—		[illegible]
(১) ব্যাঙ্কের বিদেশী শাখা ব্যতীত	[illegible]	[illegible]	
(২) অন্যান্য চাহিবামাত্র দেয় দায়	[illegible]	[illegible]	
মেয়াদান্তে দেয় দায়			
ভারতে			[illegible]
(১) ব্যাঙ্কের বিদেশী শাখা ব্যতীত	[illegible]		
(২) অন্যান্য মেয়াদান্তে দেয় দায়	[illegible]	[illegible]	
মোট নগদ টাকা			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা	[illegible]	[illegible]	
ঋণদান			
ভারতে		[illegible]	[illegible]
ক্রয়কৃত হুণ্ডী			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]

স্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—		পাকিস্তান	
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
প্রচলিত নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) মোহর ও বাট সোনা	[illegible]	[illegible]	
মোট:			
ষ্টার্লিং ব্যালান্স	[illegible]	[illegible]	
ভারত সরকারের ঋণপত্র	[illegible]	[illegible]	
ভারতীয় নোট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ, ইণ্ডিয়া হইতে প্রাপ্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পাকিস্তান সরকারের ঋণপত্র	[illegible]	[illegible]	
অনুমোদিত হুণ্ডি ইত্যাদি			
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্য			
ইস্যু বিভাগের মারফৎ—			
সোনার মোহর ও বাট সোনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ষ্টার্লিং ব্যালান্স	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারত সরকারের ঋণপত্র	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আদায়ীকৃত মূলধন		[illegible]	[illegible]
সঞ্চিত তহবিল			—
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) প্রাদেশিক সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দায়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাকার মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী		[illegible]	[illegible]
(খ) ভারতীয়			—
খুচরা মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
ক্রীত ও ভাঙ্গানো হুণ্ডি			
(ক) অভ্যন্তরীণ			—
(খ) বৈদেশিক		—	—
(গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	[illegible]	[illegible]	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি		—	[illegible]
অন্যান্য ঋণ, দাদন ইত্যাদি		—	—
লগ্নীকৃত অর্থ	[illegible]	[illegible]	—
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বাজার দর [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনীয়ারিং											
ইণ্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
টাটা আয়রন	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]			
বার্ণ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
কয়লাখনি											
আমালগামেটেড	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
ইকুইটেবল	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]				[illegible]						
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible] ---	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
কাপড়ের কল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible] ---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	
কেশোরাম ---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible] ---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
ঢাকেশ্বরী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible] ---	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]		—		[illegible]		

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
চটকল										
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible] (মুক্ত)	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible] (মুক্ত)		[illegible] (মুক্ত)		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
চা-বাগান										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (টাকায়)	[illegible]	[illegible]	শেষ লভ্যাংশ	[illegible]	বাজার দর [illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)				
[illegible] ও [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
চিনির কল								
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
ব্যাংক								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
কুমিল্লা [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (ব)	[illegible]			
কুমিল্লা [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)	[illegible] (ব)	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ব)		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
বিদ্যুৎ-সরবরাহ								
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
বিদ্যুৎ-সরবরাহ										
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
বিবিধ										
[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]				[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]

[illegible]

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৯ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা [illegible] মূল্য ।৵০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি. ডি. বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা
শ্রীরমনলাল জি. সারাইয়া

ভাইস-চেয়ারম্যান

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীমহাদেব এল. দাহানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীমদনমোহন আর. রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গুর
শ্রীমোহনলাল এল. শা
শ্রীপি. ডি. হিমৎসিংকা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি. টি. ঠাকুর

ডেপুটী জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস. টি. সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

রেডিও
নূতন ও মেরামতি
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৬।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

রেডিও
নূতন ও মেরামতি
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১৬।১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৮ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
বিমান-ভারতের সমস্যা
প্রাসঙ্গিক
অপচয় ভারত-পাকিস্তান বস্ত্র চুক্তি, জড়-পরিবর্তনশীল অর্থপ্রভাব, পূর্ব বঙ্গে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী
সংবাদলিপি
লণ্ডন, দিল্লী, কানপুর
বিজ্ঞান ৭৩
বিষয়
বহির্লোক
চুক্তি পালনে পাকিস্তানী নমুনা
পণ্যদ্রব্যের বাজার
ভারতের চিনির সমস্যা
বাজারের কথা
বস্ত্রের উন্নতি
মৌলিক
কোম্পানীর অগ্রগতি

বিমান-ভারতের সমস্যা

স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারত এখনও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের বিমানপথ তাহার অন্যতম। বিমান নির্মাণ তো দূরের কথা, ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আমদানিকৃত বিমানের বিভিন্ন অংশকে একত্রিত করিবারও আর একটি দ্বিতীয় কারখানা ভারতে নাই। এমন কি বিমানচালকদের মধ্যেও বিদেশী বৈমানিকদের সংখ্যা আজও শতকরা ৬০ জন। কিন্তু সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিমান সম্মেলনে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচলের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত এন, সি, ঘোষ ১৯৪৭-৪৮ সালে বিমানপথে ভারতের অগ্রগতির যে সাংখ্যিক হিসাব দাখিল করিয়াছেন, আপাতদৃষ্টিতে তাহাকে উন্নতির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হইবে। বিমান চলাচলের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি নিম্নোক্তরূপ উন্নতির হিসাব প্রদান করিয়াছেন:

উন্নতির দিক	উন্নতির পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
উড্ডয়নের সময় (ঘণ্টা হিসাবে)	৪৮,৬২১	৬৬,৫৫৪
উড্ডয়নের দূরত্ব (মাইলের হিসাবে)	৭,৫০৯,৬৫০	১০,৫৫৪,২৪২
মালবহনের ক্ষমতা (টন-মাইলের হিসাবে)	১৪,৭০৬,৯৪৪	২১,৮৭৫,০৮৮
যাত্রীসংখ্যা	১৮৮,৭২৬	৩১৪,৫২৬
মালবহন (পাউণ্ডের হিসাবে)	২,৩১০,১৬৪	৬,২১৬,০৮৮
ডাকবহন (পাউণ্ডের হিসাবে)	১,০৫৬,৭৪১	১,৩২০,০২৮
পত্রিকাবহন (পাউণ্ডের হিসাবে)	১১৭,৮৮০	২,৮০৪,১৩০
সামগ্রিক বোঝা—	১০,১১৪,০৭৫ (টন-মাইলের হিসাবে)	১৭,১৫৮,৬২১ (টন-মাইলের হিসাবে)

উপরি লিখিত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ সালে এক বৎসরে ভারতের বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে মালবহনের হিসাবে সামগ্রিকভাবে ৬১.০৩ লক্ষ টন-মাইল বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের শেষ ৬ মাসের ভিত্তিতে উন্নতির বিভিন্ন দিকের হিসাব লইলেও দেখা যাইবে যে যাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২৫ জন, উড্ডয়নের দূরত্ব শতকরা ৩৫০ মাইল,—ডাক ও পত্রিকাদি বহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৭ ভাগ এবং সময়ানুবর্তিতার মানে উন্নতি হইয়াছে শতকরা ৩.৮ পার্সেন্ট। বিমানপোত ও বৈমানিকদের সংখ্যাও ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৯৪৬-৪৭ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত এন, সি, ঘোষের উল্লিখিত হিসাবদৃষ্টে আনন্দিত বোধ করিবারই কথা। কিন্তু বিমান চলাচল ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিভিন্ন বিমান প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, একমাত্র "এয়ার

ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল ভারতের ২টি বিমান প্রতিষ্ঠানের আয় প্রত্যেকটিতেই হিসাবে ঘাটতি হইয়াছে। সুতরাং বিশুদ্ধ এ, সি, রোজের হিসাবকে প্রকৃত অবস্থার যথার্থ রূপ বলিয়া মানিয়া লইতে অসুবিধাই দেখা যায়।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে উল্লেখ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন প্রভৃতি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিও আলোচ্য সময়কালে বিমান চলাচল ব্যবসায়ে আর্থিক ঘাটতি বহন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কে, এল, এম, এর (K.L.M.) এককভাবে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য কিছু লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল মোট ২০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি প্রতিষ্ঠানকেই ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছে। সমবেতভাবে ইহাদের মোট ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ ডলার। পূর্ববর্তী বৎসরের অবস্থার সহিত আলোচ্য বৎসরের ক্ষতির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ সাল ও ১৯৪৭ সাল উভয় বৎসরেই ইহাদের উদ্বৃত্ত আয় হইয়াছিল। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১৯৪৬ সালে ৪০ লক্ষ ডলার এবং ১৯৪৭ সালে ৩ কোটি ডলার। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের অবস্থার উল্লিখিত পরিবর্তন হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, আলোচ্য বৎসর বিমান চলাচলের পক্ষে একটি সাধারণ দুর্বৎসর। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ (T.W.A.) এবং ক্যানাডার ট্রান্স ক্যানাডা এয়ারলাইন্স (T.C.A.) এবং ব্রিটেনের ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B.O.A.C.) উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলোচ্য বৎসরে টি, ডব্লিউ, এ' কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লক্ষ ডলার, ১৯৪৯ সালের হিসাবে টি, সি, এ'র ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষ ডলার এবং ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান কোম্পানীর ৭২,৭০৬ পাউণ্ড। আলোচ্য পরিমাণ বাদ দিয়াও আলোচ্য বৎসরে ব্রিটিশ-যুক্তরাষ্ট্রীয় ও ব্রিটিশ ওভারসীজের বিমানের ঘাটতির পরিমাণ ১১,৩৮৪,৭০২ পাউণ্ড। ১৯৪৮ সালের ১০,৩৫৬,৭৯১ পাউণ্ড লোকসানের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, আলোচ্য বৎসরে ব্রিটেনের বিমানপথে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুতরাং ভারতবর্ষে বিমান প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে আলোচ্য বৎসরে ক্ষতি স্বীকারের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু দুশ্চিন্তা না হইলেও উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে ক্ষতির কারণ এক, এবং তাহা অপসারণের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক আলোচনা করিলেই আমাদের উদ্বেগের হেতু উপলব্ধি করা যাইবে।

বিমানপথে ব্রিটেনের ক্ষতির কারণ প্রধানতঃ, অনুন্নত ও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বিমানের ব্যবহার। দ্বিতীয়তঃ, বিমান চলাচলের ব্যবসাকে লাভজনক করিবার জন্য প্রয়োজনানুরূপ উপযুক্ত বিমানবন্দর স্থাপনের অভাব—কারণ ব্রিটেন ক্ষুদ্র দেশ এবং সম্প্রতি এই দেশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হারাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, চলাচলের পদ্ধতি প্রধানতঃ সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং ইহার ফলে বাণিজ্যের স্বার্থ বিসর্জনের বাধ্যবাধকতাই খুব হয়। সর্বোপরি কর্মচারীদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু এই সকল অসুবিধা ব্রিটেনের পক্ষে খুব গুরুতর নহে এবং বিমানপথে তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ বিমানপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বৎসরে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া সাহায্যদানের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের এই বক্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে। ব্রিটেনের অসুবিধাগুলিকে পরীক্ষা করিলেও দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে অধিকাংশ সমস্যাই ব্রিটেনের পক্ষে দুরতিক্রম্য নয়। ব্রিটেন আজ অল্প আর্থিক দৈন্যতা ও অনুন্নত বিমান ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু অচিরেই নূতন ধরণের বিমানের সাহায্যে এই অসুবিধার অবসান ঘটাইবার জন্য ব্রিটেন আধুনিক বিমান নির্মাণের প্রচেষ্টা চালাইতেছে। কর্মচারীর সংখ্যাধিক্য সমস্যা দূর করিবার জন্য উদ্যোগী উদ্বৃত্ত কর্মচারী ছাঁটাইয়ের কাজ শুরু হইয়াছে। অন্যান্য অসুবিধা অবশ্য ব্রিটেনের পক্ষে দূর করা সম্ভব নয় এবং আন্তর্জাতিক সামরিক সুবিধার জন্য চলাচলপথগুলিকে এখনও সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন রাখা ব্রিটেনের স্বার্থেই প্রয়োজন।

কিন্তু ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র।—ভারতের বিমানপথ মোট ৭,০০০ মাইল বিস্তৃত এবং এই পথে বিমান চলাচলের ব্যবসায়ে মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৬টি হইতে ১০টি বিমানসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিনা লোকসানে কাজ করিতে হইলে তাঁহাদের বিমানগুলিকে বৎসরে অন্ততঃপক্ষে ১,৫০০ ঘণ্টা ধারাবাহিকভাবে আকাশে উড়িতে পারা আবশ্যক। ভারতের বিমান-পথের উপরিউক্ত মোট পরিমাণের হিসাবে, একটি বিমান প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী উড্ডয়ন ঘণ্টার পরিমাণ এবং প্রত্যেকটি বিমান প্রতিষ্ঠানের বিমানসংখ্যার উল্লিখিত হিসাব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের বর্তমান বিমান-পথে ৩টি কি ৪টির অধিক বিমান প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা উচিত নহে। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষত আর্থিক সংকট প্রতিষ্ঠান কি করিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার অনুমতি লাভ করিল তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। বিমান চলাচল সম্পর্কে সর্বপ্রকার আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা পরিহার করিবার জন্য ভারত সরকারের যে বিমান চলাচল লাইসেন্স বোর্ড রহিয়াছেন, তাঁহারা এতৎসম্পর্কে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই কেন, তাহাও আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না।

বর্তমানে সমস্যা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তিনটি পন্থা বিকল্প অথবা সমবেতভাবে অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইহার প্রথমটি হইল বিমান-পথের ব্যবসায় হইতে দুর্বল প্রতিষ্ঠানসমূহের অপসারণ। ইহার জন্য বিশেষ কিছু করিবারও আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নাকচ করিলেই সমস্যা মিটিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, চলাচলপথের দূরত্ব বৃদ্ধি এবং তৃতীয়তঃ, সরকার হইতে বিমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য দান।

৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন আগামী দশ বৎসরের জন্য ভারত সরকার যে দশ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারত সরকার সমাধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পন্থা অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিমান-পথের আভ্যন্তরীণ দূরত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য আজমীঢ়, ম্যাঙ্গালোর, আলিগড়, বহরমপুর, কালিকট, সুলতানপুর, দেরাদুন, হুবলী, যশোর, উদয়পুর, দার্জিলিং, পাটনা, মৌচক এবং সুরাট প্রভৃতি স্থানে ১৮টি নূতন বিমান-বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ, দিল্লীর পালাম এবং কলিকাতার দমদম বিমানবন্দর তিনটিকে আন্তর্জাতিক চলাচল কেন্দ্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দেশে বিমান চালনা ও বিমান মেরামতির শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট যে ১০টি ফ্লাইং ক্লাব আছে তাহার প্রত্যেকটিকে অর্থসাহায্য করিবারও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষের উপর ইহার সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভারতসরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু তৎসঙ্গে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিবারও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি যে, অদূরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য ভারতীয় বিমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে অযথা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত হইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের এই আবেদনের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিয়া সুবিবেচনার কার্য করিবেন।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রভাব

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট

[illegible]

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি

[illegible]

(শেষাংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরোধিতা—জাতীয়কৃত শিল্পের ব্যর্থতায় প্রতিক্রিয়া—ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি—রেলপথের ব্যয় হ্রাস—খনিজের আয় বৃদ্ধি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৭ই নভেম্বর—শ্রমিক সরকারের ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরুদ্ধে সমালোচনা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সরকার পক্ষ যদি জাতীয়কৃত শিল্পগুলির কোন একটা নিশ্চিত সুফল দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে উঁহাদের পক্ষে সুবিধা হইত। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় এই অজুহাত দেখান সম্ভব যে কয়লা, বিদ্যুৎ ও যানবাহন ইত্যাদি শিল্প জাতীয়করণ করার পরে এই অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি দেখান সম্ভব নহে এবং অনেকগুলি শিল্পে পুনর্গঠনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

কিন্তু সরকার পক্ষে এই যুক্তিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। কারণ, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের কাজ শেষ করিয়া ইতিমধ্যেই বিশেষ সন্তোষজনক ফল দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। তাহাছাড়া অনেকদিন হইল কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করা হইয়াছে। কাজেই সময়ের অভাবের অজুহাত সরকার ঐ ক্ষেত্রে দেখাইতে পারিবেন না। কয়লা শিল্প জাতীয়করণের ফলে উন্নতি করা দূরে থাকুক, জনসাধারণ সরকারের নিকট হইতে অনেক অধিকতর মূল্যে (শতকরা ৭০ ভাগ বেশী) কয়লা ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। অপর পক্ষে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন ইস্পাত শিল্প যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বেশী মাল ইস্পাত প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাতীয়কৃত কয়লা শিল্প ও ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন ইস্পাত শিল্পের মধ্যে এই তারতম্য যে জনসাধারণের মনে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি করিবে তাহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

অক্টোবর মাসের বাণিজ্যের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আনন্দিত হইবার কারণ আছে। গত জুলাই মাসে রপ্তানি বৃদ্ধির যে রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছিল অক্টোবর মাসের [illegible] রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তাহার সমান দাঁড়াইয়াছে। আর আমদানির পরিমাণও মাসিক গড়পড়তা হিসাবে প্রায় স্থির আছে। মোটের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩.৩ মিলিয়ন পাউণ্ড হ্রাস পাইয়া অক্টোবর মাসে ৭৮.৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস শ্রমিক-দলের এক সভায় বলেন যে, ব্রিটেনের এখন শতকরা ২৫ ভাগ রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ডলার অঞ্চলে রপ্তানির জন্য ব্রিটেনের শতকরা ৫০ ভাগ মাল সরবরাহ করিতে হইবে। ব্রিটেনের [illegible] পরিমাণ বর্তমানে ১,০০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড এবং [illegible] রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড। তিনি বলেন যে, ব্রিটেনের প্রতিকূল বাণিজ্য [illegible] পূরণ করিতে হইলে ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ শতকরা আরও ২৫ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

"কলোনিয়াল লোন বিল" পাশ হইবার ফলে ব্রিটেনের অধীন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক সুবিধা হইল। এই বিলের ফলে ব্রিটেনের অধীন উপনিবেশ—[illegible] হইতে যদি ঋণ করিতে চাহে (ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্যন্ত), তাহা হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য জামিন থাকিবে। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহ যদি ব্রিটিশ রাজ্য [illegible] বিচ্ছিন্ন করিয়া লয় তবে যে, ঐ ঋণের দায় ঋণগ্রাহী দেশের কোন উপকার হইবে না [illegible] ঋণগ্রাহী দেশগুলিকে [illegible] করা হইবে না। [illegible] উপনিবেশগুলিতে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, [illegible] কোম্পানী ঋণ গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইবে।

ব্রিটেনের রেলপথগুলি সরকারী মালিকানাধীনে আসিবার পর বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশ রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা ঘোষণা করেন। রেলপথের [illegible] ও [illegible] জন্য অনেক চেষ্টা করা হইতেছে এবং বিশেষ ইলেক্ট্রিক ও অন্যান্য [illegible] ইত্যাদির দ্বারা রেল চালানোর ব্যয় কমান হইয়াছে।

ব্রিটেনের ৭০ লক্ষ শ্রমিকের প্রায় সকলেই এখন তাহাদের যুদ্ধপূর্ব যুগের মজুরির দ্বিগুণ মজুরি পাইতেছে এবং ঐ মজুরি আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী শ্রম দপ্তরের বিবৃতিতে জানা যায় যে, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরি যেখানে ছিল ৩ পাউণ্ড ৮ শিলিং, সেখানে ঐ মজুরির পরিমাণ গত এপ্রিল মাসে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭ পাউণ্ড ১৩ শিলিং-এ। কয়লা শ্রমিকরা বর্তমানে ব্রিটেনে সব চেয়ে বেশী মজুরি পাইতেছে এবং তাহাদের বর্তমান মজুরি যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই বৎসরের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত খনিজ দ্রব্যের ফলে মোট ৮,০০০,০০০ কাঁচামাল [illegible] হইয়াছে; অন্য প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন উৎপাদন কমে [illegible] ছিল মধ্যে ১২৫,০০০,০০০ কাঁচামাল [illegible] হইয়াছিল। সেই হিসাবে বর্তমান অবস্থাকে ভাল বলিতে হইবে।

দিল্লী

কলিকাতা শাসনতন্ত্র বিল পাশ হইতে বিলম্ব—ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কমিশনের কার্য শেষ—ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দুরবস্থা—আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সমস্যা—ভারতের পাওনা না মিটাইলে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ১৭ই নভেম্বর—এই বৎসরের মধ্যেই গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র বিলটি পাশ হইয়া যাইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্ক যে বেশের দিকে যাইতে থাকা হইয়াছিল, তাহা বহু সদস্য উত্থাপন করিয়াছেন। বর্তমানে নাগরিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা চলিবে বলিয়া সম্ভবতঃ পরবর্তী অধিবেশনে বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশের প্রশ্ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশগুলির মধ্যে কোনো সম্পর্ক একরকম হইবে না কেন, সেই বিষয়ে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয়। খসড়া শাসনতন্ত্রে এই বিষয়ে নির্দেশ আছে যে প্রদেশ ও দেশীয়রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তন করিতে প্রয়োজন হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলির সঙ্গে অনুরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়া উহাদের (কেন্দ্রীয় সরকারের) ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশীয়রাজ্যের ক্ষেত্রে উহাদের অমতে সীমানার কোন পরিবর্তন করা চলিবে না [illegible] থাকিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল [illegible] এই ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করেন। "[illegible]" [illegible] বলেন যে, ভারতের দেশীয়রাজ্যের সীমানার ব্যক্তিগত কোন অধিকার প্রদেশগুলির বা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই এবং এই অধিকার বাকী রাখা হইয়াছে যুক্তিসঙ্গত। প্রয়োজন হইলে দেশীয়রাজ্যগুলির সহিত সমঝোতাভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সীমানা পরিবর্তন করার পথ রহিয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, উভয় পক্ষই সেই পথ গ্রহণ করিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

"ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন কমিশন" উহাদের অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং প্রকাশ, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই তাহা প্রকাশিত হইবে। কেন্দ্রীয় বর্তমান প্রাদেশিক সীমানার কোন আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই জন্য উহারা ভাষার ভিত্তিতে নূতন প্রদেশ গঠন করিবার সম্ভাবনা উহাদের রিপোর্টে সহিত [illegible] নির্দিষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াও ঐ মতের একজন বিশিষ্ট নেতা। সেই হিসাবে ঐ মতের অনুকূলে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে। সেই জন্য নীতিগতভাবে খসড়া বিলের আলোচনায় শেষে [illegible] প্রদেশ গঠন সম্পর্কে

পরিমাণে দ্রুত [illegible] যে শর্ত হইবে ইহা কোন অস্বীকার [illegible] বৃহৎ প্রদেশগুলির আর্থিক শক্তি [illegible] দিয়াছেন [illegible] পরিকল্পনা নতুন [illegible] দিয়াছেন, উঁহাদের মতামত [illegible] প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থা ও [illegible] করিয়াছেন যে [illegible] হইয়াছে [illegible] যাইতেছে যে, [illegible] নূতন প্রদেশ [illegible] দিয়াছেন এবং উঁহারা এই সঙ্গে একটি [illegible] ও [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] উচিত [illegible]

ভারতের [illegible] শ্রীযুক্ত কে. সি. নিয়োগী [illegible] ব্যবসা [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত নিয়োগী উহার [illegible] শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে, [illegible] যে কোন প্রকারে [illegible] বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] বৈদেশিক [illegible] এবং তাহাদের [illegible] হইয়াছে [illegible] বিশেষ [illegible] পাকিস্তান ও [illegible] বৈদেশিক [illegible] হইয়াছে। [illegible] দিক দিয়া [illegible] এবং [illegible] বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী আশা করেন যে, [illegible] পাকিস্তানের [illegible] স্থির হইবে এবং [illegible] এই [illegible] যে, উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে [illegible] করিয়া দেওয়া উচিত।

দুই ডমিনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে [illegible] আলোচনা [illegible] আলাপ-আলোচনা শেষ হইয়াছে। [illegible] দুই ডমিনিয়নের [illegible] কি কি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইবে তাহা এখনও সম্পূর্ণ জানা না [illegible] আলোচনার [illegible] বিষয় [illegible] নাই। [illegible] চুক্তি [illegible] ভারতের [illegible] দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানে [illegible] এখনও [illegible] নাই। [illegible] পাকিস্তানের [illegible] কিন্তু পাকিস্তানের [illegible] পাকিস্তানের নিকট [illegible]

[illegible] এখনও [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে [illegible] আর্থিক [illegible] নীতির [illegible] হইয়াছে [illegible] এই [illegible] পাকিস্তান [illegible] হইতে [illegible] পাকিস্তানের [illegible] এবং [illegible] করিতে হইবে [illegible] সেই জন্য তাহাদের [illegible] প্রচুর [illegible]

কানপুর

যুক্তপ্রদেশে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির সুষ্ঠু পরিকল্পনা—দুর্নীতি ও বে-আইনী মাল চালান বন্ধ করার প্রচেষ্টা—বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা—তুলা পাবার সম্ভাবনা—চিনির কলের অচলাবস্থার অবসান।

নিজস্ব সংবাদদাতা (প্রেরিত)

কানপুর [illegible]—অন্যান্য প্রদেশের মত যুক্তপ্রদেশও উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য সর্বপ্রকার [illegible] চেষ্টা করিতেছে। এ পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশে [illegible] ২ লক্ষ উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের পুনর্বসতির জন্য [illegible] যুক্তপ্রদেশ সরকার মোট ১কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা [illegible] ৬০ লক্ষের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। সরকার এখনও প্রায় ৩০ হাজার বাস্তুহারাদের ক্যাম্পে রাখিয়া তাহাদের খাদ্য-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন। ক্যাম্পে বাস্তুহারাদের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। তবে সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া, বাস্তুহারাদের মধ্যে কাজ করিবার মনোভাবের একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে। তবে ধীরে ধীরে তাহাদের মনোভাবের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা চলিতেছে এবং অনুরোধ ও [illegible] যদি কোন ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে সরকার কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। বাস্তুহারা, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি অথবা নারী ও শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

দুর্নীতি [illegible] যুক্তপ্রদেশে [illegible] পৌঁছাইতেছে এবং [illegible] যুক্তপ্রদেশ সরকারের নিকট খবর আসিয়াছে যে, কিছু ও [illegible] হইয়াছে। [illegible] বর্তমানে [illegible] হইবে। এই বিষয়ে [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে [illegible] যুক্তপ্রদেশ সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন না কেন তাহা [illegible] এদিকে [illegible] যুক্তপ্রদেশের [illegible] দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে এবং এই [illegible] উদ্ভব হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের [illegible] সরকার [illegible] দুর্নীতি দমন ও বে-আইনী মাল চালান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, বে-আইনী মাল চালান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] নিযুক্ত করিতে হইবে, [illegible] উপযুক্ত [illegible] কর্মচারী ও [illegible] করিতে হইবে এবং [illegible] উপর [illegible] দৃষ্টি রাখিবার জন্য [illegible] কর্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে। [illegible] উপযুক্ত [illegible] হইবে [illegible] যে কোন সময় দুর্নীতি দমন ও বে-আইনী মাল চালান সম্পর্কে উচ্চ কর্মচারী [illegible] করিতে পারেন। এখন সরকারের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক এবং আশা করা যায় জনসাধারণ [illegible] সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিত হইবে।

কানপুরের বস্ত্রশিল্প উৎপাদক [illegible] প্রাদেশিক সরকারের নিকট এক আবেদনপত্রে বলিয়াছেন যে, বস্ত্রশিল্প [illegible] প্রদেশের [illegible] যুক্তপ্রদেশ [illegible] যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে [illegible] দেওয়া [illegible] বৃদ্ধি পাইবে। ঐ [illegible] উপায় হইতেছে জনসাধারণের [illegible] কার্যকরী [illegible] জনসাধারণকেও এই বিষয়ে [illegible] তুলিতে হইবে এবং [illegible] যে একটি [illegible] তাহা জনসাধারণের মনে [illegible] করিতে হইবে।

তুলা পাবার অভাবে যুক্তপ্রদেশের চিনির কল-গুলিতে যে [illegible] সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে। [illegible] সম্পর্কে [illegible] তুলা পাবার উৎপাদনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, [illegible] মালিক ও সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। চিনির কলের মালিকদের কি পরিমাণ মাল [illegible] মালিকদের নিকট [illegible] হইয়াছে এবং উঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী মাল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

সঙ্কলন

আসাম-ভ্রমণ সম্পর্কে ব্যবস্থা

বিদেশবিভাগের সর্বাধিনায়ক আসাম ভ্রমণ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। আসামে ভ্রমণের সময় ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য আসাম ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ভ্রমণকারিগণ আসামে ৭ দিন ভ্রমণ করিতে পারিবেন এবং ভ্রমণকালে তাঁহারা একটি অনুমোদিত বিদেশী সঙ্গে করিয়া চলিবেন। বিদেশীর [illegible] দরকার হইবে না।

গত ১লা জুলাই (১৯৪৮) হইতে এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ২৫ জনকে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ভ্রমণকারিগণ [illegible] হইতে শিলং, আসাম ও [illegible] পর্যন্ত যাইবেন এবং ঐ পথেই ফিরিয়া আসিবেন। যে সকল ভ্রমণকারী আসাম বিষয়ে চর্চা করিয়াছেন, আসামে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাদের আর কোন পারমিটের প্রয়োজন হইবে না। যে সকল ভারতীয় ভ্রমণকারী আসাম ভ্রমণ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন ভারত-আসাম [illegible] কোন বিভাগ বা ভারতের প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করেন।

ভারতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান

ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা দপ্তরের নির্দেশিত (১৯৩৯ সালের আগষ্ট=১০০) পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত ৩১ অক্টোবর (১৯৪৮) পর্যন্ত এক সপ্তাহে শতকরা ০.২ পয়েন্ট বাড়িয়াছিল। ঐ মূল্যমান এক মাস পূর্বের মূল্যমান শতকরা ০.১ অধিক এবং গত বৎসরের ঐ সপ্তাহের তুলনায় শতকরা ৮.৫ অধিক।

আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যদ্রব্যের দাম শতকরা ১ পয়েন্ট বাড়িয়াছিল। চীনাবাদাম, কার্পাস বীজ, রবার প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচামালের মূল্যমান শতকরা ০.৩ বৃদ্ধি পায়। আংশিক তৈয়ারী পণ্যের দাম অপরিবর্তিত ছিল এবং সম্পূর্ণ তৈয়ারী দ্রব্যের দাম শতকরা ০.১ এবং বিবিধ দ্রব্যের মূল্য শতকরা ০.৬ হ্রাস পাইয়াছিল।

ধানের সর্বোচ্চ মূল্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সকল জেলায় সর্বপ্রকার ধানের সর্বোচ্চ মূল্য মণপ্রতি সাড়ে সাত টাকা বাঁধিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। ধানের দাম এই প্রথম এইভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গে বর্তমানে ধানের কোন সর্বোচ্চ মূল্য নির্দিষ্ট নাই। প্রাদেশিক সরকার উদ্বৃত্ত জেলাগুলি হইতে মণপ্রতি সাড়ে-সাত টাকা দরে ধান ক্রয় করিতেছেন। বাহিরের জেলাগুলিতে কিন্তু [illegible] বেশী দরে ধান বিক্রী হয়। এখন বাঁধিয়া দিয়া সরকার বাহিরে ও ভিতরে সকল অঞ্চল হইতেই ধান সংগ্রহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

কলিকাতায় জমি ও গৃহের উপর কর

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের এক আদেশে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকারের মতে কলিকাতার সমস্ত ওয়ার্ডে জমি ও ইমারতাদির মোট কর ধার্যের জন্য উহাদের বার্ষিক মূল্য পুনরায় নির্ধারণ করা কর-দাতাদের স্বার্থে অবিলম্বেই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ১৯৪৮ সালের কলিকাতা কর্পোরেশন (অস্থায়ী পরিচালন) আইনের (পশ্চিম বঙ্গ ৮ আইন, ১৯৪৮) ৭ম ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে [illegible] কলিকাতা কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৩১ ধারার ব্যবস্থানুযায়ী জমি এবং ইমারতাদির কর ধার্যের-ক্ষেত্রে যথায় থাকা সত্ত্বেও জমি এবং ইমারতাদির মোট কর ধার্যের জন্য কলিকাতার সমস্ত ওয়ার্ডের জমি ও ইমারতাদির বার্ষিক মূল্য পুনর্নির্ধারণের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পাকিস্থান হইতে স্ত্রী-পুত্র আনয়ন

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কর্মচারীদিগকে এক মাসের মধ্যেই পাকিস্থান হইতে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সরাইয়া আনিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, এই প্রদেশের সরকারী কর্মচারীদের প্রতি ঐরূপ কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অপরপক্ষে পশ্চিম বঙ্গ সরকার পূর্ব বঙ্গ হইতে বাস্তুত্যাগীদের পশ্চিম বঙ্গে আগমন রোধ করার জন্য পূর্বের ন্যায়ই আগ্রহান্বিত।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধানের জন্য ভারত সরকার ৯ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। আগামী ৭ই ডিসেম্বর দিল্লীতে উহার প্রথম বৈঠক বসিবে। ১৯১৯ সালের স্যাডলার রিপোর্টের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের বিষয়ে কোন চেষ্টা হয় নাই।

এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে কমিশনের সদস্যদের নিকট একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা প্রেরিত হইয়াছে। প্রশ্নের উদ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত:

১ বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা প্রণালীর উচ্চ মান বজায় রাখা, শিক্ষকদের যোগ্যতা, তাঁহাদের বেতন ও [illegible], ছাত্রদের ভর্তি ও [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থসংস্থান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যম—বিদেশে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ইত্যাদি।

কমিটি বৈঠকের পর কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন। প্রত্যেক স্থানে কমিশন ৩ হইতে ৮ দিন অবস্থান করিবেন। কমিশন আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতা পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪৯ সনের ৩১ মার্চের মধ্যে কমিশনের কার্য শেষ হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

উচ্চ কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতের বিভিন্ন কারিগরী প্রতিষ্ঠানে বিপুল কারিগরদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত সরকার ৬০টি বৃত্তিদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিন বৎসর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সফল ছাত্রগণ কেন্দ্রীয় সরকারে কাজ করিবেন।

বৃত্তিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তিগুলি বন্টন করা হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং:
মেকানিক্যাল ২০।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পাথুরিয়াঘাটা,   ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

পাকিস্থানবাসীদের শক্তি বৃদ্ধি

পাকিস্থান রক্ষার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে [illegible] করিবার জন্য ৫০ হাজার উপজাতীয় লোককে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কয়েক মাস যাবৎ এই সমস্ত উপজাতীয় লোককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই ইহারা নিয়মিত পাকিস্থান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

রেলওয়ে ধর্মঘট সম্পর্কে ভোট গ্রহণ

অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে যে, ধর্মঘট সম্পর্কে প্রত্যেক অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৫১ সালের ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে ইউনিয়নগুলিতে ভোট গ্রহণ শেষ করিয়া ফেডারেশনের অফিসে [illegible] রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে।

সভায় আরও [illegible] যে, [illegible] ফেডারেশনের [illegible] ঐ বিষয়ে [illegible] হইবে। সভায় শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ সভাপতিত্ব করেন এবং প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতিকল্পে পূর্ব বঙ্গ সরকারের পরিকল্পনা

প্রকাশ, বিহার ও আসামের [illegible] প্রত্যাগত প্রায় এক লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতির জন্য পূর্ব বঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইবে। আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতির জন্য [illegible] এবং পরিত্যক্ত জমি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক পরিবারকে জমি দেওয়া এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনায় ৫ জনের একটি পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর জমি, ও [illegible] বাবদ মোট ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

সরকারী মহলের সংবাদে জানা যায় যে, এই জন্য প্রায় এক লক্ষ একর জমি পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য পূর্ব বঙ্গ সরকার শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৩ কোটি টাকা সাহায্য চাহিবেন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বাস্তহারা ছাত্রদিগকে সাহায্য

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ যে-সকল বাস্তহারা ছাত্রছাত্রী [illegible] ভর্তি হইতে চাহে, [illegible] ১৯৫০ [illegible] ইণ্টারমিডিয়েট [illegible] সাহায্যের জন্য এডুকেশন অফিসারের (কলিকাতা) নিকট আবেদন করিতে হইবে।

টেক্সটাইল বোর্ড গঠন

পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৪ জন সভ্য লইয়া একটি টেক্সটাইল বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিল ও তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন, বণ্টন, বেচা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সকল বিষয়ে উক্ত বোর্ড সরকারকে পরামর্শ দিবে। [illegible] ও [illegible] ব্যাপারে বোর্ড সরকারকে সাহায্য করিবে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্পের অতিরিক্ত টেক্সটাইল কমিশনার শ্রীযুক্ত [illegible] ও টেক্সটাইল ডিরেক্টর মিঃ এস. এন. মুখার্জী যথাক্রমে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাকিস্থানের নিকট হস্তান্তরিত রেলওয়ে সরঞ্জাম

প্রকাশ, পাকিস্থানের নিকট ট্রেনের ইঞ্জিন প্রভৃতি রেলওয়ে সরঞ্জাম সম্পর্কে ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড ও পাকিস্থান সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তদনুযায়ী পাকিস্থান সরকার [illegible] বাবদ ভারতীয় রেলওয়ের ৬০ লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন। ট্রেনের উপরিউক্ত সরঞ্জামগুলি রেলওয়ে হইতে লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই রেলওয়েগুলির মূল্য হইবে ৬০ লক্ষাধিক টাকা।

নিজামের সম্পত্তির হিসাব

নিজাম পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের। সংবাদে প্রকাশ যে, মণি, সোনা, রূপা, হীরক প্রভৃতিতে তাঁহার প্রায় ৬৬,৩৪,০০,০০০ টাকা আছে। ইহা ছাড়া উক্ত পরিমাণ মূল্যের জমি ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি আছে।

হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, নিজাম তাঁহার অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্যাদি কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখেন নাই, বা কোন বিদেশী ব্যাঙ্কেও তাঁহার সম্পত্তি স্থানান্তরিত করেন নাই।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত জমিগুলি হইতে প্রতি বৎসর তাঁহার আড়াই কোটি টাকা আয় হয়। এই সব জমি সরকারী [illegible] আওতায় আসিবে এবং তাঁহার নিজের মনোনীত ব্যক্তিগণ উহা দেখা-শুনা করেন। [illegible] প্রতি বৎসর মোট প্রায় তিন কোটি টাকা [illegible]। ইহার উপরেও নিজাম রাজ্যের রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন।

[illegible] আসাম [illegible] প্রায় [illegible] পূর্ববঙ্গ [illegible] বলিয়া প্রকাশ।

নিজাম সরকারের কর্মচ্যুত কর্মচারিগণ

হায়দ্রাবাদের সংবাদে প্রকাশ, নিজাম সরকারের যে সকল কর্মচারী গত [illegible] রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করার জন্য পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা পদচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব পদে নিযুক্ত করার আদেশ জারী করিয়াছেন। পুনর্নিয়োগের জন্য আগামী ৩১এ জানুয়ারীর মধ্যে তাঁহাদিগকে আবেদন করিতে হইবে।

ঐ সংবাদ হইতে জানা গেল যে, প্রায় ৭ হাজার কর্মচারী এই আদেশের আওতায় পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে ৩ হাজার কর্মচারী পদত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রায় সমসংখ্যক কর্মচারী রাজাকারদের ভয়ে অথবা নির্যাতনের ফলে কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং প্রায় এক হাজার কর্মচারী পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দু মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত

ইন্দোরের নিকটবর্ত্তী [illegible] মন্দিরের দ্বার [illegible] সর্বসাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। এই মন্দির উক্ত অঞ্চলের একটি পুরাতন হিন্দু মন্দির।

কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি

দেরাদুনের বন-গবেষণা প্রতিষ্ঠান [illegible] উৎপাদন [illegible] কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন।

সম্প্রতি একটি পুস্তিকাতে এই গবেষণার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে কাঠের পরিপুষ্টি হয়। অতএব, [illegible] যায় উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তত উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় নাই। উপরিউক্ত উপায়ে [illegible] কাঠের [illegible] যায়, কিন্তু [illegible] যায় না। এই পদ্ধতির অসুবিধা হইতেছে এই যে, সকল শ্রেণী ও আকারের কাঠে উহা প্রয়োগ করা সম্ভব নহে।

[illegible] এই পদ্ধতি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে।

পশুপালন ও পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত বোর্ড

কলিকাতায় সরকারী সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কৃষি, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রাদেশিক বোর্ডের অধিবেশন সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়াছে এবং উহাতে প্রদেশের পশু সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্যে এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, কলিকাতায় বর্ধিত হারে দুগ্ধ সরবরাহ ব্যাপারে সরকারের ও ভবিষ্যতে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কৃষিসচিব শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পশ্চিম বঙ্গে শিল্পবিরোধ আইনসভা

গণ-পরিষদের পশ্চিম বঙ্গের সদস্যগণ পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত শিল্পবিরোধ বিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী আলোচনার সময়ে এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে। পশ্চিম বঙ্গের ১৭ জন সদস্য এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সভাপতিত্ব করেন। প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের শিল্পমন্ত্রী উক্ত বিলের সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বাঙালী সম্মেলন

আগামী ২৫এ ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে "বাঙালী সঙ্ঘ" কর্তৃক একটি বাঙালী সম্মেলন আহূত হইয়াছে। উহাতে বাঙালীর মধ্যে দলাদলি, পরস্পর সহযোগিতা ও মিলন সাধনের প্রয়োজনীয়তা, ভারত ডোমিনিয়নে প্রদেশ-গঠন সম্বন্ধে গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত ও বাংলার দাবী উপেক্ষা, বাঙালীর বৈষয়িক আর্থিক দুরবস্থা ও তাহার প্রতিকারের পথ, বহির্বঙ্গ বাঙালীদের সমস্যা ও প্রবাসী বাঙালীদের শিক্ষাদান ও সংস্কৃতি রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

হিলি ষ্টেশনে আবদ্ধ চাউল

কোন কোন সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, পশ্চিম দিনাজপুরে সংগৃহীত ২ লক্ষ মণ চাউল উপযুক্ত ওয়াগনের অভাবে হিলি ষ্টেশন ইয়ার্ডে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে পূর্ব পাকিস্তান সরকার আন্তঃডোমিনিয়ন চুক্তি অনুসারে ঐ চাউলের জন্য আবশ্যক সার্টিফিকেট না দেওয়ায় হিলি সেক্টরের মধ্যবর্তী হইতে উহা পড়িয়া আছে এবং পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষে তাহা অপসারিত করা সম্ভব হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে একাধিকবার অনুরোধ করা হইয়াছে। এই চাউলের অধিকাংশ গুদামে রাখা হইয়াছে এবং খুব সামান্য কিছু চাউল খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। চাউলের যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উপেক্ষণীয়। আসাম-বিহার রেলওয়েতে ঐ চাউল অপসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে কিছু সময় লাগিবে, কেন না হিলি হইতে আসাম-বিহার রেলের ট্রেন খুব কম আসিয়া থাকে এবং সব ওয়াগনই অন্যত্র চাউল পাঠাইতে হইবে। তদুপরি আন্তঃডোমিনিয়ন রেলওয়ে চলাচলেও অসুবিধাও হয়।

বগুড়া ও দিনাজপুর জিলায় ধান সংগ্রহ

পাকিস্তান সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যাহাদের অধিক পরিমাণ ১০ একরের বেশী আবাদিযুক্ত বগুড়া জেলায় এবং প্রতি ১৩৫৫ সালের মণ প্রতি (পাকি) এবং দিনাজপুরে কোন কোন থানায় একর প্রতি ৩১/০ মণ এবং কোন কোন থানায় ১০/০ মণ (পাকি) হিসাবে ধান সরকারী গুদামে জমা দিতে হইবে। অধিক জমির মালিকগণের জোতদারগণ মণ ধান পাইবে কিন্তু বর্ষায় শস্যহানির বিরুদ্ধে কোনও ক্ষতিপূরণ বলা হয় নাই। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হিন্দু, মুসলমান, কৃষক ও জোতদারগণ আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পাকিস্তানে বস্ত্রাদি রপ্তানি

ভারত গভর্ণমেন্ট কোন নির্দিষ্ট প্রকারের ব্যবসায়ীদিগকে মুদ্রা-মূল্য হইতে আমদানীকৃত বস্ত্রাদি নগদ পরিশোধে পাকিস্তানে রপ্তানির অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:

(১) যে সকল ব্যবসায়ী দেশবিভাগের পূর্বে টেক্সটাইল কমিশনারের স্বীকৃত লাইসেন্স পাইয়াছেন এবং পাকিস্তানে বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন,

(২) যে সকল আমদানীকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী প্রস্তুতকারকদের ভারত ও পাকিস্তানের জন্য নিযুক্ত সোল এজেন্টরূপে কাজ করেন এবং আমদানীকৃত বস্ত্রাদি পাকিস্তানে পাঠাইবার জন্য পুরাতন ব্যবস্থা ইত্যাদি রক্ষা করেন।

এতদ্ব্যতীত রপ্তানির জন্য আবশ্যক অনুমতিপত্রাদির জন্য বন্দরসমূহের রপ্তানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। অতঃপর প্রধান রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের নিকট সরাসরি আবেদন পাঠাইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। যেসকল লোক ইতিপূর্বে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা যোগ্য বিবেচিত হইলে পুনরায় তাঁহাদিগকে আবেদন করিতে হইবে।

ভারতের নিকট সার বিক্রয়

চিলি সরকার ভারতের নিকট ৫০ হাজার টন সার বিক্রয় করিবার প্রস্তাব জানাইয়াছেন। এখনও পর্যন্ত কোন চুক্তি সম্পন্ন হয় নাই।

সান্টিয়াগো হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, চিলি ভারতের নিকট মোট ১ লক্ষ টন সার বিক্রয় করিবে। এই বৎসর চিলিতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে সার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে বোধহয় চিলির নাইট্রেট বিক্রেতাদের নিকট অধিক পরিমাণ সার বিক্রয় করা চলিবে। চিলি সরকারের সহিত ভারতের সরকারের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিয়ন্ত্রণাধীন দ্রব্যের পরিমাণ

গত অক্টোবর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের এন্ফোর্সমেন্ট শাখার নিকট নিয়ন্ত্রণাধীন দ্রব্য চালান করিবার ২০টি ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে ৩,১১৭ মণ ধান ও চাউল, ২৩ মণ সরষার তেল, ১৩ মণ সুপারি, ৩ টিন কেরোসিন তৈল, ৬৬৮ গজ ধুতি ও শাড়ী, ৮৫২ গজ মার্কিন, ১৮৮টি গেঞ্জি, ৫৯ বাণ্ডিল ও ৩ মণ সুতা, ৯টি তৈয়ারী পোষাক, ১ বাণ্ডিল কাপড়, ১৮ মণ মোম, ৩ টিন অ্যালোমিনিয়াম সামগ্রী, ১৫ মণ সিমেন্ট, ৪ মণ আলকাতরা, ৫১ বাণ্ডিল ঢেউতোলা লোহার পাত, ৩৩ বাণ্ডিল লোহার রড, ৭ মণ লোহার পাত, ৩২ টিন মার্গারিন তৈল, ৩৬ টিন পরিশোধিত তৈল, ৬৭ বস্তা কার্বাইড, ১২ হাজার টিন ১১ খানা কাপড় প্রভৃতি উদ্ধার করা হইয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দিবার প্রস্তাবও পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার জন্য অতিরিক্ত মালগাড়ী

গত ১৩ই নভেম্বর যে ১০ দিন শেষ হইয়াছে সেই দশ দিনে বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কয়লা খনি হইতে কয়লা বোঝাইয়ের জন্য বি. এন. আর. লাইনে প্রতিদিন গড়ে ১,৮১০ খানি করিয়া ওয়াগন দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্ব দশ দিনে দেওয়া হইয়াছিল (অর্থাৎ ৩১এ অক্টোবর পর্যন্ত) ১,৭১১ খানা ওয়াগন। ই. আই. রেলওয়ে এই সময়ে সাধারণ অপেক্ষা প্রতিদিন গড়ে ১৫৭ খানা ওয়াগন বেশী দেয়। গত বৎসর এই সময়ে দেওয়া হইয়াছিল ১১০ খানা ওয়াগন।

চিনির কারখানাসমূহের আখ চালানের জন্য গড়ে দৈনিক ৪৪০ খানা ওয়াগন দেওয়া হইয়াছিল। ৩১এ অক্টোবর যে দশদিন শেষ হইয়াছে সেই দশদিনে এইরূপে গাড়ী দেওয়া হইয়াছিল ৩২৫টি। আলোচ্য সময়ে সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, লোহা, ইস্পাত, লবণ, চিনি প্রভৃতির জন্য ৩০ খানা স্পেশাল মালগাড়ী দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পূর্ব দশ দিনে দেওয়া হইয়াছিল ২৭খানি স্পেশাল।

ডাক বহনে প্যান-আমেরিকান

প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ এই সপ্তাহের প্রারম্ভ হইতে কলিকাতা হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাক বহনের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে এদেশের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে না থাকায় এখন সকল ডাক নিউইয়র্কে পাঠান যাইবে। অতএব এখন ভারত হইতে নিউইয়র্কে

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিমান প্রদর্শনী

[illegible]

ভারত-ইরান বিমান চুক্তি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ডাঃ সি, ভি, রামনের প্রত্যাবর্তন

[illegible]

[illegible]

মুক-বধির শিল্প প্রদর্শনী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রচার ও [illegible]

[illegible]

[illegible]

ডাকযোগে বৈদেশিক [illegible] প্রেরণ

[illegible]

ফোন—ক্যাল ৩৮০১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্‌সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার্স,

লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন

সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ

এবং

সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র

ও

মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

ডানলপ

সবার আগে

১৮৮৮ সালে প্রথম ডানলপ প্রথম কার্যোপযোগী হাওয়া-ভরা টায়ার প্রস্তুত করে।

১৮৯৮ সালে প্রথম ডানলপ এদেশে প্রথম টায়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩৬ সালে প্রথম ডানলপ প্রথম এদেশে টায়ার তৈরির কারখানা স্থাপন করে।

১৯৪৮ সালে প্রথম টায়ার কোম্পানির মধ্যে ডানলপ প্রথম ৫০ বছর পূর্ণ করে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব করছে।

গুণে ও কার্যকারিতায় —

ডানলপ সবার আগে

J B Dunlop
1898-1948
50 YEARS

DJK 2

অর্থলোক

চুক্তি পালনের পাকিস্তানী নমুনা

রপ্তানি পরামর্শদাতা সংসদের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নিয়োগীর পাটসম্পর্কিত উক্তি

[illegible]

[illegible]

• •

[illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible] নয়, একথা [illegible] আর্থিক সাহায্য [illegible] পাকিস্তানকে [illegible] ছিল যে, পাকিস্তানের সঙ্গে এ বিষয়ে আর মতভেদ না, উদ্বাস্তুদের [illegible] তাহা না হইলে ভারত সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগের ফলে ভারতেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারত সন্দেহ নাই।

● ● ● ● ●

গত ২৪শে নভেম্বর তারিখে [illegible] নূতন দিল্লী সম্মেলনে পূর্বনির্দিষ্ট সকল প্রশ্ন লইয়া আলোচনা হইয়াছে। ১৩টি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ১০টি সম্পর্কেই সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাকী [illegible] একটি ২৮ ও ২৯শে নভেম্বর তারিখে করাচীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় [illegible] সেক্রেটারী সম্মেলনে বিবেচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারটি সম্পর্কে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে তাহার মধ্যে দুইটি পুনরায় আগামী [illegible] বিষয়ে [illegible] যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে উত্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন কোন বিষয় সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও, যে সকল বিষয়ে মীমাংসা গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে—তাহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের লেনদেনের নিষ্পত্তি এবং অন্যান্য [illegible] অনেকাংশ সহজ হইবে।—আমরা আশায় রহিলাম,—পাকিস্তান কর্তৃক নূতন করিয়া চুক্তি [illegible] কথিতরূপ আবার একটি নূতন আলোচনার প্রয়োজন উদ্ভূত না হইলেই আমরা সুখী হইব।

● ● ●

ভারতীয় পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক অধিবেশনে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত চিন্তামন দেশমুখ ভারতের জাতীয় উপার্জনের পরিমাণের [illegible] অবনতি সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে।

তাঁহার উক্তি সম্পর্কে কোন আলোচনার পূর্বে বর্তমান বৎসরের ৩১এ অগাষ্ট তারিখে সমাপ্ত পাঁচ মাসের [illegible] সামুদ্রিক বাণিজ্যের [illegible] হিসাবের উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতে পারে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত পাঁচ মাসে ভারতবর্ষের প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০.৮৮ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে অবিভক্ত ভারতের উক্ত সময়কালীন প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৭০.৭০ কোটি টাকা।—এই হ্রাস প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাণিজ্য উদ্বৃত্তের এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থার জন্য আমাদের বহির্দেশ হইতে খাদ্য আমদানির নীতিই মূলত দায়ী, অতএব বিদেশ হইতে আমাদের খাদ্য আমদানির পরিমাণ ক্রমে হ্রাস করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে আমরা আশাবাদ প্রকাশ করিলে অবিলম্বে স্বয়ংনির্ভর না হইতে পারিলেও উক্ত খাদ্য আমদানির পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস সাধন করিতে নিশ্চয়ই পারিব:—আলোচ্য পাঁচ মাসে কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য আমদানির জন্য ভারতকে ৫২.৪১ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে এই সময়ে পরিমাণ ছিল মাত্র ৬.৮৮ কোটি টাকা এবং ১৯৪৮ সালে ছিল ৬.৩১ কোটি টাকা।

● ● ● ●

শ্রীযুক্ত দেশমুখ জাতীয় উপার্জন পরিমাণের অবনতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরের গোড়ার দিকে যেখানে কোন এক মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ [illegible] উৎপাদনের অঙ্ক ১২০ লক্ষ গাঁইটে উঠিয়াছিল, সেখানে বর্তমানে উহার পরিমাণ মাসে ৫০ লক্ষ হইতে ৬০ লক্ষ গাঁইটের উপরে কিছুতেই যাইতেছে না। [illegible] অভাবে [illegible] সর্বনিম্ন [illegible] অভিযোগ করা [illegible] আবশ্যক।

● ● ● ●

একথা স্বীকার করিতে হইবে না যে [illegible] আমাদের যৌথিক অবনতি এবং প্রচুর পরিমাণে [illegible] ও [illegible] ক্রয় করিতে হইবে,—[illegible] কিছুতেই চলিতে না। কিন্তু আমাদের [illegible] উপায় হইয়াছে [illegible] আমাদের [illegible] বৃদ্ধি করা—এবং [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] পাটজাত দ্রব্যই বিদেশের প্রধান [illegible] অর্থাৎ পাটজাত দ্রব্যকেই [illegible] বলা যায়।—শ্রীযুক্ত দেশমুখ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

● ● ● ●

কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করিবার প্রয়োজন যে, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের [illegible] উপার্জনের যথাযোগ্য সুযোগ প্রদান করা হইতেছে কিনা। [illegible] বর্তমান বৎসরের এপ্রিল হইতে [illegible] পাটের মূল্য ও পাটজাত দ্রব্যের [illegible] পরিমাণ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব পূর্ব বৎসরের ঐ সময়কালের পরিমাণ অপেক্ষা তাহা বহুলাংশে অধিক (বর্তমান বৎসরের এপ্রিল-আগষ্ট এই পাঁচ মাসে পাটের মূল্য ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি পরিমাণমূল্য ৭০.৯৮ কোটি টাকা, ১৯৪৯ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫.৩১ কোটি টাকা, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল-আগষ্ট পাঁচ মাসে ছিল ৬৫.৩১ কোটি টাকা), কিন্তু বৎসরের সকল দিক বিবেচনা করিয়া এই অবস্থা হইতে সান্ত্বনা লাভ করা কঠিন।

[illegible] তুলার অভাবের [illegible] বাজারের চাহিদার সহিত আমাদের পাটজাত দ্রব্য যে তাল রাখিতে পারে নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে আমরা [illegible]।

● ● ● ●

পাটের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা ছিল ইহার সুলভ মূল্য,—কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার যে অত্যধিক [illegible] লৌহিত্যময় বাজারে বৈদেশিক ক্রেতা বাধ্য হইয়াই বিকল্পের সন্ধান করিতেছেন।—শ্রীযুক্ত দেশমুখের বক্তৃতায় এই বিষয়ের বিকল্প প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। পাটজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস না করিতে পারিলে, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বাজারে পাটের একাধিপত্য যে একেবারেই লোপ পাইবে, এবং পাটের স্থলে অন্যান্য বিকল্পের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহা [illegible] সরকার যেন এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া [illegible]।

● ● ● ●

[illegible] টাকার বাজারে অবস্থা মোটামুটি [illegible] আছে। [illegible] লেনদেনের পরিমাণ [illegible] দেখা দিয়াছে [illegible] আছে। [illegible] কোন বিশেষ [illegible] নাই। [illegible] যে প্রচুর পরিমাণে [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] সম্পর্কে [illegible] সরকারের যে নীতি ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে [illegible] প্রকারেই অধিকাংশ অর্থ বিনিয়োজিত হইতেছে।

● ● ● ●

সরকারী ঋণপত্রের বাজারেও বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। সরকারী ৩% সুদের ১৯৬৩ সালের [illegible], সরকারী ঋণপত্র [illegible] এক আনা অধিক মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হয় ([illegible])। [illegible] সরকারী ৩% সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের সরকারী ঋণপত্র ১০০/০ মূল্য অর্থাৎ [illegible] দেখা গিয়াছে। তবে [illegible] সম্পত্তি [illegible] পাওয়া [illegible] অর্থ [illegible] হইবে। [illegible] সরকারী ঋণপত্র [illegible] বাজারে সরকারী ঋণপত্রে উৎসাহিক [illegible] আছেন।

● ● ● ●

গত ১১ই নভেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাংকের বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রচলিত নোটের পরিমাণে অবনতি এবং ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণে উন্নতি ঘটিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে প্রচলিত নোটের পরিমাণে উল্লেখিত হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ১৭ কোটি টাকা (১,১৭০.৭৮ কোটি টাকা—১,১৫৩.৭৮ কোটি টাকা) এবং ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি টাকা (২১.০৭ কোটি টাকা—২৯.১৮ কোটি টাকা)। কিন্তু মোট নোটের পরিমাণে ৩৬ লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১,১৯২.৮৫ কোটি টাকা—১,১৯৩.২১ কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে সোনা মুদ্রার পরিমাণ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখা যায় (৪০.০৮ কোটি টাকা—৪০.৮৮ কোটি টাকা)। [illegible] ও মুদ্রাব্যবস্থার পরিমাণে কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় নাই।

● ● ● ●

ব্যাংকিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার অবনতি পরিলক্ষিত হয় (১৩৩.৩১ কোটি টাকা—১২০.০৬ কোটি টাকা)। যদিও বলা হয় যে, ব্যাংকগুলিসমূহের [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে এই হ্রাস ঘটিয়াছে। কিন্তু [illegible] সরকারী জমার পরিমাণে প্রায় ৭ কোটি টাকার উন্নতি দৃষ্ট হয় (১১৮৭ কোটি টাকা—১২৮২ কোটি টাকা)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সরকারের প্রদত্ত [illegible]

(শেষাংশ ৮০ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

ভারতের বহির্বাণিজ্য সমস্যা

ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা না হইলে ভারতের সম্মুখে প্রবল বাধা-বিপত্তি দেখা দিবে বলিয়া, ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত কে. সি. নিয়োগী সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের যে অনিশ্চয়তার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সরকার এতদিন পরে যে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাহা বিলম্বে হইলেও সুখের কথা। বর্ত্তমানে [illegible] "বিক্রেতার বাজার" হইতে "ক্রেতার বাজারে"র আবির্ভাব-লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার দরুণ [illegible] পৃথিবীর বহু জিনিসের বাজার ভারতের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং ফলে ভারতের রপ্তানি হ্রাস পাইয়া দেশের বাণিজ্যে পরিস্থিতি অবনতি দেখা দিয়া আরও জটিল করিয়াছে। ভারত সরকারের রপ্তানি উপদেষ্টা সম্প্রতি এই সব বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদের উল্লিখিত অভিমতের সমর্থন করে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে আমরা যে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সম্মুখীন হইব তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব এবং ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজারের অভাব হইবে না।—আমাদের সরকার এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার মত লোক খুব বেশী পাওয়া যাইবে না।

রপ্তানি বাণিজ্য উপদেষ্টা [illegible] প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে, যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত তাহা হইলে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হইত না। অন্য আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির ফলে ভারতের বহু ও [illegible] অনেক ক্ষতি ও বাজার সংকোচ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, কিন্তু চুক্তিগুলি সময়মত প্রতিপালিত হয় নাই বলিয়া বহু সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া গিয়াছে। যেমন, পাকিস্তান নির্দ্ধারিত মূল্য স্বীকার করে নাই বলিয়া, অন্যান্য দেশ হইতে পাট ক্রয় করিয়া ভারতকে বিদেশ হইতে পাট সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আবার উক্ত পরিমাণ পাট সরবরাহ আজও পৌঁছে নাই বলিয়া পাট-শিল্প বলের উৎপাদন আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। যে যাহা হউক, বিদেশের বাজারে প্রবল ভাবে রপ্তানির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যোগাযুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে আশা করি যে, দুই, ডলারদেশের [illegible] বাজারে সমভাবে পরিচালিত হইবে এবং [illegible] কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবে।

• • • •

চাউল

কলিকাতার বাজারে ক্রেতাদের দেখা গিয়াছে এবং গত সপ্তাহে যে মন্দার ভাব ছিল তাহা কতকটা কাটিয়া যায় এবং আবার তেজি ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন মাল মণের দর নিম্নরূপ ছিলঃ—

মগ ৪৫, বাঁটে ৩০, . বন ১৯, ঝোলা ১৯, বালাম ২০ চাউল (বেনারস) ৩৫, কুচি ১৭০, দুধ ৪১, অন্যান্য ১৩,।

যুক্তপ্রদেশের চাউলের উৎপাদন বিষয়ে জানা যায় যে সেখানে কম ফসলের চাউলের বহুস্থলে অভাব দেখা দিয়াছে এবং বাজারে চাউলের বহু নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বিষয়ে চর্চা চলিতেছে। মগ, বন, বালাম, কুচি ইত্যাদি বহু নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী দরে বেচা হয়। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের বাজারেও দর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিহারের চাউলের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিহার সরকার বিচার করিতেছেন এবং স্থির করিয়াছেন যেখানেই উদ্বৃত্ত চাউল পাওয়া যাইবে তাহা সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিবেন। এরূপ ব্যবস্থায় বিহারের বাহিরে আর কোন দরে সম্পূর্ণ চাউল প্রেরিত হইবে না বলিয়া মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গ সরকার মোট ও বহু জেলার [illegible] মূল্য মণ হিসাবে স্থির করিয়াছেন এবং ঐ দরে বিভিন্ন জেলা হইতে সরকার চাউল সংগ্রহ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জন্য ৫০,০০০ টন ব্রহ্মদেশীয় চাউল ক্রয় করিয়াছেন। ঐ চাল আট-আনা সিকি ব্রহ্মদেশীয় চাউল ১১৷০ দরে ক্রয় করিয়া কলকাতায় ১৬৷০ দরে বিক্রয় করিতে হইবে।

তুলা ও সূতাবস্ত্র

গত ২১শে মার্চের (রবিবার) বোম্বাইয়ে যে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা হইয়াছে তাহার ফলে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে লেনদেন ও কারবার কোন কাজ হয় নাই। বাজার খুলিবার পরে বহু সংবাদ পাওয়া যায় যে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে তুলার ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ফলে বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। আই সি সি কেন্দ্রীয় দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৭০০ টাকা ছিল, তাহা আলোচ্য সপ্তাহে ৭০০।০ পর্য্যন্ত উঠে।

—গত ১লা আগষ্ট (১৯৪৮) হইতে আগামী এক বৎসরের হিসাবে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তুলা উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে। এই বৎসরের জন্য আগামী অনুমানমূলক তুলা হইতেছে:—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুলা উৎপাদনকারী দেশ (১৫,০৭২,০০০ গাঁইট), তাহার পরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে সোভিয়েট রাশিয়া (৭,৮০০,০০০ গাঁইট) এবং ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ হইবে ২,৮০০,০০০ গাঁইট। মিসরের তুলার পরিমাণ হইবে ১,৭৭২,০০০ গাঁইট। সমগ্র পৃথিবীর তুলা উৎপাদনের পরিমাণ মোট ৩২,৭৫০,০০০ গাঁইট হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

গুড় ও চিনি

নূতন গুড়ের প্রচুর আমদানি হওয়ার ফলে বাজারে গুড়ের দর অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং বহুদিন এখনও নিম্নগতি রহিয়াছে। নূতন গুড়ের দর ২০, হইতে নামিয়া এখন ১৫, দাঁড়াইয়াছে, পুরাতন গুড়ের দর নামিয়া ১০ টাকায় ঠেকিয়াছে। অধিক পরিমাণ বাজারে আখের দর হইয়াছে ২৸০ পাই

চিনির বাজারে মন্দাভাব দেখা দিয়াছে। চিনির মূল্যহ্রাসের আশঙ্কায় ব্যবসায়ীরা তাহাদের মাল তাড়াতাড়ি বিক্রয় করিতে চান, কিন্তু উপযুক্ত ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। আগামী মরসুমে চিনির ও ইক্ষুর কি দর স্থির করা হইবে, সেই সম্পর্কে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সর্ব্বশেষ খবর এই যে, চিনির সর্ব্বোচ্চ পাইকারী দর হইবে ২৮, এবং ইক্ষুর দর হইবে ১৷০. চিনির খুচরা মূল্য হইবে মণপ্রতি ৩০,।

তৈলবীজ

গত দুইমাস পর্য্যন্ত তৈলবীজের দরে তেজীভাব দেখা গিয়াছিল এবং তিসি ও চীনাবাদামের দরেও অনেক উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি বাজারে আবার সর্ব্বত্র মূল্যাবনতি দেখা যায় এবং প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই নিম্ন গতিই পরিলক্ষিত হয়। রেড়ির বীজ ও তৈলের মূল্যহ্রাসের ফলেই বাজারে মন্দার ভাব বৃদ্ধি হয় বলিয়া মনে হয়। বাজারে বিক্রেতার প্রাধান্য দেখা যায়, ফলে দরেও অবনতি ঘটে। চীনাবাদামের দর শেষ পর্য্যন্ত ৩৩৷০তে স্থির হয়। রেড়ির বীজের দর ২৩৷০ হইতে নামিয়া শেষ পর্য্যন্ত ২০৷৵০তে পৌঁছে। তিসির (বোম্বাই-তিসির) দর ২৯৷৵০ হইতে নামিয়া ২৭৷৵০-তে দাঁড়ায়।

চা

আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ২০,০০০ প্যাকেজ লোকি-যোগ্য চা কলিকাতার বাজারে ছাড়া হয়। বাজার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের প্রবল চাহিদা সৃষ্টি হয়, কিন্তু নিলামের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর ক্রমশ ছাড়া অপেক্ষা মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। আসা-মাঝারি চায়ের দর দুই আনা হইতে চার আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। উত্তম শ্রেণীর চায়েরও দরের সামান্য উন্নতি দেখা যায়। সাধারণ চায়ের দর দুই পয়সা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

প্রায় ১,০০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা আসামের বাজারে ছাড়া হয়। উহার দরে দৃঢ়তা দেখা যায়। সাধারণ গুঁড়া চায়ের দরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সোনা-রূপা

সোনার আমদানি বৃদ্ধির ফলে সোনার বাজারে কিছুটা মন্দাভাব দেখা যায়। সোনার অগ্রিম সওদার দর ১১৬।০ হইতে ১১২৸০ মধ্যে উঠানামা করে। সোনার নগদ দর ১১৪৸০ ছিল। রূপার দর ৭০৷০-তে স্থির ছিল।

রূপার বাজারে ফাটকাবাজদের প্রাধান্য দেখা গেলেও রূপার কোন বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে নাই এবং [illegible] দর উঠানামা করিতেছিল, ১১৮৸০ পর্য্যন্ত নামিয়া রূপার দর ১১৮৸০-তে উঠিয়াছে। সপ্তাহান্তে অগ্রিম সওদার বাজারে রূপার দর ১১৮৸০-তে উঠে এবং নগদ দর ১১৮৸০ পর্য্যন্ত হয়।

বাজারের কথা

যৎসামান্য উন্নতি

কলিকাতা শেয়ার বাজার

গত বৎসরের তুলনায় ইণ্ডিয়ান আয়রন এই বৎসর খুব সামান্য পরিমাণে [illegible], বাজারে বৎসরের উন্নতি দেখা দিয়াছিল তাহার ফল মোটের উপর শুভ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবশ্য ইণ্ডিয়ান আয়রন ৪০, পর্যন্ত উঠিয়া ৩৯ টাকায় নামিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বিভাগে বিশেষভাবে উন্নতির প্রভাব দেখা দিয়াছে। জনসাধারণ বর্ত্তমানে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যে-কারণে বাজারের ভাব এই শোচনীয় পরিস্থিতি উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র কিছুদিন কোন প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সাফল্যের ফলেই দূরীভূত হইবার নয়। তবে প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর লাভ করিতে সমর্থ হইলে বাজারের উন্নতিকল্পে তাহা যে যথেষ্ট সহায়তা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * *

সম্প্রতি [illegible] কোম্পানীর বাজারে টাটা আয়রনের শেয়ারের দরে যে মূল্য দেখা যাইতেছে, তাহা হতাশাজনক। গত আগষ্ট মাসে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা যে ইহা সফল হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। বর্দ্ধিত উৎপাদন লাভজনক হইলে যে টাটা আয়রনের দর অবনতি হইবে না, নানাকারণে এরূপ অনুমান করা খুব অসঙ্গত হইবে না।

* *

ইণ্ডিয়ান আয়রনের দরের উন্নতি হওয়ায় এবং কলিকাতায় সর্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়ায়, লোহা-র বাজারে যে বিক্রেতাদের ভিড় জমিয়াছিল তাহা হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে টাটা আয়রনের দরের পরিস্থিতিতেও কিছু পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। টাটা আয়রনের ডেফার্ড শেয়ার বর্ত্তমানে ১৬৩০, হইতে ১৬৪০ টাকার মধ্যে উঠানামা করিতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে, ৮৫ একবার এই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারিলে, অদূর ভবিষ্যতে ইহার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বিভাগেই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু একমাত্র লেনদেনের [illegible] ছাড়াও প্রকৃত ক্রয়বিক্রয়কারীদের সাহায্য আবশ্যক।

* * * *

ইণ্ডিয়ান আয়রনের সহিত [illegible] হইয়া স্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারেও বেশ উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই শেয়ারের দরের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৎসর	সর্বোচ্চ দর	সর্বনিম্ন দর	লভ্যাংশ
১৯৪৪	৩৭৸০	২৭৸০	৸৵০
১৯৪৫	[illegible]	৩০৸৶০	৸৵০
১৯৪৬	[illegible]	[illegible]	৷০
১৯৪৭	[illegible]	২১৸৶০	[illegible]
১৯৪৮	[illegible]	১৭৸৶০	ঘোষিত হয় নাই

কিছুদিন পূর্ব্বে স্টীল কর্পোরেশন শেয়ারের দর ইণ্ডিয়ান আয়রনের দর অপেক্ষা অন্ততঃ ৫, কম থাকিত, কিন্তু বর্ত্তমানে এই পার্থক্য তিন টাকায় দাঁড়াইয়াছে। শুল্ক সংসদের (Tariff Board-এর) 'ন্যায্য মূল্যের' [illegible] উৎপাদনের মূল্য [illegible] যায়, তবে ইণ্ডিয়ান আয়রনের তুলনায় এই প্রতিষ্ঠান বেশী লাভবান হইবে। এই কারণে এই শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবার কথা।

* * * *

শেয়ার বাজার সম্বন্ধে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইকনমিক্স-এর ডিরেক্টর ডাঃ সি. এন. ভকিল যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলিয়াছেন যে বাজারের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য চারটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, লোকেরা এখনও অনুমান করিতে পারেন নাই কারণ, সরকারের [illegible] কি হইবে তাহা না দেখিয়া কেহই নূতন কোন ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নহেন।

দ্বিতীয়তঃ, ধনিকসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান পরিস্থিতির [illegible]। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সম্প্রতি শিল্প [illegible] আইন যে [illegible] সমর্থন করিলেও, [illegible] যে গত দুই বৎসরের তুলনায় [illegible] পাইবেন না তাহা অনিশ্চিত, অথচ প্রত্যেকেই [illegible] কৌশল খুঁজিতেছেন। [illegible] সরকারের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

মিঃ ভকিল [illegible] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠিক এই কারণে তাঁহারা কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন।

তৃতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যাবলীতে অনেকের মধ্যেই আস্থার অভাব হইয়াছে। তাহাদের কিছুই গোপন করিবার নাই, তাঁহাদের মনে কোন ভ্রান্তি উঠে না। অথচ যে সকল লোকের [illegible] হইলে সরকার তাহাদের কার্যাবলী পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন, অথবা অন্যান্য মীমাংসা করিতে পারেন।

চতুর্থতঃ, বাজার হইতে সম্প্রতি একশ্রেণীর [illegible] সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছে। [illegible] পূর্ব্বে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাদের আর [illegible] বাজারে আর তাঁহারা কোন উৎসাহ দেখাইতে পারিতেছেন না। [illegible] এমন দুর্বিপাকে পড়িয়াছেন যে, বাজারে [illegible] কোন উপায় আর তাঁহাদের হাতে নাই। বাজারের বর্ত্তমান দুরবস্থা এই কারণ-চতুষ্টয়ের সহিত আমরাও সম্পূর্ণ একমত।

* * * *

সম্প্রতি [illegible] আইন [illegible] করিতে বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ [illegible] শেয়ারের দর [illegible] হইয়া যাবে। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয় বৎসরের [illegible] এই আইন [illegible] বিনিয়োগকারীদের [illegible] যে বেশ [illegible] হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শেয়ারের দর বর্ত্তমানে যেভাবে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, [illegible] বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বাজারে উৎসাহ দেখাইবার ইহাই প্রকৃত সময়। শেয়ারের এই অবনতি কিছুতেই যে আর বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না—অদূর ভবিষ্যতে যে ইহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, আমাদের এখন ইহাই মনে হইতেছে।

পাট (কোম্পানী) বাজারে [illegible] কিছুটা [illegible] দেখা দিয়াছে এবং কয়েকটি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] স্থির করিতে।

* * *

সরকারী ঋণ

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে বেশ মন্দা দেখা দিয়াছে। টাকার বাজারে [illegible] এবং [illegible] বিক্রেতার আগমন হওয়ায় দরের বেশ অবনতি ঘটিয়াছে। [illegible] ৩, হইতে ১৯৬৬-৬৮ সালের ঋণপত্রে সামান্য [illegible] করিলেও দরের অবনতি রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ৩, হইতে [illegible], [illegible] হইতে [illegible], ৩, হইতে [illegible], ৩, হইতে [illegible], ৩, হইতে [illegible] পর্য্যন্ত দাম হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক—

বিক্রেতার প্রাচুর্য্যহেতু ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক শেয়ারের দর যথেষ্ট পতিত হয়। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া হইতে কিছুটা অবনতি হয়, তবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারে কিছুটা উন্নতি হয়। ইম্পিরিয়াল [illegible], সেন্ট্রাল ৮৫, (৮২,), ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া [illegible], ক্যালকাটা ন্যাশনাল ১৫, , হিন্দুস্থান ৩০, , হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল ২০, (২০।০) এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল [illegible] পর্য্যন্ত দাম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

কাপড়ের কল—

এই বিভাগে কাজ এই সপ্তাহে অত্যন্ত কম হইয়াছে। কানপুর টেক্সটাইল [illegible] ও কেশোরাম [illegible] পর্য্যন্ত দাম হইয়াছে।

কয়লার খনি—

গত সপ্তাহে এই বিভাগে কাজ অত্যন্ত কম হইলেও দাম [illegible] যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়াছে। আমালগামেটেড [illegible], ভারত [illegible], বরাকর [illegible], বুরাড়িয়া [illegible], ইষ্ট ইণ্ডিয়া [illegible], মাণিক ৭, [illegible] ও নর্থ কামারপুর [illegible] পর্য্যন্ত দাম হইয়াছে।

চটকল—

এই বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কিছু কাজ হইয়াছে এবং [illegible] অবধি যথেষ্ট ক্রেতা ছিল। আগরপাড়া [illegible], অকল্যাণ্ড ১০৮, (১১৭,) [illegible], গৌরীপুর [illegible], হাওড়া [illegible], [illegible] এবং [illegible] পর্য্যন্ত দাম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

(শেষাংশ ৮৩ পৃষ্ঠায়)

যৌথিক

কেশোরামের অগ্রগতি

গত ৩১শে মার্চ তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য কেশোরাম কটন মিলস লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর উৎপাদিত মাল, মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ও নীট লাভের অঙ্ক উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের মোট বিক্রয় [illegible] টাকা স্থলে আলোচ্য বৎসরে [illegible] পাওয়া গিয়াছে [illegible]। এবং ইহার ফলে আলোচ্য বৎসরে নীট লাভের পরিমাণ হইয়াছে [illegible] ([illegible])। এই বর্ধিত লাভের অঙ্ক হইতে করবাবদে ব্যয় ধরা হইয়াছে [illegible] ([illegible]) মূল্যহ্রাসবাবদে ধরা হইয়াছে [illegible] ([illegible]) এবং সাধারণ রিজার্ভে দেওয়া হইয়াছে [illegible] ([illegible])। এই সকল [illegible] পর কোম্পানীর হাতে অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ [illegible] টাকার সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের [illegible] যোগ করিয়া মোট [illegible] হইতে সাধারণ অংশগুলির বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে (অংশপ্রতি [illegible]) লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। [illegible] পূর্ববর্তী হিসাব প্রকাশিত হইবার পর কোম্পানীর [illegible] মূলধন [illegible] টাকা হইতে [illegible] টাকায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে [illegible] বৎসরে [illegible] হিসাবে [illegible] হইয়াছে, [illegible] বর্ধিত মূলধনের [illegible] এবং পূর্ববর্তী মূলধনের উপর এই [illegible] হিসাব [illegible], এই লভ্যাংশের পরিমাণ [illegible] বার্ষিক শতকরা [illegible]। এই [illegible] আলোচ্য সময়ের জন্য অংশগুলি [illegible] ও [illegible] হিসাবে [illegible] প্রার্থনা করিয়া কর্তৃপক্ষ [illegible] নিকট আবেদন করিয়াছেন। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে [illegible] ([illegible])। "অতিরিক্ত লাভ কর" বাবদ [illegible] অর্থ [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ [illegible] করিয়াছেন। কারণ উঁহারা সরকারের নিকট হইতে এই অর্থ ফেরৎ পাইবেন বলিয়া মনে করেন।

অনুমোদিত মূলধন—[illegible] টাকা। আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]। বিক্রয়, বিলি ও [illegible] মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
অগ্রাধিকার	[illegible]
মজুত তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অবশিষ্ট লাভ (জের)	[illegible]
	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মজুত	[illegible]
নগদ জমা	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অতিরিক্ত লাভ কর বাবদ জমা	[illegible]
[illegible] "অতিরিক্ত লাভ কর"	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]
মোট সম্পত্তি	[illegible]

নিয়মাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—সাউথ [illegible] ও [illegible]) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • • •

৩০শে জুন ১৯৪৮ সালে সমাপ্ত ছয় মাসের জন্য [illegible] কোল কোম্পানী লিমিটেডের হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য হিসাব পূর্ববর্তী হিসাবেরই অনুরূপ। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মোট লাভ হইয়াছে [illegible] ([illegible])। এই লাভ হইতে করবাবদে [illegible] ([illegible]) এবং মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]) ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই সকল অর্থ ব্যয় করিবার পর অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের [illegible] একত্রিত করিয়া কোম্পানীর বণ্টনযোগ্য মোট [illegible] হইতে সাধারণ অংশগুলির বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ প্রস্তাব করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবেও সমপরিমাণ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে [illegible] ([illegible])। আলোচ্য সময়ে ঠিকাদারদের দ্বারা কয়লা উত্তোলনের কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবেই চলিয়াছে।

অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
অগ্রাধিকার	[illegible]
মজুত তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অবশিষ্ট লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মজুত	[illegible]
নগদ জমা	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
লগ্নিবিনিয়োগ	[illegible]
অতিরিক্ত লাভ কর বাবদ জমা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]
	[illegible]

• •

[illegible] কোম্পানী ([illegible]) লিমিটেড ১৯৪৭ সালের ৩১শে অক্টোবর সমাপ্ত এক বৎসর কার্যকালের জন্য উহাদের হিসাবনিকাশ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য হিসাবে দেখা যায় যে উক্ত সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে প্রকাশিত নীট লাভ [illegible] টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে নীট লাভ হইয়াছে মাত্র [illegible]। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে আলোচ্য সময়ে কোম্পানীকে কাঁচা মাল ও মাল সরবরাহ করিবার মালগাড়ীর অভাব, কারখানা পূর্ণ চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি-সরবরাহের অব্যবস্থা ও সর্বোপরি শ্রমিক আন্দোলনজনিত নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, যাহার ফলে উৎপাদন কার্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে এবং উৎপাদিত মালের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ের নীট লাভ [illegible] হইতে করবাবদে [illegible] ([illegible]); মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]) ও সাধারণ রিজার্ভে [illegible] ([illegible]) ব্যয় ধরা হইয়াছে। ইহার পরে অবশিষ্ট [illegible] ও পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের [illegible] একত্রিত করিয়া কোম্পানীর বণ্টনযোগ্য মোট [illegible] হইতে অগ্রাধিকার হারে [illegible] অংশগুলির বার্ষিক শতকরা [illegible] হিসাবে

[illegible] হইয়াছে [illegible] হিসাবে [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible])।

[illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] লিমিটেড [illegible] মূলধন—[illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] মূলধন—[illegible]

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩১.১০.৪৭)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সঞ্চয় তহবিল	[illegible]
অন্যান্য তহবিল	[illegible]
ঋণ	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]

[illegible] উন্নতি

(পূর্বাংশ ৮১ পৃষ্ঠায়)

বিবিধ—

[illegible] সপ্তাহ [illegible] থাকিলেও [illegible] এই বিভাগে কিছুটা কাজ হইয়াছে। [illegible] কর্পোরেশন [illegible], আসাম [illegible] [illegible], কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] ইঞ্জিনীয়ারিং [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] কর্পোরেশন [illegible], ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ([illegible]) [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], আসাম 'ন' [illegible], ইণ্ডিয়া [illegible] [illegible], ইণ্ডিয়ান আয়রণ [illegible], [illegible] কর্পোরেশন [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

চা :

এই বিভাগে [illegible] কম কাজ হইয়াছে। কোন উন্নতিও দেখা যায় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ([illegible]) পর্যন্ত কাজ হইয়া বাজার [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

(পূর্বাংশ ৭৩ পৃষ্ঠায়)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার [illegible] দেখা গিয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজন হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা যায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] কোটি টাকার উন্নতি [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উন্নতি [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

* *

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা যায় যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উন্নতি [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ টাকার উন্নতি দেখা যায় ([illegible] লক্ষ টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ টাকার উন্নতি [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা), কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার উন্নতি দেখা যায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] [illegible] হইলেও ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] টাকার উন্নতি [illegible] হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

[illegible]

"[illegible] [illegible]"এর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] "শ্রী [illegible] [illegible]" [illegible] হইয়াছিল। আমরা এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] এই যে, [illegible] [illegible] প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এই দুই শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী এবং [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও দ্বিতীয় শ্রেণী [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না—দ্বিতীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করি।

[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] দুই একটি কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] উপর [illegible], [illegible] টাকার উপর [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] টাকার উপর [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] নির্ধারিত হইয়াছে।

এই [illegible] [illegible] সালের [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] সালের মধ্যে [illegible] [illegible] হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] যে ট্রাম কোম্পানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ট্রাম কোম্পানী [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিবেন না।

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ ঃ—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চালু নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও বাট সোনা			
(১) ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(২) ভারতের বাহিরে			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট (ক)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন			[illegible]
সঞ্চয় তহবিল			[illegible]
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]		
(খ) অন্যান্য সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্বল্প মূল্যের মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ক্রয়কৃত হুণ্ডী			
(ক) আভ্যন্তরীণ		[illegible]	[illegible]
(খ) বহির্দেশ		—	
(গ) [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
বিনিয়োগ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ ঃ—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
বিলিকৃত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সঞ্চয় তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্থায়ী আমানত, চলতি খাতা, সঞ্চয় ও অন্যান্য হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
[illegible]			
বিনিয়োগ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ক্যাশ ক্রেডিট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ ঃ—তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
ভারতে			[illegible]
(১) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
ভারতে			[illegible]
(১) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
ভারতে		[illegible]	

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

		পাকিস্তান	
দায়—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চালু নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনার ও বাট সোনা	[illegible]	[illegible]	
মোট			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	—		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
সোনার ও বাট সোনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আদায়ীকৃত মূলধন		[illegible]	[illegible]
সঞ্চয় তহবিল			—
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) প্রাদেশিক সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) ব্যাঙ্কসমূহ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দেয় হুণ্ডী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দায়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট			[illegible]
টাকা মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
স্বল্প মূল্যের মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
ক্রীত ও বাট্টাকৃত হুণ্ডী			
(ক) আভ্যন্তরীণ			—
(খ) বহির্দেশ	...	...	—
(গ) সরকারী ট্রেজারী বিল	[illegible]	[illegible]	—
পাকিস্তানের বাহিরে জমা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	—		—
বিনিয়োগ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বাজার দর					
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনীয়ারিং											
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
টাটা আয়রন	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				—		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
কয়লাখনি											
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		—		[illegible]		
[illegible]	[illegible]				[illegible]				—		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		—				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		—				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	—	—				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	—	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	—	—				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
কাগজের কল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				—		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		—				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]					—

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান									
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
বিবিধ কল									
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
ব্যাঙ্ক									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
বিদ্যুৎ-সরবরাহ									
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, [illegible] অগ্রহায়ণ, [illegible] [illegible] ডিসেম্বর, [illegible] | মূল্য ।০

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস-চেয়ারম্যান)	শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা	শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান	শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর	শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা	শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি	শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, টি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, টি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯৭ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৯এ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
সরকারী অর্থনীতি বিশ্লেষণে ডাঃ মাথাই
প্রাসঙ্গিক
ভারতের অর্থ পরিস্থিতি, কেন্দ্র-পরিকল্পনায় নূতন নীতি,
আসাম-পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-চুক্তি ১১০
সংবাদলিপি
শেয়ার, ব্যাঙ্কিং,
[illegible]

বিষয় পৃষ্ঠা
অর্থলোক
[illegible] দুর্ভিক্ষ আতঙ্ক
পণ্যদ্রব্যের বাজার
চিনির মূল্য নির্ধারণ ও প্রাদেশিক স্বার্থ
বাজারের কথা
[illegible] কথঞ্চিৎ [illegible]…
যৌথিক
[illegible] বিষয়

সরকারী অর্থনীতি বিশ্লেষণে ডাঃ মাথাই

ব্রিটিশ আমলে প্রতিবৎসর বড়দিনের প্রাক্কালে ব্রিটিশ বণিকদের মিলিত সভায় ভারতের বড়লাট বক্তৃতা প্রদানকালে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেন এবং ঐ বক্তৃতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশ বণিকদের এই অধিবেশনের মর্য্যাদা স্বভাবতই অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—তবুও গত বৎসর এই সভায় পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঐ সভায় বক্তৃতা করেন এবং দেশের বিবিধ সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়া জাতীয় সরকারের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করেন।

এইবারও গত সোমবার দিন ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ঐ সভায় আমন্ত্রিত হইয়া ভারতের আর্থিক ও বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ, এবং বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ বণিকদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দীর্ঘ এক অভিভাষণ পাঠ করেন। ডাঃ মাথাই ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যেসব মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যেরূপভাবে তিনি ভারতের বর্তমান আর্থিক ব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সহিত মোটামুটিভাবে শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রই পরিচিত। সরকারী মহল হইতে এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে ভারতের বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে আমরা যাহা কয়েক মাস হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ডাঃ মাথাই তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। এই বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে "আর্থিক ভারত"এ একাধিকবার আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারী নীতি এখনও অস্পষ্ট আছে দেখিয়া, আমাদের অভিমতের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও, আমরা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মাথাইয়ের বক্তৃতায় এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, সরকার রোগের কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেও রোগ নিরাময়ের জন্য কি পন্থা অনুসরণ করা উচিত সেই সম্পর্কে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত আছেন। তাঁহারা দেশের সর্বশ্রেণীর—ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেরই মনোমতভাবে—অর্থাৎ দুকূল রক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহে সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণের কঠিন দায়িত্ব এড়াইয়া চলিতে চাহিতেছেন। অর্থাৎ সরকার সর্বজনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি জনকল্যাণ করিতে সমর্থ হন নাই ; এবং তাঁহাদের এইরূপ অদৃঢ় ও অসঙ্গত প্রয়াসের ফলে শেষ অবধি তাঁহাদের জনপ্রিয়তার হানিই ঘটিয়াছে। অথচ এমনটি হওয়ার প্রকৃতই কোন কারণ ছিল না। গোড়াতেই জাতীয় সরকারের পক্ষে সামান্য পরিমাণ সমাজবাদী পন্থা অবলম্বনের ফলে এবং সেই অবলম্বিত পন্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সম্যক প্রচারকার্যের পরিণামে অতি সহজেই দেশের সর্বশ্রেণীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সহজ ছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয়রাজ্য বিভাগ সর্দারজীর নেতৃত্বে যে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে

আমাদের জাতীয় সরকার অবশ্যই লক্ষণের প্রশংসার দাবী করিতে পারেন, এবং ডাঃ মাথাইও সেকথার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন, অশান্তি দমন, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান, হায়দরাবাদ অভিযানের সাফল্যজনক পরিচালন এবং সর্বোপরি এই বিশাল দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই অসামান্য কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কার্য কতটুকু সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে যে অনেকের নিরাশ হইতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য সাফল্য অর্জন অর্থে আমরা নিশ্চয়ই একথা বলিতেছি না যে, দুইশত বৎসরকালের অত্যাচার, অবিচার ও অশিক্ষার ফলে এই হতভাগ্য দেশে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মাত্র দুই এক বৎসরের চেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব কোন কল্পনা না করিলেও, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পরীক্ষিত নেতাদের হাতে যখন ক্ষমতা অর্পিত হইবে, তখন তাঁহারা দেশ ও জাতিকে এমন নির্দেশ দান করিবেন যাহাতে অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হইবে। কিন্তু সরকারী নীতি ও কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের নেতৃবর্গ নিজেরাই মনস্থির করিতে পারেন নাই এবং দৃঢ় হস্তে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া, অধিকন্তু আমরা ও আমাদের কর্তৃপক্ষ যদি পূর্বের ন্যায় নিজেরাই অসুবিধায় পড়িয়াছেন। ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতার কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিলেই আমাদের এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বত্ব-সাপেক্ষে দাবী সম্পর্কে ডাঃ মাথাইয়ের মতামত উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন বণিকদের পক্ষ হইতে মিঃ এ. পি. বেজল তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, বর্তমানে সরকারী করভারের চাপে আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ডাঃ মাথাই ঐ সম্পর্কে তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে করবৃদ্ধির চাপে ব্যবসায়ীরা যে একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ঐ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু করিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তবে সাবধানতাপূর্বক তিনি বলিয়াছেন যে সরকার ঐ বিষয়ে অবহিত আছেন এবং আগামী বাজেটে উপস্থাপনের সময় আমরা বলিয়া ঐ সম্পর্কে আর বেশী কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত বিধায় ডাঃ মাথাই মন্তব্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মাথাই বলেন যে, নির্বিচারে বিক্রয়কারীদের অনুপস্থিতির ফলে টাকার বাজারে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সরকার বাধিত হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই সেইজন্য তিনি ব্যবসায়ীদিগকে অধিকতর পরিমাণে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন।

এইখানেই সমস্যার মূল নিহিত আছে। একদিকে সরকারী মুখপাত্রগণ 'প্রগতিশীল' সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ধনিক-বণিকদের উচ্ছেদ করিবার সাধু সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া দিলেন একথা বারবার কতগুলি দিয়া দিতেছেন, আবার অপরদিকে তাঁহারা টাকার বাজারের উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় ধনিক ও শিল্পপতিদের সহযোগিতা কামনা করিয়া আবেদন জানাইতেছেন এবং শিল্পপতিদের বিদেশযাত্রার জন্য সুযোগ দিতেছেন। সরকারী আচরণের এই অসঙ্গতির জন্যই যে দেশের শিল্পপ্রসার বিঘ্নিত হইয়া পড়িয়াছে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কোন পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইতেছে, সরকারের পক্ষে তাহা কি এখনও বুঝিবার সময় আসে নাই?

আর শুধু তাহাই নহে। শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে গত এপ্রিল মাসে সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার ফলেও শিল্পপতিদের মনে যে সংশয় দেখা দিয়াছে, তাহাও দেশের শিল্পপ্রসারের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ। ঐ ঘোষণায় কোন্ কোন্ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইবে তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয় নাই এবং দশ বৎসর পরে শিল্প জাতীয়করণ না করিয়া, শিল্প জাতীয়করণের তারিখ আরও কয়েক বৎসর পিছাইয়া দিবার জন্য শিল্পপতিরা যে দাবী করিয়াছিলেন, সেই দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। কোন বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিলে এমন কয়েক বৎসর লাভ করা সম্ভব নহে,—কাজেই পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে জানিয়া শুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার জন্য নিজের শক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নিরর্থক পরিশ্রম স্বীকার করিবে।

সুতরাং এই ক্ষেত্রে সরকারের পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করা উচিত ছিল, কোন্ কোন্ শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে। আর এখন তাহা করিতে না পারিলে, দশ বৎসর পরে কি হইবে সেই বিষয়ে বর্তমানে কিছু ঘোষণা না করিয়া শিল্পপতিদের শিল্পসম্প্রসারণের জন্য সর্বপ্রকার উৎসাহ ও সাহায্য দান করাই সরকারের কর্তব্য ছিল। দশ বৎসর পরে কাহার হাতে শাসনভার থাকিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না এবং তখন বর্তমান সরকারের ঘোষিত নীতি প্রতিপালিত না-ও হইতে পারে, সুতরাং শিল্পে বিশৃঙ্খলা ও হতাশা-উৎপাদক এই ধরণের সরকারী ঘোষণার বর্তমানে কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে বহু সমালোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সরকারের এই অবিবেচনাপ্রসূত নীতির বিষময় ফলও ইতিমধ্যে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাঃ মাথাই এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব পূর্ব সরকারী ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

ভারতের অর্থসচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন, ভারতের মত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যশালী অথচ শিল্পে অনগ্রসর বিশাল দেশে জাতীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প পাশাপাশি বর্ধিত হইবার সুযোগ বহুকাল অবধি পাইবে। অর্থাৎ প্রকারান্তরে 'মিশ্র অর্থনীতি'র উপযোগিতা সম্পর্কেই তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু মিশ্র অর্থনীতির সাফল্য যে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে এবং দেশের সমগ্র জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনের জোরেই উন্নতি লাভ করে, তাহা ইতিপূর্বে আমাদের বাক্-বিস্তারপরায়ণ অদূরদর্শী কর্তৃপক্ষের মনে জাগে নাই।

সরকারের অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনার জন্য বিত্তবান ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিল্পবিস্তারের পথ ছাড়িয়া পণ্যদ্রব্যের বাজার এবং আমদানি রপ্তানি ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। সেই জন্যই "পারমিট" সংক্রান্ত প্রচেষ্টা বর্তমানে জাতীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পণ্যদ্রব্যের বাজারে মুনাফাখোরী হিসাবে দেখা যাইতেছে জাতির অধিকাংশ শিল্পপতিদের। ফলে একদিকে "পারমিট" কাড়াকাড়ি উৎকোচ গ্রহণ উৎকোচ প্রদান ও আনুষঙ্গিক দুর্নীতি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনি পণ্যদ্রব্যের বাজারে মুনাফাকামীদের নিজেদের অত্যাচারে পণ্যদ্রব্য ও বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হইয়া জাতীয় অর্থনৈতিক বিন্যাস শিথিল করিয়া দিতেছে। এবং অবস্থার এইরূপ দৈনন্দিন অবনতি দেখিয়া হতাশ হইয়া সরকার ব্যবসায়ীদের প্রতি দিন দিন কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতেছেন। ইহার ফলে সাধু ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের বিড়ম্বনা বৃদ্ধি পাইতেছে ও অপরদিকে চোরাকারবারী ও দুষ্ট ব্যবসায়ীরা সরকারকে ফাঁকি দিয়া ও দেশের লোকের সর্বনাশ সাধন করিয়া মুনাফা অর্জন করিবার সর্বাধিক সুযোগ লাভ করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাসঙ্গিক

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

খাদ্য সমস্যাকে 'জাতীয়' সমস্যা হিসেবে গত কয় বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন চালানো হইতেছে। এতৎসম্পর্কে নানা পরিকল্পনা [illegible] হইয়াছে এবং প্রচুর অর্থও এই সময়ে ব্যয় হইয়াছে। কয়েকটি সরকারী [illegible] ফলে [illegible] চাষ করা হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, খাদ্যে স্বাবলম্বী হওয়া তো দূরের কথা, আমাদের খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি এবং সেই সঙ্গে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

খাদ্য সরবরাহের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর হইতে যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বর্তমান বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে খাদ্য সরবরাহের ঘাটতি [illegible] বৃদ্ধি পাইবে। চলতি বৎসরে বিদেশ হইতে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৯ সালে খাদ্য সরবরাহের অবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে ২০ লক্ষ টন চাউল এবং ১০ লক্ষ টন [illegible] খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়িবে।

খাদ্য সরবরাহের এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য সরকার বিদেশ হইতে [illegible] ও [illegible] করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, চলতি বৎসরের [illegible] মধ্যে বোম্বাই ও বিহারে [illegible] পরিকল্পনা পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে [illegible] আংশিক [illegible] করা হইবে। [illegible] আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ভারতের ৭ কোটিরও অধিক [illegible] অধিবাসী রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ব্যাপক রেশনের প্রয়োজনে [illegible] স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশের প্রয়োজন ও [illegible] অনুযায়ী প্রতি মাসে খাদ্য [illegible] হইবে। কিন্তু [illegible] খাদ্য মজুত রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য ক্রয় করিয়াছেন।

ভারত সরকারের [illegible] হিসাব থেকে [illegible] খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে [illegible] পরিচয় [illegible] নাই। [illegible] প্রাথমিক প্রয়োজন [illegible], তাহার ঘাটতি বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া না পূরণ করিয়া উপায় নাই। [illegible] খাদ্য ঘাটতি পূরণ করিতে হইলে বিদেশ হইতে আমদানি করাই একমাত্র উপায় নয়। কিন্তু এই আমদানির [illegible] যতদিন না [illegible] ততদিন [illegible] যতই সতর্ক থাকুক না কেন [illegible] অধিবাসীরা [illegible] হইতে পারিবে না। [illegible] যে-কোন [illegible] উদ্যোগ [illegible] করিতে পারিবে। [illegible] সেই [illegible] পৌঁছাইবার জন্য যে [illegible] প্রয়োজন হইবে সেই [illegible] পড়িবে। খাদ্য সম্পর্কে আমদানি-নির্ভর [illegible] হওয়ার [illegible]। [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] আমদানি-নির্ভর [illegible] আমদানির [illegible] দিকে [illegible] উপলব্ধি করা যায়।

সুতরাং এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই দেশকে [illegible] উচিত ছিল। খাদ্য সম্পর্কে আমদানি-নির্ভর না হইয়া স্বাবলম্বী হইতে হইলে খাদ্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য দুইটি উপায় আছে—(১) উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি এবং (২) উৎপাদন [illegible]। এই দ্বিবিধ উপায়কে অনুসরণের জন্য [illegible] স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উৎপাদন পদ্ধতিতে [illegible] উন্নত বীজ, সার, জল ও [illegible] এবং বিভিন্ন কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার [illegible]। দীর্ঘমেয়াদী [illegible] প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের [illegible] করিতে হয়। স্বল্পমেয়াদী [illegible] ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনের [illegible] পরিকল্পনার [illegible]। দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে বড় [illegible] ভূমিসংস্কার [illegible] অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু গত [illegible] সরকারী দপ্তরের [illegible] দেশের [illegible] সরকার [illegible] দুইটি [illegible] —তাহাই আমাদের [illegible]। 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন শুরু হইবার পর হইতে খাদ্য [illegible] দেশের উপর [illegible] রাজনৈতিক [illegible] করিয়া যাইতেছে। [illegible] কৃষি [illegible] আন্দোলনের যে [illegible] হয়, দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই তাহা [illegible] ও [illegible] পরিণত হয়। তাহার পর এক বৎসর না যাইতেই [illegible] সাময়িক [illegible], [illegible] এবং [illegible]। ইহার ফলে [illegible] দেশের [illegible] ব্যবস্থা এবং [illegible] একটি [illegible] সৃষ্টি হয়। [illegible] সরকার যে [illegible] করিয়াছেন, [illegible] এবং [illegible] করিয়া [illegible] ও [illegible] দিকে [illegible]।

[illegible] খাদ্য [illegible] সমস্যা [illegible] না। ভারতের রাজনৈতিক [illegible] বিশেষ; [illegible] দুর্নীতি [illegible] দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও [illegible] ও [illegible] প্রয়োজনে খাদ্য সরবরাহে [illegible] হইতে হইবে। ভারতের ৯ কোটি একর [illegible] করিয়া এবং [illegible] সম্পূর্ণ, [illegible] ও [illegible] আগামী [illegible] ভারতের খাদ্য সরবরাহে [illegible] দুর্নীতি [illegible] করিতে [illegible] উন্নত [illegible] সরকারের যে [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন [illegible] করিতে [illegible] সরকারের [illegible]।

সেচ-পরিকল্পনায় নূতন নীতি

সরকারী [illegible] ও [illegible] সেচ-পরিকল্পনাগুলির [illegible] হইবে। [illegible] সেচ [illegible] অধিক [illegible] এ [illegible] এই সম্পর্কে [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। [illegible] পূর্বোক্ত সরকারী নীতিতে পরিবর্তনের আভাস [illegible]।

[illegible] এই পরিকল্পনাসমূহের [illegible] সম্পর্কে [illegible] এবং [illegible] সেচ, [illegible] ও [illegible] নিয়োজন, [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইবে—[illegible] একটি [illegible]। [illegible] পরিমাণ [illegible] ১০.৫ লক্ষ টন। এই [illegible] কোটি টাকারও অধিক [illegible] এবং তাহার ফলে [illegible] না [illegible] পূর্ণ [illegible] যায়।

[illegible] সেচ-পরিকল্পনা সম্পর্কে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ও ১ কোটি [illegible] ব্যবস্থা [illegible]। [illegible] পশ্চিম [illegible]

[illegible]

[illegible] অবশ্য পরিমাণ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা [illegible] হইবে।

জাপান-ভারতবর্ষের বাণিজ্য-চুক্তি

[illegible]

[illegible] অবশ্য কর্তৃক যে বিভিন্ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। [illegible]

চুক্তির বিবরণে প্রকাশ যে ১৯৩৩ সালের [illegible] জাপান ও ভারতবর্ষের [illegible] মোট ১০০ কোটি টাকার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য [illegible] ইহার মধ্যে জাপানের আমদানি-বাণিজ্যের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা। [illegible]

[illegible]

দেশের নাম	[illegible]	[illegible]
	(কোটি টাকার হিসাবে)	(কোটি টাকার হিসাবে)
[illegible] ও		
[illegible]		
[illegible]		
দক্ষিণ আফ্রিকা		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

উপরিলিখিত এই চুক্তিতে [illegible] জাপানের সহিত [illegible]

[illegible]

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনে আর্থিক বিশৃঙ্খলা—ট্রেড ইউনিয়নে কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বৃদ্ধির অপপ্রয়াস—ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নিশ্চেষ্টতা—শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ করিবার জন্য জেদ—১৯৫০ সালে মার্শাল পরিকল্পনার সাহায্যে ব্রিটেনের আর্থিক বিপর্যয় এড়াইতে পারার সম্ভাবনা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, [illegible] ডিসেম্বর—ট্রেড ইউনিয়নের [illegible] শ্রমিকদের [illegible] [illegible]

[illegible]

ব্রিটেনের [illegible]

[illegible]

ইউরোপ [illegible]

[illegible]

ব্রিটেনের [illegible]

আমেরিকা

অভূতপূর্ব শান্তিকালীন ব্যয়—দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধোদ্যোগের আয়োজন—আণবিক বোমার উপর নির্ভর করিয়া কম্যুনিজম প্রতিরোধ করা অসম্ভব—বৃহদাকার বিদেশ সাহায্য আর কত দিন চালু থাকিবে?—বর্তমান কালে উৎপাদনের নূতন রেকর্ড।

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

[illegible]

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	২,০০,০০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	৫০,০০,০০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	২৫,০০,০০০ টাকার উপর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"ক্যালকাটা ন্যাশনালে" আপনার একটি একাউন্ট রাখুন।

[illegible]

বোম্বাই

[illegible]

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রানসফরমার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেক্‌ট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সঙ্কলন

প্রাদেশিক খাদ্যসচিব সম্মেলন

প্রাদেশিক খাদ্যসচিব ও কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারীদের আগামী সম্মেলন ডেলহীতে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ বাড়তি পতিত জমি আবাদ পরিকল্পনা কত দূর কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তজ্জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। আগামী সম্মেলনে এই অর্থ সাহায্য লাভের প্রশ্ন আলোচিত হইবে। ভারতের খাদ্যসচিব শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

পতিত জমি আবাদের জন্য যন্ত্রপাতিযুক্ত কেন্দ্রসমূহ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে আর্থিক সাহায্য পাইতে পারেন। আগামী সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত সরকার উক্ত অর্থ ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পতিত জমি আবাদের নানা প্রকার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয় নাই, আমদানীর চেষ্টা পুনর্বিবেচনা করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে পতিত জমি আবাদ করা হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশে পতিত জমির আবাদ নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে।

ভারতে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটির পাট পরিকল্পনা উপ-সমিতি ১৯৪৯ সালে ভারতে আরও ১ কোটি ৫ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছেন। ভারত সরকারের কৃষিদপ্তরের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মিঃ এস. টি. রাজ এর সভাপতিত্বে সমিতির যে বৈঠক হয় তাহাতে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে অতিরিক্ত ৩ কোটি ৮০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে।

ভারতের সেনাবাহিনীতে পরিবর্তন

লেঃ জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা ভারতের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হইবে এবং বর্তমান প্রধান সেনাপতি জেনারেল বুচারকে [illegible] হিসাবে অন্তর্বর্তীকালের পরে বহাল থাকিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এখন, দক্ষিণ বাহিনীর জি. ও. সি.-ইন-সি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহারাজা শ্রী রাজেন্দ্র সিংজী জেনারেল কারিয়াপ্পার স্থলে পশ্চিম বাহিনীর জি. ও. সি.-ইন-সি অথবা প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইবেন। পূর্ব বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক লেঃ জেনারেল ঠাকুর নাথু সিং দক্ষিণ বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক হইবেন। কাশ্মীর ও জম্মু বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক লেঃ জেনারেল শ্রীনাগেশ পূর্ব বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক হইবেন এবং তাঁহার স্থলে মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিং নিযুক্ত হইবেন। হায়দরাবাদের মিলিটারী গভর্ণর মেজর জেনারেল জে. এন. চৌধুরী মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিংহের স্থলে সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন।

বর্তমানে ভারতের সেনাবাহিনীতে ১৭০ জন বৃটিশ অফিসার আছেন, তন্মধ্যে ১০০ জনকে এই ডিসেম্বর মাসেই ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট অফিসাররা টেকনিক্যাল বিভাগের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদেরও কার্য্যের মেয়াদ তিন মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধের নূতন উপায়

ভারত সরকারের [illegible] ও শিল্প সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য আগামী অর্থবৎসরে মুদ্রাস্ফীতি রোধের ব্যবস্থা হিসাবে উন্নয়নের পরিকল্পনার ব্যয় অর্ধেক কম করিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলিও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

দেশীয়রাজ্যগুলি সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা

ভারত সরকারের দেশীয়রাজ্য দপ্তর বিভিন্ন দেশীয়রাজ্যকে প্রদেশের সহিত যুক্ত করিবার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দেশীয়রাজ্য দপ্তরের উপদেষ্টা মিঃ ভি. পি. মেনন এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশীয়রাজ্য পরিদর্শন করিতেছেন এবং রাজন্যবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা এবং প্রজামণ্ডলের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন।

প্রথম, কোলাপুরের মহারাজার রাজ্যভার গ্রহণ প্রস্তাবের অনুমোদন হইলে কোলাপুরের মহারাজা কোলাপুরকে অন্তর্ভুক্ত হইতে দিতে সম্মত হইয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, মিরাজ, কুরুন্দবাড়, জামখণ্ডি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে দেশীয় রাজ্যসমূহের এই অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনাধীনে আনা হইবে। [illegible]

জানা গিয়াছে যে, কোলাপুরের অন্তর্ভুক্তি প্রশ্ন সম্পর্কে কোনরূপ অসুবিধা দেখা দিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতভেদের প্রতিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা হইতে পারে।

আগামী মাসের প্রথমেই মহামান্য মিঃ ভি. পি. মেনন কোলাপুর পরিদর্শন করিবেন। তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কোলাপুরের প্রতিনিধিবর্গের প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত নির্ধারণ করিবেন।

চিনির নূতন শ্রেণীবিভাগ

ডি. আই. সি. [illegible] অভিমত জানাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে চিনিকলগুলিতে যে নূতন শ্রেণী বিভাগ চালু হইবে, তাহাতে উচ্চ, মধ্যম ও সাধারণ শ্রেণীর পরিবর্তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী চালু হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডি. আই. সি কোম্পানীর যেন চিনিতে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর চিনি থাকিবে। কিন্তু পাটনা অঞ্চলের চিনিকলগুলিতে কেবলমাত্র প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর চিনি থাকিবে।

উচ্চ শ্রেণী, মধ্যম শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণীর চিনি সম্পর্কে পূর্বে যাহা স্থির করা হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই।

বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে প্রাপ্ত মেকী টাকার হিসাব

১৯৪৭ সালের জুলাই মাস হইতে গত জুন মাস পর্যন্ত ভারতীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রদেশে, রেল-স্টেশন অথবা আদালতে প্রায় ৩৩০০টি মেকী টাকা পাওয়া যায় বলিয়া ঐ সকল স্থান হইতে প্রাপ্ত সরকারী হিসাবে জানা গিয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত মেকী টাকার হিসাব এইরূপঃ—বোম্বাই—১,৭২৯ যুক্তপ্রদেশে—৬৯৮; মাদ্রাজ—৭৮৩ বিহার—৪১৫ পশ্চিম বঙ্গ—৩৯৮; পূর্ব পাঞ্জাব—১৬৮ এবং উড়িষ্যা—১৩০।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বসতি

পশ্চিম বাংলা হইতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যে প্রতিনিধিদল গিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি সরকারী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আন্দামানে উদ্বাস্তু ও অন্যান্য লোকের পুনর্বসতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। পুনর্বসতিবিভাগের শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

জানা গিয়াছে, প্রতিনিধিদলটি নিম্নরূপ সুপারিশ করিয়াছেন: কেন্দ্রীয় সরকার ঐ দ্বীপপুঞ্জে বাস্তুহারা বসতির জন্য [illegible] জমি উদ্ধার করিয়া উন্নতি বিধানের সমস্ত খরচ বহন করিবেন এবং সেখানে বসতি স্থাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য [illegible] খরচ বহন করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা হইতে [illegible] বিনা ভাড়ায় জাহাজের ব্যবস্থা করিবেন এবং কলিকাতা হইতে দ্বীপপুঞ্জে নিয়মিত [illegible] জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত বিষয়ে [illegible] সরকার দায়ী থাকিবেন। দ্বীপপুঞ্জে [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] গ্রহণ করিবেন।

পশ্চিম বঙ্গে বাস্তুহারাদের অবস্থান

সর্বশেষ সংখ্যা হিসাব [illegible] কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে গত [illegible] মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম বঙ্গে প্রায় [illegible] লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। কলিকাতাতেই আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড় সর্বাপেক্ষা বেশী। এখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৩ হাজার ৩১২। ২৪-পরগণায় উহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৫। জেলা অনুসারে আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নরূপ:—নদীয়া—৯৬,৯৪৬; হাওড়া—৮৭,৩৭২; পশ্চিম দিনাজপুর—৫০,৩৫২; হুগলী—৩৩,১১৮; মুর্শিদাবাদ—২৪,৯১০; জলপাইগুড়ি—১১,০০৭ ও মেদিনীপুরে—১৭,৩১৭।

সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, বাস্তুত্যাগী আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৪০ জন চাকুরী করিত, ৩৬ হাজার ১১১ জন ব্যবসা করিত এবং ১১ হাজার ৪১৮ জন কৃষিকার্য করিত। উহা ছাড়া আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ৯,১৫১ জন শ্রমিক ৭,৩০৭ জন কারিগর ও ৩,৩৩০ জন শিক্ষক ছিল। ১,০৬৮ জন আইন-ব্যবসায় চালাইত। বেকার ও যাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নাই তাহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭২০।

আশ্রয়প্রার্থীদের শতকরা ৬৪ জনের আয় ২০০ টাকার কম। ঐ হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৪ হাজার ৩৪৯, তফসিলী ২০ হাজার ১৩০ এবং মুসলমান ৫৭।

লাইসেন্সধারী আশ্রয়প্রার্থীর অস্ত্রাদি

ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন স্থির করিয়াছেন যে, এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে যাইবার সময়ে লাইসেন্সধারী আশ্রয়প্রার্থীদের নিকট হইতে যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র গৃহীত হইবে তাহা নিয়মানুযায়ী প্রত্যর্পণ করা হইবে। এই চুক্তিকে কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে একটি উপায় নির্ধারিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের নিকট হইতে পূর্ববঙ্গে অস্ত্রাদি সম্পর্কে যাহাতে সর্বপ্রকার সাহায্য পাওয়া যায় এজন্য নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর প্রয়োজন। এই প্রকার আশ্রয়প্রার্থী যাঁহারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সরবরাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের [illegible] কমিশনার (১০নং [illegible] রোড কলিকাতা) অথবা আশ্রয়প্রার্থী যে জেলায় বাস করিতেছেন, সেই জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে নিম্নোক্ত বিষয় জানাইতে হইবে। (১) লাইসেন্সধারীর নাম ও পাকিস্তানে তাহার শেষ ঠিকানা; (২) পিতার নাম; (৩) অস্ত্রের ধরন এবং কোন থানা হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; (৪) যে থানায় দিয়াছে; (৫) যদি রসিদ দেওয়া হইয়া থাকে তবে নম্বর এবং তারিখ; (৬) অস্ত্রের সঠিক বিবরণ; (৭) লাইসেন্স নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর; (৮) এখন অস্ত্র কোথায় রহিয়াছে (যদি জানা থাকে)।

হৈমন্তিক ধান্যের প্রাথমিক পূর্বাভাস

বর্তমান বৎসরে পশ্চিম বঙ্গে মোট ৭,৮৭৩,০০০ একর জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮,০৫৯,৫০০ একর জমিতে উক্ত ফসলের চাষ হইয়াছিল। প্রত্যেক একর প্রতি ১০.৯১ মণ অর্থাৎ [illegible] মোট ৮৭৬১ [illegible] উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। উহা ১৯৪৭-৪৮ সালের উৎপন্ন ফসলের প্রায় সমান।

হৈমন্তিক ধান্য সময়মত বপন করা হইয়াছিল। কিন্তু গত শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের অনাবৃষ্টির দরুন ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে প্রায় সকল জেলাতেই ধান রোপণ করিতে দেরী হয়। সরকারী [illegible] ফসলের অনুকূল অবস্থা রোপণের সময় যে [illegible] উহার প্রতি একরে উৎপাদন বেশী হইবে না। প্রবল বন্যার ফলে [illegible] জেলায় ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফসলের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

রেলপথের বিনা টিকিটে ভ্রমণ

৩১এ অক্টোবরের পূর্ববর্তী পাঁচ মাসের মধ্যে [illegible] ই. আই. রেলওয়ে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের [illegible] মোট ৮৭৭ জন হত অথবা আহত হইয়াছেন বলিয়া কলিকাতা রেলওয়েসমূহের সাধারণ বিভাগের অফিসার জানাইয়াছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭৬৮ জন ট্রেন চাপা পড়িয়াছে, অথবা চলন্ত ট্রেন হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ৬৬১ জন চলন্ত ট্রেন হইতে পড়িয়া গিয়াছে, ১৮ জন [illegible] নিহত হইয়াছে [illegible]। [illegible] দুই [illegible] মধ্যে নিহত হইয়াছে, ৪৫ জন চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া নামিতে যাইয়া আহত হইয়াছে, ১০০ জনকে রেলওয়ে লাইনের উপর মৃত অথবা আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে (সম্ভবতঃ তাহারা কোন ট্রেনে চাপা পড়িয়াছে)।

বি. এন. রেলওয়ে ৩১এ অক্টোবরের পূর্ববর্তী পাঁচ মাসে বিনা টিকিটে যাত্রা উপলক্ষ করায় ১০৬ জন হত ও ১১৩ জন আহত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ১৭২ জন রেল লাইন পার হইতে যাইয়া ট্রেনে চাপা পড়িয়াছে। চলন্ত ট্রেনের পা-দানিতে চড়িবার ফলে ৬৫ জন আহত ও ৩ জন নিহত হইয়াছে। চলন্ত ট্রেনে চড়িবার অথবা ট্রেন হইতে নামিবার চেষ্টা করায় ৯৮ জন হতাহত হয়।

কলিকাতা পুলিশে সাঁওতাল বাহিনী

কলিকাতা পুলিশে যে "সাঁওতাল বাহিনী" গঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাদের বর্তমান সংখ্যা ৬০ কি ৭০ হইবে, এবং প্রয়োজন দেখিয়া ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

কিছুদিন পূর্বে সাঁওতালদিগকে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা যায় কি না, মেদিনীপুরে তাহার অনুসন্ধান করা হয় এবং আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ সাঁওতাল এই কাজের জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের প্রয়োজনীয় গুণ না থাকায় আপাততঃ ৭০ জনকে মনোনীত করা হয়।

কারেন্সি নোটের জলছাপ

কলিকাতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারেন্সি অফিসার পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট এক প্রেসনোটে জানাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ কারেন্সি নোটের জলছাপ [illegible] করিয়া, এবং [illegible] দিয়া বা লিখিয়া চিহ্নিত করা হয়। কোনও কারেন্সি নোট আসল কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে, জল-ছাপ অতি বিশিষ্ট উপায়ে সর্বাগ্রে পরীক্ষা করে। কিন্তু জনসাধারণ এই জল-ছাপের উপর দাগ করিয়া বা [illegible] লিখিয়া এবং [illegible] রাখেন বলিয়া [illegible] সময় নিজের অসুবিধা হয়। এই জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে তাঁহারা যেন কারেন্সি নোটের জল-ছাপের উপর কোনও প্রকার দাগ বা [illegible] না করেন।

নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী কেরোসিন লাইসেন্স

১৯৪৭ সালের পশ্চিম বঙ্গ কেরোসিন নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী লাইসেন্স দেওয়া হইলে তাহা "ইস্যু" তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য বলবৎ থাকে। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্ততঃ এক মাস পূর্বে ডিলার ও এজেন্টগণকে যে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট লাইসেন্স নূতন করিয়া লইবার জন্য আবেদন করিতে হইবে।

এনফোর্সমেন্ট বিভাগের তৎপরতা

গত অক্টোবর মাসের শেষ এক পক্ষ কালের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ৩৩০টি নিয়ন্ত্রণ আদেশ ভঙ্গের ঘটনা এবং কতকগুলি বে-আইনীভাবে মাল চালানের ঘটনা ধরিয়াছেন।

এই সকল ঘটনায় ৫১৩০ মণ ধান ও চাউল, ৩২ মণ গম ও গমজাত দ্রব্য, ১,৫৫২ টিন সরিষার তৈল, ৩১ টিন কেরোসিন তৈল, ৩৩০ মণ লবণ; ৫৭০ খানা ও ৮০ খানা ধুতি শাড়ী, ১৩৪ থান, ৩৩১ গজ ছিট; ১৪ মণ সুতা, ৩৬ জোড়া তৈয়ারী পোষাক, ১১০ খানি গামছা, ২০ বাণ্ডিল কাঁচের কাগজ, ৫ টিন লোহার পিন, ১৩ বস্তা সিমেন্ট, ৩১ বস্তা সোডা, ১ হন্দর টিন অর্থাৎ গুড়, ৫ প্যাকেট বোতাম, ৩৬ শিশি ও অন্যান্য ১০ প্রকারের ঔষধ, ৩৬টি কোম্পানীর দ্রব্য, ৮০ প্যাকেট কোকটেল ফি, ২০ টাকা মূল্যের ৫ টিন বার্লি এবং ৩,০০০ টাকা মূল্যের [illegible] দ্রব্যাদি।

উল্লেখ প্রয়োজন যে সকল ঘটনা ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক ক্ষেত্রে জনৈক ব্যক্তি ঘুষ প্রদান করিয়াছে। অপর দুই ক্ষেত্রে অপরাধীদের কর্তৃক পুলিশকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা হয়।

হুগলী জেলার চন্দননগর রেল ষ্টেশনে এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তিন হাজার টাকা মূল্যের মিলের কাপড় আটক করা হইয়াছে। রেলওয়ে ও ষ্টীমারে লুকাইয়া রাখিয়া এই সকল কাপড় বে-আইনী চালান দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল।

প্রাদেশিক সিভিল সাপ্লাই অ্যাডভাইসরী বোর্ড

প্রকাশ পশ্চিম বঙ্গ সরকার পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক অসামরিক সরবরাহ উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার, জনসাধারণ, সরকারী উপদেষ্টা বোর্ড, আইনসভার সদস্য, কংগ্রেস কমিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক বোর্ড গঠিত হইবে।

উদ্বৃত্ত অঞ্চলে এবং ঘাটতি অঞ্চলে বড় বড় উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে সংগ্রহ ব্যবস্থা, ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যাদি বণ্টন ও সরবরাহ, প্রদেশে কেরোসিন, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট বস্ত্র এবং সূতা প্রভৃতির বণ্টনে উক্ত বোর্ড সরকারকে পরামর্শ দিবেন এবং এই সব ব্যাপার তদারক করিবেন।

নিম্নলিখিতভাবে বোর্ড গঠিত হইবে:—
প্রেসিডেন্ট—সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেক্রেটারী এবং আহ্বায়ক—সিভিল সাপ্লাই বিভাগের সেক্রেটারী, সদস্য—সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টরগণ এবং প্রাদেশিক উপদেষ্টাগণ, সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও অ্যাসিষ্ট্যান্ট রেজিষ্ট্রার, কেন্দ্র সিভিল সাপ্লাই বোর্ডের প্রতিনিধি, জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীগণ, প্রত্যেক জেলা হইতে একজন এম. এল. এ. পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী। ইহা ছাড়া আরও ১০ জন সদস্য থাকিবেন। ইহার মধ্যে ৫ জন বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি হইবেন। অবশিষ্ট সদস্যগণ সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

কর্মচারিবর্গ কো-অপারেটিভ গঠন

সমস্ত ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, সওদাগরী অফিস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সমস্ত সরকারী অফিস (বাংলা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিভাগসহ) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, হাসপাতাল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির অফিসের জন্য জানানো হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ইচ্ছা করেন যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে কর্মীদের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মচারিবর্গ কো-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহ স্থাপিত হয়। এইভাবে কর্মীগণ যাহাতে যে ভোগ্যপণ্য ও নিত্য দ্রব্য [illegible] সম্ভবপর উপায়, যাহা সর্বসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সেই হেতু বহু কর্মীদের জন্য অফিসে এই শ্রেণীর সমবায় সমিতিসমূহ স্থাপন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সরকার সমিতিগুলিকে মাঝে মাঝে বিশেষ ঋণও মঞ্জুর করিবেন। ইতিমধ্যে উহারা যদি উহাদের সদস্যদের নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে এবং যথাযথ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সরকারী নির্দেশ অনুসারে দ্রব্য বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন, তবে সরকার পূর্বের কোনরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের জন্য উহাদের অনুকূলে দ্রব্য বরাদ্দ মঞ্জুর করিতে সম্মত আছেন।

এ বিষয়ে সমবায় বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট কলিকাতা ১১এ, কিড ষ্ট্রিট আবেদন করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক নোট ও মুদ্রা উদ্ধার

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] 'স্কটি কাউন্সিল' নামক একখানি চীনদেশীয় জাহাজে বহু পরিমাণ বৈদেশিক নোট ও মুদ্রা গোপনে আমদানীর জন্য শুল্কবিভাগ ও বিভাগীয় কর্মচারীদের সাহায্যে পোর্ট পুলিশ উক্ত জাহাজের কাপ্তেন ও তিনজন খালাসীকে গ্রেপ্তার করে।

শুল্কবিভাগ প্রাথমিক অনুসন্ধানে [illegible] ৩৮,৫০০ ইটালীয় লিরা, ২০০০০ বিভিন্ন প্রকারের পাকিস্তানী নোট, এক শত ডলারের [illegible] নোট, ১০০০ বেলজিয়াম মুদ্রা, ৬০০০ টাকার ভারতীয় নোট, ১২০টি গিনি, ২৬টি [illegible] এবং [illegible] মুদ্রা, সোনার অলঙ্কার এবং সমস্ত বহু পাওয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

শুল্কবিভাগের [illegible] হাজতে রাখা হইয়াছিল।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে প্রথম শ্রেণীর ট্রিপ টিকেটের উপর এক পয়সা এবং মাসিক টিকেটের উপর আনুপাতিক ভাড়া বৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেটের ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে না। প্রস্তাবিত ভাড়া বৃদ্ধির ফলে বৎসরে অতিরিক্ত ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

এইরূপ বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীর অত্যধিক চার্জের বৃদ্ধি এবং ট্রামওয়ের উন্নতি ও নিয়মিত সার্ভিসের জন্য নির্ধারিত করার দরুন ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ফোন—ক্যাল ৩৮৫১
প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্
১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার,
লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন
সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ
এবং
সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র
ও
মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

জানা গিয়াছে যে, কোম্পানী ৩০ খানি নূতন ট্রামগাড়ীর অর্ডার দিয়াছেন। আগামী বৎসরের শেষের দিক হইতে ঐ সকল গাড়ীর সরবরাহ শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বর্তমানে ৮০ খানি গাড়ী পুনর্নির্মিত হইতেছে এবং উহাদের [illegible] সংস্কারও আরম্ভ হইয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, ট্রামগাড়ীর [illegible] করার উদ্দেশ্যে [illegible] যাহাতে আরও তাড়াতাড়ি [illegible] করিতে পারে, তজ্জন্য শীঘ্রই কোম্পানী [illegible] নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বাংলা ভাষার সম্পদ সম্পর্কে অধ্যাপক টুচি

ইটালীদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্য পণ্ডিত, অধ্যাপক জি, টুচি বলেন, "ইটালীতে এমন এক সময় আসিয়াছে যখন ভারতীয়দের [illegible] এবং ইটালীয়ানদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা উচিত।" অধ্যাপক টুচি, [illegible] সংস্কৃত ও পালিতে অধ্যয়ন করিয়া এক [illegible] অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ইটালী [illegible] অবস্থান করিতেছেন।

ভারতের বিভিন্ন অংশ ভ্রমণ করিয়া, ইটালীয় এবং ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার উন্নতির প্রশংসা করিয়া অধ্যাপক টুচি বলেন যে, বাংলা ভাষা পৃথিবীর [illegible] করিয়াছে এবং [illegible] উচিত।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের [illegible] যদি এই দেশের সংস্কৃতি ও ভাষা জানিতে চায়, তবে বাংলা ভাষা শিক্ষা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপিকা

সুরমা দাশগুপ্ত

ভারতীয় দার্শনিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই সম্পর্কে কথা হইয়াছে। তাঁহার সহধর্মিণী ডাঃ সুরমা দাশগুপ্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপিকার পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

[illegible] পরে আগামী বৎসর জুন-জুলাই মাসে অধ্যাপক দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তা [illegible] দার্শনিক সম্মেলনে যোগদান করিবেন। আন্তর্জাতিক দার্শনিক সম্মেলনে এই সর্বপ্রথম [illegible] আমন্ত্রিত হইলেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা দাশগুপ্তাই এই সর্বপ্রথম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট লাভ করেন এবং মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] হন।

ভারতীয় [illegible] আইন

১৯৩০ সালের [illegible] আইন এবং ১৯৪০ সালের [illegible] নিয়মাবলী অনুযায়ী [illegible] কি কি উপায়ে উহা প্রচার করা কিংবা কলিকাতা [illegible] রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নম্বর উল্লিখিত না থাকিলে কোন [illegible] এবং [illegible] কোন [illegible] প্রচার অথবা বিক্রয় করা যাইবে না।

যদিও ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতেই [illegible] আইন ও নিয়মাবলী বলবৎ হইয়াছে, তবু এতদিন [illegible] সম্পর্কে এই নিয়ম পালন প্রয়োজন হয় নাই। ১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উহা বিশেষ কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা হইবে। ঐ তারিখের পর রেজিষ্ট্রেশনের নম্বর দেওয়া না হইলে পশ্চিম বঙ্গে কোন [illegible] প্রচার অথবা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে না। এই হেতু সাধারণকে উক্তরূপ রেজিষ্ট্রেশনের নম্বর দেওয়া [illegible] এবং এই প্রকারে রেজিষ্ট্রেশনের নম্বর না দেওয়া [illegible] আর [illegible] না করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে যক্ষারোগের প্রকোপ

[illegible] বিভিন্ন [illegible] এবং [illegible] সম্মেলনে [illegible] ডাঃ কে, [illegible] রায় যক্ষারোগ [illegible] চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

ভারতবর্ষে এই রোগের ব্যাপক বিস্তারের উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় বলেন যে, ভারতবর্ষে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগিতেছে। তাহাদের মধ্যে বাৎসরিক ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। অন্যান্য দেশের যক্ষারোগে মৃত্যুসংখ্যা নিম্নরূপ:—আমেরিকা ৮০,০০০, ব্রিটেন ৩০,০০০, ফ্রান্স ৩৫,০০০, ইটালী ৩০,০০০, জার্মানী ৪৫,০০০। ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলিতে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি এক লক্ষের মধ্যে নিম্নরূপ:—কলিকাতা ২৫৩, দিল্লী ৩১২, কানপুর ৩০১, বোম্বাই ১৮০ এবং মাদ্রাজ ২২০।

ডাঃ রায় বলেন যে, ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষ যক্ষারোগীর শয্যা থাকা উচিত কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা [illegible] কম। তিনি বলেন যে, [illegible] সময় হইতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাস্থ্যকর না হইলে এই রোগের নিবারণ হইবে না।

পূর্ব বঙ্গের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বৈষম্যমূলক

ব্যবহার

[illegible] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের হিন্দু কর্মচারীদের উপর অত্যন্ত বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব বঙ্গের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আদেশে উক্ত এষ্টেটের বিভিন্ন প্রদেশের ২০ জন হিন্দু কর্মচারীকে বদলী হইয়া অন্যত্র গমন করিতে হইবে। কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর হিন্দু কর্মচারী [illegible] সকল প্রদেশের [illegible] বৎসর। কিন্তু ঐ ২০ জনের মধ্যে ১০ জনের [illegible] নাই। সরকারের [illegible] এই যে, কর্তৃপক্ষ [illegible] আদেশ দিয়াছেন যে, ঐ [illegible] পদের জন্য কোন [illegible] হিন্দু কর্মচারী [illegible] পারিবেন না বা আবেদন করিতে পারিবেন না। কিন্তু মুসলমান কর্মচারীরা উক্ত পদের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইলে তাঁহারা নূতন কর্মচারী হিসাবে কাজে যোগদান করিবেন। প্রকাশ যে, কর্তৃপক্ষের ঐ ২০টি পদই [illegible] মুসলমান নিয়োগের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, [illegible] হিন্দু।

কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত

সম্প্রতি [illegible] আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রকাশ করেন যে, আণবিক বিজ্ঞান গবেষণায় [illegible] বৈজ্ঞানিকরা নূতন আবিষ্কারের দ্বারা [illegible] করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

[illegible] প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জীবনের গোপন রহস্য জানা যায় দেখিয়া, [illegible] বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। উদ্ভিদ কিভাবে সূর্যালোকের সাহায্যে মাটি, জল ও বায়ুকে খাদ্যে পরিণত করে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং উহা এখনও আবিষ্কৃত হইলে [illegible] প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া [illegible] প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন করা যাইবে

বর্তমানে যে সকল উদ্ভিদ খাদ্যোপযোগী নয় তাহাদেরও খাদ্যোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে।

সম্মিলিত জাতির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের

শিক্ষা বিভাগ

সম্মিলিত জাতির শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে ডাঃ কুঞ্জরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র প্যারিসে।

এই প্রতিষ্ঠানের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। ভারতের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগটি ভারতের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

ডাঃ কুঞ্জর ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

([illegible] পৃষ্ঠায়)

ডানলপ

সবার আগে

১৮৮৮ সালে প্রথম ডানলপ প্রথম কার্যোপযোগী হাওয়া-ভরা টায়ার প্রস্তুত করে।

১৮৯৮ সালে প্রথম ডানলপ এদেশে প্রথম টায়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৩৬ সালে প্রথম ডানলপ প্রথম এদেশে টায়ার তৈরির কারখানা স্থাপন করে।

১৯৪৮ সালে প্রথম টায়ার কোম্পানির মধ্যে ডানলপ প্রথম ৫০ বছর পূর্ণ করে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব করছে।

গুণে ও কার্যকারিতায় —

ডানলপ সবার আগে

J. B. Dunlop
1898-1948
50 YEARS

DJB 2

অর্থলোক

কার্য্যক দৃষ্টিভঙ্গী আবশ্যক

কলিকাতা, ১২ই অগ্রহায়ণ

'আর্থিক জগৎ'এর পৃষ্ঠায় একটি কথা আমরা বারংবার বলিয়াছি,—কথা নহে এই যে, দুর্-ভেদ্য বাজারের সর্বস্তরে সাহায্য না করিলে ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে নূতন মূলধন লাভ করা সম্ভব হইবে না, নূতন মূলধন ব্যতীত নূতন প্রজেক্ট সফল হইবে না, সরকারী পরিকল্পনা সার্থক হইবে না এবং উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে।—এই কথাটি সরকার না বুঝিতে পারেন তত [illegible] এমন কিছু কল্পনা করা হয়, অথচ কথা এই যে অদ্যাবধি ভারত সরকার এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উপায় নির্ধারণে উদ্যোগীতা প্রদর্শন করিয়াছেন।—লোকসভায় ভারতের অর্থমন্ত্রী [illegible] অ্যাসোসিয়েশনের [illegible] এবং অভিভাষণে ব্যবসায়ীদের [illegible] বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে দুশ্চিন্তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়াছি।—নিয়মিত ভাবে যদি ভারত সরকার উদ্যোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে [illegible] উপযুক্ত পথ অবলম্বন করিবেন, [illegible] হইবে না।—[illegible] বাজারের [illegible] সম্পর্কে বর্তমান অবস্থার প্রধান সমস্যাটি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এখনে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

দুর্গাপুর ইস্পাত সম্পর্কে সরকারী উদাসীন্যের কথা যখনই আমরা উল্লেখ করি, তখনই সরকারী [illegible] কথা আমাদের বিবেচনা করিতে হয়। বর্তমান চতুর্থ পরিকল্পনার ১০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয়ে সামান্য পরিমাণ [illegible] প্রস্তুত হইয়াছে এবং বাকী অর্থ যে [illegible] অবস্থায় থাকিয়া যাইবে, সেরূপ একটা নির্দেশই বলা চলে; অর্থাৎ ভারত সরকারের ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেট পরিকল্পনা যে সার্থক হইবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই।—বাজারের বর্তমান অবস্থা [illegible] উন্নতি করিবার যে সরকার কোন [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible] হইতেছেন না, তাহা এরূপ কোন করিয়াই বলিতে পারা যায়—কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, বাজারের বর্তমান [illegible] সরকারী নীতি কি পরিবর্তন হয়?

বাংলাই হউক আর ভারত সরকার যে ক্রমশঃ কার্য্যক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতেছেন, তাহার প্রমাণ দেখা যাইতেছে। [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] যে [illegible] কাটিয়া উঠিয়াছেন এবং আবার [illegible] যে তাঁহার [illegible] করিয়াছেন, লোকসভার নিকট স্পষ্ট এমন প্রমাণ মিলিয়াছে। কোন শক্তি প্রতিষ্ঠান (আর দেশের প্রতিষ্ঠানের মতন অবশ্য, তাহাকে এই প্রতিষ্ঠান "দৌলা" বলিয়া বর্ণনা করা হয় ও নবীন নহে)। এই দেশকে যদি আধুনিক শিল্পযুক্ত দেশে পরিণত করিতে হয়, যদি দেশবাসীকে স্বাধীন বলিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগতির দেশগুলির সহিত তাল রাখিয়া সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে, ভারতের প্রতিষ্ঠান উপযোগী করিয়াই তাহার নিজস্ব অর্থনীতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। দেশ [illegible] অর্থনৈতিক ভাবধারার আদে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

• • • • •

মাসের [illegible] শেষ পর্যন্ত বাজারে [illegible] বন্দরের [illegible] পরিমাণের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে,—এই পরিমাণ মাত্র ৩৩.৭৫ লক্ষ টাকা। [illegible] মূল্য পাইতেছে যে [illegible] এই বন্দর সম্পর্কে কিছুমাত্র উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না।—উপিয়াছে [illegible] বন্দরে [illegible] বন্দর ও সরকারী [illegible] হইতে নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে।—কিন্তু ইহার বড় প্রশ্ন প্রয়োজনীয় চালাইয়া অবস্থানের মধ্যে উন্নতির সৃষ্টি করিতে না পারিলে এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জগতে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার না করিতে পারিলে, এই পরিকল্পনাকে আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হইবে না। অতএব লোক-হিত হইতেও ভারত সরকারের অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

• • • •

রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ব্রহ্মদেশের আর্থিক জীবনে যে কি ক্ষতিকর প্রভাব পড়িয়াছে ও পড়িতেছে তাহার কিঞ্চিৎ হিসাব মিলিয়াছে।—ব্রহ্মদেশের অর্থনীতিতে প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য চাল এবং রপ্তানী দ্রব্য ব্রহ্মদেশের বিদেশী মুদ্রার প্রধান উৎস। ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী ও বন্দরের [illegible] বাণিজ্য বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং এই সেগুন কাঠের [illegible] মধ্যে বাণিজ্যের অন্ততঃ ৬০ লাখের বাণিজ্য বন্ধ করিতে হয়। ১৯৬৮ সালের যে মাসে প্রধান বন্দরে ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠ (Teak) রপ্তানি ব্যবসায় পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ঠিক বন্দরে মোট ৭০,০০০ টন সেগুন কাঠ চালান দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী কালে এই চালানের পরিমাণ ছিল ২,০০,০০০ টন। অতএব দেখা যাইতেছে ১৯৬৮ সালের যে মাসে প্রধান বন্দরের চালানই সন্তোষজনক ছিল না;—কিন্তু বর্তমানে সেই সন্তোষজনক অবস্থাও আর তাহা পুনরায় হয় নাই এবং ব্রহ্মের সেগুন কাঠচালানের বাজার একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।"

• • •

ব্রহ্মদেশে যে তাহার ইতিহাস, অর্থনৈতিক অস্থিরতার এক চালরপ্তানির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল সন্দেহ নাই। এই দেশের প্রধান আয়ের অবলম্বন ৮০ ভাগই চালরপ্তানির উপর নির্ভর করিত।—অতএব অনায়াসে চালরপ্তানি কমে ব্রহ্মের অর্থনৈতিক জীবনে যে গুরুতর অভাব উদ্ভূত হইবে, তাহাতে বিস্ময় কিছু নাই।—১৯৬২ সালে ব্রহ্মের চালরপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টন, কিন্তু ১৯৬৮ সালে উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ টনের বেশী কিছুতেই হইবে না।

• • • •

পেট্রোল ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের দুর্দশা প্রায় একই রকমের। পুরাতন সব তৈল-সংস্থাপনগুলি (Oil installations) পুরাতন অধিকার হয় এবং বর্তমান কাল হইতে আরও দুই বৎসরের পূর্বে ওইগুলিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না।—আমদানীর অর্থাভাব ফলে তাহার পরিমাণও ক্রমশঃ কমিয়াছে হইয়াছে।—বর্তমান বর্ষে ব্রহ্ম সরকারের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টাকা, আগামী বর্ষে এই ঘাটতির পরিমাণ যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম সরকার বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ সম্পর্কে খুব বেশী আগ্রহশীল নহেন এবং বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্র-সরকারকে ঋণগ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কাগজী মৌলিক হইতেছে ব্রহ্মের মুদ্রা আর দাম কমাইবার সম্ভাবনা [illegible]।—ইহার ফলে ব্রহ্মের পূর্বতন পরিকল্পনা যে বিলম্বিত হইবে (কত বিলম্ব তাহা কে জানে।) তাহাতে সন্দেহ নাই।

• • •

এক বিশেষ তারিখে ভারত সরকারের [illegible] হিসাব গ্রহণ করা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় যে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্বের চলতি নোটের পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে (২,১২১.৮২ কোটি টাকা—২,১৩৩.৩৭ কোটি টাকা)। মজুত নোটের পরিমাণের পরিবর্তে হ্রাস সংঘটিত হইয়াছে (১,২১১.৬৮ কোটি—১,২২৫.১৮ কোটি) দেখা যায়। ব্যাংক বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২১.৩৭ কোটি টাকায় এবং বর্তমান সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে ১০.৩৩ কোটি টাকা। সম্পত্তির দিকে বিচার করিলে সোনা ও রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে [illegible] টাকার অধিক বৃদ্ধি হয় (৩১.৬১ কোটি—৩৪.২০ কোটি), এবং টাকার ঋণপত্রের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ৯৭২.০৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে দেখা যায়। ভারত সরকারের ঋণপত্রের পরিমাণেও ২.৭০ কোটি টাকার অধিক বৃদ্ধি হয় (৩৭২.০৩ কোটি টাকা—৩৭০.১৫ কোটি টাকা)। অতএব সম্পত্তি খাতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩.৯৮ কোটি টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ১০.৩ কোটি টাকা মূল্যের নোট বাতিল করা হইয়াছে —এই নোট বাতিলের নিকট হইতে পাওয়া ভারতীয় নোট।—উল্লিখিত বছর অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহের ১৯.৭৯ কোটি টাকার নোট বাতিল করা হইয়াছিল।—অতএব দুই মাসের মধ্যে ২০ কোটি টাকার নোট বাতিল করা হয়, দেখা যাইতেছে।—আলোচ্য সপ্তাহে সোনা প্রভৃতি পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৬.১৫ কোটি টাকা (৯৬.৪২ কোটি টাকা)।

[illegible] বিভাগের কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ১১৮.৩ কোটি টাকা হইতে ১২৩.১৮ কোটি টাকায় [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখা যায়। ব্যয়ের দিক [illegible] বিভাগের [illegible], সৈন্যবিভাগের [illegible] ইহাদের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন [illegible] ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।—অবশ্য সরকারী [illegible] লক্ষ টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (১১.৩৯ কোটি টাকা—১১.২৮ কোটি টাকা)। [illegible] ৮৫.৮০ কোটি টাকা হইতে ৮১.৯৮ কোটিতে দাঁড়াইতে দেখা যায়, কিন্তু [illegible] ১.৫০ কোটি টাকার [illegible] হয় (৫২.০৬ কোটি টাকা—৫০.৫৬ কোটি টাকা)। [illegible] ১৭০.৩৮ কোটি টাকা হইতে ১৮০.৮১ কোটি টাকায় উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটিয়াছে।—[illegible] কিন্তু ১.৮০ কোটি টাকার একপ্রকার অপরিবর্তিতই আছে (১.৮০ কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণ [illegible] ৩.০১ কোটি টাকা (৩.৭৫ কোটি টাকা) এবং [illegible] পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩.১৮ কোটি টাকা (৩.১৮ কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণে উন্নতি ঘটিয়াছে (৮৮.১১ কোটি টাকা—৮৮.৭৫ কোটি টাকা)।

• •

১৯৪৪ [illegible] সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য [illegible] ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত হিসাবনিকাশে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। চাহিদাযুক্ত দেয় [illegible] ব্যাঙ্কসমূহ হইতে [illegible] পরিমাণ [illegible] ২০৩৮ কোটি টাকা (২০৩৮ কোটি টাকা)। অন্যান্য চাহিদাযোগ্য দেয় অর্থের পরিমাণ ১.০২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৭০.৩৩ কোটি টাকা।—[illegible] ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে [illegible] পরিমাণ ৮.৫ লক্ষ টাকার [illegible] আছে। কিন্তু অন্যান্য [illegible] ১.৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১২৭.৭১ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। [illegible] টাকার পরিমাণে ৩৮ লক্ষ টাকা অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু [illegible] অর্থের পরিমাণে ৩.১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৪০৪.৫৩ কোটি টাকা হইতে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়া ৩৯১.৪৮ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। [illegible] পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে (১৩.৭৬ কোটি টাকা—১৪.৫০ কোটি টাকা) দেখা যায়।

[illegible]

(পূর্বাংশ ১২০ পৃষ্ঠায়)

এ বৎসর শুল্ক হইতে ভারত সরকারের আয়

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শুল্ক হইতে ভারত সরকারের ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শুল্ক হইতে বর্ত্তমানে যে আয় হইতেছে তাহাতে বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে এই বাবদ [illegible] ৩০ কোটি [illegible] আয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কাগজের [illegible]

ভারতীয় [illegible] যে [illegible] কাগজের [illegible] সম্প্রতি প্রকাশিত [illegible] "ট্রেড বুলেটিনে" বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাগজের [illegible] করা হইতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] প্রতি মাসে ৪০ হাজার [illegible] কাগজের [illegible] হইতেছে। কাগজের [illegible] প্রতি মাসে ২৫ হাজার [illegible] ২৫০ [illegible] হইয়াছে। [illegible] মোট ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার [illegible] হইয়াছে।

মূল্য হ্রাস করিবার জন্য [illegible] হইতে [illegible] নির্দ্ধারণ করা [illegible] এবং [illegible] ১৯৪৭ সালে [illegible] প্রেরণের জন্য [illegible] এবং [illegible] প্রেরণের জন্য কাগজের [illegible] আফ্রিকার [illegible] করা হয়।

নিউইয়র্কে মোটা কাপড়ের কাপড়ের বাজারে লেনদেনের অবস্থা

গত অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কের মোটা কাপড়ের কাপড়ের বাজারে [illegible] কোন প্রকার লেনদেন হয় নাই।

গত জুলাই মাসে [illegible] মোটা কাপড়ের কাপড়ের বাজারে [illegible] মোট ৩ কোটি ১ লক্ষ [illegible] হইয়াছিল, [illegible] মাসে [illegible] ৩ কোটি ২ লক্ষ [illegible], আর ১৯৪০ সালের জুন মাসে [illegible] ৭ কোটি ২ লক্ষ [illegible]।

গত জুলাই মাসের শেষে [illegible] মোটা কাপড়ের কাপড়ের পরিমাণ ৩০ লক্ষ [illegible] হ্রাস পাইয়া ২১ কোটি ১০ লক্ষ [illegible], অথচ গত জুন মাসের শেষে মোট [illegible] পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ৭০ লক্ষ [illegible]।

ইরাণে [illegible] চাহিদা

গত জুলাই মাসে [illegible] চাহিদা মোটামুটি [illegible] ছিল এবং মূল্য [illegible] ছিল।

গত জুলাই মাসে [illegible] মোট ২০ [illegible] ইরাণে আমদানি হইয়াছিল এবং উক্ত [illegible] কোন [illegible] আমদানি হয় নাই।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ইরাণে [illegible] এবং [illegible] মূল্য [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইউরোপে শ্রমিকদের অবস্থা

গত [illegible] যে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মুখার্জি [illegible] ইউরোপের কতিপয় দেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করেন।

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিয়া [illegible] শ্রীযুক্ত মুখার্জি [illegible] কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত মুখার্জি বলেন যে পৃথিবীর ৩৩টি দেশের ১২৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। ১২ দিন ব্যাপী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সরকার, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী এই তিনপক্ষের স্বার্থ [illegible] সম্মেলনে আলোচনা চলে।

শ্রীযুক্ত মুখার্জি [illegible] কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন ১২ জন। [illegible] সম্মেলন কয়েকটি সাব-কমিটিতে বিভক্ত হয়। শ্রমিকদের [illegible] নির্দ্ধারণ, [illegible], সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকদের কর্মকাল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সাব-কমিটি গঠিত হয় এবং পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা চলে।

বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মুখার্জি বলেন যে, ১৯৪৭ সালের আন্তর্জাতিক [illegible] শ্রমিকদের কার্যকাল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু কোথাও উহা কার্যকরী হয় নাই। [illegible] সপ্তাহে [illegible] ৪৮ ঘণ্টা কাজ চলে। ভারতবর্ষও ঐ নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ হয়।

গ্রেটব্রিটেনের শ্রমিক অবস্থা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত মুখার্জি বলেন যে, সেখানকার শ্রমিক ও [illegible] মধ্যে বিরোধ [illegible] কোন সম্ভাবনা নাই। [illegible] এবং [illegible] শ্রমিক-মালিক কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার নিষ্পত্তি [illegible] সেখানে [illegible]। কিন্তু [illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা [illegible]। [illegible] শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ প্রায়ই দেখা যায়। [illegible] এবং ঐ সব [illegible] জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মুখার্জি [illegible] উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পরে [illegible] হইয়াছে তাহা [illegible] পূরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। [illegible] দেশ [illegible] কাজ [illegible] এবং [illegible] দ্বারা উহা [illegible] সম্ভব হয় না।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চিনির মূল্য নির্দ্ধারণ ও প্রাদেশিক স্বার্থ

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

[illegible]

খাদ্যশস্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাট

[illegible]

[illegible]

তুলা ও সুতাবস্ত্র

[illegible]

[illegible]

তৈলবীজ

[illegible]

[illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

বাজারের কথা

কয়লাখনির শেয়ারে কথঞ্চিৎ তৎপরতা

[illegible]

বিগত সপ্তাহে বাজারের যে উন্নতি দেখা দিয়াছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহের [illegible] রহিয়াছে। [illegible] দেখা দিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। [illegible] বাজারের এই উন্নতি [illegible] "[illegible]" [illegible] হইয়াছে। [illegible] বাজারের [illegible] হইয়াছে [illegible]

[illegible] বাজারে [illegible] কয়লাখনির শেয়ারের [illegible] দেখা দিয়াছে, [illegible] লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শেয়ারের [illegible] দেখা দিয়াছে। [illegible] লৌহ ও ইস্পাতের [illegible] বলিয়া [illegible] অগ্রাধিকার কমিটি (Priority Committee) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible] বাজারের [illegible] দেখা যায়।

• • • •

অদ্য (সোমবার ২৩শে ডিসেম্বর) [illegible] ও বাণিজ্যের [illegible] হইয়াছে, বাজারের [illegible]

[illegible] বাজারের [illegible] দিয়াছে। এই [illegible] উৎপাদনের [illegible] বাজারে [illegible] পরিলক্ষিত হয় নাই।

• • • •

[illegible] ইউরোপীয় [illegible] বাজারের সর্বাপেক্ষা উন্নতির [illegible] দেখা দিয়াছে। [illegible] শেয়ারের [illegible]

•

বাজারের [illegible] উন্নতির [illegible] "[illegible]" [illegible] উন্নতি [illegible] এই উন্নতি [illegible] বলিয়া মনে হয়।

• • • •

বাজারের বর্তমান অবস্থা [illegible] বাজারের উন্নতি [illegible] বাজারের [illegible] সরকারকে এই [illegible] হইবে। এই [illegible] হইবে না।

• • •

সরকারী ঋণপত্র

[illegible] এই বিভাগে [illegible] উন্নতি [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] ইন্ডিয়ান [illegible] হইয়াছে। [illegible]

কাপড়ের কল

[illegible] হইয়াছে। [illegible] উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগেই [illegible] উন্নতি দেখা গিয়াছে। [illegible] বলিয়া [illegible] গিয়াছে।

চটকল

আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগের [illegible] উন্নতি দেখা গিয়াছে এবং [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে: [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত কাজ হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগের আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইন্ডিয়ান [illegible] হইয়াছে [illegible]

(শেষাংশ ১১০ পৃষ্ঠায়)

যৌথিক

ম্যাক্লাউডের উল্লেখযোগ্য হিসাব

ম্যাকলাউড অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের ১৯৪৭ সালের জন্য বার্ষিক হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ইতিপূর্বে কোন সময়েই কোম্পানী অনুরূপ লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। পূর্ব বৎসরে লাভের পরিমাণ [illegible] টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে লাভ হইয়াছে [illegible] লাভের পরিমাণে এই বিশেষ বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে কোম্পানী [illegible] কোম্পানীকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করার ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণও আলোচ্য হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকেও আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর [illegible] ও [illegible] হইতে আয় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হইয়াছে। [illegible] অনুরূপ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানী, [illegible] ও [illegible] [illegible] অ্যাণ্ড কোম্পানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানী [illegible] [illegible] [illegible]।

আলোচ্য বৎসরে লাভের পরিমাণ [illegible] টাকা হইতে পূর্ব বৎসরের অবণ্টিত লাভের জের [illegible] যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে বণ্টনযোগ্য মোট [illegible] টাকা রহিয়াছে। ইহা হইতে [illegible] ([illegible]), বিভিন্ন খাতে রিজার্ভে মোট [illegible] ([illegible]) এবং মূল্যহ্রাস বাবদ [illegible] ([illegible]) ব্যয় করা হইয়াছে। এই সকল বিনিয়োগের পর [illegible] উপর লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া অর্ডিনারী শেয়ারের উপর [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে এই লভ্যাংশের হার [illegible] ছিল। পরবর্তী বৎসরে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে [illegible] ([illegible])।

সেক্রেটারী—[illegible]। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ
(৩১.১২.৪৭)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নীট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

নিয়মাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'

এবং

এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার
রোড, (ফোন—[illegible])
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

গত [illegible] তারিখে সমাপ্ত [illegible] [illegible] জন্য [illegible] কোন কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে [illegible] বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়ে [illegible] হইতে [illegible] পরিমাণ [illegible] টন ও বিভিন্ন [illegible] পরিমাণ [illegible] টন পূর্ববর্তী হিসাবে [illegible] [illegible] টন ও [illegible] টন হইতে [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী হিসাবের [illegible] টাকার স্থলে আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ হইয়াছে [illegible]।

আলোচ্য সময়ে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] সহিত কোম্পানীর [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানীকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে হইয়াছে। কোম্পানী [illegible] যে [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, সেই কাজ আলোচ্য সময়ে প্রায় শেষ হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে নীট লাভের পরিমাণ [illegible] হইতে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ মূল্যহ্রাসবাবদে [illegible] ([illegible]), [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়াছেন। অবশিষ্ট লাভের পরিমাণ ও পূর্ববর্তী হিসাবের অবণ্টিত লাভের জের [illegible] একত্রিত করিয়া মোট [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই লভ্যাংশ [illegible] আলোচ্য [illegible] [illegible] [illegible] ও করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানীর পরিচালকবর্গ করিয়াছেন। পরবর্তী হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে [illegible] ([illegible])।

[illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ
([illegible])

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (জের)	[illegible]
	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নীট স্থির সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
	[illegible]
[illegible]	[illegible]

কাগজপুরা [illegible] নর্দার্ন কোম্পানী লিমিটেড ১৯৪৮ সালের ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরের কাজের হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরকালে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ৩২,৫৮০, পূর্ববর্তী হিসাবের লাভের পরিমাণ ৯৬,১৮১ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য হিসাবে প্রদর্শিত লাভের ৩২,৫৮০ টাকার মধ্যে ২২,০০০, [illegible] হইতে পাওয়া গিয়াছে। অতএব প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর লাভ হইয়াছে মাত্র ১০,৫৮০,। অথচ এই অল্প লাভের কারণস্বরূপ [illegible] কাঁচামালের অভাবই প্রধান। কাঁচামালের অভাবে [illegible] পরিমাণ [illegible] সম্ভবপর হয় নাই। ইহার উপর কোম্পানীর নিকট হইতে [illegible] যে [illegible] ইহারা লইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধ করায়, কোম্পানীর [illegible] হিসাবে প্রায় [illegible] পরিমাণ [illegible]। অথচ ইহার ফলে কোম্পানী [illegible] হিসাবে যে কিছু অর্থ পাইয়াছেন। [illegible] হাইকোর্টে [illegible] করিয়াছিলেন, তাহার [illegible] এখনও [illegible] হয় নাই। আলোচ্য [illegible] এবং [illegible]।

আলোচ্য হিসাবে প্রদর্শিত লাভের পরিমাণ ৩২,৫৮০, (৯৬,১৮১,) হইতে [illegible] ৪,০০০, এবং মূল্যহ্রাসকল্পে ৮১৬, (৯২১,) বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাকী [illegible] পূর্ববর্তী হিসাবের অবণ্টিত লাভের [illegible] ১৩,৩৪৫, [illegible] ২,২০০, হইতে [illegible] শতকরা [illegible] হিসাবে [illegible] দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববর্তী হিসাবে [illegible] পাওনা ছিল [illegible]। পরবর্তী হিসাবে অবণ্টিত লাভের জের টানা হইয়াছে ১০,৩৩১, (১৩,৩৪৫,)।

[illegible] একটি [illegible] কোম্পানী। [illegible] মূলধন—[illegible]। বিলিকৃত, বিক্রীত ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

উদ্বৃত্তপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	১২,০০,০০০,
প্রেফারেন্স	৩,০০,০০০,
মজুত তহবিল	১২,৫০,০০০,
অন্যান্য তহবিল	৪২,৭৮৩,
ঋণ	১৫,০২,৬৪৪,
অবণ্টিত লাভ (মোট)	১০,৩৩০,
	৫৪,৪০,৮৯৮,

সম্পত্তি

স্থায়ী বা সম্পত্তি	১১,২০,৬৬৮,
মূল্যহ্রাস	১১,০১,১১৭,
চলতি বা সম্পত্তি	২২,১১,৯৩৮,
মজুত	২২,৩৪৯,
বাকী পাওনা	৫,৩৭,৪৫১,
লগ্নীকৃত	১৮,৩১,৬৫২,
নগদ	৬,৩২,৩০০,
মোট	৫৪,৪০,৮৯৮,
নীট সম্পত্তি	৩৩,৩০,৫৫১,

চিনির মূল্য নির্ধারণ ও আমেরিকার বাজার

(পূর্বাংশ ১১০ পৃষ্ঠায়)

সরকারের নিকট [illegible] করিয়াছেন। [illegible] হইতে [illegible] উপর যে [illegible] আছে, তাহা [illegible] হইতে [illegible] বাজারে [illegible] ঘটে, ফলে [illegible] বাজারে [illegible] দিকে একটু মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। [illegible] দর ([illegible]) [illegible] পর্যন্ত উঠিয়া [illegible] ৩৩ টাকায় পৌঁছে। [illegible] বাজারে [illegible] করিয়া দেয় পর্যন্ত ১৩০ টাকায় [illegible]। [illegible] বাজারে [illegible] করিয়াছিল এবং [illegible] বাজারে [illegible] দর ছিল [illegible]।

চা

কলিকাতার বাজারে প্রায় ১২,০০০ প্যাকেজ [illegible] এবং প্রায় [illegible] চায়ের চাহিদা প্রবল দেখা যায়। তাহার মধ্যে [illegible] চায়ের চাহিদা ছিল সবচেয়ে অধিক। বি. পি. এস্‌-এর দর ছিল ১৬/৬ পাই, বি. পি'র দর ছিল ১।৩ পাই এবং [illegible] দর ছিল ১৮/০ হইতে ১৯/৬ পাই। প্রায় ১৬,৫০০ প্যাকেজ [illegible] চা [illegible] [illegible] এবং চাহিদা [illegible] দেখা যায়। [illegible] সবচেয়ে [illegible] ছিল এবং [illegible] পরিলক্ষিত [illegible] করা যায়।

কয়লা খনির শেয়ারে কথঞ্চিৎ তৎপরতা

(পূর্বাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায়)

১৯৮/০, [illegible] [illegible] ৮৮/০ ([illegible]), ইষ্ট ইণ্ডিয়া [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible] ৩২, [illegible] ১৩।০ (১৩।০), [illegible] ২৯।০, ইষ্ট [illegible] ১৩।০, [illegible] ৩৮, [illegible] ৩৮, (৩৮৮/০), [illegible] ৮১, [illegible] ৮/০, [illegible] 'এ' ৩৩, ইষ্ট ইণ্ডিয়া [illegible] ১০, (১০/০), [illegible] ১২।/০, [illegible] ২।০ (৮/০), [illegible] ১৭।/০ এবং [illegible] ১৮।০ পর্যন্ত [illegible] পাওয়া গিয়াছে :

এই কয়েকদিন বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। বিক্রেতার সংখ্যাও অত্যন্ত কম ছিল। আসানসোল [illegible] ১৪৫, [illegible] ১৯৮/০, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১০, (১১।০), [illegible] (৩।০), [illegible] ২৮০,, [illegible] ১১৪০, [illegible] ১৯।০ পর্যন্ত [illegible] হইয়া [illegible] হইয়াছে

খাজাঞ্চীপত্রের সাপ্তাহিক বিক্রয় ও পরিশোধ

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

১৯৪৮		প্রস্তাবিত	গৃহীত	পরিশোধ	[illegible]	[illegible]	গড়পড়তা সুদের হার
							আনা পাই
জুলাই	২	১,৫১	১,০০	১০	৯১,৫৪	১,৭৭	২ ৩
	৯	৩,৫৭	১,০০	১,০৫	৯১,৩৫	৩,০৬	২ ৪
	১৬	৪,৭৭	৩,০০	২,০০	৯৬,৩৫	৪,১৫	২ ১১
	২৩	৩,৫৭	৩,০০	৯৫	৯৫,৯০	১,৭৯	৩ ১০
	৩০	৮,৩১	৩,০০	২,০০	৯৯,১৩		৩ ১১
আগষ্ট	৬	৩,৩১	৩,০০		৯৯,৫৩	—	২ ১০
	১৩	২,৫৫	৩,০০	১,০০	৯৯,৫০	৩,১১	৮ ৩
	২০	৩,৬৩	৩,৭০	১২	৯৯,২০		৮ ৩
	২৭	৩৩	৩৩		৯১,৫০		৮ ৩
সেপ্টেম্বর	৩	১,০০	১,০৫	৯৫	৯১,১৩	১৬,৫১	
	১৭	,০০	১,৫৫	১,২৯	৬৬,৩১		
	২৪	১,২৯	১,১৩	১,৩৩	৬৩,১১		
অক্টোবর	১	১৫		১১	১,৩৭	৬৩,৩৬		
	৮	১,৭০	১,৩৩	১,৩৩	৬২,৭৬	২,৩৬	
	১৫	১,৫০	১,৩৩	৩,৫০	৫৫,৭৬		
	২২	৯১	৯১	১,৩৩	১৬,৫১		
নভেম্বর	৩	৩৩		৯,৩৩	৯৩,১১	৩,৩৪	—
	১১	৯		৩,৩৩	১৩,৩১	৩,৩১	—
	১৮			৯,৩৩	১৩,১১		
	২৫			৩,৩৩	৯,৬১		
ডিসেম্বর				৯,৩৩	৩,৯১		
				—	৩,১১		

পরিশোধ্য খাজাঞ্চী পত্র

১৯৪৮		টাকা
ডিসেম্বর	...	১,৬৬,০০,০০০
	...	১,১০,০০,০০০
১৯৪৯		
জানুয়ারী		৭৫,২০,০০০
	...	১,৭৫,০০,০০০
	...	২,০০,০০,০০০
	...	২৫,০০,০০০
	মোট	৬,৫১,২০,০০০

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—রিজার্ভ ব্যাংক

ইসু বিভাগ—

(লাখের টাকার হিসাবে)

[illegible]

ব্যাংকিং বিভাগ—

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—ইম্পিরিয়াল ব্যাংক

(লাখের টাকার হিসাবে)

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—[illegible] ব্যাংক

[illegible]

ষ্টেট ব্যাংক অভ পাকিস্তান

(লাখের টাকার হিসাবে)

ইসু বিভাগ—

[illegible]

ব্যাংকিং বিভাগ—

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বাজার দর

ইঞ্জিনিয়ারিং

কয়লাখনি

কাপড়ের কল

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চটকল

[illegible]

চা-বাগান

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চা-বাগান

[illegible]

চিনির কল

[illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible]

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

REGD. NO. C3108.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা　[illegible]　[মূল্য ।০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন —	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি. ডি. বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা	শ্রীরমনলাল জি. সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা	শ্রীমহাদেও এল. দাহানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান	শ্রীমদনমোহন আর. রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর	শ্রীমোহনলাল এল. শা
শ্রীপি. ডি. হিমৎসিঙ্কা	শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি	শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি. টি. ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস. টি. সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
'জীবন', 'অগ্নি' 'সামুদ্রিক'
'দুর্ঘটনা', 'মোটরগাড়ী' ইত্যাদি
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—কলি ৮৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সর্ববিধ
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা ! কলিকাতা, বুধবার ৭ই পৌষ, ১৩৫৫ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
সম্পাদকীয়		**অর্থালোক**
জয়পুর কংগ্রেস	১০৩	চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি
সরকারী অর্থনৈতিক [illegible]	১০৪	**পণ্যদ্রব্যের বাজার**
প্রাসঙ্গিক		বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ
ভারত-পাকিস্তান [illegible]		**বাজারের কথা**
সংবাদলিপি		[illegible]
লণ্ডন, বোম্বাই	১০৮	**মৌলিক**
সমাচার	১১০	[illegible]
ভারত-পাকিস্তানে [illegible] চুক্তি	১১১	

জয়পুর কংগ্রেস

অভিনব পরিবেশ এবং অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে জয়পুরের 'গান্ধীনগরে' জাতীয় কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর ইহাই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন এবং দেশীয় রাজ্যের সীমানায় কংগ্রেস অধিবেশনের ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান। সেইজন্যই এই অধিবেশন নানাদিক বিচারে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎসাহে, আড়ম্বরে, সজ্জায় ও পরিকল্পনায় এই অধিবেশন স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের মর্যাদা যেমন রক্ষা করিয়াছে, তেমনি দেশের বহু জটিল সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে এই অধিবেশনে, সমস্ত প্রদেশের পথ নির্দেশের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর। সেই হিসাবেও এই মহাসম্মেলন পূর্ববর্তী সব সম্মেলনের তুলনায় অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হইয়াছে।

অবশ্য কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনই প্রয়োজনীয় কিন্তু ইতিপূর্বে কংগ্রেসের যত অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে শুধু একটি লক্ষ্য ছিল, দেশের স্বাধীনতা অর্জন। সেই স্বাধীনতা বহু জীবনোৎসর্গের বিনিময়ে, বহু আত্মত্যাগ ও দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের ফলে অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এবং পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতিগুলির ন্যায় সে-স্বাধীনতা যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করিবার শিক্ষায় দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার কঠিনতর দায়িত্ব বহন করিতেছে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস।

গান্ধীজী আজ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্মুখে যে বিপদসঙ্কুল পথ প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নিরাপদে অতিক্রম করিবার পাথেয় সঞ্চয়ের জন্যই এই গান্ধীহীন ভারত কংগ্রেসে দিকনির্দেশ ভুল না হয় এবং পদস্খলন না হয়, তাহাই ছিল এই সম্মেলনের মূল প্রচেষ্টা। সেইজন্যই কংগ্রেসের পূর্ববর্তী সকল অধিবেশনের অপেক্ষা এই অধিবেশনের গুরুত্ব যে অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই।

আশা ও আনন্দের কথা এই যে, আমাদের নেতৃবৃন্দ কোনো পথনির্দেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তাধারার ও পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে হয়ত অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি বা অসঙ্গতি বাহির করা যাইবে। কিন্তু তাঁহারা সমগ্রভাবে যে সমাজ গঠনের আহ্বান দিয়াছেন, যথার্থ প্রতিপালিত হইলে তাহা যে দেশের আপামর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের হেতু হইবে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গেই কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসের যে বিশদ ও নিখুঁত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, জাতির জীবনের এই সন্ধিক্ষণে যে সুস্পষ্ট ও সরল পথনির্দেশের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই কংগ্রেস সভাপতির ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ নেতার যোগ্য হইয়াছে। যে তুলনাহীন ভাষায় ও উদার দৃষ্টিতে তিনি প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান এবং একটি সরল সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে। তিনি কোন দেশবৃত্তির প্রভাব দেন নাই, গোঁড়ামি ও একদেশদর্শী মতের অবতারণা করেন নাই। যেখানেই যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে —দেশ ভাষাগত প্রদেশ সম্পর্কে ও কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে মতভেদের বিষয়ে— সেখানে তিনি তাঁহার দৃঢ় মত

ঘোষণা করিয়াছেন। [illegible] কখনও তিনি দুর্বলতা প্রকাশ করেন নাই, পরিশ্রান্ত হন নাই। আমরা আশা করি ভারত রাষ্ট্রনীতিতে কংগ্রেস ও জাতির বর্তমানের দুরূহতম সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানে সক্ষম হইবে এবং কংগ্রেসের অহিংসাপন্থী ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অক্ষুণ্ণ ও অম্লান থাকিবে।

কংগ্রেস সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের বৈদেশিক নীতি, কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক, দেশীয়রাজ্য, ভাষাগত প্রদেশ গঠন, কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক, শ্রমিক ও কিষাণ সমস্যা, খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা, বাস্তুহারাদের পুনর্বসতি সমস্যা প্রভৃতি দেশের সকল প্রধান প্রধান বিষয়ের উপরই তাঁহার গভীর রাজনীতিজ্ঞতার আলোকপাত করিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই সব সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এবং আলোচিত হইয়াছে।

ত্রিদিবসব্যাপী অধিবেশনের পর কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং এই তিনদিনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি এবং আচরণের মান সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কেই সর্বাধিক আলোচনা ও বেশীর ভাগ বক্তৃতা হয়। বৈদেশিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নানাভাবে সংশোধিত হইয়া পাশ হয়। ঐ প্রস্তাবটি দেশের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও তাহা সরকারের অনুসৃত নীতি ও বক্তব্যের [illegible] প্রতিধ্বনি মাত্র। এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়া বর্তমান অধিবেশনে এই সম্পর্কে তেমন কিছু আলোচনা হয় নাই।

ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অনেক কংগ্রেস সদস্য এখনও পাকিস্তানের প্রতি পূর্বপোষিত বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বক্তৃতায় বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে ভারতের পক্ষে লাভবান হইবার সম্ভাবনাই বেশী। কংগ্রেস সদস্যগণ পণ্ডিত নেহরুর যুক্তিই গ্রহণ করেন এবং ঐ প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার সময় যেরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা কিছুটা প্রশমিত হয়। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক কংগ্রেস সদস্য বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং কংগ্রেস সভাপতিও ভাষাগত প্রদেশ গঠনের প্রাদেশিকতা ও সংকীর্ণতার উপর তাঁহার অভিভাষণে বিশেষ জোর দিয়াছেন। ফলে, কংগ্রেস সভাপতি, পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলকে লইয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় তিনজনের দ্বারা গঠিত এই কমিটি দেশের এই জটিল সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনক সুষ্ঠু পথ নির্দেশে সমর্থ হইবেন।

বাস্তুহারাদের সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল পাকিস্তান সরকারের প্রতি যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা ভারতের জনসাধারণেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি এবং সর্দারজীর বাস্তব ও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। অতঃপর পাকিস্তান যদি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে অসমর্থ হয় এবং পাকিস্তানীদের অত্যাচারে হিন্দুদের জীবনধারণ যদি দুর্বিষহ হইয়া উঠে, তাহা হইলে পাকিস্তান যাহাতে বাস্তুত্যাগী হিন্দুদের বসবাসযোগ্য স্থান ছাড়িয়া দেয় এরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে, সর্দারজীর এই মতের পিছনে দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে এবং আমরা আশা করি পাকিস্তান কর্তৃক বাস্তুত্যাগীদের সমস্যার কোন সমাধান না হইলে, সর্দার প্যাটেল তাঁহার এই উক্তি অনুযায়ী কাজ করিয়া বাস্তুত্যাগীদের দুঃখমোচনে দ্বিধা করিবেন না।

কংগ্রেস ও সরকারের সম্পর্ক, জনসেবার ক্ষেত্রে আচরণ ইত্যাদি প্রস্তাবগুলি অনেক আলাপ-আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছে এবং সুখের বিষয় এই সকল বিষয়ে মতভেদের অবসান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দেশীয়রাজ্য সমস্যা, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, শ্রমিক ও কিষাণ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও দেশবাসী ও কংগ্রেসকর্মীরা তাঁহাদের কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কে নির্দেশ পাইয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই বলিয়া অনেকে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে, বর্তমান অবস্থায় এই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব পাশ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

অধিবেশনে কংগ্রেস ভারতের সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকিলেও যে এশিয়ার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদকবলিত দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন নহেন, তাহার প্রমাণ ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে ওলন্দাজ সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরুর তীব্র নিন্দাসূচক উক্তি। পণ্ডিত নেহরু সাম্রাজ্যবাদীদের সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর এশিয়ায় কোন সাম্রাজ্যবাদীকেই সহ্য করা হইবে না এবং অস্ত্রবলে সাময়িকভাবে কোন দেশকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেও অদূরভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া হইতে বিতাড়িত হইবে। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে জয়পুর অধিবেশনের যোগ্য পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং কংগ্রেস যে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথে শান্তি ও ন্যায়ের পবিত্র পতাকা বহন করিয়া আকাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর তাহাই বিঘোষিত হইয়াছে।

সরকারী অর্থনীতি বিশ্লেষণে ডাঃ মাথাই

(২)

সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততার ফলে এবং অপরিণামদর্শিতার পরিণামে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সাধু ও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা যে শিল্প বিস্তারের পথ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং ধূর্ত ও অসাধু ব্যবসায়ীদের দল চোরাবাজারের অর্থনীতিতে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ সরকারের পাওনা ফাঁকি দিয়া এবং দেশ ও জাতির সর্বনাশ সাধন করিয়া যে মুনাফা অর্জন করিয়াছে, তাহা আমরা গত সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, দেশের প্রচুর পরিমাণ অর্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সব চোরাকারবারীদের হাতে বন্দী হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা সুবিধামত [illegible] ও পরিচালনে—অথচ সরকারকে এক কপর্দকও প্রদান না করিয়া, তাহাদের অসাধু কারবার অবাধে চালাইয়া যাইতেছে। ফলে শুধু যে আয়কর ও অন্যান্য কর বাবদ সরকারের যাহা প্রাপ্য পাওনা তাহা সংগ্রহ করা যাইতেছে না শুধু তাহাই নহে, সরকারের মুদ্রাস্ফীতি বিরোধ প্রচেষ্টাও পদে পদে ব্যাহত হইতেছে। দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রাও এই সব সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ডক্টর মাথাই পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে উচ্চহারে কর আদায় করিবার যুক্তি হিসাবে বলিয়াছেন, পুঁজিপতি ও [illegible] ইহারা [illegible] অথবা [illegible] বিষয়ে [illegible] লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া, সরকারের পক্ষে কর আদায় প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়কর এবং অন্যান্য সরকারী

নিয়ন্ত্রণের দুর্নীতি। যে দুর্নীতির ফলে বহু কোটি টাকার রাজস্ব হইতে সরকার প্রতিবৎসর বঞ্চিত হন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সংবাদে কাজেই ১০ কোটি টাকার রাজস্ব পাওয়া হইতে সরকার বঞ্চিত হইবেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। যোগ কমিশনের জন্য সরকার কতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কতটুকু সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানি তিনি কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিবেন না। জাতীয় সরকারের পক্ষে এরূপ অবস্থা নিশ্চয়ই শ্লাঘাজনক নহে।

শিল্প বিস্তার এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কোন কার্যের জন্যই উপযুক্ত মূলধন পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া শ্রীযুক্ত মথাই দুঃখ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিরাট বিপর্যয়ের জন্য যে সরকারও অনেকাংশে দায়ী তাহা শ্রীযুক্ত মথাই নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য আমরা জানি যে ১৯৪৭ সালের কুখ্যাত লিয়াকৎ আলী খাঁর বাজেটেই ভারতের মূলধনের সাময়িক সর্বনাশ সাধিত হয়। কিন্তু জাতীয় সরকার যে তাহার পরে ঐ বাজেটের ভুলত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত হইয়াও সে সকল সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যথেষ্ট তৎপরতা প্রকাশ করেন নাই, একথাও ত একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; বস্তুত এই উদাসীনতার ফলেই এখনও দেশের মূলধনের বাজার সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সরকারও তাঁহাদের ভুল বুঝিয়া ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠাতাদের, করভার হ্রাস করা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব সুযোগ দিয়েছেন, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় অতীব সন্তোষজনক হইলেও বর্তমানে ফলপ্রসূ হইতেছে না। এবং আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, সরকার যদি তাঁহাদের বর্তমান কর নির্ধারণ নীতির আমূল সংস্কার সাধন না করেন, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেও প্রার্থিত ফল লাভ দুঃসাধ্য হইবে।

মূলধনের বাজারের অবস্থা যে কিরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে তাহা গত কয়েকমাসের টাকার বাজারের হালচাল দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থাও যে কিরূপ অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত মথাইয়ের বাজেট বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও শিল্প সম্প্রসারণের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাংকের নিকট ভারতকে ঋণ প্রার্থনা করিতে হইবে। অথচ সরকার যদি ইতিপূর্বে মূলধনের বাজার সম্পর্কে কিছুপরিমাণেও উদারতা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেও ইহারই মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হইত।

বর্তমানে ইহা বারংবার করিয়া বলার প্রয়োজন নাই যে, অধুনা ভারতে বিরাট ও মাঝারি রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা সম্প্রতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে যদি তাহাদের উপর হইতে করভার লাঘব করা না হয়, তাহাদিগকে যদি বিশ্রাম লইবার অবকাশ না দেওয়া হয়, অর্থবিনিয়োগের ক্ষেত্র যদি সম্প্রসারিত হওয়ার কোন সুযোগই না পায়, তাহা হইলে সরকারের শত প্রচেষ্টা, শত বক্তৃতা, অথবা অজস্র আশাপ্রদর্শনেও ভারতের শিল্প সম্প্রসারণের স্বপ্ন সহজে বাস্তবরূপ লাভ করিবে না এবং দেশের বঞ্চিত জনসাধারণের দুঃখ ও লাঞ্ছনামোচনের কঠিন কাজও কঠিনতরই হইয়া উঠিবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মথাইয়ের শ্রমিক সম্পর্কিত উক্তিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি শিল্পপতিদের উপদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি শ্রমিকদের সহিত মর্যাদাবান মানুষের মত ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসা করা দুঃসাধ্য হইবে। ডাঃ মথাই শ্রমিকদের প্রতি "যথোচিত" সম্মান প্রদর্শনের জন্য শিল্পপতিদের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গেই তিনি আবার প্রত্যক্ষভাবে যেন ধর্মঘটের নিন্দা করিয়া তীব্র মন্তব্য করেন। এখন শিল্পপতিরা যদি প্রশ্ন করেন, দেশের অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন চাহিয়া ও যখন এই সুযোগ সুবিধা পাইবার জন্য সরকারকে একযোগে বিব্রত করিতে পারেন, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেলাতেই ধর্মঘট করিলেই কি তাহাদের অপরাধের উক্তি হইবে। তাহা হইলে ওইরূপ প্রশ্নের শ্রীযুক্ত মথাই প্রদত্ত উত্তর নিশ্চয়ই একটি প্রহেলিকার উত্তর হইবে।

শ্রমিকদের জীবনের মানের উন্নতি হউক, তাহারা শিক্ষায়-দীক্ষায় ও আচারে ভারতের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার অর্জন করুক, ইহা কামনা করে না, স্বাধীন ভারতে এমন মানুষ নিশ্চয়ই দুর্লভ। কিন্তু শ্রমিকদের উন্নতি করিবার জন্য সরকার যেরূপ তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ও প্রতিপদে তাহাদের অন্যায় ও অসঙ্গত দাবী মানিয়া চলিয়াছেন, তাহার ফল যে শেষ পর্যন্ত শুভ হইবে না, একথাটা বুঝিবার মত সময়ও এখন আসিয়াছে। এখনও যদি সরকার সুস্পষ্ট কর্মপ্রণালীর দ্বারা দেশের দুর্দশার এই সত্য বুঝিতে না চাহেন, তাহা হইলে ভারতের সম্ভাবনীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। দিনের পর দিন শ্রমিকদিগকে তাহাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করা হইতেছে না, অথচ মজুরি বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু শ্রমিকেরা কাজ করে না, কাজ করে যাহারা তাহারা অকারণে বিক্ষিপ্ত; ফলে এই দেশকে সম্পদশালী করিবার শক্তি যাহাদের হাতে, অর্বাচিন সরকারী বুদ্ধির ফলে তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। অবশ্য শ্রীযুক্ত মথাই তাহাদের প্রতি "সহানুভূতি" প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু সহানুভূতি প্রদর্শনেই কি তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে?

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা সমর্থন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মথাই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা উগ্রপন্থা পরিত্যাগ করিয়া এমন পথ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থায় হঠাৎ বিশৃঙ্খলা না দেখা দেয় এবং দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া অন্ততঃপক্ষে বর্তমান অবস্থায় আপাততঃ একটা ভারসাম্যের মধ্যে স্থিতিশীল থাকে ("any attempt to bring down prices suddenly will cause a fresh disturbance in the process of adjustment ... The immediate object of Government is to stabilise rather than curtail prices")। ডাঃ মথাই মনে করেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যদি একবার রোধ করা যায় তাহা হইলেই পরবর্তী বিনিয়ন্ত্রণের পথ নির্বিঘ্ন হইতে বাধ্য হইবে। এ বিষয়ে আমরাও অর্থসচিবের সহিত একমত। আমরাও বিশ্বাস করি যে ক্রমবর্ধনশীল মূল্য যদি বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং মূল্য বৃদ্ধি যদি একবার সাফল্যজনকভাবে রোধ করা যায়, তাহা হইলে পরবর্তীকালেই দ্রব্যমূল্যের গতি ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখী করা সম্ভব হইবে। ইহারই জন্য আমরা ইতিপূর্বে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলাম।

কিন্তু দেশের দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে মাননীয় অর্থসচিব আর একটি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতি লইয়া বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে এবং ভারতে জিনিসপত্রের দর যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী নহে। তাহাড়া ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাস হইয়া যে স্বাভাবিক মূল্য স্থির হইবে তাহা হইতে বর্তমান মূল্যের যে বিশেষ তফাৎ থাকিবে না, এরূপ উক্তিও ডাঃ মথাই করিয়াছেন ("Our present prices as compared with pre-war prices are not by any means so high, nor are they much higher than the level at which they are likely to settle when normal conditions have been established") ;—আমরা স্বীকার করি যে যুদ্ধপূর্ব যুগের (১৯৩৯) মূল্যমানে ফিরিয়া যাওয়া কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নহে এবং

হয়ত প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ১৯৪০ সালের পর হইতে যে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছিল তাহার পরিণামে এই সময়ে "অস্বাভাবিক" মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহা আমরা জানি যে সাধারণভাবে পাইকারি দর দেখিলে মনে হয় যে বহুদেশের তুলনায় ভারতের মূল্যবৃদ্ধি অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের জনসাধারণের আয় অবস্থা—এবং দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিলে দেখা, বর্তমান দ্রব্যমূল্য বা উহার কিছু কম মূল্যমানকে ভারতের পক্ষে সুসংগত বলিয়া গণ্য করা যায় কি? তাহা হইলে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে দেশের জনসাধারণের বিপুলসংখ্যক আজ কোন প্রকারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করিতেছে, তাহাই কি চিরস্থায়ী হইবে? আবার শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকার যতই সাফল্য অর্জন করুন না কেন, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বর্তমান মূল্য বা উহার কিছু কমের মধ্যে স্থিতিশীল হইয়া স্থির থাকিলে, দেশের সঙ্গতি এই সময়ের মধ্যে এমন কিছু বর্ধিত হইতে পারে না যাহাতে এই বর্ধিত দেশের সম্পদের ও অধিকাংশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। অর্থনীতিতে এই উক্তি মানিয়া লইলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী স্বীকার করিবার কোন উপায়ই থাকে না কারণ শ্রমিকদের ও কর্মচারীদের যে পরিমাণ মাগ্গীভাতা দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি এই যে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য সরকার যে চেষ্টা করিতেছেন, বেতনহীন বেতন বৃদ্ধির ফলে তাহা ব্যর্থ হইবে।

সরকারের এইরূপ আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, উৎপাদনের জন্য দাবিতে বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির প্রয়োজন থাকিবে না। এ আভাস যে যুক্তিহীন তাহা আমরা স্বীকার করি না। মুদ্রাস্ফীতির জন্য যদি বেতন বৃদ্ধির দাবী মানিয়া লওয়া যায়, অন্য উপায়ে মুদ্রার অঙ্ক হ্রাসের রোধ করা যায়, অর্থাৎ মুদ্রা পরিমাণ হ্রাস করা যায়, জনসাধারণের মধ্যে অর্থসঞ্চয়ের অভ্যাস বর্ধিতহারে প্রবর্তিত করার কথা হয় এবং এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমরা মনে করি। সুতরাং অর্থনীতির দ্রব্যমূল্য কেবল কিছু কমিতে পারে না বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার যথার্থতা আমরা স্বীকার করি না।

ডাঃ মাথাই ব্রিটিশ বণিকদের অধিকার ও তাঁহাদের স্বার্থ সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে কেহ কেহ বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহাদের এ আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। ব্রিটিশ বণিকরা যদি নিজেদের স্বার্থের সহিত এদেশের স্বার্থের প্রতিও স্মরণ রাখেন এবং তাঁহাদের ব্যবসায়ে ভারতীয়দের যথোচিত পরিমাণে নিয়োগ করিয়া শিল্প ও ব্যবসায় সম্পর্কে ভারতীয় কর্মচারীদিগকে সম্যক শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকল সময়েই ভারতের সহযোগিতা পাইবার অধিকারী। অতীতকালের বিরোধের কথা স্মরণ রাখিয়া বর্তমানের সৌহার্দ্যকে—সমান দরে সৌহার্দ্যকে—আমল দিব না, এ-নীতি রাজনীতিও নহে, অর্থনীতিও নহে;—এই নীতি অবলম্বন করিলে পৃথিবীতে কোন জাতির সহিত অপর কোন জাতির মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারিত না।—কারণ যেই দুই জাতির বিরুদ্ধতায় অতীতের কোন না কোন বিরোধের ইতিহাস এই মৈত্রীর পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইত! ইহার ফলে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহারা কেবল অতিরিক্ত ও বিশেষ সুবিধা ব্রিটিশ বণিকরা ব্রিটিশ রাজত্বে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাঁহারা স্বাধীন ভারতে পাইতে পারেন না বলিয়া ডাঃ মাথাই যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা একান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। এই উক্তির যৌক্তিকতা ব্রিটিশ বণিকরাও স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা এবং সরকারী শিল্পনীতির সকল উক্তি সম্বন্ধে সমালোচনা করিলেও একথা আমরা কোনমতে বিস্মৃত হইতে পারি না যে, ভারতের ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের সাম্প্রতিক আচরণও দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে। জাতীয়করণ নীতি এবং শ্রমিকদের সম্বন্ধে আর উদ্যোগীর ব্যাপারে সরকার যেরূপ আন্তরিক তাড়াতাড়া করিয়াছেন এবং কয়েকক্ষেত্রে নানা ভয়ভীতি দিয়াছেন, তেমনি ব্যবসায়ীরাও অযথাভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। একথা আজকাল অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে-কয়টি বিশেষ শিল্পের সহিত দেশরক্ষার ব্যবস্থা উন্নতি জড়িত আছে, তাহার উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বর্তমান যুগে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ শিল্প যে সরকারী সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান অবস্থায় উন্নতি করিতে পারে না, ইহাও সর্বজনস্বীকৃত। সরকার যখন বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন ও আশ্বাস দিয়াছেন যে, যে-কয়টি শিল্প জাতীয়করণ করা হইবে তাহা তাহার অভাব এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে এমন বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে যে ব্যবসায়ীদের পক্ষে যথোপযুক্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টা থাকিলে লাভবান শিল্প গড়িয়া তোলা খুবই সহজ এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় অধীনে যেসব শিল্প উন্নতি করিতেছে সরকার নিতান্ত দায়ে না হইলে তাহা জাতীয়করণ করিতে অগ্রসর হইবেন না (আর সরকারের হাতে যেন পুনর্গঠনের যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা পালন করিতে সরকারের সমস্ত শক্তি যে ভাবে ব্যয়িত হইতেছে, তাহাতে সরকার যে সব বিরাট বিরাট পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে মনস্থ করিয়াছেন, সে সকলের বাহিরে অন্যান্য ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে হাত দিতে পারিবেন কিনা তাহাও নিতান্ত সন্দেহজনক) তখন জাতীয়করণের নামে ব্যবসায়ীদের পক্ষে এইরূপ "জীবন মরণপ্রশ্ন" হওয়ার কোন কারণই নাই।

ইহা ব্যতীত কর-ব্যাপারেপ্রয়োজন সম্পর্কেও সরকার অবহিত আছেন বলিয়া ডাঃ মাথাই জানাইয়াছেন এবং বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বসতি ও কাশ্মীর যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যয়বৃদ্ধির ফলে এই বিষয়ে বর্তমানে ব্যবসায়ীদের আশানুরূপ সাহায্য করিতে না পারিলেও, ভবিষ্যতে যে ব্যবসায়ীদের উপর হইতে করভার লাঘব করিবার উদ্দেশ্য ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাতেও ব্যবসায়ীদের আশান্বিত না হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ব্যবসায়ীরাও এই অবস্থায় অনেকখানি প্রতিকার নির্দেশ করিতে পারিতেন যদি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী ব্যাপারে আতঙ্কের সৃষ্টি না দিতেন। সরকারের সমালোচনা করা অবশ্যই সহজ,—কিন্তু ব্যবসায়ীরাও নিজেদের কর্তব্যবিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন বলিয়া বোধ হয় না। মোট কথা এই যে, ভারতের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে সর্বশ্রেণীর বণিক, মালিক, শ্রমিক, কেরাণী, বুদ্ধিজীবী সকলেরই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না হইলে দেশের সর্বনাশ কেহই ঠেকাইতে পারিবে না। জনসাধারণ যে পরিমাণ সহযোগিতা সরকারের সহিত করিতেছেন, মালিক ও শ্রমিকরা তাহা করিতেছেন না। তাহাতে উভয় পক্ষই যে নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন একথা যদি এখনও এই দুর্দানে পক্ষদ্বয় না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে বিপুল ত্যাগ ও বৃহৎ প্রাণের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, তাহা একান্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাসঙ্গিক

ভারত-পাকিস্তান চুক্তির নূতন ভিত্তি

[illegible] নূতন দিল্লীতে ইন্টারডোমিনিয়ন [illegible] ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে [illegible] পর পুনরায় একটি আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তি মূলতঃ গত এপ্রিল মাসের কলিকাতা চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যদি পূর্বের ঐ চুক্তি [illegible] প্রতিপালিত হইত, তবে উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে এমন ঘন ঘন বৈঠক আহ্বানের প্রয়োজন থাকিত না বলিয়াই আমাদের মনে হয়।—এপ্রিল মাসে কলিকাতায় [illegible] স্বাক্ষরিত হইবার অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গ হইতে ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হয় ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা কঠিন আকার ধারণ করে। অতঃপর এই সব সমস্যার [illegible] এই সম্মেলনের উদ্ভব ঘটে। যদি এই চুক্তির ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়া আসে, তবেই সম্মেলন বৈঠকটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে। এই প্রসঙ্গে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আজও কাশ্মীর-সমস্যা পূর্বের মতই জটিল রহিয়াছে ও পাকিস্তানী সৈন্য কাশ্মীর রাজ্যে এখনও আক্রমণশীল!

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত [illegible] নূতন চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ডমিনিয়নের একজন মন্ত্রী এবং [illegible] লইয়া একটি দুই সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কমিটি সংখ্যালঘু, উদ্বাস্তু, [illegible] এবং [illegible] সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিবেন। চুক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারাগুলি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ডমিনিয়নে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান থাকিবে। [illegible] [illegible] প্রভৃতি সংক্রান্ত বিরোধগুলি [illegible] ও [illegible] দিকে দৃষ্টি রাখা হইবে। [illegible] সম্পত্তি সম্পর্কিত [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের মধ্যে সীমানাসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ১৯৪৯ সালের ৩১এ জানুয়ারীর পূর্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা-বিশিষ্ট বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে। অন্যান্য [illegible] আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১০ই জানুয়ারী করাচীতে পুনরায় বৈঠক বসিবে।

উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অতীতে বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। কলিকাতা চুক্তিকে অনেকে "[illegible]" শব্দ দ্বারা অভিহিত [illegible] এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর [illegible] পাকিস্তানী [illegible] চলিতে থাকে ও লক্ষ লক্ষ লোক আসাম ও ত্রিপুরায় [illegible] [illegible] রাষ্ট্রে [illegible] ও [illegible] [illegible] —[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] চুক্তি [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের [illegible] হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি ফল হয় তাহাই লক্ষণীয়। —অতীতের অভিজ্ঞতা [illegible], আমরা আশা করিতেছি যে পাকিস্তান সরকার এইবার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় যত্নবান হইবেন এবং সাম্প্রতিক চুক্তির সার্থকতা [illegible] পুনরায় নূতন চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভবিষ্যতে কোন বৈঠক আহ্বানের প্রয়োজন হইবে না।

ভাষাগত প্রদেশ

ভাষাগত প্রদেশ গঠন সম্পর্কে ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতিরূপে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত এস. কে. দার, [illegible] [illegible] ও [illegible] লইয়া যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরল ও মহারাষ্ট্র—ইহাদের ভাষাগত প্রদেশ গঠিত হইতে পারে কি না ও গঠিত হইলে প্রস্তাবিত প্রদেশগুলির এবং উহাদের সংলগ্ন অঞ্চলে শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য [illegible] কিরূপ হইবে উহাই কমিশনের বিচারার্থ [illegible] ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলা আসামের [illegible] সম্পর্কে বিচার করিবার ভার [illegible], কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ীভুক্ত করা হয় নাই।

কমিশনের মতে ভাষাগত প্রদেশ গঠনের জন্য চারিটি শর্ত পালনীয়—(১) ভৌগোলিক ঐক্য, (২) অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা, (৩) [illegible] এবং (৪) অধিকাংশ জনগণের সম্মতি। অন্ধ্রের ক্ষেত্রে চতুর্থ শর্ত, কর্ণাটকের ক্ষেত্রে প্রথম, কেরলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চতুর্থ শর্ত প্রতিপালিত হইতেছে না বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বর্তমান কাল এই সম্পর্কে আন্দোলন চালাইবার পক্ষে অনুকূল নহে। শুধু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা উচিত হইবে না, শাসনকার্য সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে বলিয়া কমিশন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন যুক্তিজাল বিস্তারপূর্বক [illegible] কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভাষাগত প্রদেশ গঠন করিলে [illegible] হইবে এবং তাহাতে জাতীয় [illegible] হইবে।

কমিশনের এইরূপ মতামত ও সিদ্ধান্ত [illegible] কেবল বিক্ষোভই উৎপাদন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। [illegible] প্রদেশ সম্পর্কে [illegible] বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনার ফলে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্ক [illegible] আর্থিক [illegible] সৃষ্টি হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সমস্যা জটিল ও [illegible], কিন্তু তাহা বলিয়া [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কমিটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, কিন্তু বাংলার সম্পর্কে যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার ঘটাইয়া বাংলার অঙ্গহানি পূরণ করিতে হইলে, বাঙালীকে প্রবল আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

একতার অভিযান

জয়পুর কংগ্রেসের অধিবেশনে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙালীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।—[illegible] এই সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না করিয়া এই সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] রহিলাম।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ব্রিটেনের ইস্পাতের নূতন রেকর্ড—ইস্পাত শিল্পে যুদ্ধোত্তর যুগের উৎপাদন রেকর্ড—ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলের বিরোধীদের পরিস্থিতি—গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য কয়লা শিল্পে উৎপাদন হ্রাস ও ব্যাহতি।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ২৩শে ডিসেম্বর। ব্রিটেন যে এবার ১৯৪৮ সালের নির্ধারিত ইস্পাতের লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রায় সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছেন [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রিটেনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন মাত্রাকে [illegible] [illegible] [illegible] করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে ব্রিটেন [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিয়াছে। [illegible] [illegible] ব্রিটেনের [illegible] পরিমাণ নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। [illegible] সালের তুলনায় [illegible] [illegible] ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] লক্ষ টন এবং [illegible] [illegible] যে রেকর্ড সৃষ্টি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০ লক্ষ টন বেশী। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে ১৯৫০ সালে ১৯৫৮ সালের তুলনায় [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্যে পৌঁছিবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সালের [illegible] তাহা [illegible] হইবে।

এই বিষয়ে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ব্রিটেনের এইরূপ রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়াছে [illegible] [illegible] করিয়া। অপরপক্ষে ব্রিটেন তাহার আমদানি মালের জন্য অধিকতর মূল্য দিতে বাধ্য হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের মালের দর ১০০ ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে ব্রিটেনের রপ্তানি মালের গড়পড়তা দর ৩৩০ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ব্রিটেন যে মাল আমদানি করিতেছে তাহার দাম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ৩৩০ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ বিলটি পার্লামেন্টে তীব্র রকম আলোচনার পর গৃহীত হইলেও ঐ বিলের ফলে সমালোচনার যে অবসান হয় নাই। ইস্পাত শিল্প বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়া আসিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সরকারের জাতীয়করণ নীতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিতেছে না। [illegible] ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ করিয়া সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বেশী [illegible] হইবে না—[illegible] [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] [illegible]। [illegible] বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলেই ইহা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে—ইস্পাত উৎপাদনের ইতিহাসে এত অল্পের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible]। ঐভাবে ব্রিটেনে যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ব্রিটেনের বার্ষিক উৎপাদনের হার দাঁড়াইয়াছে ১৫,৭৫০,০০০ টন। (১৯৩৭ সালে ঐ সময় বার্ষিক উৎপাদনের হার দাঁড়াইয়াছিল ১৩,১৭৬,০০০ টন)। গত নভেম্বর মাসের হিসাব ধরিলে সাপ্তাহিক গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৩০০,০০০ টন। বার্ষিক উৎপাদনের হার যদি [illegible] লক্ষ টন হয়, তাহা হইলে সরকারের উৎপাদনের লক্ষ্যের চেয়ে [illegible] লক্ষ টন অধিক ইস্পাত উৎপাদন হইবে। ইস্পাত শিল্পের পক্ষে ইহা বিশেষ গৌরবের বিষয়। ইতিপূর্বে আর কোন শিল্প এইরূপ [illegible] [illegible] করিতে সমর্থ হয় নাই। ইস্পাত শিল্পের এই অভূতপূর্ব উৎপাদনের ফলে লৌহের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি।

[illegible] সরকার ইতিমধ্যে ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণের [illegible] আলোচনা [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা করিবেন বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাশ [illegible] [illegible] পারিবেন।

গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের জাতীয় কয়লা সংস্থার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ, বিক্রয় এবং লাভের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ হিসাব হইতে দেখা যায় যে, উক্ত তিনমাসে সংস্থার লাভের আর্থিক পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৯১,৯০০ পাউণ্ড। পূর্ববর্তী তিনমাসে কিন্তু উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ড। এই বৎসরের মোট ৯ মাসের হিসাবে মোট উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ১,১৩১,০০০ পাউণ্ড। শেষের তিন মাসের লাভের আর্থিক [illegible] [illegible] হইয়াছে যে, গ্রীষ্মকালীন ছুটির দরুণ ঐ সময়ে উৎপাদন হ্রাস পাইয়া আবার আর্থিক [illegible] দিয়াছে। ঐ ছুটির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ, [illegible] এবং বিক্রয় [illegible] কিছুটা কমিয়া গিয়াছে।

বোম্বাই

ইস্পাত আমদানির জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা—দেশে ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য টাটা ও স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গলের উদ্যম—"স্বদেশ" সরকারী [illegible] প্রস্তাব—বিদেশ হইতে ইস্পাত ক্রয়ের জন্য [illegible] [illegible] বিদেশ যাত্রা—১লা এপ্রিল হইতে [illegible] নিবারণ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বোম্বাই সরকারের দৃঢ় সংকল্প।

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৫ই ডিসেম্বর—বিদেশ হইতে ভারতে ইস্পাত আমদানির জন্য ভারত সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, কারণ ভারতে যে পরিমাণ ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহাতে ভারতের চাহিদা মিটান সম্ভব নয় এবং ভারতের শিল্প ও সৈনিক পুনর্গঠনের জন্য ভারতের ইস্পাতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন [illegible] [illegible] না হইলে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, বেলজিয়াম এবং অষ্ট্রেলিয়া—পৃথিবীর এই পাঁচটি দেশ ভারতে ইস্পাত রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে। ভারতে বর্তমানে উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ ৯০০,০০০ টন বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু বর্তমানে ভারতের চাহিদা ২,০০০,০০০ টনেরও বেশী। ভারতে বর্তমান অবস্থায় ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বেশী নাই। টাটার কারখানাতে যে পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ ইস্পাত উৎপাদনে ব্যয় হইতেছে। সেই জন্য টাটা কোম্পানী যদি তাহাদের লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন তবে তাহারা কিছু বেশী পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারিবেন। স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল কিন্তু তাহাদের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিতে পারেন, কারণ ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী তাহাদের যে পরিমাণ লৌহ সরবরাহ করিতে পারেন, তাহার দ্বারা স্টীল কর্পোরেশনের ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করাও সম্ভব। প্রকাশ, উভয় পক্ষ হইতে সরকারের নিকট [illegible] [illegible] অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে এবং সরকারের নিকট তাহারা লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য তাহাদের পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। কোম্পানীর তরফ হইতেও ঐরূপ একটি প্রস্তাব দাখিল করা হইয়াছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

যে যাবৎ [illegible] উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে [illegible] [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible], তাবৎ [illegible] তাহাদের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে না। বর্তমান অবস্থায় বিদেশী মাল আমদানি করা ছাড়া সরকারের পক্ষে আর কোন উপায় নাই। বিদেশী মালের [illegible] [illegible] সরকার বর্তমানে দেশী ইস্পাতের উপর টনপ্রতি ৮০ টাকা কর ধার্য করিয়াছেন এবং এই সংগৃহীত অর্থদ্বারা সরকার

(শেষাংশ ১৬২ পৃষ্ঠায়)

ডানলপ
সুবর্ণ জয়ন্তী
১৮৯৮ - ১৯৪৮

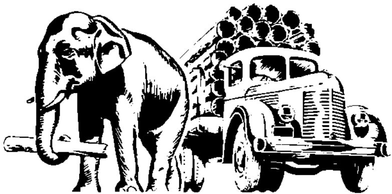

৫০ বৎসরব্যাপী ক্রমোন্নতি
বিগত দিনের পথপ্রদর্শক-আগামী দিনের অগ্রনী

সঙ্কলন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে [illegible]

[illegible] নেতাজী সুভাষচন্দ্রের [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] পুরী [illegible]

কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্র ও নেতাজীর প্রতিমূর্তি স্থাপন সম্পন্ন *

[illegible] কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল [illegible]

[illegible]

ধান চালের ক্রয়মূল্য পরিবর্তন না করার সিদ্ধান্ত

পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিম্নোক্ত প্রেসনোটটি প্রচার করিয়াছেন:—

[illegible]

[illegible] চাউলের [illegible] মূল্য বৃদ্ধি [illegible] করা হইয়াছে [illegible]

[illegible] আগষ্ট মাস থেকে [illegible]

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত

[illegible] পশ্চিম বাংলা সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারের [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং [illegible] ইংরাজী [illegible] ভাষা শিক্ষা দান বন্ধ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের [illegible] প্রাথমিক শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে না।

রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংরাজী [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] ছাত্র-ছাত্রী [illegible] বিদ্যালয়ের বাহিরে [illegible] করা হইবে।

[illegible] এই [illegible] পাওয়া যাইতে পারে।

পশ্চিম বঙ্গে নূতন রেল লাইন

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ে [illegible] রেলওয়ে [illegible] পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে [illegible] নূতন রেল লাইন [illegible] পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় ও আসামের প্রধানমন্ত্রী [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটি রেল লাইনের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—৫০ মাইল দীর্ঘ [illegible] লাইন এবং ৬০ মাইল দীর্ঘ [illegible] লাইন। [illegible] পশ্চিম বিভাগপূর্ব [illegible] কোনও [illegible] নাই। [illegible] এই রেল লাইন [illegible] সম্পর্কে [illegible] পরিকল্পনা [illegible] হইবে [illegible] বলিয়া আশা করা যায়।

বোর্ড [illegible] সম্পর্কে ৩১ মাইল দীর্ঘ [illegible] রেল লাইন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

উদ্বাস্তু বিধবা ও শিশুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণকল্পে মহিলা অফিসার নিয়োগ

[illegible]

কলিকাতায় টেলিফোনের নূতন লাইন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কর্পোরেশনের শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন

[illegible]

[illegible]

রেলওয়ের রানিং ষ্টাফের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রবেশ পুনর্গঠন সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের অভিমত

[illegible]

[illegible]

কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রদ

[illegible]

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

[illegible] কোন [illegible] মূলধন পুনর্গঠন [illegible] হয়। [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] পরিমাণ [illegible] ও [illegible] এবং ঐ সকল নূতন [illegible] হইতে যে [illegible] দ্বারা অভাব [illegible] হইবে, [illegible] উৎপাদন করিবে। কিন্তু তাঁহারা [illegible] যে, [illegible] একটি [illegible] এই [illegible] ঐ [illegible] পূরণ করিতে [illegible] হইবে না।

ভারত সরকার কর্তৃক নূতন ধরণের সামরিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব

[illegible] এক [illegible] উপলক্ষে পণ্ডিত [illegible] বলেন যে, ভারত সরকার আগামী [illegible] হইতে [illegible] একটি সামরিক শিক্ষা [illegible] শিক্ষা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পরিচালিত [illegible] সামরিক শিক্ষা [illegible] হইবে [illegible] সামরিক শিক্ষালয়।

পাঁচ [illegible] এক [illegible] বৎসর [illegible] এই শিক্ষায় [illegible] ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে।

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন আগামী [illegible] ডিসেম্বর [illegible] হইতে এক [illegible]। [illegible] অর্থনীতিবিদগণ [illegible] করিবেন। [illegible] ও [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। [illegible] বক্তৃতা করিবার জন্য [illegible] আমন্ত্রিত হইয়াছেন। [illegible] চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন।

গভর্ণর জেনারেলের মাসিক বেতন ৫৫০০৲ টাকা

ভারত সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের গভর্ণর জেনারেল এখন হইতে মাসিক [illegible] সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাইবেন। এই বেতন আয়করমুক্ত হইবে। কংগ্রেসের "বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি"র অধিবেশনে "কংগ্রেস মন্ত্রী ও গভর্ণরের প্রতি দাবী" সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার সময় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই কথা ঘোষণা করেন। গভর্ণর জেনারেল শ্রীরাজাগোপালাচারী নাকি স্বয়ং তাঁহার বেতন হ্রাসের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা বিদ্যালয়

কর্মচারীদিগকে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা দিবার সুযোগ দানের জন্য ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তর একটি বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আপাততঃ ঐ বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি শিক্ষা দেওয়া হইবে:—রুশীয়, জার্মান, ফরাসী, আরবী, চীনা এবং জাপানী। বিদ্যালয়টি [illegible] জন্য হইলেও উহাতে বিভিন্ন দপ্তরের বেসামরিক কর্মচারীদিগকেও ভর্ত্তি করা হইবে। [illegible] বিদ্যালয়ের বাহিরে থাকিয়া এবং অফিসের কাজ করিয়া সকলেই উহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। যাঁহারা [illegible] পারিবেন না তাঁহাদের জন্য [illegible] প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রী পি. এস. [illegible] এই স্কুলের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১০টি ভাষা জানেন।

সংবাদলিপি

(পূর্ব্বাংশ ১৩০ পৃষ্ঠায়)

আমদানির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন। তবে সরকার এই [illegible] হইতে [illegible] ২২।০ টাকা ইস্পাতব্যবসায়ীদের দাম ধরেন এবং [illegible] টাকা সরকারের ভাণ্ডারে জমা হয়। বর্ত্তমানে ঐ ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। দেশী ও বিদেশী ইস্পাতের দরের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সরকার ঐ ভাণ্ডার হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া ইস্পাত আমদানি করিবেন।

ভারতের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের সম্পাদক মিঃ এন. এ. [illegible] ইস্পাত ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বিমানযোগে [illegible] রওনা হইয়াছেন। তিনি বেলজিয়াম, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইস্পাত ক্রয়ের ব্যাপারে তিনি কতদূর সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ আছে।—কারণ ভারতীয় [illegible] হইতে [illegible] আমদানি করা কঠিন হইবে। যুদ্ধের পূর্বে এই সকল দেশ হইতে [illegible] টন ইস্পাত আমদানি করা হইত, কিন্তু এখন [illegible] হইতে যে-পরিমাণ ইস্পাত আমদানি হইতেছে তাহা নিতান্ত নগণ্য। ভারত সরকার [illegible] সরকারের নিকট দাবী করিয়াছেন যে, ইউরোপের কেন্দ্রীয় ইস্পাত [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যেমন সাহায্য পাইতেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভারতও সেইরূপ সাহায্য পাইবার অধিকারী। কিন্তু ভারত সরকারের সেই দাবীর উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। আমেরিকা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ মাল পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার দর এত চড়া যে ভারতের পক্ষে তাহা ক্রয় করা একরূপ অসম্ভব।—ব্রিটেন ভারতে ৫০,০০০ টন ইস্পাত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত এবং তাহার ছাঁট লোহা সরবরাহ করিতে পারে যদি ব্রিটেন আমার ইস্পাত [illegible] পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে পারে। বেলজিয়াম হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইস্পাত আমদানি করা সম্ভব, কিন্তু বেলজিয়াম এবং অন্যান্য দেশের [illegible] বেলজিয়ামের মালের জন্য খুব বেশী দাম দিতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত সরকারের লোহা ক্রয় সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। মিঃ [illegible] বিলাত [illegible] কি ফল হয়, তাহা জানিবার জন্য ব্যবসায়ী মহল বিশেষ উদগ্রীব আছে, কারণ ভারত পর্যাপ্ত পরিমাণ ইস্পাত আমদানি করিতে পারিলে ভারতের শিল্পসমূহের গতি ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন।

বোম্বাই সরকার মদ্যপান নিবারণের জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সরকার উহাদের কাজ যাহাতে [illegible] তাহার জন্য [illegible]। বোম্বাই সরকার [illegible] মদ্যপান নিবারণী পরিকল্পনার প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বোম্বাই সরকার [illegible] কোটি টাকা [illegible] ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় [illegible] হইয়া গিয়াছে এবং সর্বত্রই মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে জোর প্রচারকার্য্য শুরু হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে আগামী [illegible] মাসের [illegible] অধিবেশনে ১লা এপ্রিল হইতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়া একটি বিল পাশ করা হইবে। ঐ দিন হইতে সরকারী নীতি হইবে মদ্যপান-নিবারণী। ঐ দিনের পরে [illegible] উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য পুলিশ বিভাগকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইবে এবং পুলিশকে ঐ কাজে সাহায্য করিবার জন্য মদ্যপান নিবারণী অফিসার নিয়োগ করা হইবে।

হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

প্রধান কার্য্যালয়
৪০, [illegible] স্ট্রীট,

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
৪২, চৌরঙ্গী,

কলিকাতা।

ফোন
পি কে ৫৪৮

ফোন
পি কে ৪৩৭১
(৩ লাইন)

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রে
অবস্থিত ২১টি শাখা অফিস আপনার
সেবায় নিয়োজিত।
"ব্যাঙ্কিং" ও সকল সেবার সুষ্ঠু যোগাযোগ
রক্ষা আমাদের বৈশিষ্ট্য, আপনার সন্তুষ্টি
আমাদের কর্মপন্থা নির্দেশক।
শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এম, এল, এ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

IT'S HERE

The new
Super Cushion Tyre

গুড-ইয়ারের আবিষ্কৃত এবং একমাত্র গুড-ইয়ারের দ্বারাই প্রস্তুত
এখন সবরকম চল্‌তি সাইজেই পাওয়া যাচ্ছে।

- FLOWS ALONG ON ONLY 24 POUNDS OF AIR PRESSURE
- IT'S BIGGER, SOFTER - GLIDES OVER BUMPS
- FIRST TYRE TO ABSORB LATERAL SHOCK
- MORE MILEAGE AND - - EASIER HANDLING

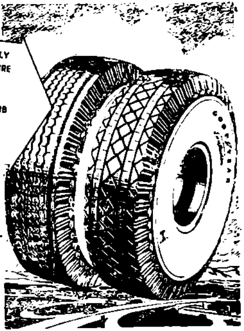

আপনার এখনকার গাড়ীর মাপসই ঠিক সাইজটি বেছে নিন টায়ারের পাশের দেওয়ালগুলোর রং সাদা কিংবা কালো যা পছন্দ তাই পাবেন……

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ — সুপার কুশন

৫'৫০-১৭ : এর বদলে ৬'৪০-১৫
৬'০০-১৭ : এর বদলে ৬'৭০-১৫
৬'৫০-১৫ : এর বদলে ৭'১০-১৫
৬'৫০-১৫ / ৭'০০-১৫ : এর বদলে ৭'৬০-১৫
৬'০০-১৬ : এর বদলে ৬'৭০-১৫ ●
৬'৫০-১৬ : এর বদলে ৭'১০-১৫ ●

● শীঘ্রই ভারতে তৈরী হবে।

আপনার নিকটবর্তী গুড-ইয়ার বিক্রেতার কাছে এক সেট সুপার-কুশনের জন্যে এখনই অর্ডার দিন।

GOODYEAR

ভারত-পাকিস্থান সম্মিলনে চুক্তি

[illegible] পূর্ণ [illegible] এই :—

[illegible]

(ক) [illegible]

[illegible]

[illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

(ক) [illegible]

(খ) [illegible]

(গ) [illegible]

৬। [illegible]

(ক) [illegible]

(খ) [illegible]

(গ) [illegible]

(ঘ) [illegible]

(ঙ) [illegible]

(চ) [illegible]

(ক) [illegible] (খ) [illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

[illegible]

চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি

১৯শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য সপ্তাহে ইস্যু বিভাগে চলতি নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া বর্তমান সপ্তাহে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। মোট নোটের পরিমাণও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) দেখা যায়। সম্পত্তির দিক বিচার করিলে, সোনা মজুত পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। সম্পত্তির অপরাপর ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই।

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমা [illegible] কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। এবং অন্যান্য সরকারী জমার হ্রাস [illegible] হইয়াছে। ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) এবং [illegible]নিয়োগের পরিমাণে উন্নতি দেখা গিয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও হাতের পরিমাণ আংশিকভাবে বর্ধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে [illegible] কোটি টাকা ([illegible] কোটি টাকা) এবং অন্যান্য ঋণ ও হাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] জমার পূর্বের অপরিবর্তিত দেখা যায় ([illegible] কোটি টাকা

*

২০শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রকাশিত হিসাব-নিকাশে [illegible] লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে ব্যাঙ্কগুলি হইতে [illegible] পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে এবং অন্যান্য [illegible] পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] লক্ষ টাকা হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। তবে হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত অর্থের পরিমাণের অবনতি ঘটিয়াছে দেখা যায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টা[illegible]) [illegible] ঋণের পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া [illegible] কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য [illegible] পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)

ফোন—ক্যাল ৩৮৫১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার,
লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন
সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ
এবং
সর্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র
ও
মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

২৩শে ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ

আগামী ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক [illegible] সভাপতিত্বে ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনের জন্য গত মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক পি. এন. ব্যানার্জির সভাপতিত্বে ও অন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদগণের উপস্থিতিতে এক সভা হয়। সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নির্বাচিত হন :—

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, অধ্যাপক পি. এন. ব্যানার্জি।

কোষাধ্যক্ষ—কলিকাতার শেরিফ [illegible] এন. সেন।

সম্পাদক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক [illegible]।

সহঃ সম্পাদক—অধ্যাপক পি. কে. রায় (বিদ্যাসাগর কলেজ)।

এতদ্ব্যতীত [illegible] জন সদস্য লইয়া একটি অভ্যর্থনা কমিটি, [illegible] জন সদস্য লইয়া একটি কার্যনির্বাহক কমিটি, [illegible] জন সদস্য লইয়া একটি আমোদ-প্রমোদ কমিটি, [illegible] জন সদস্য লইয়া একটি [illegible] কমিটি ও [illegible] জন সদস্য লইয়া একটি [illegible] কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিনিধিগণ ও সভ্যগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত হারে চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে : সাধারণ সভ্যের পক্ষে [illegible] টাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে [illegible] টাকা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও [illegible] পক্ষে [illegible] টাকা।

আলোচ্য বিষয়

ভারতে জাতীয়করণ, ভারতের মুদ্রা নীতি, ভারতীয় [illegible]।

কর্মসূচী

২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে সকাল ৯টা হইতে [illegible]—ভারতীয় [illegible], [illegible] কর্তৃক উদ্বোধন, অধ্যাপক এম. কে. ঘোষ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক সভাপতির অভিভাষণ ও অভ্যর্থনা-[illegible]। বেলা [illegible] হইতে রাত্রি [illegible] প্রতিনিধিদের [illegible], [illegible] কারখানা পরিদর্শন, ভারতে জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা, প্রীতি সম্মেলন, প্রীতি ভোজ ইত্যাদি।

২৪শে ডিসেম্বর সকাল ৯টা হইতে বেলা ১১টা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে ভারতে

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

[illegible]

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

• •

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাট

[illegible]

তুলা

[illegible]

[illegible]

গুড় ও চিনি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

"নিম্নতম মূল্য" বজায় রাখা আবশ্যক

[illegible]

[illegible] (Tariff Board) [illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • • • •

[illegible] "নিম্নতম মূল্য" [illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাণিজ্য

ম্যাকলাউড পরিচালিত দুইটি চা-বাগানের হিসাব

১৩৪৯ সালের [illegible] টি কোম্পানী লিমিটেডের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

নিকাশপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪২)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নীট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible]	[illegible]

নিয়মাবলী

— x —

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
প্রয়োজনীয় জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার
রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৩০)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

[illegible] টি কোম্পানী লিমিটেডের ১৩৪৯ সালের বাৎসরিক হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করা গিয়াছিল যে আলোচ্য বর্ষে ১০,০০০ মণ চা উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ হইয়াছে ১১,০০০ মণ। [illegible]

[illegible]

নিকাশপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪২)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

সম্পত্তি

মোট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নীট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
	[illegible]
[illegible]	[illegible]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে "আর্থিক ভারত"-এর প্রকাশ আগামী সপ্তাহে বন্ধ থাকিবে এবং পরবর্তী সংখ্যা "আর্থিক ভারত" ২১শে পৌষ '৫০ (৫ই জানুয়ারী '৪৪) তারিখে প্রকাশিত হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ — "আর্থিক ভারত"

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যের চুক্তি

পূর্বানুবৃত্তি ১৬৪ পৃষ্ঠার

সরকারী [illegible] সরকারী [illegible] বিরত ছিলেন [illegible] পাকিস্তানের [illegible] ও [illegible] পরিবহনের জন্য [illegible] করা হইয়াছে। (খ) [illegible] হইতে [illegible] পারিবে, [illegible]

(১০) [illegible] স্থির হইয়াছে যে, [illegible] হইবে।

(১১) পাট ও [illegible] হইতে পারে [illegible] হইবে।

আশা করা যায় যে, [illegible] হইবে।

[illegible] চেষ্টা করিবেন।

(১২) [illegible] করা হইয়াছে।

আগামী ১৯৫৫ [illegible] এই কমিটির বৈঠক বসিবে এবং আশা করা যায় যে [illegible] কাজ শেষ হইবে। স্থির হইয়াছে যে, [illegible] শেষ করা হইবে।

(১৩) [illegible] মূল্য পরিবর্তন [illegible] বৈঠকে আলোচনা করা হইবে।

(১৪) [illegible] কোম্পানী- [illegible] কোম্পানী [illegible] করিতেছেন।

[illegible]

(পূর্বানুবৃত্তি ১৬৪ পৃষ্ঠার)

কাপড়ের কল

এই বিভাগে [illegible] দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] দরে কাজ হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে [illegible] দর পাওয়া গিয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে [illegible] দর পাওয়া গিয়াছে।

চা

[illegible] হইতে পারে নাই। [illegible] হইয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

(পূর্বানুবৃত্তি ১৩৪ পৃষ্ঠার)

[illegible] সম্পর্কে প্রশ্ন পাঠ ও আলোচনা; বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১০টা— [illegible] সম্পর্কে প্রশ্ন পাঠ ও আলোচনা, প্রীতি ভোজ ইত্যাদি।

[illegible] সকাল ৯টা হইতে বেলা ১০টা— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] সম্পর্কে প্রশ্ন পাঠ ও আলোচনা; বেলা ১০টা হইতে [illegible] ১২টা— [illegible] সম্পর্কে প্রশ্ন পাঠ ও আলোচনা, বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১০টা— [illegible] কোম্পানী পরিদর্শন, [illegible] পরিদর্শন, [illegible] সম্পর্কে প্রশ্ন পাঠ ও আলোচনা, [illegible] ইত্যাদি।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

(পূর্বানুবৃত্তি ১৬৯ পৃষ্ঠার)

তৈলবীজ

তৈলবীজের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] দেখা গিয়াছে। [illegible]

সোনা-রূপা

সোনারূপার [illegible] ছিল।

[illegible] ছিল।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—রিজার্ভ ব্যাংক

ইসু বিভাগ—

(লাখের হিসাবে নিকটতম)

দায়—

দায়িত্ব বিভাগের নোট [illegible]

প্রচলিত নোট [illegible]

সম্পত্তি—

(ক) সোনার ও রূপার মোহর

(খ) ভারতে [illegible]

(গ) ভারতের বাহিরে

স্টার্লিং জমা [illegible]

মোট (ক) [illegible]

(খ) রূপার মুদ্রা [illegible]

ভারত সরকারের টাকার সিকিউরিটি [illegible]

ব্যবসায়িক বিভাগ—

দায় —

মূলধন [illegible]

জমা—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার [illegible]

(খ) প্রাদেশিক সরকার [illegible]

(গ) তফসিলভুক্ত ব্যাংক [illegible]

(ঘ) অন্যান্য [illegible]

দেয় হুণ্ডী [illegible]

অন্যান্য দেনা [illegible]

সম্পত্তি—

নোট [illegible]

রৌপ্য মুদ্রা [illegible]

মোট [illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—ইম্পিরিয়াল ব্যাংক

দায়—

বিক্রীত মূলধন [illegible]

আদায়ীকৃত মূলধন [illegible]

মজুত তহবিল [illegible]

স্থায়ী আমানত, সেভিংস ব্যাংক, চলতি ও অন্যান্য হিসাব [illegible]

বিবিধ [illegible]

মোট [illegible]

সম্পত্তি—

কোম্পানীর কাগজ [illegible]

মোট [illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—তফসিলভুক্ত ব্যাংক

(লাখের হিসাবে নিকটতম)

মোট [illegible]

স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান

(লাখের হিসাবে নিকটতম)

ইসু বিভাগ—

দায়—

ব্যাংকিং বিভাগের নোট [illegible]

প্রচলিত নোট [illegible]

সম্পত্তি—

(ক) সোনার ও রূপার মোহর [illegible]

স্টার্লিং জমা [illegible]

(খ) রৌপ্য মুদ্রা [illegible]

ব্যাংকিং বিভাগ—

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন [illegible]

মজুত তহবিল [illegible]

আমানত—

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার [illegible]

(খ) প্রাদেশিক সরকার [illegible]

(গ) ব্যাংকসমূহ [illegible]

(ঘ) অন্যান্য [illegible]

দেয় হুণ্ডী [illegible]

অন্যান্য দায় [illegible]

সম্পত্তি—

নোট

রৌপ্য মুদ্রা

(ক) পাকিস্তানী

(খ) ভারতীয়

অন্যান্য দায় [illegible]

অন্যান্য সম্পত্তি [illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চটকল

চা-বাগান

যৌথ-প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান											
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		—				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]		
বিভিন্ন কল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		—				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
ব্যাঙ্ক											
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				—		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ											
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

REGD.N

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৪শ বর্ষ ৮-ম সংখ্যা [illegible] [illegible] মূল্য ।০

CALCUTTA CENTRAL

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি. ডি. বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি. ডি. হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি

শ্রীরমনলাল জি. সারাইয়া
(ভাইস-চেয়ারম্যান)
শ্রীমহাদেও এল. দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি. টি. ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস. টি. সদাশিবম

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে ষাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

নূতন ও মেরামতি
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

নূতন ও মেরামতি
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১১।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২১এ পৌষ, ১৩৫৫, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
বাণিজ্য সম্মেলন
প্রাসঙ্গিক
সমবায় নীতি সম্পর্কে শিল্প সচিবের ভাষণ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা, [illegible]
ভারতীয়দের [illegible], ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন, ভারতে মূলধনের প্রয়োগ
সংবাদলিপি
লণ্ডন, দিল্লী ১৬০
সমবায় ১৬১
বিষয় পৃষ্ঠা
অর্থালোক
[illegible]
পণ্যদ্রব্যের বাজার
পাট ও [illegible] বাজার
বাজারের কথা
"[illegible]" সম্পর্কে নূতন বিধান
যৌথিক
ইণ্ডিয়ান [illegible] বিচার-বিভাগ

বাণিজ্য সম্মেলন

বুদ্ধিজীবিদের মনীষা ও শিল্পপতিদের অভিজ্ঞতার সমন্বয় সম্প্রতি কলিকাতায় যে নিখিল ভারত বাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নানাদিক হইতেই তাহা সময়োপযোগী হইয়াছে। আজ সংবৎসরাধিক কাল আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি লাভ হওয়া তো দূরের কথা, তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে অস্বাভাবিক হতাশারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের সন্দেহ নাই। কিন্তু ততোধিক দুঃখ এই যে, বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির কোথাও কোন প্রয়াস নাই।

স্বাধীনতা কেন ইহারই মধ্যে সমৃদ্ধি আনয়ন করিল না, ইহার জন্য কাহারো দায়িত্ব কতটা আর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমাদেরই বা কর্তব্য কি তৎসম্পর্কে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন প্রত্যেকের নিজের আকাঙ্ক্ষা ও কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করিতে হইবে এবং তজ্জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে, জাতিগতভাবেও তেমনি আমাদের প্রত্যেককে পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে হইবে এবং নিজের আকাঙ্ক্ষাকে অপরের আকাঙ্ক্ষা ও নিজের কর্মধারাকে অপরের কর্মধারার সহিত সমন্বয়িত করিতে হইবে। সমগ্রভাবে আমাদের জাতি বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে কর্ম ও চিন্তায় রত বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত রহিয়াছে। সুতরাং এই জাতিকে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্তরূপ সচেতন করিতে হইলে জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর একত্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক। এই সূত্রে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণী ও অংশের মধ্যে পারস্পরিক ভাবাদানপ্রদানের যে সুযোগ পাওয়া যায় তাহাতে জাতীয় জনসম্পদের সমস্যাবলীর সমাধান সহজ হইয়া আসে।

[illegible] কলেজটিতে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বাণিজ্য সম্মেলন জাতিকে এইরূপ একটি সুযোগ প্রদান করিয়া যথার্থই দেশের উপকার করিয়াছে। এই সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সহিত দেশের অন্যান্য মনীষীরা ও বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবারের কৃতী সন্তান ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ। তাহাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত বি, এন আদারকর এবং বিভিন্ন বাণিজ্য পরিষদ ও পত্রিকার সম্পাদকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। অভ্যাগত অধ্যাপক ও প্রতিনিধিগণকে প্রতিদিনই বিভিন্ন শিল্পপতি নিজ নিজ শিল্পাঞ্চলে আপ্যায়িত করেন। ইহাতে সম্মেলনে যোগদানকারী তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বাস্তব সমস্যাদির সহিত নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। অপরপক্ষে শিল্পপতিগণও দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় তাঁহাদের নিকট হইতে দেশবাসী কিরূপ আচরণ আশা করেন, তাহার একটা আভাস লাভ করেন। উপরন্তু বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসের বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ এই সকল আলোচনা ও আপ্যায়নে উপস্থিত থাকাতে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানিবারও সুযোগ হয়। সর্বোপরি দেশের জনমতগঠনকারী পত্রিকাসমূহের প্রতিনিধিগণ এই সকল খোলাখুলি আলোচনায় উপস্থিত থাকিয়া জাতি ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপর দেশের বর্তমান পরিস্থিতির যথার্থ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন। ইহাতে ভবিষ্যতে

সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ এবং যে সকল সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্যক অভিমত স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় উপায়সমূহের পক্ষে যে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ জনপ্রিয় ও বিভিন্ন পরিকল্পনার সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে উদ্বোধক, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মূল সভাপতি যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রায় সকল দিকের উপরই আলোকপাত করা হয়। তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় ডাঃ [illegible] সরকারের জাতীয়করণ নীতির উল্লেখ করিয়া উহার অনিবার্যতা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু জনপথ, বিদ্যুৎশক্তি এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণের কারখানাসমূহের মধ্যেই জাতীয়করণের পরিধি সীমাবদ্ধ রাখিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন। মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি সংযোগস্বরূপ উৎপাদন-বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিবৃত করেন এবং এতদ্দেশে বৈদেশিক আমদানি বিবিধতর মূল্যের নীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধকল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যে রাষ্ট্রের সহিত তিনি যে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে অর্থনীতির ক্ষেত্রে [illegible] উল্লেখ করেন এবং ভারতের [illegible] সম্প্রসারণের আবশ্যকতা বিবৃত করেন। তিনি মধ্য প্রাচ্য ও দক্ষিণ প্রাচ্যের সকল দেশের সহিত ভারতের অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধের উল্লেখ করেন এবং এই সকল দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবকে বাণিজ্যসম্প্রসারণের দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে অনুরোধ করেন। তিনি এশিয়ার এই সকল দেশের আর্থিক বিকাশে ভারতের বাণিজ্যের বিস্তৃতির কথা বলেন—মধ্য প্রাচ্য এবং দূর প্রাচ্য উভয়েই ভারতীয় শিল্পপণ্যের বাজার আছে এবং এই সকল দেশ হইতে বিনিময়ে আবশ্যকীয় কাঁচামাল ও পেট্রোলিয়াম ভারত সহজেই আমদানি করিতে পারে।

আমাদের ধারণা এই যে, ভারতীয় বাণিজ্যনীতির এই সংশোধন কেবলমাত্র এশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে না। ভারতীয় অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের জন্য আমেরিকা ও স্টার্লিং অঞ্চলের দেশগুলির সহিতও বাণিজ্য-সম্প্রসারণ করিতে হইবে। এই সকল দেশে অধিকতর পাট ও অন্য দ্রব্যাদি না করিয়া এই সকলের মতে কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী প্রেরণ করা যাইতে পারে। তাতে ক্রমশঃ ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পাট, চা ও তৈলবীজের উপর রপ্তানি বাণিজ্যের ঐকান্তিক নির্ভরতা হ্রাস পাইবে।

উল্লিখিত অঞ্চলে উপরিউক্ত ভারতীয় পণ্যের যে সম্ভাবনার চাহিদা রহিয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রত্যাগত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারী প্রতিনিধি তাহা সমর্থন করিয়াছেন। রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এতদ্দেশের জন্য বিদেশী বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং সেই তথ্যাদির সহিত ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। উহার জন্য মাঝে মাঝে প্রতিনিধিদল প্রেরণ না করিয়া, বিদেশে স্থায়ী সংস্থায় বাণিজ্য দূতাবাস স্থাপন করা প্রয়োজন এবং উক্ত দূতাবাসসমূহের সহিত দেশের ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধন করিবার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতায় একটি স্থায়ী পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া আবশ্যক।

মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনী কুমার ঘোষ যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে বিগত এক বৎসরকালের জাতীয় অর্থনীতির ব্যাপক পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সম্মেলনের কাজের সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। দেশের সম্মুখে বর্তমানে যে সমস্যা সর্বপ্রধান তাহা মন্দা না মুদ্রাস্ফীতি, ভারতীয় উৎপাদন প্রচেষ্টার উচিত—এই কঠিন প্রশ্নের উপর শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা উৎপাদনপ্রচেষ্টার অবহেলারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতদনুসারে সমস্যা সমাধানে যে সকল উপায়ের উপর শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশেষ জোর দিয়াছেন, তাহা হইল সরকারের বাজেট ও শিল্পনীতির সংশোধন। উদাহরণস্বরূপ তিনি জাতীয়করণ প্রস্তাবের উল্লেখ করেন এবং দশ বৎসরের মেয়াদে জাতীয়করণের প্রশ্ন উহ্য রাখিয়া শিল্পপতিদের নিকট হইতে উৎপাদন প্রচেষ্টায় সহায়তা লাভ করিবার মনোভাবকে বাস্তবতা বলিয়া আখ্যাত করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের অভিভাষণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ, আমাদের মনে হয়, বর্তমানে ভারতীয় অর্থনৈতিক সংগঠনে বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ। দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক জীবনধারার উপর কোনপ্রকার বিঘ্নাত্মক প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া যদি দেশের শিল্পোন্নতির প্রয়োজনে বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের শিল্পোন্নতি যে ত্বরান্বিত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে "আর্থিক ভারত"এর একাধিক সংখ্যায় আমরা এইরূপ মতই আমাদের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের সেই অভিমত সম্যক উপলব্ধি করার পক্ষে নিম্নোক্ত অংশটি সবিশেষ সহায়ক হইবে।

—"বিদেশী মূলধন আমদানি ও বিনিয়োগের ব্যাপারে পণ্ডিত হইয়া উঠার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে অতীতে বিদেশী বণিকগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া চিন্তিত বোধ করা যে একেবারে অস্বাভাবিক নহে, ইহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থার সহিত যুদ্ধপরবর্তী, অর্থাৎ বর্তমান সময়ের, অবস্থার যে আমূল পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্য।……ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমানে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও অবস্থায় ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির আশু পুনর্গঠনের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিতে হইবে এবং বাস্তবতার বিচারে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নির্ধারণ করিতে হইবে।……আমরা জানি, জগতে কোন জাতি—তা সে যত বৃহৎ, যত শক্তিশালী, যত ঐশ্বর্যশালী হউক না কেন—সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর, আত্মকেন্দ্রিক নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম জাতিকেও পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম জাতির সহিত আদান-প্রদান করিতে হয়, চুক্তি করিতে হয়,—ইহাতে লজ্জার কিছু নাই, অগৌরবের কিছু নাই।—এই যুক্তির জের টানিয়াই আমরা বলিতেছি, এশিয়ার তথা ও নিজের উন্নয়ন সমস্যা বর্তমানে এতই জরুরী যে, কেবলমাত্র আমেরিকার যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিক আশঙ্কায় বশীভূত হইয়া বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলে, সুযোগ অন্যায়ের স্থলে অকল্যাণের উদ্ভবও হইতে পারে।…… বিদেশী অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার এতদ্দেশীয় রাষ্ট্রনায়কগণের দূরদৃষ্টি, যোগ্যতা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করিবে। তাঁহারা যদি সতর্কতার সহিত পূর্বশর্তসাপেক্ষে বিদেশী মূলধন আমদানি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতে আতঙ্কিত 'ভূত'এর ভয়ে ভীত হইয়া পড়িবার কারণ নাই" ("আর্থিক ভারত"—১ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা—১৬ই জুন, ১৯৪৮)।

প্রাসঙ্গিক

সরকারী নীতি সম্পর্কে শিল্প-পতিদের ভাষণ

সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের [illegible] অধিবেশনে [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কোঠারী [illegible] শিল্প বাণিজ্যের [illegible] করেন ও এই [illegible] নীতিকেই দায়ী করেন। [illegible] ও [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible], [illegible] শ্রীযুক্ত কোঠারীর [illegible]। শ্রীযুক্ত কোঠারী [illegible] অনুযোগ করেন যে, সরকারী নীতির [illegible] শিল্পের [illegible] এই নীতি [illegible] ফলে [illegible] [illegible] হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কোঠারীর উক্ত [illegible] যে সকল [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] হইবে। সরকারী নীতি ও [illegible] একটি [illegible] আছে। [illegible] উক্ত [illegible] হইবে না। [illegible] —শ্রীযুক্ত কোঠারীর [illegible] উক্ত [illegible] ও [illegible] [illegible] যে, সকল [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] এই [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible]।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত কোঠারীর [illegible] [illegible], তাহা আমরা [illegible] না। [illegible] এই [illegible] একটি [illegible] [illegible] ও [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] সরকারের [illegible] একটি [illegible] [illegible] করিয়াছেন, এই [illegible] [illegible]।

যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত কোঠারীর উক্তি সম্পর্কে আমাদের মনে হয় যে, [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়াছে। [illegible] [illegible] করিয়া তুলিতে চাহিলে, [illegible] [illegible] হইয়া দাঁড়াইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যায় না।

[illegible] সম্পর্কে [illegible] উক্তি, [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া চলিতে হইবে। [illegible] [illegible] করিয়া লইতে হইবে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] সরকারের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া তুলিয়াছেন। [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] করে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

১৯৬৮ সালের [illegible] মাস পর্যন্ত অর্থ বৎসরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] জানা যায় যে, এই [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা। এই বৎসরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] কোটি) [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা ([illegible] [illegible] কোটি) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার ([illegible] কোটি) [illegible] ও [illegible] [illegible] কোটি টাকার ([illegible] কোটি) [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] কোটি টাকার ([illegible]) [illegible] ও [illegible] [illegible] (Waste) [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] কোটি টাকার [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি ([illegible] কোটি) টাকার [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার [illegible] [illegible] কোটি টাকায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ফোন—ক্যাল ৩৮৩১

প্রিমিয়ার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

১১৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছাপাখানা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ার,
লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ, লেটারপ্রেস ও অফসেট মেশিন
সংস্থাপন, তত্ত্বাবধান ও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে বিশেষজ্ঞ

এবং

সর্ব্বশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র

ও

মুদ্রণ সরঞ্জাম ব্যবসায়ী।

[illegible] কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ঐ দেশ হইতে আমদানির পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা ([illegible] কোটি)। পাকিস্তানে ভারত হইতে [illegible] কোটি টাকার মাল [illegible] কোটি টাকার মাল [illegible]। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible] আমদানির পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা ([illegible] কোটি) ও রপ্তানির পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা ([illegible] কোটি)। [illegible] দেখা যায়।

ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক সহযোগিতা

[illegible]

মিঃ [illegible] (Export-Import Bank) [illegible]

[illegible]

দুই [illegible] কোটি [illegible] কোটি [illegible] কোটি টাকা [illegible]।

[illegible]

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সতর্কবাণী

[illegible]

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন [illegible]

[illegible]

কাশ্মীরে দুর্গতিবৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সম্মেলন

[illegible]

ক্যালটীন
সমস্যায়

[illegible]

এই
পুস্তিকা-
খানি বিনা
মাসুলে

[illegible]

সংবাদলিপি

[illegible]

[illegible] — [illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শিল্প	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

([illegible] পৃষ্ঠার পর)

১ লক্ষ উদ্বাস্তুর [illegible] এবং [illegible] পুনর্বাসন, [illegible] ও [illegible] নির্মাণ [illegible] হইয়াছে। [illegible] মধ্যে [illegible] কেন্দ্রের [illegible] ও বৃত্তি [illegible] প্রায় ৮,০০০ বাস্তুহারা ও ১০,০০০ [illegible] পুনর্বাসনের স্থান [illegible] করা হইবে। এই সকল নূতন নগর ও গ্রামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে এই যে, অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র দোকান ঘর ও বাসগৃহ উভয়বিধ ব্যবহারের উপযোগী করিয়াই নির্মিত হইবে। [illegible] সাময়িক শিবিরগুলিকে বাসোপযোগী করিয়া [illegible] করা হইয়াছে এবং সেগুলিতে 'কলোনী' [illegible] শিবিরের [illegible] করিয়া সেখানে প্রায় ১ লক্ষ [illegible] হাজার উদ্বাস্তুর [illegible] করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী বৎসরে আর একটি আধুনিক কাজ হইল উদ্বাস্তুশিবিরগুলিতে [illegible] ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। উদ্বাস্তুদের [illegible] সরবরাহের পরিমাণ [illegible] করেন। এতদনুসারে এখন স্থির হইয়াছে যে চাল, ডাল, ঘি, আটা প্রভৃতি [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। [illegible] উদ্বাস্তুদের মধ্যে [illegible] সরবরাহ করা হইতেছে। [illegible] ভিটামিন [illegible] পরিকল্পনা করা হইয়াছে। [illegible] পরিবর্তনের ফলে [illegible] প্রায় ১ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা অধিক ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, [illegible] উদ্বাস্তুদের মধ্যে [illegible] হইয়াছে। এখন কি শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের [illegible] পারিতেছে [illegible] লক্ষ এবং [illegible] হইতেছে [illegible]। [illegible] বুঝা যায় যে, শিবিরগুলিতে [illegible] উদ্বাস্তুদের [illegible] হইতেছে

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

[illegible] কমিটি'র সুপারিশসমূহ গ্রহণে সরকারের [illegible]। নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের [illegible] ক্যাপ্টেন এস. কে. চৌধুরী অভিযোগ করেন যে, [illegible] হইতেছে। [illegible] কোটি টাকা। [illegible] চিকিৎসা [illegible] এই দেশের [illegible] হইয়াছে। [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] একটি [illegible] এই সকল [illegible] পরিবর্তন [illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible]। ইহাদের [illegible] উপায় স্থির হইবে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-সচিব শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারী তাঁহার ভাষণে চিকিৎসকগণকে [illegible] করিয়া অবিলম্বে চিকিৎসক সৃষ্টি করিবার দিকে যে [illegible] হইতেছে, তাহার তীব্র নিন্দা করেন। এই [illegible] সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত হইবেন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষা-প্রণালী প্রচুর ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। সুতরাং [illegible] অল্পকালে ও অল্পব্যয়ে এই বিরাট দেশের [illegible] উপযুক্ত [illegible] যোগ্য চিকিৎসক [illegible] করিয়া তোলা যাইতে পারে, তাহাই হইল প্রকৃত সমস্যা। শ্রীযুক্তা অমৃতকুমারী সেই সমস্যা সমাধানের কোনও ইঙ্গিত দেন নাই। [illegible] ও সম্পূর্ণ [illegible] চিকিৎসকের সংখ্যা যে-কোনও দেশে [illegible]। চিকিৎসা [illegible] না পারিলে জনসাধারণের জীবন-রক্ষা সম্ভব হয় না। [illegible] সে বিষয়ে কতটা [illegible] দিতে পারিবেন তাহাই বিবেচ্য।

ভারতে কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ

[illegible] কলিকাতায় নিখিল ভারত কুষ্ঠ কর্মীদের একটি সম্মেলন হয় ও তাহাতে এই ব্যাধির [illegible] আলোচিত হয়। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা [illegible] লক্ষ বলিয়া অনুমিত এবং ইহাদের মধ্যে [illegible] লক্ষ সংক্রামক [illegible]। এই রোগের [illegible] সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার সামাজিক [illegible] অপেক্ষা বেশী, কেন না এই [illegible] পরিত্যক্ত হইয়া রোগীকে [illegible] ও আত্মীয়স্বজনের [illegible] ও [illegible] করিয়া তোলে।

[illegible] বিষয়, এখনও এই রোগটি সম্পর্কে [illegible] স্বীকৃত হয় নাই। [illegible] সরকারী উদ্যোগে এই ব্যাধিকে যে [illegible] দিয়েছে। [illegible] দেশের ২৫,০০০ [illegible] রোগীর মধ্যে ২৫,০০০ [illegible] পৃথক [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে এবং [illegible] হইয়াছে।

আমরা এই বিষয়ে [illegible] সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে [illegible] লক্ষ রোগীই [illegible]। ইহাদের মধ্যে [illegible] করিয়াছে ও ইহাদের [illegible] পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। [illegible] হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, [illegible] ও [illegible] এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। [illegible] বেশী দেখা যায়। [illegible] পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালক ডাঃ এ. সি. চ্যাটার্জী বলেন যে, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ—এই চারিটি প্রদেশে বিশেষভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব [illegible], আসাম ও [illegible] পরিলক্ষিত হয়।

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্
কলিকাতা ১

সঙ্কলন

ভারতের [illegible]

[illegible] মূল্য হ্রাস [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৯৬৭ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়ের বিবরণী

[illegible] ভারতের বীমা [illegible]

[illegible] বীমা ব্যবসায়ের [illegible]

[illegible] কোটি টাকা। [illegible] কোটি টাকা [illegible] কোটি টাকা [illegible] কোটি টাকা বেশী।

১৯৬৭ সালে ভারতীয়দের [illegible] জীবন-বীমা করিয়াছেন এবং যে সকল বীমা [illegible] পরিমাণ চালু আছে তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে [illegible] পলিসি—মূল্য [illegible] কোটি টাকা এবং [illegible] পলিসি—মূল্য [illegible] কোটি টাকা।

[illegible] কোটি ও [illegible] কোটি টাকা [illegible] কোটি ও [illegible] কোটি টাকা।

[illegible] কোটি টাকা [illegible] কোটি টাকা।

[illegible] কোম্পানীর [illegible] পলিসি এবং মূল্য [illegible] লক্ষ টাকা। [illegible] টাকা মূল্য হয়।

[illegible] কোম্পানীর [illegible]

[illegible] বীমা কোম্পানীগুলির [illegible]

কোন কোন কোম্পানীতে [illegible]

[illegible] হইল না।

ভারত-পাকিস্তান রেল ইঞ্জিন ও গাড়ী ভাগ-বাটোয়ারা

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible] ইঞ্জিন ও [illegible]

৩।

[illegible]

৪। [illegible] ইঞ্জিন ও [illegible]

৫। [illegible]

[illegible]

[illegible]

৬। [illegible] ভারত-পাকিস্তান [illegible]

৭। [illegible]

৮। [illegible]

৯। [illegible]

১০। [illegible]

১৭, ৫ [illegible] ভারত-পাকিস্তান [illegible]

[illegible] ভারত-পাকিস্তান রেল [illegible] ভারতের

[illegible]

[illegible] সালের [illegible] অধিবেশনে [illegible] মন্ত্রী [illegible] এবং [illegible] বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

[illegible] উক্ত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্যগণ

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর কর্তৃক নব-গঠিত কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্যদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্প দপ্তরের [illegible] হইবেন—সভাপতি—[illegible]। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি—মিঃ এস. এ. ভেঙ্কটরমন, [illegible] প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি—[illegible] শিল্প ও [illegible] সেক্রেটারী, [illegible] শিল্প [illegible] ডিরেক্টর, [illegible] সেক্রেটারী। [illegible] প্রতিনিধি—[illegible] শিল্প [illegible] কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি—[illegible] বণিক সভার প্রতিনিধি—[illegible] শ্রমিকদের প্রতিনিধি—[illegible] শিল্পপতিদের প্রতিনিধি—[illegible]

[illegible] হইবে।

পাট আমদানি সম্পর্কে কমিটি নিয়োগ

[illegible] প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ হইয়াছে যে, কলিকাতার যে সকল [illegible] পাট [illegible] বর্তমান [illegible] পাট [illegible] সম্পর্কে [illegible] ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস. কে. [illegible] কমিটির [illegible] হইবেন। [illegible] কমিটিতে থাকিবেন—পশ্চিম বঙ্গের [illegible] সেক্রেটারী (এক্স অফিসিও) শ্রীযুক্ত [illegible] (পাটশিল্প প্রতিনিধি) [illegible] (কলিকাতা [illegible] প্রতিনিধি), শ্রীযুক্ত [illegible] (কলিকাতা [illegible] প্রতিনিধি) প্রভৃতি। কলিকাতায় কমিটির প্রধান কার্যালয় থাকিবে এবং [illegible] রিপোর্ট দাখিল করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারতে পাটকলসমূহে মজুত পাট

গত [illegible] তারিখে কলিকাতায় পশ্চিম বঙ্গের [illegible] সভাপতিত্বে [illegible] কমিটি ও [illegible] কমিটির এক বৈঠকে [illegible] পাটকলগুলির মজুত পাটের পরিমাণ ও [illegible] পাটের [illegible] আলোচনা হয়। ভারত সরকারের বাণিজ্য [illegible] শ্রী [illegible] সেক্রেটারী শ্রী [illegible] এবং [illegible] এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পাটকলগুলির প্রতিনিধি, [illegible] ও [illegible] কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিগণও এই বৈঠকে যোগদান করেন।

[illegible] কোম্পানীগুলির [illegible] এবং [illegible] প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে [illegible] ভারতে [illegible] পাটের মোট হিসাব [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখেন। [illegible] উপায়ে পাট [illegible] সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা হয়। [illegible] হিসাবে দেখা যায় যে, পাটকলগুলির [illegible] পাট [illegible] পাকিস্তানের [illegible] কলিকাতায় [illegible] দেখা দেয় নাই। [illegible] পাটকলগুলিকে পাকিস্তানে আরও [illegible] পাট ক্রয় করিতে হইবে।

[illegible] এই বিষয়ে [illegible] এই বিষয়ে [illegible] বাংলা সরকারের [illegible]

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার উক্ত শিল্প সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কমিটি [illegible] ভারতীয় চলচ্চিত্র [illegible] এবং [illegible] চলচ্চিত্র [illegible] উপায় [illegible] করিবেন, [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং [illegible] চলচ্চিত্রের [illegible] সরকার [illegible] বিবেচনা করিবেন।

[illegible] সরকার এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হইতে পরামর্শ চাহিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার [illegible] এই [illegible] পশ্চিম বঙ্গ [illegible] চলচ্চিত্র শিল্প [illegible]

[illegible] চলচ্চিত্র [illegible] কমিটি [illegible] বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] বাজারে [illegible]

[illegible] পরিবার-পরিকল্পনা [illegible] সরকার [illegible] পরিবার-পরিকল্পনা [illegible] একটি [illegible] বিভাগ [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

সামরিক ব্যয়ের নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষমতা

[illegible]

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন

[illegible]

[illegible] সরকার কর্তৃক পাকিস্তানে [illegible]

১০ কোটি টাকা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট

[illegible]

ভারতে সাইকেল নির্মাণ শিল্প

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন

[illegible]

ভারত ও ফরাসী অধিকৃত ভারতের মধ্যে রেডিও-টেলিফোনে যোগ স্থাপনের ব্যবস্থা

[illegible]

[illegible] টাটা কোম্পানীর ২৫ লক্ষ টাকা দান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়).

কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রদ

[illegible]

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

[illegible]

নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ !

[illegible]

[illegible]

◆

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

* * *

[illegible]

গত ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া সরকারীভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার কাজ শুরু করিয়াছে।—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে প্রতি একশত টাকার শেয়ারের জন্য [illegible] মূল্যের [illegible] সালের সরকারী ৩% সুদের সরকারী ঋণপত্র প্রদান করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই সরকারী ঋণপত্র একশত টাকার অঙ্কের হিসাবে প্রদান করা হইবে এবং একশত টাকার নিম্নে উদ্বৃত্ত অর্থ নগদ টাকায় প্রত্যর্পিত হইবে। ও ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে [illegible] পর্য্যন্ত ছয় মাস কালের জন্য প্রতি শেয়ারে ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদত্ত হইবে।—অংশীদারগণকে দেয় ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস হইতে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বারো মাসের গড়পড়তা বাজার দর হিসাবে করা হইয়াছে।

* * * *

গত বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতীয় পার্লামেণ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এ পর্য্যন্ত ১৬ জন ডিরেক্টর লইয়া গঠিত একটি সেণ্ট্রাল বোর্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যভার পরিচালনা করিতেছিলেন। ডিরেক্টরগণের মধ্যে গভর্ণর-জেনারেল ৮ জন নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং অংশীদারগণ ৮ জন ডিরেক্টর মনোনয়ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ১৬ জন ডিরেক্টর লইয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহারা সকলেই সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।—[illegible] সকলেই মনোনীত হইবেন।

* * * *

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতদিন পর্য্যন্ত (ব্যাঙ্কিং বিভাগে) ও স্টার্লিং ঋণপত্র রাখিয়া কাগজী মুদ্রা চালু করিতে পারিত কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের নব ধারার সংশোধনের ফলে কেবলমাত্র স্টার্লিং ঋণপত্র নহে, যে-কোন দেশের সরকারী ঋণপত্রের পরিবর্ত্তেই (অবশ্য সেই দেশ "আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার"এর সদস্য হওয়া চাই) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতঃপর কাগজী মুদ্রা চালু করিতে পারিবে স্থির হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন সম্পর্কে গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) তারিখে প্রকাশিত "আর্থিক ভারত"এর সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য হইতে পারে বলিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনসংশোধন সম্পর্কে একটি বিষয়ের জন্য সর্ব্বাধিক বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে,—তাহা হইতেছে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্টার্লিং অথবা বৈদেশিক মুদ্রার প্রভাব। এ প্রভাব অবসান হওয়া উচিত এবং তাহা সত্বর হওয়া দরকার। ১৯৩৫ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এর ৩৩এর ধারায় [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] নির্দ্ধারণ [illegible]—

"এই বিধানের [illegible] স্টার্লিং [illegible] ও বৃটিশ [illegible] করিতে হইবে।

—"সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক [illegible] 'স্টার্লিং ঋণপত্রের' পরিবর্ত্তে 'বৈদেশিক সরকারী ঋণপত্র' করা হইবে স্থির হইয়াছে।—অথচ ইহাতে [illegible] স্টার্লিং হইবেন [illegible]। ইহার দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার [illegible] সুবিধা পাওয়া যায় নাই। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে ডলার-এর [illegible] পাইলেও বৈদেশিক বিনিময়ের [illegible] আমাদের লাভ হয় নাই। [illegible] কাগজী অর্থ যে কতখানি দুর্বল হইতে পারে, ইহা এক কৌতুককর ব্যাপার।—অথচ এ কৌতুক প্রায়-সারা কৌতুক!—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক [illegible] স্টার্লিং [illegible] গ্রহণ করিয়াছিল,—সব মূল্য কিছু পাওয়া যায় নাই। তাহার ফল যে কি হইয়াছে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলার প্রয়োজন নাই,—মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক [illegible] পরিস্থিতি।—[illegible] রিজার্ভ ব্যাঙ্কের [illegible] এই দিকে [illegible] আবশ্যক।—আমরা আশা করি ভারতীয় সরকার [illegible] উপলব্ধি করিয়া ব্যবস্থা শীঘ্র ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবেন।"

* * * *

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত দুই তিন সপ্তাহে যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে [illegible] অতিরিক্ত [illegible] এবং নগদ টাকার জন্য পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ হইতেই উপরিউক্ত অবস্থার যথার্থ উপলব্ধি করা যাইবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু [illegible] জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণে এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই সপ্তাহে [illegible] প্রায় [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। বহির্ভারতে জমার পরিমাণে [illegible] কোটি টাকার হ্রাস বৃদ্ধি হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ট্রেজারী বিলসমূহ ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) এবং [illegible] ঋণ ও দাদনের পরিমাণেও হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

* * * *

ইস্যু বিভাগের হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে, [illegible] কোটি টাকার [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] লাভ [illegible] দেখা যায়। নোট ও [illegible] পরিমাণে প্রায় [illegible] লক্ষ টাকার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) এবং স্টার্লিং ঋণপত্রের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ভারত সরকারের ঋণপত্রের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রচলিত নোটের মোট পরিমাণ পূর্ব্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] কোটি টাকা এবং [illegible] নোটের পরিমাণেও [illegible] কোটি টাকার হ্রাস লক্ষ্য হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণেও [illegible] কোটি টাকার অনুরূপ পরিবর্ত্তন হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

* * * *

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ হইতে দেখা যায় যে আলোচ্য সপ্তাহে জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] ঋণ দাদন ও [illegible] সঙ্গে [illegible] তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাবে উল্লিখিত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। [illegible] মনে রাখিতে হবে যে, [illegible] তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছিলাম। তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব-নিকাশ এক্ষণে আমাদের উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে।

উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, চাহিবামাত্র দেয় অর্থের বাবদ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে [illegible] জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু চাহিবামাত্র দেয় অর্থের পরিমাণে [illegible] হ্রাস হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। মেয়াদী [illegible] ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে [illegible] জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকার প্রায় অপরিবর্ত্তিত আছে। কিন্তু মেয়াদী জমার [illegible] পরিমাণে [illegible] কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। নগদ তহবিল [illegible] পরিমাণ প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) দেখা যায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত জমার পরিমাণে [illegible] কোটি টাকার অনুরূপ পরিবর্ত্তন হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু ঋণের পরিমাণে [illegible] কোটি টাকার বৃদ্ধি হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা) এবং [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

[illegible]

পাট ও কাঁচা তুলার অভাব

[illegible]

•

[illegible]

[illegible]

[illegible]	মূল্য
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

বাজার	মূল্য
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চিনি

[illegible]

বিক্রয় কেন্দ্র	[illegible] মূল্য
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

বাজারের কথা

"নিম্নতম মূল্য" সম্পর্কে নূতন সিদ্ধান্ত

[illegible]

১৯৪৮ সাল বিদায় লইয়াছে, [illegible]

প্রতিষ্ঠান	বাজার দর	
	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

— ১৯৪৮ সালের [illegible]

• • •

[illegible]

• • • •

[illegible]

• • •

[illegible]

• •

[illegible]

• • • •

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে [illegible]

পাট

[illegible]

কাগজের কল

[illegible]

কয়লার খনি

এই বিভাগে [illegible]

চিনিকল

এই বিভাগে [illegible]

বিবিধ

[illegible]

চা

এই বিভাগে [illegible]

[illegible]

ইণ্ডিয়ান আয়রণের সদ্যপ্রকাশিত হিসাব-নিকাশ

১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ তারিখে শেষ এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] (Pig Iron), [illegible] :—

	মার্চ		মার্চ
	১৯৪৭		১৯৪৮
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(Pig Iron)	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] (Pig Iron) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিয়মাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষান্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—[illegible] ৭৫২)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.৩.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] তহবিল	[illegible]
অন্যান্য তহবিল	[illegible]
দেনা	[illegible]
অবশিষ্ট লাভ (মোট)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible] সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত এক বৎসরের জন্য [illegible] কোম্পানী লিমিটেডের হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]

[illegible]

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৭)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
সাধারণ	[illegible]
[illegible] তহবিল	[illegible]
অন্যান্য তহবিল	[illegible]
দেনা	[illegible]
অবশিষ্ট লাভ	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible] সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]

* *

১৯৫৮ সালের [illegible] কোম্পানী লিমিটেডের [illegible] হিসাবে [illegible] কোম্পানীর লাভ হইয়াছে [illegible] এবং উহার সহিত পূর্ববর্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের [illegible] ও [illegible] যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে বন্টনযোগ্য অর্থের পরিমাণ হয় [illegible]। উহা হইতে [illegible] ১৯৫৭ সালের হিসাবের [illegible] ও [illegible] ডিরেক্টরগণ [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। পরবর্তী হিসাবে অবশিষ্ট লাভের জের টানা হইয়াছে [illegible]।

ম্যানেজিং এজেন্টস্—ম্যাকনীল [illegible] কোম্পানী লিমিটেড। অনুমোদিত মূলধন—[illegible]। [illegible] ও আদায়ীকৃত মূলধন—[illegible]।

নিরিখপত্রের সারাংশ

(৩১-১২-৫৭)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
সাধারণ	
[illegible] তহবিল	
অন্যান্য তহবিল	
ঋণ	
অবণ্টিত লাভ (জের)	
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট ব্লক সম্পত্তি	[illegible]
মজুদ [illegible]	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
নীট সম্পত্তি	[illegible]

সংবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ১৬০ পৃষ্ঠার)

আগামী ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে কন্ট্রোলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী আই. এ ও আই-এস-সি পরীক্ষা আগামী [illegible] ফেব্রুয়ারী এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা [illegible] হইবে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফি [illegible] জানুয়ারী পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। বিলম্বের জন্য অতিরিক্ত ফি দিলে [illegible] জানুয়ারী পর্য্যন্ত লওয়া হইবে।

কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল

জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল [illegible] অধ্যক্ষ [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। [illegible] কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুলের [illegible]।

পূর্ব্ব বঙ্গে বস্ত্র বিক্রয়ে মুনাফা

[illegible] টাকা [illegible] টাকা [illegible] বিক্রয় হইতেছে।

পূর্ব্ব বঙ্গের অবাঙ্গালী কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার আদেশ

প্রকাশ পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, অবাঙ্গালী কর্মচারীদের ৬ মাসের মধ্যে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রহীন ভারতীয়দের নাগরিকত্ব

[illegible] কিনা জানা নাই।

এই তারিখের পর [illegible] ভারতীয় নাগরিক [illegible] বিদেশী [illegible] পারিবেন না।

[illegible] সার্টিফিকেট [illegible] কোম্পানী [illegible] ফি [illegible] টাকা [illegible] হউক।

[illegible] সার্টিফিকেটের ফী [illegible] আলোচনা হইয়াছে। [illegible] হয় নাই।

[illegible] আলোচনা করিয়াছেন।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা

আফগানিস্থানের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] সংস্কৃত [illegible] শিক্ষা [illegible] সংস্কৃত [illegible] হইবে।

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রান্সফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	[illegible]		[illegible]
চলতি নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) সোনা ও [illegible]			
(১) ভারতে	[illegible]		[illegible]
(২) ভারতের বাহিরে			—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট (ক)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) টাকার মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
আদায়ীকৃত মূলধন			[illegible]
জমা তহবিল			[illegible]
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]		
(খ) [illegible] সরকার			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য দেনা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট		[illegible]	[illegible]
[illegible] মুদ্রা		[illegible]	[illegible]
[illegible] মুদ্রা		[illegible]	[illegible]
[illegible]			
(ক) [illegible]	[illegible]		[illegible]
(খ) [illegible]			—
(গ) [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
বিক্রীত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জমা তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible], [illegible] ও [illegible] হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]—			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
ও [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—[illegible] ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			([illegible])
[illegible]			
ভারতে			[illegible]
(১) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
ভারতে	—		[illegible]
[illegible]			
	[illegible]		
(৩) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
মোট [illegible]			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
ভারতে	[illegible]	[illegible]	

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চলতি নোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible] মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]	—		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
আদায়ীকৃত মূলধন		[illegible]	[illegible]
জমা তহবিল			
আমানত—			
(ক) কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible] সরকার	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) অন্যান্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অন্যান্য [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
নোট			
[illegible] মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
[illegible] মুদ্রা			
(ক) পাকিস্তানী			
(খ) ভারতীয়			
[illegible]			
(ক) [illegible]			—
(খ) [illegible]		—	—
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	—
পাকিস্তানের [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
অন্যান্য সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ইঞ্জিনিয়ারিং							
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
কয়লাখনি							
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]				[illegible]		
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible] কল							
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

যৌথ কারবার

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]
চিনির কল						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
ব্যাঙ্ক						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]				
বিদ্যুৎ-সরবরাহ						
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

পৌষ প্রতিষ্ঠান

[illegible]

[illegible]

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

REGD.NO.C3109

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা [illegible] মূল্য ৷০

UNIVERSITY

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা.
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা
(ভাইস-চেয়ারম্যান)
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া
(ভাইস-চেয়ারম্যান)
শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, টি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, টি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

2-3-49

রেডিও
নূতন ও মেরামতি
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১১৫।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

রেডিও
নূতন ও মেরামতি
কে, সি, দে এণ্ড সন্স
১১৫।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৫ ; ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ [মূল্য ।৵

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
রেলওয়ে বাজেট
প্রাসঙ্গিক
বিদেশের, রেল বাজেট প্রস্তাব, পাট শিল্পের সংকট,
[illegible]
সংবাদলিপি
ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই
বিশেষ প্রবন্ধ
[illegible]—[illegible] ১০৪
বিষয় পৃষ্ঠা
সমবায় ১০৮
অর্থলোক
আসন্ন বাজেট সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা
পণ্যদ্রব্যের বাজার
[illegible]
বাজারের কথা
বাজেট সম্পর্কে আশান্বিত জনতা
যৌথিক
কাপড়ের মিলে বর্ধিত লাভ ১১২

রেলওয়ে বাজেট

ভারতের রেলওয়েমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টে ১৯৪৮—৪৯ সালের সংশোধিত এবং ১৯৪৯—৫০ সালের আনুমানিক বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বিগত দেড় বৎসরকালের মধ্যে ইহা তৃতীয় রেলওয়ে বাজেট এবং স্বাধীন ভারতে রেলপথের পরিবর্তিত অবস্থা দৃষ্টি-দিক হইতে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের এই বাজেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে বর্তমান অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত সাড়ে সাত মাস কাল সময় এবং ১৯৪৮—৪৯ সালের পূর্ণ বৎসরের জন্য ভারতীয় পার্লিয়ামেন্টে দুইটি বাজেট পেশ করেন। ইহার প্রথম বাজেটে প্রায় ৩ কোটি টাকার ঘাটতি প্রদর্শিত হয় এবং দ্বিতীয় বাজেটে এই ঘাটতির স্থলে ৭.৩৪ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত আশা করা হয়। ঘাটতির স্থলে উদ্বৃত্তের এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন রেলওয়ে মন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, রেলপথের দুর্দিনের অবসান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের বর্তমান বাজেট প্রস্তাব ডাঃ মাথাই-য়ের উক্ত মন্তব্যকে যথার্থ প্রমাণিত করিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাজেট প্রস্তাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইলেও বর্তমান বাজেটে চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে, এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে ১৫.৮৩ কোটি টাকা। উদ্বৃত্তের এই পরিমাণ বৃদ্ধিতে সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আগামী বৎসরেও প্রায় ৯.৪৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভাড়ার খাতে অধিক আয় হওয়াই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ১৯৪৮—৪৯ সালের প্রাথমিক অনুমানে ভাড়ার খাতে ১৯০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। গত অক্টোবর মাস হইতে রেলপথে যাত্রী ও মালপত্র চলাচলের উপর ভাড়া বর্ধিত হইবার ফলে এই আয়ের পরিমাণ ২০৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া এক্ষণে অনুমান করা হইতেছে এবং ভাড়ার হারে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করিয়াও আগামী বৎসরে এই খাতে ২১০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতির ফলে রেলকর্তৃপক্ষকে কয়লা প্রভৃতি উপকরণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে এবং রেল-শ্রমিকদের মহার্ঘতাভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। এইরূপে ব্যয়ভার বর্ধিত না হইলে চলতি বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আরও অনেক বেশী হইত। ভাড়ার খাতে আয় প্রায় ৬ কোটি টাকা বর্ধিত হইলেও আগামী বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণে প্রায় অনুরূপ পরিমাণ হ্রাস হইবে। রেলওয়ে পরিচালনার বিভিন্ন খাতে ব্যয়বৃদ্ধিই উদ্বৃত্তের পরিমাণে উক্তরূপ হ্রাস হইবার কারণ।

কিন্তু উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইলেই নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। ব্যয়বরাদ্দ বর্ধিত করা হইয়াছে বলিয়াই এই বাজেট প্রস্তাবকে

সমালোচনা করিবার কোন হেতু নাই। বিশেষ করিয়া ইহাতে ব্যয়-বৃদ্ধির পরিমাণ এবং এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে উক্ত সংস্থারের বাজেট প্রসারে আশান্বিত বোধ করিবার অবকাশ আছে। অনুরূপ, উন্নয়ন ও প্রসারণের খাতেই আগামী বাজেটে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটি এবং আগামী বৎসরে ইহার পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ৭১ কোটি টাকা। স্বাধীন দেশের উপযোগী করিয়া ভারতের রেলপথকে সংস্কার করিতে হইলে এই ব্যয়বৃদ্ধির যে বিশেষ আবশ্যকতা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৫২ সালের ৩১এ মার্চ তারিখের মধ্যেই ১,১১১টি ইঞ্জিন তাহাদের চলাচলের নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রম করিবে। সুতরাং ইহাদের স্থলবর্তী হইবার জন্য নূতন ইঞ্জিন চাই। আমদানি করিয়া এবং স্বদেশে উৎপাদন শুরু করিয়া এই সকল নূতন ইঞ্জিনের সংস্থান করিতে হইবে। এই প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ১০৩টি মিটারগেজ এবং ৬৭টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন আমদানি করিবার জন্য ইতিমধ্যেই বিদেশে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বদেশে ইঞ্জিন উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে নিহিতার্থে একটি নূতন কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং পশ্চিম বঙ্গের অনুসরণ করিয়া নির্মিত এই নূতন কারখানার উদ্বোধন করা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন এবং ১৯৫০ সালের মধ্যেই এই কারখানা হইতে বৎসরে ১২০টি ইঞ্জিন এবং ৫০টি বয়লার নির্মিত হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বদেশে যাত্রীবাহী গাড়ী এবং ওয়াগন নির্মাণ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আসাম ও ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ রেল যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য একটি নূতন রেলপথ স্থাপন করিতে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাছাড়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং বোম্বাই-বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলপথের কয়েকটি অংশে ডবল লাইন পাতা হইবে। ভারতের রেলপথে বর্তমানে যে অসম্ভব চাপ পড়িতেছে তাহাতে রেলপথের সম্প্রসারণের এই প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবে না। সুতরাং সেদিক হইতে বর্তমান রেলওয়ে বাজেটকে সমালোচনাও করিতেছি না।

কিন্তু পরিচালনা ব্যয় যাহাতে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি না পায় তাহার দিকে সজাগ হইতে আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। প্রথমেই স্মরণ করাইতে হয় শ্রমিকদের বেতন ও মহার্ঘ ভাতার কথা। রেল কর্মীগণ অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেকেই বিভিন্নরূপের সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। এতৎসত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে তাহাদের বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করিবার জন্য রেলকর্মীগণ চালাইলেও, তাহাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। তাহাতে রেলকর্মীগণ খুব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন এবং তাহাদের কোন অভাব অভিযোগ নাই—সেকথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু বর্তমানে দেশে যেরূপ মুদ্রাস্ফীতি ও স্বল্প উৎপাদনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র জাতির স্বার্থে আপাততঃ রেল কর্মীদেরও কষ্ট স্বীকার করিতেই আমরা অনুরোধ করিব। যাহাই হউক শেষ পর্যন্ত যদি কর্তৃপক্ষকে রেলকর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সুপারিশ নূতন কর্মচারী এককালীন নিযুক্ত না করাই সঙ্গত হইবে। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সুপারিশ অনাবশ্যক ব্যয়ভার সৃষ্টি করিতে চাহে। রেলপথের উপর জনসাধারণের নানারূপ চাহিদার তুলনায় রেলকর্মীগণের সংখ্যা নিশ্চয়ই পর্যাপ্ত নহে। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতিতে আপৎকাল বিবেচনা করিয়া কেহ স্বীকার করিবেন অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক রেলকর্মীগণ রেলপথের সকল কাজ কষ্টে চালাইয়া যাইবে—ইহাই আমরা আশা করি।

এইরূপে ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া রেলপথের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের প্রতি কর্তৃপক্ষকে অধিকমাত্রায় মনোযোগী হইতে হইবে। ব্যয়সঙ্কোচ করিবার সাথে সাথেই রেলপথের আয় যাহাতে কর্মচারীদের অবহেলা অথবা কোন আইনগত বাধানিষেধের ফলে অযথা কম না হয় তাহার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার জন্য আবশ্যক প্রথমতঃ রেলকর্মচারীদের দুর্নীতি অনাচার নিবারণ এবং ভারত সরকারের বাজেটের সহিত রেলওয়ে বাজেটের সম্পর্কের অবসান।

ভারতসরকারের বাজেটে সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা থাকিবার ফলে রেলওয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ স্বভাবতঃই ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্ষয়পূরণের খাতে প্রতি বৎসর প্রায় ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু চলতি বৎসরে এই খাতে বরাদ্দ হইয়াছে ১৮.৭৪ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৬.১১ কোটি টাকা। সুতরাং ক্ষয়পূরণের খাতে মোট প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের পরিমাণ কম হইতেছে চলতি বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৩ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে প্রায় ৬ কোটি টাকা। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে জমা দিবার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে চলতি বৎসরে ৭.৩৪ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ৪.৯২ কোটি টাকা। ক্ষয়পূরণের খাতে ঘাটতি রাখিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে এইরূপ উদ্বৃত্ত জমা দেওয়া দূরদর্শিতার কাজ নহে। তাছাড়া ভারতসরকারের বাজেটের সাধারণভাবে রেলওয়ের উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত

পারেন, কিন্তু [illegible]
রেল ভাড়া [illegible]

এই প্রসঙ্গে রেলওয়ে পরিচালনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত সাম্প্রতিক নীতি [illegible] করিয়াছি। মধ্যশ্রেণী তুলিয়া দিয়া কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যাত্রীদের জন্য রেলপথে তিনটি শ্রেণীর ব্যবস্থা করিয়াছেন—প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয়। এই ব্যবস্থার [illegible] উদ্দেশ্য হইল এই যে, পূর্বেকার মধ্যশ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়াই [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের সুবিধা [illegible] যাত্রী সাধারণের [illegible] সুবিধা হইবার [illegible] যাইতেছে যে, নূতন ব্যবস্থানুযায়ী যাত্রী সাধারণের দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবিধার জন্য [illegible] অধিক ভাড়া দিতে হইতেছে। এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা হইতে [illegible] একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে বর্তমানে ৩৮৲ ভাড়া দিতে [illegible]

কিন্তু গত অক্টোবর মাসে ভাড়া বৃদ্ধি করিবার পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলিকাতা হইতে [illegible] যাইতে ভাড়া লাগিত ৩২৲। সুতরাং পূর্বেকার মধ্যশ্রেণীর ভাড়ার পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াতের সুবিধাদানের কথা সঠিক নহে। যাত্রীদের জন্য [illegible] এই [illegible] প্রতি আমরা রেলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ

উইলস সিজারস সিগারেটের
ধূম পান করুন
চমৎকার আরাম বোধ করবেন
।/(আনায় ১০টি
তদুপরি স্থানীয় ট্যাক্স
W. D. & H. O. WILLS. BRISTOL & LONDON.

প্রাসঙ্গিক

দীর্ঘবিরতির পরে 'আর্থিক জগত' পুনরায় প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ 'আর্থিক জগতের' প্রকাশ কয়েক সপ্তাহ [illegible] রাখিতে হইয়াছিল। একান্ত অনিচ্ছা-[illegible] আমাদের এই ত্রুটির জন্য আমাদের সহৃদয় [illegible] ও পৃষ্ঠপোষকদের নিকট আমরা আন্তরিক [illegible] করিতেছি। [illegible] একটি বিশেষ [illegible] হওয়া আমা-[illegible] দেশে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নহে। [illegible] অর্থনীতি বিষয়ক নূতন পত্রিকাগুলি [illegible] এই অনিবার্য্য দুর্ভাগ্যের হাত হইতে [illegible] পাই নাই। কিন্তু [illegible] অল্পকালের [illegible] এই সংকট উত্তীর্ণ হইতে পারিয়া আমরা [illegible] সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি এবং [illegible] করি 'আর্থিক জগতের' পুনঃ প্রকাশে [illegible] পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকগণ আনন্দিত হইবেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] সংবাদপত্রে [illegible] করিয়া [illegible] নাই। [illegible] কিন্তু [illegible] তাঁহার [illegible] ১৯১১ সালের [illegible] সেই প্রথম [illegible] পূর্ব্বে [illegible] এই সময় [illegible] কিন্তু [illegible] তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন, [illegible]

[illegible] তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] হইতে [illegible] কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] নাই। [illegible] তিনি [illegible] কিন্তু [illegible] এই [illegible]

[illegible] তিনি [illegible] কিন্তু [illegible] এবং [illegible] নাই। [illegible] আমরা তাঁহার [illegible] এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসীকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

রেল [illegible] প্রত্যাহার

ভারতের রাজনৈতিক [illegible] হইতে এক [illegible] দূর্য্যোগের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতীয় রেলওয়ে [illegible] কোটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] রেলওয়ে [illegible] পরেই [illegible] কিন্তু [illegible] করিয়াছিলাম। রেলওয়ে [illegible] করিয়া [illegible] বৃদ্ধি [illegible] করিয়াছিলাম। কিন্তু [illegible] নাই। [illegible]

[illegible] এই [illegible] কিন্তু [illegible] এবং [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] করিলে [illegible] এবং [illegible] না। [illegible] কিন্তু [illegible] এবং [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] হইয়াছে [illegible] এবং [illegible] পাইবে। [illegible] পাইবে এবং নূতন [illegible] প্রয়োজন হইবে। [illegible] রেল [illegible] "[illegible]" [illegible] এবং [illegible] হইবে [illegible] এবং [illegible] যাইবে।

[illegible] আমরা রেলওয়ে [illegible] পারি নাই। [illegible] এবং [illegible] হইয়াছি।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

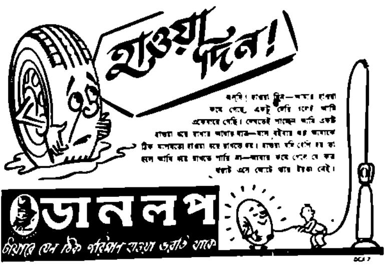
হাওয়া দিন!

বন্ধু! হাওয়া [illegible]—আমার হাওয়া কমে গেছে, একটু বেশি হলেই আমি একেবারে গেছি। সেজন্যেই আমার একটি হাওয়া [illegible] আমার কাজ—এমন [illegible] ঠিক পরিমাণে হাওয়া ভরে রাখতে হয়। হাওয়া যদি বেশি হয় বা কম আমি বেশি টিকতে পারি না—আবার কমে গেলে যে কত বিপদই এসে জোটে তার ঠিক নেই।

ডানলপ
টায়ারে যেন ঠিক পরিমাণ হাওয়া ভরতি থাকে
DCA 7

সংবাদলিপি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাহা না মানিলে মাথাপিছু বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। এখন তাহা [illegible] পরিকল্পনার আলোচনা [illegible] [illegible] সম্পর্কে আমাদের দেশ বলিয়া মনে করা হয় [illegible] ও পরিচালনা [illegible] ও সম্প্রতি [illegible] তিনি সমর্থন করেন যে আজকের [illegible] তাহাতে গুরুত্ব কিছু দিলেন না। [illegible] ইতিহাস প্রতিষ্ঠানের [illegible] বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

[illegible] বার্ষিক [illegible] বিষয়ের উপর [illegible] কর্মচারীদের নীতিমূলক কেন্দ্র করিয়া চলে। ঐ [illegible] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য [illegible] কর্মচারী সম্পর্কে [illegible] অবলম্বন করেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ [illegible] কাজ করার জন্য তাঁহার দাবী জানান। উক্ত প্রসঙ্গে তিনি ইহাও মন্তব্য করেন যে, সরকার যদি [illegible] পরিবর্তন সাধন না করেন তাহা হইলে [illegible] প্রমাণ করিবে। [illegible] আমাদের [illegible] স্বাধীন [illegible] হইবে। [illegible] এই মত প্রকাশ করেন যে, কর্মচারীদের [illegible] সম্পর্কে পরিবর্তে [illegible] হইবে না কেন [illegible] তাহা যে কারণে হইতে পারে না তাহা [illegible] এই আশা প্রকাশ করেন যে, [illegible] কর্মচারীদের [illegible] হইতে আমাদের [illegible] পূর্ণ [illegible] হইবে। [illegible] ও [illegible] সমস্যা [illegible] হইতে [illegible] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের [illegible] উল্লেখ করেন [illegible] প্রকাশ করেন। অতঃপর যেসব প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয় তাহা হইতেছে মজুরের সীমা নির্ধারণ, মহাজন ব্যাঙ্কের ভূমিকা, হিসাব ব্যয়, [illegible] ও [illegible] পরীক্ষা। [illegible] হইয়াছে এই যে, [illegible] ব্যাপারে হিসাব [illegible] কেবলমাত্র [illegible] হইলেই চলিবে না, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিতে হইবে।

প্রস্তাব কালে বাণিজ্য-সচিব শ্রী কে, সি নিয়োগী কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ উক্তি দান করেন। "[illegible]" [illegible] দৃষ্টি [illegible] তিনি জানান [illegible] হইতে যেমন আমদানীর হ্রাস আশা করা গিয়াছিল তাহা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া তিনি পরিষদে বিবৃতি প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আমদানি করা হইয়াছে। অথচ সেক্ষেত্রে [illegible] কোটি ৫০ লক্ষ টাকার [illegible] হইয়াছিল।

উক্ত কোন আমদানি এখনও হয় নাই। কিন্তু [illegible] বাজারের অধিক [illegible] আমদানি করা হইয়াছে। [illegible] নিয়োগী আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতির [illegible] কার্যকরিতার প্রশ্ন [illegible] করেন। [illegible] কর্মচারীদের [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইত্যাদি [illegible] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের [illegible] পরিস্থিতি [illegible] হইয়াছে। [illegible] সম্পর্কে তিনি [illegible] করেন।

সরকারের যান-বাণিজ্য সম্পর্কে [illegible] তিনি [illegible] বিশেষ [illegible] দেশের [illegible] আমদানি [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] হইবে। [illegible] পুনরায় চালু করার [illegible] এবং আশা করা যায় যে, উক্ত সরকার ঐ সম্পর্কে [illegible] বিবেচনা করিবেন।

বোম্বাই

তুলা চাষ সমস্যা সম্পর্কিত সম্মেলন— রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলে প্রতিক্রিয়া—সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বার্ষিক সম্মেলন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ১৩ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির উদ্যোগে বোম্বাইয়ে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী তুলা উৎপাদন সমস্যা সম্পর্কিত চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তুলা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার বিভিন্ন ফলাফল সম্পর্কিত ২৩টি প্রবন্ধ সম্মেলনে পঠিত হয়।

তুলার চাষ ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে যে, এ সম্পর্কে নূতন গবেষিত জ্ঞানের মধ্যে মূল্য রহিয়াছে।

তুলা উৎপাদনের বৃদ্ধি বিষয়ে [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] তুলা [illegible] উন্নতি [illegible] করেন। [illegible] তুলা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] এবং [illegible] লক্ষ [illegible] তুলা [illegible] হইয়াছে। [illegible] উৎপাদন [illegible] করিয়াছে। [illegible] তুলা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] তুলা উৎপাদনকারী [illegible] একটি [illegible]। এই [illegible] তুলা [illegible] উন্নয়ন [illegible] তুলার [illegible] হইতেছে। [illegible] এই [illegible] তুলার [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] ভারতীয় তুলার [illegible] শ্রী সি, কে, [illegible] উন্নয়নের [illegible] প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

শ্রী এ, সি, [illegible] ও শ্রী এ, আর, [illegible] ও বিশেষজ্ঞের সহিত উচ্চ ভারতীয় তুলার [illegible] উন্নতি বিষয়ে [illegible] প্রস্তাব করেন।

[illegible] আলোচনা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] কিন্তু [illegible] যে [illegible] করিয়াছেন

(শেষাংশ ১৯০ পৃষ্ঠায়)

ইণ্ডিয়্যান
ব্যাঙ্কিং
জার্ন্যাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিল্ডিংস্
কলিকাতা ১

বিশেষ প্রবন্ধ

টিনিং অঞ্চলে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ

লেখক—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাসাবিন

শ্বাস ও কাসরোগে আশু ফলপ্রদ

[illegible]

KASABIN

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

সঙ্কলন

বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্য পরিস্থিতি

বোম্বাই—

গুজরাটে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। [illegible] জেলার [illegible] তালুকের [illegible]টি গ্রাম দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সরকার উহাদের জন্য [illegible] ব্যবস্থা [illegible] করিয়াছে। গুজরাটে [illegible] লোকদের কোনরূপ [illegible] থাকিতে না হয় সেজন্য উহার [illegible] উদ্দেশ্যে সরকারী [illegible] দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে খাদ্য আনা হইয়াছে। এই সকল এলাকার জন্য যে কোনরূপ প্রচেষ্টা না [illegible] বলিয়া [illegible] হইতেছে না। [illegible] বিলম্ব হইবার কারণ ঘটে নাই।

দিল্লী—

দিল্লীর চীফ কমিশনার গম, চাউল, সুজি, জোয়ার ও ছোলার মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। [illegible] "দিল্লী" প্রদেশের বাহিরে জোয়ার ও ছোলা এবং ঐ সকল দ্রব্যজাত কোনও পণ্য আমদানি করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

পূঃ পাঞ্জাব—

পূর্ব পাঞ্জাবের আরও ৩টি শহরে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে রেশন প্রথা চালু করা হইয়াছে। যদি লোকে [illegible] গ্রহণ করে তবে সরকার [illegible] পরিবর্তে গম ও ছোলা সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে সকল লোক ভাত খাইতে অভ্যস্ত, যে সকল লোক এখন [illegible] বাস করেন যেখানে তাহারা উপযুক্ত [illegible] এবং [illegible] ডাক্তার [illegible] কারণে ভাত খাওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন কেবল তাঁহাদিগকেই চাউল সরবরাহ করা হইবে।

পঃ বঙ্গ—

পশ্চিমবঙ্গে গত জানুয়ারী মাসে ৭০ হাজার ৮০ টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছে। অবিভাজিত বাঙ্গালার সরকারের পক্ষেও উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। অনেক স্থানে চাউল জমা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

রাজস্থান—

জয়পুরে খাদ্য পরিস্থিতির আরও [illegible] ঘটিয়াছে। জয়পুরের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার জয়পুর গভর্ণমেন্টকে [illegible] সহযোগিতা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যে ২ লক্ষ টন গম দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ১ লক্ষ টন ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে এবং বিলিও করা হইয়াছে। [illegible] ২৩টি গ্রামে খাদ্য ঘাটতি আছে বলিয়া যোধপুর গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন। যোধপুর ইউনিয়নে [illegible] জেলায় কয়েকটি [illegible] খোলা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন

১৯৫২—৫৩ সালের শেষে মধ্য প্রদেশ তিন লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতকে খাদ্যের সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৫১-৫২ সালে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারকে দুই লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৫১-৫২ সালে মধ্য প্রদেশ ও বেরারে এই নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা এক লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৮ সালে মধ্য প্রদেশে ১৭টি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হয়। [illegible] বাঁধ ও জমির [illegible], [illegible] কূপ [illegible] ও জমি উদ্ধার এই সকল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গত বৎসর মধ্য প্রদেশ ও বেরারে পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা মূল্যের খাদ্যশস্যের বীজ বন্টন করা হয়। 'অধিক খাদ্য ফলাও' পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পর্যন্ত মধ্য প্রদেশ ও বেরারে ১৮ হাজার কূপ খনন করা হইয়াছে এবং দুই লক্ষ একর পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৎসর ট্রাক্টরের সাহায্যে ৮০ হাজার একর পতিত জমিতে চাষ করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। অধিক [illegible] শক্তি [illegible] জন্য [illegible] লক্ষ টাকার সারও বন্টন করা হইয়াছে।

পেট্রোল নিষ্কাশন কারখানা

সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী জানান যে, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে ভারতে ১ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের [illegible] পেট্রোল নিষ্কাশন কারখানা উৎপন্ন হইবে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার গভর্ণমেন্ট নিজ নিজ প্রদেশে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদক কারখানাগুলির [illegible] জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। আইনানুযায়ী বর্তমানে ৩০ লক্ষ ৪৪ হাজার গ্যালন পেট্রোল নিষ্কাশন কারখানায় উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসরে এইরূপ ৮০ লক্ষ ২০ হাজার গ্যালন কারখানায় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতীয় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক কারখানার আইন অনুযায়ী [illegible] বিহার প্রদেশের জন্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এই বিধান অনুযায়ী যুক্তপ্রদেশ ও বিহার গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উহারা [illegible] নির্মিত কারখানা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। সম্প্রতি [illegible] সম্পর্কে [illegible] কেন্দ্রীয় শক্তি উৎপাদন সম্বন্ধে আইনটি ৩০ মাসের মধ্যেই [illegible] হইবে বলিয়া সরকারী ভাবে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] বৃদ্ধি করিবার জন্য অতিরিক্ত [illegible] কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে।

ভারতের জন্য বিদেশী ইস্পাত

ভারতে ইস্পাত আমদানী সম্পর্কে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস. এ. [illegible] সম্প্রতি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-সকল আলোচনা চালান, তাহার ফলে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে ভারতে ৫ লক্ষ টন ইস্পাত আমদানির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। তাহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২ লক্ষ টন, বৃটেন এক লক্ষ টন এবং বেলজিয়াম ১ লক্ষ হইতে ১½ লক্ষ টন ইস্পাত ভারতকে সরবরাহ করিবে। [illegible] কিছু পরিমাণ অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান সরবরাহ করিবে। বেলজিয়াম ভারতকে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ টন ইস্পাত সরবরাহ করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বেলজিয়ামের ইস্পাতের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় বেলজিয়াম হইতে এক লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ টন ইস্পাত আমদানি করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, বৃটেন ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য [illegible] ব্যাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া চলিয়াছেন। ভারতে যাহাতে বৎসরে ২০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হয়, সেজন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বর্তমানে ভারতের বার্ষিক পরিমাণ হইতেছে ১০ লক্ষ টন। ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারতকে ইস্পাতের দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতে পেনিসিলিন তৈয়ারী চেষ্টা

এদেশে পেনিসিলিন, [illegible] ও [illegible] ঔষধাদি তৈয়ারের বিষয় ভারত সরকার বিস্তারিত ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতের প্রধান প্রধান [illegible] প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এই তিন প্রকার ঔষধের দ্বারা নিরাময় হইতে পারে। এই তিন প্রকার ঔষধই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। ভারতে ঐ তিন প্রকার ঔষধ তৈয়ারের সম্ভাবনা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য গত বৎসরে ভারত সরকার শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ বোম্বাইস্থিত হফকিন ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর [illegible] ও ডাঃ কে গণপতি এবং কলিকাতাস্থিত অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ-এর ডাঃ [illegible] বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রেরণ করেন। তাঁহাদের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া এদেশে ঐ তিন প্রকার ঔষধ তৈয়ারের জন্য একটি সরকারী কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বোম্বাই-এর নিকটে কোন স্থানে ঐ কারখানা স্থাপন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারখানা স্থাপনে দুই কোটি

টাকা লাভ হইবে। নিম্ন বৎসরের মধ্যে ঐ কারখানায় উৎপন্ন তৈয়ার আরম্ভ হইতে পারে। ঐ কারখানায় উৎপন্ন তৈয়ার হইলে প্রতি বৎসর এদেশের ৭ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বস্ত্রনীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কেন্দ্রে সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ প্রথার বস্ত্র মুক্তি করিতে [illegible] মূল্যের ও বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের নির্দিষ্ট দর বাতিল করিয়া [illegible] ১৮ [illegible] প্রতিটি [illegible] ঐ রকম করা হইয়াছে। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তির [illegible] নির্দিষ্ট দরে বিক্রয় করিতে দিবেন এবং [illegible] নাঃ—

মধ্য ভারত ও সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত মিল, আজমীর মাড়োয়ারের মিল, [illegible] মিল, নিজাম মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] মিল, [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] কেশোরাম, [illegible] এবং [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] ধুতি ও শাড়ী [illegible] যে কোন [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] ধুতি এবং শাড়ী যে কোন [illegible] পূর্বের মত [illegible]।

[illegible] নির্দিষ্ট [illegible] দোকানে [illegible] পূর্ব [illegible] বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হইবে।

নিম্নোক্ত স্থানে বস্ত্র প্রভৃতি নির্দিষ্ট হারে বিক্রয় হইবে:—

বোম্বাই এবং আহমেদাবাদের মিল সমূহ এবং পশ্চিম বঙ্গের বাসন্তী, মোহিনী, কেশোরাম, শ্রীদুর্গা, লক্ষ্মী, বঙ্গলক্ষ্মী এবং ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ধুতি এবং ছোট আকারের ধুতি ও শাড়ী [illegible] এবং কেশোরাম, বঙ্গশ্রী ও [illegible] মিলের [illegible] ধুতি ও শাড়ী। ১ হইতে ১০ [illegible] জানুয়ারী [illegible] বিক্রয় হইবে।

কলিকাতার গ্যাসের আলো

ভারতে কোন কোলিয়ারি [illegible] নাই। বিলাত হইতে উহা আমদানি করা হয়। [illegible] মূল উপাদান—'[illegible]'—বিলাত হইতে আমদানি করা হইত। কিন্তু তাহা হইতে এখন আর উহা আমদানি করা হইতেছে না বলিয়া [illegible] কোলিয়ারি [illegible] সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। যদি আমেরিকা হইতে উহা আমদানি করার বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে কলিকাতার রাস্তায় আর গ্যাসের আলো জ্বলিবে না।

সংবাদ পত্রের উপর বিক্রয় কর

পশ্চিম বঙ্গ সরকার সংবাদপত্রের উপর বিক্রয় কর ধার্য করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য গত [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible] এবং ইণ্ডিয়ান [illegible] নিউজপেপার সোসাইটির [illegible] কার্যকরী সমিতি [illegible] কলিকাতার সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রকাশকদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া একটী উপসমিতি নিয়োগের প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

মিঃ [illegible] (সভাপতি) [illegible], শ্রী[illegible] চৌধুরী (লোক সেবক), শ্রী[illegible] ঘোষ (দৈনিক বসুমতী), শ্রী[illegible] (পরিষদের [illegible]), শ্রী[illegible] (অমৃত বাজার পত্রিকা), শ্রী[illegible] (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।

কর্পোরেশনের নূতন কর

কলিকাতার [illegible] পুনর্গঠন বিলে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে [illegible] এবং নূতন কর [illegible] হইতে কার্যকরী করা হইবে। পুনর্গঠন বিলের জন্য একটী নূতন বিভাগ [illegible] ঐ [illegible] কাজ করিয়া যাইতেছে। কর্পোরেশনের [illegible] সভাপতি ও [illegible] বিল [illegible] সভায় [illegible] করা হয়। জানা গিয়াছে যে, কর্পোরেশনের নির্বাচন ও [illegible] সম্পর্কে [illegible] পরিষদের [illegible] এবং শীঘ্রই তাহা পেশ করা হইবে।

বাস্তুহারাদের জন্য আদর্শ গৃহ নির্মাণ

পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের [illegible] টালিগঞ্জ রোডে একটী বাগানবাড়ীতে একটী দুই ও [illegible] কামরা বিশিষ্ট মোট ৩ রকমের আদর্শ গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে।

উহার নির্মাণের বিভিন্ন প্রকারের মালমসলা দিয়া এই গৃহগুলি নির্মাণ করা হইতেছে এবং উহার একটী গৃহ বাঁশ ও [illegible] নির্মিত হইয়াছে। এই ধরণের দুইটী বাড়ী নির্মাণ করিতে ১২০০০ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] হইয়াছে এবং অল্পকালের মধ্যে উহা বাস্তুহারাদের পরিকল্পনার উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এয়ার ইণ্ডিয়ার [illegible]

এয়ার ইণ্ডিয়া [illegible] বিমান চলাচল [illegible] করিয়া দিয়াছেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার ৩০০০ কর্মচারী লইয়া [illegible] কোটি [illegible] এই [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] বোম্বাই ও লণ্ডনের মধ্যে [illegible] বিমান চলাচল ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রারম্ভিক [illegible] যে [illegible] আলোচনা করিয়াছিলেন, কর্মচারী ইউনিয়নের [illegible] করা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] টাকার [illegible] কর্মচারীদের লইয়া এই ইউনিয়ন গঠিত। [illegible] ইউনিয়ন [illegible] বাতিল [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ৩০ [illegible] ও [illegible] ৪০ [illegible] তাহাদের মধ্যে [illegible]।

চৌদ্দশ হাজার টাকার সিগারেট উদ্ধার

পুলিশ [illegible] ২৩ নম্বর [illegible] সিগারেট [illegible] প্রায় ৬০ হাজার টাকা [illegible] সিগারেট ৬ [illegible] ও [illegible] ২ হাজার [illegible] করিয়াছে।

সিগারেট যে পুলিশ ও [illegible] মামলা দায়ের করা হইয়াছে। [illegible] ১ লক্ষ টাকা ও ৫০ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

দেশরক্ষার খাতে বিটেনের বর্দ্ধিত ব্যয়

বৃটিশ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হোয়াইট পেপারে দেখা যায় যে বৃটেন ১৯৪৯-৫০ সালে দেশরক্ষা খাতে ৭৫,২৮,৭৭,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিবে। ১৯৪৮-৪৯ সালে এই খাতে ৬৯২,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছিল।

১৯৫০ সালে বৃটেন [illegible] সৈন্য সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ ধার্য করিয়াছে। বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসের মধ্যে [illegible] বিভাগের তিনটী শাখার মোট সৈন্যসংখ্যা ৭ লক্ষ ১৬ হাজারের পরিবর্তে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার হইবে। বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি [illegible] বয়সের পরিবর্তে [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসর [illegible] যে সকল লোক [illegible] হইবে তাহাদের জাতীয় সৈনিকবৃত্তি আইন অনুসারে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি হইতে আঠার মাসের জন্য বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

বিপদের জন্য অপেক্ষা ক'রবেন না

BLOWOUTS

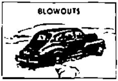

SKIDS

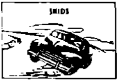

PUNCTURES

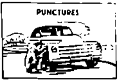

এখুনি আপনার টায়ার বদলান!

টায়ার দুর্ঘটনার শতকরা ৯০ টি টায়ারের আয়ুষ্কালের শতকরা শেষ ১০ ভাগেই ঘটে থাকে......

টায়ারের জীবনের নিরাপদ অংশ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে পর সেই টায়ার দিয়ে গাড়ী চালিয়েই লোকে অধিকাংশ বিপদকে ডেকে আনে। বৎসরের সকল সময়েই ব্যবহারযোগ্য গুডইয়ার টায়ারের একটি নূতন সেট সংগ্রহ করুন এবং নিরাপদে ভ্রমণ করুন। পুরানো টায়ারের বাব- [illegible] ক'রবেন

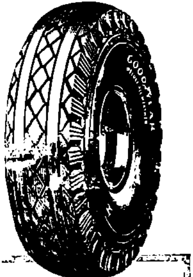

টায়ার মাটি আঁকড়ে থাকবে ব'লে গতিরোধ ক'রলে পিছলে যাবার ভয় নেই

- [illegible]

GOODYEAR

All-weather **TYRES**

বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান

[illegible] জেলার বালুরঘাট [illegible] ও [illegible] বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শ্রী সি. এন. [illegible] [illegible] পরিদর্শকের [illegible] [illegible] যে, বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুইটি [illegible] [illegible]

ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধি

১৯৪৮ সালে [illegible] এবং [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে [illegible] [illegible] মোট [illegible] [illegible] ২৬,০০০।

গত বৎসর ব্রিটেন [illegible] এবং [illegible] রপ্তানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। এই [illegible] ব্রিটেন [illegible] ১,০০০,০০০ [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] ১৯৪৭ সালে ছিল ১,০০০,০০০ এবং ১৯৪৮ সালে ছিল [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ১৯৪৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল [illegible] [illegible]।

ভারতে ব্রিটেনের মোট [illegible] হইয়াছে ৪৪,৫০,০০,০০০ টাকা। [illegible] অতিরিক্ত [illegible] টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] হইতে [illegible] ১১,০০০ [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] ৬,০০০।

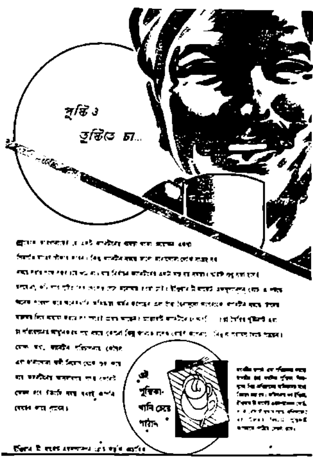

[illegible]

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

[illegible] শিক্ষা পরিকল্পনা

নতুন পাঁচটি [illegible] মধ্যে প্রত্যেকটি স্কুলে [illegible] শিক্ষার জন্য [illegible] ব্যবস্থা থাকিবে। ইহাতে ব্যয় হইবে ৩২,৭০,০০০ টাকা এবং এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইতে প্রায় পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে।

প্রত্যেকটি মাধ্যমিক স্কুলে [illegible] ও [illegible] বৃত্তির জন্য একটি ডোরমিটরি থাকিবে, কিন্তু প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কেবল [illegible] বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিবে এবং [illegible] প্রয়োজন হয় তবে দুই মাইলের অধিক দূরবর্তী [illegible] [illegible] ডোরমিটরিতে [illegible] দেওয়া হইবে।

উক্ত পরিকল্পনা [illegible] একটি কমিটি [illegible] গঠন করিয়াছেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে কংগ্রেস দল

[illegible] পার্লামেন্টের কংগ্রেস পার্টি এক সভায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাচিত হইয়াছেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দলনেতা, [illegible] [illegible] প্যাটেল সহকারী নেতা, [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] কোষাধ্যক্ষ। [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন। [illegible] ও [illegible] [illegible] হইলেন। কার্যকরী সমিতির সদস্য—[illegible], মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], ডাঃ পি. সি. [illegible], শ্রী আর [illegible], [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible], [illegible] [illegible], পণ্ডিত [illegible] [illegible], শ্রীনারায়ণ, শ্রী এন. [illegible] ও শ্রী আর. এস. [illegible]।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

ভারত গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, কাগজের মূল্য সম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্টের উপর ভারত গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব একটি সাপ্তাহিক গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯)। ট্যারিফ বোর্ড [illegible] দ্বারা কাগজের মূল্য [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] করিয়াছেন। এই অনুসারে [illegible] কাগজের মূল্যও বৃদ্ধি করা হইবে। উক্তরূপ মূল্য এক বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে।

ভারত গভর্ণমেন্ট বোর্ডের সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনুসারে ১৯৪৯ সালের কাগজ মূল্য [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

অর্থলোক

আসন্ন বাজেট সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা

কলিকাতা, [illegible]

একপক্ষকালের মধ্যেই ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। এই সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলে নানারূপ জল্পনা কল্পনা শুরু হইয়াছে। এইরূপ আশা করা হইতেছে যে, [illegible] আগামী বাজেটে করনীতি সংশোধিত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, [illegible] বর্তমান করনীতির সংশোধনের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। [illegible] সংশোধনের কোন নির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু সকলেই বিশ্বাস করেন যে, এই পথ এখন সুস্পষ্ট। [illegible] করের সঙ্গে [illegible] করসমূহের সংশোধন না হইলে সরকার বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি কাহারও পক্ষেই অধিক আয় করা সম্ভব হইবে না। কারণ, সরকারের আয় নির্ভর করে প্রধানতঃ আয়করের [illegible] উপর এবং এই আয়কর আদায় অধিকাংশই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইতেই সংগৃহীত হয়। [illegible] উপর করের বিরূপ প্রভাব থাকিলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে অধিক আয় করা সম্ভব হয় না।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কয়েকদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় শিল্প পরামর্শদাতা কমিটির এক সভায় [illegible] বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, কর কাঠামোর বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে শীঘ্রই সরকারকে তাহার আয়করের রাজস্বের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। [illegible] এই মন্তব্য অনস্বীকার্য। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে, [illegible] না। [illegible] কথাই আমরা বলিতেছি। করফাঁকির যে অনুসন্ধান সরকার করিতেছেন তাহার সহিত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ উপযুক্তরূপ সহযোগিতা করিতেছেন না। এমনকি, [illegible] ক্ষেত্রে করফাঁকির অনুসন্ধান বাধা [illegible] হইয়াছে। [illegible] মধ্যে [illegible] এই ত্রুটিটি ক্ষেত্রে [illegible] সরকার বা শিল্পপতি কাহারও পক্ষেই শুভ [illegible] নহে। [illegible] ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে উপযুক্ত সহযোগিতা পাইলে সরকার সহজেই এক বছরের মধ্যে করফাঁকির [illegible] ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে করনীতি সংশোধন করাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইত। অতএব নিজের স্বার্থেই ব্যবসায়ীদের সরকারের করফাঁকির অনুসন্ধান কার্যের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করা উচিত। আশা করি ব্যবসায়ীগণ এই সহযোগিতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বাজেট সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করা হইতেছে। [illegible] এবং [illegible] (Capital Gains Tax) [illegible] বিবেচনা করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। [illegible] বৃদ্ধি [illegible] উপর [illegible]। [illegible] উপর আরোপিত কর বিলোপ করিতে পারিলেও [illegible] হ্রাস করিতে হইবে। সরকারের করনীতি সম্পর্কে আমরা [illegible] বিভিন্ন [illegible] প্রস্তাব করিয়াছি। [illegible] পূর্ণ [illegible] এবং [illegible] সরকার [illegible] সম্পর্কে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মুদ্রাস্ফীতির [illegible] করিয়া [illegible] পক্ষে [illegible] সরকারের এই [illegible] গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য আগামী বাজেটে উপযুক্ত সংস্থান করিতে হইবে। বিভক্তির পর [illegible] পশ্চিম [illegible] ও পূর্ব [illegible] লক্ষ লক্ষ অধিবাসী। [illegible] ইহাদের [illegible] ও [illegible] ভারত [illegible] কোন [illegible] করিয়াছে। [illegible] ইহাদের পুনর্বসতির [illegible] হইবে না। এই পুনর্বসতির [illegible] সরকারের [illegible] হইবে। [illegible] সরকারকে নূতন কর [illegible] পরামর্শ দিব। [illegible] ১০,০০০ টাকা বা [illegible] উপর [illegible] এক আনা [illegible] সরকার কর নির্ধারণ করিতে পারেন।

• • •

[illegible] বাজারে [illegible] কিছু [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] সম্পর্কে [illegible] ঘোষিত হইয়াছে, তাহাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। [illegible] বৃদ্ধি [illegible] এবং [illegible] পাওয়া [illegible]। [illegible] বিভিন্ন ক্ষেত্রে [illegible] পরিলক্ষিত হইয়াছে। [illegible] এই [illegible] পাওয়া [illegible] বৃদ্ধি [illegible] নাই। [illegible] পরিলক্ষিত হয় এবং [illegible] হইতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে [illegible] আনা পর্যন্ত উঠে।

• • • •

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাংকের সাপ্তাহিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সপ্তাহে প্রচলিত নোটের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। মোট ঋণ পরিমাণও [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণও প্রায় [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। সোনা, রৌপ্য এবং বৈদেশিক ঋণপত্রের পরিমাণে বিশেষ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু [illegible] পরিমাণ প্রায় [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণে আবার [illegible] লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাংকিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ প্রায় [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু অন্যান্য সরকারের জমার পরিমাণ প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। ব্যাংকসমূহের জমা প্রায় [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু [illegible] জমার পরিমাণ প্রায় [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। অন্যান্য জমার পরিমাণ প্রায় [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

• • •

[illegible] ফেব্রুয়ারী তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য [illegible] ব্যাংকসমূহের প্রকাশিত হিসাব নিকাশে [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] পরিমাণ প্রায় [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। কিন্তু [illegible] পরিমাণে [illegible] বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। [illegible] অধিক পরিমাণে [illegible] হইয়া পড়ে। [illegible] যে [illegible] ব্যাংকসমূহ হইতে ঋণের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণে প্রায় [illegible] কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] ব্যাংকসমূহের নিকট হইতে [illegible] পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা হইতে [illegible] লক্ষ টাকায় হ্রাস পায় এবং [illegible] পরিমাণে [illegible] লক্ষ টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণ প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণ প্রায় [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পায় ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার আবির্ভাব?

সম্প্রতি [illegible] মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে বিরাট আকারে মন্দাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ইহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য দেশে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং মূল্য হ্রাসের গতি কিভাবে [illegible] প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। তবে [illegible]

[illegible]

[illegible] মূল্য হ্রাস পাওয়ায় [illegible] পরিমাণ কম পাওয়া যাইতে পারে। [illegible] সংবাদে দেখা যায় যে, [illegible] [illegible] বিক্রয় করিতে হইবে। [illegible] হইতে পারে।

[illegible]

হইতে পারে। অবশ্য নিকট ভবিষ্যতে এই বিষয়ের সম্ভাবনা নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় দ্রব্যের [illegible] আমদানি দ্রব্যের চাহিদা কম। [illegible]

[illegible]

পাটজাত

[illegible] পাটজাত দ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] বাজারে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। [illegible]

মূল্যের নিম্নোক্ত হারে [illegible] বাজারে বিভিন্ন [illegible] বিক্রয় হইতেছে :—

[illegible]	মূল্য
[illegible]	৪৮৲
[illegible]	১৬৪০
[illegible]	১৭৪০
[illegible]	১৭।০
[illegible]	১১৬০
[illegible]	১৬৮০
[illegible]	১৬৮০
[illegible]	১৬৮০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] টাকা।

চিনি

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৫০০ টন ইক্ষু মাড়াইয়ের সম্ভব হইবে।

ভারতে চিনির বর্তমান [illegible] মূল্য [illegible] বিদেশী প্রতিযোগিতার [illegible] পারিবে না। [illegible]

বাজারের কথা

বাজেট সম্পর্কে আশান্বিত বাজার

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * * *

[illegible]

সরকারী ঋণপত্র

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

চা

[illegible]

বেকার লিমিটেড

(BAKER LIMITED)

পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটর, ওয়েল্ডিং জেনারেটর, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার [illegible] এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রিক সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

যৌথিক

কাগজের মিলে বর্দ্ধিত লাভ

[illegible] সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের [illegible] পেপার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের [illegible] কোম্পানী প্রায় [illegible] লক্ষ টাকা বেশী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে ([illegible]—[illegible])। [illegible]

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর [illegible] হইতে [illegible]

[illegible] কোম্পানী [illegible] নামে একটি [illegible] কোম্পানী [illegible] কোম্পানী [illegible] মূল্য [illegible] করিতে হইবে।

আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী [illegible] মূল্য [illegible] করিয়াছে। কাগজের মূল্য [illegible] বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন [illegible] হইতে যে আবেদন করা হইয়াছে তাহা এখনও [illegible] বিবেচনাধীন আছে।

কোম্পানীর [illegible] ও [illegible] নূতন [illegible] করা হইয়াছে এবং কোম্পানীর [illegible] পরিকল্পনা [illegible] হইতেছে [illegible] হইয়াছে।

[illegible]—[illegible] লিঃ। [illegible] বিনিয়োগ [illegible] মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৯.৫৮)

দায়

অংশীদারি মূলধন	
সাধারণ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]
[illegible] (মোট)	[illegible]
মোট	[illegible]

নিয়মাবলী

— x —

★ 'আর্থিক জগত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
'আর্থিক জগত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—[illegible])
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

সম্পত্তি

মোট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
বিনিয়োগ	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
মোট	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]

• • • •

বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিঃ

গত [illegible] তারিখে সমাপ্ত [illegible] বৎসরের জন্য বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, [illegible] পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানী পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের [illegible] ([illegible]—[illegible]) বেশী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কাগজের মূল্য [illegible] বৃদ্ধি [illegible] হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] কোম্পানী যে অধিক লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে গৌরবের কথা।

আলোচ্য বৎসরে নীট লাভের পরিমাণ [illegible] হইতে মূল্যহ্রাস বাবদ [illegible] কোম্পানীর হাতে লাভের অবশিষ্ট রহিয়াছে [illegible] পাই। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবের অবশিষ্ট লাভের জের [illegible] পাই যোগ করিয়া কোম্পানীর লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় [illegible] পাই। ঐ টাকা হইতে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ফলে কোম্পানীর হাতে বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় [illegible] পাই। ঐ লাভ হইতে [illegible] উপর লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া কোম্পানী [illegible] বার্ষিক [illegible] হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। এই লভ্যাংশ [illegible] আলোচ্য বৎসরের [illegible] লভ্যাংশ [illegible] হিসাবে [illegible] হইয়াছে। [illegible] হিসাবে [illegible] জের টানা হইয়াছে [illegible] পাই।

[illegible]—[illegible] মূলধন—[illegible]। বিনিয়োগ [illegible] মূলধন—[illegible]।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৫৯)

দায়

অংশীদারি মূলধন	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ঋণ	[illegible]
[illegible] (মোট)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট [illegible] সম্পত্তি	[illegible]
মজুত ও [illegible] মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
নগদ	[illegible]
	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বাংশ ১৮২ পৃষ্ঠায়)

নিকট প্রচার করিয়াছে। কোন কমিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে যে সকল প্রয়োজন হইবে চোপরা কমিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে তাহার পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইবে ইহা [illegible] উল্লেখযোগ্য।

তবে চোপরা কমিটির সম্বন্ধে বেশী উল্লেখযোগ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র ও দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পরিকল্পনা। চোপরা কমিটি একথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে বহুদিনকাল অবহেলা ও [illegible] অভাবে দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা যে অবস্থায় আসিয়াছে তাহা আয়ুর্বেদ ও ইউনানী ইত্যাদি [illegible] সম্বন্ধে সকলে অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহারা এইখানে দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এইসব দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলনীতি ও পদ্ধতি [illegible] পুরাতন হইলেও বিজ্ঞানসম্মত এবং এইসব শাস্ত্রকে আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান দ্বারা অঙ্গীভূত করিলে চিকিৎসা শাস্ত্রের এবং দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সমন্বয় সাধন অসম্ভব বলিয়া যাঁহারা প্রায়ই মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে চোপরা কমিটি বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। যাহা বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ যাহা সকল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা পাশ্চাত্যের হউক আর প্রাচ্যের হউক কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে চোপরা কমিটি আধ্যাত্মিক ধ্যান ও সহজাত প্রবৃত্তি (Meditation and Intuition) প্রভাবের যে [illegible] কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখা সহজ নয় [illegible] বিনা প্রমাণে অস্বীকার করা চলে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সাধনা ও সহজাত প্রবৃত্তি প্রয়োগের যৌক্তিকতা যাঁহারা সমর্থন করেন তাঁহাদের তুলনায় তাঁহাদের বিপরীত মতাবলম্বীদের সংখ্যাই এখন বেশী।

তবে দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে চোপরা কমিটি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে দেশের সকল প্রগতিশীল জনসাধারণ যে সমর্থন জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সার্বজনীন এবং তাহা স্বীকার [illegible] যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা যেখানে [illegible] হইয়াছে আয়ুর্বেদ সেখানে [illegible] করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য [illegible] স্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের জনসাধারণও তাহার প্রমাণ পাইয়া [illegible]। তাঁহারা আয়ুর্বেদ [illegible] দেশের জনসাধারণের নিকট পৌঁছিতে পারে। [illegible] পাশ্চাত্য চিকিৎসার দ্বারা তাহা বর্তমানে সম্ভব নহে এবং অভিজ্ঞদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। [illegible] হয় না।

সেই হিসাবে দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি ও প্রসারের চেষ্টা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে "মিশ্রণ" সম্বন্ধে মতামতের উদ্দেশ্যে কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে যে [illegible] সমস্যা দেখা দিবে তাহা উপেক্ষা করা চলে না। আয়ুর্বেদ বর্তমানে যতদূর পিছাইয়া পড়িয়া আছে তাহাতে অল্প সময়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হইলে [illegible] বৃদ্ধি পাইবে সব [illegible] অবস্থায় উপকার হইবে অল্পই বলা যায়। তাহাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেই হিসাবে আমাদের মনে হয় যে আয়ুর্বেদ প্রভৃতিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত না করিয়া বরং পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে যাঁহারা [illegible] অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়া তাহার উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা যদি করা হয় তাহা হইলে অধিকতর ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুই বিদ্যালয়ের মধ্যে [illegible] রাখা উচিত এবং কলেজসমূহের মধ্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা [illegible] পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার [illegible] গবেষণা করিলে [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যায়। [illegible] শিক্ষার ক্ষেত্রে [illegible] পরিবর্তন [illegible] যে বিরাট আয়ু বৃদ্ধি [illegible] দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সংবাদলিপি

(পূর্বাংশ ১৮৩ পৃষ্ঠায়)

তাহাতে মহাত্মাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি [illegible] দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত [illegible] প্রশংসা করা হইয়াছে, তবে ভারতবর্ষ যে দুরাচার প্রতিক্রিয়ার কবল হইতে একদা মুক্তিলাভ করে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের সময়ে আমাদের হিন্দু ও মুসলমান [illegible] প্রয়োজন মিটাইতেই ব্যস্ত থাকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। [illegible] দলে [illegible] অবনতি ঘটিয়াছে। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য না হইলেও [illegible] বলিয়া [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও [illegible] বৃদ্ধি হইবে না বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন বাংলাদেশে সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রকাশ করেন। [illegible] তাহার দ্বারা দুর্বলতা পরিপূর্ণ করিতে বলিয়া শ্রীযুক্ত [illegible] আশাপ্রকাশ করিয়াছেন [illegible] তাহা সমর্থন করেন। আমি [illegible] যে, বেঙ্গল [illegible] মর্যাদা শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাংলাদেশে [illegible] পরিষদের [illegible] চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। [illegible], বর্তমান সম্পর্কে শ্রীযুক্ত [illegible] এবং [illegible] কার্যাবলী [illegible] বাংলাদেশে কোন [illegible] হইবে না। এই [illegible] হইতে [illegible] বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

[illegible] কর্তৃপক্ষের কোম্পানীর কর্মচারীদের [illegible] পরিষদের কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কঠোর সমালোচনা করেন। [illegible] গ্রহণ করা হয়। ঐ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রস্তাব করেন। কর্মচারীদের একটি [illegible] পরিচালকদের [illegible] ও [illegible] বিবেচনা করেন। এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে পরিচালকবর্গ [illegible] এবং পরিচালকগণ [illegible] প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। ইহার ফলে [illegible] হইতেছে। [illegible] কর্মচারীদের [illegible] কোম্পানীকে [illegible] কর্মচারীদের [illegible] করেন। কোম্পানির [illegible] কর্মচারীদের [illegible] হন না। কারণ, উক্ত কর্মচারীদের পক্ষে [illegible] হইবে না।

[illegible] পরিচালকবর্গকে এই বলিয়া [illegible] যে, তাঁহারা [illegible] কোম্পানী [illegible] করেন নাই এবং কোম্পানীর [illegible] প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। ইহার ফলে [illegible] কোম্পানীর [illegible] অবস্থা [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রী এ. [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত [illegible] যে [illegible] পর্যন্ত [illegible] হইবে।

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

[illegible]		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]	[illegible]		
ইণ্ডিয়া [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible]	—	—	—
(গ) [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ:—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ।—[illegible] ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
[illegible]			
[illegible]	—		[illegible]
(১) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	—		[illegible]
(১) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]		[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

স্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
[illegible]			[illegible]
[illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]			—
(খ) [illegible]		—	—
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
ইঞ্জিনীয়ারিং										
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
কয়লাখনি										
[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible](খ)	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]					[illegible]
কাগজের কল										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible](খ)	[illegible]		—			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		—			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible](খ)	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible](খ)	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible](খ)	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible](খ) [illegible]	[illegible]					

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চট-কল

চা-বাগান

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
							[illegible]	[illegible]
চা-বাগান								
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			
চিনির কল								
ইউ-পি	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]								
ইউ-পি	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]							[illegible]		
[illegible]							[illegible]		
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]		[illegible]							
[illegible]		[illegible]							
[illegible]		[illegible]							
[illegible]		[illegible]							
[illegible]		[illegible]						[illegible]	
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

REGD.NO.C3109.

বিশেষ বাজেট সংখ্যা

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা [illegible] মূল্য ।৴০

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি. সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গুর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি

শ্রীমহাদেও এল. দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, টি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, টি, সদাশিবন

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইনসিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

আর্থিক ভারত

যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইনসিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—ব্যাঙ্ক ৭৭১

২৬ বর্ষ ১০ম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৫৬, ৮ই মার্চ, ১৯৫০ [মূল্য ৷০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		বাজেট বিশ্লেষণী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার	২০৯
ভারত সরকারের বাজেট	১৯৯	প্রাদেশিক বাজেটসমূহ	২১৩
পশ্চিম বঙ্গের বাজেট	২০১	বাজারের কথা	
বাজেট বিশ্লেষণী—ভারতসরকার	২০৩	নিয়ন্ত্রণাধীন বাজারে	
পাকিস্থান বাজেট	২০৮		

ভারত সরকারের বাজেট

ডাঃ মাথাই চলতি ও আগামী বৎসরের জন্য যে-বাজেট প্রস্তাব ভারতীয় পার্লামেন্টে পেশ করিয়াছেন তাহাতে সরকারী মহল ও ধনী ব্যবসায়ীগণ সন্তোষ প্রকাশ করিলেও কংগ্রেসের একাংশ ও জনসাধারণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেটের বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র সমালোচনা হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে ভারতসরকারের শুভার্থীদের মনে যে নানারূপ প্রশ্ন জাগিবে তাহা একান্তই স্বাভাবিক। পরাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সরকারের বাজেটকে যেভাবে আক্রমণ করিতেন বর্তমান বাজেটের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী সদস্যদের সমালোচনাও প্রায় সেই স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

নীতির দিক হইতে দেখিতে গেলে এই বাজেটে কংগ্রেসের ঘোষিত পথবদল সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাজেটপ্রস্তাবে যতগুলি করভার লাঘব করা হইয়াছে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ ধনী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থানুকূল এবং যেসব নূতন করভার চাপানো হইয়াছে তাহাতে অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র জনসাধারণ আরও নিষ্পিষ্ট হইবে। বাজেটপ্রস্তাব পড়িলে ইহা দিবালোকের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্তবানদের উপর হইতে যে-যৎকিঞ্চিৎ আয়কর লাঘব করা হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। কারণ আয়কর হইতে তাহারা সামান্য মুক্ত হইলেও পান, পোষ্টকার্ড, সুপারি, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় আয়কর-হ্রাসের তুলনায় বেশী বৃদ্ধি পাইবে। কংগ্রেসের পক্ষে সরাসরি এইভাবে বিত্তহীনদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপানো বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। নীতির প্রশ্ন বাদেও অর্থনীতির যে-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এবং যে-অর্থনৈতিক প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই বাজেট রচনা করিয়াছেন এবং জনসাধারণের একাংশের বিরাগভাজন হইবার ঝুঁকি লইয়াছেন তাহা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে তৎসম্পর্কে গভীর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। বাজেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করিলে আমাদের সন্দেহের কারণ পরিস্ফুট হইবে।

মূল বাজেট অনুসারে চলতি আর্থিক বৎসরে প্রাথমিক অনুমান অপেক্ষা ৮৩ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, (৩১৪ কোটি টাকার স্থলে ৩৩৮ কোটি টাকা) এবং আগামী বৎসরে রাজস্বের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়া ৩০৭ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তবে ডাঃ মাথাই আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন যে, স্বাভাবিক রাজস্বের তুলনায় উহা অনেক বেশী। কিন্তু বিভিন্ন খাতে যে-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সরকারের এইরূপ আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজকোষের অসচ্ছলতা দূরীভূত হয় নাই। চলতি বৎসরে ৮৩ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও ৮৪॥০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ঘাটতি মূল বাজেটে ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরে ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ১৪ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সরকারের খরচ ও ঘাটতি

সরকারের চেষ্টা সম্পর্কে অর্থসচিব যে [illegible] বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের বর্তমান চিত্র দেখিয়া কেহই যে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা অবশ্য একথা বলিতেছি না যে, আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য বিশেষ মারাত্মক হইয়াছে। বাণিজ্যের কারণ ও উন্নয়ন খাতের অধিকতর সম্ভাবনা ও উন্নতির পক্ষে অনুকূল হইলে সরকারী বাজেটে ঘাটতি অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সরকারের প্রস্তাবে দেখা যায় যে, সরকার ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করিতে গিয়া প্রগতিমূলক পরিকল্পনাগুলির অধিকাংশ স্থগিত রাখিয়া ব্যয়-হ্রাস করিয়াছেন, অথচ বাজেটে ঘাটতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য একথা অস্বীকার [illegible] যে, ভারত-পাকিস্তান ও বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসন, কাশ্মীর ও হায়দরাবাদের সংঘর্ষ, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার সমস্যা—উন্নয়ন কারণে সরকারকে অনুৎপাদক অপ্রত্যাশিত ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে। কিন্তু সরকার দেশরক্ষা খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা শত্রুর দেশের ক্ষমতা অনুযায়ী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাছাড়া সরকারী খাতে ব্যয়হ্রাসের পরিকল্পনা [illegible] বিভাগ এবং অসামরিক খাতে অযথা ব্যয়বৃদ্ধি রোধেও সর্বত্র করা হয় না। [illegible] বহু-বিঘোষিত নীতি অনুসারী হইবার পরিচায়ক। এই ব্যয়কারী শাসনযন্ত্রের [illegible] কোনই নির্দিষ্টতা নাই। তাছাড়া [illegible] ভারতের সরকারের নিকট জনসাধারণের পাওনা বিল প্রত্যক্ষ খাতে পরিশোধের ফলে আগামী পরিশোধের [illegible] বৎসরে ২০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ১০ কোটি টাকা বাজেট করা সরকারের বর্তমান অবস্থায় সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে বলা যায় না। ভারতীয় [illegible] প্রত্যর্পণের বিনিময়ে পাকিস্তানের যে ঋণ হইতে এই টাকা কাটিয়া রাখা যাইত। তাছাড়া আমাদের মনে হয় যে [illegible] তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ঋণ ও মূলধনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ও উচিত। তাহা হইলে এই বৎসরে সরকারের রাজস্বখাতে ১৩.৩০ কোটি উদ্বৃত্ত থাকিত এবং আগামী বছরের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইত।

কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধির জন্য যে ঘাটতি হইবে তাহা পূরণ করার জন্য ডাঃ মাথাই যেসব খাতে আয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্পর্কে সমালোচনার আরও বেশী কারণ রহিয়াছে। পরোক্ষ করভার সম্পর্কে অর্থসচিব যেসব প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে নীতিগত প্রশ্নের কথা বাদ দিলেও সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবই সূচনা করে। ডাক [illegible] উচ্চ ও [illegible] করিয়া [illegible] পোস্টকার্ডের দরবৃদ্ধি নিতান্ত আপত্তিজনক। ইহার পাশাপাশি [illegible] উপর হইতে বাড়তি মাশুল-হ্রাস করা নিতান্তই [illegible] হইয়াছে। মিলের কাপড়ের উপর টাকায় এক আনা হারে এবং মাঝারি ও মোটা কাপড়ের উপর প্রতি গজে দুই পয়সা হারে উৎপাদন শুল্ক এবং চিনি ও সুপারির উপর নূতন শুল্ক ধার্য হইয়াছে। ইহার কোনটিতেই যে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট না হইয়া পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়। অপরদিকে বিলাসোপকরণের উপর করভার বৃদ্ধির এবং [illegible] সম্পর্কে [illegible] শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাবের ফলে যে বিশেষ কিছু সুফল লাভ হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। ডাঃ মাথাই তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিবার জন্য এবং মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বাজেট রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই দ্বৈত উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে তৎসম্পর্কে আমাদের গভীর সংশয় রহিয়াছে।

প্রথমতঃ ব্যবসায়ীরা অতখানি সাড়া দিবেন তাহা অনিশ্চিত। সরকার অবশ্য সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত মুনাফা কর রহিত করিয়া দিয়া এক কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অথচ যুদ্ধ ও মুদ্রাস্ফীতির ফলে [illegible] ও অন্যায় সম্পত্তি হস্তান্তর দ্বারা নাগরিকগণ ক্রয়-মূল্যের তুলনায় বিক্রয়মূল্যে যে অত্যধিক মুনাফা লুটিয়াছেন রাজকোষ তাহার অংশ যে কেন দাবী করিবেন না, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উত্থিত হইবে। আয়করের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ হইতে উদার [illegible] এই খাতে আরও বেশী আয় হইতে পারিত। মূলধনের প্রেরণা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ স্তরে অতিরিক্ত করের হার টাকাপ্রতি দুই পয়সা হ্রাস এবং নিম্নস্তরে আয়কর হ্রাসের প্রস্তাব সরকারের পক্ষে [illegible] হইয়াছে। তবে ইহাতেও ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। ব্যবসায়ীরা এইরূপ সুবিধা পাইয়াও সন্তুষ্ট হয় নাই। কারণ ব্যবসায়-লাভ কর প্রত্যাহার বা সংশোধনই এখন তাহাদের দাবী। তাহাদের ঐ দাবী না মানিলে তাহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী নয়। ব্যবসায়ীদের এই মনোভাব সম্পর্কে সরকার সচেতন বলিয়াই এইবার তাহাদের ঋণগ্রহণের পরিমাণ গতবারের তুলনায় প্রায় অর্ধেক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে একদিকে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের ফলে যেমন ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ কণ্টকিত হইল অপরদিকে তেমনি সরকারী ঋণগ্রহণের ক্ষমতা হ্রাসের ফলে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমাজ-সংস্কার-মূলক পরিকল্পনাগুলিও চালু হইবার পথ বন্ধ হইয়া গেল।

মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের সরকারী পরিকল্পনা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে সেই সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করা দুরাশা মাত্র। কারণ বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ন্যূনপক্ষে দুইশত কোটি টাকারও বেশী মূল্যের খাদ্য আমাদের আমদানি করিতে হয়। এমতাবস্থায় সেকারণেই দেশের অভাব উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা প্রায় অসম্ভব। কারণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি না করিয়া পারা যাইবে না এবং মজুরী বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির খাতে সরকার যে বরাদ্দ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার বর্তমান দুরবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হইবে বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

সুতরাং সর্বদিক হইতে বিচার করিতে গেলে ডাঃ মাথাইর বাজেট পূর্ববর্তী বাজেটগুলি হইতে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম সূচনা করে নাই। বাজেটের আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখা কতদূর দূরদর্শিতার পরিচায়ক তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসই বলিবে। ডাঃ মাথাই জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী উভয়কেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাজেটের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই পরিস্ফুট যে ব্যবসায়ীরা যেমন সন্তুষ্ট হয় নাই, জনসাধারণ তো ক্ষুব্ধই হইয়াছে।

আয়কর ও অতিরিক্ত আয়করের নূতন হার

আয়কর আয়	টাকা প্রতি হার
[illegible]	নাই
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

অতিরিক্ত আয়কর আয়	টাকা প্রতি হার উপার্জিত	টাকা প্রতি হার অনুপার্জিত
[illegible]	নাই	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

বাৎসরিক ৩ হাজার টাকা হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ

আয়	১৯৪৮—৪৯ কর				১৯৪৯—৫০ কর			
	উপার্জিত		অনুপার্জিত		উপার্জিত		অনুপার্জিত	
টাকা	টাকা	শতকরা অংশ	টাকা	শতকরা অংশ	টাকা	শতকরা অংশ	টাকা	শতকরা অংশ
৩,০০০	...	...	...	...		...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩০,০০,০০০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

পশ্চিম বঙ্গের বাজেট

১৯৪৮—৪৯ সালের চলতি বৎসরের সংশোধিত এবং ১৯৪৯—৫০ সালের আগামী বৎসরের জন্য অনুমিত বাজেটপ্রস্তাব পশ্চিম বঙ্গের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে সাধারণ আলোচনাও সমাপ্ত হইয়াছে। এই বাজেটপ্রস্তাবে দেখা যায় যে, চলতি বৎসরের ঘাটতি পূর্বে দেখানো ৭৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ এখন ২৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। চলতি বৎসরে ঘাটতির এই পরিমাণ-হ্রাস অর্থসচিবের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইলেও আগামী বৎসর প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের ঘাটতির আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই বৎসর উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা সাহায্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুত এই সাহায্যের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে এতদধিক আর কোন সাহায্য দেওয়া হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়-ব্যয়ে চলতি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাধ্য হইয়া প্রায় ৩ কোটি টাকার ব্যয়সংকোচ করিতে হয়। আয় এইরূপ হ্রাস পাইবার সাথে সাথে আবার নূতন নূতন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অবিভক্ত বঙ্গের দায় পরিশোধ বাবদ চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বরাদ্দ চলতি বৎসরের প্রাথমিক হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল না। তাছাড়া অসামরিক সরবরাহ বিভাগে পশ্চিমবঙ্গকে এই বৎসর প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল জরুরী ব্যয়বহুলতা দেখা না দিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ঘাটতি সৃষ্টি হইত না বলিয়াই মনে হয়।

আগামী বৎসরে এইরূপ কোন জরুরী ব্যয়বহুলতা না থাকিলেও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে অধিক ব্যয়বরাদ্দ হওয়াতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বর্ধিত না হইবার ফলে রাজস্ব ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আগামী বৎসর ১ কোটি লক্ষ টাকার ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় আগামী বৎসরে অধিক বরাদ্দ হইয়াছে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খাতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ, অধিক খাদ্য-উৎপাদন খাতে ৬৪ লক্ষ, অন্যান্য নূতন পরিকল্পনা খাতে ৮৩ লক্ষ, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির খাতে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ২ লক্ষ, বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন খাতে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার, পল্লী-চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র খাতে ৫০ লক্ষ, আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ডেন্টাল মেডিক্যাল কলেজের জন্য ৫ লক্ষ এবং সার ইত্যাদির উৎপাদন খাতে

০ লক্ষ টাকা। উদ্বাস্তু সংস্থান, ত্রাণ প্রভৃতি, [illegible] কর্মীদের ভাতা, মহিলা সমিতি এবং জাতীয় সমরশিক্ষার্থী তিনটি খাতের ব্যয়ে অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় দেখা যায় যে, আগামী বৎসরের ব্যয় হিসাবে উপকূল ও বেহালা অঞ্চলে নূতন শিল্পের খাতে ৯ লক্ষ, কলিকাতার বাজারে মৎস্য আনিবার জন্য মোটরবোটের খাতে ৬ লক্ষ ২০ হাজার, ময়ূরাক্ষী জলসেচের পূর্বাঞ্চলে সংস্কারের জন্য ৯ লক্ষ ০ হাজার, নূতন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নখাতে ২৭ লক্ষ, বিদ্যুৎশক্তি বৃদ্ধিকল্পে ১১ লক্ষ, [illegible]-এর জমিগ্রহণের জন্য লক্ষ, কল্যাণী মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার, জলপাইগুড়ি সেতুর পুনর্নির্মাণ খাতে ৫ লক্ষ, [illegible] শিক্ষার বন্দোবস্ত জন্য ১ লক্ষ, [illegible] সংগঠনের খাতে ১ লক্ষ, জাতীয় বীমা খাতে ২ লক্ষ, জাতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী খাতে ১ লক্ষ এবং জাতীয় সমরশিক্ষার্থী খাতে ৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এতদ্ভিন্ন ঋণের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করিয়া মূলধন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে চলতি বৎসরের তুলনায় তাহা প্রায় সর্বাংশেই অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আগামী বৎসর মোট বরাদ্দ হইতে [illegible] পরিকল্পনার খাতে ২ কোটি ০ লক্ষ টাকা, বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ ও, প্রাদেশিক রাস্তাসমূহের নির্মাণের জন্য ৪১ লক্ষ টাকা, বাস্তুহারাদের জন্য ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং সরকারী যানবাহনের জন্য ৭১ লক্ষ টাকা।

বলা বাহুল্য যে, উন্নতিমূলক ব্যয় পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সংকোচ সাধনের অবকাশ খুব কমই আছে। অবশ্য বিভাগীয় পরিচালনার ব্যয়ের মাত্রা নামাইয়া জনকল্যাণের জন্য অধিক অর্থ নিয়োগ করিবার এখনও অনেক সুযোগ আছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগীরূপে দেশের মোট আবশ্যকতাকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উক্তরূপ সংকোচনেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রদেশ এবং বিভাজনের ফলে অবিভক্ত বাংলার কৃষিসম্পদ পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই অভাব যদি পশ্চিম বঙ্গকে পূরণ করিতে হইলে কৃষির উন্নয়নকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে অবশ্যই অধিকতর অর্থব্যয় করিতে হইবে। আবার শিল্পোন্নত প্রদেশরূপে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু তাহা করিতে হইলেই অর্থের দরকার। পশ্চিমবঙ্গের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্র আজ একান্তই সীমাবদ্ধ। বিভাগের ফলে ভূমিরাজস্ব আয় অস্বাভাবিক হ্রাস পাইয়াছে এবং আমদানী দ্রব্যের উপর কর ধার্য করা নীতির দিক হইতে সঙ্গত নহে। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষি-আয়কর ও বিক্রয়কর বর্ধিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে আইনসভায় তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে।

ঘাটতি পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিক্রয়কর বৃদ্ধির এই প্রস্তাবকে আমরাও সমর্থন করিব। কিন্তু শুধু ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটের আর্থিক অসুবিধার অবসানও নিশ্চয় হইতে পারে না। প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পর ভারতীয় জাতি গঠনমূলক কার্যের দায়িত্ব হইয়াছে প্রাদেশিক সরকারের। অথচ এইরূপ আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয় নাই। একমাত্র বিক্রয়কর ব্যতীত আর কোন প্রসারণশীল রাজস্বের আয় প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে নাই। পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্তে বিচার করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে যে, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান দুইটি রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া আছেন। এই রাজস্ব দুইটি হইল আয়কর ও পাট-রপ্তানি কর। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির নিয়মানুসারে এই রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনেই থাকিবার কথা। কিন্তু এই রাজস্বে কিছু অংশ প্রদেশগুলিকেও না দিলে প্রদেশগুলির পক্ষে তাহাদের আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহা বিবেচনা করিয়াই বহুকাল পূর্বে আয়কর এবং পাট ও তুলা রপ্তানী করে প্রদেশসমূহের দাবী স্বীকৃত হয়। ইহার মধ্যে বাংলার প্রাপ্য আয়করে প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজস্বের শতকরা ২০ টাকা এবং পাট রপ্তানি করের শতকরা ৬২॥০ নির্ধারিত হয়। ইহাতে বাংলাদেশ আয়করে অংশীদারীর খাতে প্রায় ৬ কোটি এবং পাটরপ্তানি করের অংশীদারীর খাতে ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাইত। এখন নব ব্যবস্থানুসারে আয়করে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টনযোগ্য আয়কর-রাজস্বের শতকরা ১২ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং পাটরপ্তানি করের রাজস্বেও প্রদেশসমূহের প্রাপ্য শতকরা ৬২॥০ আনা হইতে শতকরা ২০ টাকাতে হ্রাস করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাজস্বে অংশীদারীর এই অবিচারের ফলে বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের আয় হইতেছে আয়কর খাতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং পাট-রপ্তানি করের খাতে ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র।

এইরূপে পশ্চিমবঙ্গ একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় রাজস্বে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে আবার কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের বাজেটকে আশাপ্রদ করিতে হইলে আজ আবশ্যক কেন্দ্রীয় রাজস্বে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা, অন্যথায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিবৎসর পশ্চিমবঙ্গকে ২ কোটি টাকা করিয়া অর্থ-সাহায্য প্রদানের দাবি প্রবল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে রক্ষা করিবার আজ ইহাছাড়া আর পথ নাই। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যগণ বাজেটের সমালোচনাকালে এই মৌলিক সমস্যার উল্লেখমাত্রও করিলেন না!

আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে চলতি বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে (১৯৫৯-৬০ সনে) ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ —

(হাজার টাকার হিসাবে)

আয়—

	বাজেট (১৯৫৮-৫৯)	সংশোধিত বাজেট (১৯৫৮-৫৯)	বাজেট (১৯৫৯-৬০)
প্রারম্ভিক মজুত	১৮,৬১১	৩৬,০০৪	৩৮,৪০০
রাজস্বখাতে আদায়	৩১,১৮,৪৪	৩০,৫৮,৭৬	৪১,৭৩,০৪
আমানত ও ঋণ	৭৪,৮০,৩৩	৮৭,৯৮,০১	১০,৩৮,১৫৭
	১০,৫৫৪,১৩	১৭,৯০,৮৮১	১৩,৯০,৫৭০

ব্যয়—

রাজস্বখাতে খরচ	৩১,২৬,১৫	৩৬,৮৪,৪১	৪২,৫০,২১
এককালীন ব্যয়	৫৮,৭০০	৪০,১৪৫	১০,১,৩১৫
আমানত ও ঋণ	৬৬,৯০,৭০	৮৭,৫১,৫১	৫১,৯,৩৩৪
সমাপ্তির মজুত	৭,৩৮২	৩৬,৫০০	১৩,১৮৫
	১১,৫৫,২১৩	১৬,২০,৮৮১	১৩,৯০,৫৭০

উদ্বৃত্ত (+)
ঘাটতি (−)
(ক) রাজস্ব খাতে — ৭,৭২০
(খ) রাজস্ব বহির্ভূত খাতে — ১০,১৪০
(গ) প্রারম্ভিক মজুত সহ ঘাটতি — ১৭,৯৬০

বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা

চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ এবং আগামী বৎসরের বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক যে-সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিয়াছেন নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

খাত	১৯৫৮-৫৯ সালের সংশোধিত বরাদ্দ	১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট
(১) উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ	৬৩১ লক্ষ টাকা	৪৮১ লক্ষ টাকা
(২) "অধিক খাদ্য উৎপাদন" পরিকল্পনা (সেচ, কৃষি ও মৎস্য চাষ)		
(৩) অন্যান্য নূতন পরিকল্পনা		

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা :—

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের		
শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি	৩৭॥০ "	
শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পুনর্গঠন	৭ "	
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা	৬॥০ "	
বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন	২১/৫ "	
পল্লী চিকিৎসালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা		
অতিরিক্ত সরকারী হাসপাতালসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ		
বর্তমান হাসপাতালসমূহের উন্নতিসাধন (চিত্তরঞ্জন সেবাসদন আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, বাঁকুড়া জেলা হাসপাতালের এবং বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালের উন্নতিসাধনের জন্য অর্থসাহায্য)	১১	
উত্তরপাড়ার জেলা হাসপাতালে অতিরিক্ত বেড		
কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের কলেজে উন্নীত এবং অতিরিক্ত ১০০ বেডের ব্যবস্থা		
আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল		
সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজ		
পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ		
মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে জলসরবরাহ ও জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা		
হরিণঘাটার গো-প্রজনন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গোশালার ও প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন		
[illegible] ইনস্টিটিউট [illegible] কার্য		
খাদি শিল্পের উন্নতিসাধন		
কলিকাতার ও মফস্বল অঞ্চলসমূহে আদিবাসীদের কল্যাণ সাধন		
(২) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনা—		
সার (খইল, হাড়ের গুঁড়া ও রাসায়নিক সার) ক্রয়		
কৃষি-যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় লোহা ও ইস্পাত ক্রয়		
চাষীদিগের মধ্যে বীজ বণ্টন		
বিশেষ [illegible] পরিকল্পনা		
নদীসমূহের বোরো ও উন্নত [illegible]		
[illegible]		
[illegible] উন্নতিসাধন		
(৩) অন্যান্য নূতন পরিকল্পনা :—		
[illegible] পরিকল্পনা সম্পর্কে [illegible] নূতন [illegible] জন্য [illegible]		
তালিকা প্রস্তুত		
জেলা পুলিশের জন্য দ্বিতীয় দফায় পুলিশবাহিনী		
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য		
সাক্ষর শিক্ষার প্রসার		
বেসরকারী [illegible] প্রতিষ্ঠানসমূহে [illegible] পরিচালনার [illegible]		
[illegible] ইনস্টিটিউটের [illegible]		
[illegible]		
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও [illegible]		
[illegible] মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের জন্য অর্থ সাহায্য		
যক্ষ্মা প্রতিরোধ পরিকল্পনা		
কোলাঘাট সেতুর পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে অর্থ সাহায্য		
নির্বাচিত [illegible] ও [illegible] পরিকল্পনাকে সাহায্য		
পল্লী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—ট্রেনিং ব্যবস্থা		
পল্লী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—জেলা সংগঠন		
[illegible]		
জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী		
[illegible]	১৯॥০ "	
বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য ঋণ ব্যবস্থা :—		
দামোদর নদ পরিকল্পনা	৩১	৩৫০
ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা	৪২	৭২
প্রাথমিক বাজারসমূহের উন্নতিসাধন	১০৫ "	২৫০
উল্টাডাঙ্গা এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা	—	১৩০
বস্তীবাসীদের পুনর্বাসন	১৫০/০ "	১১
সরকারী বাসগৃহ ব্যবস্থা	৫ "	৭৬

কলিকাতা পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে—

ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ

টাকা লওয়া হইবে	৪৪১ লক্ষ	৪৮০ লক্ষ
ঋণ পরিশোধ	৯৯	১১৩ "
ঋণ ও অগ্রিম টাকা দান	১৪৮	৪০৬ "

বাজেট বিশ্লেষণী—ভারতসরকার

[illegible] ভারতীয় [illegible] বাজেট পেশ [illegible]।

মুদ্রাস্ফীতি [illegible] এবং দেশের [illegible] হইয়াছে [illegible] করে।

দেশের [illegible] পরিস্থিতি [illegible] উৎপাদন [illegible] বিদেশ হইতে [illegible] লক্ষ টন [illegible] করিতে হয়।

বৈদেশিক [illegible] কোটি টাকা [illegible] হইবে বলিয়া [illegible]।

বাজেটের স্বরূপ

[illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা আয় এবং [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় [illegible] হইয়াছে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ঘাটতি [illegible]।

[illegible] কোটি [illegible] লক্ষ এবং আগামী বৎসরে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই বৎসর [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে [illegible] কোটি টাকা [illegible] হইবে।

[illegible] ও পুনর্বাসন [illegible] বাজেটে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছে; [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইবে বলিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] বৎসরের বাজেটে [illegible] ও পুনর্বাসন [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকায় [illegible]। [illegible] সালে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইবে বলিয়া [illegible] হইয়াছে। এই বৎসরে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরের বাজেটে [illegible] অর্থ [illegible] হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] পরিকল্পনা [illegible] থাকিবে।

[illegible] আগামী বৎসরে [illegible] কোটি টাকা [illegible] যাইবে বলিয়া [illegible] যায়।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

[illegible] এবং

[illegible] আর্থিক অবস্থা [illegible] করেন। [illegible] এই [illegible] চলিয়াছে। [illegible] অবস্থা [illegible] এবং [illegible] উন্নতি [illegible] হইয়াছে। পৃথিবীর [illegible] উন্নতি [illegible] চলিয়াছে। তিনি বলেন যে, [illegible] দুইটি [illegible] পৃথিবীতে [illegible] একটী প্রধান [illegible]। [illegible] পরিস্থিতি [illegible] আর্থিক [illegible] অবস্থায় [illegible]।

দেশের অবস্থা

[illegible] বলেন যে, [illegible] ছিল [illegible]। [illegible] সালে [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] ছিল। [illegible] সালে [illegible] উৎপাদিত [illegible] করিয়াছে এবং [illegible] আছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

বিদেশ হইতে [illegible] আমদানী [illegible] বৎসরে [illegible] ফলে [illegible] কোটি টাকা মূল্যের [illegible] কোটি [illegible] কোটি টাকা মূল্যের [illegible] কোটি টন [illegible] আমদানী করা হয়। [illegible] ও [illegible] আমদানী [illegible] হইবে বলিয়া [illegible] আছে। বিদেশ হইতে [illegible] লক্ষ টন হইতে পারে।

উৎপাদন পরিস্থিতি

[illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] পৌঁছিতে না পারিলেও [illegible] উৎপাদন [illegible] হইয়াছে। [illegible] উৎপাদন হইয়াছে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন। [illegible] হইয়াছে [illegible] টন। [illegible] বৎসরের উৎপাদন [illegible]। [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible]। [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হইতে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হইতে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হইতে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার [illegible] এবং [illegible] হাজার টন হইতে [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টনে উঠিয়াছে।

[illegible]

[illegible] বলেন, [illegible] পরিমাণে [illegible] আমদানী [illegible] হইয়াছে। [illegible] তিনি বলেন যে, [illegible] উৎপাদন [illegible] আছে। [illegible] বৎসরে [illegible] অবস্থা [illegible] হইয়াছে। [illegible] অভিজ্ঞতা।

ব্যক্তি-মালিকানা

[illegible] বলেন যে, [illegible] বিদেশ [illegible] থাকিবে। [illegible] বিনিয়োগ [illegible] যে কোন দেশ [illegible] মুনাফা [illegible] কোন কারণ নাই।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতি বিষয়ে [illegible] ভারতীয় [illegible] যে সকল [illegible] হইয়াছে [illegible] একটি [illegible] করেন। তিনি

বলেন যে, [illegible] ... উৎপাদন ... [illegible] ... সুযোগ ... [illegible] ১৯৫৩ সালে প্রবর্তিত [illegible] আমদানির উপর [illegible] ... হ্রাস করা হইয়াছে। [illegible] ... আমদানি শুল্ক একেবারেই উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

[illegible] ... পরিকল্পনা ... [illegible] ... হইয়াছে।

মূল্য রোধের পর উদ্বৃত্ত অর্থ

ভারতের বৈদেশিক আর্থিক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের বিদেশী মুদ্রার নিকট গচ্ছিত উদ্বৃত্ত স্টার্লিংয়ের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষভাগে উহার পরিমাণ [illegible] অধিক ছিল। ঐ অঙ্ক ... কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯৫৮-৫৯ সালে ... কোটি এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ... কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। [illegible] ... কোটি টাকা হ্রাস পায়। ... সরকার [illegible]

[illegible] ... বৈদেশিক ... [illegible] ... মনে হয় যে [illegible] ... পাইয়াছে।

চলতি পরিস্থিতি

[illegible] ... ছিল, কিন্তু [illegible] ... হইয়া উঠিয়াছে। ... [illegible] ... দেশের অর্থনৈতিক [illegible] ... প্রয়োজন [illegible] হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

আয়	পরিমাণ ১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত)	পরিমাণ ১৯৫৯-৬০ ([illegible])	ব্যয়		
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক	[illegible]	[illegible] +[illegible]	[illegible] [illegible]		
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক		[illegible] +[illegible]	ঋণ পরিশোধ অসামরিক শাসন		
যৌথ প্রতিষ্ঠান কর		[illegible]	মুদ্রা ও টাকশাল		
আয়কর		[illegible] —[illegible]	পূর্ত		
[illegible]		[illegible]	অন্যান্য খাত: বিবিধ:		
[illegible]		[illegible]			
অসামরিক শাসন	[illegible]	[illegible]	উদ্বাস্তু সাহায্য	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	
মুদ্রা ও টাকশাল	[illegible]	[illegible]	অন্যান্য ব্যয়	[illegible]	
পূর্ত	[illegible]	[illegible]	রাজ্যগুলিকে সাহায্য	[illegible]	
রেল বিভাগের প্রদত্ত অংশ	[illegible]	[illegible]	জরুরী প্রয়োজন	[illegible]	
			দেশরক্ষা	[illegible]	
অন্যান্য রাজস্ব খাত	[illegible]		অতিরিক্ত [illegible]		
ডাক ও তার বিভাগের [illegible]	[illegible]	[illegible] +[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রেলওয়ের [illegible]	[illegible]	[illegible]	মোট ব্যয়	[illegible]	[illegible]
মোট রাজস্ব	[illegible]	[illegible]	(—ঘাটতি+উদ্বৃত্ত)	—[illegible]	+[illegible]

এযাবৎ যে সকল নব-প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান [illegible] ... তাহাদের উৎপাদন [illegible] শুরু করিবে ... তাহাদের মূলধনের উপর [illegible] ... হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। [illegible] ... টাকা ... [illegible] ... করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী [illegible] ব্যাপারে মূলধন, উন্নয়ন-পরিকল্পনা এবং [illegible] অনেকাংশে হ্রাস করা হইয়াছে। [illegible] ... বলা হইয়াছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে [illegible] পরিকল্পনা [illegible] ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] উপর বেশী নির্ভর করা উচিত হইবে না। [illegible] বলেন যে, [illegible] ... সকল প্রকার [illegible] ... হইয়াছে। কিন্তু কোন উৎপাদন-পরিকল্পনা বা [illegible]

[illegible] ও [illegible] পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত [illegible] ... এবং [illegible] ... মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে ভারতের [illegible] ... উদ্বৃত্ত [illegible] হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] ... উপর লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারের [illegible] নীতি নির্ধারিত হইয়া থাকে। [illegible] ... প্রয়োজন [illegible] ... উদ্বৃত্ত [illegible] ... করিতে পারিবে কোন [illegible] ... বেশী পরিমাণ অর্থ [illegible] ... না পড়ে। তিনি বলেন যে, ১৯৫৮ সালের জুন মাসের শেষে [illegible] ... উদ্বৃত্ত [illegible] পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি পাউণ্ড। ঐ বর্ষ ১৯৫৯ সালের জুলাই হইতে ১৯৫১

[illegible] ব্যাপারে এই [illegible] ... পরিমাণ [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] ... হইতে গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের [illegible] ... এই [illegible] ... এবং [illegible] ... করিতে পারেন। এই সীমা (১৯৫৮ সালের [illegible]) হইতে [illegible] ১ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ [illegible] কোটি [illegible] এবং ১৯৫৮ সালের জুলাই হইতে ১৯৫৯ সালের জুন [illegible] কোটি [illegible] অর্থাৎ [illegible] কোটি পাউণ্ড [illegible] ... প্রয়োজনের কোন [illegible] নাই। ১৯৫৮ সালের [illegible] ... বাজেট [illegible] ... বৃদ্ধি [illegible] নাই [illegible]। [illegible] ... টাকা [illegible] ... যে-সকল দ্রব্য

[illegible] বৃদ্ধি করিলে [illegible] ও উৎপাদনের [illegible] বৃদ্ধি হইবে।

ডাঃ মাথাই বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনা [illegible] ১৯৫৮ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] কোটি [illegible] ইহার পরের [illegible] ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত [illegible] ও ইহার পরের [illegible] কোটি [illegible] মূল্যের [illegible]। [illegible] বৈদেশিক মুদ্রার [illegible] উপরিউক্ত পরিমাণ [illegible] [illegible] একটি [illegible] এই [illegible] কোন প্রকার [illegible] উচ্চ [illegible] নহে।

১৯৫৮-৫৯ আর্থিক বৎসর

চলতি বৎসরের আর্থিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া ডাঃ মাথাই বলেন যে, গত বাজেটে যে [illegible] রাজস্বখাতে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] ছিল সেই স্থলে উহা ৩৩ কোটি ০২ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া এখন ধরা হইয়াছে। ব্যয় ৩২৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া এখন ধরা হইয়াছে। বাজেটে পূর্বাভাসিত সংখ্যা হইতে উহা ৮৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বেশী। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে ঘাটতি [illegible] বলিয়া ধরা হইয়াছে।

[illegible] [illegible] বাজেটে যেমন ধরা [illegible] নূতন [illegible] করিতে হয়। ভারতীয় সৈন্যদল বহুল বেশীর [illegible] হইতে সৈন্যদল ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের যেন [illegible] কোনো [illegible] কিছু [illegible]। এই [illegible] অতিরিক্ত ব্যয় হয়। বাজেটে এই ব্যয়ের [illegible] ছিল না। বাজেটে নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী [illegible] ধরা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, [illegible] নৌবাহিনীতে [illegible] উপযোগী [illegible] "দুর্গ" ও "[illegible]" ছিল। কিন্তু [illegible] নৌবাহিনীর [illegible] পূর্বের তুলনায় অধিকতর

নূতন করবিন্যাস

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

হ্রাস		বৃদ্ধি	
ব্যয়	**রাজস্বের ক্ষয় পরিমাণ**	**ব্যয়**	**রাজস্বের অতিরিক্ত বৃদ্ধি-পরিমাণ**
প্রত্যক্ষ		প্রত্যক্ষ	নাই
মূলধন কর (কার্পোরেশন [illegible])		পরোক্ষ	
বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়-কারীদের আয়ের উপর টাকায় [illegible] নয়া পয়সা করিয়া [illegible] হ্রাস		বাড়ো [illegible] এবং পোষ্টকার্ডের মূল্য ১ পয়সা বৃদ্ধি	
বার্ষিক [illegible] আয়করের মাত্রা [illegible] টাকার অধিক আয়ের উপর টাকা প্রতি [illegible] নয়া কর-হ্রাস		ক্ষ., সিল্ক, পশম, চীনামাটির বাসন, কাগজ, সুতাপাট, রসায়নী দ্রব্য, [illegible], ক্যামেরার [illegible], [illegible] এবং ঘড়ি আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি	
পরোক্ষ		পেট্রোল আমদানি ও উৎপাদনের উপর কর বৃদ্ধি	২,৫৫
[illegible] ও [illegible] উপর আবগারি শুল্ক রহিত		[illegible] আমদানির উপর ১০ পয়সা শুল্ক বৃদ্ধি	১,০০
[illegible] ও [illegible] কোম্পানীগুলির [illegible] শুল্কের হ্রাস		সিগারেট ও সিগারেট তামাকের উপর শতকরা ১০, হারে শুল্ক বৃদ্ধি	
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা	.২৭	চিনি উৎপাদনের উপর হন্দর প্রতি ৮০ আনা কর বৃদ্ধি	১,৫০
		টায়ার উৎপাদনের উপর শতকরা ১৫, কর বৃদ্ধি	.৭০
		বিভিন্ন উৎপাদনের উপর শতকরা ৬০ এবং সরকারী ও [illegible] উৎপাদনের উপর শতকরা ১ পয়সা কর বৃদ্ধি	১,০০
মোট	৬,৩৭	মোট	১০,৫৭

[illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] হইতে [illegible] করিতে হয়। ১৯৫৮ সালের [illegible] এই ভাবে এই [illegible] হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ [illegible] গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন, "আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার হইতে এই ভাবে ঋণ গ্রহণ [illegible] আমরা পছন্দ করি না। কিন্তু [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠান যদি এই ভাবে আমাদের [illegible] করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে তাহা হইলে ঋণ গ্রহণ করা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর থাকিবে না। তিনি আরও বলেন যে, [illegible] যদি আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব [illegible] মুদ্রা সঞ্চয় হইতে ব্যয় কম করা সম্ভব হইতে পারে [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] উচ্চ মাত্র থাকিতে পারে।"

পাকিস্তান সম্পর্কে অর্থসচিব বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনরূপ মুদ্রা বিনিময়-ব্যবস্থা [illegible] করা হয় নাই। তবে উভয় [illegible] মধ্যে

[illegible] বাজেটে [illegible] হিসাব অপেক্ষা [illegible] বাবদ ৬০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা, উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা, আয়কর বাবদ ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা (ইহার মধ্যে [illegible] রাজ্যের অংশ বাবদ ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা পাইবে), ডাক ও তার বিভাগ হইতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ এবং [illegible] হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে। মুদ্রা [illegible] বিভাগের লাভ বাবদ ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে। [illegible] বিভাগের পূর্বে আমরা ১০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৭ সালে [illegible] [illegible] লাভ হইবে সরকারের অংশ বাবদ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকাও ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে।

দেশরক্ষা

ব্যয় বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বলেন, যে, দেশরক্ষা বাবদ ৩৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা

বাড়িয়া গিয়াছে। এই এই বিভাগের বিমান, কামান, গোলাবারুদ, [illegible] অর্থ দরকার সর্বাধিক বাহিনী থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম সর্বত্র নৌবিভাগের সম্প্রসারণ পরিকল্পনার [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন। উহাতে নৌবিভাগের বিভিন্ন শাখায় প্রধানতঃ লোকজন নিয়োগ ও তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। নৌ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি বিমান বাহিনী গঠন আরম্ভ করা হইয়াছে এবং [illegible] বাজেটে [illegible] ব্যবস্থাও করা আছে। বিমান বাহিনীকে অধিকতর উপযোগী ও কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক বাহিনী শিক্ষিত করিয়া তোলার পরিকল্পনা আছে এবং বিমান বাহিনীর প্রসার ও উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার কাজও অগ্রসর হইয়াছে।

বেসামরিক ব্যয়

বেসামরিক আয়-ব্যয়ের আলোচনা করিতে গিয়া ডাঃ মাথাই রাজস্বখাতের জন্য ব্যয়, যাহা সরকারের

জন্য সরকারী সাহায্য আন্তঃপ্রাদেশিক জাতীয় অর্থনৈতিক মন্ত্রীর কাউন্সিল প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়ের জিম্মা বাবদ উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বসতি বাবদ আনুষঙ্গিক ব্যয় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তাহাছাড়া মূলধন বাজেটে পুনর্বসতির উদ্দেশ্যে ঋণদানের জন্য ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং সরকারী নিবাসের জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশকে যোগান দেওয়ার খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারী সাহায্যদান বাবদ আনুষঙ্গিক ব্যয় ৩০ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। রেল বিভাগের আংশিক ঋণ পরিশোধের জন্য বাজেটে ১০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা আছে।

আগামী বৎসরে মোট ১৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য বাদ, বাদ সরকারের জন্য সরকারী সাহায্যদান ও বেসামরিক আংশিক ঋণ পরিশোধ বাবদ ৫৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার ব্যয় হইবে এবং সামরিক ব্যয় ১১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মত হইবে। ইহার মধ্যে জাতি-গঠনমূলক কাজে ২২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। মূলধন বাজেটে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঋণদান বাবদ ২৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং উদ্বাস্তুদের ঋণদান বাবদ ৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

যে-সকল দেশীয় রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেগুলির উল্লেখ করিয়া মাননীয় অর্থসচিব বলেন যে, পরিণামে এই সকল দেশীয় রাজ্যের আয় ও ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট অথবা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের আয় ও ব্যয়ের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ ঐ রাজ্যগুলির লেনদেনের হিসাব পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। উহা কাহারও আয় ও ব্যয়ের হিসাবের সহিত যুক্ত করা হয় নাই। আশা করা যায় যে, যদি আগামী বৎসরের মধ্যে রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের লেনদেনের হিসাব সংশোধিত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ডাঃ মাথাই বলেন যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলিকে সাহায্যদান ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশকে যে-হারে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে-পরিমাণ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইয়াছে তাহা হ্রাস করিবার অভিপ্রায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নাই। যানবাহনের উন্নয়নে সাহায্যদান ব্যবস্থা নির্ধারিত করা হইতেছে মাত্র। তবে উৎপাদনমূলক পরিকল্পনাগুলি এবং জাতি গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলির কাজ যাহাতে বিলম্বিত ও ব্যাহত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কোন কোন বৃহৎ প্রদেশের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পরিকল্পনাগুলির জন্য ব্যয়ের অঙ্ক পরিমাণ [illegible] কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট বহন করিবে যে সর্ত স্থির করা হইয়াছে ও আগামী বৎসরে পরিমাণে ধরা হইয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেটে সাহায্য বাবদ ১৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং ঋণ বাবদ ৩৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর কেন্দ্রীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলির জন্য রাজস্ব-বাজেটে ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ও মূলধন বাজেটে ২৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন বহু-মুখী পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান কাজ চলিতে থাকিবে। কারখানা সার ও ইস্পাত-কারখানা নির্মাণ, টেলিফোন ও রেডিওর যন্ত্রাদি তৈয়ার, ট্রেনের যন্ত্রাদি, ডিজেল ইঞ্জিন, বড় বড় বৈদ্যুতিক ও যানবাহন তৈয়ার—এই সব বড় বড় মৌলিক শিল্প স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

বর্তমান বৎসরের মূলধন বাজেটে কয়েকটি বিশেষ লেনদেনের ব্যবস্থা করা আছে। তন্মধ্যে স্টার্লিং পেনসন পরিশোধ বাবদ বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে অর্থদান অন্যতম। এজন্য বর্তমান বৎসরে মোট ব্যয় দাঁড়াইবে ২২৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তবে আগামী বৎসরে ৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। দেশ বিভাগ উপলক্ষে পাকিস্তানকে ও অন্যান্য দেশকে দেওয়ার জন্য ষ্টার্লিং ব্যালান্স চুক্তি অনুসারে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে ১০৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দেওয়া ঐ লেনদেনের অন্যতম অংশ। উহার মধ্যে ৫১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বর্তমান বৎসরে এবং ১১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আগামী বৎসরে পাকিস্তানের নিকট হইতে উদ্ধার হইবে। বর্তমান বৎসরে বিভাগ খাতে জমা হিসাবে পেনসন বাবদ ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। বেসামরিক সরকারের জন্য যোগানদারদের কারখানা ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় নাই। ঐ সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান ঋণের জন্য পাকিস্তানকে বর্তমান বৎসরে ৫ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরে ২২ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণ মূলধন খাতে বর্তমান বৎসরে ৪৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকার ব্যয় এবং আগামী বৎসরে ৭৮ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার ব্যয় হইবে। বর্তমান বৎসরে বাজেটে বেসামরিক খাতে পূর্তকার্য্য সম্পাদন বাবদ যে ১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা আছে উহার মধ্যে ৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যর্থ ব্যয় হইয়াছে। কতকগুলি বড় বড় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা এবং বিমান বন্দর নির্মাণ ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার জন্যই ব্যয় কম হইয়াছে। আগামী বৎসরে মূল পরিকল্পনার জন্য ৭ কোটি ১৫ লক্ষ, যোগাযোগের জন্য ২ কোটি ৭১ লক্ষ এবং বিমান বন্দরের জন্য ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অর্থপ্রাপ্তির উপায়সমূহ

অর্থপ্রাপ্তির উপায় সম্পর্কে মাননীয় অর্থসচিব বলেন, মূলধনের বাজারে এখনও পূর্ব-পরিকল্পিত ভাবে ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। আগামী বৎসরের জন্য বাজার হইতে ৬০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি বাজারের উন্নতি হয়, তবে ঐ অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। স্বল্প মুনাফার ঋণ হিসাবে দেশের আর্থিক সংস্থার জন্য সকল সঞ্চয়কারীকে বড় সরকারী ঋণে টাকা খাটান এবং [illegible] কর্তৃপক্ষকে ঋণ দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। স্বল্প সঞ্চয় বাবদ পোষ্টাফিস ক্যাশ ও সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে প্রায় আরও পরিমাণ দাঁড়াইয়া মোট ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অর্থসচিব আশা করেন।

ঘাটতি সহ মোট ৩৬২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা খাতে এবং ১৭৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বেসামরিক খাতে ব্যয় হইবে। দেশরক্ষা খাতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া মাননীয় অর্থসচিব বলেন, জাতীয় খুব বিভিন্ন হইলেও দেশরক্ষা খাতের ব্যয় কেন হ্রাস করা হইল না—এই প্রশ্ন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ব্যয় হ্রাস না করার প্রধান কারণ এই যে, বহু পরিমাণে সৈন্যসংখ্যা ব্যতীত ব্যয় হ্রাস করা যাইতে পারে না। সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগ ও উহাদিগকে আধুনিক শিক্ষাদান করা যেমন ব্যয়সাপেক্ষ, সৈন্যবাহিনী হইতে লোকজনদিগকে ছাঁটাই করা তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। ১৯৪৮ সালের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে যে, সৈন্যবাহিনীর শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি করার নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। আগামী বৎসরের বাজেটে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর ঐ শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু উহার স্থায়ী কর্মচারী খুব অল্পসংখ্যক, সেইহেতু আগামী বৎসরের সৈন্যসংখ্যা ও বর্তমান বৎসরের সৈন্যসংখ্যার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। অর্থসচিব আরও বলেন যে, আগামী বৎসরের বাজেট তৈয়ারের সময় তিনি জাতীয় দৃঢ় বিশ্বাসের উপর পরিস্থিতির উন্নতি ও উহার ফলে জাতীয় সরকার একটি শান্তিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন। অর্থসচিব বলেন, এ বিষয়ে বিশদ তথ্য সকলকে জানাইতে তিনি অক্ষম। কিন্তু সদস্যগণকে এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমি যে আশার উপর নির্ভর করিয়া এই বাজেট তৈয়ার করিয়াছি তাহা যদি কোন অভিজ্ঞতার কারণে সফল না হয় তাহা হইলে বর্তমানে প্রস্তাবিত ব্যয় পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের কর্মচারীদিগের জন্য ভাতা সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে। ফলে বেসামরিক বাজেটে ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। তাহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি:—প্রথমতঃ বেসামরিক পূর্বেকার দেনা শোধ করিবার জন্য ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা নূতন করিয়া ব্যয় করিতে হইয়াছে। (অধিকন্তু ভারত গভর্ণমেন্ট এক ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিয়াছেন যাহাতে ঐ সরকারকে সাহায্য দান প্রয়োজন করিয়াছে তাহাদের বাজারে কোনরূপ চাপ পড়িতে না হয়। উক্ত বর্তমান ভাবে সরকার প্রথমে এই দায় শোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন)। দ্বিতীয়তঃ, আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য

(শেষাংশ ২২৬ পৃষ্ঠায়)

ইণ্ডিয়্যান ব্যাঙ্কিং জার্নাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা-১

ক্যানটীন সমস্যায়
এই পুস্তিকাখানি ছেড়ে পাঠান

পাকিস্তান বাজেট

(কোটি টাকার হিসাবে)

	+ উদ্বৃত্ত — ঘাটতি
১৯৬৩-৬৪ (আনুমানিক)	+.১১
১৯৬২-৬৩ (সংশোধিত)	

কোন্ কোন্ খাতে আয় বাড়িয়াছে

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, উৎপাদন শুল্ক, রেলওয়ে ইত্যাদি। ব্যয় বাড়িয়াছে প্রধানতঃ দেশরক্ষা খাতে।

১৯৬২—৬৩ সালের সংশোধিত বাজেট

(কোটি টাকার হিসাবে)

আয়		ব্যয়	
খাত		খাত	
কর		দেশরক্ষা	
রেলওয়ে, ডাক ও তার	২৭'৮৭	রেলওয়ে, ডাক ও তার	২৬'৬২
অন্যান্য	১৮'১১	বিবিধ	
মোট	৯৫'৬১		

উদ্বৃত্ত = ৩১

কোন্ কোন্ খাতে আগামী বৎসর কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে

খাত	বৃদ্ধি-পরিমাণ
তামাক উৎপাদন	বর্তমান হারের স্থলে ১৩/০
বাহির হইতে আমদানি পণ্যের আমদানির উপর শুল্ক	পণ্যসমূহের উপর শতকরা ১৫ হইতে ২৫ পর্যন্ত
কাঁচাপাট উৎপাদন	গাঁইট প্রতি ১৫০

(ইহার ফলে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় আশা করা হইয়াছে)।

আভ্যন্তরীণ ডাকবার্তার উপর

সাধারণ ডাকবার্তা ৮/০ আনা

[illegible] = ৮/০

আয়কর হইতে অব্যাহতির জন্য ব্যক্তিগত ৬,০০০ টাকা হইতে ৯,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা হইয়াছে।

শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে অব্যাহতির ব্যাপারে ব্যক্তিগত মূল্যায়নকারী প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

তাহাছাড়া প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব-ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন ও [illegible] উপর বিক্রয়কর লাঘব করা হইয়াছে।

বাজেট বিশ্লেষণী—পশ্চিম বঙ্গ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী [illegible] পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে অর্থমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। বিগত ১২ মাস ধরিয়া খাদ্যসমস্যা ও উদ্বাস্তু সমস্যা [illegible] রহিয়াছে। এখন ও সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে বেকারিত্বের ফলে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ; পাকিস্তানের সহিত আমাদের সম্পর্ক, পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা [illegible], আশ্রয়প্রার্থী ও তাহাদের পুনর্বসতি সমস্যা এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। এই সকল ছাড়া, কেন্দ্রীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা, বিশেষ করিয়া কলিকাতার ও [illegible] সমস্যা রহিয়াছে। তাহার পর [illegible] জন্য বহু অর্থনৈতিক সমস্যাও রহিয়াছে। পূর্বেও আমরা বাংলায় এইগুলি ছিল এবং ভারতীয় গভর্নমেন্ট তাঁহাদের নিকট হইতে এইগুলি পাইয়াছেন, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলির রূপ কত পরিবর্তিত হইয়াছে। সর্বাধিক প্রয়োজন হইতেছে, জনসাধারণের আশা পূর্ণ করা। তাহাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং [illegible] দেওয়া হইয়াছে যে, [illegible] অর্থনৈতিক উন্নতির উপায়। এ সকল আশা এবং আমাদের গত এক বৎসরের বিশৃঙ্খলাজনক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে তুলনা শুধু গোলমাল নহে, গভর্নমেন্টের নিকট উহা এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

অর্থনৈতিক পটভূমিকা

কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের [illegible] দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করিলে নৈরাশ্যজনকই বলিতে হইবে। এই দেশে শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের অভাব—এই সমস্যার প্রতি রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদগণের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। [illegible] সমাধানের পথ যাহাই হউক না কেন, মুদ্রাস্ফীতি রোধ ও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া থাকি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের কাজের দিক হইতে তাহার বিচার করিতে হইবে। স্বতঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারি নাই।

১৩৬৫ সালে কোন কোন শিল্প উহার পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা উৎপাদন বাড়াইয়াছে, ইহা মনে করিয়া আত্মসন্তোষের চেষ্টা করিলে তাহা মারাত্মক রকমের ভুল হইবে, কারণ ১৩৬৪ সালে অধিকাংশ শিল্পেই উৎপাদন একরূপ থামিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ যে সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহারও অনেক স্থলে যুদ্ধের সময় যত উৎপাদন হইয়াছিল, [illegible] উৎপাদন হয় নাই এমন কি সম্পূর্ণ [illegible] স্থির ছিল। ১৩৬৫ সালে চা, পাটজাত, সিমেন্ট, পাটের [illegible] বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের চাইতে কম। চিনির কথা ধরিলে গত বৎসর আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ৮৫০ হাজার টন। আমাদের ২২০০ হাজার টন উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। গত বৎসরের উৎপাদন উহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। বর্তমান বৎসরে আমাদের প্রয়োজন প্রায় ২০০০ হাজার টন; উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ হয়; বৎসরে ১১ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন কম হইতে পারে, কিন্তু গত বৎসর উৎপাদন হইয়াছে মাত্র ১৩.৭৮ লক্ষ টন; সুতরাং উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ।

[illegible] প্রতি [illegible] করিতে হইবে [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন। [illegible] বিশেষজ্ঞের মতে [illegible] হইতেছে যে, [illegible] বিভিন্ন প্রদেশে উক্ত [illegible] চলিতেছে। গত বৎসর [illegible] বিরোধের মধ্যে এবং কাজের দিক ক্ষতি করিয়াছে। ১৩৬৫ সালের জানুয়ারী হইতে

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শ্রমিক বিরোধের ফলে ৬০ লক্ষ ২০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে। উহার পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত সময়ে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৭০ হাজার কাজের দিনের ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কাজের দিনের ক্ষতি শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কমিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ হইলেও উৎপাদনের উপর উহার ফল বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। [illegible] মনে হয় যে, ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে [illegible] উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস। [illegible] ১০ বৎসর যাবৎ ইহা [illegible] হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ইহা পরিস্ফুট। ১৩৫৮ সাল হইতে ১৩৬১ সালের মধ্যে সমগ্র কয়লা-খনি শিল্পে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২ লক্ষ ৪০ হাজার হইতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজারে দাঁড়ায়, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩০ জন বাড়ে, কিন্তু কয়লা উঠিয়াছে মোট ৩ কোটি ২১ লক্ষ টন; উহার পূর্বে উঠিয়াছে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টন, অর্থাৎ শতকরা ৩ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে। প্রতি শ্রমিক পূর্বে ১৩০ টন কয়লা উৎপাদন করিত, এখন তাহা কমিয়া প্রায় ১০০ টন হইয়াছে, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কমিয়াছে। পাট ও কাপড়ের কলসমূহে শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫৪ সাল হইতে প্রায় শতকরা ২০ জন বাড়িয়াছে, কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ৮ ভাগের কম। অন্যান্য শিল্পের বিষয় হইতেও অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

গত বৎসর তুলনায় অবস্থা খারাপ দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু উৎপাদন [illegible] সহিত উহার কয়টি যোগাযোগ [illegible] আছে, কিন্তু ১৩৬৫ সালের শেষ ভাগে [illegible] যে নীতি প্রবর্তিত হয়, তাহা-পূর্বের উপর [illegible] প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আশা করা গিয়াছিল যে, জনসাধারণের প্রধান প্রয়োজনীয় দুইটি দ্রব্য—চাল ও গম বিতরণ [illegible] হইলে উহার [illegible] কম হইবে এবং [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধিতে [illegible] এবং [illegible] হইবে। কিন্তু এই সকল আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

[illegible] নীতির সাফল্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট [illegible] প্রকাশ [illegible] করিবেন না [illegible] উহার [illegible] একটি প্রধান [illegible] ছিল। [illegible] বিশেষ [illegible]—[illegible] বাজারিক [illegible] পরিচালনে [illegible] ছিলেন। গভর্নমেন্ট [illegible] বৃদ্ধির [illegible] হইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হেতু [illegible] নীতি কার্য হইতে পারে না। [illegible] এই ব্যাপারে [illegible] পরিস্থিতি [illegible] নাই। বৎসরের [illegible] গভর্নমেন্ট [illegible] নীতির পরিবর্তন ঘোষণা করেন। উহার পর [illegible] বাজার [illegible] থাকে এবং [illegible] মাসে [illegible] উহার পর [illegible] মাসে [illegible] পাইকারী মূল্যের [illegible] ৩০১.৭-এ উঠে। বৎসরের প্রথম [illegible] উহা ৩৩২.১ ছিল। [illegible] মাসে [illegible] মূল্য [illegible] সর্বোচ্চ ৩৩২.৭ হয়। [illegible] উহা ৩১৯.২ ছিল। [illegible] মাসে [illegible] কয়েকটি [illegible] হইয়া [illegible] ও [illegible] মাসে আবার [illegible] থাকে এবং [illegible] দ্রব্যের মূল্য [illegible] ৩২১.৫-এ উঠে এবং সাধারণ মূল্য [illegible] ৩৩৩.৭ হয়। [illegible] সর্বোচ্চ। [illegible] ৩১১.৭ ও সাধারণ মূল্য [illegible] ৩০২.০ হয়। ১৯৫৭ সালে উহা যথাক্রমে ২৯২.৮ ও ৩২১.৪ ছিল। [illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible] বাজারের দাম [illegible] ২৮০ হইতে বাড়িয়া ৩০০ [illegible] ৩১২ হইতে বাড়িয়া ৩৮০ হয়।

১৩৬৭ সালের তুলনায় ১৩৬৮ সালে [illegible] মূল্য ৮১.৬ ও সাধারণ মূল্যমান ৭৭.৩ বৃদ্ধির কারণ শুধু উৎপাদনের দিক হইতে বলিয়া [illegible] যায় না।

মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে

[illegible]

শেয়ার বাজার

বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের যেন স্ফীতি হইয়াছে ও শেয়ার বাজারের মূল্যও [illegible] বাড়িয়াছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যে দর [illegible] ঐ সময় পরিবর্তিত আয়যুক্ত সিকিউরিটির মূল্য [illegible] পায়। বিভিন্ন আয়যুক্ত সিকিউরিটির মূল্য [illegible] এবং [illegible] সিকিউরিটির মূল্যও হ্রাস পায়। সম্প্রতি হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৩৯ সালের জুলাই ও ১৯৪০ সালের [illegible] মধ্যে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ [illegible] [illegible] ১০টি কোম্পানীর সাধারণ শেয়ারের মূল্য গড়ে প্রায় ৪০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। অথচ ইহা দ্বারা বিনিয়োগকারীদের [illegible]

[illegible]

যৌথ ব্যবসায়ে লভ্যাংশ

ব্যবসায়ী এবং বণিকদের বিরুদ্ধে এই কথা বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা দেশের যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেদের লভ্যাংশ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমি বলিতে পারি যে, এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক এবং যদি প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে তদন্ত করা যায় তবে আমার মনে হয়, দেখা যাইবে যে, শেয়ারের মালিকদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কয়েকজন ধনীর অর্থে বড় বড় কোম্পানী চালান অসম্ভব। কোন কোন বৎসর এবং কোন [illegible]

[illegible]

[illegible] পরিকল্পনার সময় কাজ [illegible] উন্নতি [illegible] একটা [illegible] বাড়িয়ে আমরা সম্পূর্ণ [illegible] আমাদের [illegible] এই কারণে [illegible] পরিকল্পনা সম্পর্কে [illegible] কাজ আরম্ভ করা উচিত। আইনে আমরা সম্পূর্ণ [illegible] সম্পূর্ণ পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি। উহার ফলে অনেক সময় আমাদের নির্ধারিত [illegible] উহাতে আমাদের ব্যয় [illegible] হয় নাই। কাজ আরম্ভের পূর্বে আমাদের দৃঢ় লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং আমাদের পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ

চলতি বৎসরের যে আর্থিক উদ্বৃত্ত [illegible] হইয়াছে, সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দে তাহাকে [illegible] হ্রাস করা হইয়াছে। কেন্দ্র হইতে উন্নয়ন খাতে ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। উহা সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত। চলতি বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ব্যয়বরাদ্দের হিসাব করা হইয়াছে, উহা মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক। ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরে প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ৪৫০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য লাভ করিবে বলিয়া ধরিয়া লইয়া ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করিতে বলেন। উক্ত পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব অর্থের অধিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়; জনসংখ্যার ভিত্তিতে উক্ত অর্থ প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়, কিন্তু আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি এবং [illegible] অনগ্রসর প্রদেশগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। [illegible] এই পর্যায়ে পড়ে। [illegible] আমাদের [illegible] বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অর্থ বিশেষ সুবিধাভাবে প্রদেশসমূহকে দেওয়া স্থির হয়। এই বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৭০ কোটি ৮৮ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলার ভাগে ৩১ কোটি টাকা পড়ে। ভারত সরকার ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রদেশসমূহকে অগ্রিম অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। [illegible] দ্বিতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ হইতে পরবর্তীকালে উহার সমন্বয় করিবার ব্যবস্থা হয়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়া ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে কাজ আরম্ভ করে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তাহা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যথাক্রমে ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা [illegible] ১ কোটি টাকা [illegible] সাহায্য মঞ্জুর করে। কেন্দ্র হইতে ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রথমে ধরিয়া একটি হিসাব করা হয় এবং বলিয়া মনে করা হয় যে, কেন্দ্রীয় মঞ্জুরীকৃত টাকা মঞ্জুর থাকিবে এবং এই গভর্নমেন্ট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন, তাহা কেন্দ্র হইতে মঞ্জুর করা হইবে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের [illegible] মাসে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে জানান যে, ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য উন্নয়ন খাতে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার অর্ধেক দেওয়া হইবে, অথচ তাহার প্রকৃত পরিমাণ ৩ কোটি টাকার বেশী হইলে চলিবে না। পরবর্তীকালে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টকে আরও জানাইয়া দেন যে উন্নয়ন খাতে গৃহীত অর্থের পরিমাণ আদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ মঞ্জুর করা হইবে না। তবে অধিক ব্যয় উন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবে শর্ত থাকে এই যে, প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে অনিবার্য ক্ষেত্রে মোট দাবির অর্থের পরিমাণ অর্জন করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় না। এক্ষেত্রে উন্নয়ন খাতে অর্থ-সাহায্য বাবদ আমাদের রাজস্বের পরিমাণ ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়। এই সম্পর্কে পরিষদকে জানাইতেছি যে, ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে পরবর্তী চার বা তিন বৎসরে ভারত সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ প্রদেশসমূহের মধ্যে ২০০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বণ্টন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাত্র ৭০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আয়করে বিভিন্ন প্রদেশের অংশ

প্রদেশ	নিমেয়ার রোয়েদাদ	[illegible]-রোয়েদাদ পরিমাণ	কেন্দ্র কর্তৃক মোট আয়করের শতকরা কত অংশ দেওয়া হয়
মাদ্রাজ		১৮	১৫·২৫
বোম্বাই		২১	১৭·৫
বাংলা		১৩½ (পশ্চিমবঙ্গ)	১১·২৫
যুক্ত-প্রদেশ		১৮	১৫·৭৫
পাঞ্জাব		৫ (পূর্ব পাঞ্জাব)	৩·২৫
বিহার		১৩	৯·৭৫
সেন্ট্রাল ও			
মধ্যপ্রদেশ	৫	৬	৫·২৫
আসাম	২	৩	২·২৫
উড়িষ্যা	২	৩	৩·৫০

১ নিমেয়ার রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিম বঙ্গের প্রাপ্য [illegible] ২১৬/০।

* বাংলার মোট ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয়কর রাজস্বের মধ্যে পূর্ব বঙ্গ বাদ ৫৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হইত।

রাজস্ব হ্রাস

অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের রাজস্ব হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা এবং [illegible] হইতে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। [illegible] ১৯৫৮ সালের [illegible] এখন কেন্দ্রীয় [illegible] করিয়া আসিতেছেন এবং বর্তমানে এই ব্যাপার উদ্ভূত হয়।

উন্নয়ন খাতে প্রাপ্য ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা না পাওয়ায় এবং [illegible] খাতে [illegible] আমাদের রাজস্বে [illegible] দেখা দেয়। [illegible] বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

[illegible] ব্যাপারে মূলত ১ কোটি [illegible] দাবি করিয়া আমরা ৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা মোট ঘাটতির বাজেট রচনা করিয়াছি। উহার মধ্যে এককালীন [illegible] ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বেশী হইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শক্তি-বণ্টন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই [illegible] ঘটে। [illegible] ৮৮ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ [illegible] ১১ লক্ষ টাকা [illegible] ১০ লক্ষ টাকা এবং [illegible] ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে। [illegible] ১৭ লক্ষ টাকা বেশী অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার যেসব কর আদায় করিয়া থাকেন, তাহা হইতে আমাদের প্রাপ্য অংশ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়কর হইতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং পাট শুল্ক হইতে অতিরিক্ত ৬৮ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। [illegible] ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে [illegible] হইতে যে পরিমাণ টাকা [illegible] আমরা [illegible] ৫৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছি।

বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব আমরা প্রস্তুত করিয়াছি; [illegible] ৮০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইবে। [illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ যে সংশোধিত [illegible] হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে কেন্দ্র হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে বলিয়া আমরা আশা করি, কিন্তু আপাততঃ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। [illegible] মোট [illegible] হইবে [illegible] যে প্রতিশ্রুতি [illegible] আমাদের উপকার হয় নাই। এই খাতে মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কম খরচ হইবে। তবে অন্যান্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] বাবদ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] হয় [illegible] করিয়াছে [illegible] বর্তমান বৎসর এই [illegible] পূরণ হইবে। পুলিশ খাতেও ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

অধিকন্তু ভারতীয় [illegible] প্রাপ্য অর্থ পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্ট যাহাতে দ্রুত পরিশোধ করিতে পারেন, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট এই খাতে প্রথম অগ্রিম

কোটি টাকার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা করিয়া প্রতি [illegible] পূর্ববঙ্গ সরকারকে দিতে হইবে [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible] দেনা শোধ করা হইয়াছে [illegible] [illegible] পরিশোধ করা হইবে [illegible] [illegible] পূর্ব্ব বঙ্গ সরকারকে [illegible]।

[illegible] পূর্ববঙ্গ সরকারকে ৩ কোটি টাকা [illegible] দেনা দেন এবং পূর্ব বঙ্গ সরকারকে তাহা শোধ করিয়া দিতে [illegible] পূর্ব বঙ্গ সরকারকে ৩ কোটি টাকা দিবেন। এই হিসাবে [illegible] [illegible] ২ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] রাজনৈতিক [illegible] পরিবর্তন ও [illegible] বাবদ নূতন [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] আয়ের [illegible] পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা [illegible] এবং [illegible] পরিমাণ ১ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible]। [illegible] লক্ষ টাকার [illegible]। [illegible] দেখা যাবে [illegible] কোটি টাকা [illegible] লক্ষ টাকা হইবে।

[illegible] সালের বাজেট

[illegible] বাজেট [illegible] কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বেশী [illegible] ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে। [illegible] লক্ষ টাকা বেশী হইবে। [illegible] বৃদ্ধি পাইবে বলা—আগামী বৎসর উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আদায় [illegible] ৬০ লক্ষ টাকা বেশী, [illegible] খাতে [illegible] পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা কম হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক [illegible] ও উন্নয়ন ব্যয় হইতে পূর্ব্বের চেয়ে ২০ লক্ষ টাকা বেশী আদায় হইবে। [illegible] খাতে ৮ লক্ষ টাকা, [illegible] খাতে ২ লক্ষ টাকা, পুলিশ খাতে ৩ লক্ষ টাকা, [illegible] খাতে ৩ লক্ষ টাকা; [illegible] খাতে ৩ লক্ষ টাকা এবং পূর্ত্ত খাতে ৩৬ লক্ষ টাকা। [illegible] খাতে যে ৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে [illegible] কলিকাতার [illegible] ও [illegible] হইতে উদ্ভূত অর্থ। কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] হইতে অতিরিক্ত অর্থ [illegible] খাতে হইতে রাজস্ব খাতে ১০ লক্ষ টাকা [illegible] পূর্ত্ত খাতে অতিরিক্ত [illegible] হইবে। [illegible] সরকারী [illegible] উপর ভার [illegible] করিয়া থাকেন। চলতি বৎসরে [illegible] হইতে যে অর্থ [illegible] খাতে হইতে রাজস্ব খাতে [illegible] অর্থ। উন্নয়ন পরিকল্পনা [illegible] বেশী [illegible] অর্থ ধার্য্য হইবে। [illegible] এই বৎসর ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় [illegible] আগামী বৎসর [illegible] ৮ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা

[illegible] স্বীকার করিতে হইবে যে, আশ্রয়প্রার্থী [illegible] প্রথম [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে [illegible] হইয়া পড়িয়াছিলেন, [illegible] কিছুটা [illegible] ছিলেন। [illegible] প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, [illegible] আছে [illegible] এবং নূতন পরিবেশে আশ্রয়প্রার্থীদের [illegible] চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু [illegible] উদ্বাস্তুদের পরিমাণ বৃদ্ধি [illegible]। [illegible] আশ্রয়প্রার্থীরা [illegible] উৎপাদন [illegible] প্রদেশের [illegible] ও [illegible] বৃদ্ধি করিবেন।

দেশবিভাগের পূর্ব্বে পাট রপ্তানিকরে প্রদেশ সমূহের অংশ

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]
কেন্দ্রীয় সরকার	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
উড়িষ্যা	৯১	[illegible]
মোট [illegible]	[illegible]	[illegible]

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চলতি বৎসরে ৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। ভারত সরকারের নিকট হইতে [illegible] টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের ঋণ ও [illegible] জন্য চলতি বৎসরে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের নিকট হইতে [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য চলতি বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। [illegible] টাকা ঋণ হিসাবে ভারত সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। [illegible] যেমন [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, [illegible] না হইলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিবে।

বিভিন্ন বিভাগে রাজস্ব বৃদ্ধি

(১) পশ্চিম বাংলার [illegible] ও [illegible], (২) উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবহির্ভূত নূতন পরিকল্পনাগুলির [illegible] পরিবহন [illegible] দুটি [illegible] সুবিধা [illegible]। [illegible] সুবিধা দুটি হইতে আমাদের রাজস্ব [illegible] ও প্রাদেশিক [illegible] আমাদের [illegible] যাইবে। [illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নূতন পরিকল্পনাগুলি [illegible] হইয়াছে, [illegible] সুবিধা হইতে [illegible] যাইবে, নূতন পরিকল্পনাগুলির জন্য [illegible] রাজস্ব [illegible] যাইবে। দেখা যাইবে যে, উন্নয়ন পরিকল্পনার [illegible] জন্য [illegible] ও [illegible]।

[illegible] বিভাগের [illegible] পরিমাণ [illegible], এই [illegible]। [illegible] হইয়াছে। [illegible] নূতন [illegible] হইয়াছে। [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] বৃদ্ধির ফলে সরকারী [illegible] বৃদ্ধিও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এ [illegible] প্রয়োজন [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] একটি [illegible] গঠন করা হইয়াছে। [illegible] দেখা যাইবে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, কৃষি ও সমবায় বিভাগের [illegible] হইয়াছে। [illegible] পুলিশ বিভাগের [illegible] হইবে। বিভিন্ন বিভাগে [illegible] আগামী [illegible] জন্য ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে এক কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা [illegible] আমাদের [illegible] শতকরা ১০ ভাগ।

সরকারী ঋণ

পশ্চিম বাংলা সরকারের [illegible] নিকট কোন ঋণ নাই। বাংলা দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বে বাংলা সরকারের [illegible] নিকট যে দেনা ছিল তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণের [illegible] সরকার পশ্চিম বাংলা সরকারকে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা [illegible] দিয়াছেন। পূর্ব বাংলা সরকার বাকী অর্দ্ধেক গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের নিকট আমাদের যে ঋণ আছে, [illegible]। চলতি বৎসরের শেষে ভারত সরকারের নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ হইবে ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরের শেষে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা হইবে। [illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনা, [illegible] পরিকল্পনা, কলিকাতার [illegible] ও আশ্রয়প্রার্থীদের নিকট [illegible] এই ঋণ [illegible] ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য [illegible] ধরা হইয়াছে। [illegible] এই ব্যয় নির্ধারণ করা হইয়াছে। [illegible] সরকার [illegible] পরিকল্পনার জন্য [illegible] ইহার অন্তর্ভুক্ত। [illegible] নিকট হইতে টাকা লইয়া এই ব্যয় নির্ধারণ করা হইয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে আগামী বৎসর [illegible] ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ ও [illegible] জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে:

নীট ফল

নীট ফল দাঁড়ায়—১৯৫০-৫১ সালের রাজস্ব খাতে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ঘাটতি। আমি অবশ্য এই ঘাটতি পূরণ বিষয়ে উদাসীন নহি। যে বিক্রয়-কর (সংশোধন) বিল ও কৃষি আয়কর (সংশোধন) বিল সভায় [illegible] পূর্বে গৃহীত হইয়াছে উহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকার মত আয় হইবে। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে উহা ধরা হয় নাই। [illegible] কর [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫০ সালের [illegible] [illegible] উহাতে [illegible] [illegible] ধরা হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] ২০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা। বাজেটে উহা ধরা হয় নাই; সুতরাং এই বিল দুইটি পাশ করিবেন বলিয়া [illegible] বলা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে [illegible] ঘাটতি [illegible] দাঁড়াইবে।

আয়কর ও পাট শুল্ক বণ্টন

গত বৎসর আমার বাজেট বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম যে, আয়কর ও পাট শুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে হারে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার পুনর্বিবেচনা সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে। আমাদের অনুরোধ মতে ভারত সরকার [illegible] করিয়াছেন যে, ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত (১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়করের মোট প্রাদেশিক অংশের শতকরা ১২ ভাগ পাইবে—যদিও বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলা দেশকে শতকরা ২০ ভাগ দেওয়া হইয়াছিল। (২) বিভাগের পূর্বে অবিভক্ত বাংলাকে পাট শুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৬২½ ভাগ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উহা হ্রাস করিয়া শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং মোট প্রাদেশিক অংশ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনুযায়ী পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। [illegible] [illegible] ১৯৫০-৫১ সালে সংশোধিত [illegible] ফলে [illegible] [illegible]। [illegible] ভারত সরকার আয়কর ও পাট শুল্ক বাবদ সংগৃহীত মোট অর্থ বণ্টনের [illegible] সমষ্টি বিবেচনা নিয়োগ করিয়া [illegible] করাইতে সম্মত হইয়াছেন।

"আয়কর পাট শুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা" সম্পর্কে যে আবেদন ভারত সরকারের নিকট [illegible] পেশ করা হইয়াছে, উহার একখানি [illegible] পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। আমি [illegible] বলিতে পারি যে, এ সকল প্রশ্ন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের মতামত নিরপেক্ষ [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে না বলিয়াই আমরা মনে করি।

কয়েকটি বিশেষ সমস্যা

আমাদের বিবেচনার জন্য [illegible] কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আছে। দেশ বিভাগের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অনেক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিক হইতে [illegible] একটি অত্যন্ত কঠিন। দেশের খাদ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং [illegible] [illegible] ফলে [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] হইয়াছে। আমাদিগকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ [illegible] করিতে হইবে। [illegible] সম্পর্কে [illegible] যে [illegible], [illegible] এবং [illegible] বাংলা সরকারের [illegible] ক্রয় করিতে হইবে এবং [illegible] মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

[illegible] সম্পর্কে যে বিপুল [illegible] দাবি করিয়াছেন, উহার [illegible] বহন করিতে হইবে। [illegible] পরিমাণ [illegible] হয় নাই। কিন্তু উহার পরিমাণ নিশ্চয়ই খুব বেশী হইবে। [illegible] আশ্রয়প্রার্থীদিগকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উহার ফলে আমাদের [illegible] লোকসান হইতে পারে। [illegible] সম্পর্কে আলোচনা [illegible] [illegible] ভারত সরকার ১৩ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আগামী ৩ বৎসর [illegible] এ অর্থে [illegible] মিটাইতে হইবে:

আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা [illegible] ব্যয় প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টকে সংগ্রহ করিতে হইবে। [illegible] [illegible] নূতন নূতন আইন প্রণয়ন ও [illegible] আমরা [illegible] চালাইতে পারি। আইনের [illegible] অবাঞ্ছিত [illegible] দেখা দিতে পারে। [illegible] [illegible], [illegible] কিন্তু [illegible] করা [illegible] উচিত হইতে পারে না।

"উন্নয়ন বোর্ড"

আমাদের রাষ্ট্রের এই [illegible] যদি বিভিন্ন প্রকার "উন্নয়ন" বোর্ড [illegible] শক্তি, [illegible] [illegible] হইবে।

আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের [illegible] এবং কোন "উন্নয়ন" [illegible]—যাহা [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] যদি আমাদের [illegible] হয়, তবে [illegible] প্রস্তাবটি "উন্নয়ন" [illegible] গঠন করিয়া [illegible] করিতে হইবে। [illegible] আমাদের উদ্দেশ্য [illegible]—উহার যে [illegible] না [illegible], উহা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবেই। [illegible] [illegible] যেন আমরা [illegible] নিকট [illegible] না করি।

এই দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে [illegible] দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় [illegible] উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের [illegible] চিন্তা করিলে মনে হয় যে, [illegible] শ্রেণী ও প্রত্যেক দলের [illegible] দেশের [illegible] আমাদের [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] হইবে [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

[illegible] বিদ্যুৎ ও [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইয়াছে। [illegible] দেখা যাইবে যে, অনেকে [illegible] বলেন, [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] বেশী নহে। আমাদের বিচার [illegible] এ সম্পর্কে আমরা [illegible] করিতে পারিব।

১৯৪৮-৪৯ সালে [illegible] লক্ষ [illegible] লোকের উপর আয়কর ধার্য করা হইয়াছে। [illegible] লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ আয়ের উপর কর ধার্য করা হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ২০০০। উহা হইতে বুঝা যাইবে যে, [illegible] [illegible] মোট [illegible] শতকরা [illegible] ভাগ এবং ১ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ আয়ের [illegible] দিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা মোট [illegible] শতকরা [illegible] ভাগ। [illegible] দিয়াছেন, [illegible] এক [illegible] লক্ষ টাকা বা উহার বেশী।

[illegible] মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোকের আয় [illegible] টাকার কম। [illegible] এ বিষয়ে দেওয়া হইতেছে। [illegible] [illegible], যাহা [illegible] পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই দেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক লক্ষ টাকা, উহার

(শেষাংশ ২২৩ পৃষ্ঠায়)

প্রাদেশিক বাজেট সমূহ

বিহার

(হাজার টাকার হিসাবে)

বৎসর	আয়	ব্যয়	—ঘাটতি +উদ্বৃত্ত
১৯৫৯-৬০	৪৪,০৫,০০		+৮,০৮,০০

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই আয়ের মধ্যে ৩ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্যকে হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী বৎসরের অনুমিত উদ্বৃত্তের মধ্যে চলতি বৎসরের উদ্বৃত্তকেও ধরা হইয়াছে।

নূতন করপ্রস্তাব।—

কর	হার	ইতিপূর্বে
বিক্রয় কর:		
মাছলবস্তু	টাকায় পয়সা	নাই
পেট্রোল মুক্ত বিক্রয়		১০

কৃষি আয়কর:—অব্যাহতির সীমা হ্রাস করা হইয়াছে। বার্ষিক ৩,০০০ আয়ের উপরেই কর বসানো হইবে।

প্রধান ব্যয়বরাদ্দ।

দফা	বরাদ্দ
দুর্গতের পুনর্বাসন	৮ কোটি
সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা	৩০ লক্ষ
বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক	১ কোটি ৩০ লক্ষ
স্বাস্থ্য	৭০ লক্ষ ৫০
শিক্ষা	১ কোটি ৩০ লক্ষ
প্রাথমিক শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন বাবদ বাড়তিনাম্বারদের প্রভৃতি খাতে প্রদত্ত অনুদান	৪৫ লক্ষ
অধিক খাদ্য উৎপাদন	৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার
আদিবাসী কল্যাণ	৬২ লক্ষ

১৯৪২ সালের আন্দোলন সম্পর্কে যে ৫৩ লক্ষ ৮ হাজার ১০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

উড়িষ্যা

(হাজার টাকার হিসাবে)

বৎসর	আয়	ব্যয়	+উদ্বৃত্ত —ঘাটতি
৫৮-৫৯ (সংশোধিত)	৭,২০,৭৪	৮,১১,১১	—১,৯০,৩৭
১৯৫৯-৬০	৮,২০,০০	৮,০৯,৫৯	+১০,২১

ব্যয়বরাদ্দ—১৯৫৯-৬০

(হাজার টাকার হিসাবে)

দফা	বরাদ্দ-পরিমাণ
শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি	৩০,০০
মফঃস্বলে রাজস্ব শাসন	১,০৩,৫৯

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সাহায্য

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত)	১৯৫৯-৬০
দান—	১,৫৯,২০	১,৮৮,৯৯
ঋণ—	নাই	৫,৫৫,৭৭

কোন্ কোন্ খাতে অধিক দান ও ঋণ আশা করা হইয়াছে ও কেন

খাত	কারণ
দান	প্রকল্পভুক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য খাতের দায়িত্ব ঐ বৃদ্ধি
ঋণ	দুর্গতের পুনর্বাসন
বিশেষ ঋণ	সরকার সমবায়ের উন্নতি
রাজ্যান্তরী শিল্পের	প্রতিকার কোটি ৩২ লক্ষ টাকার আদায়ী
(দুর্ভোগের)	সাহায্য বাবদ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা প্রদান।

মাদ্রাজ

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত)	১৯৫৯-৬০ (অনুমিত)
রাজস্ব—	৫৩,৩৮,৩১	৫২,৭৫,৩২
ব্যয়—	৫৬,০৫,৮৮	৫৫,৯৯,০৩
—ঘাটতি +উদ্বৃত্ত	— ২,৬৭,৫৭	—৩,২০,৭১
—নূতন অর্থনীতি হইতে আয় +নূতন অর্থনৈতিক কর		
নূতন কর হইতে আয়		৫০০,০০
মূলধন উদ্বৃত্ত	১১	২,৭০

কোন্ কোন্ খাতে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে

বিক্রয় কর:—

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিকে এই দফা প্রথম বিক্রয়করের আওতার মধ্যে আনা হইল:

মাখিয়েল ও চীনাবাদাম, ইক্ষু, লবণ, কফি, তামা, আলু, পেঁয়াজ, মশলা, কলা, তুলা, চা-কফি

অন্যান্য সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর করকে ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ৫০ বৃদ্ধি করা হইয়াছে;

স্টেজ গাড়ীর উপর শতকরা ১৭½ কর এবং অন্যান্য মালবাহী যানবাহনের উপর নূতন কর;

শহরের ও মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে শতকরা ১৫০ কর হইবে,

বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নূতন কর,

বিজ্ঞাপন ও প্রমোদের উপর নূতন কর;

ঘোড়দৌড়, লটারি, দ্যূত ও প্রেক্ষাগৃহের উপর নূতন কর।

রাজ্যের সমগ্র বিক্রয়বাণিজ্যে এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্যই এইরূপ কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বড়গুলি খাত

(কোটি টাকার হিসাবে)

খাত	ব্যয়
দুর্গতের পুনর্বাসন	৬·০৮
অধিক খাদ্য উৎপাদন	৩·৪৭
উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩·৭০

বোম্বাই

(হাজার টাকার হিসাবে)

	আয়	ব্যয়	—ঘাটতি +উদ্বৃত্ত
১৯৫৮-৫৯ (সংশোধিত)	৫০,৮৫,২১	৫১,২১,৪৪	+২২,০৭
১৯৫৯-৬০ (অনুমিত)	৫৮,৮০,৮২	৫৭,৪০,৭০	—৩,৮৮,৮৮

নূতন করের সাহায্যে আগামী বৎসরের ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার এই ঘাটতিকে ১১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করা হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মোট ঘাটতির মধ্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রত্যাশাতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য নূতন পরিকল্পনার জন্য ধরা হইয়াছে।

কোন্ কোন্ খাতে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে:

খাত	অনুমিত রাজস্ব
(১) বিক্রয় কর —	(হাজার টাকার হিসাবে)
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের (খাদ্যের) ব্যবহারের	৪,৭৭,০০
বিক্রয়করের অব্যাহতিপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রত্যাহার	
বিলাসদ্রব্যের তালিকা প্রসারণ	
(২) সোনা রূপার উপর ট্রান্সফার কর	
(৩) বিদ্যুৎ ব্যবসায়ের জন্য প্রতি ইউনিট শক্তি সরবরাহের উপর ১ পয়সা কর	
(৪) সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের উপর টাকায় এক আনা কর	
	মোট—৪,১০,০০

ঘাটতির কারণ

(ক) গুজরাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ

(খ) শাসনকার্যে বর্ধিত ব্যয়

(গ) জনকল্যাণ খাতে অধিকতর ব্যয়

ব্যয়-বরাদ্দ

(হাজার টাকার হিসাবে)

খাত	ব্যয়
সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি	
উপজাতি কল্যাণ	
গুজরাট ৩১৭	
গুজরাট অঞ্চলে সেচ	
শহরের পয়ঃ নালীর বাবদ ব্যয়	

মধ্যপ্রদেশ

ব্যয়বরাদ্দ

খাত

কৃষকদের পুনর্বাসন ও অধিকতর খাদ্য উৎপাদন

উদ্বাস্তু পুনর্বসতি

আগামী বৎসরে উদ্বাস্তু [illegible] লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পরিমাণের রাজস্ব বৃদ্ধি।

কোন্ কোন্ খাতে কত বৃদ্ধি হইয়াছে

বৃদ্ধির হার

	[illegible]
প্রমোদকর	কোন প্রকারের অনুষ্ঠিত [illegible] টিকেট প্রতি [illegible] মূল্যের ভিত্তিতে
ব্যবসায়ী রেজিষ্ট্রেশন	বৎসরে বারো আনা
বিক্রয় মোটর গাড়ীর উপর	করের হার বৃদ্ধি
বিজলী ব্যবহারে	
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত অর্থের হ্রাসবৃদ্ধি	৩ টাকা ।/০

চলতি বৎসর :—

(সংশোধিত হিসাব)

১৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা পরিমাণের আনুমানিক উদ্বৃত্তের কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে রাজস্ব বাড়িয়াছে :

আবগারী, আয়করে প্রাপ্ত অংশ, ষ্ট্যাম্প, [illegible] লাইসেন্স। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, [illegible] চলতি বৎসরে নিম্নলিখিত ঋণ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে :—

খাত	পরিমাণ
রাজস্ব	৪ লক্ষ ৬ হাজার
মূলধন	১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার

চলতি বৎসরের মোট ব্যয়সমূহ

খাত	পরিমাণ
উন্নয়ন পরিকল্পনা	১ কোটি ৮০ লক্ষ
উদ্বাস্তু পুনর্বসতি	৭ " ৭৪ "
বিভিন্ন বিভাগে অংশ [illegible] মূলধন খাতে মোট ব্যয়	৩কোটি ৫১ লক্ষ

যুক্তপ্রদেশ

(অনুমিত)

(সংশোধিত)

(অনুমিত)

(সংশোধিত) + ১,৯৬,০৭

যুক্তপ্রদেশের [illegible]

১৯৫০-৫১

১১,২১,০০,০০০

[illegible] বৃদ্ধি [illegible] — এই দুইটি [illegible] কিন্তু আগামী বৎসরে উদ্বৃত্ত [illegible] কোটি টাকা অতিরিক্ত [illegible]

রাস্তার খাতে

[illegible] টাকা [illegible] সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি (১১ কোটি ৩০ লক্ষ, ১৯৫০-৫১ ১ কোটি ৫২ লক্ষ), [illegible] কর্মচারীদের বেতনের খাতে [illegible] কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনকে হিসাব করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে এই খাতে আরও ২৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় করা হইবে।

		২২,
		৩০,
		৩৯,
[illegible]	নাই	৪৫,
চৌকিদার	৩,	৪,

ইহার ফলে সরকারী কর্মচারীদের বেতনের খাতে যুক্তপ্রদেশের আরও ৯ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

জমিদারী বিলোপের ব্যবস্থা

[illegible] লক্ষ টাকা মূলধন [illegible] গঠিত হইবে। [illegible] এবং [illegible] নিকট হইতে [illegible] হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

মোট ব্যয়

[illegible]

নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়

[illegible]	৩০,০০০ একর
[illegible]	১০০ বৃদ্ধি (১০০ একরের মধ্যে)
[illegible]	৩০০
[illegible]	১০০,০০০ একর বেশী

(৫,০০,০০০ একর জমির মধ্যে)

আগামী ৫ বৎসরে আরও ১,০০,০০০ একর জমিতে পরিকল্পনা আছে।

গাছ উৎপাদন— এ বৎসরে ৫,০০০ একর জমি [illegible] আরও ১০,০০০ ,, [illegible] হইবে

এনারগন

ENERGON
ENERGON

বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত
টনিক গ্লিসারোফসফেটস

অবসন্ন দেহ ও মনের
পরম রসায়ন

দৈহিক বা মানসিক অবসাদ ও অবসন্নতা, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। রোগান্তে দুর্বলতা, রক্তহীনতা, বেরিবেরি এবং বহুমূত্র যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

বাজেট বিশ্লেষণী—পাকিস্তান সরকার

(পূর্বাংশ ২১৩ পৃষ্ঠায়)

বিক্রী করিয়া আয় হিসাবে মাত্র ৬০,০০০ টাকা অবশিষ্ট থাকে।

যাহার আয় ২ লক্ষ টাকা—উহার বিক্রী অবশিষ্ট থাকে ৪৩,৭০০ টাকা, অর্থাৎ অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা আয়ের জন্য মাত্র ৩,২০০ টাকা রাখিতে দেওয়া হয়। যাহাদের আয় ৫ লক্ষ টাকা, তিনি মাত্র ৬০ হাজার টাকা নিজের বিক্রী রাখিতে পারেন। যাহার আয় ১০ লক্ষ টাকা, সর্বপ্রকার কর পরিশোধ করিবার পরে তাহার হাতে মাত্র ৮৪,৫০০ টাকা অবশিষ্ট থাকে। এই অবস্থা নিশ্চয়ই ধনিকদের পক্ষে [illegible]—[illegible] না করিলে বা ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত [illegible] না করিলে কেহই এবং [illegible] বিশেষভাবে হইয়া উঠিতে পারে না। [illegible] না দিয়া বা [illegible] [illegible] কেহই [illegible] [illegible] হইয়া উঠিতে পারে না।

মূলধন-গঠন-সমস্যার মূল

প্রায় একথা বলা হইয়া থাকে যে, মূলধন-গঠন-[illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] উন্নতির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূলধন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূলধন-সমস্যার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেজন্যই [illegible] মূলধনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মূলধন-গঠন [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] তুলিয়া দিতে হবে।

প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও উদ্যোগী লোকের অভাব রহিয়াছে। কথা [illegible] সহজ, কাজ করা কঠিন। মূলধন-গঠন অবশ্য [illegible] করিতে হইলে দেশে রাস্তা, পতিত জমি উদ্ধার, [illegible] জমি, উচ্চ ধরনের [illegible] [illegible]। প্রকৃতি কাজে [illegible] করিতে হইবে। এ সকল কাজে কেবলমাত্র [illegible] বা লোকেরই প্রয়োজন হইবে না—[illegible] আশা প্রয়োজন। সেজন্যই এ সকল কাজ [illegible] অগ্রসর হইতে হয়। আমরা এ [illegible] [illegible] পর্যন্ত [illegible] তুলিতে পারিতেছি না।

নব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন

বাজেটশাসনের [illegible] [illegible] হইয়াছে, এখনে [illegible] সামঞ্জস্য একবার পরিবর্তন করিয়া দেখা [illegible] বলিয়া মনে করি। কোন বড় দেশের [illegible] [illegible] পর্যন্ত [illegible] একবার [illegible] প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান [illegible] দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সার্বিক পরিকল্পনা ও [illegible] [illegible] উৎসাহ দান করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং আমার মনে হয়, [illegible] আমাদের [illegible] পরিবর্তন [illegible] [illegible]। এখন আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈদেশিক [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা আমরা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] না। যে সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা বৈদেশিক [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা এই [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছি।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া [illegible] কথা নহে, তবে এই বাজেট প্রসঙ্গে [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] এই আলোচনা করিয়াছি যে, [illegible] [illegible] যে, [illegible] যে [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। "[illegible]"

বাজেট বিশ্লেষণী—ভারতসরকার

(পূর্বাংশ ২০৭ পৃষ্ঠায়)

এ পূর্বনির্দিষ্ট ব্যয় বাজেটে ১০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থলে এখন ১২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। [illegible], কাশ্মীর [illegible] [illegible] সরকারী সাহায্য এবং আশ্রয়প্রার্থী [illegible] [illegible] জন্য [illegible] সরকার[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এখনে ১১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ব্যয়সংকোচ কমিটি

ব্যয়সংকোচ কমিটির সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার ফলে যে ব্যয় সংকোচ হইবে তাহার জন্য পূর্ববর্তী অর্থসচিব এক যোগে ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ধরাইয়া দিয়াছিলেন এই কথা উল্লেখ করিয়া বর্তমান [illegible] বলেন যে, ব্যয়সংকোচ কমিটির কাজ যে সময়ে শেষ হইবে বলিয়া প্রথমে আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিয়াছে এবং অনেকগুলি দপ্তর সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে সেগুলি এখনও বিবেচনাধীন আছে। অতএব এই বৎসরে [illegible] [illegible] কোন অর্থই ধরিলেন না। কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] এমন [illegible] আগামী বৎসরের [illegible] [illegible] [illegible] কোনও ব্যবস্থা করা হইতেছে না। অর্থসচিব [illegible], তবে [illegible] পরিষদকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন যে, ইহার অর্থ ইহা নহে যে কমিটির সুপারিশের ফলে কোনও ব্যয়সংকোচ হইবে বলিয়া আমি মনে করি না।

আয়কর তদন্ত কমিশন

[illegible] [illegible] আয়কর তদন্ত কমিশনের কার্যাবলীর উল্লেখ করেন। আয়কর পরিচালনা ও [illegible] [illegible] অনেকগুলি [illegible] [illegible] কমিশন [illegible] একটি রিপোর্ট [illegible] এই কমিশন প্রদান করিয়াছেন। এইগুলি এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। এই সম্পর্কে পরিষদের আলোচনার জন্য একটি দিন [illegible] হইতে পারে। [illegible] কর্তৃক [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] [illegible] কমিশনের [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। এইরূপ [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] (এইগুলি এখন [illegible] [illegible] হইয়াছে)। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ফলে প্রায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিশ্চিত হইয়াছে। এইগুলি [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ কমিশনের [illegible], [illegible] উপরে [illegible] করিয়া কেন [illegible] কিভাবে [illegible] হইয়াছে। এইসম্পর্কে কোন কোনও [illegible] আলোচনার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি দিন পরিষদে উপস্থিত হইবে।

নূতন আর্থিক বৎসর

১৯৫২—৫৩ সালের জন্য উল্লেখ করিয়া অর্থসচিব বলেন যে, প্রচলিত কর ব্যবস্থায় তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, বৎসরের মোট আমদানী রাজস্বের পরিমাণ হইবে ৩০৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, এবং ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৩৩২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ফলে ২৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে।

রাজস্ব-খাতে যে আয় হইবে তাহার প্রধান প্রধান অঙ্কগুলি নিম্নে উল্লেখ করেন :—কাস্টমস্ শুল্ক ১০৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা; কেন্দ্রীয় আবগারী ৫৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা (পাট [illegible] উপর উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৭ কোটি টাকাও এই অঙ্কে ধরা হইয়াছে); আয়কর ১৩৫ কোটি টাকা (ইহার মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ১১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা; ব্যবসায় লাভকর বাবদ ১৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা, এবং আয়কর বাবদ [illegible] [illegible] ১৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকাও ধরা হইয়াছে)। আয়কর বাবদ প্রাপ্য আয়ের বিভাজ্য অংশের পরিমাণ ৮০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৩৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা রক্ষিত হইবে এবং প্রদেশগুলির অংশ বাবদ ৪৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। পাকিস্তানের আদায় অংশ বাবদ বিভাগ পূর্ব [illegible] বিভাগ ও [illegible] হইতে আয় বাবদ ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। ডাক ও তার বিভাগের আয় হইবে ৩০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। কাজেই এই বিভাগ হইতে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। আগামী বৎসর রেলওয়ে হইতে ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

বাজারের কথা

নিরুৎসাহিত বাজার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"The Hon'ble Finance Minister is to be sincerely congratulated on his appreciation of the fact that the level of direct taxation has gone too far, and that relief on this score has become necessary to revive investment activity in this country."

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এই সংখ্যা "আর্থিক ভারত" বিশেষ বাজেট সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইল। বিবিধ তথ্য ও পরিসংখ্যা সম্বলিত এই বিশেষ সংখ্যাটি বাহির করিতে গত সপ্তাহে "আর্থিক ভারত" প্রকাশ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। অতঃপর "আর্থিক ভারত" যথারীতি প্রকাশিত হইবে।

সঃ আঃ ভাঃ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

সরকারী [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ —

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ :—[illegible] ব্যাঙ্ক

[illegible]

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্থান

ইস্যু বিভাগ —

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (সাধারণ)	মজুত ও অন্যান্য তহবিল	প্রতি অংশের আদায়ীকৃত মূল্য	শেষ লভ্যাংশ	[illegible]	বাজার দর [illegible]	[illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনীয়ারিং								
ইণ্ডিয়ান আয়রণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
জেসপ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
টাটা আয়রণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
বার্ণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
ষ্টীল কর্পোরেশন …	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
কয়লাখনি								
আমালগামেটেড	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
ওয়েষ্ট জামুরিয়া	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
নিউ বীরভূম	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
নিউ মানভূম	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া —	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
কাপড়ের কল								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
কানপুর টেক্সটাইল …	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] …	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]			

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চটকল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান									
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
চিনির কল									
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
ব্যাংক									
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	
বিদ্যুৎ-সরবরাহ									
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

With [illegible] Compliments of the [illegible]

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা কলিকাতা, বুধবার, [illegible] মূল্য ।০

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড	—	৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান্)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা (ভাইস-চেয়ারম্যান্)	শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া (ভাইস-চেয়ারম্যান্)
শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা	শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীবৈজনাথ জালান	শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর	শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা	শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি	শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, টি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, টি, সদাশিবম

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে বাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা]　　কলিকাতা, বুধবার ১লা চৈত্র, ১৩৫৫; ১৬ই মার্চ, ১৯৪৯　　[মূল্য ।০

সূচী

বিষয় … পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
প্রদেশসমূহের বাজেট … ১১৩
প্রাসঙ্গিক
সরোজিনী নাইডু, [illegible] মার্চের [illegible], মধ্যবিত্ত পরিবারের [illegible], পাকিস্তান [illegible]?
সংবাদলিপি
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী,
[illegible]

বিষয় … পৃষ্ঠা
অর্থলোক
টাকার বাজারে মন্দাভাব কারণ
পণ্যদ্রব্যের বাজার
বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিবর্তিত গতি
বাজারের কথা
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি
যৌথিক
হিন্দী ভাষায় বিপদ ?

প্রদেশসমূহের বাজেট

বিগত পক্ষকালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে চলতি বৎসরের সংশোধিত এবং আগামী বৎসরের অনুমিত বাজেট-প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে প্রদেশসমূহের ইহা দ্বিতীয় বাজেট-প্রস্তাব। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রদেশসমূহের এইবারকার ব্যয়বরাদ্দ পূর্বেকার প্রস্তাবের তুলনায় অধিক হইবারই কথা। কারণ জাতিগঠনমূলক কার্যকর্মের দায়িত্ব প্রদেশের। সুতরাং স্বাধীন ভারতে প্রদেশসমূহের ব্যয়বরাদ্দ এখন হইতে আরও কয়েকবৎসর পর্যন্ত ক্রমে বর্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্বেকার বাজেটের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এবারের বাজেটে কোন ক্ষেত্রেই ব্যয় তেমন বর্ধিত হয় নাই, কয়েকটি ক্ষেত্রে বরং হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের বর্তমান [illegible] পরিস্থিতিতে অনুমিত আয়-ব্যয়ের সমতা বিধিতে যথাসম্ভব পরিমিত বাজেট রচনা করিবার প্রয়াসই উক্তরূপ ব্যয়-হ্রাসের কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অল্পকাল পূর্বে দিল্লীতে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনে [illegible]-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশসমূহের বাজেট নীতি আলোচিত হয় এবং সকল প্রদেশেই মোটামুটি যে আয়-ব্যয়নীতি এবারের বাজেটে পরিদৃষ্ট হইয়াছে তাহা উক্ত সম্মেলনেরই নির্দেশ বলিয়া মনে হয়। মূলতঃ এই কারণেই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার খাতে প্রায় সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন এবং উদ্বাস্তুদের খাতে সর্বাধিক ব্যয় স্বীকার করিবার আশু প্রয়োজনও অনেক শিল্পোন্নতির যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাতে ব্যয়হ্রাসের অন্যতম কারণ।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলির প্রয়োজনকে এইরূপ খর্ব করাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করিতাম না। কিন্তু অর্থনীতির যে-বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখে দেশে উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এইরূপ ব্যয়সংকোচ আজ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই ব্যয়সংকোচ প্রচেষ্টার আমরা সমালোচনা করিতাম না যদি এই সঙ্গে নূতন নূতন করভারও চাপানো না হইত। আসাম, উড়িষ্যা এবং পূর্বপাঞ্জাবে অবশ্য কোন নূতন কর ধার্য হয় নাই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রত্যাশিত বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে কোন নূতন করধার্যের প্রস্তাব না থাকিলেও বিক্রয়করের পরিধিকে ব্যাপকতর করা হইয়াছে এবং কৃষি-আয়করের হার বর্ধিত ও অব্যাহতিসীমা সংকুচিত করা হইয়াছে। বিহারে যানবাহনের উপর বিক্রয়কর আরোপিত হইয়াছে এবং পেট্রোলের খুচরা বিক্রয়ের উপর কর টাকায় দুই আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মাদ্রাজে সর্বপ্রকার মালবহনের উপর নূতন কর ধার্য হইয়াছে। যাত্রীবাহী বাসের ভাড়ার উপর শতকরা ১২॥০ কর নির্ধারিত হইয়াছে এবং শহর অঞ্চলে আবাসগৃহ, যৌথ-আবাসগৃহ ও প্রেক্ষাগৃহের উপর নূতন কর ধার্য করা হইয়াছে। ইহাছাড়া বিক্রয়করের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নারিকেল ও তৈলবীজ, ইক্ষু, লঙ্কা, কফি, তামাক, আলু, গোলমরিচ,

মালসার, কফি, চা ও তুলা ক্রয়-বিক্রয় বিক্রয়করের অধীন করা হইয়াছে। বোম্বাইয়েও বিক্রয়করের পরিধি বিস্তৃত করিয়া প্রায় ৩ কোটি টাকার অধিক আয় হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে বিক্রয়করের অধীন বিলাস-দ্রব্যের তালিকা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং প্রমোদকর, বিজলীকর ও মোটর গাড়ীর উপর আরোপিত করের হার উচ্চ করা হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে এবারের বাজেটে কোন নূতন করবর্ধের প্রস্তাব না থাকিলেও পূর্ব বৎসরে প্রস্তাবিত বিক্রয়কর হইতে প্রচুর আয় অর্জিত হইয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতির যুগে প্রাদেশিক বাজেটে আয়-ব্যয় সমতার যত বড়ই প্রয়োজন থাকুক না কেন, তন্মধ্যে এইরূপ করবৃদ্ধিকে কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। যেসকল খাতে কর বর্ধিত করা হইয়াছে, বিক্রয়কর তাহার মধ্যে প্রধান। বিক্রয়কর একটি পরোক্ষ কর এবং বিক্রয়কর না বলিয়া ইহাকে ক্রয়কর বলাই উচিত। কারণ বিক্রেতা কোনদিনই নিজের মুনাফার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া সরকারকে এই রাজস্ব দেয় না। সে তাহার পণ্যের মূল্য বর্ধিত করিয়া করের বোঝা প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাকেই বহন করিতে বাধ্য করে। এই বিক্রয়কর আবার প্রসারিত হইয়া এখন খাদ্যদ্রব্য ও জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উপরেও বসিয়াছে। ইহার ফলে মূল্যমান আরও উচ্চ হইবে এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহাতে একদিকে যেমন ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে, তেমনি আবার মুদ্রাস্ফীতিরও নিরসন হইবে না। কেননা উচ্চমূল্যই যে-মুদ্রাস্ফীতির মূল, মূল্যমানকে আরও উচ্চ করিয়া নিশ্চয়ই তাহার অবসান হইবে না।

অবশ্য একথা সত্য যে, শাসনতন্ত্রের বর্তমান বিধান অনুসারে প্রদেশসমূহের রাজস্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্র নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ভূমি-রাজস্ব, আবগারী কর, বনজদ্রব্য, প্রমোদকর ও বিক্রয়কর—মোটামুটি এই কয়টিই হইল প্রাদেশিক রাজস্বের উৎস। ইহার মধ্যে ভূমিরাজস্ব অপ্রসারণশীল উৎস—আবশ্যকমত ইহার পরিমাণ বর্ধিত করা চলে না। কৃষি-আয়কর দ্বারা করিয়া এই উৎসটিকে প্রসারণশীল করিবার চেষ্টা অবশ্য এখন হইতেছে। কিন্তু কৃষকের আয়ের মাত্রা বর্ধিত না হওয়া পর্যন্ত ইহা হইতেও বিশেষ কোন আয়বৃদ্ধির আশা নাই। বনসম্পদও খুব প্রসারণশীল নহে। প্রমোদকরের খাতে অবশ্য আয় বর্ধিত করিবার সুযোগ আছে। কিন্তু সমগ্র প্রয়োজনের বিচারে ইহা যেন অপ্রচুর, জনসাধারণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আবার ইহাতে সৃষ্ট হয় অধিক। কারণ স্বাধীনতা কেবল তপস্যারই প্রেরণা নহে, জীবনকে উপভোগ করিবার সুযোগও বটে। সেইদিক হইতে প্রমোদকরকে অবাধে বর্ধিত করিয়া যাওয়াও সম্ভব হইবে না। সুতরাং বিক্রয়করই সকল প্রদেশের বর্ধিত ব্যয়ভার বহন করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্র-কল্যাণ ও সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিক্রয়করের এই ব্যাপক প্রসার শুভলক্ষণ বলা চলে না। ইহাতে কেবল জনসাধারণই উত্যক্ত হইতেছে না, মূল্যমানের অবনতিসাধনও সম্ভব হইতেছে না। তাছাড়া একই সামগ্রীর উপর বিভিন্ন হারে বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয়কর আরোপিত থাকায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যও ব্যাহত হইতেছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। বিক্রয়করের এই কুফল বিবেচনা করিয়াই কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে প্রাদেশিক অর্থসচিবদের যে সম্মেলন হয় তাহাতে বিক্রয়করসম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নীতিও গৃহীত হয়। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পক্ষে উক্ত সম্মেলনে নির্ধারিত নীতিই যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিক্রয়কর আজ যে-রূপ লাভ করিয়াছে তাহাতে আয়কর এবং এস্টেট-ডিউটির মতো ইহাকেও কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

ইহাতে অবশ্যই এইরূপ আপত্তি উঠিবে যে, বিক্রয়করও কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হইলে প্রদেশগুলি কি করিয়া জাতিগঠনমূলক কার্যকর্ম চালাইয়া যাইবে। ইহার উত্তর খুব সহজ, যদি শাসনতন্ত্রের কাঠামো পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনার দায়িত্ব কেবল প্রদেশেরই থাকিবে না, কেন্দ্রেরও ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে গেলে স্বাধীন ভারতে যে-কোন ব্যয়বহুল ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—তাহা সেচকার্য, কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা—ইহার যাহা কিছু সংক্রান্তই হউক না কেন, তাহার দায়িত্ব হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রদেশসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণভাবে প্রদেশে শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি, গ্রামগুলির সংস্কার, রাস্তাঘাটের সংস্কার, জনস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সাধারণ ব্যয় পরিকল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। প্রদেশগুলি ভূমি-রাজস্ব, কৃষি-আয়কর, বনসম্পদ, প্রমোদকর প্রভৃতি হইতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে-সাহায্য লাভ করিবে তদ্দ্বারাই এইসকল দায়িত্ব তাহাদিগকে মিটাইতে হইবে। মাদকবর্জন প্রভৃতির ব্যাপারেও অত্যুৎসাহ প্রদর্শন আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইবে। অন্যান্যক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির ফলে কেন্দ্রীয় রাজকোষ যখন সচ্ছল হইয়া উঠিবে তখনই হইবে এইরূপ আদর্শবাদী কার্যক্রম অনুসরণের প্রকৃত সময়, তৎপূর্বে নহে। সুতরাং এবারের প্রাদেশিক বাজেটসমূহ আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি যে, অতঃপর জাতিগঠনের দায়িত্ব প্রধানতঃ হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এতদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের ক্ষেত্রও প্রসারিত করিতে হইবে। ইহাতে সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি যেমন সহজতর হইবে, রাজনৈতিক সংহতিও তেমনি সুনিশ্চিত হইবে। প্রাদেশিকতা আজ যেভাবে জাতীয় ঐক্যকে প্রভাবিত করিতেছে, তাহাতে প্রাদেশিক নির্বাচকদের মনোনীত মন্ত্রিমণ্ডলকে জাতির আর্থিক ক্ষেত্রে এত অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

এই প্রসঙ্গে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিকাশ সম্পর্কে একটি দিকের উপর আলোকসম্পাত করিবার আবশ্যকতা আছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে ইংরাজের তৎপরতা ও পরিকল্পনা অনুসারে। প্রথমে সরকারের উপর কাজের চাপ কমাইবার জন্য এবং তৎপরে দেশের বাড়ন্ত জাতীয়তাবাদকে প্রশমিত রাখিবার জন্য অধিক মাত্রায় দায়িত্ব প্রদেশগুলির উপর ন্যস্ত হয় এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবার পরে প্রাদেশিক সরকারগুলির রাজস্বখাতও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ছিল বড়লাটের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানের অধীন আর প্রদেশগুলি ছিল লোকায়ত্ত সরকারের কর্তৃত্বাধীন। আজ সমগ্র দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে এই কৃত্রিম ভেদ জিয়াইয়া রাখিবার কোনই যুক্তি থাকিতে পারে না। আজিকার কেন্দ্রীয় সরকার কোন অংশে প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় জনসাধারণের [illegible] নাগালের বাহিরে নহে। তবে কেন আমরা এখনও পুরাতনের কৃত্রিম কাঠামোকেই আঁকড়াইয়া থাকিব ?

প্রাসঙ্গিক

সরোজিনী নাইডু

সরোজিনী দেবী আর নাই। [illegible]

[illegible] মহাত্মাজীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। [illegible] পরিষদের সভানেত্রী ছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিতা থাকাকালেই [illegible] তিনি [illegible] 'ডান্ডি অভিযানে' [illegible] বৈঠকে [illegible] সভানেত্রীর পদে [illegible] ১৯৪৭ সালের [illegible] দিল্লীতে তিনি আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ইহার পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

তাঁহার মৃত্যু কতকটা অকস্মাৎ হইলেও, জীবন সায়াহ্নেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত হইলেও শোক প্রকাশ করিব না। পরিপূর্ণ জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। একটি হাত ভরে [illegible] লইয়া এবং একটি হাত ভরিয়া [illegible] লইয়া তিনি ভারত ও ভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার [illegible]

[illegible]

[illegible]

অভিজাত রুচির যোগ্য
হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেডিও

গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড [illegible]

হবে। কাশ্মীর প্রশ্নের [illegible] সম্পর্কে যেমন ভারতের কোন স্বার্থ নাই তেমনি বিদেশের [illegible] সম্বন্ধে ভারতের কোন লাভ থাকা নাই। এক্ষেত্রে যেন মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই [illegible] সেই সময় হইতে কাশ্মীর দেশের [illegible] আক্রমণ করিয়া [illegible] কথা কি করিয়া ভারত চিন্তা করিতে পারে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি না।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মতামতের বিচার করিতে হয়। [illegible] প্রতিনিধিদল [illegible] সকল রাষ্ট্রগুলোর [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েত [illegible] ভারতের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible]। এখন [illegible] প্রতিনিধিদলের [illegible] ও [illegible] একযোগে [illegible] শক্তিগুলির [illegible] [illegible] না এবং সেজন্য [illegible] পক্ষে [illegible] পূর্ণশক্তি [illegible] আবশ্যক [illegible]। এখন সকলের এই পূর্ণশক্তি [illegible] [illegible] পরে [illegible] এখনই [illegible] নাই [illegible] [illegible] হইতে পারে [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] রাষ্ট্রগুলিকে [illegible] নিকট [illegible] একটি [illegible] [illegible] পূর্ণশক্তি [illegible] না [illegible] [illegible] নাই হইবে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] না করিয়া [illegible] করিতে [illegible]। [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] উহাদের [illegible] হইবে কি?

হীরাকুঁদ পরিকল্পনার অগ্রগতি

আমাদের দেশে [illegible] কথা আমরা জানি। [illegible] [illegible] পরিকল্পনার [illegible] ইঞ্জিনিয়ার এম. ডি. [illegible] [illegible] বিবৃতিতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] পরিকল্পনা [illegible] একটি [illegible] নির্মিত হইবে। এই [illegible] পরিকল্পনা ও [illegible] ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং মোট প্রায় ৮ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। এই [illegible] প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার অন্যান্য নদীগুলির [illegible] এই [illegible] বাঁধ [illegible] রচনা করিয়াছেন। [illegible] নদী পরিকল্পনাগুলির [illegible] মহানদীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিকল্পনাগুলির [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে এবং [illegible] এবং [illegible] প্রচুর [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] নূতন যুগের সূচনা করিতেছে।

[illegible] আরও প্রমাণ যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] করিতেছি না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইবে, [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] যায়।

পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে ?

পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানরাষ্ট্রের আদর্শ সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁ পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে লিয়াকত আলী সাহেবের এই ঘোষণায় আমরা কৌতুক অনুভব করিয়াছি। কারণ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবী করা হইয়াছিল তাহার ভিত্তি ধর্ম। হিন্দু মুসলমান বিভিন্নজাতি বলিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র বাসভূমি [illegible] মুসলমানদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দাবী করে। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পাকিস্তান [illegible] [illegible] হইবে তাহা যে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। বস্তুত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে যখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। পাকিস্তান যে ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে [illegible] বলিতে লিয়াকত আলী সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] এই সম্পর্কে কায়েদে-আজম [illegible] কথা [illegible]: পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে এবং একাধিক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ইসলামের 'শরিয়ত' অনুসারেই পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। লিয়াকত আলী সাহেবও এই কথা অস্বীকার করেন নাই। তিনি বরং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইসলামকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মুসলিম-প্রধান অথবা [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] ইসলামকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইসলাম-শাসিত রাষ্ট্র ধর্মীয় রাষ্ট্র নহে। তবে ইসলাম কোন ধর্ম নহে!

অতঃপর লিয়াকত আলীর এই কঠিন যুক্তিজাল ভেদ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে অধিকাংশ লোকই অসমর্থ হইবে। ইসলাম ধর্ম কি না, অথবা ইসলাম অর্থে ধর্মকে কি না বোঝায় তাহা আমরা বুঝিলাম না। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, ইসলাম যদি একটা আদর্শমাত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'ইসলাম' কথাটির স্থলে 'সাম্য' কথাটি ব্যবহৃত হইল না কেন? তাহা হইলে পাকিস্তানের অধিবাসীদের যেমন [illegible] তেমনি অমুসলমান সম্প্রদায়ও তেমনি পাকিস্তানকে নিজেদের রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে পারিত। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জনাব লিয়াকত আলী এমনকি মুসলমান রাষ্ট্রগুলির প্রতি [illegible] করিতে বলিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা এ যে, তাঁহাদের [illegible] [illegible] পাকিস্তানের সর্ব [illegible] [illegible] অমুসলমান সংখ্যালঘুদের আশা পূর্ণ না হইয়া [illegible] হইবে।

সংবাদলিপি

লণ্ডন

ইঙ্গ-ফরাসী অর্থনৈতিক আলোচনা—প্রতিকূল বাণিজ্যিক গতি—সোভিয়েট পুনর্গঠন—[illegible]

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ৫ই মার্চ—ফরাসী অর্থনৈতিক দলের সহিত বাণিজ্য ও অর্থ-বিষয়ক আলোচনার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্রব্যের [illegible] আলোচনার ফলে [illegible] [illegible] [illegible] পারে।

[illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ, ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে [illegible] রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। এই মাসে আমদানি [illegible] মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড। [illegible] [illegible] মাসে [illegible] বাণিজ্যিক [illegible] পরিমাণ হইয়াছে ২ কোটি ৯২ লক্ষ পাউণ্ড।

১৯৪৮ সালের রপ্তানি [illegible] [illegible] [illegible] মাসে গড়পড়তা ১৮ কোটি ৩ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যের রপ্তানি। রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৩৮ সালের [illegible] [illegible] ১৩৮ ভাগ।

[illegible] পার্লামেণ্টে বৃটিশ সোভিয়েট এবং [illegible] পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও [illegible] সম্পর্কে আলোচনা হয়। বৃটিশ সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ পাউণ্ড মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে এবং [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

'[illegible] অব্ বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রিজ', '[illegible] অব বৃটিশ [illegible] অব কমার্স' এবং '[illegible] [illegible] অব [illegible]', তাঁহাদের '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না থাকিতে [illegible] [illegible]। তবে তাঁহারা এই বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বলা হইয়াছে যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আরও বলা হইয়াছে যে, সরকারী বিষয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান [illegible] পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে কোন বিল উত্থাপনের আর প্রয়োজন হইবে না।

ওয়াশিংটন

উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি—শক্তি উৎপাদন [illegible] পরিকল্পনা—সরবরাহ হ্রাসপ্রাপ্ত দ্রব্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ—বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে নূতন রেকর্ড—[illegible] শিল্পের প্রভূত উন্নতি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৫ই মার্চ—[illegible] [illegible] আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে তাহার বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। এই আলোচনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আটলাণ্টিক [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আলোচনার কোনরূপ [illegible] [illegible] [illegible] নাই। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, পার্লামেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তবে [illegible] আলোচনায় [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] চুক্তিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। চুক্তি সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে যে, তিনি [illegible] আটলাণ্টিক চুক্তি সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আলোচনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই।

[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৯ সালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৯ সালের [illegible]।

[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৮ সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৭ সালে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪৮ সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

দিল্লী

[illegible] আলোচনা—বাজেট আলোচনার নব-পদ্ধতি—দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের [illegible]

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ১লা মার্চ—পার্লামেন্টে বাজেট সম্পর্কে আলোচনার [illegible] প্রধান মন্ত্রী [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] বক্তৃতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিকল্পনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। [illegible]

বাজেটের বৈদেশিক নীতি খাতে ব্যয়ের [illegible] উপর [illegible] সর্বাপেক্ষা বৈদেশিক [illegible] পূর্ণ সমালোচনা করেন। বাজেট বিতর্কালে আলোচনার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। [illegible] কোন [illegible] প্রকার [illegible] না করিয়া নীতিগতভাবে [illegible] করিতে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিতে চাহেন—এমন কি বিভাগে ব্যয় প্রস্তাবগুলির কতক হ্রাস করিয়া [illegible] আলোচনার [illegible] তাঁহারা [illegible] পারেন। বাজেটের [illegible] আলোচনাকালে [illegible] এই নূতন পদ্ধতি [illegible] প্রবর্তিত হইয়াছে। পার্লামেন্টে বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতাকালে [illegible] বলেন যে, [illegible] [illegible] বক্তৃতা করিয়াছেন, যেন [illegible] বিরোধী সম্প্রদায়। তাহাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] দাবী করেন যে, [illegible] বৈদেশিক নীতি [illegible] অর্জন করিয়াছে। আমাদের [illegible] ও বৈদেশিক [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] পরিবর্তে ভারতীয় প্রতিনিধিরা [illegible] করিয়াছেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে [illegible] এবং [illegible] [illegible] হইবে এবং [illegible] [illegible] কোন [illegible] হইবে না। [illegible] আমাদের পূর্ণ স্বাধীন [illegible] কোন [illegible] নহে, [illegible] আমরা সেই [illegible] পূর্ণ অধিকারী হইতে চাই। ইন্দোনেশিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, আমেরিকা [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৈদেশিক [illegible] [illegible] হইয়াছে।

দেশরক্ষা খাতে [illegible] সম্পর্কে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ দিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশরক্ষা খাতে [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে আমরা [illegible] উপর নির্ভরশীল হইতে পারি না। আমাদের নিজস্ব [illegible], বৈজ্ঞানিক ও [illegible] [illegible] উপর নির্ভর করিতে হইবে। [illegible] তিনি বলেন যে, এখানেও [illegible] [illegible] বিজ্ঞানের অভাব [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] এক্ষেত্রে [illegible] করিয়াছেন এবং [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible]। তবে আমাদের নিজস্ব [illegible] [illegible] পরিকল্পনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

শিল্প ও [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৩০,০০০ টন ও ১০০,০০০ টন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

বোম্বাই

কাঁচা-মালের উপর নিয়ন্ত্রণ—তুলার উপর নিয়ন্ত্রণ [illegible]—আমদানীর উপর [illegible]—ইস্পাতের উৎপাদন হ্রাস

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২রা মার্চ—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুলা, [illegible] পাট, [illegible] [illegible] ও [illegible] প্রভৃতির উপর

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এসি, ডিসি জেনারেটার, ওয়েল্ডিং জেনারেটার, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার প্লান্ট ওয়েল্ডার এবং সর্বপ্রকার ইলেকট্রিক সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

সঙ্কলন

[illegible] পাঁচ টাকা [illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারত সরকারের এক টাকার নোট

[illegible]

ভারত সরকারের যে নূতন এক টাকার নোট [illegible] পাকিস্তান সরকারের [illegible]

ভারতে পাট উৎপাদন

[illegible]

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [illegible]

[illegible]

[illegible]

আসামের সহিত রেলওয়ে সংযোগ

[illegible]

[illegible]

১৯৪৮–৪৯ সালে জোয়ার, বজরা ও ভুট্টার উৎপাদন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিকানীর ও মৎস্য ইউনিয়নে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইঞ্জিনীয়ারিং

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিদ্যুৎ-চালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র

[illegible]

মধ্যপ্রদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা

প্রদেশের যে সকল স্থানে জন-সংখ্যার আয় সেই সকল স্থানে মোট আয়ের [illegible] প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের যে-পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা আংশিকভাবে কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছিল যে, প্রতি বৎসর ৯০০ শিক্ষকের পদ খোলা হইবে। কিন্তু ভারত সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে ঐ সংখ্যা হ্রাস করিয়া [illegible] করা হইয়াছে

বর্তমান বৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য বর্তমান বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ৯টি সরকারি বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই বুনিয়াদি শিক্ষাদান সুরু করা হইয়াছে।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহের দেনা-পাওনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের দেনা-পাওনা সহিত সম্পর্কিত [illegible] শেষ হইয়াছে। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনা [illegible] সম্পর্কে সরকারের আলোচনা হয়। কারণ, এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত হইবে তদনুসারে অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আইন ১৬ই মার্চ (১৯৫২) হইতে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া ১০ই মার্চ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

পাকিস্তানে মাল রপ্তানিতে আরও কতকগুলি দ্রব্যের লাইসেন্সমুক্তি

ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর হইতে ইতিপূর্বে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত হইতে পাকিস্তানে দ্রব্যাদি রপ্তানি করিতে সাধারণ লাইসেন্স-সংক্রান্ত বাধানিষেধ অপসারিত করা হইবে। এই নীতি অনুসারে ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আপাততঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাকিস্তানে রপ্তানি করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না :—

১। লবণ, ২। রেশম ও (সুতা ছাড়া) রেশমজাত দ্রব্যাদি, ৩। পশমজাত দ্রব্যাদি, ৪। এলুমিনিয়মের দ্রব্যাদি, ৫। সেলাইয়ের কল (অংশাদি), ৬। [illegible], ৭। [illegible] ও [illegible], ৮। প্রেসার ল্যাম্প, ৯। সাবান, ১০। ছোট ছোট যন্ত্রাদি (অংশাদি), ১১। [illegible] (অংশাদি), ১২। [illegible] ও [illegible] (অংশাদি), ১৩। [illegible] (অংশাদি), [illegible]। [illegible], ১৪। [illegible], ১৫। [illegible], ১৭। বৈদ্যুতিক ল্যাম্প, ১৮। বৈদ্যুতিক [illegible]।

উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে অধিকাংশেই ভারত এক প্রস্তাব দেন যে, [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড

১৯৫২-৫৩ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড গঠিত হইয়াছে :—

(১) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার (এক্স অফিসিও) প্রেসিডেন্ট, (২) পশ্চিমবঙ্গের [illegible] বিভাগের ডিরেক্টর (এক্স অফিসিও), (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী (এক্স অফিসিও), (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী (এক্স অফিসিও), (৫) [illegible], (৬) [illegible], (৭) কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] একজন প্রতিনিধি, (৮) [illegible], (৯) [illegible], (১০) [illegible], (১১) [illegible], (১২) [illegible]।

কলিকাতা সেন্সরবোর্ডের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এই বোর্ডের এক্স অফিসিও সেক্রেটারী হইবেন। ইঁহাদের কার্য্যকাল ১৯৫২ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৫৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছে।

মাল-বুক সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা

১৯৫২ সনের ১লা মার্চ হইতে কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থায় বর্তমানে [illegible] ও পার্শেল-এর মাল-বুক [illegible] পরীক্ষা করা হয়। এই [illegible] [illegible] প্রবেশ করিতে হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] হইবে :—[illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইবে এবং পরে পরীক্ষার জন্য মাল-বুক [illegible] প্রবেশ করা হইবে। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] আবেদন [illegible]।

কলিকাতা-করাচী সরাসরি বিমান চলাচল

১লা মার্চ হইতে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স [illegible] [illegible] এক দিন কলিকাতা ও করাচীর মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল করিবে। [illegible] দিল্লী ও যোধপুর দিয়া যাতায়াত করিবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী বেলা [illegible] বিমানটি কলিকাতা ত্যাগ করিবে এবং বেলা [illegible] দিল্লীতে পৌঁছিবে। বেলা [illegible] দিল্লী হইতে [illegible] ঠিক [illegible] বিমানটি অপরাহ্ন ৫-৩০ মিঃ যোধপুর উপনীত হইবে। পরিশেষে অপরাহ্ন [illegible] ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া রাত্রি [illegible] বিমানটি করাচীতে উপনীত হইবে। অন্যদিকে সকাল [illegible] করাচী হইতে যাত্রা করিয়া বিমানটি অপরাহ্ন [illegible] কলিকাতায় উপনীত হইবে। পূর্বে করাচী-কলিকাতা ও কলিকাতা-করাচীর বিমান যাত্রীদিগকে দিল্লীতে অপেক্ষা করিতে হইত। এক্ষণে একদিনেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হইবে।

পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষার সংস্কার

বাংলা ভাষার সংস্কার ও [illegible] বিষয়ের জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটি পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ভাষা, ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতির [illegible], সংস্কার ও [illegible] বিষয় বিবেচনা করিয়া এতৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত সংবাদ ঘোষণা করা হয়। কমিটি বিবেচনা করিবে যে কি কি পথ, [illegible] প্রভৃতি বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবেন। বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য স্থাপনের নিমিত্ত কমিটি বাংলা ভাষার সংস্কার সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন। তিন মাসের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট পেশ করিবেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (চেয়ারম্যান), জনাব [illegible], ডাঃ এ. এম. মালেক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, ডাঃ [illegible], মওলানা [illegible], ডাঃ মোহাম্মদ [illegible], জনাব [illegible], শ্রীগণেশ বসু, শ্রী[illegible] [illegible] ও মোহাম্মদ [illegible] (সেক্রেটারী) লইয়া উক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রাশিয়ার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি

সোভিয়েট সর্বশেষ জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৯৫২ সালের বাজেটে [illegible] [illegible] অধিকতর বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটে মোট ব্যয়-বাজেটের শতকরা ২১ ভাগ সৈন্য-বাহিনীর জন্য ব্যয় করা হইয়াছে। ইহার পরিমাণ হইবে [illegible] কোটি রুবল, অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ১,৭৬০ কোটি রুবল বেশী ব্যয় করা হইয়াছে।

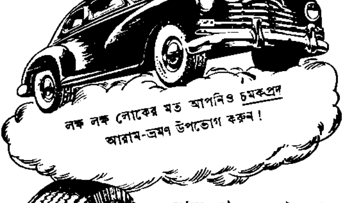
লক্ষ লক্ষ লোকের মত আপনিও চমকপ্রদ
আরাম-ভ্রমণ উপভোগ করুন !

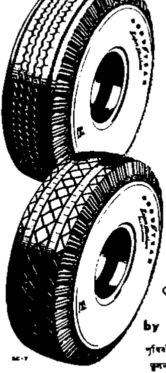

অধুনিকতম গাড়ীর মত এখন এই নূতন সুপার-কুশন যে-কোন গাড়ীতেই লাগান যায়।

মুক্ত এবং অধিকতর নমনীয় এই টায়ার অধিক বায়ু বহন করে—কিন্তু শক্তির জন্য ইহার বায়ুচাপ আবশ্যক হয় মাত্র ২৪ পাউণ্ড।

আপনার গাড়ীতে সুপার-কুশন দ
এই সকল সুফল লাভ করিবেন :

- যে-কোন রাস্তায় আরামে ভ্রমণ !
- টান বেশী—অধিকতর নিরাপত্তা !
- গাড়ীর অপেক্ষাকৃত কম ভাঙ্গ-চুরি !
- কম ঝাঁকানি—কম মেরামতী খরচ !
- অল্প খরচে অধিক মাইল !
- কাটিয়া যাওয়া রোধের অধিক ক্ষমতা !

The new
Super-Cushion
by GOODYEAR

পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধিকাংশ লোক অন্য যে-কোন টায়ারের তুলনায় গুডইয়ার টায়ারই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

[illegible]

টাকার বাজারে সচ্ছলতার আভাস

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible] কোটি টাকা—[illegible] কোটি টাকা)। [illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোটি টাকা [illegible]

সম্পাদকের দপ্তর

বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিবর্তিত গতি

ভারত বিভাগের [illegible] ভারতের [illegible] পরিমাণ [illegible] বাণিজ্য এখনও [illegible] হয় নাই। বর্তমানে অবস্থা এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে যে, বাণিজ্য সম্পর্কে উভয় নীতি অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। এই নীতি নির্ধারণকালে [illegible] জাপান ও পাকিস্তানের আবির্ভাবের ফলে বিশ্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। আর এই সম্পর্কেই ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রচার করা হইয়াছে যে [illegible] বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে এবং [illegible] পক্ষে আরও উদ্যোগী হওয়া এবং উন্নততর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পাকিস্তান [illegible] সাময়িক [illegible] উপর [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হ্রাস পাইতেছে। [illegible] ফলাফল কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে শিল্প এবং বাণিজ্যের রপ্তানির উপর [illegible] মূল্য প্রতিযোগিতার প্রশ্ন [illegible] করা সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় ভারতের শিল্পগুলি অনেকটি নূতন বাজার দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর ক্ষেত্রে জাপান ও জার্মানীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে যেন এ সকল বাজার বেদখল হইয়া না পড়ে। এমন বহু কারণ বর্তমান আছে, যাহার ফলে আমরা বাণিজ্য যুদ্ধ [illegible] জিতিয়া যাইতে পারি। তবে [illegible] রপ্তানি [illegible] অধিক সুবিধা আদায় করা যাইবে। পাকিস্তান বাজার এবং [illegible] উদ্যোগের সঙ্গে বাণিজ্য-বাণিজ্য চালাইলে [illegible] আর্থিক লাভই হইবে না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারত লাভবান হইবে।

বাজেট সম্পর্কে [illegible] আলোচনায় [illegible] এই আশা প্রকাশ করেন যে, বিদেশ [illegible] বাজার-দরের ফলে প্রকৃত পরিমাণ [illegible] করা যাইবে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া [illegible] পরিমাণ [illegible] রপ্তানি করিলেই চলিবে এবং [illegible] ১৯৫৮ সালের [illegible] অপেক্ষা [illegible] মূল্য কম করা যাইবে। পাটজাত দ্রব্য, চা, তুলা, [illegible] ইত্যাদি প্রধান রপ্তানিযোগ্য [illegible] বৈদেশিক [illegible] মূল্য [illegible]। [illegible] পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হিসাবে [illegible] বৎসরের মূল্যের [illegible] পাইয়া থাকি। পাকিস্তান হইতে কাঁচা পাট ও তুলা [illegible] অসুবিধা এবং [illegible] উপর [illegible] প্রচুর বাজার [illegible] হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible] হইবে। ইহাতে বিদেশে [illegible] থাকিলেও আশঙ্কার হেতু নাই। [illegible] হইতে মূল্য [illegible] না হইলে বৈদেশিক বিভিন্ন [illegible] হইতে পারিবে। [illegible] পরিমাণ [illegible] মুদ্রার মূল্য [illegible] হইবে না। [illegible] পরিবর্তনের মুখে কোন নির্দিষ্ট [illegible] ব্যাপার। অবশ্য প্রতি [illegible] দুই [illegible] মধ্যেই প্রধান [illegible] অপসারণ করা যাইতে পারে।

খাদ্যশস্য

[illegible] খাদ্যশস্যের দরে [illegible] ছিল। [illegible] পূর্বাপেক্ষা [illegible]। [illegible] দুই, বজরা ও জোয়ারের চাহিদা [illegible] দেখা দিয়াছে। নিম্নলিখিত হারে খাদ্যশস্য বিক্রীত হইতেছে :—

খাদ্যশস্য	মূল্য
গম	২০৲
[illegible]	১৩৲
অড়হর	১৩৲
মুগ	১১।০
মসুর	১৬৲
ছোলা	১৬৲
যব	১১৷৵০
ভুট্টা	১২৲
বজরা	১৬৲
জোয়ার	১৬৲

[illegible] এই মাসে দুই লক্ষ টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৮১,৬১৮ টন চাউল [illegible] হইতে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] অসুবিধা দেখা দিতে পারে [illegible] হইয়াছে। প্রায় ৮ লক্ষ টন মোট আমদানির মধ্যে ৬৮১,০০০ টন চাউল [illegible] করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে যাহা কোটা ছিল ১,২৫০,০০০ টন এবং [illegible] ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৫৯ সালের কোটাও [illegible] হইবে। তবে [illegible] অবস্থা [illegible] উপর নির্ভর করিতেছে। [illegible] যে সময়ে শেষ হয়, সেই সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে।

খাদ্যশস্য	পরিমাণ
গম	৩৫,১০০ টন
চাউল	৩৬,৮০০ টন
যব	১৬,০০০

১৯৫৯ সালের [illegible] হইতে প্রধান খাদ্যশস্যের মোট আমদানির পরিমাণ হইতেছে :—গম—৩১০,৮০০ টন, মাইলো—১১০০ টন, চাউল—১১০,৩০০ টন।

বজরা, ভুট্টা ইত্যাদির পূর্বাভাস

(১০০০ একর জমি হিসাবে)　হ্রাস

	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	%
বজরা	১৫,৮০৭.৩	১৬,১৫৭.০	৬.৭
ভুট্টা	৯,৪৪০.০	৯,৫৭১.১	৬.৫
জোয়ার	৮০,৩৫৯.০	৮২,৮১২.০	৩.৭

[illegible] পূর্বাভাসে ১৯৫৮ সালের [illegible] হ্রাস [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible]।

গুড়

[illegible] বাজারে [illegible] স্থির ছিল। [illegible] পরিমাণ ছিল [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] পরিমাণ ছিল [illegible]। [illegible] ১০৲ টাকা, [illegible] পর্যন্ত উঠিয়া শেষ [illegible] ছিল [illegible]। [illegible] প্রতি [illegible] হিসাবে [illegible] ছিল।

চিনি

চিনি ও [illegible] বাজারে [illegible] ছিল। [illegible] হইয়াছে [illegible]। [illegible] ছিল [illegible] হইতে ৩২ টাকার মধ্যে ছিল। [illegible] চিনির [illegible] প্রতি [illegible] প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। [illegible] হইতেছে, [illegible] সরকারী [illegible] পরিমাণ [illegible] বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] চিনির [illegible] পরিমাণ [illegible] চিনির [illegible] যাইবে।

চা

এই সপ্তাহে [illegible] ২২,৪০০ প্যাকেট [illegible] চা বাজারে বিক্রয়ের জন্য [illegible]। [illegible] দুই [illegible] হইয়াছে। [illegible] চা ও [illegible] চাহিদা [illegible] কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

[illegible] বাজারের [illegible] ১৮,০০০ প্যাকেট [illegible] হয়। [illegible] ছিল ১৩,২৫০। [illegible] চাহিদা [illegible] ছিল; [illegible] হইতে [illegible]।

বাজারের কথা

যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

সংবাদলিপি

(পূর্বের [illegible] পৃষ্ঠার)

[illegible]

[illegible]

তিনটি ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * * * *

[illegible]

[illegible]

নিয়মাবলী

★ 'আর্থিক ভারত' প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
'আর্থিক ভারত', ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৫৩)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

[illegible]

ইণ্ডিয়্যান ব্যাঙ্কিং জার্নাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
ওল্ড কমার্শিয়্যাল বিলডিংস্
কলিকাতা ১

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

দায়—

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]	[illegible]		
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—

[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
আমানত—			
(ক) [illegible]	[illegible]		
(খ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]			
(ক) [illegible]			[illegible]
(খ) [illegible]			—
(গ) [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

দায়—

[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

([illegible])

[illegible]

[illegible]

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

[illegible]

ইস্যু বিভাগ—

দায়—

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়

[illegible]			[illegible]
[illegible]			
আমানত—			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সম্পত্তি—

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বাজার দর			
							[illegible]	[illegible]	
ইঞ্জিনিয়ারিং									
ইণ্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
টাটা আয়রন	[illegible]	[illegible]							
বার্ন	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কয়লাখনি									
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
[illegible]	[illegible]				[illegible]				
[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]				—
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
কাপড়ের কল									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]				

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চটকল

চা-বাগান

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চা-বাগান

[illegible]

বিবিধ কল

[illegible]

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

বিবিধ

● যে কোন প্রকার বীমার জন্য—
"জীবন", "অগ্নি", "সামুদ্রিক"
"দুর্ঘটনা", "মোটরগাড়ী" ইত্যাদি
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।
ফোন—ব্যাঙ্ক ৬৭

আর্থিক ভারত

অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটরগাড়ী ও
জীবন সম্পর্কিত
শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স
কোং লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা

২য় বর্ষ ১২ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৯ই চৈত্র, ১৩৬৬ ২৩শে মার্চ, ১৯৬০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
বাজেট, কাঁপাই ও বৈদেশিক মূলধন
প্রাসঙ্গিক
আটলান্টিক চুক্তি, ভারতের বস্ত্রনীতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব, ভারতের শস্যক্ষেত্র, পাক-ভারত ঋণ চুক্তি [illegible]
সংবাদলিপি
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী.
[illegible]

বিষয়
অর্থালোক
মুদ্রামান সম্পর্কে সরকারী নীতি
পণ্যদ্রব্যের বাজার
মূল্যমানের গতি [illegible]?
বাজারের কথা
[illegible]
যৌথিক
[illegible]

বাজেট, কাঁপাই ও বৈদেশিক মূলধন

ভারতীয় পার্লামেন্টে বাজেটবিতর্কের উপসংহারপ্রসঙ্গে অর্থসচিব শ্রী মোরারজী দেশাই মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুদ্রাস্ফীতিই আজ দেশের সম্মুখে প্রধান সমস্যা এবং ১৯৬০-৬১ সালের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেটগুলি এই সমস্যার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রমোন্নতিশীল মূল্যমানের উল্লেখ করিলেও ইহার জন্য কেবল টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধিকেই দায়ী করেন নাই। বর্তমানে যে-মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে তাহাকে যথাযথ মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। কারণ মুদ্রার জমানতী স্বর্ণ ও স্টার্লিং-এর পরিমাণের বিচারে টাকার পরিমাণ বেশী বাড়িয়া যায় নাই। অবশ্য স্টার্লিংজমার অধিকাংশ [illegible] আজ খরচ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেদিক হইতে মুদ্রার জামানত-পরিমাণের সহিত প্রচলন-পরিমাণের কিঞ্চিৎ তারতম্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু মূল-গলদ রহিয়াছে টাকার চলতি বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন অনুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়াতে। মূলতঃ এই কারণেই আজ অধিক মুদ্রা অল্পতর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে চাহিতেছে ও মূল্যমান চড়িয়া যাইতেছে। আবার এই মূল্যমান চড়িবার ফলে উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি পাইতেছে এবং উহাতে মূল্য আরও বর্ধিত হইতেছে।

এই ক্রমোন্নতিশীল মূল্যমানের আপেক্ষিক বিচারেই আমাদের মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাইতে পারে,—অন্য কোন দিক হইতে নহে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সম্প্রতি যে-সকল আলোচনা, সম্মেলন, বিতর্ক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে সর্বত্রই মুদ্রাস্ফীতির তত্ত্বগত বিশ্লেষণ অনুসারে টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া মূল্যমানে অবনতি সাধন করিতে সরকারকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা অবশ্য এই উপদেশের যাথার্থ্য কোনদিনই স্বীকার করি নাই। আমাদের মতে চলতি নোটের প্রাক-যুদ্ধকালের পরিমাণের বিচারে আমাদের দেশে চলতি নোটের বর্তমান পরিমাণের তুলনা করা অযৌক্তিক। কারণ টাকা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। সুতরাং টাকার পরিমাণ দেশের দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও তাহার বিনিময়ের তীব্রতাকেই সূচিত করে। সেইদিক হইতে দেখিতে গেলে প্রাক-যুদ্ধকালে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না। কারণ

প্রাক্‌যুদ্ধকালের মূল্যমানে আমাদের দেশের রপ্তানী, কৃষক ও কুটির-শিল্পীদের এবং সাধারণভাবে ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। নির্দিষ্ট বেতন আয়কারী অথবা বণিকরাই কেবল প্রাক্‌যুদ্ধকালের মূল্যমানের সুবিধা ভোগ করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র দেশের বিচারে অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। অতএব যুদ্ধপূর্ব মূল্যমানের উল্লেখ করিয়া বর্তমান মূল্যমানকে কাগজী বলিয়া অভিহিত করা এবং জোর করিয়া টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া বর্তমান মূল্যমানকে যুদ্ধপূর্বকালের অবস্থায় ফিরাইয়া লওয়া অসম্ভব। ডাঃ সাহাই ঠিক এই কথাই সোজাসুজি না বলিলেও জোর করিয়া আইনবলে মূল্যমান হ্রাস করিবার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জোর করিয়া মূল্যহ্রাস করিলে এখন রপ্তানী কৃষকদের সর্বাধিক অসুবিধা দেখা দিবে এবং তাহাদের আয় কমিয়া যাইবে। সুতরাং এইরূপ বিপজ্জনক পথে পা না বাড়াইয়া মূল্যমান ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নামাইয়া আনিবার ডাঃ সাহাই যে-প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

ধাপে ধাপে এইরূপ মূল্যাবনতি সাধন করিতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, ঐ ক্রমিক মূল্যাবনতি ঘটানো যায় কিরূপে। উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত করিয়াই উহা সম্ভব। অধিক উৎপাদন সম্ভব করিতে পারিলে বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর সরবরাহ বর্ধিত করা যাইতে পারে এবং সেই পথে অধিক নোট প্রচলনের ফলে যে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতা সৃষ্ট হইয়া মূল্যমানকে উচ্চ করিতেছে তাহাকেও গ্রাস করা যাইতে পারে। ধাপে ধাপে মূল্যমান নামাইয়া আনিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এই পথে সমস্যার সমাধানে দুইটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে—প্রথমতঃ উৎপাদন-বৃদ্ধির উপায় এবং দ্বিতীয়তঃ যতদিন উৎপাদন-পরিমাণ বর্ধিত না হয় ততদিন অন্তর্বর্তী কার্যক্রম কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করা।

উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক প্রয়োজনীয় মূলধন, যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কারিগরের অভাব। এতদ্ব্যতীত দেশীয় শিল্পপতিদের মনোভাব আছে। জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারী নীতির সুস্পষ্ট বিবরণ দাবী করিয়া ভারতীয় শিল্পপতিগণ সরকারের অর্থনীতির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করেন। তাহারা রাজস্ব নীতিতেও তাহারা সংশোধন দাবী করেন এবং ধন বিনিয়োগের স্বার্থে উল্লেখ করিয়া মূলধনাগম, ব্যবসায় লাভ কর রহিত এবং অতিরিক্ত আয়করের পরিমাণ হ্রাস করিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। এতদনুসারে ভারতসরকারের শিল্পবিভাগ হইতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বর্তমান শিল্পসমূহে জাতীয়করণের নীতি প্রযুক্ত হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজস্ব ক্ষেত্রেও এবারের বাজেটে করহারগুলি মোটামুটি শিল্পপতিদের দাবী অনুযায়ী সংশোধন করা হইয়াছে। অবশ্য ব্যবসায়লাভ কর রহিত হয় নাই। কিন্তু মূলধনাগম কর রহিত হইয়াছে এবং অতিরিক্ত আয়কর হ্রাস করা হইয়াছে। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের পক্ষে দেশীয় শিল্পপতিদের মনোভাবগত যে বাধা বর্তমান ছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু মৌলিক বাধা এখনও বর্তমান। সমগ্র প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট মূলধন যেমন দেশীয় শিল্পপতিদের নিকট পাওয়া যাইবে না তেমনি আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কারিগরও সবটাই এখানে মিলিবে না। সুতরাং বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যক।

এই বৈদেশিক সাহায্য আবার দুই উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে—(১) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ অথবা (২) কোন একটি দেশ হইতে ঋণ বা সাহায্য গ্রহণ। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার কয়েকটী সমস্যা আছে। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ঋণ সুদসহ পরিশোধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সুদ শতকরা বার্ষিক ৪।।৹ হারে দিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ এইরূপ ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে কোন দেশ হইতে সোজাসুজি সাহায্যলাভ করিতে হইলে হয় সেই দেশের সরকারের নিকট অথবা তদ্দেশীয় ধনিকদের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আর কোন দেশ হইতে এইরূপ সরকারী বা বেসরকারী কোনরূপ সাহায্যই লাভ করা সম্ভব নহে। ব্রিটেনের নিকট আমাদের পাওনা ষ্টার্লিংএর বিড়ম্বনা তো সুবিদিত। প্রথমতঃ উক্ত পাওনা সম্পূর্ণ আদায় হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ উহা পাইলেও তাহার বিনিময়ে উপযুক্ত পরিমাণে আবশ্যক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ পাওয়া যাইবে না। কারণ ষ্টার্লিংমুদ্রা ব্যবহারকারী দেশগুলির কোনটিই আর যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং যাহা কিছু সম্ভাবনা মার্কিন মূলধনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। মার্শাল-সাহায্যের পথে মার্কিন মূলধনের সহায়তা লাভ করিতে পারিলেই সুবিধা হইত। কিন্তু আমেরিকার ভাবগতিক দেখিয়া তৎসম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া যাইতেছে না। বরং সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেকানেক শিল্পপতি ভারতে আসিয়া নিজেদের খরচে শিল্পস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাবকে আমরা মন্দ মনে করি না। কারণ এই উপায়ে বৈদেশিক মূলধনের সাথে সাথে আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক কারিগরও

[illegible] শস্যের

সুযোগ লাভ করিতে পারিবে [illegible] অর্থনীতি অনেকটা উন্নত হইবে। [illegible] কেন্দ্রসমূহ শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সরকারী নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমাদের এই সমস্তির বিশ্লেষণের প্রত্যক্ষ আমরা সহজেই নিশ্চিত করিয়া বিরত থাকিলাম।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির এই সকল পরিকল্পনার সফলতাই দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী এই সকল প্রচেষ্টার সুফল পাইতে বিলম্ব [illegible] বর্ধিত উৎপাদনের এই [illegible] পরিকল্পনার বিভিন্ন [illegible] পরিকল্পনা, এবং এইরূপ কৃষি ও কুটিরশিল্পের প্রসারের প্রতি সর্বপ্রকারে চেষ্টিত হইতে হইবে। কিন্তু সেই পথে না গিয়া বিকল্পব্যবস্থা [illegible] বঞ্চিত করিয়া স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে অত্যধিকভাবে [illegible] ও [illegible] পরিমাণের মধ্যে যে-সামঞ্জস্য বিধান করিবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি [illegible] দিয়া উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল হইবে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে।

উইলস সিজার্স সিগারেটের
ধূম পান করুন
চমৎকার আরাম বোধ করবেন
।/৫ আনায় ১০টি
স্থানীয় করের নিয়মাধীন।
W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON.

প্রাসঙ্গিক

আটলান্টিক চুক্তি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতের খাদ্যনীতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতের সাধুসমাজ

[illegible]

[illegible]

[illegible] উজ্জ্বল আলো প্রজ্জ্বলিত হইবে— সেই আলোকে উভয় ডমিনিয়নের জনসাধারণ অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া আর ভুল করিবে না।

[illegible] উভয় ডমিনিয়নের জনসাধারণের মনের মধ্যে [illegible] যদি [illegible] যে, উভয় ডমিনিয়নেই সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের [illegible]

[illegible]

পাক-ভারত শুল্ক সংহতি

[illegible] (Custom Union) [illegible]

[illegible]

[illegible]

এনারগন

বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত
টনিক গ্লিসারোফসফেট্স

অবসন্ন দেহ ও মনের
পরম রসায়ন

ENERGON
ENERGON

দৈহিক বা মানসিক অবসাদে ও অপুষ্টি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। রোগান্তে দুর্বলতা, রক্তহীনতা, যৌনবৈকল্য এবং বহুমূত্র যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়রোগেও ইহা উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

সংবাদলিপি

লণ্ডন

[illegible] বাণিজ্যিক [illegible]?—[illegible] ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের বাণিজ্য-চুক্তি—ইস্পাত-শিল্পে রেকর্ড উৎপাদন—১৯৪৮ সালে [illegible] বাণিজ্যের

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ওয়াশিংটন

কৃষিকার্যে যান্ত্রিক পদ্ধতির বহুল প্রচলন—ফসলের রপ্তানি হ্রাস—নূতন বিশ্ব-গম চুক্তি

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১০০,০০০,০০০ [illegible] মুদ্রা [illegible] হইতে [illegible] এই [illegible] উন্নতির বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন।

দিল্লী

বিভাগীয় ব্যয় মঞ্জুর—রপ্তানি বাণিজ্যের হতাশাব্যঞ্জক চিত্র—খাদ্য-সংগ্রহে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ১৮ই মার্চ—পার্লামেন্টে শিল্প ও বাণিজ্য—শিল্প ও সরবরাহ, পূর্ত, খনি ও বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং বাণিজ্যদপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করা হয়।

[illegible] ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা [illegible] বিতর্কমূলক [illegible] উল্লেখ করেন। তিনি শিল্পোন্নয়ন, পরিকল্পনা ও [illegible] পুনরাবৃত্তি করেন। গত বৎসরের তুলনায় শিল্পোৎপাদন সামগ্রিকভাবে শতকরা ১০ ভাগ হইতে ১৩ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বাবদ ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সম্পর্কিত আলোচনায় সদস্যগণ কুটিরশিল্প বিষয় ব্যাপক আলোচনা করেন। শ্রীমতী [illegible] ত্যাগী, কুটিরশিল্পের [illegible] বর্ণনা করেন। তিনি বলেন [illegible] উপযোগী [illegible] পাওয়া দুর্লভ। শ্রী [illegible] দাস কুটিরশিল্প [illegible] বলিয়া বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনার উত্তরদানকালে শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী জানান যে আমেরিকার উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয় করিয়া যে দুই কোটি মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা কুটিরশিল্প উন্নয়নকল্পে ব্যয়িত হইবে।

[illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] প্রধান [illegible] ছিল। তাহাতে [illegible] বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং তাহাদের [illegible] বিষয় আলোচিত হয়। [illegible] তিনি জানান যে এই বিভাগে [illegible] আছেন। এই বিভাগে প্রায় ১৫০ জন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। আমেরিকায় এই বিভাগের বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৬,০০০ জন। [illegible] কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। [illegible] প্রয়োজনের পক্ষে অপ্রচুর নহে। [illegible]

[illegible] তাহাদের [illegible] হইবে [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] অবস্থা [illegible] হইয়াছে [illegible] পরিকল্পনা [illegible] সম্পর্কিত [illegible] তাহারা [illegible] মূল্য [illegible] আলোচনা করেন। [illegible] হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible] করিতে সক্ষম। [illegible] বৈদেশিক [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] উল্লেখ করেন যে [illegible] মূল্য [illegible] মূল্য কম।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির [illegible] চলিয়াছে। [illegible] বাধা [illegible] হইয়াছে [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] করিতেছেন না। ১৯৫২ সালে [illegible] লক্ষ টন [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

[illegible] এ কথা বলা যায় যে [illegible] হইলে [illegible] হইতে [illegible] বৃদ্ধি করিতে [illegible] দেওয়া হইয়াছে। এই দিক হইতে [illegible] করিলে, দেশীয় [illegible] বঞ্চিত হইবে। [illegible] হইয়াছে।

বোম্বাই

জাহাজী মাশুল-হার সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা—জাতীয় কোম্পানীগুলি কর্তৃক সরকারী হস্তক্ষেপ দাবী—জাতীয় লাইন স্থাপন

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই ১৮ই মার্চ—বিভিন্ন জাহাজী কোম্পানীগুলির মধ্যে মাশুলের হার সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণামে [illegible] এক নূতন স্তরে উপনীত হইয়াছে। [illegible] মাশুলের হার শতকরা ৫০ ভাগ কমাইয়া দিয়াছে। [illegible] মাশুল হ্রাস করিয়াছে। [illegible] কমাইয়া দিয়াছে। [illegible] মাশুল সম্পর্কিত [illegible]

[illegible] একটি [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছে। [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] কোম্পানী [illegible] হইবে। [illegible] ৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকা [illegible] জাতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলি [illegible] কোম্পানী [illegible] করিয়াছেন। [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতার [illegible] জাহাজী [illegible] হইয়াছে [illegible] কোম্পানী [illegible] জাতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলিকে [illegible] পরিচালনার [illegible] কোম্পানীগুলি [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] জাতীয় জাহাজী কোম্পানীগুলি [illegible] ঐ কোম্পানীগুলি [illegible] শ্রী এস, এ, [illegible] শ্রী বি, সি, [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] জাহাজী কোম্পানীগুলি [illegible] আলোচনা করিবেন।

[illegible] বোম্বাই [illegible] প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই [illegible] উদ্বোধন করেন। বোম্বাই [illegible] প্রচুর [illegible] বোম্বাই [illegible] মাইল [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] নির্মাণ [illegible] এই [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং ১৫,০০০ [illegible] ব্যবস্থা করা হইবে।

সঙ্কলন

বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা

[illegible] কমিটির [illegible] অধিবেশনে কয়েকটি পরিকল্পনার সম্বন্ধে অনুমোদন করা হয়। এই সকল পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ ভাবে—[illegible] বৈদ্যুতিক [illegible] নির্মাণ, আলুর চাষ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবেষণার স্থাপন, দিল্লী [illegible] পুলিশের সম্প্রসারণ ও [illegible] প্রতিষ্ঠা। ১৯৫১-৫২ সালে বৈদ্যুতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য মোট ৭০ কোটি টাকা ব্যবস্থা করা হয়।

আলুর চাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য [illegible] একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। উহার জন্য আগামী দুই বৎসরে [illegible] লক্ষ ও [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে।

[illegible] হইতে [illegible] হইবে [illegible] টাকা [illegible] এই [illegible] হইবে।

[illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] সম্পর্কে একটি [illegible] লক্ষ [illegible] টাকা ব্যয় হইবে।

সরকার কৃষি শিক্ষার উন্নতির জন্য বর্তমান বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরকার [illegible] উন্নতির জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করিয়াছেন। [illegible] ১৯৫১-৫২ সালের জন্য [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। [illegible] জন্য ১০ লক্ষ টাকা লইয়া একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

১৯৫০-৫১ সালে [illegible] সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য এককালীন ব্যয় বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা ও পৌনঃপুনিক ব্যয় বাবদ বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় [illegible] অধীনে একটি [illegible] বিভাগ খুলিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উহার জন্য বর্তমান ও আগামী বৎসরে এক লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। [illegible] বিদ্যালয়ের জন্য [illegible] সম্পর্কে মোট ৭ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা [illegible] নির্মাণ করিতে ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে বর্তমান বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসরের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রশ্নের উত্তর দানকালে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত [illegible] নিয়োগী ঘোষণা করেন যে, এই [illegible] ভারতীয় [illegible] চুক্তি [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible] ভারতের বিভিন্ন স্থানে [illegible] করিয়াছে।

[illegible] বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত নিয়োগী ভারতীয় বাণিজ্য-নীতির [illegible], আমদানি ও রপ্তানি নীতি, [illegible] নীতি ও ভারতীয় জাহাজী ব্যবসা উন্নয়নকল্পে ভারত সরকারের নীতি ঘোষণা করেন।

দেশবিভাগের ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন যে, এই সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে [illegible] বিশেষ কোন [illegible] ছিল না। বর্তমানে ২৪টি ভারতীয় জাহাজ [illegible] ও [illegible] মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। একটি [illegible] গঠনের উদ্দেশ্যে সরকার [illegible] আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন।

[illegible] উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, [illegible] সরকার [illegible] ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতের বন্দর ও রাজপথ

[illegible] এক সরকারী বিবরণে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে [illegible] বিশাখাপত্তনম ও [illegible] এবং ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় রাজপথ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় বিশাখাপত্তনম ও মাদ্রাজ বন্দরের উন্নতিসাধন এবং কলিকাতা বন্দরের [illegible] প্রস্তাবিত [illegible] ব্যবস্থা [illegible] প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিশাখাপত্তনম বন্দরে এক কোটি টাকা ব্যয়ে একটি [illegible] "[illegible]" নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। মাদ্রাজ বন্দরের আরও দক্ষিণে প্রস্তাবিত [illegible] জন্য ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি [illegible] "[illegible] ডক" নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে।

[illegible] হইতে [illegible] একটি [illegible] পরিকল্পনাও উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে [illegible] ৩০ মাইল [illegible] পথ অতিক্রম করা সম্ভবপর হইবে।

এশিয়া ভূখণ্ডের খনিজ সম্পদ

[illegible] এশিয়া ও দূর প্রাচ্য সম্পর্কে যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে [illegible] সম্মেলনে [illegible] প্রতিনিধি [illegible] যোগ দিবেন। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্ম, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, সিংহল, [illegible], ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও [illegible] প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের উন্নয়ন

মধ্যপ্রাচ্যের [illegible] অর্থনৈতিক ও সামাজিক [illegible] সালের [illegible] যে-কমিটি [illegible] রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] রিপোর্টে বলা হয় যে, বিদেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ এক অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের [illegible] ও [illegible] উন্নতি [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] নিয়োগ করিতে হইবে।

রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, [illegible] বর্তমান [illegible] মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক [illegible] অর্থনৈতিক ও সামাজিক [illegible] আলোচনা হইবে।

ভারত-পাক শুল্ক আলোচনা

নয়াদিল্লী হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তান [illegible] পণ্যদ্রব্যের উপর যে-শুল্ক [illegible] রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

পাকিস্তানের [illegible] বাণিজ্যমন্ত্রী [illegible] বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার পাকিস্তানী পণ্যের উপর [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া পাকিস্তানও ভারতীয় পণ্যের [illegible] করিয়াছে।

ভারতের বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত নিয়োগী সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যৌথ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শুল্ক ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রস্তাবের ফলেই [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতে নির্মিত সাইকেলের দাম

[illegible] এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় পার্লামেন্টে শিল্প ও সরবরাহ-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের জন্য পূর্বে ভারতে [illegible] ছিল: [illegible] টাকার [illegible], [illegible], [illegible], বেল ও অন্যান্য অংশ নির্মিত হইত। সাইকেল

[illegible]

ব্যাঙ্ক বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য সরবরাহ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন পথে সরকারী বাস চলাচল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অতিরিক্ত মাল চাপাবেন না
বোঝার উপর শাকের আঁটি!
ডানলপ

[illegible] আমি [illegible] কাছে। [illegible] পারবো কেন? [illegible] স্বীকার করি [illegible] বোঝাটা বইতে হয়। [illegible] যদি ৫ টনের উপযোগী হয় তুলেও ১০ টন চাপাবেন না—কারণ এইটুকুই হয়ত আমার পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

নবম বৎসরের জন্য মোট
ধার্য করা হইয়াছে।

ভারতের উন্নয়ন [illegible] পরিকল্পনা সম্পর্কে [illegible] অর্থ বিনিয়োগ [illegible] ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদন ও তার বিতরণ খাতে নির্ধারিত ১৯৫৮-৫৯ সালে যথাক্রমে [illegible] টাকা, [illegible] টাকা এবং [illegible] টাকা মোট বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর ১৯৫৯-৬০ সালে উক্ত তিন খাতে যথাক্রমে [illegible] টাকা, [illegible] টাকা এবং [illegible] টাকা মোট বরাদ্দ করা হইয়াছে।

[illegible] বিভাগ অনুসারে উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে [illegible] টাকা ১৯৫৮-৫৯ সাল এবং ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য সর্বমোট [illegible] গুলির মধ্যে নির্দিষ্টভাবে ধার্য করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় সরকার—[illegible] টাকা ও [illegible] টাকা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার—[illegible] টাকা ও [illegible] টাকা এবং বিহার সরকার—[illegible] টাকা ও [illegible] টাকা।

দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন উক্ত দুই বৎসর [illegible] সম্পর্কে আশা করে যে [illegible] ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে [illegible] একটি [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। [illegible] ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে [illegible] শক্তি উৎপাদনের [illegible] সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ বৎসরেই [illegible] এবং ঐ [illegible] সম্পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর দুর্গাপুর [illegible] প্রথম [illegible] ঐ ১৯৬১-৬২ সালেই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণের ফলে যে সব অধিবাসী উৎখাত হইবে তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য কার্য সম্পূর্ণ [illegible] করিবার জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে চূড়ান্ত [illegible] হইবে এবং ঐ বৎসরই পুনর্বাসিত [illegible] নির্মাণ [illegible] দুর্গাপুর ও [illegible] আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যাংকসমূহ সম্পর্কে তথ্যসংকলন

পাওনাদারদের দাবী মিটাইবার [illegible] ব্যাংকসমূহের লিকুইডেশন কার্য পরিচালনার জন্য কার্যকরী [illegible] অবলম্বন করা যায় এবং যাহার দ্বারা [illegible] ব্যাংকসমূহের অফিসার ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে [illegible] ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য [illegible] করা হয়, তাহার উপায় [illegible] ভারতীয় [illegible] একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে:

[illegible] উল্লেখ এবং কি [illegible], এজেন্সীর [illegible] এবং [illegible]—যথা, [illegible] (ফোরম) [illegible] যে [illegible]—যথা, [illegible] ও [illegible] সরকারের [illegible] বিভাগের সেক্রেটারী [illegible] যে যে বাধা আছে কি এক—যথা ও সেক্রেটারী।

কমিটির নিকট [illegible] বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।

মদ্যব্যবসায়ীদের নূতন লাইসেন্স

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক ঘোষণাযোগে জানাইতেছেন—[illegible] মদ ব্যবসায়ীদের [illegible] যাহাদের [illegible] বর্তমান [illegible] লাইসেন্স [illegible] হইবে [illegible] লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের [illegible] বিষয়ে সর্বপ্রকার তথ্য [illegible] হইবে। [illegible] (১৯৬০) শেষ হইবার পূর্বেই নূতন করিয়া নবম লাইসেন্স দেওয়া [illegible] করা হইবে। কলিকাতা এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে [illegible] প্রত্যেক লাইসেন্স প্রাপ্ত (পাইকারী ও খুচরা) ব্যবসায়ীকে উহাদের দোকান যে নাম ঠিকানায় [illegible] সেই নাম ঠিকানা লিখিয়া [illegible] এক্সাইজ কালেক্টর সেক্রেটারীর নিকট [illegible] দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—(১) নাম ঠিকানা, (২) পাইকারী ও খুচরা লাইসেন্স নম্বর; (৩) যে নামে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, (৪) মালিক এবং অংশীদারদের নাম, (৫) দোকানের ঠিকানা, (৬) দোকান কবে খোলা হয়, (৭) বাৎসরিক কত টাকা [illegible] করা হইয়াছে; (৮) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ী [illegible] করিয়াছেন, (৯) পার্টনারশিপ দলিল এবং অংশীদার ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত [illegible] হইতে [illegible] বলে প্রাপ্ত [illegible] (টাকা বা অন্য হিসাবে), (১০) ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত [illegible] বিক্রয় করা হইয়াছে; এবং (১১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী কোনও ব্যবসায়ী সমিতি বা সমিতিসমূহের সভ্য থাকিলে ঐরূপ সমিতি বা সমিতিসমূহের নাম।

প্রত্যেক [illegible] সেই নাম ঠিকানা লিখিয়া [illegible] এক্সাইজ কালেক্টর সেক্রেটারী। ১৫ই মার্চের (১৯৬০) মধ্যে উল্লিখিত বিবরণী দাখিল করিতে হইবে। [illegible] তারিখের মধ্যে এই বিবরণী দাখিল করা না হইলে নূতন করিয়া লাইসেন্স দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর হইবে না।

রাইস মিল ও নূতন রেজিষ্ট্রেশন লাইসেন্স

[illegible] কলিকাতায় আর নূতন রাইস মিল ও নূতন রেজিষ্ট্রেশন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে [illegible] এলাকায় [illegible] রাইস মিল আছে এবং এই দুই এলাকায় [illegible] নূতন লাইসেন্স [illegible] হইবে। সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে [illegible] এলাকায় [illegible] অধিক চাল [illegible]—কিন্তু [illegible] আশা করিতেছেন যে, উক্ত নূতন রাইস মিল লাইসেন্স মঞ্জুর হইলে [illegible] এলাকার চাল [illegible] যাইবে এবং তখন উহার দাম [illegible] হইবে।

নূতন রেজিষ্ট্রেশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর আর যে সকল নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে সেগুলি [illegible] একটি অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি [illegible] প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

[illegible] চুক্তিনামা করার চেষ্টা

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বলেন যে, [illegible] চুক্তিনামা করিয়া দুর্নীতির [illegible] নয়। তিনি বিহারে [illegible] এক উক্তিতে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] এমন এক [illegible] করিতে [illegible] 'ডিগ্রী দেয়' বা 'ডিপ্লোমা' [illegible] পারিবে [illegible] হইবে এবং [illegible] হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং [illegible] ঘোষণা করা যাইবে।

মানবদেহের [illegible] রহস্যলিপি

[illegible] একটি মানবদেহের [illegible] বিভিন্ন বিষয়ে এক [illegible] হইয়াছে। একটি রহস্যলিপি [illegible] মানবদেহের [illegible] এবং যাহা [illegible] ও [illegible] পাওয়া যায় তাহা একটি [illegible] পাওয়া যায়। রহস্যলিপিটি [illegible] উক্ত [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] শুরু হইয়া [illegible] এবং [illegible] দেখা হইয়াছে।

[illegible] এই লেখাটি [illegible] এবং [illegible] করিতে [illegible] মানবদেহের [illegible] করে। তিনি এই রহস্যলিপিটির [illegible] প্রকাশ করেন। উহা [illegible] বিষয়ের [illegible] পাওয়া যায় এবং [illegible] মানবদেহেই [illegible] করা যায়। [illegible] এই লেখাটিতে [illegible] এবং '[illegible]' [illegible] পাওয়া যায় বলিয়া [illegible] পারে। [illegible] এই [illegible] করেন। এই [illegible] বিজ্ঞানীদের [illegible] করিবার [illegible] একটি [illegible] পাওয়া যাইবে।

বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ

কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল-আসাম রেলে বিনা টিকেটে বা অবৈধ টিকেটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের নিকট হইতে [illegible] টাকা আদায় হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ ৫২,৫৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৩৭,৬৫৯ জন বিনা টিকেটে এবং ১৮,৯১৬ জন অবৈধ টিকেটে ভ্রমণ করিতেছিল।

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১১২ ধারা অনুসারে ৩১১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাদের নিকট হইতে তাহা আদায়ের নির্দেশ দেন এবং অপরাধীদিগকে ১০ হইতে ৮০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করেন। জরিমানা আদায় না হইলে অপরাধীদের প্রতি একদিন হইতে ৩০ দিন পর্যন্ত বিনাশ্রম বা সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ঐ ডিসেম্বর মাসেই বুক না করা ৭,৯৮২টি মালের এবং ২,০৮৭টি সাইকেল ধরা পড়ে। ফলে মালের বাবদ ১৭,৭৮৫৵০ এবং সাইকেল বাবদ ১৫২৮৵০ আদায় হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ

গত ১১ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে ১১১৫০ জন শ্রমিক বেকার বসিয়া থাকে।

বিরোধগুলির সাতটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি মালিকপক্ষ বন্ধ করিয়া দেন, অপর চারিটিতে শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

জাপান হইতে পণ্য আমদানি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৩১এ মার্চের পর নূতন লাইসেন্সের ভিত্তিতে জাপান হইতে পণ্য আমদানি চলিবে না।

বাণিজ্যদপ্তর হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, জাপান হইতে পণ্য আমদানির জন্য যে ১১১৫৫ নম্বরের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহার মেয়াদ ৩১এ মার্চ শেষ হইবে এবং ঐ তারিখের পর উহার মেয়াদ আর বাড়ানো হইবে না।

বিশ্ব গম সম্মেলন

রাশিয়া বিশ্ব-গম-সম্মেলনকে জানাইয়াছেন যে, যদি রাশিয়ার জন্য বাৎসরিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ বুশেল (প্রতি বুশেল [illegible]) গম রপ্তানির কোটা নির্ধারিত না করা হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক গম চুক্তিতে রাশিয়া যোগদান করিবে না। ক্যানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং অষ্ট্রেলিয়া—এই তিনটি রপ্তানীকারক রাষ্ট্র রাশিয়ার জন্য বৎসরে সর্বাপেক্ষা ৫ কোটি বুশেলের বেশী মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত নহে।

[illegible] প্রতিনিধি [illegible] মিঃ [illegible] আমেরিকার প্রস্তাবিত চুক্তির খসড়া পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, এই চুক্তি [illegible] এবং প্রতি বুশেল গমের মূল্য সর্বনিম্ন ১ ডলার ৫০ সেন্ট ও সর্বোচ্চ ১ ডলার ৮০ সেন্ট হওয়া উচিত।

আমেরিকার মূলধনের গতি

কলিকাতা রোটারী ক্লাবে এক বক্তৃতায় কলিকাতায় আমেরিকার সহকারী কনসাল মিঃ [illegible] আমেরিকার মূলধনের গতি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রথম পর্যায় ১৮৫০ হইতে ১৯১৪ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত [illegible] বৃদ্ধি [illegible] বিদেশ হইতে [illegible] সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায় ১৯১৪ হইতে ১৯৩৯—অর্থাৎ [illegible] এই সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] ৩০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। কিন্তু তারপর ১৯৩৯ [illegible] পর্যায় শুরু হয় এবং ১৯১৭ [illegible] ৩০ কোটি ডলার বৃদ্ধি করিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত পুনরায় মূলধন [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে—১৯১৪ যুদ্ধের আগের উপর [illegible] ৩০ [illegible] পাইয়াছে।

আমেরিকার কয়লাখনিতে ধর্মঘট

মিঃ জন এল লুইসের নির্দেশে [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার শ্রমিক দুই সপ্তাহের জন্য কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা উৎপাদন কার্যতঃ বন্ধ হইয়াছে। এই ধর্মঘটের ফলে প্রায় ২০,০০০ জন রেলওয়ে কর্মচারী বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান [illegible] শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট [illegible] প্রতিবাদে এই ধর্মঘট আহ্বান করেন।

সেনেট এখন পর্যন্ত [illegible] নিয়োগ অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, [illegible] তাঁহাকে নিয়োগ করা যাইবে না এবং তিনি পদত্যাগ করিবেন না।

এই ধর্মঘটের ফলে [illegible] এবং মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে ইউরোপে মাল রপ্তানি এবং ইস্পাত শিল্পে উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটিবে না। কারণ এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের ৩০ দিন চলিতে পারে এইরূপ প্রায় ৭ কোটি টন কয়লা মজুত আছে।

এই কাজ বন্ধ হলে শ্রমিকদের মজুরী বাবদ ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ক্ষতি হইবে।

রাশিয়ার বাজেট

সোভিয়েট অর্থসচিব মঃ [illegible] বাজেটপ্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার পর প্রধান সোভিয়েটে একটি [illegible] হইয়াছে।

সোভিয়েট বাজেটে মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৪৪৬,৬৩,৫০,০০,০০০ রুবল, আর ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৪১৩,৫৫,১০,০০,০০০ রুবল অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের বাজেটে [illegible] রুবল উদ্বৃত্ত রহিবে। কিন্তু গত ১৯৪৮ সালের বাজেটে উদ্বৃত্ত [illegible] রুবল ধরা হয় নাই। গত বৎসরের মূল বাজেটে আয়ের পরিমাণ [illegible] রুবল এবং ব্যয়ের পরিমাণ [illegible] রুবল ধরা হইয়াছিল।

দেশরক্ষা দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ অপরিবর্তিত আছে। সামরিক বাবদ ১৯৪৯ সালের মোট আয়ের শতকরা [illegible] ভাগ ব্যয় করা হইবে। [illegible] দেশরক্ষা [illegible] প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অভাব

[illegible] কাজের অভাব দেখা দিয়াছে। গত [illegible] মাসে [illegible] এবং তাহার ফলে [illegible] বহু লোক [illegible] করিতেছে।

[illegible] শ্রমিকদের জন্য [illegible] টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের [illegible] পরিকল্পনা [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। [illegible] শ্রমিকদের জন্য কিছু [illegible] আবেদন জানাইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] ১৯৫০ সালে [illegible] হয়। [illegible] এই [illegible] উপর নির্ভর করিতেছে।

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা
বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প,
এ-সি, ডি-সি জেনারেটর, ওয়েল্ডিং
জেনারেটর, ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার
প্লাণ্ট ওয়েল্ডার এবং সর্বপ্রকার
ইলেকট্রিক সরবরাহকারক।
অর্ডার দিলে আমরা ইলেকট্রিক সংক্রান্ত
যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

অর্থনীতি

মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি

কলিকাতা, ৬ই চৈত্র

ভারতীয় পার্লামেন্টে অর্থসচিব বাজেট সম্বন্ধে আলোচনার যে উত্তর দান করিয়াছেন তাহাতে দেশের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী নীতির স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবস্থাপক পরিষদসদস্যগণের সমালোচনার কোনও উত্তর না করিয়া তিনি বিশেষ ভাবে সরকারী ঋণগ্রহণ নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিগত বৎসর সরকারী ঋণসংগ্রহের বিশেষ [illegible] সত্ত্বেও সরকার আগামী বৎসর ৮০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত [illegible] ১৯৪৯-৫০ সনে প্রায় ৮৭ কোটি টাকার সরকারী ঋণপত্র এই সময়েই পরিশোধ করা হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সরকার [illegible] এই সমস্ত পরিশোধ করিবার কথা ছিল এবং [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাজারে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা প্রকাশ পাইয়াছিল।

আগামী বৎসরের সরকারী ঋণনীতির [illegible] [illegible] এই যে, সরকার অধিক পরিমাণে ঋণ পাইবার জন্য সুদের হার বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা করেন নাই। অথচ বর্তমানে সরকারী ঋণপত্রের সুদের হার বৃদ্ধি না করিলে সরকারী ঋণ [illegible]। কারণ সুদের হার বৃদ্ধি করিলে [illegible] [illegible] মূল্য হ্রাস পাইবে এবং মূলধন বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ইহাতে সরকারের পক্ষে টাকার বাজারে ও ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ কঠিন হইবে। উক্ত দিকে লক্ষ্য না করিয়া [illegible] তাহারই প্রতিকার নির্দেশ দিয়াছেন।

অবশ্য এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সুদের হার বৃদ্ধি করিলে আপাততঃ [illegible] [illegible] [illegible] দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইত এবং তাহাতে দেশে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন সংগ্রহেও সহায়তা হইত। এতদ্ব্যতীত অধিকতর পরিমাণ ঋণগ্রহণ করিবার যৌক্তিকতাও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও [illegible] অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মনে আস্থা-ভাব [illegible] [illegible] [illegible]। যৌক্তিক দিক দিয়া বিবেচনা করিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন নাই এবং [illegible] [illegible] করেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা দিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদেশিক মূলধনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, 'আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নয়নশীল করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের আমদানি করিতে হইবে। আমাদের অর্থ প্রচুর পরিমাণে [illegible] [illegible] [illegible] আছে। কিন্তু তাহা আমাদের কোন বিশেষ বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করিতেছে না। তাহার প্রধান কারণ হইল আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহে বর্তমানে ইংল্যান্ডের অক্ষমতা। অথচ ডলার মুদ্রা বিনিময় দ্বারা আমেরিকা হইতে যন্ত্রপাতি ও মালপত্র লাভ করা যাইতে পারে, যদিও ডলার মুদ্রার পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভারতের মোট প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে। অতিরিক্ত আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী মূলধন লাভ করিতে হইলে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে: (১) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ ও (২) বেসরকারী বৈদেশিক মূলধন হইতে ঋণগ্রহণ।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ করিবার পথে দুইটি বাধা আছে। প্রথম [illegible] [illegible] এই ঋণ সুদের সহিত শোধ করিতে হইবে এবং এই ঋণ আমাদের প্রয়োজনের খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ [illegible] ডলারে সব ব্যয় করিতে হইবে। সরকারের [illegible] [illegible] হইতে বেসরকারী ঋণ পাইলে তাহার সহিত [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] না। এইরূপ বলা হইতেছে যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ভারত সরকার উহাদের এই প্রকারে [illegible] হইবেন কিনা তাহাই এখন [illegible] [illegible]। ডাঃ মাথাই ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পার্লামেন্টের আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই এইসম্পর্কে তিনি একটি বিবৃতি দিবেন।

* * * *

১১ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবরণীতে দেখা যায় যে, মুদ্রা [illegible] [illegible] আমানত টাকার পরিমাণ [illegible] হইয়াছে। [illegible] আমানত এবং [illegible] [illegible] মুদ্রা-সঙ্কোচনের কারণ বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, [illegible] [illegible] প্রায় ৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] (১,১২০.৫৭ কোটি টাকা—১,১৮৫.৭৮ কোটি টাকা) এবং [illegible] নোটের পরিমাণ ১,১৭৮.০৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১৭৯.০৩ কোটি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে (১০.৭৮ কোটি টাকা—১০.৬১ কোটি টাকা)। [illegible] পরিমাণ সামান্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৪১.৮৮ কোটি টাকা—৪১.৯০ কোটি টাকা)। কিন্তু [illegible] সরকারের [illegible] পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে (৩৮৭.৫৮ কোটি টাকা—৩৯২.৫৫ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে (১৭২.৮৩ কোটি টাকা—১৭৯.৭৮ কোটি টাকা)। কিন্তু অন্যান্য সরকারের জমা প্রায় অর্ধেক হ্রাস পাইয়াছে (৭২.৮৮ কোটি টাকা—৩৬.৯৯ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৭৫.৬৩ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ৭০.৩১ কোটি টাকাতে হ্রাস পায়। কিন্তু অন্যান্য জমার পরিমাণে প্রায় ৫ কোটি টাকার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (৭০.৩৮ কোটি টাকা—৬৮.০৪ কোটি টাকা)। [illegible] [illegible] পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৩৭ কোটি টাকা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ১.৩৮ কোটি টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং বৈদেশিক জমার পরিমাণ ৪১২.৬০ কোটি টাকা হইতে ৪১২.১৫ কোটি টাকাতে নামিয়া আসিয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগ হইতে ৫ কোটি টাকা ইস্যু বিভাগে স্থানান্তরিত হইলেও ব্যাঙ্কিং বিভাগের মোট পরিমাণ পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে প্রায় ৬ কোটি টাকা অধিক হয় (১১০.০০ কোটি টাকা—১১১.৬২ কোটি টাকা)।

৪ঠা মার্চ তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের জন্য তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, চাহিদামাত্র দেয় জমার পরিমাণে প্রায় ৩ কোটি টাকার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে (৮০৯.৮৪ কোটি টাকা—৬১০.৩৫ কোটি টাকা)। ব্যাঙ্কসমূহ হইতে মুদ্দতী জমার পরিমাণও পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৩৯.৫৮ কোটি টাকা হইতে ৩০.২৭ কোটি টাকাতে হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] দায়ের দরুন ব্যাঙ্কসমূহ হইতে মুদ্দতী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পায় (১ লক্ষ টাকা—৭ লক্ষ টাকা) এবং অন্যান্য মেয়াদী দায়ের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা হ্রাস পায় (২৮৮.০৩ কোটি টাকা—২৮৭.০৬ কোটি টাকা)। হাতে নগদের পরিমাণ ৩৯.৩১ কোটি টাকা হইতে ৩৯.১১ কোটি টাকায় হ্রাস পায় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জমার পরিমাণও প্রায় ৫৭ লক্ষ টাকা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় (৪৮.০৮ কোটি টাকা—৪৭.২১ কোটি টাকা)। অগ্রিমের পরিমাণে ৫১ লক্ষ টাকার সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (৪৩০.৫০ কোটি টাকা—৪৩১.০১ কোটি টাকা)। ভাঙ্গানো হুণ্ডীর পরিমাণ ১৭.০৮ কোটি টাকা হইতে ১৭.৫৫ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

মূল্যহ্রাসের আশু সম্ভাবনা?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

খাদ্যশস্য

[illegible]

মূল্যের [illegible] খাদ্যশস্য বিক্রয় হইয়াছে :—

খাদ্যশস্য	মূল্য
গম	৪৮৲
[illegible]	১৫৲
যব	১৯৲
ভুট্টা	১৯৲
বাজরা	১৮৲
জোয়ার	১৩৷৷০
মুগ	১৩৷৷০
মসুর	১৮৲
[illegible]	১২৷৷০
অড়হর	১২৷৷০

[illegible]

গুড়

[illegible]

চিনি

[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

বাজারের কথা

শুভবুদ্ধির সূচনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

[illegible]

এই বিভাগে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই [illegible]

কাগজের কল

এই বিভাগে [illegible]

কয়লার খনি

এই বিভাগে বিশেষ কোন [illegible]

[illegible]

এই বিভাগে [illegible]

বিবিধ

[illegible]

চা

ইণ্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি [illegible]

[illegible]

বি আই সি'র প্রশংসনীয় উন্নতি

১৯৪৮ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোরেশনের যে বার্ষিক হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত কোম্পানী আলোচ্য বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে নীট লাভের পরিমাণ [illegible] টাকা আর ১৯৪৭ সালে এই পরিমাণ ছিল [illegible] টাকা এবং এমনকি ১৯৪৬ সালের চড়া বাজারের সময়েও লাভের পরিমাণ [illegible] টাকার বেশী হয় নাই। এই দিক হইতে কোম্পানীর বর্তমান উন্নতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নীট আয় হইতে মূল্যহ্রাস ও কর্মচারীদের [illegible] বাবদ [illegible] টাকা এবং করবাবদ [illegible] টাকা বাদ দিয়া কোম্পানীর হাতে [illegible] টাকা থাকে। উহার সহিত গত বৎসরের অবণ্টিত লাভের জের [illegible] টাকা যোগ দিয়া কোম্পানীর হাতে বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় [illegible] টাকা। এই অর্থ হইতে অগ্রাধিকার শেয়ারে শতকরা (আয়করমুক্ত) ৮ টাকা এবং প্রতি সাধারণ শেয়ারে (আয়করমুক্ত) ॥০ আনা হিসাবে লভ্যাংশ বণ্টন করিবার পর কোম্পানীর হাতে যে [illegible] টাকা অবশিষ্ট থাকে তাহা পরবর্তী বৎসরের জন্য জের টানা হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতি সাধারণ শেয়ারের উপর যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হইয়াছে বর্তমান লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তাহার বেশী লভ্যাংশ বণ্টন করা চলে না।

কর্পোরেশনের সাধারণ শেয়ার সম্পর্কে [illegible] সভায় যে-[illegible] ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হয়, তাহার ফলে বর্তমানে সাধারণ শেয়ারের আসল মূল্য ৫ টাকা হইয়াছে। কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা, যানবাহনের বিশৃঙ্খলা এবং মাল বিক্রয়ের পথে নানা বাধা এবং শ্রমিক অসন্তোষের জন্য উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া কোম্পানীর সভাপতি মন্তব্য করেন।

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩১.১২.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	[illegible]
আমানতী	[illegible]
দায়দেনা	[illegible]
মজুত ও অন্যান্য তহবিল	[illegible]
কর	[illegible]
অবণ্টিত লাভ (মোট)	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মজুত মাল	[illegible]
নগদ টাকা	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
[illegible]	[illegible]
অতিরিক্ত লাভ কর জমা বাবদ	[illegible]
অন্য	[illegible]
	[illegible]
মোট সম্পত্তি	[illegible]

নিয়মাবলী

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য 'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ' এবং এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ' "আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ১৭২) এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

• • • •

গত ৩০এ জুন তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য [illegible] কোম্পানীর যে হিসাবনিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় [illegible] পাই বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও কোম্পানীর আলোচ্য বৎসরে নীট প্রায় ১ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। লোকসানের এবং [illegible] জন্য কোম্পানী [illegible] সরকারের কাছে হিসাব [illegible] করে। [illegible] নির্ধারণের পরে কোম্পানীর হাতে [illegible] উদ্বৃত্ত থাকে, কিন্তু মূল্যহ্রাস বাবদ [illegible] পাই বরাদ্দ করার ফলে কোম্পানীর নীট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় [illegible] পাই এবং তাহা পরবর্তী বৎসরের জন্য জের টানা হয়।

পূর্ববর্তী বৎসরে উক্ত কোম্পানীর যে কারণে লোকসান হইয়াছিল বর্তমান বৎসরেও সেইসব কারণ [illegible] হইয়াছে। কোম্পানীর [illegible] হিসাব [illegible] কোম্পানীর [illegible] সঙ্গে [illegible] হইয়াছে। [illegible] কোম্পানীর [illegible] কোম্পানীর যে [illegible] হইয়াছেন তাহাতে কোম্পানীর যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে [illegible] উক্ত কর্মচারীদের [illegible] জন্য কোম্পানী [illegible] হিসাব করিতে [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] সত্বেও কোম্পানীর [illegible] ছিল।

[illegible] কোম্পানীর [illegible] কোম্পানীর [illegible] হইয়াছে।

কর্মচারীদের [illegible] কোম্পানীর [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] কোম্পানীর [illegible] কোম্পানীকে [illegible] করিতে হইয়াছে। [illegible] কোম্পানীর [illegible] হইয়াছে [illegible]

স্থিতিপত্রের সারাংশ

(৩০.৬.৪৮)

দায়

আদায়ীকৃত মূলধন	
[illegible]	[illegible]
সাধারণ	[illegible]
[illegible]	[illegible]
মজুত ও অন্যান্য তহবিল	[illegible]
কর	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

মোট স্থায়ী সম্পত্তি	[illegible]
মূল্যহ্রাস	[illegible]
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	
মজুত মাল	[illegible]
বাকী পাওনা	[illegible]
অতিরিক্ত লাভ কর জমা বাবদ	[illegible]
নগদ	[illegible]
লোকসান	[illegible]
মোট	[illegible]
মোট সম্পত্তি	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
[illegible] মোট	[illegible]		[illegible]
[illegible] মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
(১) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়—			
[illegible] মূলধন			[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]—			
(ক) [illegible]			
	[illegible]		
(খ) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
(ক) [illegible]	[illegible]		[illegible]
(খ) [illegible]			
(গ) [illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
দায়—			
[illegible] মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মূলধন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] তহবিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] হিসাব	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
বিবিধ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] হিসাবে	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিবিধ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ :—তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
(২) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]			
(১) [illegible]			
	[illegible]		
(২) [illegible]			
	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]		[illegible]
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা			
	[illegible]		
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]		

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

দায়—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible] মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]			
[illegible]—			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] মুদ্রা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

দায়			
[illegible] মূলধন		[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]—			
(ক) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(খ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(ঘ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তি—			
[illegible]			
[illegible] মুদ্রা			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
[illegible] মুদ্রা			
(ক) [illegible]			
(খ) [illegible]			
[illegible]			
(ক) [illegible]			—
(খ) [illegible]			—
(গ) [illegible]	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]		[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible] সম্পত্তি	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বাজার দর

ইঞ্জিনীয়ারিং

[illegible]

কয়লাখনি

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible]

REGD. NO. C3108.

আর্থিক ভারত

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১৩ সংখ্যা

কলিকাতা, বুধবার, [illegible]

[মূল্য [illegible]

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন — ৮ কোটি টাকা
বিক্রীত মূলধন — ৪ কোটি টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন — ২ কোটি টাকা
রিজার্ভ ফাণ্ড — ৪০ লক্ষ টাকা

পরিচালকবর্গ

শ্রী জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা
(ভাইস্-চেয়ারম্যান)

শ্রীরমনলাল জি, সারাইয়া
(ভাইস্-চেয়ারম্যান)

শ্রীঅনন্ত চরণ লাহা
শ্রীবৈজনাথ জালান
শ্রীগোবিন্দলাল বাঙ্গর
শ্রীপি, ডি, হিমৎসিঙ্কা
শ্রীরামেশ্বরলাল নোপানি

শ্রীমহাদেও এল, দাহানুকার
শ্রীমদনমোহন আর, রুইয়া
শ্রীমোহনলাল এল, শা
শ্রীমতিলাল তাপুরিয়া
শ্রীনবীনচন্দ্র মফৎলাল

জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী বি, ডি, ঠাকুর

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

শ্রী এস, ডি, সদাশিবম

ভারত ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় শহরে যাটটির অধিক শাখা এবং পৃথিবীর সর্বত্র এজেন্সির ব্যবস্থা থাকায়, এই ব্যাঙ্ক দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত থাকিতে পারে।

Those who have finance do read

"Indian Finance"

Those who have no finance must read

"Indian Finance"

'INDIAN FINANCE'

116, Lower Circular Road, Calcutta.

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
১৪এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি ও কর্মতৎপরতার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আর্থিক ভারত

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্সিওরেন্স লিঃ
১৪এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
• • • •
ক্রমোন্নতি ও কর্মতৎপরতার নিদর্শন
১৯৪৬ অপেক্ষা ১৯৪৭-এ নূতন বীমা
শতকরা ৩১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২য় বর্ষ ১০ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৫; ৩০শে মার্চ, ১৯৪৯ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		বাণিজ্যলোক	
ভারত ও কমনওয়েলথ		মুদ্রা মূল্য কমিবে ?	
প্রাসঙ্গিক		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ভারতের বৈদেশিক নীতি, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার, বিদেশী কোম্পানীর বিস্তার, ভারতীয় বীমা ব্যবসায়	২৬৩	পাটের উৎপাদন মূল্যবৃদ্ধি	
		বাজারের কথা	
সংবাদলিপি		আর্থিক অবস্থা	
লণ্ডন, ওয়াশিংটন, দিল্লী, বোম্বাই		যৌথিক	
কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট—১৯৪৯-৫০	২৬৭	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি	
নানাকথা	২৬৮		

ভারত ও কমনওয়েলথ

ভারত স্বাধীন হইয়াছে আজ প্রায় দেড় বৎসর। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। বহির্জগতের ক্ষেত্রে ভারতের এই স্বাধীনতা অন্য কোনও দেশের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া যথার্থই পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝাইবে না বিশেষ কোন রাষ্ট্রপুঞ্জের অভ্যন্তরে সম-অধিকার সম্পন্ন একটি স্বশাসিত রাষ্ট্র বুঝাইবে তাহা এখনও পরিষ্কার হয় নাই। কমনওয়েলথের সহিত ভারত জড়িত থাকিবে কি না তাহার মীমাংসাও নির্ভর করে উপস্থিত অনিশ্চয়তার অবসানের উপর। স্বাধীনতাকে সংজ্ঞার দিক হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে কমনওয়েলথে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। আর স্বাধীনতার সারবস্তুটি অটুট রাখিয়া স্বার্থ বা আদর্শের যোগাযোগে অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিলে কমনওয়েলথে নিশ্চয়ই যোগদান করা যাইতে পারে। অবশ্য কমনওয়েলথে যোগদান সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে। প্রথমতঃ কমনওয়েলথে যোগদানে স্বাধীনতার কোন সার্থকতা আছে কিনা তৎসম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের প্রশ্ন রাষ্ট্রাদর্শ সম্পর্কে জাতীয় গণপরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী কি না তাহা স্থির করা। এই প্রশ্ন দুইটির মধ্যে আবার প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিই অধিক জটিল এবং এই শেষোক্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারার ফলেই লণ্ডনে ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত একটি ডমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন বিশেষ কোন সুফল প্রসব করে নাই। আগামী ২১এ এপ্রিল লণ্ডনে পুনরায় ডমিনিয়ন প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে এবং ভারতের পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহরু এই সম্মেলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে একশ্রেণীর লোকের মনে সংশয় দেখা দিলেও পণ্ডিত নেহরু স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি সম্মেলনে কেবল যোগদানই করিবেন, কিন্তু ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের প্রশ্নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ভারতীয় পার্লামেন্টই

—তিনি বলেন। পণ্ডিত নেহরুর এই ঘোষণায় আশা করি সকলেই আশ্বস্ত হইবেন।

প্রকৃত সম্পর্কে এখন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। গোড়াতেই কমনওয়েলথ বস্তুটি কি তৎসম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া দরকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এই সাম্রাজ্যের কতকগুলি দেশ ছিল উপনিবেশ আর কতকগুলি ছিল বিজিত অঞ্চল। উপনিবেশগুলিতে যুদ্ধ করিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেও এই সকল অঞ্চলে শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়া ঐ সকল অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যায় পরিণত হন। সুতরাং এই সকল অঞ্চলের শাসনকার্যে উহাদের কোন স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের আপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় না। কেবল আর্থিক কার্য ব্যতীত স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে লণ্ডনের ব্রিটিশ সরকারের সাথে যোগ রহিয়াছে। এইরূপ উপনিবেশ ছিল ক্যানাডা, আয়ারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। আয়ারল্যাণ্ড ঠিক ঐ পর্যায়ভুক্ত ছিল না, কারণ তথাকার স্থানীয় অধিবাসীগণ ব্রিটেন হইতে জাতিতে ও ধর্মে পৃথক। অপর দিকে বিজিত অঞ্চল হল ভারত, ব্রহ্ম, মিশর, মালয়, হংকং প্রভৃতি। এশিয়ার সাম্রাজ্য দেশগুলির শাসন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে ইংরাজের হস্তগত হইলেও ধর্মে, কৃষ্টিতে ও জীবনযাত্রায় স্থানীয় অধিবাসীগণ ব্রিটেনের হইতে সম্পূর্ণ পৃথকই থাকিয়া যায়। সুতরাং এই সকল অঞ্চলকে অধীন ঔপনিবেশিক পর্যায়ে শাসন করিতে চাহিলে বিভিন্ন কালে এই দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্যের অংশগুলির মধ্যে পরস্পরের এই চারিত্রিক বিভিন্নতা লণ্ডন সরকারেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। "শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি"—বলিয়া যে লণ্ডন সরকার ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যের দেশগুলির সহযোগিতা প্রার্থনা করেন যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পরে বিভিন্ন দিক হইতে সেই আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য সাম্রাজ্যের দেশগুলি লণ্ডন সরকারকে আহ্বান জানায়। ইহারই ফলে ১৯২৬ সালে লণ্ডনে বিখ্যাত [illegible] লর্ড ব্যালফুরের সভাপতিত্বে আহূত হয় বিরাট ইম্পিরিয়াল সম্মেলন। ইহাতে কেবল উপনিবেশগুলিকেই এই সম্মেলনে ডাকা হইয়াছিল এবং বিজিত অঞ্চলকে এই সম্মেলন হইতে দূরেই রাখা হইয়াছিল। এই সম্মেলনেই উপনিবেশগুলির নূতন নামকরণ হয় "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বা Dominion এবং এই নূতন নামের মর্যাদাকে "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত" বা Dominion Status আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৩১ সালে লণ্ডনের পার্লামেণ্ট কর্তৃক উপনিবেশগুলির এই মর্যাদা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাট কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এইভাবে সুবিশাল একচ্ছত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য" (British Empire) এবং ব্রিটিশ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সাধারণ তন্ত্র (British Commonwealth) এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আজ মিশর, ব্রহ্ম, ভারত ও সিংহলের মত বিজিত দেশগুলিরও রাষ্ট্র স্বাধীনতা ব্রিটেনকে স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং ইহারই ফলে "কমনওয়েলথে"র রূপ ও সংজ্ঞার সহিত নবস্বাধীন এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন সত্তা পরস্পর পরস্পরের অনুকূল কিনা সেই প্রশ্ন বিশেষভাবে জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ব্রিটিশ প্রজাধীন অঞ্চলগুলির যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ভিত্তি ছিল এইরূপ যে, সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি রাষ্ট্র কোন দিক হইতেই অপর রাষ্ট্রের অনুবর্তী হইবে না এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রত্যেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজ-মুকুটের (Crown) নিকট আনুগত্য স্বীকার করিবেন। এই সংজ্ঞা দ্বারা যে স্বাধীনতাকে বুঝানো হয় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহা অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার সীমা ব্রিটিশ রাজমুকুটের আনুগত্যের বাধ্যবাধকতার অধীন। এই দোষের দিক হইতেই ভারতের কমনওয়েলথে যোগদান অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইয়াছে। প্রথমতঃ বৈদেশিক কূটনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত নিজ সার্বভৌম স্বত্ব রক্ষা করিতে চাহেন এবং রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ব্রিটিশ রাজমুকুটের নিকট আনুগত্য স্বীকার করিলে একদিকে যেমন অন্যের দিক হইতে স্বাধীনতা অপূর্ণ থাকিয়া যায় অপরদিকে গণপরিষদে যে ভারতের রাষ্ট্ররূপ "প্রজাতন্ত্র" (Republic) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহারও অমর্যাদা করা হইবে। কারণ রাজার আজ্ঞাধীন গণতন্ত্র থাকিতে পারে কিন্তু প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জনসাধারণই নির্বাচিত করেন। এই দুই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার উপরই ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কমনওয়েলথে ভারতের যোগদানের সার্থকতার প্রশ্ন আলোচনা করা আমরা নিরর্থক মনে করি।

প্রাসঙ্গিক

ভারতের বৈদেশিক নীতি

ভারতের বৈদেশিক নীতি কি হইবে তাহা লইয়া সম্প্রতি খুব আলোচনা শুরু হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আটলান্টিক চুক্তির পর হইতে ভারতবাসীর মনে এক [illegible] পৃথিবীর [illegible] দুই দলের মধ্যে ভারতের অবস্থান কি হইবে তাহা লইয়া আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে। একদিকে যেমন কমিউনিস্টরা এবং সাম্যবাদীরা সোভিয়েট রাশিয়ার [illegible] অপরদিকে তেমনি ধনিক গোষ্ঠী ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে যোগদানের জন্য বিশেষ [illegible] করিতেছে।

ভারত সরকারের প্রধান [illegible] এই দুই দলের বিরোধী ও [illegible] ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্লড অ্যাফেয়ার্সের এক সভায় এই বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে ভারত কোন দলেই যোগদান করিবে না। ভারত তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে। তিনি অবশ্য তাঁহার এই বক্তৃতায় [illegible] ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় নিরপেক্ষতা [illegible] কি সম্ভব।

প্রথমত ভারত নূতন [illegible] যোগদান করিবে ইহা একরকম নিশ্চিত। [illegible] যোগদান করিলে [illegible] কোনদিন বিপদে ভারত [illegible] নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিবে এবং তাহা সম্ভব হইবে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। দ্বিতীয়ত [illegible] যুদ্ধ বাধিলে ভারত কোন না কোন পক্ষের সাহায্য না করিয়া [illegible] পারিবে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। তাহাছাড়া নিরপেক্ষ থাকিলে উভয় পক্ষের বিরাগভাজন হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের [illegible] ও দুর্বল দেশের পক্ষে পৃথিবীর [illegible] রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতায় [illegible] বিপজ্জনক। [illegible] সর্বোপরি এখন দাঁড়াইয়াছে, ভারত যদি এখন হইতে কোন দৃঢ় রাষ্ট্রের সহায়তায় তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহার দেশরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া না তুলে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে না, ইহাও চিন্তনীয় বিষয়। আবার কোন পক্ষের সাহায্য লইতে গেলেই প্রতিদানে সেই পক্ষের সহিত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি না দিলে কোন পক্ষই ভারতকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবে না। তাহা হইলে ভারত কোন পক্ষে যোগ দিবে তাহা অতি সাবধানে স্থির করিয়া দেখা উচিত।

আর ভারত যদি নিজের [illegible] এবং জাতীয় [illegible] বিধান করে তাহা হইলে, ভারত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিতে পারে। কিন্তু [illegible] [illegible] জাতীয় [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] কোন [illegible] নাই। কাজেই এই বিষয়ে সরকারী [illegible] এখন বিশেষ [illegible]।

চিনি শিল্প সংরক্ষণ

[illegible] কর্তৃক [illegible] চিনি শিল্প ও অন্যান্য ১৬টি শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন [illegible] সংরক্ষণ ব্যবস্থার [illegible] হইলে [illegible] তুমুল প্রতিবাদ করিয়া উঠেন। বিশেষ করিয়া তিনি চিনি শিল্পকে আর দুই বৎসরকাল সংরক্ষণের সুযোগ দিতে [illegible] যে চিনি ও [illegible] [illegible] তাহা অবশ্য স্বীকার করি। সংরক্ষণের [illegible] কথা হইল, কোন নূতন শিল্পকে [illegible] প্রতিযোগিতার [illegible] করিয়া তোলা এবং কোন শিল্প [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সাময়িক [illegible] দান করা। [illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] জনসাধারণকেই তাহার জন্য [illegible] এবং [illegible] হয়। বিদেশীয় প্রতিযোগিতার হাত হইতে [illegible] পাইতে হইলে দুইটি [illegible] আছে। একটি হইল, আমদানি [illegible] উচিত করিয়া [illegible] বিদেশী প্রতিযোগিতা [illegible] বন্ধ করা, অপর দ্বিতীয় পথ হইল, সরকারী [illegible] দিয়া [illegible] করিয়া [illegible] প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি করা। উভয় ক্ষেত্রে, জনসাধারণই [illegible] গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায়, [illegible] জন্য উহাদের অধিকতর মূল্য দিতে হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, সরকারী [illegible] জন্য উহাদের [illegible] বহন করিতে হয়। দেশের [illegible] উন্নতি ও [illegible] সম্প্রসারণের জন্য [illegible] ইহা করিয়া থাকেন এই আশায় যে, [illegible] ও [illegible] বড় হইয়া যে শিল্প [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে, ভবিষ্যতে তাহা [illegible] ও [illegible] উৎপাদন [illegible] জনসাধারণের [illegible] এবং করিবে। তিনি শিল্প [illegible] ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জনসাধারণের একনিষ্ঠতা [illegible] বিষয় [illegible] হইবে। [illegible] পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া চিনি [illegible] ১১ বৎসরে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মুনাফা করিয়াছে, অথচ ৯০ কোটি টাকার অধিক [illegible] হিসাবে আদায় করিয়া লইয়াছে। [illegible] একদিকে বৈদেশিক আমদানি বন্ধ এবং অন্যদিকে দেশের মধ্যে বিপুল [illegible], এই উভয়বিধ অবস্থার সুযোগে ইহারা [illegible] করিয়া যে অতিরিক্ত [illegible] মুনাফা লুটিয়াছে তাহা জনসাধারণের [illegible]। [illegible] ১৯৪৭ সালে [illegible] সুযোগে ইহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] করিতে [illegible] নাই [illegible] টাকার [illegible] করিয়াছে। [illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দেখিয়া [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় সর্ব [illegible] যে, জনসাধারণের [illegible] মূল্য [illegible] এবং [illegible] [illegible]। যে [illegible] [illegible] বৈদেশিক [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] তিনি [illegible] যে [illegible] [illegible] তাহাতে [illegible] [illegible] এবং কোথাও দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় ১৭ বৎসরব্যাপী তিনি শিল্পকে [illegible] ব্যবস্থার [illegible] দেওয়া সত্ত্বে শিল্প [illegible] কোন [illegible] [illegible] এবং তাহার [illegible]। তিনি শিল্পপতিদের [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] না দিলে এই শিল্প [illegible] পড়িবে। [illegible] [illegible] না করিলে, [illegible] [illegible] না হইলে, শিল্পের [illegible] [illegible] [illegible] কথা। [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে ভারতের তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরে [illegible] [illegible] করিতে [illegible] না [illegible] তিনি শিল্প [illegible] হইয়াছে, তাহাদের [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]। এখন [illegible] [illegible] [illegible] তিনি শিল্প [illegible] এবং কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] এই শিল্পের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] শিল্পপতিদের [illegible] ও [illegible] মধ্যেই নিহিত এই [illegible]। [illegible] [illegible] যদি [illegible] থাকে, তবে [illegible] [illegible] [illegible] না রাখিয়া জনসাধারণকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] মধ্যেই যদি [illegible] থাকে, তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] তাহা [illegible] [illegible] করিবে না। [illegible] তিনি যে তিনি [illegible] [illegible] [illegible] সংরক্ষণ ব্যবস্থার [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] হইতে [illegible] [illegible] তিনি শিল্প [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নীতি [illegible] করিতে হইবে।

সিন্ধিয়া কোম্পানীর সিদ্ধান্ত

প্রকাশ যে, বিখ্যাত ভারতীয় জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন আণ্ড কোম্পানী বিশাখাপত্তনম ডকের কার্য বন্ধ করার কথা চিন্তা করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে কোম্পানী প্রায় ৩০০ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই নোটিশ প্রদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সিন্ধিয়া কোম্পানীর অধিকর্তা শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মোরারজী ও পরিচালক শ্রীযুক্ত এ. এ. নাইডুর সহিত ভারত সরকারের প্রতিনিধিবর্গের আলোচনার ফলে অবশ্য উক্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে বিশাখাপত্তনমের [illegible] হইয়াছে।

সিন্ধিয়া কোম্পানীর এই সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ভারত সরকার [illegible] এবং [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] এই কোম্পানীর [illegible] এবং প্রায় ৫ কোটি টাকার মূলধন এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। উপরন্তু "জলউষা" ও "জলপ্রভা" নামে দুইটি জাহাজ উহারা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং আরও প্রায় ৭টি জাহাজ এখন নির্মাণাধীন আছে। এই অবস্থায় সরকার কোন [illegible] শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মোরারজী আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিদেশে ৭০০০ টনের একটি জাহাজ নির্মাণে যে স্থলে খরচ পড়ে ৮০ হইতে ৯০ লক্ষ টাকা, সেখানে ভারতে অনুরূপ একটি জাহাজ নির্মাণের জন্য খরচ হয় প্রায় ১৩০-১৫০ লক্ষ টাকা। অথচ বিদেশের তুলনায় ভারতে জাহাজ নির্মাণের [illegible] প্রায় [illegible]। সুতরাং শ্রীযুক্ত মোরারজী বলিয়াছেন যে, সরকারী সাহায্য না পাইলে কোম্পানীর পক্ষে কাজ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

শ্রীযুক্ত মোরারজীর যুক্তিকে আমরা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না। কিন্তু কি কারণে বিদেশের সহিত তুলনায় ভারতে জাহাজ নির্মাণের খরচ এত বেশী তাহা আমরা জানি না। তবে একথা তো সত্য যে [illegible] এবং [illegible] ভারতে [illegible] এবং [illegible]। এই [illegible] ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের [illegible] কোন মৌলিক [illegible] না। [illegible] মৌলিক [illegible] একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে [illegible] করিতে হইবে। এই [illegible] কোম্পানী [illegible] কোম্পানী [illegible] দাবী করিতে পারে। কিন্তু কারখানার কর্মচারীদের [illegible] পারে না।

এই প্রসঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় [illegible] শ্রীযুক্ত কে. সি. রেড্ডী সম্প্রতি [illegible] তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন যে [illegible] এবং [illegible] ভারতীয় [illegible] ২০ লক্ষ টন [illegible] করা দরকার। [illegible] ভারতের [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে। এখনই আমাদের [illegible]। [illegible] প্রয়োজন [illegible] আমরা [illegible]। কিন্তু এইরূপ যদি [illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] হইবে। শ্রীযুক্ত রেড্ডী [illegible] কোম্পানী-গুলিকে [illegible] সরকারী [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] এবং [illegible] টাকা [illegible] একটি [illegible] সিন্ধিয়া কোম্পানীর [illegible] কোন উত্তর না [illegible] পারিতেছি না। [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইতে [illegible] কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছি।

ভারতীয় বীমা ব্যবস্থা

গত ২৬শে মার্চ দিল্লীতে ভারতীয় জীবনবীমা [illegible] সভাপতির [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] পি. বসু সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে গত দুই বৎসরের দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যা ও বীমাক্ষেত্রে উহার প্রভাবের বিস্তৃত বিবরণ দান করেন। এই [illegible] আর্থিক [illegible] দেশের [illegible] ও সুবিধা [illegible] পৌঁছিয়াছে। [illegible] এই শ্রেণীর লোকদের [illegible]। [illegible] এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই বীমাকার্যের প্রসার স্বাভাবিক। তাঁহাদের [illegible] বীমা কোম্পানী-গুলিকে [illegible]। দেশের [illegible] প্রয়োজন [illegible] ও [illegible] কোম্পানী। দেশের [illegible] হইলে [illegible] আবশ্যক। বীমা কোম্পানীগুলির [illegible] সম্প্রতি [illegible] বিষয়ে ও সর্বসাধারণের স্বার্থে উক্ত বীমা কোম্পানী-গুলির সম্মিলিত একটি নীতি নির্ধারিত করিয়াছে।

পাকিস্তানের বীমা ব্যবসা আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে বৈদেশিক কোম্পানী হিসাবে গণ্য করেন। পাকিস্তান সরকার বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত যে সকল আইন প্রবর্তন করেন, তাহা কখনও গ্রহণযোগ্য নহে। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। [illegible] পাকিস্তান সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল। বর্তমান প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে তাহাদের দায়দায়িত্বের [illegible] পাকিস্তানেই বিনিয়োগ করিতে হইবে। পাকিস্তানের বীমা ব্যবসায় [illegible] সম্পর্কে [illegible] চিন্তা করিয়া ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে বীমাসংক্রান্ত চুক্তি প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি জোর আবেদন করেন, যাহাতে তাহাদের এতদুভয় কোন বিষয়ে কোন অসুবিধার উদ্ভব না হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক বীমাব্যবসায়ের [illegible] ও বীমা আইন [illegible] চালাইবার জন্য [illegible] বিষয়ে শ্রীযুক্ত বসু এই আশা প্রকাশ করেন যে, [illegible] কোন পরিবর্তন আনিত হইবে না। এই সম্পর্কে [illegible] বিশেষ [illegible] পরিবর্তন [illegible] মৌলিক [illegible] কোম্পানীগুলিরই থাকিবে। তাছাড়া [illegible] বীমা কোম্পানীর আয়করের [illegible] কোন [illegible] প্রদান করেন। এই সম্পর্কে [illegible] ও [illegible] বর্তমান [illegible] কোম্পানীগুলির [illegible] সহিত [illegible] তিনি জানান। [illegible] টাকা প্রতি [illegible] আয়কর ধার্য করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি [illegible] দেশের [illegible] তালিকা উদ্ধৃত করেন—

আয়করের হার

জীবনবীমা		মোট হার
বৃটেন	১'৭৯	৩'৪২
কানাডা	১'৪০	৩'১১
ভারতবর্ষ	৩'৫৩	১৩'৭০

এই হার প্রত্যেক দেশেরই অন্যান্য বড় কোম্পানীর হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে।

(শেষাংশ ২৭৫ পৃষ্ঠায়)

সংবাদলিপি

লণ্ডন

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে প্রতিকূল বাণিজ্যিক গতি— ব্রিটিশ ট্রেজারির দপ্তর বিবৃতি প্রকাশ— মিঃ উইলসনের আমেরিকা যাত্রা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

লণ্ডন, ১৭ই মার্চ—বৃটেনের প্রতিকূল বাণিজ্যিক গতি [illegible] হইয়া ফেব্রুয়ারী মাসে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসের পর এই প্রথম বিপুল হ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও ইহা লক্ষ হইয়াছে। মোট রপ্তানির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১৬ কোটি ৫ লক্ষ পাউণ্ড। আমদানি সেই অনুপাতে অধিকতর হ্রাস পাইয়াছে এবং উহার মূল্য-পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ কোটি ২৭ লক্ষ পাউণ্ড। [illegible] আমেরিকার সাহায্য পরিমাণ সম্পর্কেও অবহিত থাকা প্রয়োজন। কারণ অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমদানির [illegible] সেই হারে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সালের তুলনায় রপ্তানি বাণিজ্য পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক বর্দ্ধিত হইলেও আমদানি বাণিজ্য যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালের পরিমাণের তুলনায় [illegible] রহিয়াছে।

[illegible] আমেরিকার [illegible] সমস্যাটি বিবেচনা করা হইবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, [illegible] ডলার অর্জ্জনে কাজটি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে [illegible] নিশ্চিত সৃষ্টি হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট আমদানির ব্যাপারে [illegible] বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছে। এই বাধা-নিষেধ অপসারিত না হইলে দক্ষিণ আফ্রিকায় বিলাতের রপ্তানি হ্রাস পাইবে।

'বৃটিশ ইকনমিক সার্ভে' ১৯৪৯ সালের পরিকল্পনা এবং [illegible] এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে ১৯৪৮ সালে বৃটেনের [illegible] বলিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] অত্যাবশ্যক দ্রব্য আমদানির ব্যাপারে [illegible] এবং [illegible] পরিমাণ ১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে [illegible] রপ্তানি [illegible] হইয়াছে। [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে [illegible] রপ্তানি ও আমদানি [illegible] সম্ভব হইয়াছে। [illegible] বাণিজ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য [illegible] ও 'অদৃশ্য' আয় বৃদ্ধি [illegible]। ১৯৪৭-৪৮ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি [illegible] পরিপূরণ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ডলার অর্জ্জনের [illegible] সৃষ্টি করিতেছে। [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার [illegible] যায়। [illegible] হ্রাস ও দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়তঃ [illegible] দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা [illegible] অর্জন করা সম্ভব, সেই দিক হইতে উক্ত [illegible] করা যাইতে পারে, তৃতীয়তঃ [illegible] আমদানি করিতে হয় সেই সব [illegible] আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা, চতুর্থতঃ [illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] পরিবর্তিত হয়।

উৎপাদন ও রপ্তানির [illegible] যে, এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা [illegible]। আমেরিকা ও যুক্তরাষ্ট্র [illegible] বৃটেনের [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধির [illegible]। [illegible] রপ্তানি [illegible] উৎপাদন [illegible] হইবে। [illegible] রপ্তানি [illegible] এবং উৎপাদনের [illegible] হইবে। [illegible] এবং [illegible] আর্থিক [illegible] ১৯৪৯-৫০ সালেই [illegible] করিতে হইবে। [illegible] বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর [illegible] বাণিজ্য-[illegible] রপ্তানি বৃদ্ধির [illegible] যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পরিদর্শনে যাইবেন।

ওয়াশিংটন

যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাণিজ্য—আর্থিক শক্তির ব্যবসায়িক ক্ষেত্র—কারণে বেতার সাজসরঞ্জাম রপ্তানি।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১৭ই মার্চ—বাণিজ্য বিভাগের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, আমেরিকার [illegible] রপ্তানির পরিমাণ অধিকতর হইলেও ১৯৪৭ সালের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৫০,০০,০০,০০,০০০ ডলার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে [illegible] হইতেও আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ১,০০০,০০০,০০০ ডলার। ইহা বিদেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানির কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিফলিত করিতেছে।

[illegible] মূল্য [illegible] দেশের [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] আমেরিকার [illegible] স্টার্লিং [illegible] বাণিজ্য [illegible] বলেন যে, [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] প্রতিযোগিতা [illegible] হইবে না। [illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] নাই। তিনি জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র [illegible] হইতেছে না। [illegible] ক্ষেত্রে নূতন [illegible] সাহায্য [illegible] স্টার্লিং [illegible] জানান।

[illegible] জানা গিয়াছে যে, [illegible] ইলেক্ট্রিক্যাল [illegible] কোম্পানি [illegible] সরকারকে [illegible] ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের [illegible] দিয়াছে। [illegible] কোম্পানির পক্ষ হইতে [illegible] দিয়াছে। তিনি নূতন [illegible] করিবেন। [illegible] জানা গিয়াছে যে, [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible] হইবে।

বেকার লিমিটেড
(BAKER LIMITED)
পানিহাটি, ২৪ পরগণা

বৈদ্যুতিক মোটর, ডায়নামো, পাম্প, এ-সি, ডি-সি জেনারেটার, ওয়েলডিং ট্রানস্‌ফর্মার, স্পট ওয়েলডার এবং সর্বপ্রকার ইলেক্‌ট্রোড সরবরাহকারক।

অর্ডার দিলে আমরা ইলেক্‌ট্রিক সংক্রান্ত যে কোন মাল সরবরাহ করিতে পারি।

দিল্লী

জাতীয় উন্নয়ন-ও বিল—ভারতীয় শিল্পোন্নয়নে বাণিজ্যের বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ প্রসঙ্গে—ভাতাভোগীদের হ্রাস-বৃদ্ধি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

দিল্লী, ২৩এ মার্চ—পার্লামেন্টে [illegible] আলোচনা ও ভোটগ্রহণের পর [illegible]। কেন্দ্রীয় রাজস্ব, অর্থ, রক্ষা, শিক্ষা, খাদ্য, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শ্রম, কৃষি, প্রভৃতি দপ্তরগুলির ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। [illegible] বিনা আলোচনায় অনুমোদিত হয়। অর্থ-দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ দাবী সম্পর্কিত [illegible] বৈদেশিক মূলধন আমদানি, জাতীয় আয় কমিটি ও জাতীয় উন্নয়ন [illegible] প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন।

[illegible] বৈদেশিক মূলধন [illegible] ভারতীয় শিল্প [illegible] মূলধন [illegible]

[illegible]

[illegible] বিদেশী মূলধন [illegible]

[illegible] করেন।

[illegible]

[illegible] বিশেষ [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রয়োজন হইবে না।

বোম্বাই

জাহাজী মাশুল-হার—[illegible]—[illegible]—কমিটির উদ্যোগ ও সরকারী ব্যবস্থা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই, ২২এ মার্চ—[illegible] কোম্পানীগুলির মধ্যে [illegible]

[illegible]

[illegible] ভারতীয় কোম্পানীগুলি এ ব্যাপারে সরকারী [illegible]

[illegible]

[illegible] সরকারী ব্যবস্থা [illegible] উপায়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট—১৯৪৯-৫০

গতকাল, আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে কর্পোরেশনের তহবিলে মজুত চৌদ্দ লক্ষ টাকা মজুত থাকিবে, বৎসরে পাঁচ কোটি সতের লক্ষ টাকা আয় এবং পাঁচ কোটি সাতে [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে ও বৎসরের মজুত তহবিলে আর সাত লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে। নূতন বাজেট সেই সম্পর্কে [illegible] আগামী বৎসর বাড়ীর উপর শতকরা ২৩/০ হারে কর আদায়ের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে, কুকুরের উপর বার্ষিক ৫৲ এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল আইনে নির্দিষ্ট হার অনুসারে আদায়ের জন্য [illegible] পরিচালক পরামর্শ দিয়াছেন।

উদ্বৃত্ত না থাকায় কর [illegible] হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] আগামী বৎসর নূতন খাতে কোন কাজের জন্য কিংবা সরকারী ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে নূতন কোন ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয় নাই। [illegible] কাজের জন্য পূর্বে ঋণ গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু মজুরী বাড়িয়া যাওয়ায় [illegible] সে সম্পর্কে পূর্ব অনুমান অপেক্ষা বেশী খরচ পড়িয়াছে। আবার ঋণ সংগ্রহের অনুমতি না পাওয়ায় [illegible] কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বাজেট [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] পরিচালক জানাইয়াছেন যে, [illegible] সরকারের নির্দেশ অনুসারে ঘর-বাড়ীর মূল্য পুনঃ নির্ধারিত হইতেছে; আগামী বৎসরের মধ্যে উহা শেষ হইবে এবং ১৯৫০ এপ্রিল হইতে নূতন মূল্য হার অনুসারে কর আদায় করা যাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। উহার ফলে কর্পোরেশনের আয় বাড়িবে [illegible] লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে [illegible] মধ্যে বিভিন্ন কোন কোন [illegible] উপর [illegible] একটি প্রস্তাব সরকার এখন বিবেচনা করিতেছেন।

পরিচালক আশা দিয়াছেন যে, ঐরূপ অনুমতি পাওয়া গেলে [illegible] শ্রেণীর পক্ষে [illegible] [illegible] বাদ দিয়া [illegible] উপর [illegible] ধার্য হইবে। তিনি আশা করেন যে উপরোক্ত দুইটি খাতে আয় বৃদ্ধির ফলে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে কর্পোরেশনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে। সে বৎসর হইতে [illegible] পূরণের [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] কর্মচারীদের প্রতি [illegible] করিতে হইবে না।

[illegible] কলিকাতা শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত [illegible] জানান যে পরিকল্পনা যে নূতন জল পরিশোধক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৯০ লক্ষ গ্যালন জল বেশী পাওয়া যাইবে। সরকার এই পরিকল্পনা ও উহার জন্য অর্থ মঞ্জুর অনুমোদন করিয়াছেন; তিনি আশা করেন যে আগামী বৎসরে এপ্রিল মাস নাগাদ এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে এবং তাহাতে কলিকাতাবাসীদের প্রায় ৭০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে এডমিনিস্ট্রেটর জানান যে, উহাতে প্রায় সত্তর চল্লিশ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে। তিনি আরও জানান যে, [illegible] ব্যবসায় করা হয়, [illegible] বিক্রয় [illegible] প্রচুর অপব্যবহার, [illegible] [illegible] প্রভৃতির উপর এই কর ধার্য হইবে।

কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় যে এই প্রকার ২২১ বিদ্যালয় আছে ও [illegible] হাজার ছাত্র এই বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশুনা করে। শ্রীযুক্ত রায় আরও বলেন যে নূতন বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের [illegible] আছে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। [illegible] পরিকল্পনা কেন [illegible] হইয়াছে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীযুক্ত রায় জানান যে সকল [illegible] এই সমস্যা [illegible] দেখা দিয়াছে; [illegible] বুনিয়াদী শিক্ষা [illegible] [illegible] প্রচুর [illegible] যদি [illegible] [illegible] এই সকল স্কুলে [illegible] দেওয়া হয় তাহা হইলে [illegible] যে অর্থ [illegible] হইবে তাহা এই সকল লোকের নিকট হইতে আদায় করা কঠিন হইবে। [illegible] বৎসরে [illegible] নির্দিষ্ট যদি এই প্রকার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয় তাহা হইলে মোট [illegible] শতকরা প্রায় ২০ ভাগের পার্থক্য দেখা যাইবে। সরকারের নিকট হইতে এই পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া না যাইলে এই প্রকার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সম্ভাবনা অল্পই আছে।

এই বাজেটের বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে কর্পোরেশনের যে সকল [illegible] সম্পত্তি আছে তাহা নষ্ট না করিয়া বর্তমান অবস্থায় [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া যাইতে পারে বর্তমান বাজেটে তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল	১৪২৫০০০৲
আনুমানিক আয়	৫০৪৫৮০০০৲
	৫১৮৮৩০০০৲
আনুমানিক ব্যয়	৫১১৮১০০০৲
৩১-৩-৫০ তারিখে উদ্বৃত্ত	৭০২০০০৲

আয়

খাত	পরিমাণ (টাকার হিসাবে)
বাড়ী ভাড়া	৩০৩,৬৬,০০০
[illegible]	৪৩,৫০,০০০
সরকারী সাহায্য	৭৮,২২,৫০০
জল সরবরাহ	১২,১৪,০০০
কসাইখানা ও গোখানা	২৩,১০,৮০০
জমি, বাড়ী ইত্যাদি বিক্রয়	৩,০১,৬০০
মোটর লাইসেন্স বিভাগের নিকট ক্ষতিপূরণ	৪,৫০,০০০
গাড়ী ঘোড়া রেজেষ্ট্রি ফি	৩১,৫০,০০০

ব্যয়

খাত	বরাদ্দ (টাকার হিসাবে)
এষ্টাব্লিশমেণ্ট	১,১৯,২০,৮৫০
কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা	৭৩,৭৬,০০০
বাড়ীর মূল্য পুনর্নির্ধারণ	২০০,০০০
নূতন কাজের জন্য	৬,৯৯,৮০০
ঋণ পরিশোধ	১৭,৭৬,৮০০
সুদ	৫৭,০১,৫০০
[illegible]	৪,৯৫,০০০
প্রাথমিক শিক্ষা	১৭,১৬,৮০০
কর্পোরেশন বিদ্যালয়ে সাহায্য	১,৮০,০০০
[illegible] সাহায্য	
হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে সাহায্য	৭০২,০০০
চিকিৎসা, প্রসূতি আগার	৩০৫,১০০
রাস্তার আলোকব্যবস্থা	৮০০,০০০
হরিজন কল্যাণ	১৫,০০০
কর্মচারীদের [illegible] সরবরাহ	৬৫০,০০০
[illegible] বেতন বৃদ্ধি	৪৫,০০০
শিক্ষকদের গাড়ীভাড়া	২২৮,০০০
মোটর ইত্যাদি খাতে	৬৫,৮৬,৫৮০

এতদ্ভিন্ন ১৯৪৯-৫০ সালে নিম্নোক্তরূপ [illegible] কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

* ১। বাড়ী ভাড়া [illegible] শতকরা ২৩/০ স্থলে ও [illegible] [illegible] টাকা [illegible] শতকরা [illegible] হারে, বার্ষিক ৫ টাকা হারে কুকুরের ট্যাক্স এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে অন্যান্য ট্যাক্স।

২। লাইসেন্স প্রাপ্ত [illegible] [illegible] উপর পূর্ব বৎসরের হার শতকরা ১০ ভাগ হারে ফি আদায় করা হইবে।

সঙ্কলন

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি বিলোপ

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

পরিষদের সেক্রেটারী বলেন এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কেননা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে কমিটির উপর যে দায়িত্বভার সম্পূর্ণ করার পর তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূরণ হইয়াছে বলিয়া উহারা মনে করেন। বর্তমানে কমিটি জাতীয় সরকারের নিকট তাহার রিপোর্ট পেশ করার পর উহা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সভায় কমিটির চেয়ারম্যান পণ্ডিত নেহরু, ডাঃ জে. সি. ঘোষ, ডাঃ বি. এন. গুহ, অধ্যাপক এ. কে. সাহা, অধ্যাপক কে. টি. শাহ উপস্থিত ছিলেন। কমিটি জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত কমিটির সভ্যগণ সভাপতি, অধ্যাপক সাহা, মিঃ এ সহকারী সভাপতি, অধ্যাপক কে. টি. শাহ এবং শ্রীমতী লাল সহকারী আছেন। কমিটি শীঘ্র সরকার হইতে প্রাপ্ত উহাদের কার্যকলাপের একটি বিবরণ পেশ করিবেন।

ভারতের খাদ্য দাম

আন্তর্জাতিক গম চুক্তি অনুযায়ী গমের যে মজুত ও সরবরাহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার ফলে ভারতের বাজারে আমদানি গম অনেক পরিমাণে কমাইতে পারিবে, তবে এই বৎসর উদ্বৃত্ত গম বাবদ এক লক্ষ টন গম পাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের জনৈক মুখপাত্র এই আন্তর্জাতিক চুক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া উপরিউক্ত মতামত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে এই চুক্তির ফলে ভারত বর্তমানে ও আগামী বৎসরে চাহিদা উপযোগী গম অধিক পরিমাণে পাইতে পারিবে।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন যে, চুক্তির ফলে ভারতের গম ক্রয়ে সর্বোচ্চমূল্য মণ টাকা হয় আবার সর্বনিম্নমূল্য মণ টাকা স্থির করা হইবে। বর্তমানে ভারতকে প্রায় টাকা মণ দরে গম ক্রয় করিতে হইতেছে। সর্বনিম্ন দরে না পাইলে আমদানিকারী দেশের পক্ষে গম সম্পূর্ণভাবে লইবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫১ সালের শেষে ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ করিবার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, নূতন চুক্তি-বলে তাহার বিরোধী হইবে না। ১৯৫২-৫৩ সালের পর ভারতকে আর অধিক পরিমাণে গম আমদানি করিতে হইবে না।

১৯৫৩ সালে আন্তর্জাতিক গম বিষয়ক কমিটি ও ১৯৪৯ সালের পূর্ববর্তী কমিটি দ্বারা যাহা ভারত উদ্বৃত্ত হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার বাজার দরে যে মূল্যে বিক্রয় করেন, আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী তাহার অর্দ্ধেক মূল্য কমাইয়া রাখিলে উক্ত কেন্দ্রীয় সরকার অধিক সুবিধা হইবে।

ভারতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল

শীঘ্রই সোভিয়েট বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ভারতে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ, সোভিয়েট ভারতকে গম এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে পারে। উহার বিনিময়ে সোভিয়েট ভারত হইতে পাট এবং অন্যান্য দ্রব্য (যাহা সরবরাহ করিবার মত অবস্থা ভারতের আছে) পাইবার আশা করে।

অস্ট্রেলিয়া হইতে একটি বিশেষ বাণিজ্য মিশনও ভারতে আসিতে পারে। প্রকাশ, মিশন ভারতকে পশম ও তুলা সরবরাহের প্রস্তাব করিবে।

ইন্দোনেশিয়া হইতে একটি বাণিজ্য মিশন এদেশে আসিয়াছে। বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে ঐ মিশন ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছে। তেল রপ্তানি বিষয়েও আলোচনা চলিতেছে।

প্রকাশ, এই সকল আলোচনা বেসরকারী এবং তথ্য সংগ্রহমূলক।

পশ্চিমবঙ্গে জাহাজশিল্প প্রতিষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে গত বৎসরের বাজেটের আলোচনায় শিল্প-উন্নয়ন দপ্তর নির্মাণের বাবদ আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করিয়া অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি এবং বিভিন্ন শিল্প পরিকল্পনাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ দান করেন।

প্রদেশের শিল্প উন্নয়নের পথে বহু বাধা, যথা, পাকিস্তান প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, এই সকল বাধা সত্ত্বেও সরকার দেশের শিল্পায়নের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অর্থসচিব ঘোষণা করেন যে সরকার ইতিপূর্বে উক্ত কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আরও কয়েকটি বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা সম্পর্কেও একটি বিস্তৃত বিবরণ ভারত সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। জাহাজ নির্মাণ কারখানার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি খরিদ করিয়া তাহা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তবে শিল্পের জন্য মূলধন ও যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যাপারে ভারত সরকারের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারী অনুমোদন প্রায় আট হাজার একর জমি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সরকার আরও বলেন যে, বাণিজ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার লক্ষাধিক টাকা ও মঞ্জুরি দান করিয়াছেন এবং কুটীরশিল্প ও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সরকার অর্থ ও লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর অধিকাংশ উদ্যোগ করিয়া স্থাপিত বাঙ্গালার শিল্পসমূহ হইতে বাঙ্গালী কারিগরদের যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃত্তি

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নলিখিত গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করিয়াছেন :—

(১) টিটাস ও লিউ ল্যান গবেষণা বৃত্তি। ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর হইতে তিন বৎসরের জন্য।

(২) ম্যাক-কোর্ট, কোর্ট, ইন্ডিস্ট্রিয়াল, ফার্মাকোলজী, বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞান গবেষণার জন্য ১লা অক্টোবর হইতে ইম্পিরিয়াল কলেজের ইউনিট তিন বৎসরের জন্য বৃত্তি।

বৃত্তির পরিমাণ কোথায় আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে জানা যাইবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, সেনেট হাউস, (ডব্লিউ. সি.—১)—এই ঠিকানায় আবেদনপত্র বিবরণী প্রভৃতি প্রাপ্তব্য। ১৯৫২ সালের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে আবেদনপত্র উক্ত ঠিকানায় পৌঁছানো প্রয়োজন।

পুনর্বসতি দপ্তরের বার্ষিক বিবরণী

ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট ও পুনর্বসতি দপ্তরের আলোচনায় মন্ত্রী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

গত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তু তাঁহাদের পৈতৃক বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্যের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এক সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১৫টি শিবিরে প্রায় ৮০ হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ ৮ হাজার উদ্বাস্তু সরকারী শিবিরে বাস করে এবং অন্যান্য অনেকের জন্য সরকারের দৈনিক প্রায় এক টাকা ব্যয় হয়। উদ্বাস্তুদের সাহায্য বাবদ এযাবৎ মোট প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের সাহায্য বাবদ বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

বিশাখাপত্তনমে নূতন জাহাজ নির্মাণ

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মোরারজী অদ্য বলেন যে, কোম্পানী আগামী বিশাখাপত্তনম জাহাজ নির্মাণ কারখানায় নূতন জাহাজ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, এক

দুর্গন্ধ [illegible] নির্মাণ করিয়াছেন এবং সেই কারখানায় প্রায় ৩০০ জন কর্মীকে [illegible] ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে।

জাহাজ নির্মাণ বিষয়ে ভারতে সাহায্য করা হইবে বলিয়া জাপানের প্রতিনিধি [illegible] কোম্পানী ৩০০ জন কর্মীকে ট্রেনিং দিয়াছেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মোরারজী বলেন যে, দুইটি ডকইয়ার্ডে একটি ৮ হাজার টন জাহাজ নির্মাণ করিতে বর্তমানে যেখানে ৬০ লক্ষ হইতে ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, জাপানে সেখানে একটি জাহাজ নির্মাণ করিতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বিশাখাপত্তনম কারখানায় বর্তমানে 'জল প্রকাশ' ও 'জল পদ্মা' নামক দুইটি জাহাজ নির্মিত হইতেছে।

ভারতে জাপানের চাউল

বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয়মাসে জাপান হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ টন চাউল আমদানি হইবে। তাহার মধ্যে ১ হাজার ১০৮ টন চটচটে চাউল থাকিবে। কারণ অন্ততঃ ২০ ভাগ চটচটে চাউল না হইলে ঐ দেশ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করা হয় না। দেশের চাউলের অভাব [illegible] বলিয়া ভারতসরকারকে বাধ্য হইয়াই ঐ দেশের চাউল আমদানি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

চটচটে চাউল বিশেষ খাওয়া যায় না বলিয়া ভারতের [illegible] বলিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের ব্যবস্থামতে ঐ চাউল রাঁধার বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

সাধারণ প্রক্রিয়া—সমপরিমাণ ঐ চাউল ও দ্বিগুণ জল একত্র মাখাইয়া জাল দিতে হয়। চাউল আধ-সিদ্ধ হইলে আরও অল্প জল দেওয়া আবশ্যক। পরে জল একেবারে শুকাইয়া গেলে ভাত হাঁড়ি নামাইতে হয় এবং ভাত পরস্পরের গায়ে লাগে না।

দোসা প্রক্রিয়া—[illegible] জলে ভিজাইয়া রাখিবার পরে [illegible] জলে ঐ চাউল অল্প আঁচে রাঁধিতে হয়। রাঁধিবার সময় দুই-একবার চাউলগুলি নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। সাধারণ প্রক্রিয়া হইতে এই প্রক্রিয়ায় ভাল ও সহজে ভাত হয়।

ভাজা প্রক্রিয়া—আড়াই ছটাক চাউল দুই তোলা ঘিয়ে ভাজিতে হয়। ভাজিতে ভাজিতে চাউলের রঙের পরিবর্তন ঘটিবার পরে আড়াই ছটাক জলে চাপাইতে হয়। পরে চাউল আধসিদ্ধ হওয়ার পরে আরও কিছুটা জল দেওয়া আবশ্যক। প্রথম দুই প্রক্রিয়া হইতে এই প্রক্রিয়ায় রাঁধা আরও ভাল ও ভাত সহজে হয়। বাষ্প প্রক্রিয়া সমপরিমাণে ঐ চাউল ও জল একত্র করিয়া বয়লারে [illegible] সিদ্ধ করিলে ভাত সহজে ঝরঝরে হয়।

সংরক্ষণ শুল্ক বিল

ভারতীয় পার্লামেন্টে শর্করা শিল্পের সংরক্ষণ শুল্ক বিল গৃহীত হয়। অধ্যাপক [illegible] সংশোধন প্রস্তাবে [illegible] দুই বৎসরের পরিবর্তে আর এক বৎসরের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বিলে দুইটি বিষয়ে বিভিন্ন মতের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সরকার পক্ষে উত্তর দানকালে [illegible] বলেন যে, ভারতীয় শুল্ক কমিশন ১৫ বৎসরের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ১৫ বৎসর এবং উহাতে পর্যন্ত সময়ে এই শিল্পকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার শুল্ক কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই শিল্প [illegible] পড়িয়াছে এই কথা বিবেচনা করিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন আসিয়াছে কিনা শ্রীযুক্ত কিদোয়াই বিবেচনা করিতে রাজী আছেন।

শ্রীযুক্ত কিদোয়াই বলেন যে [illegible] দৃঢ় আছে যে, বর্তমানে সকল শিল্প সম্পর্কে এক বৎসরের মধ্যে পুনরালোচনা [illegible] সম্ভব নয়। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস না পাইলে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। ১৯৫৪ সালে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন।

শুল্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিলে ভারতে ও বিদেশে প্রতিযোগিতা দেখা যাইবে বলিয়া [illegible] সমালোচনা করিয়াছেন, তদুত্তরে শ্রীযুক্ত কিদোয়াই বলেন যে, ভারতে চিনির মূল্য প্রতিমণ [illegible] আনা এবং বিদেশী চিনির মূল্য প্রতিমণ ২০৲ টাকা। দেশের অভ্যন্তরে আখের মূল্য প্রতিমণ ১৷৵০ আনা। ইহা ছাড়া উৎপাদনের [illegible] করা এবং চিনির মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হয় নাই। অতএব যদি শুল্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয় তাহা হইলে বিদেশী ও [illegible] চিনির বাজার ছাইয়া ফেলিবে।

পাক-ভারত প্রতিনিধি সম্মেলন

আগামী ৭ই এপ্রিল হইতে ৭ দিনের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক সম্মেলন হইবে।

সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে—(১) দেশবিভাগের পর ব্যাংক গ্যারান্টি-সিকিউরিটিসমূহের বণ্টন সম্পর্কিত ব্যবস্থা; (২) উভয় রাষ্ট্রের [illegible] প্রদেয় লেনদেন; (৩) ভারতীয় [illegible] ভারতে আটক সম্পর্কে পাকিস্তানের নিবেদন; (৪) [illegible] কাগজ-পত্র [illegible] উভয় রাষ্ট্রের সম্মেলনে সম্পাদিত চুক্তি কার্যকরী হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা; (৫) পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পত্তির মূল্য [illegible] পাকিস্তান যে [illegible] চালাইয়াছে তাহা রোধ করার ব্যবস্থা করা; (৬) সীমান্ত অঞ্চলের বিরোধ ও সমস্যা; (৭) ভারতের ও পাকিস্তানের [illegible] এটি প্রাদেশিক সমস্যা, [illegible] এবং (৮) দেশবিভাগের পর [illegible] লোহা ও ইস্পাত সম্পর্কিত বাকী।

জন সংযোগ বিভাগের প্রচার উপসমিতি

গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে [illegible] প্রাদেশিক [illegible] পশ্চিমবঙ্গ [illegible] নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে লইয়া একটি প্রচার উপসমিতি গঠন করিয়াছেন—

শ্রীমতী [illegible] ঘোষ, শ্রীবিশ্বপতি দাস, শ্রী[illegible] বিশ্বাস, বি কে পি, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রী[illegible], শ্রী[illegible] লাল, শ্রী[illegible] সরকার, শ্রী[illegible] মুখার্জি ও শ্রীজীবন মুখার্জি।

দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চল হইতে মোটরগাড়ী আমদানি

এতদিন [illegible] আমদানি লাইসেন্স [illegible] কোটা হিসাবে মোটরগাড়ী আমদানি করিতে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর [illegible] উদ্দেশ্যে ভারতসরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই কোটা আর দেওয়া হইবে না।

দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চল হইতে মোটরগাড়ী আমদানি অতঃপর সাধারণ লাইসেন্স নীতির অধীন। [illegible] দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চল হইতে [illegible] হিসাবে মোটরগাড়ী আমদানি করিতে হইলে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে।

যে সমস্ত বিদেশী নাগরিক অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ী-ভাবে ভারতে আসেন, তাঁহাদিগকে এবং যে সমস্ত ভারতীয় অন্ততঃ [illegible] দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত দেশে ব্যবহারের জন্য মোটরগাড়ী কিনিয়াছেন তাঁহাদিগকে নিজস্ব মাল হিসাবে মোটর-গাড়ী আমদানির লাইসেন্স দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সমস্ত আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করিতে কোনরকমই দেওয়া হইবে না।

উভয় রাষ্ট্রমধ্যে মাল চলাচল

গত ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত পাক-ভারত বাণিজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুযায়ী সম্প্রতি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে কতকগুলি অর্থনৈতিক বিষয়ে চুক্তি হইয়াছিল। জনসাধারণের অবগতির জন্য কতকগুলি বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে [illegible] অনির্দিষ্ট পথে [illegible] উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের [illegible] বহন করিতে হইবে এবং [illegible] শুল্ক [illegible] দিতে হইবে:

দেশলাই [illegible] এবং [illegible] শুল্ক [illegible] করিবে না। [illegible] কোন অসুবিধা হইবে না।

কেবল অনুমোদিত ছয় অফিসারদেরই বাহাদের মালের মালিক হইবার অধিকার থাকিবে। অনুমোদিত দলের মাল চলাচলে কেহই হস্তক্ষেপ করিবে না। কলিকাতা সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, যাহারা ছয় সীমান্ত অতিক্রম করিবে আর উহাদের মালের জামানী করা হইবে না। দিল্লী সম্মেলনেও এই সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হইয়াছে।

বর্তমান কার্য্যরীতি মত মহিলা যাত্রীদের তল্লাশীর নিয়ম শিথিল করা হইয়াছে। এই তল্লাশী কার্য্যের জন্য নিম্নপদস্থ মহিলা শুল্ক কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে পশ্চিম বঙ্গের শুল্ক কর্মচারীদের পরিচয় পত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহাতে পরিচয়দানের ব্যাপারে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য উহাদের নির্দিষ্ট প্রকার পোষাক ও ব্যাজ পরিধান করিতে বলা হইয়াছে। নির্দিষ্ট সীমার বেশী মাল লইয়া সীমান্ত অতিক্রম করিতে চাহিলে অথবা বেআইনী মাল চালানের সন্দেহ হইলে আইন অনুমোদিত সরকারী কর্মচারী অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মচারী ব্যতীত অপর কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না। তাহাকে নিকটস্থ শুল্ক ঘাঁটিতে লইয়া যাইতে হইবে এবং শুল্ক বিভাগের কর্মচারী নয়, এইরূপ কাহাকেও তাহার মালপত্র অথবা দেহ তল্লাশী করিতে দেওয়া হইবে না।

কলিকাতা সম্মেলনে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, এক ডমিনিয়নের সীমান্তবর্তী কোন স্থানের যদি অপর ডমিনিয়নের সীমান্তবর্তী স্থানে চুক্তি থাকে, তাহা হইলে ঐ উভয় স্থানের বিভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্যাদি তাহাদের প্রয়োজন ব্যবহারের জন্য লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে, এবং উহাদের কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইবে না। পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারীদের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয় এবং স্থির হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার সীমান্তে এই সম্পর্কে অসুবিধা থাকায় এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্পণ করা হয়। দিল্লী সম্মেলনে স্থির হয় যে, এক ডমিনিয়ন হইতে অন্য ডমিনিয়নে যাতায়াতের সময় কোনপ্রকার আদায়ে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারই প্রাদেশিক সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতে নির্দেশ দিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন কর্মচারীদের তাহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দিল্লী সম্মেলনে স্থির হয় যে, কেবলমাত্র এক ডমিনিয়ন হইতে অন্য ডমিনিয়নে আমদানী রপ্তানী মালের পরীক্ষা করা চলিবে, পরিবহণের কেবলমাত্র মালপত্রের শুল্ক সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করা চলিবে। এই সকল মাল চলাচল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের আমদানী-রপ্তানী আইন অথবা বিধি যেন চলাচলে বিঘ্ন না ঘটায়।

পার্শেল মাশুলের নূতন হার

ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১লা এপ্রিল ১৯৪৯ হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা পার্শেলসমূহের উপর মাশুলের হার হ্রাস করা হইবে।

আন্তর্জাতিক পার্শেলসমূহের পক্ষে প্রথম পাউণ্ডের সর্ব্বনিম্নমূল্য দুই টাকা অতিরিক্ত প্রতি পাউণ্ডের জন্য এক টাকা হিসাবে বর্তমানে যে মাশুল লওয়া হয়, তাহার পরিবর্ত্তে প্রতি চল্লিশ তোলার জন্য বার আনা হিসাবে রেজেষ্টারী এবং বিমান ডাকমাশুল বাবদ প্রথম চল্লিশ তোলার এক টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি কুড়ি তোলার আট আনা হিসাবে মাশুল লওয়া হইবে।

আমদানি কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

সংবাদ প্রকাশ আমদানি কাগজের বিক্রয় মূল্য সরকারের নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সা বেশী লইবার অনুমতি দেওয়া আছে। আগামী ১লা এপ্রিল (১৯৪৯) হইতে ভারত সরকার এই অতিরিক্ত মূল্য প্রতি পাউণ্ডে দুই পয়সার স্থলে তিন পয়সা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবে।

আমদানি কাগজের উপর পাকিস্তানে শুল্ক ধার্য্য

পাকিস্তান সরকারের অর্থদপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, ভারত হইতে কাগজ আমদানির উপর যে শতকরা তিন টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা সংবাদপত্রসমূহের উপর প্রযোজ্য নহে। আশা করা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট সরকারী নীতি সম্পর্কে নির্দেশনামা প্রেরিত হইবে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতে যেসব সংবাদপত্র করাচীতে আসে, উহার উপর পশ্চিম পাকিস্তানে এইরূপ শুল্ক ধার্য্য করা হয় না।

দিল্লী-গৌহাটি বিমান ডাক

যোগাযোগসচিব জনাব রফি আহমদ কিদোয়াই পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, আগামী মাস হইতে দিল্লী ও গৌহাটির মধ্যে সাপ্তাহিক বিমানযোগে ডাক আদান-প্রদান চলিবে।

জনাব কিদোয়াই আরও ঘোষণা করেন যে, বিমানযোগে ডাক চলাচলের যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তদনুসারে অবিলম্বে শতকরা ২০ ভাগ ডাক এবং এক বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ডাক বিমানযোগে চলাচল করিবে।

পাক-ভারত সিংহল বিমান চুক্তি

ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল একটি বিমান চুক্তি গ্রহণ করিতে পারে। ইহার উদ্দেশ্য হইবে, অন্যান্য দেশের সহিত বিমান চুক্তি করিবার সময় এই তিন দেশের জন্য পারস্পরিক সুবিধা আদায় করা।

সিংহলের যানবাহন মন্ত্রী স্যার জন কোটেলাওয়ালা এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি ভারত-সিংহল বিমানচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইতেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান এবং পাকিস্তান বিমান দপ্তরের অফিসারদের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য তিনি শীঘ্র করাচী আগমন করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

করাচীতে দুগ্ধ-সরবরাহ ব্যবস্থা

করাচীর কমিশনার সরকারী মুখপাত্র সাংবাদিক-দলকে বলেন যে, শীঘ্রই করাচীতে আধুনিক পদ্ধতিতে দুগ্ধ-সরবরাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পর লণ্ডনেও যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার অনুরূপ আদর্শে এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেকটি পরিবার আবশ্যকানুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণ পাইবে।

পেট্রোলের বরাদ্দ

একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের জন্য বে-সরকারী কাজে ব্যবহার্য্য পেট্রোলের বরাদ্দ বর্তমান হারানুযায়ী বজায় রাখা হইবে, বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন।

পাক–মার্কিন গম বাণিজ্য

পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে [illegible] পাকিস্তানকে [illegible] বাবদ [illegible] করিতে দিয়াছে। এতদ্বারা করাচীতে সম্প্রতি মার্কিন [illegible] চুক্তিতে একটি [illegible] হইয়াছে। গম, চাল ও তামাক উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যের সহিত পাকিস্তানের [illegible] এক কোটি [illegible] হইয়াছে। করাচীতে মার্কিন দূতাবাস [illegible] মার্কিন সরকার বিবেচনা করিতেছেন

বেতার ও রাডার সরঞ্জামের কারখানা

[illegible] সরকার [illegible] রেডিওর সরঞ্জাম ও রাডার প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনায় বিদেশী প্রণয়ন এবং ভারত সরকার [illegible] বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও [illegible] হইবার পর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য গত ১১ই মার্চ ভারত সরকার ও এক ফরাসী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

ভারত সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ এস. এ. ভেংকটেশ্বরন এবং ফরাসী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে [illegible] এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। পরিকল্পনার বিস্তারিত [illegible] মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়।

জানা গিয়াছে যে, সরকার শীঘ্র একটি মার্কিন ও আর একটি বৃটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত অনুরূপ চুক্তিবদ্ধ হইবেন।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও উন্নয়ন

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উন্নয়নের জন্য এক পাঁচ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। বোম্বাই কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং এলাহাবাদের প্রত্যেক স্থানে দুইটি করিয়া মোট দশটি শক্তিশালী বেতার প্রেরক যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য [illegible]।

এই পরিকল্পনার অন্তর্গত বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—বোম্বাই মাদ্রাজ, কলিকাতা ও এলাহাবাদে পল্লী অঞ্চলের জন্য মিডিয়াম ওয়েভ বেতার বার্তা প্রেরকযন্ত্র স্থাপন, নাগপুর, বেজওয়াডা, আমেদাবাদ, কটক, গৌহাটি (শিলং), কালিকট এবং পূর্বপাঞ্জাবের জলন্ধরে মিডিয়াম ওয়েভ প্রেরক যন্ত্র স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে শক্তিশালী শর্টওয়েভ প্রেরকযন্ত্র স্থাপন; মাদ্রাজ, কলিকাতা ও এলাহাবাদে ষ্টুডিওর জন্য অতিরিক্ত সুবিধা ও স্থানের সংস্থান, দিল্লীতে যে নব ভবন [illegible] আছে তাহার সম্প্রসারণ, কর্মচারীদের জন্য একটি ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা।

এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে [illegible] ৫০ লক্ষ টাকা [illegible] হইবে অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা [illegible] হইবে এবং এই পরিকল্পনানুযায়ী যে [illegible] টাকার মধ্যে পড়িবে।

ব্রিটিশ উপনিবেশের টেলিভিশন শিক্ষা

বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে যেখানে যেখানে টেলিভিশন ব্যবস্থা আছে সেইসব দেশের সরকারী [illegible] ব্রিটিশ সরকার [illegible] করিতেছেন। [illegible] টেলিভিশন চালু হইয়াছে [illegible]। এই সকল দেশে টেলিভিশন ব্যবস্থাকে [illegible] বৃটিশ সরকার [illegible] দিয়াছেন। [illegible] টেলিভিশন চালু থাকিলে তাহা দেখা হইবে না।

পাকিস্তানে বিত্তাপত্তাই রপ্তানি

গত ১১ই মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে [illegible] একটি প্রশ্নের উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য [illegible] পাকিস্তানে [illegible] যে [illegible] শিল্পকে কিছু [illegible] রপ্তানি করার অনুমতি দিয়াছেন। গত বৎসর [illegible] টাকার [illegible] করা হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে পাকিস্তানে [illegible] রপ্তানি পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। [illegible] টাকার [illegible] করা হইয়াছে।

ফরাসী ভারতে অশুল্কনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ভারতবর্ষ ও ফরাসী অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক সম্পর্কিত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরে [illegible] অধিকৃত ভারতের অধিবাসীদের জন্য [illegible] অনুমতিপত্র [illegible] প্রবর্তন করা হইবে।

[illegible] ও আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানগুলি বলবৎ করিবার যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়েছে অনুমতিপত্র সম্পর্কিত একটি তাহারই অঙ্গ। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে উক্ত অনুমতিপত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। [illegible] অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এই অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে না।

সিভিল সার্ভিস আইন (১৯৪৯)

সরকারী কর্মচারীদের আচরণ ও শাস্তি সম্পর্কিত বিধিনিয়ম [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] প্রণীত হইয়াছে এবং [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কর্মচারী কোন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইলে কেন্দ্রীয় সরকার নূতন আইনের অনুসারে তাঁহাকে [illegible] হইতে বরখাস্ত করিতে পারেন। নূতন আইনে ১৯১৯ সালের সিভিল সার্ভিস আইন বাতিল করা হইবে। এই অনুযায়ী [illegible] হইবে সরকার তাঁহাদের [illegible] পেনসন বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড [illegible] দিবেন। বিভাগীয় প্রধান অথবা [illegible] সরকারী কর্মচারীদের কাজ হইতে বরখাস্ত করা যাইবে না। [illegible] বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না [illegible] যুক্তি প্রদর্শন করিতে বলা হইবে। [illegible] তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি [illegible] বিবেচনা করিবেন। নূতন আইন অনুযায়ী যে শাস্তি প্রদান করা হইবে তৎসম্পর্কে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে না।

ইণ্ডিয়্যান ব্যাঙ্কিং জার্নাল
ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত
একমাত্র
মাসিক পত্রিকা
৩নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্
কলিকাতা ১

অর্থলোক

সুলভ মুদ্রার অবসান ?

কলিকাতা, ১২ই চৈত্র

বাজারে মুদ্রা আরও [illegible] বলিয়াই মনে হয়। যাহা ভাবেই বাজারে টাকার দাম ও চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে [illegible] অধিক [illegible] ফলে বিদেশে বহু টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ব্যাঙ্কের [illegible] অধিক পরিমাণে টাকা নাই ও [illegible] মূল্য [illegible] করিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। একদিকে টাকার চাহিদা এইরূপ বৃদ্ধি হইবার ফলে ব্যাঙ্ক ও [illegible] উপর [illegible] পড়িয়াছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ক্রমাগত টাকার তীব্র চাহিদা মিটাইতে গিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে [illegible] হ্রাস করিয়া [illegible] পরিমাণ বাড়াইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, এইরূপ [illegible] তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে। কারণ মোট আমানতের অনুপাতে মোট [illegible] পরিমাণ বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। [illegible] এই ভাবে বৃদ্ধি [illegible] করিতে না পারিলে টাকার বাজারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। [illegible] নাই এবং [illegible] না [illegible] বেশী। কিন্তু বাজারে নূতন টাকার সরবরাহ না থাকিলে [illegible] অবশ্য হইয়া পড়িবে। [illegible] বলা যাইতে পারে যে, [illegible] হইতে বৃদ্ধি [illegible] ১১ই মার্চ তারিখে দেখা যায় [illegible] ও সমস্ত ব্যাঙ্কের মোট পরিমাণ যেখানে ৯১৮ কোটি টাকা, সেখানে ঐ তারিখেই ব্যাঙ্ক ও [illegible] মোট পরিমাণ দেখা যায় ৬০৮ [illegible] কোটি টাকা এবং মোট [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা। [illegible] দেখা যাইতেছে যে ব্যাঙ্কের [illegible] পরিমাণ সাধারণ [illegible] টাকাও নীচে নামিয়া গিয়াছে আর আমানতের তুলনায় ব্যাঙ্কের মোট পরিমাণ হইয়াছে শতকরা [illegible] টাকা। ইহা আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই। তবে যদি [illegible] অনুপাতে ব্যাঙ্কের [illegible] এই পরিমাণ শতকরা ৮ টাকায় [illegible] নির্ধারিত হয় তাহা হইলে অবশ্য [illegible] কোন [illegible] নাই। কিন্তু [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] নীতি [illegible] এখন বিপদের সম্ভাবনা দূর হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে [illegible] ব্যাঙ্ক-পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত বৎসর এই সময় মোট আমানতের পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি টাকা আর ব্যাঙ্ক ও [illegible] মোট পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি টাকা এবং পাকিস্তানের তফসীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির হিসাব ধরিয়া সকল ব্যাঙ্কের মোট পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি টাকা এবং মোট আমানতের অনুপাতে সকল ব্যাঙ্কের মোট পরিমাণ ছিল শতকরা [illegible] টাকা। কিন্তু চলতি বৎসরে ১১ই মার্চ তারিখে এক বৎসর পূর্বে [illegible] পরিমাণ হইয়াছে [illegible] কোটি টাকা। [illegible] তুলনায় এই বৎসর আমানতের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইলেও ব্যাঙ্কের পরিমাণ বাড়িয়াছে [illegible] কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের এই পরিস্থিতি [illegible] ক্ষেত্রে পাকিস্তানের [illegible] হইতে [illegible] পরিমাণ কি না তাহা অবশ্য [illegible]। কিন্তু তাহা না হইলে ব্যাঙ্কের এই পরিস্থিতি [illegible] হইবারই কথা।

[illegible] [illegible] বৈদেশিক [illegible] ব্যাঙ্কের [illegible] বর্তমান [illegible] পরিস্থিতি সম্পর্কে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন এবং [illegible] ব্যাপারে কর্তাদের [illegible] সম্পর্কে তাঁহারা [illegible] নাই। কিন্তু ব্যাঙ্কের [illegible] পরিমাণ [illegible] ব্যবস্থার সীমা অতিক্রম না করে তাহাই তাঁহাদের মূল বক্তব্য।

আগামী ১লা বৈশাখ নিয়মের মধ্যে সংখ্যারূপে "আর্থিক ভারত" পরিবর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হইবে। এতদুপলক্ষে আগামী সপ্তাহে "আর্থিক ভারত" প্রকাশিত হইবে না।

স: আ: ভা:

বাজারে সুদের হারও বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। [illegible] সপ্তাহে প্রকাশ যে, বড় বড় [illegible] সুদের হার শতকরা ৩ টাকা হইতে শতকরা ৩॥০ বা বর্ধিত করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কার্যক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের উপর [illegible] হারে সুদ দাবী করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে [illegible] শতকরা ৩॥০ হারেও সুদ দাবী করা হইতেছে। সুদের হারে এই বৃদ্ধি [illegible] পরিমাণ [illegible] মূলধনের বৃদ্ধির পরিমাণ, কিন্তু আমানতের [illegible] পরিমাণ [illegible] ব্যাঙ্কের [illegible] বর্তমান [illegible] [illegible] উপর [illegible] বলা যাইতে পারে যে, [illegible] ব্যাঙ্কের উপর [illegible] শতকরা ৭॥০ হইতে ৩ টাকাতে [illegible] করিয়াছেন এবং সুদের এই হার বৃদ্ধি যে আসন্ন [illegible] প্রমাণ আছে। এমনকি ১৮ই মার্চ তারিখে [illegible] পরিমাণ ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

• • • •

১৮ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দেখা যায় যে, চলতি নোটের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে (১,৭৭৭.৭২ কোটি টাকা—১,৭১০.৭২ কোটি টাকা)। কিন্তু ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৩.৩৪ কোটি টাকা—১৮.৭৮ কোটি টাকা)। মোট ইস্যু পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা বর্ধিত হয় (১,১২০.৬০ কোটি টাকা—১,১৯০.৩৭ কোটি টাকা) এবং সোনা রূপার পরিমাণেও ৩ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (৪১.৪২ কোটি টাকা—৪১.৭৮ কোটি টাকা)। অন্যান্য সম্পত্তির পরিমাণে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই

ব্যাঙ্কিং বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের জমার পরিমাণে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১৩৯.৮৭ কোটি টাকা—১৪০.৯০ কোটি টাকা)। তবে বহু সময়ের অধিকতর আর হওয়ার ফলেই সরকারের [illegible] [illegible] কাছে বিশেষ কোন ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না। অন্যান্য সরকারী জমার পরিমাণে কিছু হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (১২.৪৩ কোটি টাকা—১১.৩৬ কোটি টাকা) এবং ব্যাঙ্কসমূহের জমার পরিমাণও হ্রাস পায় (৫১.৩৮ কোটি টাকা—৪৩.৬১ কোটি টাকা)। বৈদেশিক জমার পরিমাণে প্রায় ১০ কোটি টাকার হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (২০৮.৫৫ কোটি টাকা—১৭৯.১৫ কোটি টাকা)। সম্পত্তির দিকে আলোচ্য সপ্তাহে রক্ষিত বাজারজাতযোগ্য [illegible] পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১.৬১ কোটি টাকা—১.০৮ কোটি টাকা)। আলোচ্য সপ্তাহে সরকারকে কোন প্রকার ঋণ না দেওয়া হয় নাই এবং অন্যান্য ঋণ ও দাদনের পরিমাণেও হ্রাস পরিলক্ষিত হয় (৫.৩৬ কোটি টাকা—৪.৫৫ কোটি টাকা)। কিন্তু বর্হিনিয়োগের পরিমাণে হঠাৎ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় (১৩৮.৭১ কোটি টাকা—১৫৫.৩৩ কোটি টাকা)। সম্ভবতঃ বর্হিনিয়োগের মারফত এই বেশকম বৃদ্ধি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বর্হিনিয়োগ প্রভৃতি পরিচয়।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

স্বর্ণের উত্তরোত্তর মূল্যাবনতি ?

[illegible]

[illegible]

খাদ্যশস্য

[illegible]

খাদ্যশস্য	মূল্য
গম	[illegible]
ছোলা	[illegible]
যব	[illegible]
ভুট্টা	[illegible]
মসুর	[illegible]
অড়হর	
মটর	
মুগ	
চাউল	

গুড়

[illegible]

চিনি

[illegible]

(শেষাংশ ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

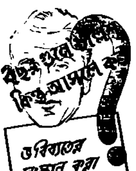
ভবিষ্যতের
সংস্থান করা
থাকলে
চল্লিশ বছর
বয়সও
কিছু নয়

ন্যাশন্যাল
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
৭নং, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাজারের কথা

আকস্মিক অবনতি

কলিকাতা, সোমবার সকাল

[illegible] চটি কোম্পানীর [illegible] হইতে অবনতি [illegible] পরে গোটা বাজারে [illegible] পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। তবে উক্ত শেয়ারের দর ১৮০ পর্যন্ত [illegible] গেলেও কলিকাতার বাজারে ঐ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার [illegible] হয় নাই। ইহা নিশ্চয় [illegible] যে [illegible] বাজারে [illegible] চটকল কোম্পানীর এই [illegible] বাজারে [illegible] দর [illegible] কিছু উন্নতি দেখা যায় এবং বিক্রেতার তুলনায় ক্রেতার [illegible] দেখা যায় নাই।

[illegible] উল্লেখযোগ্য [illegible] হইয়া [illegible] পৌঁছে এবং [illegible] বৃদ্ধি [illegible] চটি কোম্পানীর [illegible] পৌঁছে। [illegible] এই সম্পর্কে [illegible] কাজ [illegible] দেখা যায় [illegible] তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার [illegible] কোম্পানীগুলি যখন তাহাদের [illegible] করিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক তখনই চটি কোম্পানীর দর [illegible] করে। ফলে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা বাজারে বৃদ্ধি পায়। [illegible] আশা করা যায় চটি [illegible] এই দুশ্চিন্তা [illegible] ইতিমধ্যেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলির নূতন শেয়ার [illegible] মনে হয় যে বিশেষ অসুবিধা দেখা যাইতেছে না [illegible] কোম্পানীর নূতন শেয়ারের ও [illegible] চাহিদা।

[illegible] কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি [illegible] কোন বিশেষ কিছু পরিবর্তন করেন নাই এমনকি [illegible] কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে কিছু [illegible] পরিমাণের [illegible] সম্পর্কে [illegible] পরিবর্তন করিয়াছেন। [illegible] বাৎসরিক মাত্র ৩০০০৲ [illegible] বলিয়া বলা হইয়াছিল কিন্তু [illegible] কমিটি উহার পরিমাণ বাড়াইয়া ৩৫০০৲ করিয়াছেন। [illegible] সম্পর্কে [illegible] কিছু উল্লেখযোগ্য নাই।

সরকারী কাগজ

সরকারী কাগজের বাজারে অস্বাভাবিক [illegible] হইতে যে মন্দাভাব দেখা যাইতেছে তাহার কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। তাহাছাড়া সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বাজারের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। আগামী সপ্তাহ ঐ সপ্তাহের মধ্যে বাজারের অবস্থা উন্নতির দিকে যাইবে বলিয়া আশা করা যায় তবে ব্যাঙ্কগুলি হইতে যদি কোন সাহায্য পাওয়া না যায় এবং বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস না পায় তবে বাজারের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। ৩৲ সুদের [illegible] (৯৮০) ৩৲ সুদের [illegible] ১০০৲; সুদের [illegible] এবং ৩৲ সুদের [illegible] দরে কাজ হইয়াছে।

নিয়মাবলী

—x—

★ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

★ মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

★ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য কুড়ি টাকা।

★ ষাণ্মাসিক মূল্য বারো টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
গ্রাহকের জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত", ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, (ফোন—ওয়েষ্ট ৭৫১)
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

কয়লা

কয়লা শেয়ারের বাজারও অবনতি দেখা যায়। যেমন স্ট্যান্ডার্ড [illegible], ইউনাইটেড কয়লিয়ারী [illegible], ইস্ট ইন্ডিয়ান [illegible] এবং [illegible] কয়লিয়ারী [illegible] দরে কাজ হইয়াছে।

কাগজের কল

এই বিভাগে টিটাগড় ও [illegible] কাগজের কলের দরে অবনতি দেখা গিয়াছে এবং ক্রেতার পরিমাণও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। টিটাগড়ের দর [illegible] আনা কমিয়া [illegible] এবং বেঙ্গলের দর [illegible] কমিয়া [illegible] হয়। [illegible] দর [illegible] এবং [illegible] দর [illegible] টাকা হয়।

চটকল

এই বিভাগে একপ্রকার কোন কাজই হয় নাই। বর্তমান সময় পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক পরিষ্কার কিছু জানা না যায় বর্তমান পর্যন্ত [illegible] বাজার হইতে সরিয়া থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। বর্তমান [illegible] উন্নত পরিস্থিতি হ্রাস না পায় তখন পর্যন্ত চটকলগুলির পক্ষে সাফল্যজনক [illegible] বিক্রয় করা সম্ভব নহে।

চা

এই বিভাগেও বিশেষ কোন কার্যকরী লক্ষণ দেখা যায় নাই। এই বিভাগে [illegible] বাজারে [illegible] প্রভাব বিস্তার করিতেছে না। [illegible] টাকা [illegible] এবং [illegible] ছিল।

বিবিধ

এই বিভাগে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার প্রাধান্য দেখা যায়। [illegible] অস্ট্রেলিয়ান [illegible] দর [illegible] হইয়া [illegible] পৌঁছে। [illegible] দর [illegible] এবং [illegible] দর [illegible] থাকে। [illegible] দর [illegible] এবং [illegible] দর [illegible] এবং কানপুর [illegible] দর [illegible] এবং [illegible] দর [illegible] হয়।

প্রাসঙ্গিক

(পূর্বের ২৬৩ পৃষ্ঠার)

[illegible] কোম্পানী তাহাদের প্রতিষ্ঠানের [illegible] করিয়াছে। আরও [illegible] বৃদ্ধি পাইলে [illegible] সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে [illegible] সম্পর্কে সরকার উদার [illegible] পরিচয় দিবেন।

[illegible] ভারতীয় কোম্পানীগুলোর ব্যবসাকার্য চালাইতে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার আলোচনা করেন এবং আশা করেন যে [illegible] বীমা [illegible] কার্যকরী করিবেন, যাহাতে [illegible] ও [illegible] এই [illegible] ও [illegible] হইতে পারে। তিনি বীমা সম্পর্কে বিভিন্ন [illegible] উল্লেখ করেন।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* * *

ক্যালিডোনিয়ান জুট মিল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(৩১.১১.৪৮)

ব্যয়

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

তৈল ও তৈলবীজ

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ—

(হাজার টাকার হিসাবে)

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

[illegible]

সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণ।—তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক

(হাজার টাকার হিসাবে)

[illegible]

স্টেট ব্যাঙ্ক অভ পাকিস্তান

(হাজার টাকার হিসাবে)

ইস্যু বিভাগ—

[illegible]

ব্যাঙ্কিং বিভাগ—

[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বাজার দর					
								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইঞ্জিনিয়ারিং											
ইণ্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		
টাটা আয়রন	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						
বার্ন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
কয়লাখনি											
আমালগামেটেড	[illegible]				[illegible]						[illegible]
ইকুইটেবল	[illegible]				[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						
কাপড়ের কল											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

যৌথ প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত মূলধন (আদায়ী)	বিক্রীত ও আদায়ী মূলধন	প্রতি অংশের অনুমোদিত মূল্য	শেষ লভ্যাংশ	[illegible]	শেষ চলতি দর
চটকল						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গৌরীপুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ফোর্ট উইলিয়াম —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ফোর্ট-গ্লস্টার —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
চা-বাগান						
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] —	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

যৌথ প্রতিষ্ঠান

চিনির কল

ব্যাঙ্ক

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

যৌথ প্রতিষ্ঠান

বিদ্যুৎ-সরবরাহ

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

[illegible] সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আর্থিক ভারত

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ১৫ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৭ই ভাদ্র, ১৩৫৬ ; ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪৯ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
পাউণ্ড, ডলার ও ভারতবর্ষ ৩২১
প্রাসঙ্গিক
ভারতীয় [illegible]
ও [illegible] সমস্যা ৩২২
ভারতীয় অর্থলোক
পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস না করিবার ফলে ভারতের সমস্যা ৩২৪
সংবাদ লিপি
ওয়াশিংটন ৩২৬
বোম্বাই ৩৩০
দিল্লী ৩৩৫
বিষয় পৃষ্ঠা
"পাটশুল্ক বাবদ আয়ের একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য"
বিশেষ প্রবন্ধ
বৃটেনে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা
—[illegible]
শেয়ার বাজার
ভারতের [illegible]
সংবাদ সংকলন
যৌথ প্রতিষ্ঠান
দি [illegible] ৩৩৯

পাউণ্ড, ডলার ও ভারতবর্ষ

এ দেশে সংবাদপত্রের দৈন্যবশতঃ যে প্রকার ব্যাধি দেখা যায় "আর্থিক ভারত" ও সেই সব ব্যাধি হইতে মুক্ত নহে বলিয়া কয়েক সপ্তাহ বন্ধ ছিল। সেইজন্য [illegible] যে ইঙ্গ ভারত ষ্টার্লিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি নাই। ঐ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও অস্পষ্ট চিন্তার পরিচয় পাইতেছি বলিয়া আমরা ঐ বিষয়ে বিলম্ব হইলেও আলোচনা করা কর্তব্য মনে করিতেছি।

উক্ত চুক্তির মৌলিক বিষয় সম্পর্কে প্রায় এক পক্ষ কাল আলাপ আলোচনা চালাইয়া আমাদের অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত মাথাই যে চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা সব দিক দিয়া বিশেষ সন্তোষজনক না হইলেও বর্তমান কঠিন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মন্দের ভাল হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায়। অর্থসচিব নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ডলার আমদানীর শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিতে সম্মত হইয়া এবং ডলার তহবিলের পূর্ণ সমতা নীতি গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার যে অর্থ নৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহার পরিণাম সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ সচেতন আছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

এছাড়া ব্রিটেনের সঙ্গে বা কমনওয়েলথভুক্ত থাকিয়া ইহার চেয়ে বেশী কিছু করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব ও ছিল না। এতদ্ব্যতীত আমাদের এই "ত্যাগের" পরিবর্তে আমরা যে কিছু বেশী পরিমাণ ষ্টার্লিং ও ডলার আমদানী করার সুযোগ পাইয়াছি ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থায় [illegible] নগণ্য নহে।

কিন্তু আমাদের বিশেষ সমস্যা [illegible] সম্পর্কেই আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার কারণ আছে। ষ্টার্লিং এলাকার ভিত্তি দৃঢ়তর করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়। ষ্টার্লিং এলাকাকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা বৃটেনের নিজের স্বার্থ [illegible] গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এখনও পর্যন্ত উহার ভিত্তিমূল দৃঢ় করার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। যুদ্ধোত্তর যুগে আজ প্রায় নয় বৎসর ধরিয়া ষ্টার্লিং এলাকার পুনর্গঠনের চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়াছে কিন্তু কোন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা হয় নাই। ১৯৪০ সালের ১৭ই জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ও আইনতঃ ষ্টার্লিং এলাকা গঠিত হয় এবং আজ প্রায় পুরাপুরি নয় বৎসর পরে ষ্টার্লিং এলাকা সংগঠিত করিবার প্রয়াস [illegible] সফলতালাভ করিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ষ্টার্লিং এর অবস্থা [illegible] পরবর্তি ধাপে

বহন করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সালে মিশর এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন ষ্টার্লিং এলাকা ত্যাগ করিল এবং ঐ সালেই দক্ষিণ আফ্রিকা এককভাবে তাহার নিজস্ব ডলার সমস্যা সমাধানের পথে পা বাড়াইল। ফলে এই সময়ের মধ্যে ষ্টার্লিং এলাকার ডলার ঘাটতির উপর চাপ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ঠিক তিন বৎসরের মধ্যেই প্রায় ১৯১১ মিলিয়ন পাউণ্ডের দায়ী মিটাইতে হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে মোট ১,৫২৭ মিলিয়ন পাউণ্ড, আই, এম্, এফ্ হইতে ১০০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া ঐ দায়ী মিটান সম্ভব হইয়াছিল। ফলে ষ্টার্লিং এলাকার মজুত তহবিল যে প্রায় শূন্য হইয়া উঠিল তাহা সহজে অনুমেয়। অথচ বর্তমানে আই, এম, এফ এর উপরও বেশী নির্ভর করা চলে না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে ষ্টার্লিং এলাকার সমস্যার সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ গ্রহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। সেই অবস্থায় ষ্টার্লিং এলাকাকে রক্ষা করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা কিরূপে সম্ভব এবং কতখানি সফল তাহা পর্য্যালোচনা করিবার বিষয়।

কমনওয়েলথের সকল দেশের প্রতিনিধি এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে [illegible] বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া ঐ সম্মেলনে যে চুক্তিতে [illegible] তাঁহারা সমষ্টিগত সামগ্রিক প্রতিকার [illegible] কিছু করিতে সমর্থ হন নাই। ডলার অঞ্চল [illegible] এলাকার আমদানী পরিমাণ প্রায় ১,১৫৩ [illegible] পাউণ্ড এবং ঠিক সমপরিমাণ ডলার অঞ্চলে [illegible] মিলিয়ন পাউণ্ড হ্রাস করিয়া সমষ্টিগত সামগ্রিক উৎপাদন [illegible] চেষ্টা করিতেছেন। ঐ সম্মেলনের মতে বর্তমানে [illegible] কিছু বড় সমস্যার এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সাময়িক সাহায্য পাইবার কথা ও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোট কথা ব্রিটেন কি অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রই পাউণ্ডের উন্নতির জন্য কোন সুষ্ঠু স্থায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ঠিক সেই জন্যই ষ্টার্লিং এর ভবিষ্যৎ কি তাহা লইয়া আমাদের চিন্তার কারণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাউণ্ডের সঙ্গে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা যেরূপে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আমাদের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকাও অসম্ভব। ষ্টার্লিং এলাকাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাইতে না পারিলে ব্রিটেনের যে পরিমাণ ক্ষতি তাহাদের ক্ষতিও তাহার চেয়ে কিছু কম নহে। সেই জন্য ডাঃ মাথাই সম্মেলনে একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে—

"As the largest single holder of sterling balances in the Commonwealth, India is vitally interested in maintaining the stability of sterling and towards that end she would direct all possible efforts."

এবং ঐ উদ্দেশ্যে তিনি যে কার্যক্রম গ্রহণ করার সুপারিশ সম্মেলনের নিকট পেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচের পরিমাণ হ্রাস সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্মেলনে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে "ভারত অবিবেচকভাবে পাউণ্ড ও ডলার ব্যবহারের সুযোগ পাইয়াছে বলিয়া একথা মনে করা ভুল হইবে যে ভারত অবিবেচকভাবে ঐসব মুদ্রা ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে" তিনি আরও বলেন যে ডলার অঞ্চলে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া এবং যথাসম্ভব কম ডলার ও পাউণ্ড খরচ করিয়া ভারতের বাজেটে সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন অপরিহার্য। যাহারা কমনওয়েলথের অংশীদার তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এবং ঐ ব্যাপারে তাহাদের ক্ষমতা অবিবেচকভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে নীতি কমিটিতে তাহাদের পক্ষ হইতে একজন স্থায়ী সদস্য গ্রহণ করার প্রস্তাব ও গৃহীত হয়।

ডাঃ মাথাই এর উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে সকলেই একমত হইবেন তাহা সত্য কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ডাঃ মাথাই বা ঐ সম্মেলন পাউণ্ডের বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কোন স্থায়ী সমাধানের পথনির্দেশ করেন নাই—যাহা করিয়াছেন তাহা সাময়িক প্রতিকারের চেষ্টা মাত্র। ইহা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এখন ষ্টার্লিং এলাকার বর্তমান সঙ্কটের স্থায়ী প্রতিকারের পথ কি তাহা আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং পূর্ব হইতে যদি প্রস্তুত না থাকি তাহা হইলে ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলির পক্ষে যে সাময়িক বিপদের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। যদি আমাদের প্রস্তুতিতে কোন শৈথিল্য বা অব্যবস্থা দেখা দেয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সর্বনাশ হইবে।

ষ্টার্লিং এলাকার স্থায়ী সমস্যা সমাধানের দুইটি প্রধান পথ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান—প্রথম ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয়ের আনুপাতিক মূল্য হ্রাস এবং দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অধিকতর মাল রপ্তানি। যুক্তরাষ্ট্রে মাল রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা যাউক। ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয়ের মূল্য হ্রাসের মূল সমস্যা এখানে কি ?

ষ্টার্লিং এলাকা আজ এমন দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে কেন তাহার প্রধান ও মূল কারণ ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয়ের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যয় দিনের পর দিন হ্রাস পাইতেছে অন্যদিকে ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যধিক করভারের ফলে এবং শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেনের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া যে যুক্তি দেখা যাইতেছে তাহা ঠিক কিনা এবং তাহাই একমাত্র কারণ কিনা ইহা তর্কের বিষয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা এখন ভাবিবার বিষয় নহে। আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভাবিবার বিষয় এই যে, যে কোন কারণেই হউক মার্কিন বাজারে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত মালের তুলনায় ব্রিটেনে উৎপন্ন মালের চাহিদা বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই যদি না পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করা হয়। স্যার ষ্টাফোর্ড ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিতে বিশেষ জোরের সহিত আপত্তি জানাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা যদি ব্যর্থ হইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পড়িয়া এবং রপ্তানী বৃদ্ধির কোন পথ না দেখিয়া তাঁহারা যদি পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে তাহাদের কি অবস্থা দাঁড়াইবে এবং ভারত সেই সঙ্কট এড়াইবার জন্য কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। আগামী সংখ্যায় ঐ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিয়মাবলী

"আর্থিক জগত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

- মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।
- ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

যাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক জগত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিং, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা,
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

অর্থলোক

পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস না করিবার ফলে ভারতের সমস্যা

ভারতীয় অর্থনৈতিক মহলে [illegible] পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস [illegible] কোন যৌক্তিকতা নাই। [illegible]

[illegible]

[illegible] কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। [illegible] কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। [illegible] কোটি টাকা হইতে [illegible] কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

• • •

[illegible] কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে।

•

[illegible] কোটি টাকা আদায় করা হইয়াছে।

• • •

[illegible] বিভাগ মারফত প্রকাশিত বিবরণীতে প্রকাশ, [illegible] পরিমাণ কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে (পূর্ববর্তী সপ্তাহের [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে)। অন্যদিকে ব্যাঙ্কিং বিভাগে [illegible] নোটের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ([illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা)। [illegible] চালু করিবার ফলে মোট [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি হইয়াছে।

[illegible] বিভাগে কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া [illegible] কোটি টাকা হইতে

ব্রাসেলসের চিঠি

পুনরায় যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও কানাডার যুক্ত অর্থ-নৈতিক সম্মেলন -- প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির বৈঠক—[illegible] হিসাবে [illegible] হার বৃদ্ধি

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ১লা আগষ্ট—যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-সচিব [illegible] জানাইয়াছেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও কানাডার এক প্রতিনিধি সম্মেলন বসিবে। ঐ সম্মেলনে বৃটেনের [illegible] সমস্যাবলি বিষয় আলোচিত হইবে। তবে যে কোন দেশের এই সম্মেলনে যোগদানের সম্ভাবনা নাই। মুদ্রা বিনিময় ও মুদ্রানীতি সম্পর্কিত কোন আলোচনা ঐক্য সম্মেলনের বিষয়ভুক্ত নহে বলিয়া আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধির ডাক হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব মিঃ ফাউলার স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্র অর্থ-বিষয়ক এই আলোচনায় কোন বিশিষ্ট প্রস্তাব [illegible]

[illegible]

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট [illegible] যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিগুলির যে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছেন, [illegible] বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। [illegible] আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক [illegible] বিষয় এবং [illegible] চুক্তি বিষয় নহে। [illegible] তবে তিনি [illegible] মনে করেন না। তিনি ইহাও প্রকাশ করেন যে, [illegible] বৈঠকের সদস্য হইবে। [illegible] যে সকল দেশকে ঐক্য বৈঠকের সদস্য হইতে আমন্ত্রণ জানানো হইবে তাহারা হইতেছে— অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, [illegible] এবং [illegible] দেশ।

[illegible] হিসাবে [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible]

"পাট শুল্ক হইতে আয়ের একটা মোটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য"

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন

[খসড়া শাসনতন্ত্রের ২৫৪ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের জন্য পাট শুল্ক হইতে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র পরিষদে বাংলার দাবী সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা বাংলা ও ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য তাঁহার বক্তৃতার মূল অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সঃ আঃ ভাঃ]

খসড়া শাসনতন্ত্রের ২৫৪ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসরের জন্য পাট শুল্ক হইতে যে আয় হইবে, সে সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র বলেন যে, পাট শুল্ক হইতে আয়ের একটা মোটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাখা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই দাবী জানাইতেছে স-ঘাতের ফলে দাবীই সে উত্থাপন করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিয়া এই সম্পর্কে পণ্ডিত মৈত্র এক অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেন।

পণ্ডিত মৈত্র বলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাটের সম্পর্কে আলোচনার সময় আমি কতকগুলি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিব না। ইহার পিছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে এবং ডাঃ আম্বেদকর উহার সব খবর জানিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ১৯১৬ সালে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম পাটের উপর শুল্ক ধার্য হয় এবং সেই সময় হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পাটশুল্ক হইতে বৎসরে ৪ কোটি টাকা আয় হয়। যখন প্রথম এই শুল্ক ধার্য করা হয়, তখন ইহা আশা করা হয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধ চালাইবার জন্য যে আর্থিক উদ্বেগের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যেই ইহা ধার্য করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধ শেষ হইলেই এই শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইবে। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে এই পাটশুল্ক সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয় এবং ইহা একেবারেই সামান্য একটা কর নহে বলিয়া উহার সমালোচনা প্রকাশ করা হয়। কর ধার্য অনুসন্ধান কমিটি মনে করে যে পাটশুল্কের উপর যে কর ধার্য করা হইবে তাহা যদি একচেটিয়া ব্যবসা না হয় এবং উহার উপর সামান্য ধরনের কর ধার্য করা হয় তাহা হইলেই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত দাবী করা যাইতে পারে। কর ধার্য অনুসন্ধান কমিটি এইরূপ বিষয় প্রকাশ করেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত পাট একমাত্র বাংলার একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। অতএব কর ধার্য অনুসন্ধান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার পাটের উপর কর ধার্য করা ভারত সরকারের পক্ষে খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল। পাটের উপর রপ্তানিশুল্ক একেবারেই ধার্য করা হইবে কি না সে সম্পর্কে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে খুবই আলোচনা হয়। তৎকালীন ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার [illegible] প্রস্তাব সমর্থন করেন ও উত্থাপিত হয়। তিনি বলিয়াছেন যে [illegible] এই সম্পর্কে [illegible] সেই কর নিয়মিত হিসাবে যে ইহা বৈষম্যমূলক নয়। এই কর বিশেষ কোন প্রদেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পাটের উপর এই কর ধার্য করা হইয়াছে, বলিয়া যে বৈষম্যমূলক তাহা নহে, পরন্তু অন্যান্য প্রদেশের দাম দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারই করেন এই কথা। কারণ ইহা বৈষম্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। তার পর এর সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য তাই একথাই বেশ স্বীকার করেন যে, "পাটের উপর যদি শুল্কের অংশ উহার মালিক ধার্য করা হইয়াছে এবং ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। এই কর উৎপাদনের উপর পড়িয়াছে।"

"১৯৩৮ সালে যখন ইহা প্রথম ধার্য করা হয়, তখন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ইহা ধার্য করা হয় এবং সেইসময় পাটের উপর যে উদ্দেশ্য ধার্য করা হয় তাহা সাময়িক প্রয়োজনে উপর দিয়া পড়ে। কিন্তু আজ এই কর উৎপাদনে বিশেষ নিজে করিয়া বাংলার চাষীদের উপর পড়িয়াছে।"

পণ্ডিত মৈত্র বলেন, "ইহা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট যে, এই কর ধার্য করিয়া কেন্দ্রীয় সীমানা বাংলার সরকারের নিজের সীমা লঙ্ঘন করা হইয়াছে। আমাদের যদি মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রতিককালে কতিপয় প্রদেশগুলিকে তাহাদের অর্থের কিছু ভাগ প্রদান করেন তবে তিনি ভুল করিবেন। বাংলার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, পাটশুল্ক হইতে যে অর্থ আদায় হইবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহে বণ্টন করা হইবে বলিয়া তিনি সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১৪০ ধারা সংশোধন করেন।

পণ্ডিত মৈত্র বলেন যে, বাংলার প্রাপ্য আয় হিসাবে এই কর উত্থাপন করেন এবং পাটের উপর শুল্ক হইতে যে আয় হয় তাহার অর্ধেক অংশ বাংলাকে দিবার জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত আইনের অনুসারে অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়ার দাবী তিনি স্বীকার করিলেন না, কিন্তু তার পরে নিমেয়ার রিপোর্টে ইহা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৬২ ভাগ দিবার জন্য সুপারিশ করেন। স্বাধীনতার পর আর্থিক ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত করেন। সরকার কমিটি নামে অভিহিত এই বিশেষজ্ঞ কমিটি এই বিষয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট সুপারিশ করেন। এই পরিষদে শ্রী-নির্মলচন্দ্র আলোচনায় উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে দেশে যে প্রকাশ করা হয় তাহা আমি লক্ষ করিয়াছি। আমি লক্ষ করিয়াছি যে, শুধু বাংলা প্রদেশ কমিটিতেই নহে, এই পরিষদের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে সকলের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছে। পাটের সম্পর্কে কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, বাংলার যদি পূর্বের মত শতকরা ৬২ ভাগ প্রদেশগুলিতে বণ্টনের জন্য অবশ্য রাখিয়া দেওয়া না যায় ও পাটশুল্ক হইতে উহার বাকি আদায় হইতে অবশিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট প্রদেশগুলিকে অনুদান বাবদ পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করিতে হইবে :—

পশ্চিমবঙ্গ—১ কোটি টাকা, আসাম—১৫ লক্ষ টাকা, বিহার—১৭ লক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা—২ লক্ষ টাকা।

পণ্ডিত মৈত্র বলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করি, এ সময় পরে কি অবস্থা হইবে? বাংলার আর্থিক অবস্থা কি হইবে? বাংলা পূর্বে হইতে রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ পাইত, কিন্তু অতঃপর উহা হ্রাস করিয়া শতকরা ২০ ভাগ করিয়া দিয়াছেন, বাংলার নিজ ভাগের দুইভাগ করিয়া সামান্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তাঁহারা একথা ভাবেন না। বাংলার মোট পাটের চাষের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত হয়। পাট উৎপাদন অঞ্চল বিভাগের ফলে দুই ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে পড়িয়াছে কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে শতকরা [illegible] পশ্চিমবঙ্গে। এই কথাটি স্বীকার করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলার পাটশিল্পের সর্ববিধ সমস্যাদি লক্ষ করিতে হইবে।

[শেষাংশ ৩৩৬ পৃষ্ঠায়]

বিশেষ প্রবন্ধ

বৃটেনে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

—জন কিংলাটি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কমিশনের রিপোর্ট

[illegible] (Layouts) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (Economic Survey) [illegible]

রপ্তানি বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

বাঙলার দাবী

(পূর্বানুবৃত্ত ৩২৫ পৃষ্ঠার)

[illegible]

[illegible]

শেয়ার বাজার

ভারতের শিল্পোন্নতির পূর্বাভাস

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

সরকারী কাগজ

[illegible]

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচাতে পারেন

প্যালুড্রিন [illegible] আপনার
পরিবারকে নিজে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন

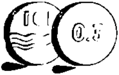

এই ০.৩ গ্রামের
ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র
একবার সেবন করলেই চলে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের
টিন মাত্র ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'

ট্রেড মার্ক

ICI
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন নিউদিল্লী কানপুর

P Com-14

সংবাদ সংকলন

খেজুর গুড় শিল্প শিক্ষা

৬০ জন শরণার্থীকে বছরে খেজুর গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিক্ষাকাল তিন হইতে চারি মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে এবং ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাস হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩০্ টাকা হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হইবে। যে সকল শরণার্থী গুড় প্রস্তুত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে অভিলাষী কেবলমাত্র তাহাদিগকেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হইবে।

শিক্ষাকেন্দ্রের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে সরকার স্থানীয় অফিসার কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন জেলার কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট হইতে প্রস্তাবাদি আহ্বান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিষয়-সম্বলিত প্রস্তাবাদি পেশ করিতে হইবে :—(১) অর্দ্ধ মাইল বা এক মাইলের মধ্যে অন্ততঃ ২০০টি খেজুর গাছ আছে; (২) শিক্ষার্থী কেন্দ্রের ষ্টেশন বা বাস রাস্তার কাছে; (৩) বাজারের প্রয়োজন অথবা মাইলের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য ঐ সকল গাছ হইতে রস আহরণের ব্যবস্থা হইতেছে অথবা উহা কাজে লাগান হইতেছে না; (৪) ঐ এলাকায় আবাদ গুড় প্রস্তুত হয় কিনা।

কাগজ বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৫০ জুলাই মাসে অথবা তাহার পরে পশ্চিমবঙ্গের মিলসমূহে যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে অথবা যে কাগজের উপর ১৯৫০ সালের জুলাই মাসের বা তৎপরবর্তী মাসের ছাপ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল কাগজ উহার উপর অঙ্কিত এক্স মিল মূল্যের উপর শতকরা চৌদ্দ টাকার (উহার বেশী নহে) অনধিক হারে ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হইবে। এক্স মিল মূল্যের উপর শতকরা চৌদ্দ টাকা বাড়তি দর ১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও লবণ আইন অনুসারে যে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য কাগজের উপর অনুসারে ছাপান আছে এবং অনুরূপ বিক্রয় কর দিতে হইবে। যে সকল বিক্রেতা উহার অতিরিক্ত দাবী করিবেন, তাঁহারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

—•—

দুটি দ্রব্যের আমদানি-শুল্ক হ্রাস

পাকিস্তান সরকার দুইটি দ্রব্যের আমদানি শুল্ক হার পরিবর্তন করিয়া এক ঘোষণা করিয়াছেন। নতুন কাগজের উপর উহার মূল্যের শতকরা ২৫ হইতে ১৮ ভাগ আমদানি শুল্ক ধার্য্য করা হইবে।

বিদেশী দুইটি দ্রব্যের উপর পাকিস্তান কর্তৃক আমদানি হ্রাস করা হইয়াছে, তাহার উপর আমদানি শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পাকিস্তানেই তৈয়ার দ্রব্যের উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে।

বিলাতী কাগজের উপর শুল্কের হার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই।

—•—

ভারতে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি

পাট উৎপাদন সম্পর্কে যে সর্বশেষ খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, গত বৎসর ভারতে ৫১ লক্ষ বেল অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরে আরও ৭১ লক্ষ বেল উৎপাদনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। প্রকাশ, ভারত সরকারের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টাই উহার মূল।

প্রকাশ গত বৎসর ভারতে ৩১.২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল।

যাহাতে পাট বিষয়ে ভারতকে আত্মনির্ভর করিয়া পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের সর্বমোট ৭০ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন। বর্তমান বৎসরে উহার মধ্যে ৫১ লক্ষ বেল পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে ভারতকে আত্মনির্ভর করিবার জন্য আগামী বৎসর ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

—•—

পূর্ববঙ্গে খাদ্যশস্য প্রেরণে কলিকাতা বন্দর

জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব বঙ্গে বিভিন্ন স্থানে খাদ্যশস্য সরবরাহ করার জন্য পাকিস্তান সরকার কলিকাতা হইয়া সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পূর্ববঙ্গে মাসিক ১০ হাজার টন খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য কলিকাতা বন্দরে মাল খালাস ও চালানের সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হইয়াছেন।

আশা করা যায় যে, এই চুক্তি অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরে ভীড় কম হইবে।

—•—

ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি-তালিকা

বৃটেনের সহিত সম্প্রতি সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে পরিমাণ দ্রব্য পাইবেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারত সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের সম্বন্ধে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দেওয়া এবং কোন কোন দ্রব্য আমদানী করা হইবে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। বর্তমান মাসের শেষ দিকে তালিকাটি প্রকাশ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অর্থ সচিব ডাঃ জন মাথাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে, ডলার দেশের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরকে তিনি এই বিষয়ে যথাসাধ্য মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

—•—

চিনির মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা

কেন্দ্রীয় সরকার চিনির মূল্য হ্রাস করার জন্য শীঘ্রই কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এই সঙ্গে সরকারী আখ আইন অনুযায়ী আখের দাম ও চিনির হ্রাস-মূল্য কমান এবং আগামী বৎসরে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

সম্প্রতি চিনি উৎপাদনকারী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সহিত খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামের যে বৈঠকে আলোচনা হয় তাহাতে ব্যবসায়ীদের উপরই এই নিয়ন্ত্রণভার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অবশ্য চিনির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আলোচনার্থ এই বৈঠক আহ্বান করা হয়।

—•—

ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজ

গত ৭ই আগষ্ট হইতে ঝাড়গ্রাম কৃষি কলেজ খোলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ইহার উদ্বোধন করেন। ঐ দিন হইতেই আই-এস-সি কৃষি এবং বি-এস-সি শ্রেণীর ক্লাশ আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিষয়ে অধ্যাপক এবং কলেজের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ডাঃ পি কে সেন, সাধারণ ছাত্রদের কৃষি শিক্ষা বিষয়ক একটি ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—টেকনিক্যাল ও কারিগরী শিক্ষার উন্নতি যে দিন আমরা দেখিতে পাইব, সেই দিন ভারতের যুবকদের মধ্যে শিক্ষিতদের জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজনীয় সংস্থান অভাব দূর হইবে।

[illegible] প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিপুল [illegible] কেবলই কৃষি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃষি বিষয়ে গবেষণা ও কৃষি উন্নতি [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রধান দিক।

[illegible] কৃষি শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষিত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, কৃষি শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণার কাজ ক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে, আগামী পাঁচ বৎসর [illegible] ভারতে শিল্প ও [illegible] প্রয়োজন হইবে।

উক্ত কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। [illegible] রিপোর্ট এই কমিটির [illegible] হইয়াছে [illegible]

[illegible]

কমিটির [illegible] কোটি টাকা [illegible] সরকারী [illegible] প্রয়োজন হইবে, [illegible] ও নিয়োগ [illegible] ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ বিজ্ঞান বিশারদ এবং [illegible] সরকারী প্রয়োজন হইবে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক হইতে ভারতকে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণদান

বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ভারতকে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। রেল ইঞ্জিন, বয়লার ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন হইবে, তাহার অধিকাংশ এই ঋণের টাকা হইতে প্রদান করা হইবে।

এই ঋণ ভারতকে ১৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য বৎসরে ৩ শতাংশ হিসাবে সুদ ও এক শতাংশ হিসাবে কমিশন প্রদান করিতে হইবে।

[illegible] ঋণের টাকা [illegible] ইঞ্জিন [illegible] তাহা [illegible] হইবে এবং [illegible] টাকা [illegible] হইবে।

আমি আশা করি যে, এই ঋণ মঞ্জুরের ফলে ভারতের রেলওয়েসমূহের উন্নয়ন বিশেষভাবে সাহায্য হইবে এবং [illegible] উন্নত হইবে।

[illegible]

[illegible]

[পূর্বাংশ ৩২৩ পৃষ্ঠা]

চটকল

এই বিভাগে বাজারের দর বেশ বাড়িয়াছে। [illegible] শেয়ার [illegible] অনেক [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই বিভাগে [illegible] দেখা যায়। ক্যালেডোনিয়া ১৮৭৷০, এলায়েন্স ১২৯৷০, অকল্যাণ্ড ১২৫৷০, বালি ১৬৭৷০, ইণ্ডিয়া ১৩৯৷০, হাওড়া ৪৪৷০, কেলভিন ৫৬০ ও [illegible] ২৬৷০ পর্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগের সর্বত্রই [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে [illegible] ছিল না [illegible]। [illegible] ৪৯৷০, [illegible] ১৬/০, [illegible] ৬৷০, [illegible] ১৩৷০, [illegible] ৮৷৶০, [illegible] ৩৷০, [illegible] ১১।০, [illegible] ৮৷০, [illegible] ৬৷০, [illegible] ১৯৷০, [illegible] ২২৷০ [illegible] ৮৷০, [illegible] ৯৷০, [illegible] ২২৷০ ও [illegible] ৩৷০ পর্যন্ত দরে দাম উঠিয়াছে।

চা

ডিব্রু ৩০৷০, [illegible] ২৮৷০, [illegible] ৩৫৷ ও [illegible] ১৯৷০ পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের চিঠি

কাপড়ের বাজারে বিশৃঙ্খলা—গ্রামীণ শিল্পের দুরবস্থা—অসামরিক উৎপাদন আইন প্রত্যাহার।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

বোম্বাই ১০ই আষাঢ়—জানা গিয়াছে যে, এই প্রদেশে মিলের কাপড় বিলি-বণ্টন সম্পর্কে বোম্বাই ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে আলোচনা শুরু হইয়াছে। [illegible] দাম [illegible] করিয়াছে [illegible] আলোচনা হইতেছে। সরকারী [illegible] অনুমতি বাজারে [illegible] হইয়াছে। বোম্বাই-এর [illegible] সরকারের নিকট এই মর্মে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন যে, [illegible] সরকারী নিয়ন্ত্রণ [illegible] এবং [illegible] সরকারী নিয়ম অনুযায়ী [illegible] সরকার [illegible]। [illegible] সরকার [illegible] এই সম্পর্কে [illegible] অনুমতি দিয়াছেন। [illegible] সঙ্গে [illegible] বোম্বাই ও আহমদাবাদের ব্যবসায়িগণ [illegible] করিতে পারিবেন।

• • •

[illegible] মূল্য [illegible] গ্রামীণ শিল্প [illegible] বৎসরে প্রায় ৩,০০০ টন গ্রামীণ [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিনিয়োগ করা হইয়াছে। [illegible] গ্রামীণ কারখানায় ১০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে। ১৯৩৯ সালে এই দেশে ৩০০ টন [illegible] হইত। ১৯৪৭—৪৮ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,০০০ টনে দাঁড়ায়।

[illegible] কর্তৃক নিযুক্ত গ্রামীণ উৎপাদন কমিটি [illegible] একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। [illegible] সরকার [illegible] দুইটি উৎপাদন [illegible] ও [illegible] সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইতেছেন। [illegible] এবং [illegible] সম্বন্ধে অবশ্য [illegible] হইয়াছে।

• • •

অসামরিক উৎপাদন আইনটি প্রত্যাহার হইয়াছে। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুসারে প্রদেশে অসামরিক সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ। [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ [illegible]। ১৯৪৭ সালে সরকার এই সম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারেই সরকার [illegible] প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করেন। কমিটির মতে একটি মাত্র উৎপাদিত অসামরিক [illegible] করা যাইবে। এই আইন প্রত্যাহারের ফলে [illegible] হাজার অসামরিক [illegible] মুক্তি পাইল।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চিনির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি

[illegible]

গুড়

[illegible]

চা

[illegible]

বিলাতের চিঠি

প্রেসিডেন্টের হাতে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা? জাতীয় আয় নিরূপণের প্রস্তাব।

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

[illegible]

যৌথিক

ষ্টীল কর্পোরেশনের লভ্যাংশ বিতরণ

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সন্তোষজনক সাফল্য

[illegible]

কোম্পানীর হাতে সঞ্চিত লভ্যাংশের জের থাকিবে [illegible] টাকা।

(নিরিখপত্রের সারাংশ)

দায়

মূলধন—

(১) অংশীদারী শেয়ার	[illegible]
(২) সাধারণ শেয়ার	[illegible]
ঋণ	[illegible]
চলতি দায়িত্ব ও অন্যান্য দায়িত্ব	[illegible]
ঋণ	[illegible]
সঞ্চিত লভ্যাংশের জের	[illegible]
মোট	[illegible]

সম্পত্তি

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[পূর্বের [illegible] পৃষ্ঠার]

[illegible]

নিরাপত্তায় "সেন্টিনেল"

জীবন
অগ্নি
মোটর
মেরীন
এবং অন্যান্য যাবতীয়
বীমা কার্য্যে

সেন্টিনেল
এ্যাশিওরেন্স কোং লিঃ
হেড অফিস : বোম্বাই

নর্দার্ন ইণ্ডিয়ার ডিভিশনাল অফিস
[illegible], ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক ভারত

২য় বর্ষ ১৭ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার [illegible] ভাদ্র, ১৩৫৬ [illegible] সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ | মূল্য ।০

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
পাউণ্ড [illegible] [illegible]
প্রাসঙ্গিক
[illegible] [illegible]
অর্থলোক
[illegible] [illegible]
শেয়ার বাজার
[illegible] [illegible]
বিষয়
পণ্যদ্রব্যের বাজার
১। শিল্প ও [illegible]
সংবাদ [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
সংবাদ [illegible] [illegible]

পাউণ্ড, ডলার ও ভারতবর্ষ (২)

ডলার ঘাটতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার দুইটি প্রধান পথ, ব্রিটেনে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে অধিকতর মাল আমদানি—ইহা পূর্বেকার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ব্রিটেন বর্তমানে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস করিবার যে দুইটি পথ রহিয়াছে তাহার কোনটাই সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস ও শ্রমিকের মজুরী হ্রাস কোনটাই ব্রিটেনের শ্রমিক মন্ত্রীসভার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে এবং কোন আকস্মিক বিপর্যয় না ঘটিলে শ্রমিক মন্ত্রিসভা তাঁহাদের পদ রক্ষা করিবার জন্য চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না, তাঁহাদের ঘোষণা ও বিবৃতি হইতে ইহা সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কিছুদিন পূর্বে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সরকারের বর্তমান নীতির সমালোচনার উত্তরে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড বলেন, ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে জনসাধারণের অধিকতর কৃচ্ছ্রসাধন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, "Dollar crisis could be staved off only by greater efforts at austerity by English people".

শ্রমিক মন্ত্রিসভা পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিতে রাজী নহেন কেন সেই প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কি এদেশেও পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করার পক্ষে জনমত বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাদের মতে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসের ফলে ব্রিটেনের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ঘটিয়া রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পাউণ্ডের তুলনায় ডলার মহার্ঘ হইবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনের আমদানিকৃত মালের পরিমাণ হ্রাস হইবে। তাহাদের কথায় পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস করিয়া ব্রিটিশ জনসাধারণের হাত হইতে "অতিরিক্ত" ক্রয় ক্ষমতা কাড়িয়া লও, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বেশী মাল আমদানি করিতে হইবে না আর [illegible] কিছু কিছু লোককে বেকার করিয়া দাও, তাহা হইলে শ্রমিকদের মজুরী হ্রাস করা সহজ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ পণ্যের মূল্যহ্রাস ঘটিয়া রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে"। "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার ভাষায় "a medicum of unemployment, just a medicinal dose of poison was all that needed to set right the British economy."

কিন্তু শ্রমিক মন্ত্রিসভা এই মহৌষধ প্রয়োগ করিতে যে [illegible] হইবেন না, অন্ততঃ আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করিলেই ব্রিটেনের সমস্যা মিটিয়া যাইবে তাহাও বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে [illegible] মুদ্রা ফ্রাঁর মূল্যহ্রাসের উদাহরণ অনেকে উল্লেখ করেন, কিন্তু এই দুই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যে মৌলিক তফাৎ আছে তাহা অনেকে লক্ষ্য করেন না। ফ্রান্স

শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে অনেকটা সাফল্য; কিন্তু ব্রিটেন ভারতে জীবনধারণের জন্য একান্তভাবে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস হেতু ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া যে অর্থাগম হইবে তাহাতে মূল্যহ্রাস নিষ্ফল হইবে, হিসাব করিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য [illegible] (কারণ পাউণ্ডের মূল্যহ্রাসে ডলার মহার্ঘ হইবে) আমদানি করিতে হইবে তাহাতে তাহার লাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। সে যাহা হউক, যদি কোন কারণে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস ব্যর্থ হয় তাহা হইলে ভারতের পাওনা স্টার্লিঙের যেন কোন ক্ষতি না হয় তাহার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি [illegible] রাখিতে হইবে এবং আমাদের মনে হয় এখন হইতেই ব্রিটেনের সঙ্গে ঐ বিষয়ে চুক্তি করিয়া রাখা উচিত।

পাউণ্ডের উপর সংকটের মূলে সমস্যাগুলির যে দুইটি একটি পথ একমাত্র [illegible], কারণ ব্রিটেনের [illegible] আয় [illegible] ব্যবস্থা নাই [illegible] হইলেও তাহার [illegible] ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] বৃদ্ধি করিয়া অন্যত্র [illegible] হইতে [illegible] খাদ্য [illegible] মালের [illegible] বৃদ্ধি [illegible] হয়। [illegible] আর একটি [illegible] রহিয়াছে [illegible] [illegible] না [illegible] থাকিয়া [illegible] না হইলে [illegible] নহে [illegible] সমস্যা [illegible] ভারতের আর্থিক উন্নয়ন ও শিল্প [illegible] পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে মালের রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ১৮ মাস পূর্বে (১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) আমরা এই বিষয়ে অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এই পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কি কারণে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত চুক্তিতে পরিণত হইল না তাহা এখনও জনসাধারণের অগোচরেই আছে। কিন্তু এদিকে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রিটেনের মধ্যে ডলার ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে বিশেষ ঝোঁক থাকিবার তাহাতে এখন আর ভারত সরকারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার সময় নাই।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধের পূর্বে ভারতের ডলার ঘাটতি বলিয়া কিছু ছিল না, বরং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ আমদানীর তুলনায় বেশীই ছিল। ভারত বিভক্তির ফলে ভারতের ডলার উদ্বৃত্ত না থাকিলেও ঘাটতির পরিমাণ তেমন সামান্য ছিল। কিন্তু এই দুই বৎসরের সরকারী অপরিণামদর্শিতার ফলে ভারতের ঘাটতির ব্যবধান বিস্ময়কর ভাবে উঠিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যাদির আমদানি করিয়া সরকার ভারতের সঞ্চিত [illegible] ডলার নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন এবং এখন উন্নয়নের জন্য [illegible] নিতান্ত আবশ্যক [illegible] মালের আমদানি পর্যন্ত সংকোচন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সরকারের পক্ষ হইতে বারে বারে বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হয় বলিয়া আমাদের ডলার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, সরকার এই দুই তিন বৎসরে দেশে অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা করেন নাই কেন? সরকার ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া আমদানি বন্ধ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা বিলম্বে হইলেও সুখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারের এই অপরিণামদর্শিতার ফলেই যে ডলারের অভাবে আমাদের দেশীয় বহু উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পরিত্যক্ত হইতেছে ইহা উঁহাদের পক্ষে চরম অগৌরবের কথা।

সে যাহা হউক, বর্তমানে যে ডলার সংকট দেখা দিয়াছে তাহার হাত হইতে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষে যে কোন প্রকারেই হউক রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে। ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির পক্ষে এখন প্রধান অন্তরায় ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি; কাজেই সর্বপ্রথমে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যহ্রাস করিবার জন্য সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে। ভারতের উৎপন্ন চিনির দর অস্বাভাবিক বেশী বলিয়া ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তান পর্যন্ত কিউবা হইতে চিনি আমদানি করিতে বাধ্য হইতেছে। ভারত যদি পাকিস্তানে যথোপযুক্ত রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে পাকিস্তান হইতে কিছু বেশী পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া অনেক ডলার ব্যয় হ্রাস করিতে পারিত। তা ছাড়া পাট ও পাটজাত দ্রব্য চীনাবাদাম, চামড়া ইত্যাদি মালের বিদেশে বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। কিন্তু উহার উচ্চ দর এত বেশী যে যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে মাল আমদানি হ্রাস করিতে বাধ্য হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি "প্রাভদা" সংবাদপত্রে ভারতের সঙ্গে যে পারস্পরিক সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সোভিয়েটের সঙ্গে যদি ভারত সন্তোষজনক শর্তে বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলেও ভারতের ডলারের প্রয়োজন অনেকটা হ্রাস পায়।

মোট কথা, পৃথিবীব্যাপী বর্তমানে যে ডলার সংকট দেখা দিয়াছে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ভারতের শিল্প ও পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও উহার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রয়াস করিতে হইবে। ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের ঘূর্ণিপাক হইতে আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিবার আর কোন পথ থাকিবে না।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চিনির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(শেষাংশ ৩৫৮ পৃষ্ঠায়)

[illegible]

পাউণ্ডের সহিত টাকারও মূল্যহ্রাস অনিবার্য্য

ভারত সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক সংকট

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শেয়ার বাজার

তেজী পর্য্যায়ের উপসংহার

কলিকাতা, সোমবার অপরাহ্ন [illegible] বাজারে [illegible] যে তেজী পর্য্যায় চলিতেছিল এ সপ্তাহে [illegible] যে বিপুল মন্দাভাব দেখা দিয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। [illegible] শেয়ারের দর [illegible] ও [illegible] বাজারের [illegible] পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা [illegible] ভাবে [illegible] বন্ধ করিয়া [illegible]। পরে [illegible] বাজারে [illegible] ও [illegible] বিভিন্ন [illegible]। [illegible] ৩০ কোটি টাকা [illegible] ও [illegible] ১০ [illegible] একটি [illegible] তেজী বা [illegible] প্রতিক্রিয়া। [illegible] শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ [illegible] বিবাহিত [illegible] বিক্রয় বাজারে [illegible] বৃদ্ধি করিবেন ও ফলে [illegible] পরিস্থিতি [illegible] আর্থিক বিপর্য্যয়ের পুনরাবৃত্তি হইবে। তেজী [illegible] বিপজ্জনক। [illegible] লাভ [illegible] হয়। সেইজন্যই আমরা [illegible] অর্থবিনিয়োগকারীদিগকে [illegible] অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম।

বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত হইবার কারণ নাই। [illegible] মূল্য [illegible] স্থিতিশীল হইবে ইহা [illegible] বলা যায়। [illegible] একটি [illegible] হইয়াছিল, সেই [illegible] হইয়াছে। ইহা দেশের অর্থনীতি ও [illegible] অর্থবিনিয়োগকারীর পক্ষে [illegible] করিয়াছে।

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে কোনও উন্নতি দেখা যায় নাই। ৩৲ সুদের ১৯৬১-৬৬ [illegible], ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ [illegible], ৩৲ সুদের [illegible], ৩৲ সুদের [illegible] ও ৩½৲ সুদের ১৮৮০—৯০ হইয়াছে।

[illegible]

বেঙ্গল সেট্ল—৮৸৹, বিহার [illegible] —১০ [illegible]—২৭৮০ ও ইউনাইটেড—৩০৲ পর্য্যন্ত দর হইয়াছে।

কয়লার খনি

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে এই বিভাগে [illegible] কোন [illegible] উন্নতি ঘটে। তাহার পর বাজারের [illegible] বিভাগের [illegible] এই বিভাগের [illegible]। কিন্তু [illegible] অবনতি ঘটে নাই। [illegible] হইতে [illegible], [illegible] হইতে [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] দর [illegible]। এই কোম্পানির [illegible]।

[illegible] দর [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] দর [illegible] হইয়াছে।

চটকল

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে এই বিভাগের [illegible] ভাবে [illegible]। [illegible] শেয়ারগুলি [illegible] হইতে [illegible] বৃদ্ধি পায়। [illegible] মূল্য [illegible]। [illegible] হইতে [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] ও [illegible] বাড়িয়াছে। [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] দর [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible]।

[illegible] হইয়াছে।

[illegible]

ইণ্ডিয়ান [illegible] হইয়াছে। [illegible] বৃদ্ধি পায়। [illegible] টাটা ডেফার্ড [illegible] হইতে [illegible] ও টাটা অর্ডিনারি [illegible] হইতে [illegible] হয়। [illegible] বিপুল [illegible] করিয়াছিল। [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible] এই [illegible] কোম্পানির [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] টাটা ডেফার্ড [illegible] হইতে [illegible] ও টাটা অর্ডিনারি [illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। [illegible] দর [illegible] ও [illegible]। [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] থাকে। [illegible] ও [illegible] দরে কেনাবেচা হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে কোম্পানির দর [illegible] ছিল। [illegible] পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] দাঁড়াইয়াছে। [illegible] বলিয়া [illegible] হইতে [illegible] হ্রাস পায়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে ইণ্ডিয়া [illegible] পর্য্যন্ত দরে [illegible] কিন্তু পরে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] ঘটে। [illegible] দর [illegible], [illegible] ও [illegible] বি বি [illegible], [illegible] ও [illegible] পর্য্যন্ত দরে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ও [illegible] পর্য্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

[illegible]

চা-শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

চিনি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রাসঙ্গিক

([illegible] পৃষ্ঠার পর)

[illegible]

সমবায় আন্দোলন ও ব্রিটিশ শ্রমিক দল

—হার্বার্ট ট্রেঞ্চ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যৌথ কারবার

চা বাগানের আয়ে অবনতি

বানারহাট

([illegible])

[illegible]

আইমাটিয়া

([illegible])

[illegible]

([illegible])

আয়

মূলধন	
মজুত তহবিল	
[illegible]	[illegible]
লাভ	[illegible]
অবশিষ্ট মুনাফার জের	[illegible]
	[illegible]

(সম্পত্তি)

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

সংবাদ লিপি

দিল্লীর চিঠি

[illegible]

[illegible]

নিয়মাবলী

- "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।
- মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।
- ভারত ও সিংহলে সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।
- ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা,
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

ডলার সঙ্কট সম্পর্কে আগামী ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুত্ব

ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শ্রীযুত এম্ অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গারের বিবৃতি

ভারতীয় পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পীকার শ্রীযুত এম অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার গত ১লা সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, ওয়াশিংটনে আগামী ডলার সম্মেলনে ভারতের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা একান্ত আবশ্যক। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৃটেনের উপর ভার দিয়া ভারতের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। শ্রীযুত আয়েঙ্গার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ওয়াশিংটন সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি [illegible] প্রকাশ করা হইতেছে না।

ভারত ও এই [illegible] ষ্টার্লিং অঞ্চলের মুদ্রার মূল্যমান, কোকো, টিন ও রবার প্রভৃতি ডলার উপার্জনকারী পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, ষ্টার্লিং অধ্যুষিত দেশগুলিতে আমেরিকার মালের মূল্য নির্ধারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের স্বর্ণ ও প্রচলিত মুদ্রার মূল্যানুপাতের পরিবর্তন— এই সকল বিষয় সম্মেলনে আলোচিত হইতে পারে। এই সকল বিষয়ই ভারতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সকল বিষয়ে উপর গৃহীত যেকোন একটি সিদ্ধান্ত ভারতের অর্থনীতির উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, বিশেষতঃ ভারতের অর্থনীতি যখন ইতিমধ্যেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার মনে করেন যে, [illegible] ষ্টার্লিং আলোচনার সময় ভারতীয় প্রতিনিধিগণ যখন লণ্ডনে ছিলেন সেই সুযোগে আমেরিকার নিকট হইতে সাহায্য লইয়া ভারতের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ঘাটতি পূরণ সম্পর্কে তাঁহাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অর্থ দপ্তরের সহিত আলোচনা করা কর্তব্য ছিল।

ওয়াশিংটন আলোচনায় ভারতের কোন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, ভারতের পক্ষ হইতে [illegible] উপর ভার দেওয়া হইয়াছে কিনা, এবং ভার দেওয়া হইয়া থাকিলেও কেবল ষ্টার্লিং সম্বন্ধেই কিনা তাহা জানা যায় নাই। আর [illegible] হইতেছে ইহা বুঝা যায় না যে, [illegible] সম্মেলনে ওয়াশিংটন আলোচনায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, যে সকল দেশ ডলার সঙ্কট ভুগিতেছে, সেই সকল দেশকে লইয়া বৃটেন ও আমেরিকার একটি সম্মেলন আহ্বান করা উচিত ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করিয়া শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, ইহা মার্কিন ইউরোপকে মার্শাল সাহায্য দিয়া ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এশিয়ার জাতি সমূহকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য এক বিরাট পরিকল্পনা আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছে।

[illegible] আয়েঙ্গার প্রশ্ন করিয়া তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব করিতে চাহে, তখন অনুন্নত দেশগুলির [illegible] হইবার উপায় কি নহে।

ওয়াশিংটন সম্মেলনে ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়া শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, বর্তমানে ভারতের ৮৫ কোটি ডলারের ও বৃটেনের নিকট ৮০ কোটি ডলারের ঘাটতি রহিয়াছে। বৃটেন যে আমাদের হইয়া এই ৮৫ কোটি ডলার সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দরাদরি চালাইবে, সেরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত নহে। ডলার সাহায্যের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করিতে বৃটেনের উপর চাপ দেয় এবং বৃটেন তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে ভারতের অবস্থা কি হইবে? ভারতে কি টাকার মূল্য হ্রাস করিতে [illegible] হইবে? শ্রীযুত আয়েঙ্গার আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, মার্কিন [illegible] যদি ডলার সম্পর্কে স্বর্ণের উচ্চতর মূল্য দাবী করিয়া ডলারের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে এবং তাহা যদি স্বীকৃত হয়, তবে আমাদের অবস্থার উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন, "এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমি মনে করি যে, এই আলোচনায় ভারতের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করা আবশ্যক এবং এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৃটেনের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার বলেন যে, ডলার সম্মেলন শেষ হইবার পরই [illegible] সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের যে সভা হইবার কথা আছে, তাহাতে উহার [illegible] সভা বসিবে।

ডলার সঙ্কট সম্পর্কে ওয়াশিংটনে আসন্ন তিন শক্তির বৈঠকে যোগদানের জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন এবং অর্থসচিব স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস [illegible] লণ্ডন হইতে আটলাণ্টিক অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের ভারতীয় সদস্য এবং বৈদেশিক দেনাপাওনা সম্পর্কে ভারত সরকারের উপদেষ্টা স্যার চিন্তামন দেশমুখ [illegible] হইতে ওয়াশিংটনের পথে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। *

মিঃ বেভিন ও ক্রিপস, স্যার চিন্তামন [illegible] আলোচনায় [illegible] প্রতিনিধিবর্গের সহিত স্যার চিন্তামন [illegible] করিবেন। তবে [illegible] যে সকল [illegible] এবং [illegible] আলোচনা [illegible] স্যার চিন্তামন [illegible] আছেন। ওয়াশিংটন আলোচনায় বৃটিশ প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, স্যার চিন্তামন বৃটিশ প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ [illegible] রাখিবেন।

[illegible] প্রকাশ যে, ওয়াশিংটন আলোচনায় প্রথম [illegible] এবং [illegible] সমূহের অর্থসচিবগণ এবং [illegible] উপায় [illegible] করা হইবে। [illegible] যে সকল [illegible] সম্পর্কে [illegible] সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহার ভিত্তিতেই আলোচনা শুরু করা হইবে।

[illegible] ডলার [illegible] হইতে যে সকল [illegible] করিয়াছেন তাঁহারা [illegible] ডলার [illegible] সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত সিদ্ধান্তের সময়সূচী পর্যালোচনা করিয়া [illegible] উপর [illegible] বাকী [illegible] আলোচনা হইবে। সকলেই মনে করেন যে ওয়াশিংটন আলোচনায় [illegible] চুক্তি [illegible] করা [illegible] চেষ্টা করা হইবে এবং বিশ্বে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে জোর দেওয়া হইবে। একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, বিনিময় মুদ্রার [illegible] দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বিষয়ে বিবেচনা [illegible] মার্কিন [illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংবাদ সঙ্কলন

'খাদ্য কমাও' অভিযান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মূল্য হ্রাসকল্পে চিনি আটক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জাতীয় কৃষি সমিতির অধিবেশন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—•—

খাদ্যপরিপূরক হিসাবে চীনাবাদাম

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পূর্ববঙ্গে [illegible] প্রত্যাহার

[illegible]

[illegible]

—•—

বিশ্ব-বাণিজ্যের সঙ্কট

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—•—

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্পত্তি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—•—

ভারতের [illegible] দাম বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

—•—

পশ্চিমবঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচন

[illegible]

[illegible]

সেই সব ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার প্রশ্ন [illegible] দেখা দিয়াছে। [illegible] পরিকল্পনাকে [illegible] বিভিন্নরূপ অভাব [illegible] দেখা দিয়াছে।

দামোদর পরিকল্পনা সম্পর্কে টেনেসিভ্যালি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের মন্তব্য

[illegible] পরিকল্পনা [illegible] এই সম্পর্কে [illegible] সরকারী [illegible] কলিকাতায় [illegible] রিপোর্ট [illegible] মতামত [illegible] পরিকল্পনার [illegible]

[illegible] বলেন যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই [illegible] আশা করেন যে শীঘ্রই [illegible] হইবে।

[illegible] এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] বলেন যে, [illegible] দেখিলে [illegible] উপকৃত হইবে।

[illegible] এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] এবং [illegible] করেন এবং বলেন যে, ভারতের [illegible] এবং এই পরিকল্পনা হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হইবে [illegible] পরিকল্পনাকারী [illegible] করিতে পারিবে।

—•—

জুলাইয়ে কেবল্ সংযোগ

ভারত সরকার বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন [illegible] কেবল্ সংযোগ যে

[illegible] পরিকল্পনা করিয়াছেন, [illegible] হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্তমান পরিকল্পনানুযায়ী কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ সহরের [illegible] টেলিফোন [illegible] কেবল্ [illegible] হইবে। [illegible] একই কেবল্ [illegible] কোম্পানীর [illegible] মাইল কেবল্ [illegible] এই [illegible] মাইল কেবল্ [illegible] কোটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] কেবল্ [illegible] হইয়াছে।

ভারতে উক্ত কেবল্ কোম্পানীর প্রতিনিধি [illegible] কেবল্ [illegible] কোম্পানী [illegible] করিয়াছেন।

—•—

কোচবিহার রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ

[illegible] ১লা জানুয়ারী [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আরও জানিতে পারা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তর সম্পর্কিত চুক্তিপত্রে [illegible] কোচবিহারের মহারাজা এই মাসের প্রথমে দিল্লীতে ছিলেন। তারা লিখেন যে, ঐ সময় [illegible] সম্পাদিত হইয়াছে।

কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার পরিবর্তনের সময় শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, কুচবিহারের মহারাজা [illegible] রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যদ্বয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতীয় গণপরিষদের ব্যয়নির্বাহ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় গণপরিষদের ব্যয়নির্বাহ বাবদ ও সদস্যদের ভাতা বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র [illegible] ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর হইতে গণপরিষদের কাজ আরম্ভ হয়।

[illegible] উপরোক্ত [illegible] কোন [illegible] করেন নাই [illegible] করেন নাই।

ডলার সম্মেলনের গুরুত্ব

(৩০৩ পৃষ্ঠার পর)

কমনওয়েলথ [illegible] প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের [illegible] ইত্যাদি [illegible] সকল সমস্যা বিবেচনা [illegible] উৎপাদন [illegible] কমনওয়েলথ [illegible] আলোচনা হইবে।

—:০:—

ডলার সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণ নাই

ইউরোপীয় মার্কিন পরিকল্পনা [illegible] স্বীকার করিয়াছেন যে, আমেরিকা দুই বৎসর ইউরোপকে সাহায্য করিবার পরেও ডলার সমস্যা সমাধানের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এক সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫২ সালের মধ্যে সমস্যা সমাধান হইতে পারে এরূপ আশাও করা চলিতেছে না।

সমগ্র ইউরোপের চাহিদা প্রায় ৫৫০ কোটি ডলারের পরিবর্তে ১৩০ কোটি ডলার দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, 'অনেক [illegible] দেশসমূহ [illegible] আশানুরূপ [illegible] নাই, [illegible] বলিয়া বিবেচনা [illegible] নাইয়াছে।' [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] বিবেচনা [illegible] ডলার [illegible] হয় নাই। [illegible] ডলার [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] এই [illegible] ১৯৪৯-৫০ সালে [illegible] ও ডলার [illegible] অবস্থা [illegible] হইবে।

আর্থিক ভারত

২য় বর্ষ ১৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৮শে ভাদ্র, ১৩৫৭ : ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়
আসন্ন দুর্যোগ ৫৪৭
প্রাসঙ্গিক
পাকিস্তানী প্রচার প্রত্যাখ্যান, নতুন [illegible] গঠন, কলিকাতায় [illegible] উদ্বোধন ৫৪৯
অর্থলোক—চলতি ঘাটতি সম্পর্কে [illegible] ৫৫০
শেয়ার বাজারে
[illegible] হ্রাস ও মূল্যবৃদ্ধি ৫৫১
বিষয়
পণ্যদ্রব্যের বাজারে
[illegible] পুনঃ বিন্যাস
সংবাদ লিপি
[illegible] ও [illegible]
ব্যাঙ্ক সমূহে বিভিন্ন কর্মনীতি
সংবাদ সংকলন ৫৫৮

আসন্ন দুর্যোগ

ভারতের অর্থ নৈতিক সংকট দিনের পর দিন যেভাবে জটিল হইয়া পড়িতেছে তাহাতে দেশের সামগ্রিক দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে বলিলে চূড়ান্ত আশাবাদীরাও প্রতিবাদ করিবেন না। দেশের এই অবস্থা আকস্মিকও নহে অপ্রত্যাশিতও নহে। যাঁহাদের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত তাঁহারাও এই গুরুতর অবস্থা সম্পর্কে যেমন অনবহিত নহেন তেমনই এই অবস্থার চাপে পিষ্ট জনসাধারণও এই সংকট সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণও তাহাকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

বস্তুতঃ অবস্থা সত্যই ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে এবং অবিলম্বে যদি কোন ব্যাপক ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে দেশ ও জাতির চরম সর্বনাশ অনিবার্য। দেশের এই চরম সংকট প্রতিরোধের জন্য সরকার এ পর্যন্ত যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেশের উপকার না করিয়া ক্ষতিই করিয়াছে। অবশ্য বর্তমান অবস্থায় পরস্পর দোষারোপ করিলে কিছু লাভ হইবে না, শুধু সরকার যদি তাঁহাদের ভুলগুলি বুঝিতে পারেন এবং জনসাধারণও সরকারের অনভিজ্ঞতাজনিত ভুলত্রুটিগুলি সম্পর্কে অধিক বিচলিত না হন তাহা হইলে সমস্যার একটা কূলকিনারা করা সম্ভব হইবে।

কাশ্মীর ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার জন্য সরকারের পক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদেশে জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হইয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু সরকার গত তিন বৎসর অন্যান্য অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ অকর্মণ্যতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে সরকারের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা অনেক কমিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। পণ্ডিত নেহেরুও সম্প্রতি দেশের এই ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশের আজ সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা জাতির আর্থিক উন্নয়নের সমস্যা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতিরাও দেশের আসন্ন আর্থিক দুর্যোগ সম্পর্কে সকলকে সাবধান করিয়াছেন এবং অনেকে সরকারের ব্যর্থতার জন্য কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও বলা হইয়াছে, সরকারের মূল্যবৃদ্ধি রোধের চেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও দেশের সর্বাঙ্গীন আর্থিক অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। বর্তমান দ্রব্যমূল্য এখনও অত্যধিক স্তরে রহিয়াছে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই এবং [illegible] পরিমাণ মোটেই নৈরাশ্যজনক। এখনও পর্যন্ত দেশের বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলির দর নিম্নমুখ অবস্থায়ই রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই বিবরণী হইতে দেশবাসীর নূতন কিছু শিখিবার নাই সত্য, কিন্তু ঐ বিবরণী দেশের আসন্ন সংকটের দিকে নূতন করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিয়াছে।

গত তিন বৎসরে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের কর্মনীতির ইতিহাস একটি নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতার ইতিহাস। নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ আবার নিয়ন্ত্রণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস ক্রমপর্যায়ে আলোচনা

করিলে দেখা যাইবে যে সরকার কোন ক্ষেত্রেই দুর্ভাগ্য দমিত এবং দারিদ্র্যের দমিত কোন সমস্যারই সমাধান করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের অব্যবস্থিততা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে দুর্ভাগ্য দুঃসহ আর্থিক সংকট আরও গভীরতর হইতেছে মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আর্থিক বিশৃঙ্খলার দরুন সরকারী অব্যবস্থার যোগাযোগে যে ফল দেখা দিয়াছে তাহাতে স্বাধীনতার প্রাক্কালেও সাধারণ মানুষের মান বাঁচিয়ে থাকা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়াছে সরকারের প্রতি সর্বত্র অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা — ক্ষেত্রে, বাজারে, কারখানায় এবং সরকারী দপ্তরে এই পুঞ্জিত অসন্তোষের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু সরকার এই সংকটজনক অবস্থার প্রতিকার করিতে কোন অর্থপূর্ণ পরিকল্পনা বা কার্যকরী পন্থা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যেসব সরকার যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফল অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত হইয়াছে। গত তিন বৎসরের কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারসমূহের কার্যকলাপের হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে দেশের সংকট আরও গভীরতর হইয়াছে।

ইহা অবশ্য সত্য [illegible] দেশবিভাগের ফলে ভারতের যে অসমাধেয় [illegible] সরকারের সম্মুখে নহে [illegible] যে তাহার সমাধানে কিছু অসুবিধা থাকিবে [illegible] যে সহজ নহে — কিন্তু আসল বিপদের কথা এই যে, সরকারের কার্যকলাপ দেখিয়া দেশবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে — সরকার কোনও ক্ষেত্রেই আর্থিক বিশৃঙ্খলার প্রকৃত দূরীকরণে পারিলেও তাঁহারা সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেন তাহার মধ্যে মৌলিক গলদ রহিয়াছে। ইহার ফলে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ব্যবসায়ীদের দুর্দিনের জন্য সরকার যেসব অর্থনীতি বা আশাবাদী প্রচার করেন তাহাতে কেহই আর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না, আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী উভয়েই সরকারী অর্থনীতির নিন্দা করিতেছেন এবং সুযোগ পাইলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিতেও ভাবেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা উল্লেখ নাই করিলাম।

আরও উদ্বেগের বিষয় গত একবৎসরের মধ্যে পাট, বস্ত্র ও চিনি সম্পর্কে এই তিনটি বৃহত্তম শিল্পক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি ও সরকারী অপদার্থতার যে লজ্জাজনক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। কাঁচা পাটের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া পাটশিল্পের মালিকেরা উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য মাসে ৭ দিন মিল বন্ধ রাখিতেছে, অন্যদিকে তাহারা গত মাসে (আগষ্ট) চড়াদরে মাল রপ্তানি করিয়া প্রচুর মুনাফা করিয়াছে। ফলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, বাজারে কাল্পনিক অভাব সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত করিয়া পাটকলের মালিকেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চোরাইমাল চালান করিয়া অনেক দুর্বৃত্ত পাটব্যবসায়ী গত এক মাসের মধ্যেই প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত অবৈধ মুনাফা লুটিয়াছে। সরকার অসমর্থ হইয়া এই অবস্থার উদাসীন দর্শক হইয়া রহিয়াছেন। বস্ত্র ও চিনির ক্ষেত্রেও প্রায় সেই অবস্থা। কাপড়ের কলে প্রচুর মাল মজুত হইয়া আছে অথচ অগ্নিমূল্যের জন্য সাধারণ লোক বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থও কাপড়ের দোকানের চৌকাঠ মাড়াইতে সাহস করিতেছেন না। চিনির ক্ষেত্রেও সরকারের দুর্বলতার সুযোগে চিনির কলওয়ালারা অস্বাভাবিক দর হাঁকিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। এ সম্পর্কে "আর্থিক ভারত"এর অন্যান্য প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে ঐ সম্পর্কে আর আলোচনা করিলাম না।

লক্ষ্য করার বিষয়, পাট, বস্ত্র ও চিনি এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভারত শুধু স্বাবলম্বী নহে, বহির্দেশেও প্রচুরভাবে রপ্তানি করিতে সমর্থ। এই তিনটি ক্ষেত্রেই যদি এই অবস্থা দাঁড়ায় তাহা হইলে অন্যান্য শিল্পে কি ঘটিতেছে তাহা আন্দাজ করা কঠিন নহে।

একদিকে উৎপাদন হ্রাস, অন্যদিকে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে বহু বিপদের সৃষ্টি হইতে বিলম্ব হইবে না যদি না সরকার এখনও সতর্ক না হন। সরকার বরাবর ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাদের লক্ষ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অধিকতর চাকুরীর সংস্থান এবং জনসাধারণের জীবনধারণের মান বৃদ্ধি। কিন্তু সরকার এবং জনসাধারণের পক্ষে চরম দুর্ভাগ্যের কথা তিন বৎসরের সাফল্যের হিসাবের ফলে দেখা যাইতেছে যে সরকার তাঁহাদের নির্দেশিত সকল লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছেন এবং জনসাধারণকে সর্বনাশের গহ্বরের সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এই অবস্থার প্রতিকার কি? সেই প্রশ্নই জনচিত্ত মথিত করিয়া তুলিয়াছে। সরকার যদি পথ আবিষ্কার করিতে না পারেন তাহা হইলে বিপ্লব না হইলেও অর্থনৈতিক অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য সরকারকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা তাঁহাদের কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া গান্ধীজীর পথে ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হউন। দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে এবং দেশের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এমন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করিতে হইবে যাহার সাফল্যের জন্য দেশবাসী সকল দুঃখ বরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। ভবিষ্যতের সুদিনের জন্য বর্তমানে দুঃখ বরণ করিতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু বর্তমানের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অর্ধভুক্ত দেশবাসীকে আহারের পরিমাণ হ্রাস করার কথা বলা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছু নহে। দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার কি কি পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা বহুবার আলোচিত হইয়াছে, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। আজ শুধু প্রয়োজন দেশবাসীর মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিবার এবং তাহা শুধু সম্ভব ব্যাপক কার্যকরী পরিকল্পনা এবং ঐ পরিকল্পনা রাষ্ট্রের রূপায়িত করিবার জন্য প্রয়োজন অনমনীয় কর্মসাধনা। অন্যথায় অরাজকতা এবং অসন্তুষ্ট প্রতিক্রিয়া দেশ-জাতির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর তাহার নির্ভুল পরিচয় আমাদের সম্মুখে।

প্রাসঙ্গিক

মার্কিনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

[illegible] কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের [illegible] কাশ্মীর কমিশন [illegible] পাকিস্তানের [illegible] ব্যর্থতার কারণ। ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবগুলি [illegible] প্রকাশিত পত্রাবলী পাঠে দেখা যায় যে, [illegible] শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী কমিশনকে অনুরোধ করেন যে, [illegible] নিম্নলিখিত দুইটি প্রধান [illegible] কথা হয়:—(১) যথোচিত আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর বিলোপ সাধন ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং (২) [illegible] পাকিস্তান [illegible] প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ এই সকল ব্যাপারে [illegible] কমিশনের পক্ষ হইতে [illegible] প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। [illegible] কমিশনের কর্তব্য ছিল [illegible] পাকিস্তান [illegible] এবং তাহাতে [illegible] নিরাপত্তা পরিষদকে জানানো।

কিন্তু [illegible] কমিশন তাহা কি করিলেন? তাঁহারা [illegible] সালিশী [illegible] মার্কিনী প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই প্রস্তাবে [illegible] ট্রুম্যান-এটলির [illegible] এবং [illegible] আমেরিকা হইতে [illegible] করিলেন। [illegible] এই ধারণা [illegible] যে কাশ্মীর কমিশন, [illegible] ও [illegible] এই ব্যাপারে কোনো যোগাযোগ রহিয়াছে।

[illegible] সালিশী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে [illegible] পণ্ডিত নেহেরু [illegible] কাশ্মীর [illegible] ইহা [illegible] হইতে পারে না। [illegible] ইহা অযৌক্তিক ও অন্যায়। [illegible] হইতে পারে না। [illegible] যুদ্ধবিরতি চুক্তি [illegible] ইহা অন্যায় [illegible] এই সমস্ত কারণে [illegible] সালিশী বিচারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

কাশ্মীর [illegible] ট্রুম্যান-এটলির [illegible] দুই [illegible] করা হইয়াছে। পাকিস্তান [illegible] ভারতের [illegible] দুর্বলতা বলিয়াই লোকে মনে করিয়াছে। [illegible] এই ব্যাপারে আর কোন-নীতির স্থান নাই। নীতির দিক হইতে কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে ভারতের এলাকা। কিন্তু [illegible] আক্রমণকারী দেশের সহিত একটি [illegible] ইহা [illegible] যে আমেরিকা ও বৃটেন [illegible] কাশ্মীর [illegible] দেখা ও সমর্থন পাইবে।

মজুত [illegible]

[illegible] বলেন যে [illegible] সেই সম্পর্কে [illegible] এই [illegible] ১৫ [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন।

[illegible] পাকিস্তানের সঙ্গে [illegible] ১৯৪৮-৪৯ [illegible] ভারত-পাকিস্তান [illegible] চুক্তি [illegible] ১ লক্ষ [illegible] ১৯৪৯ [illegible] ১৯ [illegible] পাকিস্তান [illegible] ১০ [illegible] ১১ই [illegible] ৩৫ [illegible] হইবে। [illegible] (১) [illegible] (২) [illegible] (৩) [illegible] (৪) [illegible] (৫) [illegible] বিক্রয় করা হইবে।

কলিকাতা চা-কেন্দ্রের উন্নয়ন

[illegible] কেন্দ্রীয় চা বোর্ডের সভাপতি [illegible] এবং [illegible] প্রকাশ করেন যে, [illegible] এবং একটি

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

অর্থলোক

ডলার ঘাটতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব

ডলার সমস্যার দরুন যুক্তরাজ্যের ঘাটতি দেখা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হইবে বলিয়া আশা প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের মতে ব্রিটেনের ঘাটতি দেখার কিছুটা দায়িত্ব যদি যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না থাকে তবে ডলার সমস্যা সমাধান সহজ হইবে না। যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের পাওনা ঘাটতি মিটাইয়া দিবে। [illegible] ব্রিটেনের [illegible] নয়।

[illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] ও [illegible] ১৯৪৯ সালে [illegible] চুক্তি পরিবর্তন। [illegible] চুক্তি [illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] ব্রিটেন [illegible] সুবিধা [illegible] বেশী সুবিধা দিতে পারে না। ফলে ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি [illegible] দেশ [illegible] পরিমাণ [illegible] করিতে পারে না বলিয়া ব্রিটেনের পক্ষে তাহার ঘাটতি দেখা [illegible] হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় [illegible] যুক্তরাষ্ট্র যদি অধিকতর পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী [illegible] সুবিধা দেয় তাহা হইলে ঘাটতি [illegible] ডলার ঘাটতি [illegible] হইতে পারে। কিন্তু [illegible] ঘাটতি সম্পর্কে [illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] দ্রব্যবিনিময়ের [illegible] কোন প্রকার [illegible] বিষয় দেখা যাইত না। সেই জন্যই বোধ হয় ব্রিটিশ [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

সরকারের আমদানি হ্রাস পরিকল্পনা ও বৈদেশিক বিনিময় বাজেট (Foreign Exchange Budget) সম্পর্কে যেসব [illegible] আলোচনা হইতেছে তাহাতে সরকার কিছুটা বিব্রত হইয়াছেন। [illegible] সরকার আগামী বৎসরের জন্য (৫১ সালের জুলাই হইতে ৫২ সালের জুন) পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় [illegible] কোটি টাকার কম আমদানি হ্রাস করিবেন। [illegible] ও. জি. এল. (O. G. L.) এর অন্তর্ভুক্ত মালগুলির তালিকা পরিবর্তন করিয়াছেন। [illegible] ১৯৫০ সালের তুলনায় [illegible] কোটি টাকার আমদানি হ্রাস করা হইবে বলিয়া যে [illegible] তাহার মূলে কোন [illegible] নাই। উহাদের মতে বর্তমান বৎসরটি (অর্থাৎ ১৯৫০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫১ সালের মার্চ) শেষ হইবার পূর্বে আমদানির মোট পরিমাণ সম্পর্কে কোন হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে সরকার [illegible] আমদানি হ্রাস পরিকল্পনা ও বৈদেশিক বিনিময় বাজেট [illegible] সরকারী কর্মচারীরা বিশেষ [illegible] করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

[illegible] টাকার বাজারে [illegible] সরকারী ঋণপত্রের সংখ্যা বেশী না হইলেও [illegible] কাগজের সংখ্যা কম নহে। [illegible] সরকারের ঋণপত্রের [illegible] পাওনা মিটাইবার [illegible] পাওয়া যায়। আমদানি হ্রাস এবং [illegible] করিবার [illegible] বেশী [illegible] টাকার বাজারে এই [illegible] বলিয়া মনে হয়। কিন্তু [illegible] পরিমাণ [illegible] হইয়া পড়িয়াছে [illegible] বাজারে টানাটানি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। [illegible] এখন যেসব [illegible] হইতেছে সেইগুলির [illegible] ঐ সময়ে [illegible] হইবে বলিয়া সরকারের পক্ষে [illegible] বর্তমান [illegible] আসা [illegible] বাজারে [illegible] হইবে। [illegible] দেখা যাইতেছে। [illegible] সরকারী [illegible] পাওয়া গিয়াছে তাহা [illegible] হইতেও [illegible] যে পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় [illegible] হ্রাস পাইয়াছে। মোট ৫ কোটি টাকার [illegible] ৬০০,৫০,০০০্ টাকার [illegible] পাওনা মিটাইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে [illegible] পাওনা মিটাইয়াছিল ৮ কোটি টাকা।

২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংক যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে [illegible] নোটের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে এবং মোট [illegible] পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে এবং ব্যাংকের রক্ষিত সোনা মুদ্রার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাংকিং বিভাগে [illegible] সরকারের [illegible] ও প্রাদেশিক সরকারের [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা এবং [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা এবং [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] জমার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। বিদেশে রক্ষিত টাকার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। দ্রব্যবিনিময়ের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] রিজার্ভ ব্যাংক [illegible] সরকারকে [illegible] করিয়াছেন।

শেয়ার বাজার

তৎপরতা হ্রাস ও মূল্যাবনতি

কলিকাতা শেয়ার মার্কেট

গত সপ্তাহে শেয়ারের যে মূল্যাবনতি লক্ষিত হইয়াছিল আলোচ্য কালে সেই ধারার কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। এই সপ্তাহে কাজের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে এবং দরের ক্রমিক অবনতি ঘটিয়াছে। যাহারা নীচের দরে শেয়ার ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাজারের অধিকতর [illegible] [illegible] মুনাফাকে এখন কার্যকরী করিবার জন্য ব্যগ্র নন। আর যাহারা দৈনন্দিন ভিত্তিতে কাজ করিয়া থাকেন তাঁহারা বাজারে কোনো কিছুই ক্রয় করিতে প্রস্তুত নন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক মাস। এইরূপ স্থিতি ও মন্দার আবহাওয়ায় নূতন ক্রেতারা আর বাজারে প্রবেশ করিতে ভরসা পান নাই। কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির যে সংবাদ বাহির হইতে বাজারে উন্নতির আশার সঞ্চার হইয়াছিল, মূল্যের স্থিরতা দেখিয়া সেই আশা অনেকটা হ্রাস পাইয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিলে বাজারে লাভ করিতে উৎসাহী হন। শেয়ারের মালিকগণও আর আশানুরূপ মূল্য বৃদ্ধি [illegible] বেশী [illegible] [illegible] হইতে চাহেন না। অতএব বাজারের দর সাধারণ নরম হইবার [illegible] [illegible] সম্ভাবনা।

টাটা কোম্পানীর কাগজের [illegible] উৎপাদনের যে হিসাব প্রকাশিত হয় তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাটা ডেফার্ড দর ১০০৫, পর্যন্ত চড়িয়াছিল। কিন্তু পরে উক্ত বিভাগে অধিক পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ে [illegible] নামিয়া যায়। অপর পক্ষে কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্র মজুত যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিল্প ও ব্যবসায়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পড়ে। সেইজন্য কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে বিক্রেতাদের ভিড় করিয়া থাকে। বোম্বাই ডাইং-এর দর [illegible] হইতে [illegible] নামে। টাটা ডেফার্ড ও [illegible] বৃদ্ধি পাইবে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাব-ধান হইবে।

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে মূল্যাবনতি ঘটিয়াছে। বাজারগুলি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে হ্রাস পাইয়া [illegible] দাঁড়াইয়াছে। [illegible] দরে কাজ হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক

এই বিভাগে কাজের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। [illegible] [illegible] [illegible], ইউনাইটেড [illegible] ও হিন্দুস্থান [illegible] [illegible] কেনাবেচা হইয়াছে।

কাগজের কল

[illegible] [illegible], টেটাগড় [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগে কাজ পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইয়াছে অথচ বিক্রয়ের তুলনায় দরের বেশী অবনতি ঘটে নাই। [illegible] [illegible] [illegible] পর্যন্ত চড়িয়াছিল, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামিয়া যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] হ্রাস পায়। [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] দেখা যায় ও উহার দর [illegible] হইতে [illegible] উঠিয়া [illegible] নামে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চটকল

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই বিভাগে [illegible] উৎসাহ দেখা গিয়াছে। বিক্রয়ের চাপ [illegible] [illegible] হইলেও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] পৌঁছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

খনি

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] দরে কাজ হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] নামিয়া গিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible] [illegible] শেয়ার [illegible] হইতে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। পরে উহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] দরে হাতবদল হইয়াছে।

বিবিধ

এই বিভাগে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] দরে কাজ হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ও [illegible] [illegible] পড়িয়াছে।

চা

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণের পুনঃ নিয়ন্ত্রণ

চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার ও [illegible] উপর নূতন নিয়ন্ত্রণ জারী করায় ফলে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি [illegible] হইয়াছে তাহাতে মূল্য ও স্টক সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবসায়ে [illegible]। বিভিন্ন সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারণ [illegible] ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। অতএব, [illegible] থাকিলে [illegible] মূল্যবৃদ্ধি [illegible] না, [illegible] নিয়ন্ত্রণ [illegible] দিবে। [illegible] মূল্য দিয়া [illegible] হইবে। ইহা সত্য যে, প্রাদেশিক ও [illegible] বহু দাম স্টক [illegible] দিতে পারেন নাই। যে কোন স্টক [illegible] ব্যবসায়ীদের [illegible] হইতে পারে না। আমরা আশা করি [illegible] হইবে, [illegible] উৎপাদন [illegible] সরকারের [illegible] হয়।

বিনা [illegible] চিনি বাজারে [illegible] বাজারে [illegible] বিক্রয় [illegible]। উৎপাদন [illegible] বাজারে [illegible] হইলেও, [illegible] বাজারে [illegible] পূর্বাপেক্ষা [illegible] মূল্য বৃদ্ধি পায়। সরকার চিনি [illegible] দিয়াছেন। এই মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে [illegible] যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক [illegible] চিনি [illegible] চিনির [illegible]। [illegible] বেশী মূল্য দিতে হইতেছে; [illegible] উৎপাদক [illegible] মূল্যের [illegible] হইয়াছে। চিনির বাজারে এই [illegible]

[illegible] মূল্য ও স্টক [illegible] দেখা [illegible]।

• • • •

চিনি সম্পর্কে সরকারের [illegible] মূল্য [illegible] না। আগামী [illegible] চিনির স্টক [illegible] হইবে [illegible]। [illegible] হইবে এবং [illegible] মূল্য ও স্টকের উপর [illegible] হইবে। কিন্তু [illegible] প্রকৃতপক্ষে [illegible] হইয়াছে; [illegible] চিনি [illegible] থাকিলে [illegible] করিতেই হইবে। যে [illegible] মূল্য ও স্টক [illegible] হইবে।

• • •

[illegible] কেন্দ্রীয় সরকার [illegible]। [illegible] মূল্য [illegible] দিয়াছেন। [illegible] মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এখন চিনি [illegible] মূল্যই [illegible] হইয়াছে, কিন্তু মূল্য [illegible] হয় নাই। স্টক [illegible] হইবে [illegible] যায় কি।

•

চিনি

[illegible] বাজারে চিনি [illegible] মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] মূল্য চিনি [illegible] দিয়াছেন। [illegible] বাজারে [illegible] চিনির দর ৪৫৲ টাকা হইতে ৩৬৲ টাকা পর্যন্ত ছিল। [illegible] দর ৩৯৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। [illegible] ও [illegible] ৩৫৲ টাকা হইতে ৩৭৲ টাকা দর [illegible] হইয়াছে। [illegible] দর ছিল ৩৬॥০ আনা।

[illegible] বাজারে চিনির দর ৩০৲ টাকা হইতে ৩৯৲ টাকায় [illegible]।

পূর্ব [illegible] বাজারে চিনির আমদানি [illegible] ছিল। [illegible] দর ছিল ২৩৲ টাকা হইতে ৩৬॥০ আনা।

[illegible] বাজারে [illegible] দর ছিল ৩৬৷৶ আনা হইতে ৩৭।০ আনা।

চা

[illegible] ভারতের ১৯৫০-৫১ সালে [illegible] ৫৫০০ লক্ষ পাউণ্ড [illegible]। [illegible] ১,৩০৬,২২৫ পাউণ্ড। [illegible] ১,৫০০,০০০ [illegible]। [illegible] অবস্থায় [illegible] করিতে [illegible]। [illegible] ১৮/০। [illegible] ১৬/০।

আলোচ্য সপ্তাহে ২৫,০০০ প্যাকেট চা [illegible] হইয়াছে। [illegible] চাহিদা [illegible] ছিল [illegible]।

১৮,০০০ প্যাকেট [illegible] চা ও [illegible] ৭,১৫০ প্যাকেট [illegible] চা [illegible] বাজারে [illegible]। [illegible] বাজারে [illegible] দুই পয়সা [illegible]। [illegible] বাজারে [illegible] নাই। [illegible] দর ছিল ১।৶০ হইতে ১৷৵ আনা।

কেন্দ্রীয় টি বোর্ডের [illegible] বাজারে [illegible] পৃথিবীর [illegible] মূল্য [illegible] করিয়াছেন।

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা বেশী চা উৎপাদন করে। তাহার মোট উৎপাদন হইতেছে ৫৫০০ লক্ষ পাউণ্ড। অথচ ৫০০০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপাদিত [illegible]। বাকী ১০০০ লক্ষ পাউণ্ড উৎপাদিত হয় দক্ষিণ ভারতে। উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের পরেই সিংহলের স্থান। সিংহলের বাৎসরিক উৎপাদন হইতেছে ৩৩০০ লক্ষ পাউণ্ড। [illegible] ইন্দোনেশিয়া। বাৎসরিক উৎপাদন হইল ১৮০০ লক্ষ পাউণ্ড।

পাটজাত

আলোচ্য সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যের বাজার [illegible] ছিল। কোনখানেই কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই। এবং [illegible] কোন কোন বাজারে কিছুটা মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। জানা যায়, সরকার [illegible] শতকরা ১০ ভাগ [illegible] করিবেন। ইহা সরকারীভাবে [illegible] হইয়াছে যে [illegible] মূল্য [illegible] নিশ্চিত হইতে পারিবেন না [illegible] কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না।

[illegible] ও [illegible] বাড়িয়া গিয়াছে।

[illegible] এই সপ্তাহে ৩০০,০০০ [illegible] আমদানি করিয়াছে। [illegible] আমদানি [illegible] দেখিয়াছিল।

সংবাদ লিপি

লণ্ডনের চিঠি

বৃটিশ জাহাজী কোম্পানীগুলির বর্দ্ধিত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন—মার্শাল সাহায্য প্রাপ্ত পশ্চিম ইউরোপে শিল্পোন্নতি—আমেরিকায় মোটরকার কারখানা প্রতিষ্ঠা।

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

লণ্ডন, ৩রা সেপ্টেম্বর—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রতি বৃটিশ জাহাজী কোম্পানীগুলির আয় এবং উহারা কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন করে তৎসম্পর্কে [illegible] করিয়াছেন। পূর্ব্বেকার রীতি অনুযায়ী প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] হইত। কিন্তু ১৯৩৯ সাল হইতে তাহা বন্ধ হইয়াছে। উহার কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৮ সালে বৃটেনের জাহাজগুলি প্রায় ৬০০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছে। ১৯৪৯ সালে উহার পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। ১৯৩৮ সালে যে আয় হইয়াছিল ২০০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রা।

মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা [illegible] [illegible] [illegible] পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির শিল্পোৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] [illegible] বৃটেনের উৎপাদনই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ও. ই. ই. সি'র পক্ষ হইতে যে বার্ষিক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বৃটেনের শিল্পোৎপাদন ১৯৩৮ সালে ১৯৪৮ সালের অপেক্ষা ৩১ পার্সেন্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] খুব পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেনের শিল্পোৎপাদনের [illegible] [illegible], প্রতিটি দেশেই উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

১৯৩৮ সালেই বৃটেনে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তদপেক্ষা এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। [illegible] [illegible] এক-তৃতীয়াংশ ও বিদ্যুৎ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন ১৯৩৮ সাল অপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ৮১ শতাংশ এবং [illegible] [illegible] বর্দ্ধিত হারে উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৩৮ সালের তুলনায় মালবাহী ও যাত্রীবাহী মোটরকার নির্ম্মাণ যথাক্রমে [illegible] ও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, [illegible] [illegible]। [illegible] ১৯৩৮ সালের তুলনায় [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়া [illegible] মোটর গাড়ী ও [illegible] নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনের চিঠি

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি হ্রাস—বিদেশীদিগের [illegible] প্রতিকারের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অবলম্বন।

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

ওয়াশিংটন, ৩রা সেপ্টেম্বর

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ [illegible] [illegible] ফলে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ [illegible] [illegible] শিথিল করা সম্ভব হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক নীতি ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কড়াকড়ি হ্রাস করা সম্ভব হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দ্দেশ [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] নির্দ্দেশের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান [illegible] [illegible] [illegible] বলেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পৃথিবীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যুক্তরাষ্ট্র [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপায় হইবে।

যৌথ প্রতিষ্ঠান

[illegible] এসোসিয়েশন

(ম্যানেজিং এজেন্টস্ [illegible] [illegible] এণ্ড কোং লিঃ)

১৯৪৮ সালের [illegible] [illegible] কোম্পানীর যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর আয় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে (১,৪৫,১১১ টাকা ১,৩৫,১৮০ টাকা)। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] [illegible] করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের [illegible] [illegible] [illegible] ২৯,১৩৪।/১ [illegible] যোগ করিয়া কোম্পানীর হাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৬৩৩৩৫ [illegible]।

কোম্পানীর [illegible] [illegible] হইতে জানা যায় যে কোম্পানীর [illegible] [illegible] পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় বেশী (৩,১৮৪ [illegible]—৩৪৮৪ [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি [illegible] কোম্পানীর আয় [illegible] বৃদ্ধি হয় নাই। কোম্পানীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৭১,৩৩৪ পাউণ্ড [illegible] [illegible] করিয়াছে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রয় করিয়াছে।

—•—

প্রাসঙ্গিক

([illegible] পৃষ্ঠার পরাংশ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

খাদ্যসঙ্কটে বিচিত্র কর্মনীতি

—ভাইলালভাই প্যাটেল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(হরিজন পত্রিকা হইতে)

ম্যালেরিয়া থেকে

বাঁচাতে পারেন

প্রতি বছর [illegible] খরচ, আপনার
শ্রমিকদের 'প্যালুড্রিন' দিয়ে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন।

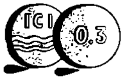

এই ০·৩ গ্রামের নতুন ট্যাবলেট সপ্তাহে মাত্র একবার সেবন করলেই চলে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের টিন মাত্র ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'

ট্রেড মার্ক

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন নিউদিল্লী কানপুর

সংবাদ সঙ্কলন

[illegible]র উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনা

[illegible]

১৯৪৯-৫০ সালে [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible]

উদ্বাস্তু সম্পত্তির [illegible] বিক্রয়

[illegible]

[illegible] ভারত সরকার [illegible] উদ্বাস্তু [illegible] সম্পত্তি [illegible]

[illegible] সম্পত্তি [illegible] উদ্বাস্তু [illegible] সম্পত্তি [illegible]

ভারতীয় চা রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যবস্থা

[illegible]

খাদ্য প্রসারের জন্য চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ

[illegible]

[illegible] খাদ্য [illegible] চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা [illegible]

[illegible] বিভিন্ন প্রদেশের [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible]

পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী

পশ্চিমবঙ্গে যেসব উদ্বাস্তু ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা এখনো বিভিন্ন ও বিবিধ [illegible] পুনর্বসতির [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের [illegible] পুনর্বসতি [illegible] উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের [illegible] বিভিন্ন ও বিবিধ [illegible]

[illegible] এই বোর্ড [illegible] ব্যবসায় ও বাণিজ্যে [illegible] উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের [illegible]

উক্ত পুনর্বসতি [illegible] বোর্ড [illegible] বিভিন্ন ব্যবসায় ও বাণিজ্যে [illegible]

[illegible] বিভিন্ন [illegible]

[illegible] বোর্ড [illegible] উদ্বাস্তু [illegible] বোর্ড [illegible]

[illegible] আবেদনপত্রগুলির মধ্যে ৮৯টি ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা হয় এবং ১৮৭টি ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] বিবেচনার পর আবেদন [illegible] করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] আবেদনকারীদের [illegible] পাইয়াছে।

কোর্ট এখন যে সব মঞ্জুর করিয়াছেন তাহার মোট ১১,০৮,৫১৫ [illegible] দিয়াছেন। এর মধ্যে প্রায় ৩,০০,০৫১ টাকা মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে [illegible] দিয়াছেন। [illegible] মূলধন [illegible] টাকা যে দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া আবেদনকারীদের ব্যবসায় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি [illegible] কোর্ট [illegible] [illegible] জন্য অনুমতি আবেদনকারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি [illegible] বা [illegible] [illegible] হইতে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত [illegible] ব্যবস্থা আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচালিত হইলে [illegible] [illegible] টাকা পর্যন্ত [illegible] ব্যবস্থা আছে। [illegible] হইতে যে অর্থ [illegible] মঞ্জুর করা হয় তাহা ৫ বৎসরে পরিশোধনীয়।

—•—

ত্রিশটি শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি

[illegible] [illegible], পাট শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—এই ত্রিশটি বড় শিল্পের [illegible] [illegible] সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকার ট্যারিফ কমিশনকে [illegible] নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই শিল্পগুলিতে উৎপাদন ব্যয়ের [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয়তা [illegible] [illegible]। ঐ অবস্থায় উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না পারিলে বিদেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

[illegible] কমিটিগুলিতে [illegible] [illegible] [illegible], শ্রমিক ও [illegible] [illegible] প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

—•—

শীতকালীন তৈলবীজের চূড়ান্ত হিসাব

[illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫৮-৫৯ সালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে।

তিল

উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে বর্তমান বৎসরে [illegible] লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়া ... লক্ষ ৩৫ হাজার টন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বৎসর [illegible] [illegible] ছিল [illegible] ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাজার একর ও ০ লক্ষ ৩১ হাজার টন। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৎসরে [illegible] ১১ ভাগ বৃদ্ধি দেখা যায়। [illegible] ও [illegible] [illegible] তিল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সরিষা ও রাই

হিসাবে দেখা যায় বর্তমান বৎসরে ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে সরিষা ও রাই [illegible] হইয়াছে, ৮ লক্ষ ১৬ হাজার টন [illegible] পাওয়া যায়। পূর্ব বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ লক্ষ ১৫ হাজার একর ও ৬ লক্ষ ৭ হাজার টন। পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে [illegible] [illegible] ভাগ বেশী জমিতে সরিষা ও রাই চাষ হয় ও [illegible] [illegible] হইতে বর্তমান বৎসরে উৎপাদন [illegible] [illegible] ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

—•—

বিদেশে মার্কিন মূলধন নিয়োগ

মার্কিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদেশী সরকারগুলিকে এই বলিয়া অনুরোধ জানান যে, আমরা যাহাতে মার্কিন মূলধন নিয়োগের যে সকল বাধাবিপত্তি রহিয়াছে, উহারা যেন তাহা [illegible] অপসারিত করেন।

ইন্দো-আমেরিকান-[illegible] সভায় আলোচনার প্রাক্কালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলেন, যে সকল বিদেশী সরকার মার্কিন [illegible] হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত মানিয়া লইতে হইবে:— ১। মূলধন বিনিয়োগকারীদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] সুবিধা দিতে হইবে। ২। মুনাফা [illegible] যে অর্থ পাওয়া যাইবে উহা [illegible] পরিবর্তিত করিতে দিতে হইবে এবং (৩) [illegible] সম্পত্তি দখল করিলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তিনি বলেন, [illegible] [illegible] বিনিয়োগের ব্যাপারে যে সকল বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে, সেগুলি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমাদের পুঁজিপতিরা [illegible] বিদেশে মূলধন [illegible] [illegible] হন, তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিতে পারি।

—•—

ভারত-অষ্ট্রেলিয়া পণ্য বিনিময়

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ যে, গত বৎসর ভারত ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাণিজ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এস্, সি, [illegible] অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকার ও অষ্ট্রেলিয়া [illegible] [illegible] উভয় দেশের মধ্যে বর্তমান [illegible] পণ্য বিনিময় সম্পর্কে নানাপ্রকার আলোচনা চালাইয়াছে। উভয় দেশের [illegible] প্রয়োজনীয় পণ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উভয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই আলোচনা চালান হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহায্য করিয়াছে।

এই [illegible] আলোচনার ফলে অষ্ট্রেলিয়া ভারতকে নিম্নলিখিত পণ্য সরবরাহ করিবে,— [illegible] ৫০০ টন, [illegible] ৩০০ টন, [illegible] [illegible], [illegible] ৩ হাজার টন, [illegible] ৫ হাজার টন, এবং [illegible] [illegible]। ইহার পরিবর্তে ভারত অষ্ট্রেলিয়াতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবেন, পাটজাত দ্রব্য ১ লক্ষ টন [illegible], [illegible] [illegible] ১০ হাজার টন, [illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible]। উভয় দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারই [illegible] হইয়াছেন এবং তাহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই ব্যবস্থা আরও [illegible] করিবে।

—•—

দুই উপনিবেশের মধ্যে তেল ক্রয়

[illegible] গিয়াছে যে, পাকিস্তান সরকার [illegible] ভারত পাকিস্তান তেল [illegible] [illegible] [illegible] দুই উপনিবেশের মধ্যে তেল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে এক উপনিবেশের [illegible] [illegible] [illegible] উপনিবেশেই [illegible] [illegible] করিবে। [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] উপনিবেশ আমদানি করিবে।

[illegible] [illegible] গিয়াছে যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারই [illegible] [illegible]।

—•—

শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হয়। উপরে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বিক্রয় [illegible] ফেরতের জন্য এম, সি, কে, ই, [illegible] সম্পর্কিত আদেশ জারি করেন। [illegible] বর্তমানের [illegible] ফেরতের জন্য মি, এন, [illegible] এক [illegible] ও [illegible] বাহির [illegible] করেন যাহা [illegible] এই [illegible] ঘোষণা করেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইউনিয়ন [illegible] বিভাগের [illegible] করিতে হইবে।

[illegible]

টাটার কারখানায় শ্রমিকদের বোনাস

টাটা কারখানা ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ এম, এন, এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, এই বৎসর টাটা লৌহ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বাবদ কর্মচারীদের মোট [illegible] টাকার পরিবর্তে ১০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে [illegible] টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন।

—•—

[illegible] মজুতের পরিমাণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ৩০শে [illegible] শেষ [illegible] দিনে [illegible]

ইউনিয়ন সরকার প্রকাশিত [illegible] ১৯৫৭ সালের [illegible] ও [illegible] মজুত [illegible] বস্ত্র [illegible] [illegible] দশ [illegible] পূর্ববর্তী বৎসরে ঐ সময় [illegible] পরিমাণগুলি ছিল যথাক্রমে [illegible] বেল, [illegible] বেল ও [illegible] বেল। আলোচ্য সময়ের [illegible] কারখানায় হিসাব [illegible] হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে [illegible] কারখানার হিসাব [illegible] হইয়াছিল। এই [illegible] হইতে [illegible] ভারতে [illegible] উৎপন্ন ও [illegible] পরিমাণ যথাক্রমে [illegible] বেল ও [illegible] বেল। পূর্ব বৎসরে ঐ পরিমাণ ছিল যথাক্রমে [illegible] বেল ও [illegible] বেল।

—•—

মিলে মজুত বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি

মিল মালিকদের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, [illegible] কিছুদিন হইতে [illegible] অবস্থার [illegible] পরিমাণ হ্রাস করার কোন সুরাহা হয় নাই। মুখপাত্র বলেন যে [illegible] কোটি টাকা মূল্যের [illegible] বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং এই [illegible] মিলগুলি [illegible] দুই [illegible] উৎপাদনের [illegible] করিয়া দিয়াছে।

মুখপাত্র আরও বলেন, আগামী ১০ই এবং ১১ই [illegible] উৎপাদন [illegible] হইবে। এই বৈঠকে উৎপাদন [illegible] নীতি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। মুখপাত্র [illegible] যে উৎপাদন [illegible] মিলগুলি [illegible] পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।

[illegible] বিল মালিক সমিতি এবং বিক্রি [illegible] যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার [illegible] না করিলে, বহু মিল [illegible] বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। বিবৃতিতে দাবী করা হইয়াছে যে [illegible] নিয়ন্ত্রণ [illegible] [illegible] করিতে হইবে এবং কোনরূপ [illegible] না করিয়া [illegible] এবং [illegible] পূর্ণ [illegible] স্বাধীনতা দিতে হইবে। বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে [illegible] সরকার [illegible] নিয়ন্ত্রণ [illegible] হইবে।

—•—

নোটসমূহের নূতন নক্সা

দুই, পাঁচ, দশ এবং একশত টাকা মূল্যের নূতন নোটের মুদ্রণ ডিজাইন নির্দিষ্ট হইয়াছে। নূতন এক টাকা নোটের ডিজাইনও স্থির করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ নূতন বৎসরের প্রথম ভাগে এই সকল নূতন ডিজাইনের নোট বাজারে চালু হইবে।

প্রকাশ যে, নূতন [illegible] এক টাকার নোটে [illegible] অশোক স্তম্ভ থাকিবে। [illegible] নোটের বাম দিকে 'সত্যমেব জয়তে' [illegible] থাকিবে। নোটের [illegible] [illegible] নোটটির [illegible] [illegible] থাকিবে। নোটের দ্বিতীয় ভাগে নূতন টাকার (মুদ্রা) ছাপের পরিবর্তে [illegible] থাকিবে। নোটের [illegible] পরিবর্তন করা হইয়াছে।

[illegible] নূতন দুই টাকার নোটে [illegible] পরিবর্তে [illegible] থাকিবে। এবং নোটের মূল্য হিন্দীতে লেখা থাকিবে। [illegible] ভাষায় লিখিত নোটের মূল্যের পরিবর্তে [illegible] একটি [illegible] থাকিবে।

নূতন পাঁচ দশ এবং একশত টাকার নোটে [illegible] থাকিবে। কেবল [illegible] এবং [illegible] পরিবর্তন করা হইয়াছে।

—•—

ইন্দো যুগোশ্লাভ বাণিজ্য চুক্তি

গত নভেম্বরে এখানে দীর্ঘমেয়াদী এক বাণিজ্য চুক্তি [illegible] ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এখন চুক্তি সম্পাদনের সহিত বাণিজ্য প্রতিনিধিদল [illegible] যুগোশ্লাভিয়া [illegible] হইতে [illegible] আমদানি [illegible] ভারতে [illegible] এবং [illegible] দিয়াছিল। আগামী ১লা [illegible] হইতে [illegible] বাণিজ্য [illegible] করিবে বলিয়া [illegible] দিয়াছে।

—•—

ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য [illegible] লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর জমি, বাসগৃহ এবং বলদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও বীজ ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে।

ভারত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা সম্পর্কিত হিসাবটি [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্থিক ভারত

২য় বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৫ই আশ্বিন, ১৩৫৬ : ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ [মূল্য ৵০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আগমনী	৩৬৯	খাদ্যে আত্মনির্ভর ভারত	৩৭৭
ষ্টার্লিং মুদ্রা ও টাকা	৩৭০	শেয়ার বাজার	
টাকা কি আঠার পেনিতে রাখা সম্ভব ?	৩৭৩	বিগত বর্ষের বিবরণী	৩৮১
কাশ্মীরের অর্থনৈতিক কাঠামো	৩৭৪	মুদ্রামূল্য হ্রাসের তাৎপর্য্য	৩৮৩
ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল গতি ...	৩৭৫	অতিপ্রজতা সমস্যা ...	৩৮৪

আগমনী

এক বৎসর পরে আবার শারদীয়া পূজার পুণ্যতিথি সমাগত। ইহা বাঙ্গালীর একান্তই নিজস্ব উৎসব। এই উপলক্ষে বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের সাড়া ও উদ্বেলিত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। প্রাত্যহিকতার দৈন্য ও কুশ্রীতা বিস্মৃত হইয়া বাঙ্গালী মায়ের পূজায় যেন জীবনের চরিতার্থতা খুঁজিয়া পায়। নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সকলেই মাতৃ বন্দনার উপাচার সংগ্রহ করে। প্রবাসী দীর্ঘদিন পর তাহার প্রিয়জনের সহিত মিলিত হয় ও তাহার ক্ষুদ্র বাসগৃহ প্রীতিকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কর্মব্যস্ততার বিরাম নাই। বিপণীগুলি থরে থরে পণ্যসম্ভারে সুসজ্জ, ক্রেতাদের ভিড়ে কলরব মুখর। কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে সার্বজনীন পূজার উদ্যোগ ও চতুর্দিকে আনন্দ উৎসবের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি।

কিন্তু দুঃখদৈন্যের নিষ্পেষণে আজ বাঙ্গালীর মন অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত। নিত্যব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ও দুর্মূল্য। জীবনধারণই যেন একটা বিড়ম্বনা। আর্থিক ও রাজনীতিক অব্যবস্থায় বঙ্গ ও বিহার পতিত। বঙ্গবিভাগে লক্ষ লক্ষ লোক বিতাড়িত ও নিরাশ্রয়—তাহারা না পাইতেছে জীবিকা, না পাইতেছে মাথা গুঁজিবার ঠাঁই। এই উৎসবে তাহারা পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার জন্য অশ্রুসজল ব্যথাতুর। আনন্দের আলোকোজ্জ্বল সময়ও অথচ বেদনাতুরের দৃষ্টি আজ বিষণ্ণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার অভিঘাতে বাঙ্গালীর জীবনসূত্র বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত। সেইগুলি জোড়াতাড়া দিয়া পুনরায় ঐক্য গ্রথিত করিবার প্রয়াস সফল ও সর্বব্যাপী।

কিন্তু নিয়তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহার উপর জয়ী হওয়াই বাঙ্গালীর সাধনা। বাঙ্গালী চিরদিন একদিকে যেমন কুসুমকোমল, অপরদিকে তেমনি বজ্রকঠোর। মুক্তিসমরে এই জাতি যখন নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিল, তখন তাহারা কখনও কোন প্রাপ্তির প্রতিদান চায় নাই, করে নাই কোন লাভ-ক্ষতির সূক্ষ্ম হিসাব। সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার বলে বাঙ্গালী নিজের ভাগ্যের দুর্ভাগ্য সঙ্কটগুলি অতিক্রম করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে ইহা নিঃসন্দেহরূপে সত্য। সর্ববিঘ্ননাশিনী দুর্গা শক্তি ও সাহসের প্রদাত্রী। সেইজন্যই মাতৃপূজায় বাঙ্গালীর আয়োজন ও উৎসাহ সংগ্রহ। বন্দে মাতরম্।

ষ্টার্লিং মুদ্রা ও টাকা

বহু জল্পনাকল্পনা ও অনেক তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া অবশেষে ষ্টার্লিংএর মূল্যহ্রাস করিতেই হইল। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছুকাল যাবৎ নানাস্থানে বিভিন্ন মহলের মতামত প্রকাশ ও পোষণ করা হইতেছিল। মার্শাল সাহায্যে নূতন পরিস্থিতি কি হওয়া উচিত সেই আলোচনাকালে দেখা গেল পারস্পরিক সাহায্যে কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি স্থির করা সম্ভব নহে। কারণ যে সকল দেশ ঋণী তাহারা সকলের নিকট ঋণী আর যাহারা পাওনাদার তাহারা সকলের নিকটই পাওনাদার। বেলজিয়াম ও সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপীয় সমস্ত দেশগুলিই পাওনাদার এবং অপরাপর দেশগুলি প্রত্যেকেই ইহাদের নিকট ঋণী। এই অবস্থায় কোনরূপ Multiple Exchange Practice চালু করা সুবিধা এবং তাহাতেও ডলার প্রাপ্তির কোন সুরাহা হইতে পারে না। অথচ ষ্টার্লিং দেশসমূহের ডলার ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই অবশেষে বহু রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যাপকভাবে জল্পনাকল্পনা শুরু হইল।

অবশেষে বৃটেন এক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইল। বৃটেন তাহার ষ্টার্লিংগোষ্ঠি লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে যে ষ্টার্লিং এলাকার আর্থিক সম্পর্ক চলিতেছিল অটুট নিশ্চিত ও নিরাপদে ছিল বর্তমানে তাহার উপরেও ঘটিয়া এক চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বাজারে মার্কিন দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ডলার দেশগুলির অবদানের উপর তাহা পর্যাপ্ত রহিল না। এ অবস্থায় প্রত্যেক ডলার দেশগুলি পূর্বচুক্তি অস্বীকার করিতে লাগিল। যে বাজার সম্প্রসারণ করার ও স্থির সময় আগে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল উহা এখনে এক প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। আমেরিকার প্রাকৃতিক দ্রব্যের পরিবর্তে কৃত্রিম দ্রব্যের বহুল প্রচলন হইয়াছে। কৃত্রিম দ্রব্য যে ভাবে উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে উত্তরকালে প্রাকৃতিক দ্রব্যের চাহিদা কি দাঁড়াবে তাহাই গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্থানী পাটের চাহিদাও পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। কারণ, পাটজাত অনেকটি দ্রব্যের Substitute বা বিকল্প দ্রব্য উদ্ভাবিত প্রচলন হইয়াছে। সিংহলের চা কিছু সামান্য পরিমাণ ডলার উপার্জন করে। কানাডা এই গোষ্ঠির বাহিরে এবং অষ্ট্রেলিয়াও বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু, এই জটিল সমস্যা বিজড়িত পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের ডলার ঘাটতি অনিবার্য হইয়া পড়িতে যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে মার্শাল সাহায্য লইয়াও তাহা পরিপূরণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। বিশেষতঃ এই বৎসরের বৃটেনের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যান অনুধাবন করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে—১৯৪৯ সালের বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত বৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও আমদানি পরিমাণ তুলনায় আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র ১৯৪৯ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসের আমদানি-রপ্তানির তুলনামূলক হিসাব করিলেই এই অবস্থা লক্ষ্য করা যাইবে। উক্ত দুই মাসে বৃটেন যথাক্রমে ১৫ কোটি ৪ লক্ষ এবং ১৬ কোটি ৯ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিয়াছে, অন্যদিকে ঐ দুই মাসে যথাক্রমে ১৯ কোটি এবং ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিয়াছে। ইহার মধ্যে কানাডা হইতে গম ক্রয় করিবার জন্য মার্শাল সাহায্য বাবদ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বৃটেন পাইয়াছিল তাহাও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে নিয়োজিত হইয়াছে। ফলে এই বৎসর বৃটেনের ডলার ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াই কথা। একা বৃটেন শুধু সমস্যা লইয়াই বিব্রত ও চিন্তান্বিত, তদুপরি ষ্টার্লিং গোষ্ঠিভুক্ত অন্যান্য দেশগুলিও বিপর্যয়ের হাত হইতে উদ্ধার করিবার দায়িত্বও তাহারই স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। ষ্টার্লিং গোষ্ঠির অপরাপর প্রায় সমস্ত দেশগুলিই ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত মুদ্রা তুলিয়া বৃটেনের সাহায্যের উপর ভর করিতেছে। এই অবস্থায় একমাত্র প্রতিকার হইতেছে বৃটেন ও ষ্টার্লিং গোষ্ঠির রপ্তানি বাণিজ্য

বৃটেন দুই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিত। প্রথমতঃ তাহার উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করিয়া। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে বৃটেনের অধিবাসীর অনেক আর্থিক সুযোগ সুবিধার সংকোচন ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। কিন্তু বর্তমান শ্রমিক সরকার সেই মতের বিরোধী। বস্তুতঃ শ্রমিক সরকারের পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান অংশ হইতেছে, পূর্ণ কর্মসংস্থান ও বেকার সংখ্যা হ্রাস। অন্যথা উহাতে দেশের জনশক্তির অপব্যবহার ও অপচয় ঘটাইয়া উৎপাদিকা শক্তির অকল্যাণই সাধিত হয়। এমতাবস্থায় বৃটেনের ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস করা ছাড়া অন্য উপায় বা সহায় ছিল না।

এখন দেখিব, এই মূল্য হ্রাসের ফলাফল বৃটেন ও ষ্টার্লিং গোষ্ঠির অর্থনীতিতে কি ভাবে প্রতিফলিত হইবে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে

আমদানির উচ্চমূল্যে হ্রাস ঘটিবে এবং আমদানি দ্রব্যের প্রতিযোগী হয়: [illegible] মধ্যে বিদেশ বাজার লাভ হইবে। তাহাছাড়া ভারতের ঘাটতিও বহুলাংশে পরিপূরিত হইবে। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত মূল্য হ্রাস না হইলেও যেসব দ্রব্য কেবলমাত্র সরকারী নির্দেশে ক্রমবর্ধমান রপ্তানি হইত তাহা বর্তমানে লাভজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া ঐসব দ্রব্যের রপ্তানি স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ পাইবে। ইহার কারণ হইতেছে, চটের যেসকল দেশে তাহার রপ্তানি যোগান করিবে সে সকল দেশের সমগ্র চাহিদা মিটাইতে চটের সাধ্যাতীত। ফলে অন্যান্য দেশের একই জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী ঐ সকল দেশকে আমদানি করিতে হইবে। টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে চটশিল্পের দ্রব্যমূল্যেও হ্রাস ঘটিবে। কিন্তু বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকিবে বলিয়া—চটের তাহার হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী দর আদায় করিতে পারিবে। ফলে চটশিল্পের দ্রব্যের ডলারমূল্যে হ্রাস ঘটিলেও উহা টাকার মূল্যহ্রাসের অনুরূপ হইবে না। ইহাতে চটের রপ্তানি বাণিজ্য অধিকতর উৎসাহিত হইবে। তাছাড়া রপ্তানিকারকগণও এইভাবে অর্জিত ডলার টাকায় পরিবর্তিত করিবার কালে স্বভাবতই অধিক পরিমাণে টাকা পাইবে। ইহাতে যে শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সরকারের ভর্তুকি আর রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতি সদাসর্বদা সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে না। অতঃপর সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা শুধু নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত হইবার পূর্ণ সুযোগ ঘটিবে।

ভারতের অবস্থা বৃটেনেরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শেষ পর্যায় ইঙ্গ-ভারত ষ্টার্লিং চুক্তি অনুযায়ী বাঁধা পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অথচ আমদানি দ্রব্যের বেশীর ভাগই খাদ্য ও অন্যান্য যোগানদার লইয়া গঠিত। সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি অতি অল্পই আমদানি হইয়াছে। ইহাতেও গত বৎসর ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি ২১৬ কোটি টাকা দাঁড়ায়। (যদিও সরকারী হিসাব অনুযায়ী উহা ৯০ কোটি টাকা; বোম্বাইএর Economic Weeklyর প্রকাশিত হিসাবে তাহা ২১৬ কোটি টাকা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সরকারী তরফ হইতে অদ্যাবধি এ সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই।) এ অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে টাকার মূল্য হ্রাস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ভারত যদি টাকার মূল্য হ্রাস না করিত তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই বৈদেশিক মহলে ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। এই যুক্তি প্রধান ভারতের পক্ষে অনন্য সান্ত্বনার কাজ হইত।

বর্তমানে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতীয় পণ্য অতি সহজেই বিদেশ বাজারে রপ্তানি করা চলিবে। মূল আশার কথা এই যে ভারতীয় পাট শিল্পে আশাতীত উন্নতি ঘটিবে। পাটের যে সকল substitute এতদিন ভারতের পাট শিল্প [illegible] উৎপাদন করিতেছিল তাহা দূরীভূত হইবে।

কিন্তু ভারতের এই আশা পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়—পাকিস্তানী মুদ্রামূল্য হ্রাস না হওয়া—প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। এখন ভাবিবার বিষয় পাকিস্তানের এই বিরোধিতা ভারতের কি পরিমাণ ক্ষতি সাধন করিবে। ভারতের চটকলগুলি পূর্ণোদ্যমে চালু রাখিতে হইলে বৎসরে ৭০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অনুযায়ী ভারত প্রয়োজন অনুসারে ৪০ লক্ষ গাঁইট পর্যন্ত পাট আমদানি করিতে পারে। ভারতেই উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ২৫ লক্ষ গাঁইট দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়াও ভারতবর্ষে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির সাফল্যজনক প্রচেষ্টা চলিতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান পাটের মরসুমে পাকিস্তান লাভবান হইলেও অদূরভবিষ্যতে পাকিস্তান নিদারুণ অসুবিধায় পতিত হইবে। ভারতবর্ষ একাই পাকিস্তানের উৎপন্ন পাটের ৬০ শতাংশ আমদানি করিয়া থাকে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের পাটের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় ভারত তাহার প্রয়োজনীয় পাট স্বদেশেই উৎপাদন করিবে, ফলে পাকিস্তান তাহার পাটের মূল্য কমাইতে বাধ্য হইবে। সে অবস্থায় তাহার বর্তমান মুদ্রামূল্য আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে (ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়) পাকিস্তানী কৃষক সমাজকেই এই মূল্যাবনতির জন্য তাঁহাদের পাটের দর কমাইতে হইবে। সুতরাং পাকিস্তানের পক্ষে মুদ্রামূল্য হ্রাস না করা বুদ্ধিমত্তার কাজ হয় নাই। শীঘ্রই তাহাকে ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে এবং অনিবার্য দুর্বিপাকের মধ্যে পতিত হইতে হইবে।

টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কিনা এই প্রশ্ন স্বভাবতই উত্থিত হইয়াছে। ইহা একান্ত সত্য যে ষ্টার্লিং এলাকা হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের কিছুমাত্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ডলার এলাকার দ্রব্যের দর অবশ্যই চড়িবে। বহির্দেশ হইতে যাহারা আমদানির অধিকাংশই ডলার এলাকা হইতে আসে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মূল্য বৃদ্ধির

আশঙ্কা করা জনসাধারণের পক্ষে আদৌ অহেতুক নয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে কানাডা সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডলার মূল্য হ্রাস করিয়াছে। ইহা ভারতের পক্ষে আশার কথা। কানাডার সঙ্গে এ বিষয়ে আশানুরূপ ব্যবস্থা করা হইলে আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি। উপরন্তু ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৫১ সালের পর ভারত আর বহির্দেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিবে না। অতএব ১৯৫০ সালে এই পরিকল্পনা আংশিক সাফল্য অর্জন করিলেও খাদ্যদ্রব্যের আমদানি অনেক কম হইবে। সুতরাং আশঙ্কা ও চিন্তার কারণ কিছুটা বিদ্যমান থাকিলেও একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। অবশ্য আমেরিকার মেশিনারির মূল্যবৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগ ও অসুবিধা যে বাড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে আমাদের কথা এই যে, ভারত সরকার যাহাতে কালোবাজারের প্রবণতা বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য সর্ব ব্যবস্থা অবলম্বনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

তাঁহারা আত্মঘাতী অর্থনীতির সমুদয় দোষ ও দুর্বলতা আলোচনা করিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সরকারের সর্বতোমুখী প্রয়াস সার্থক হইয়া উঠিলে অদূর ভবিষ্যতে এই আকস্মিক ও অনিবার্য মুদ্রা মূল্যহ্রাস সর্বজন স্বীকৃত ও প্রাথমিক একমাত্র ব্যবস্থা বলিয়া সমর্থিত ও গণ্য হইবে।

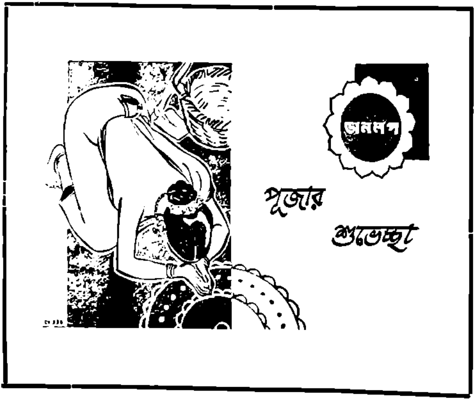

টাকাকে কি ১৮ পেনিতে রাখা সম্ভব ?

শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়, এম, এ

[[illegible]]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Purchasing power parity [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible] পৃষ্ঠায়)

কাশ্মীরের অর্থনৈতিক কাঠামো

[illegible]

[illegible] কাশ্মীরের [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] লোকের স্বাভাবিক আর্থিক জীবনে উল্লেখযোগ্য [illegible] কিছু ছিল না। হিন্দু শাসকদের আমলে ও তাহার পূর্বে [illegible] গৌরবপূর্ণ ব্যাপারেও কোনো উল্লেখযোগ্য [illegible] মৌলিক অগ্রগতি ঘটে নাই। কিন্তু শাল, কাঠ, রেশম, শাল, গালিচা এবং সোনা ও তামানির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি কাশ্মীরের বিখ্যাত শিল্পজাত দ্রব্যাদি অব্যাহত ছিল এবং বিদেশী পর্যটকদের আগমনে প্রচুর অর্থ আসিত। এইগুলিই ছিল কাশ্মীরের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। [illegible] হইতে পারিয়াছিল। ইউরোপে আমেরিকা প্রভৃতি [illegible] মুসলমান [illegible]

[illegible]

[illegible] ১০ কোটি [illegible]

[illegible] পাকিস্তানীরা [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এই অঞ্চলে কাশ্মীরের পর্যটক [illegible] বিশেষ গুরুত্ব [illegible] করিবে। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পর্যটকগণ কাশ্মীরে ১০ কোটি টাকারও অধিক ব্যয় করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে তাঁহারা কাশ্মীরের বিস্ময়কর সৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্য উপস্থিত হইতেন। ১৯৪০-৪১ সালে ৩৪,১৯১ জন পর্যটক আসেন। ইহার মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা ১৬,৫৫২। পরের বৎসর ৩০,৮৯১ জন পর্যটকের মধ্যে ২৮,৫১০ জন ভারতীয় ছিলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] পুনর্বাসন [illegible] হইবে।

[illegible] কাশ্মীর ভারত-বর্ষের উপর নির্ভরশীল এবং উক্ত বাণিজ্যের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা।

গত দুই বৎসর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে দেশের শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছে। পর্যটক আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় ও অধিবাসীদের জন্য [illegible] [illegible] ও তাহাদের উপর [illegible] আইন ও শৃঙ্খলা [illegible] পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছে। কাশ্মীরে বর্তমান [illegible] প্রতিনিধি [illegible]। পাঠানকোট-জম্মু রাস্তা নির্মাণ এবং দিল্লী, জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে বিমানযোগাযোগের ব্যবস্থা [illegible]

(শেষাংশ ৩৮০ পৃষ্ঠায়)

ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল গতি

শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য

প্রাক-সমর অবস্থা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দেশবিভাগের প্রতিক্রিয়া

[illegible]

সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ

[illegible]

	আমদানি		রপ্তানি	
	(কোটি টাকার হিসাবে)			
	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯
এপ্রিল	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মে	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জুন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জুলাই	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আগষ্ট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সেপ্টেম্বর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অক্টোবর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নভেম্বর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ডিসেম্বর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জানুয়ারী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ফেব্রুয়ারী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মার্চ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
এপ্রিল, ১৯৪৯		[illegible]		[illegible]
মে, ১৯৪৯		[illegible]		[illegible]

[illegible]

[illegible]

বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণে হ্রাস

[illegible]

[illegible]

রপ্তানি হ্রাসের কারণ

[illegible]

বৈদেশিক মুদ্রার নূতন বাজেট

[illegible]

কাশ্মীরের অর্থ নৈতিক কাঠামো

[illegible]

দি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

[illegible]

[illegible]

হেড অফিস—মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোম্বাই

[illegible]

ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশের সর্বত্র ব্রাঞ্চ ও পে-অফিস আছে।

খাদ্যে আত্মনির্ভর ভারত

শ্রীচিত্ত চৌধুরী

১৯৫১ সালের দ্বিতীয় পর্ব আমদানি বাণিজ্য হইতে খাদ্যশস্য বাদ দেওয়া [illegible] বিরাট ঘাটতি থাকিলেও ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন একমাত্র গম ও তৈল-বীজ ব্যতীত অন্য খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানি করা হইবে না—এই দৃঢ় ও সাহসী সংকল্প গ্রহণ করিয়া ভারতকে খাদ্যে বিদেশ-মুখাপেক্ষিতা পরিহার করিবার বিপুল আয়োজন ও আয়াসের কর্মতৎপরতা দেখা শুরু হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন : "বর্তমান ভারতের যাবতীয় অর্থনৈতিক সংকট ভারতের খাদ্যসমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে।" এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশ সময় দিয়া [illegible] উদর পূরণের চেষ্টা করিয়া আর [illegible] করিতেছে। ইহার প্রধান কথা যে, কোন দেশেরই জনসাধারণের পরিশ্রম যাহার অর্থ বাহির, অর্থ-বৈদেশিক প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, একই সময়ে অধিক ও বিভিন্ন খাদ্যে দেশের চাহিদা পরিপূর্ণতার ও অভাব। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের ও অভাব দেশবাসের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া দিয়াছে, তেমনি ভারত অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া বিদেশের খাদ্যে অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সময়ে ও মোটা একদা আমদানি হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু উহাতেই যদি পূর্বতন মূল্যমানে মূল্যবৃদ্ধি করিয়া অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কল্প অর্থ সময়ের মধ্যে যে সম্ভব তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। খাদ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরতা অবলম্বনের বিরুদ্ধে স্বাধীন সরকার কঠোর আয়োজন করিয়া সকল ভারতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত ও কালোপযোগী সংশোধনের পথই গ্রহণ করিয়াছে। দেশের খাদ্য সংস্থান না থাকিলে বিশেষতঃ ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশকে বাধ্য হইয়া বিদেশের খাদ্য হইতে হইবে যাহা ভারতের আজিকার আর্থিক দুর্গতিরও একটা দিক নয়।

সরকারী হিসাবে অনুযায়ী ভারতের মোট খাদ্য ঘাটতি অন্ততঃ ১০ ভাগ হইতে ১২ ভাগ পর্যন্ত অনুমিত হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে গিয়া বছর বছর ১০০ কোটি টাকার মত ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশ হইতে ২৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করা হয়। চলিত বৎসরে আমদানির পরিমাণ ৩০ লক্ষ টন ধার্য করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহা খাদ্য পরিস্থিতির অতিশয় অবনতি সূচিত করিতেছে। ১৯৩৯-৪০ সাল ও ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় ইউনিয়নে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের উৎপাদন হ্রাস অনুপাত দিয়া চলিয়াছে। এই উভয় বৎসরে বিদেশ হইতে ২০ হইতে ২২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইয়াছে। অনুসিদ্ধ চিত্রটি উৎপাদিত পরিমাণ ১৯৩৯ সালের তালিকা অনুসারে প্রদান, জনপ্রতি খাদ্য গ্রহণের পরিমাণও ১৯৪৯-৫০ সাল অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ

	১৯৩৯-৪০	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
শস্য উৎপাদন (হাজার টনের হিসাবে)	৪৬,০৩৫	৪৪,৫৭৩	৪৫,০৩৩
খাদ্য-আমদানি (লক্ষ টনের হিসাবে)	২২,২১		
মোট জনসংখ্যা (১০ লক্ষের হিসাবে)	৩১৬.০	৩৩৮.৫	৩৪৩.০
খাদ্য গ্রহণ (জনপ্রতি দৈনিক আউন্সের হিসাবে)	৯৮		

ইহাও সম্পূর্ণ চিত্র নহে। কেননা ১৯৪৭-৪৮ সালে কোন কোন স্থানে ১২ আউন্স রেশন অর্থাৎ ৮ আউন্স পর্যন্ত করা হইয়াছে। অনুপাতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে, জনসাধারণ একটি বিরাট অংশের খাদ্যে অন্ততঃ ১২০ পাইতেছে বেশী খাদ্য জুটে নাই। অথচ পুষ্টি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে একজন পূর্ণবয়স্কের দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন হইতেছে ১৪ আউন্স। Human Nutrition and diet গ্রন্থে ডাঃ আয়েংগার যে পরিমাণ ১৪ আউন্স বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ভারতের নীতি-নির্ধারণ কমিটি মোটের ১৬ আউন্স পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে পুষ্টি সম্বন্ধে ভারতের অধিবাসী প্রত্যেক ডাঃ উকিল এই প্রসঙ্গে যে মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্য কম হয়—কেননাই এই কথা বলিতে পারিতেছে। কিন্তু খাদ্যে যত প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব তাহা অপেক্ষাও অধিক। তাঁহার হিসাব মতে তৈল এবং অন্যান্য যে জাতীয় খাদ্যগুলি, ফল, তরকারী, দুধ, মাংস, মৎস্য এবং ডিমের অভাব শতকরা ১৮০ হইতে ৬০০ ভাগ। জাতীয় হিসাবে পরিমাণ করিলে ভারতের জনপ্রতি খাদ্য এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি কম। এই দুই বিভিন্ন প্রয়োজনের বিরাট উৎপাদন না করিয়া খাদ্য আমদানি বন্ধ করিবার যে সংকল্প সরকার অনু-মোদন ও অনুসরণ করিয়াছেন তাহাই পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়া দিবে। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানির জন্য প্রতিবছর বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইলে দেশ কতিপয় বিপন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হইবে। আমাদের দেশের বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতি তাহার প্রমাণ। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের যে সমস্যা একটি হইয়াছে, ইহা মূলতঃ খাদ্য আমদানিই প্রতি-ক্রিয়া মাত্র। অন্যদিকে যদি অন্ন বস্ত্র হইয়া থাকে ব্যবস্থিত হইয়াছে খাদ্যের শস্য উঠিবে। যে দেশ খাদ্যে সম্ভবে সম্পূর্ণ সে দেশের জনগণের অভাবনীয় সংকটের কীর্তন সেই পরিণতি হয়।

ভারতকে খাদ্যে দিক দিয়া আত্মনির্ভরশীল করিতে গোলাপ প্রভৃতি 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান ব্যাপারে এই পরিকল্পনা নয়। ১৯৪৩-৪৪ এই তিন বৎসরে ভারত সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান সম্প্রসারিত করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতি কল্পে ৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে। সেই অভিযানের ইতিহাস আলোচনা করিয়া লাভ নাই। একদিকে খাদ্যের ঘাটতি বাড়িয়া অন্যদিকে খাদ্য সমস্যা জনসাধারণের দুঃখ ও দুর্ভোগ সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা ইহা অভাব সকল দিক হইতে ব্যর্থ হইয়াছে। ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ পত্রিকার ইতিহাস পত্র ইণ্ডিয়া (৩০ জুলাই, ১৯৫০) এই কথা উল্লেখ করিয়াছে। ইহাই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। ঠিক পরিমাণ বলা হইয়াছে, "খাদ্যের উৎপাদন যত বৃদ্ধি না হউক তত লোক সংখ্যা দ্রুত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইতেছে।" অন্যদিকে জমাজমির উন্নতি ঘটাইয়া উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চেষ্টা করিলে অর্থ যে সব পরিকল্পনা খাদ্য আমদানি হইতে না বন্ধ করিয়াছে খাদ্য হইতে তাহা সর্ব-প্রধান আত্মনির্ভর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে। খাদ্যে প্রত্যক্ষ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত মূল লক্ষ্য হইতেছে, পতিত জমিকে উদ্ধার সাধন, নলকূপ খনন ও রাসায়নিক সার প্রভৃতির সাহায্যে। ইহা ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ দিক। ইহাই ভারতের খাদ্য সমস্যা ও খাদ্য স্বাবলম্বন।

জাতীয় সরকারের খাদ্যনীতি প্রকাশের ইতিহাস স্মরণ নহে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার খাদ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার এবং প্রত্যাহারের নীতি গ্রহণ করেন। খাদ্যের ব্যবসায়িক পরিধির উন্মুক্ত হইলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে এবং তাহা হয়

[illegible] বিশেষ [illegible] ইহার [illegible] ১৯৪৬ সালের [illegible] ১৯৪৮ [illegible] ১৯৩৯ সালের [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] ১৯৪৮ সালের [illegible] যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ [illegible] উড়িষ্যা [illegible] বাঙ্গালী [illegible]

[illegible] হইয়াছে [illegible] সরকারের [illegible] পরিমাণ [illegible] সরকারী [illegible] কৃষি [illegible] ভূমিহীন [illegible] অবাঞ্ছনীয় [illegible] পরিমাণ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ [illegible]

খাদ্যশস্য সংগ্রহ

প্রদেশের নাম	মোট উৎপাদিত শস্যের শতকরা পরিমাণ
মাদ্রাজ	২০.৮
আসাম	১৪.০
পশ্চিমবঙ্গ	১১.৩
মধ্যপ্রদেশ	৮.১
বোম্বাই	৬.৪
উড়িষ্যা	৬.৩
যুক্তপ্রদেশ	৫.৮
বিহার	৫.৮

[illegible] সরকার এই [illegible] পশ্চিমবঙ্গ [illegible] উচিত [illegible] হইবে।

[illegible] আসাম, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং বিহারপ্রদেশের [illegible] হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইয়াছে। [illegible] সরকারের [illegible] হইবে। [illegible] হইয়াছে। সরকারের এই কার্যে ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৩০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] সরকার যদি আরো ৮ লক্ষ একর জমি চাষ-আবাদ করিতে সমর্থ হন, তবে অতিরিক্ত ৩.১ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে। মোট খাদ্যশস্য ৩০ লক্ষ টন [illegible] ৮ লক্ষ টন মাত্র। আর ভারতীয় ইউনিয়নে কর্ষণযোগ্য ৮০০ লক্ষ একর পতিত জমি রহিয়াছে। [illegible] এই পতিত জমির [illegible] চাষ-আবাদ করিতে পারিলে বর্তমান খাদ্য ঘাটতি যে অচিরেই নিবৃত্তি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকারের কৃষি উৎপাদনের [illegible] সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে [illegible]

প্রধান ও বিশেষ কারণ হইল,—জলসেচের ব্যবস্থার [illegible] পুরাতন ধরণের লাঙ্গল ব্যবহার করা, পরিপুষ্ট সার প্রয়োগ না করা, বন্যাদি প্রতিরোধ করিতে না পারা [illegible] উৎপাদন [illegible] সরকারী [illegible] উৎপাদন [illegible] হইয়াছে। [illegible] সরকারী [illegible] কৃষি [illegible] সম্পর্কে [illegible] বিভাগ [illegible] উৎপাদন [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible] হইতেছে, (১) অধিক উৎপাদনশীল শস্য বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা (২) [illegible] জমি আবাদযোগ্য করিয়া তোলা (৩) কৃষির [illegible] পদ্ধতি প্রচলন।

কেবল কৃষি [illegible] কৃষি [illegible] হইতে [illegible] কৃষি [illegible] উৎপাদন [illegible] কৃষি [illegible] বর্তমান কৃষি [illegible] এই [illegible] কৃষি [illegible] পরিকল্পিত [illegible]

(শেষাংশ ৩৮৩ পৃষ্ঠায়)

সর্বপ্রকার বীমার জন্য---
※ জীবন
※ অগ্নি
※ সামুদ্রিক
※ দুর্ঘটনা
※ মটরগাড়ী প্রভৃতি
হাওড়া ইনসিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
৩০নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১
ফোন : ব্যাঙ্ক ৬৫১১

প্রত্যেকদিন ভারী জিনিষ
বয়ে নিয়ে যায়
গুডইয়ার
সাইকেল টায়ার

অল্ ওয়েদার এবং তাকত্
সাইকেল টায়ারের দাম কম আর
বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশী নিরাপদ

যখনই কিনবেন, দেখবেন যেন

GOODYEAR

সাইকেল টায়ার এবং টিউব পান

টাকাকে কি ১৮ পেনিতে রাখা সম্ভব ?

(পূর্বপ্রকাশিত [illegible] পৃষ্ঠার পর)

[illegible]

[illegible] এই আশ্বাস [illegible] টাকার বিনিময় হার কমিয়া [illegible]

[illegible] লাইসেন্স, কোটা প্রভৃতি কর্তৃত্ব প্রতিরোধবিহীন [illegible]

[illegible] উক্ত ১৮ পেনি হারে [illegible]

[illegible] বর্তমান লেখকের বিবেচনায় টাকার মূল্যহ্রাসের পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতি [illegible]

[illegible] ইহা [illegible] পারিবে।

নিরাপত্তায় "সেন্টিনেল"

জীবন
অগ্নি
মোটর
মেরীন
এবং অন্যান্য যাবতীয়
বীমা কার্য্যে

সেন্টিনেল
এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ
[illegible]

শেয়ার বাজার

বিগত বর্ষের বিশ্লেষণী

তিন বৎসর পূর্বে শেয়ার বাজারে যে নিরবচ্ছিন্ন [illegible] মূল্য [illegible] হইয়াছিল, বিগত বর্ষের শেষভাগে তাহার অবসান ঘটিয়াছে ইহা অনেক ঋণবিনিয়োগকারীর পক্ষে [illegible] শুভ সংবাদ। আশা করা যায় যে মন্দা যুগ সমাপ্ত হইয়াছে ও বাজার ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। জুলাই-আগষ্টের [illegible] [illegible] [illegible] ও দীর্ঘকালব্যাপী একটা দুঃসময় কাটিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও নিশ্চিন্ততার ভাব বিরাজ করিতেছে এবং বাজার উন্নত মূল্যস্তরে স্থিতিশীল হইবে।

পূর্বের বৎসর ও অবসানের প্রাক্কালে যেরূপ [illegible] আমাদের আলোচ্য বৎসরের আরম্ভ হয়। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সরকারী শিল্পনীতির বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ, মূল্যস্তরের অবাধ উন্নতি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], শ্রমিক অসন্তোষ, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শেয়ার বাজার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে [illegible] ও [illegible] [illegible] বাজারে [illegible] পথে [illegible] [illegible] যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] আইন প্রণয়ন করেন তাহাতে বাজার [illegible] হয়। পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া যায়। [illegible] [illegible] আইনে [illegible] [illegible] কিছু কিছু বিধান পরিবর্তিত করেন। কিন্তু বাজারের বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে [illegible] ও [illegible] মাসে বাজারে [illegible] উন্নতি দেখা যায়। পূর্ব বৎসরের তুলনায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু পরিমাণ [illegible] [illegible] হয়। [illegible] মাসে [illegible] বৃদ্ধি [illegible] [illegible] বাজারে [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য পরিবর্তিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু যে [illegible] [illegible] দেখা দেয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] একটি নূতন সমস্যা [illegible] করে। [illegible] কোম্পানীর [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] বাজারে বিশেষ কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু এই [illegible] শেষভাগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০০ [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] বাজারে আকস্মিক মূল্যপাতের ফলে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দেয় এবং [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

ইহার পরের তিন মাস বাজারে একটানা নিম্নগতি [illegible]। কলিকাতার [illegible] ও বোম্বাইয়ের [illegible] [illegible] দেখা দেয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। বাজারে [illegible] [illegible] "[illegible]" মূল্যের [illegible] [illegible] যায়। এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখা দিয়াছে। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

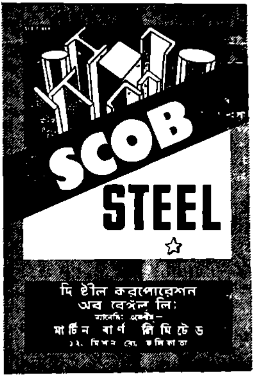

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লি:
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এবং [illegible] করিয়া দেয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে [illegible] পরিলক্ষিত হয়।

•   •   •

[illegible]

[illegible] করিয়াছে। [illegible] হয়।

•

[illegible]

[illegible]

[illegible]

•

[illegible]

[illegible]

বিগত বর্ষে শেয়ার মূল্যের গতি

কলিকাতা ও বোম্বাই

শেয়ার			[illegible]	[illegible]		
[illegible]						
বেঙ্গল কোল				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইন্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ষ্টীল কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জি, আই, পি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সিমেন্ট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মার্টিন বার্ণ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বোম্বাই ডাইং	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাটা ডেফার্ড	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
টাটা অর্ডিনারী	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

* নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য। [illegible] নীচে লেনদেন হয়।

মুদ্রার মূল্যহ্রাসের তাৎপর্য

শ্রী পি. এ. সেনন, মুখ্যসম্পাদক "ইন্ডিয়ান ফিন্যান্স"

[illegible]

মূল্যহ্রাসের কারণ সম্পর্কে [illegible] বলা যায় যে, [illegible] এবং ইংলিশ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইংলিশ [illegible]

[illegible] এখন আশা [illegible] যে, [illegible] মূল্যহ্রাসের [illegible] হইয়া যাইবে।

[illegible]

এই পুস্তিকাখানি চেয়ে পাঠান।

টাকার [illegible] হ্রাস করিয়া আমদানি [illegible] কম হইবে কিন্তু [illegible]। তিনি [illegible] ভারত থেকে [illegible] দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। অতএব, তিনি [illegible] বিভিন্ন ব্যবসায় কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। আমদানির প্রভাবে ও রপ্তানির [illegible] ফলে [illegible] পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে। তিনি [illegible] ভারতীয় [illegible] ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান [illegible] করিতে পারিবেন।

[illegible] ১০,০০০ টন [illegible] উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭০,০০০ টন উৎপন্ন হইতেছে। [illegible] হইবে [illegible] স্বাবলম্বী হইতে পারে, তবে [illegible] দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে [illegible] হইবে।

[illegible] আমদানির মূল্য [illegible] হইবে এবং [illegible] হইবে অথবা আমদানির [illegible], উৎপাদনবৃদ্ধি ও রপ্তানি-প্রসার করিয়া পূরণ করিতে হইবে। পরিবর্তিত অবস্থায় [illegible] পূর্বে অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যাপারে [illegible] দেখা যাইবে। [illegible] আমদানির ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে, যেমন ১০০ [illegible] মূল্যের দ্রব্যের জন্য [illegible] টাকার স্থলে [illegible] টাকা প্রদান করিতে হইবে। [illegible] কম [illegible] না, কিন্তু [illegible] ইংলণ্ডের বা অন্য দেশের [illegible] হইতে পারে।

[illegible] হইতে [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] বৃদ্ধি না পায়। [illegible] কৃষি ও [illegible] হইবে না।

আমদানি ও [illegible] উৎপাদনবৃদ্ধিই [illegible] মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত না হইলে [illegible] হইবে না। অর্থনীতির [illegible] সকলেই [illegible] করা কর্তব্য।

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর [illegible] প্রবন্ধ [illegible]।

খাদ্যে আত্মনির্ভর ভারত

([illegible] ৩৫৮ পৃষ্ঠার)

[illegible] উপযুক্ত [illegible] সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু [illegible] প্রত্যেক [illegible] সকলেই [illegible] হইবে না। [illegible] কৃষি, [illegible] ও [illegible] আমাদের জাতীয় [illegible] নাই।

[illegible] ২৯ [illegible] হয় না [illegible] হয়। [illegible] হয় না। [illegible] কৃষক [illegible] করিতে [illegible] মধ্যে [illegible] উৎপন্ন করা [illegible] ১০০ হইতে ১০০ পাউণ্ড। [illegible] প্রতি ২,০০০ পাউণ্ড। [illegible] এবং [illegible] একই [illegible] ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, [illegible] কৃষি [illegible] দেশের [illegible] নহে। [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] জমিতে [illegible] উৎপন্ন হইলে [illegible] পারে। [illegible] ফসল [illegible] প্রতি [illegible] পারে। [illegible] একটি [illegible] চাষ [illegible] পারে। [illegible] প্রতি [illegible] নূতন [illegible] পারিবে। [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] শক্তি নাই। [illegible] পারে। [illegible] বৈজ্ঞানিক উপায়ে [illegible] করিয়া দিতে পারিলে [illegible] পারে। [illegible] কৃষি [illegible] থাকিবে। [illegible] ১৯৫১ সালে [illegible] ভারতে এখনও [illegible] আছে।

"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া"
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই মূর্ত্ত আনন্দের প্রতীক হ'ল "ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের" একখানি বীমাপত্র

আজ থেকে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে
সেই মহাপ্রাণ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কে, সি, আই, ই, কে, সি, ভি, ও
এই কোম্পানী আপনাদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।
আজও আমরা আপনাদের সেবায় নিযুক্ত।

শাখা অফিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আছে।

প্রস্পেক্টাস কিম্বা এজেন্সীর জন্য আজই লিখুন:—
ম্যানেজার, ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ
মারকেন্টাইল বিল্ডিংস, ৯, লাল বাজার
কলিকাতা।

অতিপ্রজতা সমস্যা

[illegible]

মালথুসের অভিমত

[illegible] Malthus [illegible]

[illegible]

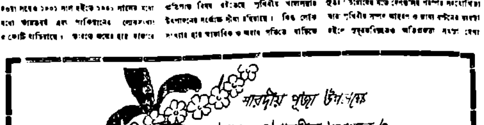

শারদীয় পূজা উপলক্ষে
আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও
প্রীতি-অভিবাদন
গ্রহণ করুন

দি নিউ ইণ্ডিয়া
এস্যুরেন্স কোং লিঃ

প্রধান কার্যালয় : বোম্বাই
কলিকাতা কার্যালয় :
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড।

[illegible]

sends mouths but He sends food—এই যুক্তি [illegible]

[illegible]

২ জনসংখ্যা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজার ছুটি উপলক্ষে 'আর্থিক ভারত'-এর প্রকাশ দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা 'আর্থিক ভারত' ২৭এ আশ্বিন, '৫১ (১৩ই অক্টোবর, '৪৪) তারিখে প্রকাশিত হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ
'আর্থিক ভারত'

[illegible] বৃদ্ধি আজ প্রয়োজন।

[illegible] নীতি

[illegible]

[illegible] সেই কর্মপ্রয়াস সর্বাগ্রে অধিক প্রয়োজন।

—সি. আর।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২০ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৬; ১২ই অক্টোবর, ১৯৪৯ | [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৩৮৭	১৯৩১ সালের মুদ্রা মূল্য হ্রাস	৩৯৩
প্রাসঙ্গিক		পাউণ্ডের নূতন মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	৩৯৫
দুই মাসের সামুদ্রিক বাণিজ্য, চিনির রেশন, মিলে ডাকাতি	৩৮৯	শেয়ার বাজার	
বিশেষ প্রবন্ধ		মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া	৩৯৭
পাকিস্তানের মুদ্রানীতি	৩৯১	সংবাদ সংকলন	৩৯৮

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর

বহু তর্ক বিতর্ক ও জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাইয়া পাউণ্ড ষ্টার্লিং ও টাকার মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে, কিন্তু টাকার মূল্যহ্রাসের তিন সপ্তাহ পরেও মূল্যহ্রাসের ফলাফল কি হইবে সেই সম্পর্কে বহু সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং সরকারী ঘোষণাতেও ঐ সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। সরকারের মতে অবস্থার চাপে পড়িয়াই তাহারা টাকার মূল্যহ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ ভারতের বহির্বাণিজ্য ষ্টার্লিং এলাকার সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িত আছে বলিয়া ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলির সাথে সাথে তাহারাও টাকার মূল্য হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ফলাফল কি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। কাজেই মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে সেই সম্পর্কে সাধারণ লোকের জ্ঞানের তুলনায় সরকারের জ্ঞানও খুব বেশী নহে বলিলে নিতান্ত ভুল হইবে না। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানের বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের আশু ফলাফল কি হইতে পারে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা কঠিন হইলেও এই কয়দিনে দেশ বিদেশের অবস্থা দেখিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুফল ও কুফল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে এবং এই মূল্য হ্রাস কি উপায়ে সার্থক হইতে পারে সেই সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার মুদ্রা মূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ হইয়া না যায় তাহার জন্য মুদ্রার মূল্য হ্রাসকারী দেশগুলির পক্ষে তাহাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে যেসব গলদ রহিয়াছে তাহা প্রথমেই দূরীভূত করিয়া ফেলা উচিত। কারণ মুদ্রা মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তাহার ফলে উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই বহির্দেশের চাহিদা কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেইজন্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকারের প্রথম হইতে তৎপর হওয়া উচিত তাহা না হইলে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের কোন সার্থকতাই থাকে না। যেমন ফ্রান্স ১৯৪৮ সালে তাহার মুদ্রা ফ্র্যাঙ্কের মূল্য হ্রাস করিয়াছিল কিন্তু সাথে সাথে মূল্যবৃদ্ধি রোধের চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়া বর্ত্তমানে মূল্যবৃদ্ধি জনিত অসুবিধার ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরের কথা অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধের সর্বাপেক্ষা যে দুইটি উপায় আছে তাহার প্রথমটি হইতেছে দেশের বাজেটে উদ্বৃত্ত রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে মুদ্রাস্ফীতি যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য দেশের সম্পদের তুলনায় অত্যধিক অর্থবিনিয়োগ না হয় তাহার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে ব্রিটিশ

যুক্তরাজ্যে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহা উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাজ্যে মার্শাল সাহায্য সত্ত্বেও যখন ডলার ঘাটতি প্রবল হইয়া উঠিল তখন আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বাজেটে খাদ্য প্রভৃতির জন্য সরকারী ব্যয় যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইল এবং আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য বহু ক্ষেত্রেই কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সর্ববিধ স্বচ্ছতা পালনের জন্য সরকার শ্রমিকদের নিকট আবেদন জানাইলেন এবং শ্রমজীবী মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে বর্তমানে কিছু কালের মত স্থগিত করিতে স্বীকৃত হইল। এই প্রকৃতির জন্যই বর্তমানে মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যুক্তরাজ্যই এখন নানাদিকে সর্বাপেক্ষা লাভবান হইতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে সরকারের কোন কার্যকরী পরিকল্পনা নাই যাহাতে উপরিউক্ত মূল্য হ্রাসের কোন প্রকৃষ্ট ফল হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে সরকার টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহারা সরকার [illegible] সম্পূর্ণ অবহিত আছেন কি না সন্দেহ। তাঁহাদের বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই কিন্তু [illegible] বুঝিতে [illegible] হইবে যে সরকারের এই অভিমত [illegible] যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সব আমদানী [illegible] বলিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] সরকার [illegible] যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী [illegible] উপরন্তু প্রভৃতি [illegible] ঐ আমদানী বন্ধ [illegible] ভারতের বাজারে [illegible] মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশীয় [illegible] শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান যন্ত্রপাতির [illegible] বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার প্রয়োজন [illegible] এবং নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য যন্ত্রপাতি [illegible] আমদানী [illegible]। এখন [illegible] যন্ত্রপাতির বেশীর ভাগ যুক্তরাষ্ট্র হইতে [illegible] বর্তমান উচ্চ মূল্য [illegible] অনেক বেশী দরে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইবে। কাজেই ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদিত পণ্যও যে ব্যয়বহুল হইবে তাহা স্বাভাবিক। সেই জন্য শিল্প দ্রব্যের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলেও অন্ততঃ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। ফলে দেখা যাইতেছে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ও নিয়ন্ত্রণ উভয়েরই মূল্য বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সেইক্ষেত্রে শুধু মুদ্রা হ্রাসের ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারে কোন পরিবর্তন হইবে না বলিয়া সরকার কি করিয়া মন্তব্য করেন, তাহা বিস্ময়কর।

অথচ মুদ্রা শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করার সাময়িক প্রভাবের [illegible] মূল্য বাহিরে সরকারের মনোভাব এবং তদনুযায়ী যোজনা কিরূপ প্রয়োজন। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন আমরা ও অন্যান্য দেশের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করা হইবে এবং তাহা অতি শীঘ্র সম্ভব হইবে। কিন্তু তাঁহাদের বিবৃতির বাণী কার্যকরী না হইলে [illegible] সরকারের [illegible] ঘোষণা করেন যে "বাজারের মূল্যহ্রাস [illegible] আশানুরূপ নয়"। [illegible] অন্যান্য [illegible] ও যে [illegible] একমত তাহা বলাই বাহুল্য।

আবার পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে অস্বীকার করায় ভারতের দুই প্রধান শিল্পের (পাট ও বস্ত্র) উৎপাদিত পণ্যের দরও চড়িয়া যাইবে কারণ পাকিস্তান হইতে আমদানিকৃত কাঁচা পাট ও তুলার এবং টাকা ও [illegible] দর শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে পাউণ্ড মূল্যহ্রাসের ফলে ব্রিটেনে উৎপন্ন মালের দর যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন মালের দর অপেক্ষা কম হইবে বলিয়া ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদা ডলার অঞ্চল ও অন্যান্য দেশে বৃদ্ধি পাইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটেনের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ব্রিটেনের উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সেইক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্যের দর যে বর্তমান অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইবে তাহা সহজে অনুমেয়। পূর্বে যুক্তরাজ্যের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কম বলিয়া বেশীর ভাগ দেশই যুক্তরাষ্ট্রে মাল কিনিত কিন্তু টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে ডলারের যে মূল্য বৃদ্ধি হইল তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বর্তমান মাল আমদানী দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, ফলে উভয় দেশেরই পণ্যদ্রব্যের দর ভারতের পক্ষে মহার্ঘ্য হইয়া উঠিল। কাজেই পাকিস্তানে, যুক্তরাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্থাৎ আমাদের অধিকাংশ আমদানীর দর যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে তাহাদের স্বাভাবিক নিয়মে আভ্যন্তরীণ বাজারেও মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী দ্রব্যের দর বৃদ্ধি হইবে কিন্তু দেশী মালের দর বাড়িবে না স্থির থাকিবে ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। যদি দেশী মালের অধিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে হয় তাহা হইলে সরকারকে বাজারের উপর আরও অধিকতর কড়া দৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে তাহা না হইলে মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুযোগ ত নষ্ট হইবেই উপরন্তু ভারতের আর্থিক অবস্থাতে আরও অবনতি দেখা দিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সরকার যদি মুদ্রামূল্য হ্রাসের দ্বারা তাঁহাদের অভীপ্সিত সুফল উপলব্ধি করিতে চাহেন তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহাদের অর্থনৈতিক মনোভাবের পরিবর্তন করিতে হইবে এবং সরকারী দৃঢ় নীতির বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিতে হইবে। সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন সেই সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি।

সর্বপ্রথম তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন-মুদ্রানীতি নির্ধারণ করিবার জন্য পূর্বে যেসব পরিকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কার্যকরী করিতে যত্নবান হওয়া। তাহার পর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে বাজেটে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করিতে হইবে এবং ব্যয়বহুল পরিকল্পনাগুলি যথাসম্ভব স্থগিত রাখিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে ফাটকাবাজী উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের অর্থ সাহায্য করিতে না পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্বোপরি পণ্যদ্রব্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হবে, এই বিষয়ে সরকারের সকলপ্রকার প্রচেষ্টা এই পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া সরকারকে আরও সক্রিয় হইতে হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকার রপ্তানীবৃদ্ধি করার জন্য আরও উদ্যোগী হইতে হইবে। শস্য ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, টেলিফোন, কাঁচা চামড়া পাটজাত দ্রব্যাদি যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রে বেশীভাবে রপ্তানী বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার জন্য সরকারের সর্বপ্রকার উৎসাহ বা সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানীশুল্ক বা আবগারী শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে।

সর্বশেষে ব্রিটিশযুক্তরাজ্য হইতে মূল যন্ত্রপাতি অধিকতরভাবে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা যাহাতে ভারতে অধিকতরভাবে সাহায্য সহ মূলধনবিনিয়োগ করে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও মার্কিন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আরও বেশী ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা না হইলে শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করা দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

প্রাসঙ্গিক

জুন মাসের সামুদ্রিক বাণিজ্য

গত জুন মাসের সমুদ্রপথে ভারতীয় বাণিজ্যিকদের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পুনরায় আমদানি-রপ্তানির বিপুল ঘাটতি লক্ষিত হয়। ঐ মাসে ভারতবর্ষ [illegible] কোটি, ৩৪ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি করে, কিন্তু বাহির হইতে ক্রয় করে ৮০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার দ্রব্যসম্ভার। সুতরাং প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। পূর্ব মাসে ৩৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকার তুলনায় ইহা কম।

আমেরিকা থেকে আলোচ্য মাসে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ক্রয় হয়:—খাদ্যশস্য—১১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা; যন্ত্রপাতি—৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা; লৌহ [illegible]—৩ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা; [illegible]—৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা; তুলা—৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা; [illegible] ও [illegible]—২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা এবং রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র—২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

বৃটেন থেকে ভারতবর্ষ ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে, ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার লৌহ ও ইস্পাত, ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার [illegible], ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার গাড়ী বিদেশ থেকে ক্রয় করে।

আমেরিকা ও বৃটেন উভয় দেশেরই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি হয় ও ঐ দেশ হইতে [illegible] ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হয়। যুক্তরাজ্য ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মাল সরবরাহ করে ও ভারতবর্ষের নিকট হইতে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় করে। ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার [illegible] বিক্রয় করিয়া [illegible] আমদানি-বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৬৮ সালের জুন মাসের তুলনায় [illegible] হইতে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অধিক আমদানি হয়। [illegible] তুলনায় [illegible] দ্বিতীয় স্থান। জাপান হইতে ৩ কোটি ১ লক্ষ টাকা, [illegible] হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা [illegible] আমদানি হয়।

পাকিস্তান হইতে মাত্র ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করা হয়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঐ দেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

চিনির রেশন

এক শ্রেণীর লোকের সরকারী নিয়ন্ত্রণে তুলনা [illegible] এক এক পরিবার মাসে এক কোটি [illegible] দুর্লভ [illegible] যে কোনও প্রকার [illegible] করিয়া দাম-বিরোধী শক্তি [illegible] দিতে চান, তিনি [illegible] সরকারী হইতে [illegible] অধিক দাম [illegible]। [illegible] বিহার [illegible] হইতে [illegible] হইতে যদি তিনি [illegible] করিল। [illegible] তিনি [illegible] কিছু [illegible] এবং [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] সরকারী [illegible] বিপুল [illegible] অভাব [illegible] উপায় [illegible] ও [illegible] [illegible] দিতে [illegible]।

[illegible] সরকারী [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] নিয়ন্ত্রিত [illegible] তিনি [illegible] কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] হইতে [illegible] টাকা [illegible] তিনি [illegible] সরকারী [illegible] বিভিন্ন [illegible] হইতে [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] তিনি সরকারী [illegible] দেখা যায়। কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] দিন [illegible]। [illegible] তিনি সরকারী [illegible] দেখা [illegible] অত্যন্ত [illegible]। এই [illegible] বিশেষ [illegible] নাই। [illegible] তিনি [illegible] মাসে ৯ হাজার টন। কিন্তু [illegible] সরকার [illegible] বাজারে [illegible] তিনি [illegible]। [illegible] এখন [illegible] নাই। বর্তমানে [illegible] সরকারের [illegible] মাত্র ১০ হাজার টন তিনি [illegible]।

এই পরিমাণ চিনি সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা [illegible] বর্তমান [illegible] হইতে তিনি [illegible] ব্যবস্থা [illegible] দিয়াছেন। [illegible] ১৮ আনা [illegible] ২ [illegible] তিনি [illegible] হইবে। [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] ভাবে থাকিবে। [illegible] হইলেই [illegible] সহজ হইবে।

নিয়ন্ত্রিত দামে চিনি পাওয়া যাইবে, কিন্তু [illegible] যদি সরকার [illegible] করিতে [illegible]। বর্তমান [illegible] কালোবাজারের [illegible] সহায়তা করিবে [illegible]।

ঘিয়ে ভেজাল

কোনরূপ ব্যবস্থা এখন কি এখনই [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] একটি [illegible] "[illegible]" [illegible] করিয়া [illegible] সামগ্রিক [illegible] 'মুখরোচক' [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কোনো [illegible] 'মুখরোচক' [illegible] তিনি [illegible] সরকার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] করা হইল। [illegible] কিন্তু তিনি [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] তিনি [illegible] নির্দেশ [illegible]। কিন্তু [illegible] 'গব্য-ঘৃত' [illegible] কি হইবে? [illegible] দিতে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] মাসে [illegible] টাকা [illegible] [illegible] হইতে [illegible] এই [illegible] টাকা [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] [illegible] কোনো বিভিন্ন [illegible] [illegible] পুলিশ ও [illegible] সঙ্গে [illegible]— [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিল।

উত্তরে প্রকাশিত সরকারী হিসাবে [illegible] যে [illegible] সরকারী [illegible] এই [illegible] কোনো [illegible] [illegible] দেখা গিয়াছে যে, এখন [illegible] করিয়া [illegible] বিচার করিয়াছে। [illegible] ও [illegible] এই শ্রেণীর [illegible] [illegible] দিতে পারিলে সরকারী [illegible] ও [illegible] বর্তমান [illegible] একটি [illegible] প্রমাণিত হইবে। এক শত টাকা সরকারী [illegible] দিন [illegible] পরিমাণ [illegible] তিনিবিনি [illegible] পারিবে [illegible] অত্যন্ত [illegible]।

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে

নতুন ০·৩ গ্র্যামের ট্যাবলেট

চালু হওয়ায় আগেকার ০·১ গ্র্যানের
ট্যাবলেট বাতিল হোল।

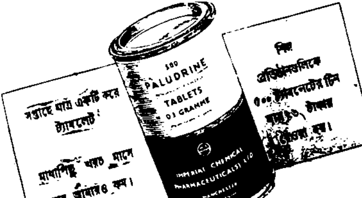
500
PALUDRINE
TABLETS
0.3 GRAMME
IMPERIAL CHEMICAL
(PHARMACEUTICALS) LTD
MANCHESTER

সপ্তাহে মাত্র একটি করে
ট্যাবলেট !

মাথাপিছু খরচ মাসে
চার আনারও কম।

শিল্প
প্রতিষ্ঠানগুলিকে
৫০০ ট্যাবলেটের টিন
মাত্র ১৬, টাকায়
বেচা হয়।

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে

'প্যালুড্রিন' *এর আশ্রয় নিন*

ট্রেড মার্ক

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন নয়াদিল্লী কানপুর

পাকিস্থানী মুদ্রানীতি

পাকিস্থানী টাকার প্রকৃত মূল্য বজায় রাখিবার সিদ্ধান্তের ফলে বিশেষ করিয়া পাক-ভারত বাণিজ্যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে ভারতবর্ষের ও পাকিস্থানের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক লেনদেন সম্ভব নহে এবং উভয় দেশের মধ্যে পণ্য চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে। বিলাতী বাজার পাকিস্থানী টাকার নূতন দরে দাম [illegible] ধরিয়া দেন। এদিকে পাকিস্থানী টাকার বেসরকারী বিনিময়ের ভারতীয় মুদ্রায় ১৪৪ টাকা অধিক হয়। ইহাতে পাকিস্থান ও ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হইতেছে। তবে বিশ্বাস, শীঘ্রই এই সম্পর্কে পাক-ভারত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা আশা করি এই সমস্যার আশু সমাধান কল্পে উভয় রাষ্ট্রই [illegible] অবহিত হইবেন।

ভারতবর্ষের [illegible] প্রত্যাঘাত যে পাকিস্থানের সিদ্ধান্তের মূল প্রেরণা যুগাইয়াছে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিগত বৎসরে ভারতের টাকার দাম কমিয়া গেল, কিন্তু পাকিস্থানী অর্থনীতির ভবিষ্যৎ অনেক ভাবে সুদৃঢ় ও শক্তি বলিয়া পাকিস্থানী টাকার মূল্য ভারতীয় মুদ্রা অপেক্ষা আর কেবল উহা ঘোষণা করিতে পারা যাইবে। [illegible] সঙ্গে পাক ভারত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। সর্বক্ষেত্রে বাজারও পাওয়া গিয়াছে। [illegible] বিশেষ উহাদের সঙ্গে সরকারী ঘোষণার সমর্থন জানান। যাহারা পাকিস্থানের অর্থনীতিতে সহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই পরিবর্তন করিতে আপত্তি করিবেন। ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের একজন সভাপতি সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেন যে, যেকোনো বণিক বিবেচিত পাকিস্থান প্রচার করিয়া দিল যে উহার অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতীয় অর্থনীতি অপেক্ষা সবল। অবশ্য এরূপ বিশ্লেষণে বিতর্কযোগ্য।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য প্রকাশিত ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্থানের হিসাব নিকাশে দেখা যায় যে ঐ তারিখে মোট নোটের পরিমাণ ছিল ১৫২.৯০ কোটি টাকা। সোনা ও জাল সোনার বাবদ মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯.৩৯ কোটি টাকা। উহা নিম্নে অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে এইরূপ ছিল:—

	(কোটি টাকা)
ষ্টার্লিং জমা—	৮৩.৭৪
ভারত সরকারের ঋণপত্র—	৩১.৩৩
ভারতীয় নোট, বিলাতী ব্যাংক ও ইণ্ডিয়া অফিসের কাছে—	২৩.১২

অনুমান পাকিস্থানের বিলাতী ব্যাংক ও ইণ্ডিয়া অফিসে জমা :

ষ্টার্লিং জমার—	৩.৮৮
ভারত সরকারের ঋণপত্র—	১.৪৪
মোট	১৪৩.৫১

সোনা ও জাল সোনার মূল্য বর্তমানে ১০ কোটি টাকার মত দাঁড়াইবে। কিন্তু, ষ্টার্লিং ও ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পাকিস্থানী টাকার অনুপাতে কমিয়া যাওয়ায় বাণিজ্যিক সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাইয়া ১২০.১৫ কোটি টাকা হইবে। অথচ, সম্পূর্ণ নোটের পরিমাণ হিসাবে ৩৩.৬৬ কোটি টাকা। ১৫২ কোটির মুদ্রাপ্রচলনের অধিক সম্পত্তি হইতে এই পরিমাণ টাকা অসংরক্ষিত হইয়া গেল। [illegible] পরিমাণ [illegible] হয়। উহার ৩৬.৯৯ কোটি টাকার বৈদেশিক সম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৩৩.৫৩ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। সুতরাং ষ্টেট ব্যাঙ্কের দুই বিভাগে [illegible] পরিমাণ হইতেছে ৮৯.২১ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তি বা মোট নগদ নোটের তুলনায় ইহা একটি গুরুত্ব কম।

বহির্বাণিজ্যের দিক হইতে সমালোচনা করিলেও পাকিস্থানের নীতি সমর্থনযোগ্য নহে। গত ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত এক বৎসরে ভারত-বহির্ভূত অন্যান্য দেশ হইতে ৮১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার পণ্য পাকিস্থানে আমদানি হয় ও পাকিস্থান হইতে ৮১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানি হয়। সুতরাং ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে আর্থিক পরিমাণ ০.২৬ কোটি টাকা কিন্তু এই হিসাবে সরকারী খাতে মাল আমদানি ধরা হয় নাই। পাকিস্থানের ষ্টেট ব্যাঙ্কের আর্থিক বিবরণীতে উহার বর্তমান কি অধিক হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। তবে যে আলোচ্য বৎসরে ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের সহিত পাকিস্থানের প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ৪১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। পাক-ভারত বাণিজ্যে পাকিস্থানের অনুকূলে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু এই সম্পর্কে বিশেষ তারিখে স্মরণ এই কথা বলেন যে ভারতবর্ষের সহিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেন-দেনের হিসাব এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া কোনও মন্তব্য গঠন করা সমীচীন হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্থানের বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদের কাহিনী আমাদের অনুকূলে নহে।

পাকিস্থানের সিদ্ধান্তের যদি কিছু যৌক্তিকতা থাকে, তাহা হইতেছে ঐ দেশের রপ্তানী মালের প্রয়োজনীয়তা। পাকিস্থানের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু সামগ্রীর মূল্যের অভাব হেতু মূল্য বৌদ্ধিক(?) পূর্বের তুলনায় অনেক দুর্বল হইয়াছে। চাউল, কাপড়, নবিতে তৈল, কয়লা, লৌহদণ্ড ইত্যাদি অধিকাংশ বস্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্লভ ও দুর্মূল্য। ইহার জন্য দেশে সাধারণের আবশ্যক দ্রব্যাদি পাওয়া কষ্ট হইয়াছে ও দীন সরকারি কর্মচারীদের জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। পাকিস্থানের মুদ্রার মূল্যের মূল্য কমান যাবার ফলে বিদেশ হইতে প্রচুর দ্রব্য স্বল্প আমদানি করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যমান নামাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। তবে এদিকের সহিত বাণিজ্য পাকিস্থানের উন্নত হইয়াছে। পাকিস্থান সরকার আশা করেন যে উহার পণ্যের মূল্য বজায় রাখিলে এই অবস্থার জনসাধারণ সুবিধা হইবে। পাকিস্থানের কিছুদিন চিন্তা দূর করিতে হবে। মূল্য হ্রাস করিলে উহার লাভ অন্যায় চলিয়া যাইত এবং পাকিস্থানকে বহু অধিক ভারতীয় চিনি অনুযায়ী খরিদ করিত হইত। বর্তমান নীতির ফলে পাকিস্থান সরকার এই আশাই পোষণ করিতেছেন যে দেশ মুদ্রা পণ্যদ্রব্যের অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং উহাতে প্রতিটি প্রকারের পণ্য সুলভ হইবে। কিন্তু মুদ্রামূল্য অধিক রাখার প্রতিক্রিয়াও আছে। পাকিস্থানের বৈদেশিক বাজারে পাট রপ্তানি ও তাহার রপ্তানি হ্রাস হইলে আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মূল্য পরিস্থিতি আরও জটিল হইবে। পাকিস্থান অবশ্য মনে করে যে তাহার রপ্তানিযোগ্য বস্তুগুলি বহির্বিশ্বের বাজারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও এইগুলির চাহিদা যে কোন মূল্যেই অটুট থাকিবে। কিন্তু এই আশা যে অমূলক, ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে।

পাকিস্থান ইতিমধ্যেই বন্ধ ও বেশী দিনের মধ্যে নূতন এবং দুর্দিন ডেকে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু বর্তমান নীতির ফলে পাকিস্থানী মুদ্রা নীতি অনুসারে অন্যায় মুদ্রা অবশ্য দুর্বলতর হইয়া গেল। অতএব পাকিস্থান প্রকৃত ব্যবস্থা সুবিধাগুলি আর পাইতে পারে না। সম্প্রতি সকলে পাকিস্থানের অধিবাসী মিঃ গোলাম মোহাম্মদ উহাদের প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে উহারা, প্রকাশ্য স্থাপিত কোনও অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। কিন্তু তাঁহারা যাইয়া, বর্তমান দুর্যোগ—এইরূপ দুর্যোগ প্রভৃতি বাহ্যলাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাকিস্থান বর্তমান মুদ্রামূল্য অপরিবর্তিত রাখিয়া ভারতীয় পাট ও এইপ্রকার উপর যে আঘাত হানিয়াছেন, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভারত-সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সহিত ব্যবস্থামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। ভারতীয় বণিকরাই পাকিস্থানের প্রধান উপযোগী।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিরাপত্তায় "সেন্টিনেল"

জীবন
অগ্নি
মোটর
মেরীন
এবং অন্যান্য যাবতীয়
বীমা কার্য্য

সেন্টিনেল
এ্যাসিওরেন্স কোং, লিঃ
হেড অফিস : [illegible]

নর্দার্ন ইণ্ডিয়ার
ডিভিসনাল অফিস
১০৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ প্রবন্ধ

১৯৩১ সালের মুদ্রামূল্য হ্রাস

শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (কোটি টাকার হিসাবে)

বৎসর	এপ্রিল—জুন	জুলাই—সেপ্টেম্বর	অক্টোবর—ডিসেম্বর	জানু—মার্চ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বৎসর	এপ্রিল—জুন	জুলাই—সেপ্টেম্বর	অক্টোবর—ডিসেম্বর	জানুয়ারী—মার্চ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

পাউণ্ডের নূতন মূল্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

একমাত্র উপায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কমনওয়েলথ দেশসমূহের সিদ্ধান্ত

[illegible]

[illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

শেয়ার বাজার

মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া

পাউণ্ড ও টাকার মূল্যহ্রাসের সংবাদে বাজারে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতে [illegible] উন্নতি দেখা যায়। মনে হয়, শেয়ারের [illegible] অগ্রগামী এই সম্পর্কে একটু [illegible] করিতে পারিতেছিলেন ও সোনার মূল্যই [illegible] বাজারে টাকা [illegible] ১০৮১০ হইতে ১২০৲ পৌঁছে। কলিকাতা বাজারের ইণ্ডিয়া আয়রন ও স্টীল [illegible] ২৬৮/০ ও ২৩০ হইতে বাড়িয়া ২৮৮/০ ও ২৬৯/০ দাঁড়ায়। কিন্তু অধিকাংশ [illegible] এই অবস্থা [illegible] ছিল না। বিশেষতঃ একটি মূল্যহ্রাস হইবে কিনা [illegible] পারেন নাই। [illegible] প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডিয়া আয়রন ও স্টীলের [illegible] বাজারে [illegible] হয়। [illegible] বৃদ্ধি [illegible] পাইয়া [illegible] দাঁড়ায়।

[illegible] দর প্রায় ১০০ পয়েন্ট বাড়িয়া [illegible] পৌঁছায়। কিন্তু পাকিস্তানী টাকার মূল্য [illegible] সংবাদে প্রাথমিক উল্লাস স্তিমিত হইয়া যায়। ইণ্ডিয়া আয়রন ও [illegible] নামিয়া যায় এবং হাওড়ার দর [illegible]। মুদ্রামূল্য হ্রাসে ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, পাকিস্তানী নীতি তাহা [illegible] করিয়া সেই সুবিধার প্রায় সবটাই হরণ করিয়া লয় এবং পাট ও চটশিল্প সম্পর্কে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। শেয়ারের ব্যবসায়ীরা [illegible] এবং তাঁহাদের মনে দ্বিধা ও সংশয় থাকার ফলে শেয়ারের মূল্য [illegible] করিতে থাকে। [illegible] কোনো উন্নতির কথা দেখিতে পাওয়া যায় নাই এবং যাহা কিছু [illegible] শেয়ারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য বিভাগে দর পূর্ববৎ [illegible] হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলাফল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা করিতে পারেন নাই, শেষের দিকে বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটি শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়।

•　　•　　•

আমাদের বিবেচনায় ধারণা যে মুদ্রামূল্য হ্রাস শেয়ার বাজারের পক্ষে পরিণামে ভাল হইবে। বেশীর ভাগ শিল্পের [illegible] আর [illegible] বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] হইতে আমদানি [illegible] হইবে না। [illegible] দেশ হইতে আমদানী মালের মূল্য বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় শিল্পের [illegible] বাড়িবে। [illegible] রপ্তানি বাড়াইবার যে সুযোগ পাওয়া গেল, তাহার ফলে বিভিন্ন শিল্প [illegible] হইবে। চা, সিমেন্ট, কাগজ, চামড়া, লোহা, চিনি, [illegible] প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বহির্দেশ হইতে আমদানি কমিয়া যাইবার ফলে, [illegible] বৃদ্ধি পাইবে, তবে, বর্তমানে উহার [illegible] না থাকায় [illegible] বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম রহিয়াছে।

আমদানি-রপ্তানির [illegible] হইলে টাকার [illegible] সমস্যা থাকিবে। বর্তমানে শেয়ার বাজারের [illegible] সোনার [illegible] সম্পর্কে [illegible] যায়। যদি [illegible] তবে [illegible] বৃদ্ধি [illegible]। পাটের [illegible] শেয়ার বাজারের [illegible] হইয়াছে। [illegible] উন্নতি [illegible] হইবে [illegible]।

•　　•

পাকিস্তানী নীতির ফলে প্রধানতঃ পাট [illegible] দেখা দিয়াছে। [illegible] পাকিস্তান হইতে [illegible] করিয়াছে। [illegible] পাকিস্তানের মুদ্রা [illegible] ছিলনা। কিন্তু [illegible] পূর্ববঙ্গের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানী টাকার মূল্য [illegible] ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে [illegible] হইয়াছে। বর্তমানে পাট-চটের [illegible] অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। [illegible] পাট-চটের [illegible] আলোচিত হইবে। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া [illegible] কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের [illegible] নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। [illegible] পাটের [illegible] আরোপিত হইয়াছে। [illegible] পাটের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। [illegible] হইবে। [illegible] পাটের [illegible] এখনও [illegible] বাজারে [illegible] হয়। [illegible] পূর্ণ হইবেই [illegible] কাজ [illegible] রাখিয়াছে। [illegible] পাট [illegible] করিয়া তাহা [illegible] পারিবে। [illegible] হইতে পারে, কিন্তু তাহা [illegible] ব্যাপার। বর্তমানে পাট-চটের [illegible] স্বাভাবিক গতি ফিরিয়া আসাই সর্বাপেক্ষা কাম্য।

•　　•　　•

[illegible] বিনিময় [illegible] মুদ্রামূল্য হ্রাস [illegible] একটি [illegible] হইয়াছে, [illegible] শেয়ার [illegible] পাওয়া [illegible]। [illegible] প্রকাশিত [illegible] সম্পর্কে [illegible] মুদ্রামূল্য হ্রাসের [illegible] বিবেচনা করিতে হইবে। [illegible] সম্পর্কে কোন [illegible] উঠে না। [illegible] ব্যবসায়ীরা এই [illegible] করিতে পারিবেন এবং [illegible] করিবেন না।

এখনও পর্যন্ত [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] কি পরিমাণ টাকা [illegible] হইয়াছে, তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। [illegible] কি [illegible] আছে, তাহা [illegible]। [illegible] ১৫০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা [illegible] হইবে। ইহা [illegible]। [illegible] কিছু [illegible] এবং [illegible] শেয়ার বাজারের [illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট বৃদ্ধি পাইবে

“[illegible] বৃদ্ধি এবং মূল্য [illegible] অর্থনৈতিক সঙ্কট” [illegible] — [illegible] হইবে।”

[illegible]

[illegible] টাকার মূল্য হ্রাস [illegible] পারে।

ঐ পত্রিকায় আরও বলা হইয়াছে যে,—মুদ্রামূল্য হ্রাসের [illegible] মূল্য বৃদ্ধি [illegible] হইবে [illegible] হইবে।

“হিন্দি” পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মুদ্রামূল্য হ্রাস [illegible] হইয়াছে

[illegible] হইবে।

[illegible]

[illegible] হইতে পারে।

(৩৯১ পৃষ্ঠার [illegible])

বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] হইবে না, [illegible] বৃদ্ধি পাইলে [illegible] অর্থনৈতিক সমস্যা [illegible] হইবে না।

মোটকথা, [illegible] মূল্য হ্রাস [illegible] অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি [illegible] এবং [illegible] বাণিজ্যে [illegible] করিতে [illegible] বলিয়া বিশ্বাস।

পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া

বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য

টাইমস্

[illegible] পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে যে, [illegible] মূল্য [illegible] হইবে।”

[illegible] বলা হইয়াছে যে, “[illegible]”

[illegible]

[illegible] পত্রিকা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে যে, “[illegible] হইবে।

[illegible] বলা হইয়াছে যে, “পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের [illegible] বৃদ্ধি [illegible] হইবে।”

“মূল্য হ্রাসের [illegible] বৃদ্ধি।”

ডেইলি হেরাল্ড

[illegible] মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে যে, “পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের ফলে [illegible] হইবে। [illegible]

অন্যান্য দেশ যদি বিনিময় মূল্য হ্রাস করে তাহা ও উহাদের [illegible] করিবেন।

মুদ্রামূল্য এ বার হ্রাস করায় আমাদের রপ্তানি বিশেষ অধিকতর বিপুল প্রসার উৎসাহিত হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উৎপাদন খরচের পূর্ণ সমতার জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

উক্ত পত্রিকা পরিশেষে এই মন্তব্যই উল্লেখ করিয়াছে যে, "উৎপাদন এভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রচেষ্টা সফল না হইলে আমাদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটিবে এবং দেশে বিরাট বেকার সমস্যা দেখা দিবে।"

নিউজ ক্রনিকল

নিউজ ক্রনিকল পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে : মুদ্রা-হ্রাস সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঘোষণা [illegible] করিলেই যেন জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সমস্যা [illegible] দেখা দিবে [illegible] করিয়াছে। শ্রমিকদের মজুরি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে কিন্তু উহা [illegible] উপরে নয়ই যে সমস্যা দেখা দিবে এবং উহার সমাধান হইতে হইবে।

কাঁচা মাল পূর্ব যেমন অন্ততঃ ১০ সেন্ট বৃদ্ধি না পাইলে যে ১ সেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে উহাতে অর্থ-বাজারে কিছুটা অস্থিরতা লাভ করিবে। কিন্তু আমি এই পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি আমাদের কষ্টের কারণ হইবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। যে সমস্ত শিল্প পরিচালনা এবং আমাদের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধানতঃ এই পাউন্ডই জীবন ধারণ করে তাহাদের মজুরী সমান নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাইবে। অতএব নিয়ন্ত্রণযোগ্য দ্রব্যাদির যে মূল্যবৃদ্ধি হইবে না এমন নিশ্চয় করে বলা যায় না। আমেরিকার বাজার ও কানাডার [illegible] মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া পূর্বই সমতা আছে। মোটকথা, এইটি হইল অন্য বিরাট অংশের এলাকা হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবার অধিক আশঙ্কা আছে।

বিলাত মজুরীর স্টেট জীবনযাত্রা ব্যয় সমস্ত ও তাহার অধিক বৃদ্ধি না পাইলেও, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি দাবী যে প্রবল আকারে দেখা দিবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাইলে যে বেতনের হার আর বৃদ্ধি পাইবে কেন তা হইবে না। ইহা সত্য যে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইতে দিলে মুদ্রামূল্য হ্রাসের প্রধান উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু শ্রমিক নেতারা কি তাহা বুঝিবেন এবং দেশের বৃহত্তর [illegible] দাবী করিবেন ?"

মার্কিন সংবাদপত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া

নিউইয়র্ক টাইমস্

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও প্রায় অনুরূপ অবস্থায় ব্রিটেন পাউন্ডের মূল্যমান কম করিয়া দিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, ১৯৩১ সালের অবস্থা যদিও প্রায় বর্তমান অবস্থার অনুরূপ মনে হইতেছে কিন্তু উহাদের যে মোকাবিলা করিয়াছেন তাহা ১৯৩১ সালের মত সব দেশে সম্পূর্ণ নয়। মুদ্রার দর এখন আমাদের প্রায়ই অধীন থাকে, কিন্তু ১৯৩১ সালের পূর্বে অন্যত্র যদি ইংল্যাণ্ড দেখে যে শান্তি বিধান করিয়াছিল তাহার ফলে সর্বনাশ অতিরিক্ত শান্তি লাভ করিয়াছিল এবং মুদ্রাবিনিময়ের একটি নিয়মিত ধরন সৃষ্টি হইয়াছিল।

যদিও এখনও পর্যন্ত ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার মূল্যমানে অপেক্ষিত স্থিতিশীলতা আসিয়া গিয়াছে বহু পরে সময় এখন অন্যান্য উচিত এখন না করিলে যদি স্বয়ংক্রিয় প্রতিযোগিতার বিষয়ে ক্রমশঃ কোন দেশের মুদ্রা মূল্যহ্রাসের প্রয়োজন অনিবার্য হইয়া উঠে। ইহা না করিলে সেই সময় দেখা যে, সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে সেগুলি আয়ত্ত বাহিরে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

অবশ্য সম্প্রতি ১৯৩১ সালের যে অবস্থা ও সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সহিত বর্তমান ঘটনাই সেটুকু মৌলিক সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইলে চলিবে না। সে সময় ব্রিটেন পাউন্ডের মূল্যমান কমিয়া যায় এবং বিদেশের উপর পাওনাদারের অধিকার লক্ষ করিয়াছিল; এখন আবার ব্রিটেন ধার্য করিয়াছে তাহার ফলে "শান্তি হইতে সমস্যা" বিরোধ দেখা দিবে হইবে। তবে একথা যেন কেহ মনে না করেন যে ইহার ফলেই ব্রিটেনের ডলার সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হইয়া যাইবে।

ট্রিবিউন

শিকাগোর ট্রিবিউন পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট খুব অনিচ্ছার সহিতই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বারবারই তাঁহারা স্টার্লিং এলাকার সমস্ত দেশের উপর নির্ভর করিয়া পাউন্ডের মূল্যমান কম হইতে জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটেনের শ্রমিক গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা এবং মার্কিন ঋণ ও সাহায্য সত্ত্বেও ডলার-এলাকায় খুব বেশী পণ্য রপ্তানী করিতে সমর্থ হন নাই।

উহাতে উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হইয়াছে যে [illegible] রপ্তানি বাজারে ডলার এলাকায় বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন না হইলে না, কারণ ব্রিটেন অনেক উৎপাদন যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমন বেশী দ্রব্য রপ্তানি করা সম্ভব নাই। আমেরিকার বাজারে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেই এইরূপ বাজারে বিদেশ হইতে দ্রব্য আসিয়াছিল। অবশ্য এখন মার্কিন বাজারে ব্রিটেনের উপর কোনরূপ চাপ দেওয়া নাই। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অর্থনৈতিকদের মধ্যে উহাই হইল প্রচলিত একমাত্র পন্থা [illegible] একমাত্র উপায়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই কথাই বলা হইত। অবশ্য আমাদের মনে হয় ইহাতে সাময়িক দেশসমূহের কিছুটা সুবিধা হইবে এবং ডলারের জীবন ধারণের মান কিছুটা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

[illegible] ট্রিবিউন পত্রিকায় উক্ত প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মধ্যে যে সমস্ত দেশের প্রচলিত মুদ্রার মূল্যমান কম হইয়াছে সেগুলি বর্তমান পরিস্থিতির অনুকূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এখন ঐ সমস্ত দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস পাইবে। উহা হইতে মুদ্রাগুলির সমতা রক্ষা অনুরূপই নিশ্চয় হইয়া যাইবে। একমাত্র ইহাতে একটি বড় রকমের আন্তর্জাতিক সমস্যার উপর আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে।

ওয়াশিংটন পোষ্ট

ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, সমস্ত দেশেরই যদি এই কথাটি স্মরণ রাখা হয় যে এই মুদ্রা হ্রাসের প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে স্টার্লিং দেশগুলির ক্রয়-বিক্রয়ের অসামঞ্জস্য দূর করিবার প্রচেষ্টা, তাহা হইলেই এখন [illegible] উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অসামঞ্জস্য হইতে উহাদের আয় অধিক হইবে [illegible] বিশেষ কিছু করিবার নাই। বর্তমান মূল্য হ্রাসের যে সম্পূর্ণ সুবিধা লাভ করিতে হয় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে নিজেদের দেশের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি না করিয়া, এমন কি বেশী সম্ভব মজুরী [illegible] হইবে। কারণ এই দাবী পূরণ করিতে হইলে শিলিং-এর মূল্য হ্রাস করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। আর একটা কথা যে, এই মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার ফলে কেবল ডলার-এলাকা হইতে আমদানী পণ্যের মূল্যই বৃদ্ধি পাইবে; অন্যান্য উৎস বা ব্রিটিশ এলাকার অন্তর্ভুক্ত অন্য দেশ হইতে আমদানী দ্রব্যাদির মূল্যের কোন পরিবর্তন হইবে

না। [illegible] পর্যায়ে [illegible] কেন বৃদ্ধি [illegible] অধিক [illegible] কোন [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইতিপূর্বেই যেমন বৃদ্ধির [illegible] কিছু [illegible] এই মূল্য [illegible] উহাদের [illegible] আশা একটি [illegible] [illegible] দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই [illegible] বিচার করিয়া এখন [illegible] হইয়াছে যে, ব্রিটিশ [illegible] যদি [illegible] মূল্য-বৃদ্ধি [illegible] [illegible] পূর্ব [illegible] ইহার মূল [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] এই [illegible] হইয়াছে। [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] — বৃটিশ [illegible]

[illegible]

[illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible]

[illegible] একটি [illegible] দ্বারা [illegible] ব্রিটিশ [illegible] পূর্বে [illegible] এই [illegible] শান্তি [illegible]

এই মূল্য [illegible] কি [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

ব্রিটেন [illegible] এই আকস্মিক মূল্য [illegible] যদি [illegible] পূর্ব [illegible] তাহাতে কোন দিক দিয়া আশা হইতেছে এবং [illegible] বিদেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আশা [illegible] মূল্য বৃদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু ব্রিটিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি [illegible] পরিমাণে [illegible] নষ্ট না করিতে পারে।

আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্রিটিশ [illegible] [illegible] [illegible] "অর্থনৈতিক [illegible]" [illegible] একটি [illegible] কিছুই নহে, ব্রিটিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিব।

বৃটিশ শিল্প-বিশেষজ্ঞদের ভারতে আগমন

[illegible] বৃটিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] [illegible] ভারত, পাকিস্থান, [illegible] [illegible] [illegible] হইবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃটিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] বৃটিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible]।

ভারত-পাকিস্থান [illegible]

পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হইতে এ [illegible] যে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হয় যে, ভারতবর্ষ [illegible] না পাকিস্তানের [illegible] নূতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পাকিস্তান এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে পাকিস্তান ও ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible], পাকিস্তান যদি ভারতকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না পারে, [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে।

পাকিস্তান ও ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(৩৩০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

[illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০০ [illegible] হইতে ১৫০ টাকায় [illegible] যায়। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়। [illegible] [illegible] ৩০ টাকা হ্রাস পায়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষ হইতে [illegible] [illegible] লিমিটেড, [illegible] [illegible] [illegible], কলিকাতা—১, হইতে প্রকাশিত।
যুগ্ম-সম্পাদক :—শ্রী[illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২১ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৬; ১২ই অক্টোবর, ১৯৪৯ | মূল্য ।০

সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় ৩৯৯
প্রাসঙ্গিক ৪০২
পরলোকে কে. সি. দাস, ভারতীয় রাষ্ট্রে সংহতি সাধন, খাদ্য-শস্যের মূল্য হ্রাস, মধ্যবিত্তের দুর্দশা
অর্থলোক ৪০৩
পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সংকট
বিষয়
বিশেষ প্রবন্ধ
বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি—স্যার জন [illegible]
শেয়ার বাজার
কাঁচা লোহের মূল্য হ্রাসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া
পণ্যদ্রব্যের বাজার
খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস
সংবাদ সংকলন ... ৪০৯

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের প্রসার

১৯৪৮-৪৯ সালের ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিভক্ত ভারতের পূর্ণ এক বৎসরের প্রথম খতিয়ান। ইহা পর্যালোচনা করিলে এই দেশের উপর ভারত ব্যবচ্ছেদের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দেশ বিভক্তির পর ভারতবর্ষকে আর কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলে না। বর্তমানে ভারত কৃষিজ পণ্যের মোট আমদানিকারক ও শিল্পজাত মালের মোট রপ্তানিকারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে বাণিজ্যিক লেন-দেনে ভারতবর্ষ অসমর্থ শ্রেণীতে অবনত হইয়াছে ও বৈদেশিক অর্থের সাংবৎসরিক পরিমাণও আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে। এযাবৎ ষ্টার্লিং তহবিল হইতে ব্যয় করিয়া ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে ঋণ লইয়া পাওনা মিটানো হইয়াছে। কিন্তু এই উপায়গুলিতে সাময়িক প্রতিকার হইতে পারে মাত্র। আশা করা যাইতেছে যে, মুদ্রামূল্য হ্রাস ভারতের বাণিজ্যের সহায়ক হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে রপ্তানি বাণিজ্যের মৌলিক ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে না পারিলে কোনও সুদূর-প্রসারী সুফল পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রীযুক্ত গোরওয়ালার সভাপতিত্বে গঠিত বহির্বাণিজ্য প্রসার কমিটির সুপারিশ সমূহ বিশেষ যুক্তিপূর্ণ। বর্তমানে এইগুলি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। আমরা আশা করি সরকার এইগুলি কার্যকরী করিতে অনাবশ্যক বিলম্ব করিবেন না।

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষ স্থল ও সমুদ্রপথে ৬৪৪.৫২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য আমদানি করে। ৪২০.৩১ কোটি টাকার মাল বিদেশে প্রেরিত হয়। অতএব, ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৭.৯৮ কোটি টাকা। পাকিস্তানে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭৭.০১ কোটি টাকা এবং ঐ দেশ হইতে ১০৪.১৭ কোটি টাকার মাল আমদানি হয়। সুতরাং পাক-ভারত বাণিজ্যে প্রতিকূলতার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭.১৬ কোটি টাকা। নিম্নে আমদানি-রপ্তানির মুখ্য বস্তুগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

	(কোটি টাকার হিসাবে)
আমদানি	
খাদ্যশস্য	
যন্ত্রপাতি	
কাঁচা পাট	৭১.২৪
কাঁচা তুলা	৬৮.৬২
তৈল	৩৭.৫৭
ধাতু দ্রব্য	২২.১৮
গাড়ী	৫১.৬৮
রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য	২৮.৭৪
কার্পাস নির্মিত দ্রব্য	১৭.০৭
ছুরি কাঁচি, লৌহ নির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি	১৬.৭৮
রঞ্জন দ্রব্য	১৪.৬৬
কাগজ, পিজবোর্ড ইত্যাদি	১৫.০৮
কৃত্রিম রেশমবস্ত্র	
বৈদ্যুতিক দ্রব্য	
রপ্তানি	
পাটজাত দ্রব্য	
চা	
কার্পাস নির্মিত দ্রব্য	
কাঁচা ও অকেজো পাট	
কাঁচা ও অকেজো তুলা	
তৈল	
খোলির চন্দ	
তামাক	১১.৭৬

বর্তমান বৎসর প্রথম দিকেও বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি অব্যাহত থাকে। বহির্বাণিজ্যের [illegible] অসমতায় সম্মুখ হইয়া ভারত সরকার ৪ঠা মে তারিখে অবাধ আমদানির সাধারণ লাইসেন্স প্রত্যাহার করেন। তাহার পর হইতে আমদানি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং রপ্তানিতেও সামান্য উন্নতি হইয়াছে। ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য ঘাটতির হিসাবে হ্রাস দেখা যাইতেছে :—

মাস	ঘাটতি (কোটি টাকার হিসাবে)
মে, ১৯৪৯	৩৩.১৫
জুন, „	২৮.৮৬
জুলাই „	২৪.৫১
আগষ্ট, „	১৪.৭০

প্রকাশ যে, সেপ্টেম্বর মাসে আরও উন্নতি হইয়াছে, এমন কি বহু দিন পর লাভের উদ্বৃত্তও দেখা যাইতে পারে। ইহা খুবই আশার কথা। মুদ্রামূল্য হ্রাসে বহির্বাণিজ্যে কতগুলি সুবিধা পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু পাকিস্তানী সিদ্ধান্তে কতগুলি অসুবিধারও সৃষ্টি হইয়াছে। সরকারকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বাণিজ্যের গতি লক্ষ্য করিতে হইবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনে তৎপর হইতে হইবে।

বহির্বাণিজ্য। এখন কমিটির রিপোর্ট মুদ্রা সম্পর্কে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে রচিত। তাহাতে রিপোর্টের মূল সুপারিশগুলির কোন ব্যর্থ হয় নাই। কমিটির সুচিন্তিত অভিমত যে, আভ্যন্তরীণ পণ্যমূল্যের উচ্চতাই রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাহিরে পণ্যমূল্যের অসামঞ্জস্যকেই তাহাদের বাণিজ্য ঘাটতির জন্য দায়ী করিয়াছেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিদেশীয় পণ্যমূল্যের সহিত দেশীয় মূল্য যতক্ষণ তুলনা করিলেই ইহার সারবত্তা সুস্পষ্ট হইবে। সুতরাং ইহা স্থির যে, বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে তৎপূর্বে সাধারণভাবে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সরকারের মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী অভিযান জয়যুক্ত হয় নাই। অতএব বর্তমানে দ্রব্যমূল্য শতকরা দশভাগ হ্রাস করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা যাহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হয় সেইজন্য আন্তরিক শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রপ্তানি বাণিজ্যের গতি দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চল হইতে সুলভ মুদ্রা অঞ্চলের দিকে পরিবর্তিত হইতেছে। অবশ্য টাকার ডলার মূল্য হ্রাস করিবার পর এই গতি ব্যাহত হওয়া উচিত। কিন্তু, সেই সঙ্গে ডলার বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিরও প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্য প্রসারের জন্য কমিটির নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য—

সুবিবেচিত কৃষিনীতি নির্ধারণ, কাঁচামাল ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মজুতদারী নিষেধ, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে উদারতা, রপ্তানীকৃত পণ্যের উৎকর্ষতার মান নির্ধারণ, রপ্তানির ক্ষেত্র হইতে অসাধু ব্যবসায়ীদিগের অপসারণ, রপ্তানির উপর বিক্রয়-কর রহিত, আমদানীকৃত দ্রব্য পণ্যে রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় রপ্তানি হইলে আমদানি শুল্ক এবং রপ্তানিজাত মুনাফার একটি অংশের আয়কর প্রত্যর্পণ। কাঁচা মালের সরবরাহ সম্পর্কে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা, জাহাজে মাল প্রেরণ ব্যাপারে সরকারী নীতিঘটিত বিলম্ব দূরীকরণ এবং সঙ্গত হারে জাহাজের মাশুল নির্ধারণ। শিল্পগুলিকে রপ্তানি সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে এবং পণ্যগুলির উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি

রাখিতে হইবে। মুদ্রাকার অর্থাৎ কোন মতেই রপ্তানিকারকে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত করিয়াছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রালাভে অধিক ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন।

কৃষিনীতি সম্পর্কে কমিটির বক্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। খাদ্য-স্বাবলম্বনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে অর্থকরী ফসল চাষ ব্যাহত হইয়াছে। কমিটির মতে, খাদ্যশস্যের জন্য জমির পরিমাণ কমাইয়া দিয়া যে সকল ফসল দ্বারা তুলনায় অধিক লাভবান হয় এবং যেইরূপে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রাও অধিকতর পরিমাণে সংগৃহীত হয়, সেই সকল ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে যখন বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পাওয়া যায় এবং যাহার মূল্যও হ্রাস পাইয়াছে, তখন এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। পাকিস্তানী মুদ্রানীতির জন্য কমিটির এই সুপারিশটির গুরুত্ব আরও বর্ধিত হইয়াছে। আমরা গত সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। ভারতের প্রধান দুইটি শিল্প কাঁচা মালের জন্য পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল। পাক-ভারত বিনিময়-হারের তারতম্য ও পাকিস্তানী মনোবৃত্তির পটভূমিকায় তুলা ও পাটের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা দূর করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং নূতন পরিস্থিতিতে তুলা ও পাটের চাষকেই প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। বাণিজ্য-সচিব অবশ্য বলিয়াছেন যে, খাদ্য-উৎপাদন বিন্দুমাত্র খর্ব না করিয়াও আগামী বৎসরের মধ্যে পাটের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কমিটির মতে, একমাত্র বাড়তি চাষ করাইয়াই ইহা সম্ভবপর। যাহা হউক, সাময়িক অবস্থায় তুলা ও পাটের চাষকে অগ্রাধিকার দিয়া সরকারী কৃষিনীতির পরিবর্তন সাধন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

রপ্তানি বৃদ্ধি ও অধিকাংশ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাপক বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পরস্পরবিরোধী। কমিটির মতে বহির্বাণিজ্যের স্বার্থে বৈষম্যমূলক মালের রপ্তানি সম্পর্কে বিধিনিষেধ বাতিল করিয়া সর্বতোভাবে এই সকল দ্রব্যের রপ্তানির উৎসাহ দিতে হইবে। প্রধান প্রধান রপ্তানি বিনিয়ন্ত্রিত করা বর্তমানে সমীচীন নহে। কমিটি নিয়ন্ত্রণের আওতা হইতে মুক্তি সুপারিশ করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অপেক্ষাকৃত সাধারণ পণ্যই স্থানলাভ করিয়াছে, যথা, বাঁশ নির্মিত সামগ্রী, রং, বার্নিশ, রেশমজাত, ইত্যাদি। অতএব, এই তালিকা কার্যকরী করিতে বিশেষ আপত্তি থাকা উচিত নহে।

পাটের ক্ষেত্রে পাটজাত দ্রব্যের অধিক মজুত নিষিদ্ধ করিবার সুপারিশটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হইয়াছে। ভারতীয় চটকল সমিতিকে উপযুক্ত বাজার মারফৎ সংঘ দ্বারা পাট ক্রয় করিয়া একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন মিলের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে কমিটির পরামর্শও আংশিকভাবে কার্যকরী হইয়াছে।

গত বৎসর ১৩৭·২৩ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হইয়াছিল। উহা মোট রপ্তানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ও ডলার অঞ্চলে রপ্তানির শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ। বর্তমান দরে উৎপাদন হ্রাস পাইবার ফলে অনুরূপ রপ্তানি সম্ভব হইবে না। টাকার মূল্য হ্রাসে উহার বাজারে পাটজাত দ্রব্যের যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল পাকিস্তানী নীতি তাহা বিনষ্ট করিয়াছে। তবে পাক-ভারত বাণিজ্যের অচল অবস্থার অবসান ঘটিলে ও সুলভ মূল্যে কাঁচা পাটের সরবরাহ পাইলে পর দুই শিফ্‌ট কাজ চালাইয়া বর্তমান ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হইতে পারে।

কমিটি অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ এই দুই বৎসরে ৮০ কোটি পাঃ মূল্যের রপ্তানি করা যাইতে পারে। বর্তমানে বাৎসরিক রপ্তানির হার ৫৪ কোটি পাঃ। কিন্তু পাকিস্তান ভারতীয় চা ক্রয় বন্ধ করিলে এই হারে রপ্তানি করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। কমিটি চা রপ্তানি বৃদ্ধি সুপারিশ করিয়াছেন ও তাঁহাদের হিসাবে উদ্বৃত্ত চায়ের পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ পাউণ্ড। চা-এর ক্ষেত্রে কমিটি ভারতের ইন্দোনেশিয়ার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সতর্ক হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। কমিটি চায়ের উপর রপ্তানিশুল্ক প্রত্যাহারের পক্ষপাতী। চায়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং চা-এর রপ্তানি খুব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভারতীয় চা-এর মূল্য যাহাতে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে মনোযোগ রাখিতে হইবে।

দেশ ব্যবচ্ছেদের পর চামড়ার রপ্তানি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, কেননা আভ্যন্তরীণ চাহিদাই সম্পূর্ণভাবে মিটানো যাইতেছে না। কমিটি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন কোন প্রাদেশিক ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রচলিত পশু হত্যা বন্ধ করিবার নীতি। ইহাতে শুধু যে চামড়ার রপ্তানিরই যে ক্ষতি হইবে তাহা নহে, দেশের অর্থনীতির উপরও ইহার কুফল দেখা দিবে।

অস্বাভাবিক মূল্যের জন্য তৈল ও তৈলবীজের রপ্তানি খুব হ্রাস পাইয়াছে। কমিটি চীনাবাদাম ও তিসির মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছেন; মূল্যমাত্রা হ্রাসে উহার এলাকায় তৈল ও তৈলবীজ সুলভ হইবে এবং ইহাদের রপ্তানি বাড়িবে। লাক্ষা ও অভ্রের ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা, তবে অল্প রপ্তানি করিয়া সামান্যই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

'অদৃশ্য রপ্তানি' সম্পর্কে জাহাজী ব্যবসায়, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও বৈদেশিক পর্যটক হইতে আয় বৃদ্ধির যে সুযোগ রহিয়াছে কমিটি সেই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এইগুলির উন্নতি করিয়া জাতীয় আয় বাড়ানো যাইতে পারে। ভারতীয় ব্যবসায়ি-সমাজকে এই সকল খাতে আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

টাকার [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] টাকা বিবিধ [illegible] উপর [illegible] দেশ বিভাগ [illegible] পূর্বেকার [illegible] [illegible] জমা করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তাঁহারা [illegible] টাকার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] মূল্য [illegible] বিভাগের [illegible] বৈদেশিক মুদ্রা জমা [illegible] [illegible], তাঁহারা পুনরায় [illegible] আবার [illegible]। ফলে, [illegible] বাজারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণ ও [illegible] [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায়।

* * *

[illegible] [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা ও [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা। [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা ঘাটতি [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] যে, [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। যে [illegible] [illegible] কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছিল, আশা করা যায় তাহা [illegible] কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

[illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] হ্রাস পাইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আশা করা [illegible] [illegible]।

* * *

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] ঐ স্বর্ণ বিক্রয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বর্ণ [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার [illegible] স্বর্ণ বিক্রয় [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার স্বর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] আর কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি কোন [illegible] [illegible] পরিকল্পনা [illegible] [illegible] তাহা হইলে [illegible] [illegible]।

* * *

[illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ পূর্ববর্তী [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে ([illegible] কোটি —[illegible] কোটি) এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হ্রাস [illegible] হইয়াছে ([illegible] কোটি—[illegible] কোটি)। [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] হইয়াছে ([illegible] কোটি—[illegible] কোটি), এবং [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] হইয়াছে ([illegible] কোটি—[illegible] কোটি)।

বেশি মাইল চলে
একেবারে
নতুন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও
বাস টায়ার

বিশেষ প্রবন্ধ

বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি

লেখক

স্যার জন রাসেল, এফ, আর এস্, বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট—১৯৪৯
UNRRA-র [illegible] প্রাক্তন [illegible], এবং কৃষি ও
[illegible] [illegible] [illegible] লেখক

এই প্রবন্ধে বৃটিশ এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বের খাদ্য সমস্যা [illegible] [illegible] বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে [illegible] বিজ্ঞান [illegible] খাদ্য সমস্যা [illegible] [illegible] [illegible] কৃষি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন।

আজ একথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবীর খাদ্যোৎপাদন শক্তি সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়ার দেশ সমূহে বিশেষ করে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বেশী। [illegible] [illegible] দেখা যায় যে [illegible] [illegible] কম, তাদের মধ্যে সাধারণতঃ [illegible] বেশী। আর ফলে যে যেখানে [illegible] লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কম, তাদের উৎপন্ন হ্রাস পাচ্ছে। তা যাই হোক এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল পৃথিবীর বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি। [illegible] [illegible] [illegible] সমাধান [illegible] [illegible], যাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

এ কথা সত্য যে [illegible] চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে এখনও পৃথিবীতে এমন জায়গা আছে যা চাষ করলে চাষের উপযোগী করে তোলা কঠিন হবে না এবং সেই সঙ্গে বর্তমান [illegible] [illegible] উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পৃথিবীর জন সংখ্যা কত তা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায় নি, তবে অনুমান হয় যে বর্তমান মোট জনসংখ্যা ২০০ কোটি, এবং প্রতি বৎসর তা প্রায় ২ কোটি করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই অনুপাতে হিসাব করলে দেখা যায় জমির পরিমাণ প্রায় ১১০ কোটি একর —অর্থাৎ জন প্রতি প্রায় ০.৫৫ একর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই জমির পরিমাণের মধ্যে এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে [illegible] [illegible] বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি। [illegible] [illegible] [illegible] ৪০০ কোটি বা ৫০০ কোটি একর জমিকে [illegible] [illegible] [illegible]—তা পৃথিবীর সমগ্র ভূভাগের [illegible] [illegible] ভাগ মাত্র।

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীতে জন প্রতি গড়ে ১ একর বা ১১ একর জমিতে চাষ হচ্ছে।

আমদানী সমস্যা

অনুমান করা হয় যে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ লোক খাদ্য উৎপাদন করে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশেই কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। অধিকাংশ লোক তারা যাই যে খাদ্য উৎপাদন করে তার উপর নির্ভর করে। [illegible] সেই [illegible] থেকে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে। সেই জন্য খাদ্য সমস্যা সকলের সমান নয়। যে অঞ্চলে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী বা যেখানে অধিকাংশ লোক [illegible] করে না, সেখানে খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই সকল অঞ্চলে [illegible] [illegible] ভাগ করা যায়——উত্তর পশ্চিম ইউরোপ, [illegible] [illegible] ও ইতালী নয়; ভারতবর্ষ; এবং পূর্ব এশিয়া, জাপান ও চীন নয়। [illegible] [illegible] এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যোৎপাদন [illegible] [illegible] তার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয় নি।

যুদ্ধ পূর্ব কালে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে এবং ইতালীতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং তৈল বীজ আমদানি হত, কিন্তু সে সময় সেখানে [illegible] এবং [illegible] [illegible] প্রয়োজন ছিল। সেই সময় [illegible] ইউরোপের জন্য [illegible] ৩৭ লক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] ১ কোটি ১১ লক্ষ টন [illegible] [illegible] আমদানি হত কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রতি বৎসর ৫৬ লক্ষ টন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন [illegible] আমদানি করিতে বাধ্য হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজন হয়। যে সময় ইউরোপীয় দেশ—[illegible] [illegible], ইতালি এবং [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন [illegible] [illegible]. এখন কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], সেই সঙ্গে [illegible], [illegible] এবং [illegible] [illegible] একই।

[illegible] [illegible] পশ্চিম ইউরোপ পূর্ব ইউরোপের উপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেইজন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] কি আর ইউরোপের এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্ভব?

সমুদ্রের চাষ

খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার [illegible] [illegible] থেকে জানা যায় যে পৃথিবীতে যে পরিমাণ জমিতে খাদ্য উৎপন্ন হত তা ১৯৩৯ সালে যুদ্ধের আগে [illegible] [illegible] কিন্তু ১৯৪৮ সালের মধ্যে তা বৃদ্ধি করে প্রায় যুদ্ধপূর্ব ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ একরের সমান করা হয় কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অনুপাতে বিশেষ উন্নতি হয় না।

এই ভাবে ১৯৩৪—৩৮ সালের পর থেকে পৃথিবীতে খাদ্য [illegible] জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি [illegible] ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ [illegible] [illegible] [illegible] অনুপাতে পৃথিবীতে খাদ্য [illegible] [illegible] পরিমাণ হ্রাস পায় না। এই সময় প্রায় মোট পরিমাণ [illegible] কোটি একর। এই অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায়, ১৯৪৭ সাল থেকে উৎপাদনের হার পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা প্রায় ৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। এর পর যদি [illegible] জমির পরিমাণ আর বৃদ্ধি পায় না, তার প্রধান কারণ হল [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

১৯৪৮ সালে [illegible] ইউনিয়ন [illegible] বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি যে মত প্রকাশ করেন যে সব উৎপন্ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং ১৯৪০ সালের পর খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা না হলে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ [illegible] [illegible] দেখা দেবে। [illegible] [illegible] বৃদ্ধি দিয়ে পৃথিবীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং তিনি [illegible] [illegible] উপায় [illegible] [illegible]। তিনি বলেন যে [illegible] (Synthetic) [illegible] [illegible] উৎপাদনের প্রয়োজন আছে। তাঁর এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খাদ্যোৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] পৃথিবীতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছে।

কিন্তু তা যাই হোক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাবে। ১৯৪৮ সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ একর, ১৯৫০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ এবং বর্তমানে

(শেষাংশ ৬০৮ পৃষ্ঠায়)

লোহার বাজার

কাঁচা লৌহের মূল্য হ্রাসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

[illegible]

[illegible]

কোম্পানী	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
বর্ণ কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]
ইন্ডিয়ান [illegible]	[illegible]	[illegible]
ইন্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]
[illegible] কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

• •

[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

•

সমবায় [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাগজের কল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চটকল

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

(শেষাংশ ৬০৮ পৃষ্ঠায়)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস

খাদ্যশস্য

যুক্তপ্রদেশে খাদ্যশস্যের বাজার এখনও নরম। [illegible] — এবং [illegible]। [illegible] বিভিন্ন বাজারে [illegible]। [illegible] প্রধান বাজারে [illegible]।

বিভিন্ন খাদ্যশস্যের [illegible] বাজার দর—

গম	প্রতি মণ ২০৲ হইতে	২২৷৵০
যব	১৮৲ হইতে	১৩৸১০
ছোলা	„ ১০৷৵০	মাত্র
[illegible]	„ ১২৲ হইতে	১৭॥০

ডালের বাজারে ঢিলাঢালা। [illegible] চাহিদা এবং [illegible] দুই-তিন দিন। লেখার সময় দর নিম্নরূপ—

মুগ	৩০০০
মুসুর	১৩॥০ হইতে ১৫৲
অড়হর	১৩॥০

[illegible] বিভিন্ন প্রাদেশিক [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস [illegible] — [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। তিনি এই প্রসঙ্গে খাদ্যশস্যের [illegible] মূল্য হ্রাস করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই [illegible] মূল্য হ্রাস এবং [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] হইবে এবং [illegible] মূল্য [illegible]।

চিনি

[illegible] পরে আবার চিনি বাজারে [illegible] লাগিয়াছে। সর্বত্রই চিনির [illegible]। [illegible] চিনি [illegible] — প্রতি [illegible] দুই [illegible] দুই [illegible]। [illegible] চিনি [illegible]। [illegible] বাজার [illegible] ১০৲ টাকার [illegible]। কিন্তু [illegible] বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দর। কানপুর, দিল্লী, [illegible] — সর্বত্রই চিনি [illegible]।

[illegible] কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] করিয়াছেন। [illegible] দুই টাকা [illegible]। [illegible] দুই [illegible] টাকা [illegible] দুই [illegible] (বিক্রয় কর [illegible]) এবং [illegible] — বিক্রয় কর বাদে ১১২৫।

এই প্রসঙ্গে [illegible] উল্লেখযোগ্য যে [illegible] উৎপাদনের উপর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible]।

গুড়

যুক্তপ্রদেশের গুড়ের বাজারে [illegible] হইয়াছে। হাপুড়, মীরাট ও মজঃফরনগরের বাজার [illegible]। পূর্ব সপ্তাহের [illegible]। [illegible] ২৯৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা দর। [illegible] দাম [illegible] বৃদ্ধি [illegible] আশা করা যায়।

লবণ

গত ১১ই অক্টোবর [illegible] কলিকাতার [illegible] লবণ [illegible]। এই [illegible] সরকারের [illegible] দুই আনা [illegible] হইতে [illegible] — [illegible] দুই আনা [illegible]।

[illegible] সরকারী [illegible] পরিমাণ [illegible] কোন [illegible] থাকিতে পারে না।

চীনা বাদাম

এই সপ্তাহে বাজার দুর্বল। [illegible] — [illegible] কিন্তু [illegible] টাকা দর [illegible] ১১২৲ টাকা হইতে ১১৮৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। [illegible]।

[illegible] বাজারে [illegible] প্রতি [illegible] ১৮০৲ এবং ১১৯৲ টাকা হইতে [illegible] ১১৫৲ টাকা ও ১১৩৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

চীনা-বাদাম তৈল

[illegible] এবং কলিকাতায় [illegible] কিছু তৈল [illegible] হইয়াছে। [illegible] — ৯৮৲ টাকার [illegible]।

কফি

[illegible] ১৯৫২-৫৩ সালে [illegible] এই সময় [illegible] ২১,৫০০ টন এবং [illegible] ১১,২৫০ টন। [illegible] ৫,২৫০ টন [illegible] আছে।

মসলা

[illegible]। [illegible] ১০,০০০ [illegible] ১১,৫১০ [illegible] ১১০০ [illegible] ১০০ [illegible] পূর্ব ও [illegible] ৬০০ [illegible] ২০০৲ টাকা [illegible]।

[illegible] প্রতি [illegible] ১১০০৲ টাকা [illegible]।

[illegible] বাজারের [illegible]।

([illegible] পৃষ্ঠার)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(শেয়ার বাজার)

(পূর্বের [illegible] পৃষ্ঠার)

বিবিধ

এই বিভাগে [illegible]

চিনি কল

এই বিভাগে [illegible]

চা

[illegible]

সংবাদ সংকলন

ভারতের বহির্বাণিজ্যে উন্নতি

গত মে হইতে আগষ্ট পর্যন্ত চার মাসের ভারতের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, উক্ত সময়ে আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং রপ্তানির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মে মাসে আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের ৩০ কোটি টাকা ঘাটতি ছিল; আগষ্ট মাসে উহা কমিয়া ১৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

মে—মোট আমদানী ৮২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, মোট রপ্তানি ৫১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ৩০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

জুন—মোট আমদানী ৫৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, রপ্তানি ৫১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ২৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

জুলাই—আমদানী ৫৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা; রপ্তানি ৩০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; ঘাটতি ২৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

আগষ্ট—আমদানী ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা; রপ্তানি ৩৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, ঘাটতি ১৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

বর্তমান বৎসরের প্রথম দিকে অবাধ আমদানীর লাইসেন্স দান খানিকটা ব্যাপক ছিল; এই যে আইন উহা বাতিল করা হয় বটে; কিন্তু তাহার যে পরিণাম উপরোক্ত মাসগুলিতে আমদানী হ্রাস পাইতে দেখা যায়। এই হেতু বর্তমান আর্থিক বৎসরে যে মাসে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

ভারতের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত কে সি নিয়োগীও বলিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে অবস্থা আরও উন্নত হইয়াছে।

সুদান ও ভারতের চলতি বৎসরের বাণিজ্য সম্পর্কে

১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালের প্রথমার্ধে ইন্দো-সুদান বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। গত জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসের সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, সুদান হইতে এ বৎসর প্রচুর পরিমাণ তুলাদি ভারতবর্ষে রপ্তানি হইয়াছে। আমদানী ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তা পূর্বাপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

সুদানে ভারতবর্ষ নানা শিল্প রপ্তানি করিয়াছে, তাহার মধ্যে বস্ত্রাদির পরিমাণই সর্বাধিক। তাহার মোট রপ্তানিকৃত বস্ত্রাদির শতকরা ৬৫ ভাগই ভারতবর্ষ প্রেরিত হইয়াছে।

এই সকল রপ্তানির মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। গত জুন মাস পর্যন্ত ৬ মাসে ভারতীয় বস্ত্রের মূল্য পরিমাণ হয় ৫৮,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড বর্ধিত।

অন্যান্য সম্পাদি এবং লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রাদি এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের রপ্তানি অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে আমদানীকৃত মালের মধ্যে চা-ই সর্বপ্রধান। বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে প্রায় ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য পরিমাণ চা সুদানে আমদানী করা হয় অর্থাৎ গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক।

অন্যান্য দ্রব্য—যথা মসলা এবং পশমের আমদানী এ বৎসর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু লৌহ, ইস্পাত, বড় তামাক, উলের পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস পায়।

উত্তরপ্রদেশে সৈন্ধব লবণ নিয়ন্ত্রণাধীন

উত্তরপ্রদেশ সরকার সৈন্ধব লবণ নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছেন। উপযুক্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি সৈন্ধব লবণ বিক্রয় করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমদানি ও রপ্তানিকারীদের তাহাদের নিকট মজুত সৈন্ধব লবণের পরিমাণ জানাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লবণের অভাব দেখা দিবে বলিয়া গুজব রটিবার পর এখানে লবণের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাতে বর্তমানে লবণের ঘাটতির কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে যে প্রোপাগাণ্ডা প্রচার করা হইয়াছে—তাহাতে লোকসাধারণ মোটেই কর্ণপাত করিতেছেন না।

টিনে ভর্তি [illegible] এই নূতন ব্যবস্থার বহির্ভূত হইবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৫০ হাজার উদ্বাস্তু

পূর্ববঙ্গ আগত প্রায় ৫০ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের ৫০ টি সরকারী সাহায্য শিবিরে বর্তমানে বাস করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলেন ২১ হাজার জনের পুনর্বসতির বন্দোবস্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। অবশ্য বর্তমানে ১৬ হাজার জনের এবং ২৫ শতাংশ আশ্রয়প্রার্থী ও তাহাদের ১৬ হাজার জনের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে। অবশিষ্ট আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার জনকে [illegible] স্থানে স্থানান্তর করা হইবে।

পুনর্বসতি বিভাগ আশা করে যে, অবশিষ্ট আশ্রয়প্রার্থী—যাহারা এখনও সরকারী সাহায্য শিবিরে বাস করিতেছেন—তাহাদের পুনর্বসতি ব্যবস্থা যথাসময়ে সম্পূর্ণ করা হইবে।

এশিয়ায় চলাচল ব্যবস্থা

সম্মিলিত জাতি সংঘের এশিয়া ও দূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের সেক্রেটারী ডাঃ পি এস লোকনাথন ১৬ই অক্টোবর নয়াদিল্লিতে এক সভায় বলেন, সর্বপ্রকার চলাচল ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার সাধনের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

গত বৎসর জুন মাসে এশিয়া ও দূর প্রাচ্য অর্থনৈতিক কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স, কম্বোডিয়া, ভারতবর্ষ, বৃটেন, নেদারল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, সুইডেন, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। ব্রহ্ম, সিংহল, লাওস, ভিয়েতনাম, শ্যাম, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এশিয়ার শিল্পোন্নতি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করিয়া ডাঃ লোকনাথন বলেন, এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে চলাচল ব্যবস্থার প্রসারের জন্য যে বিপুল আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন—বিদেশী পরিকল্পনা যেই অসম্পূর্ণ থাকে। চলাচল ব্যবস্থার প্রসারকল্পে মোট ৫ শত কোটি ডলার (মার্কিন) লাগিবে।

এই অঞ্চলের জন্য চলাচল ব্যবস্থার প্রসারকল্পে বিদেশী অর্থ অধিকতর প্রয়োজন। এ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ লোকনাথন বলেন, সর্বদেশ সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা না করিলে কখনই এ ব্যাপারে উন্নতি সম্ভব হইবে না।

পাকিস্তানের নূতন বাণিজ্যনীতি

পাকিস্তানের বাণিজ্যসচিব মিঃ ফজলুর রহমান এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, ভারতবর্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

পাকিস্তান টাকার মূল্য হ্রাস না করায় যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহা স্বীকার করিয়া না লওয়ায় উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ একতরফা নিয়ম অবলম্বন করিয়া পাটের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের এই চেষ্টা সফল হইবে

বিদেশে ইহার [illegible] [illegible] একটি প্রভাব না হইবে।

পাকিস্তানের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য অচল করিয়া দিয়া নহে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াই ভারতের স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। আশা করি, ভারতও এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পাকিস্তানের নূতন বাণিজ্য-নীতি ঘোষণা করিয়া অর্থসচিব বলেন যে, [illegible] শুল্ক শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমদানী বা রপ্তানি শুল্কে কোন পরিবর্তন করা হইবে না।

মিঃ গোলাম মহম্মদ বলেন, মুদ্রামূল্য হ্রাস না করায় বিদেশে মুদ্রা হ্রাস হইবার পর যদি [illegible] লাইসেন্স প্রথা চালু করা হইয়াছিল। [illegible] পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। [illegible] আগামী ১৯৫০ সালের [illegible] মধ্যে বিনা লাইসেন্সে আমদানী রপ্তানি চালাইতে দেওয়া হইবে। [illegible] সম্পর্কে আর অবাধ লাইসেন্স প্রথা হইবে—[illegible] নীতি গ্রহণ করা হইবে।

পাকিস্তানের অর্থসচিব বলেন, ভারতে পাটের দাম যাহা নির্ধারিত হইয়াছে, উহা অত্যন্ত কম। [illegible] ভারতের বিপুল [illegible] আমাদের নাই। একদিকে মুদ্রা [illegible] অন্য কোন [illegible] আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। আমরা একমাত্র পাকিস্তানী টাকাই স্বীকার করি।

মুদ্রামূল্যের সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা যতদিন সুনিশ্চিতরূপে গ্রহণ না করিতেছে, ততদিন পাট বিক্রয় না করার জন্য উৎপাদনকারীদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন মালের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে, সে ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। অর্থসচিব আরও বলেন, কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর মারফৎ পাট রপ্তানি হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-চুক্তির বিধান অনুসারে ভারতকে পাকিস্তানকে কলিকাতা বন্দর দিয়া পাট রপ্তানির সুযোগ দিতে বাধ্য। অতএব সে সুযোগ দিবে না, এমন আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

ভারত সিংহল বাণিজ্য আলোচনা

সিংহল হইতে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল আগামী ২০শে অক্টোবর নয়াদিল্লী আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ভারত ও সিংহলের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রতিনিধিদল ভারতে আসিতেছেন।

সিংহল হইতে ভারতে নারিকেলের তৈল ও নারিকেল রপ্তানি এবং ভারত হইতে সিংহলে পাটজাত দ্রব্য, সূতা, কয়লা, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি সম্পর্কে উক্ত প্রতিনিধিদল ও ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের মধ্যে আলোচনা হইবে বলিয়া আশা দিয়াছে।

কলিকাতা ও ভারতবর্ষের চা সম্পর্কেও আলোচনা হইবে বলিয়া আশা দিয়াছে। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইবে সে বৎসরে ভারত হইতে ৮০৪ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

৮০৪ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ব্রিটেন ৫০০ লক্ষ পাউণ্ড চা ক্রয় করিবে। বাকি চা কানাডা, আমেরিকা, আরব, অষ্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের নিকট নীলামে বিক্রয় করা হইবে।

সিংহল হইতে এক বৎসরে মোট ৩১৫ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করা হয় বলিয়া আশা দিয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র বৃটেনই ক্রয় করে মোট ১৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

সিংহল হইতে ভারতে সাধারণতঃ কফি, চা, ডাল, মসলা, তামাক, নারিকেল, তৈল, রবারজাত দ্রব্য, টেক্সটাইল, কাঁচামাল, তার ইত্যাদি আমদানী করা হয়।

ভারত হইতে সিংহলে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—কাপড়, সূতা, ঘি ও দুগ্ধ, শাড়ী ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কয়লা, পেঁয়াজ ও মসলাপাতি, মাছ, কাপড়, শুকনা ও টাটকা শাক, ঔষধ, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ বিক্রয়ের সামগ্রী, মোটর গাড়ী, চিনি, চা, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, রেশমজাত দ্রব্য, পশমজাত দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি।

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত সিংহল হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার উপর মাল আমদানী করিয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে সিংহল হইতে ভারতে যে সকল দ্রব্য আমদানী করা হইয়াছে তাহার মূল্য হইতেছে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার উপর।

এই একই সময়ে ভারত হইতে সিংহলে যথাক্রমে ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ও ১১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বেশী মাল রপ্তানি করা হইয়াছে।

বৃটেনের বহির্বাণিজ্য হ্রাস

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে, ১৯৪৯ সালের প্রথমার্ধে বিদেশ বিভিন্ন স্থানের সহিত বৃটেনের বহির্বাণিজ্যে মোট ১ কোটি [illegible] ষ্টার্লিং ঘাটতি হইয়াছে। গত বৎসরের [illegible] পূর্বাভাসে বলা হইয়াছিল যে, ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং ঘাটতি হইবে। ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশের সহিত বৃটেনের বহির্বাণিজ্যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হয়—কতকটি অস্বাভাবিক কারণে এইরূপ হইয়াছে।

গত বৎসরের প্রথমার্ধে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং।

১৯৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ডলার অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ১১৪,০০৮,০০০ পাউণ্ড এবং গত বৎসরের প্রথমার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ১৬৫,০০০,০০০ পাউণ্ড।

এই বৎসরের প্রথমার্ধে ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের উদ্বৃত্ত হইয়াছে ১১৫,০০০,০০০ ষ্টার্লিং (পূর্বাভাসে বলা হইয়াছিল ১৩০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইবে)।

১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে ষ্টার্লিং অঞ্চলের সহিত বৃটেনের বাণিজ্যে ৫৮,০০০,০০০ ষ্টার্লিং এবং দ্বিতীয়ার্ধে ১৬০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

মার্শাল সাহায্যপ্রাপ্ত ইউরোপের দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যে বৃটেনের সামান্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে—১৬,০০০,০০০ ষ্টার্লিং (পূর্বাভাস ৪৫,০০০,০০০ ষ্টার্লিং)। গত বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে ও প্রথমার্ধে যথাক্রমে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল ৩১,০০০,০০০ ষ্টার্লিং ও ৪০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং। এই বৎসরের প্রথমার্ধে সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চলে মোট স্বর্ণ ও ডলার ঘাটতির পরিমাণ ২০৪,০০০,০০০ ষ্টার্লিং; বিগত বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৬২,০০০,০০০ ষ্টার্লিং।

ইহার মধ্যে বৃটেনের এই বৎসর প্রথমার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ১৫৩,০০০,০০০ ষ্টার্লিং, গত বৎসর দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২৬,০০০,০০০ ষ্টার্লিং। অন্যান্য ষ্টার্লিং এলাকার এই বৎসর প্রথমার্ধে ঘাটতির পরিমাণ ৫০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং, গত বৎসর দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতি ছিল ৮০০,০০০ ষ্টার্লিং।

সমগ্র ষ্টার্লিং অঞ্চল ডলার-এলাকা বহির্ভূত দেশসমূহের নিকট ৪৪,০০০,০০০ ষ্টার্লিং স্বর্ণ ও ডলার দিয়াছে, গত বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে উহার পরিমাণ ছিল ৩০,০০০,০০০ ষ্টার্লিং।

অমর প্রেস, ১নং, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীতারক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর পক্ষ হইতে [illegible] বিল্ডিং, ২৩নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত।

যুগ্ম-সম্পাদক :—শ্রী[illegible]।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২২ সংখ্যা | কলিকাতা, [illegible] কার্ত্তিক, ১৩৫৭; [illegible] অক্টোবর, ১৯৫০ | [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
সম্পাদকীয়	৪১১	শেয়ার বাজার
পাট শিল্পের পুনঃসংগঠন		[illegible] বাজার
প্রাসঙ্গিক	৪১৪	পণ্যদ্রব্যের বাজার
বিক্রয়কর সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে বিধিনিষেধ,		সংবাদ সংকলন
ভারতীয় কৃষির দিকে জাপানী দৃষ্টি,		অর্থলোক
ভারতীয় দ্রব্যের উপর পাকিস্থানী শুল্ক,		দুই মুদ্রার বাজারে অচলাবস্থা
বিহার সরকারের সেচ অভিযান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘ		

পাটশিল্পের পুনঃ সংগঠন

ভারত-ব্যবচ্ছেদের ফলে পাটের প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহ পাকিস্থান রাষ্ট্রভুক্ত হইবার পর হইতেই গত দুই বৎসর হইল পাটশিল্পকে কাঁচা মালের অপ্রচুর সরবরাহ জনিত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। দেশ-বিভাগের আগে সমগ্র উৎপাদনের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ পাট ভারতে উৎপন্ন হইত। অথচ পাকিস্থানে একটিও চটকল ছিল না। অতএব, ভারতকে [illegible] ও [illegible] করিবার জন্য পাকিস্থানের পক্ষে পাট হইয়া দাঁড়াইল একটি প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হাতিয়ার। পাটজাত দ্রব্য ভারতের বৃহত্তম ডলার-সংগ্রাহক এবং এই বিরাট সম্পদ পাটশিল্পের সমৃদ্ধির উপর নানাভাবে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবিকা নির্ভর করে। চটকলগুলিকে অচল হইতে দেওয়া চলে না। সেইজন্য অবস্থাবিপাকে ভারতবর্ষকে অগ্নিমূল্য দিয়াও পাকিস্থানী পাট ক্রয় করিতে হইল। পাকিস্থান সরকার কাঁচা পাটের রপ্তানির উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করিয়া তাঁহাদের রাজস্ব বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিলেন। পাকিস্থানী ব্যবসায়ীরা [illegible] পাট [illegible] করিয়া ভারতে বিক্রয় করিয়া অনেক কোটি টাকা আত্মসাৎ করিল। পাকিস্থান সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া পাট ব্যবসাকে পাকিস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন। [illegible] বিধানাবলীর কড়াকড়িতে মাল চলাচলে বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হইতে লাগিল। কাঁচা পাট সুযোগ সুবিধা আদায়ের একটি শাণিত অস্ত্রে পরিণত হইল। পাটের মূল্য গগনস্পর্শী হওয়ায় পাটজাত দ্রব্যও সুলভ রহিল না। বৈদেশিক বাজারে বিকল্পগুলির প্রসার ঘটিল। চটকলগুলি [illegible] হইতে [illegible] করিল ও সপ্তাহ-ঘণ্টা কমাইয়া কোনরূপে বাণিজ্য [illegible] পারিল। অবশেষে সরকারের অনুমোদন লইয়া ভারতীয় চটকল সমিতি বিগত [illegible] পর জুলাই মাস হইতে এক সপ্তাহ করিয়া মিলগুলি বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিলেন।

ইহার পরই আসিল বিনিময়-হারের বিপর্যয়। পাকিস্থানী টাকার মূল্য অক্ষুন্ন রাখিবার সিদ্ধান্তে ভারতীয় শিল্পকে বিপর্যস্ত করিবার

দুর্দশাটির নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তান হইতে ৭১.২৪ কোটি টাকা মূল্যের পাট এই দেশে প্রেরিত হয়, পাকিস্তানের বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষই প্রধান গ্রাহক। অতএব, বিনিময়-হারের মারফতে এই দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা পাকিস্তানের পক্ষে দুঃসাধ্য। ইতিপূর্বে বস্তুতঃই পাটের মূল্য অযৌক্তিক ভাবে বৃদ্ধি করিবার প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে, যাহাতেই ভারতীয় চটকলগুলি অনন্যোপায় হইয়া 'পানি' মিশ্রিত পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। পাটক্রয়ে অসাধুতা বাড়িয়া ও অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়ায় উহার দুর্মূল্যতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, চটকলগুলির পক্ষ হইতে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট ক্রয়নীতির উদ্ভব না হওয়ায় কাঁচা পাটের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা প্রশ্রয় পাইয়াছে। উহার পরিণামে উভয়েরই ক্ষতি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য উভয়েরই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া [illegible] করিয়া থাকে যে, মূল্য বাড়ার দরুন [illegible] মুনাফা তাহারা [illegible] পায়। পাকিস্তানী বিক্রেতা [illegible] সহিত [illegible] ভারতীয় চটকল সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে ভারত সরকার কঠোর সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তুত হন। তবে নীতির মৌলিক পরিবর্তন হইয়াছে। পাকিস্তানের নিকট বহির্বাণিজ্যের [illegible] কোনও প্রশ্ন আর উত্থিত হইতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কোন স্থান নাই। অথচ এই দুইটি দেশের পাটশিল্পকে জীবিত রাখিতে হইবে। গত দুই বৎসর পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া ভারতবর্ষ ১৯৭.৫৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে। পাটশিল্প ভারতের বহির্বাণিজ্যের মেরুদণ্ড। অতএব উহার উপর আঘাত আসিবার আশঙ্কাকে সম্যক প্রয়োগ করিয়া প্রতিরোধ করিতে হইবে।

কাঁচা মালের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন ভারতের যে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা অনস্বীকার্য। পাকিস্তানের প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপে ইহা সুস্পষ্ট যে, কাঁচা পাটের ব্যাপারে আর ভারতকে পরনির্ভর থাকিলে চলিবে না। সুখের বিষয়, সাম্প্রতিক সংকট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি সরকারী মহল সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অনুসন্ধানে কতকগুলি উৎসাহজনক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারতে পাটচাষে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ গাঁইট মাত্র। ১৯৪৮ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২২ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়। অনুমান করা গিয়াছে যে, বর্তমান বৎসরে ভারতে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সম্ভবতঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরের অনুমানিত উৎপাদন হইবে ৪২ লক্ষ গাঁইট। পার্লামেন্টের বিগত [illegible] অধিবেশনে বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত কে. সি. নিয়োগী ঘোষণা করেন যে, বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী এই পরিমাণ উৎপাদনে খাদ্যশস্যের চাষ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হইবে না। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পোপযোগী ফসল উৎপাদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকারী কৃষিনীতির সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, বর্তমানে সুলভ মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সহজ। কিন্তু কাঁচা মালের জন্য বৈদেশিক পররাষ্ট্রের প্রতি-নির্ভরশীল হওয়া শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক। শ্রীযুক্ত গোয়েঙ্কার সভাপতিত্বে গঠিত বহির্বাণিজ্য প্রসার কমিটি ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরোক্ত অভিমত বিশেষ দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, চটকলগুলি এযাবৎ ভারতীয় পাট সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিল। স্বদেশী পাট নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহা চট নির্মাণে উপযোগী নহে এই ধারণাই তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এযাবৎই ভারতীয় পাটের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হইত আর বৃহৎ মিলগুলি কাড়াকাড়ি করিয়া চড়া দরে পাকিস্তানী [illegible] পাট ক্রয় করিত। বর্তমান যোগাযোগে মিলগুলি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা সাম্প্রতিক সংকটের একটি কল্যাণকর প্রতিক্রিয়া। যখন কাঁচা পাটের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তখন অনন্যোপায় ভারতীয় [illegible] করিয়া চট কলগুলিকে উপযোগী [illegible] নির্ধারিত হইয়াছে। কাঁচা পাট ব্যতীত ভারতবর্ষে বৎসরে ৬ লক্ষ গাঁইট মেস্তা ও ২ লক্ষ গাঁইট শন উৎপন্ন হয়। ইহাদের মূল্য পাটের তুলনায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ সুলভ। এতদিন বহির্বিশ্বের চটের মিল মালিকরা এইগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া পাটের পরিবর্তে ব্যবহার করিত। ভারতীয় চটকলগুলি তাহাদের উৎপাদন-পদ্ধতির আবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধন করিয়া মেস্তা ও শন ব্যবহারের মনস্থ করিয়াছে। এইগুলি পাটের সহিত উপযুক্তরূপে সংমিশ্রিত করিলে ব্যবসায়োপযোগী বলিয়া উৎপন্ন করা যায়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন বর্তমান সংকটের অপর একটি সুফল।

আলোচিত পরিস্থিতিতে কাঁচা মালের অভাব মিলগুলির পক্ষে আর যেমন আশঙ্কাজনক বিবেচিত হইতেছে না। কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর ভারতীয় চটকল সমিতির পরিকল্পনাধীন মিলগুলিতে

৭.১৩ লক্ষ গাঁইট মজুত ছিল এবং পাকিস্তানে পূর্ব্ববর্তী পাটের পরিমাণ ৬.৭৫ লক্ষ গাঁইট ও ইহাদের উৎপন্ন ২৭ লক্ষ গাঁইট যোগ করিলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০.৮৮ লক্ষ গাঁইট। উহার সহিত ৬ লক্ষ গাঁইট মেস্তা ও ১ লক্ষ গাঁইট শণ যুক্ত হইলে মোট পরিমাণ পাওয়া যাইবে ৪৭.৮৮ লক্ষ গাঁইট। এইভাবে দেখা যায়, পাকিস্তান হইতে আর পাট ক্রয় করা না হইলেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় মিলগুলি ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত চালু রাখা সম্ভব হইবে। ইহাতে আনুমানিক ৪০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন হইবে। অবশিষ্ট অংশ হইতে ৪ লক্ষ গাঁইট ডলার অঞ্চলে রপ্তানি করা চলিবে। সুলভ মুদ্রা এলাকাধীন দেশগুলিতে পাট রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, ১৯৫০ সালের আগষ্ট মাসের শেষে প্রায় ৪ লক্ষ গাঁইট পাট মজুত থাকিবার সম্ভাবনা।

কাঁচা পাটের যে উচ্চ মূল্য পাটজাত দ্রব্যের লাভজনক উৎপাদনে দুরূহ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল, তাহার যেন চিরসমাপ্তি ঘটিয়াছে। টপস্, মিডল্স্ ও বটম্স্ শ্রেণীর পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য যথাক্রমে ৪০৲, ৩৮৲ ও ৩৫৲ টাকায় ধার্য্য করা হইয়াছে; উচ্চ হারে ক্রয় বিক্রয় আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বিবেচিত হইবে। ভারতীয় চটকল সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা, পাকিস্তানীই হউক, আর হিন্দুস্থানীই হউক, এই মূল্যে পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পাকা বেলেরও সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রেও উচ্চতম দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য উভয় পণ্যেরই অগ্রিম সওদার বাজার নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্বাভাবিক কালে ফাটকার উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে কাঁচা মাল সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য ন্যায়সঙ্গত দরে বিক্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করা যায়, তাহাই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে ফটকাওয়ালাদের দুষ্ট হস্তক্ষেপের ফলে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারে অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধি না হয় তাহার চেষ্টা করাই সমীচীন। ব্যবসায়ী ও সওদাগরগণ ক্রীত পণ্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকার বেশী মুনাফা করিতে পারিবেন না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বহির্দ্দেশের গ্রাহকগণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে পাটজাত দ্রব্য পাইতে পারেন ও যাহাতে বিদেশীগণ অন্যায় লাভ না করিতে পারে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টাকার মূল্যহ্রাস হওয়ায় ডলার অঞ্চলে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি প্রসারে অভূতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পাকিস্তানী নীতি ও তাহার ফলে পাক-ভারত বাণিজ্যে অচল অবস্থায় সেই সুবিধা বহুলাংশে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। আশা করা যায়, সাম্প্রতিক ব্যবস্থাবলীর দ্বারা সঙ্কটের অবসান ঘটিবে।

আর একটি ক্ষেত্রে সরকারি নীতিও আমাদের সমর্থনযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে মিলগুলি পাটজাত দ্রব্য বাজারে ছাড়িয়া দিত। ব্যবসায়ী সওদাগর ও ফটকাওয়ালাদের কারসাজি ছিল এই বাজারে। মাল-সংক্রান্ত দলিলপত্র বাজারে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে অসংখ্য হাত ঘুরিত। ফটকাবাজেরা এইগুলি লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা লুটিত। এদিকে মালগুলি মিলের গুদামেই পড়িয়া থাকিত; তাহা ডেলিভারী লইবার কোনও বালাই থাকিত না। বাজারের স্বাভাবিক পাটজাত দ্রব্যের মূল্য মিলের দর অপেক্ষা অনেক চড়িয়া যাইত। এবং তাহাতে দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষতি সাধিত হইত। ভারতীয় চটকল সমিতি বর্ত্তমানে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, ক্রেতাদিগকে নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাল রপ্তানি সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, উক্ত তারিখের পূর্ব্বে মাল ডেলিভারীর নোটিশ দিতে হইবে এবং উহার মধ্যে ডেলিভারী না লইলে চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে ও মিলগুলি পুনরায় এই মাল বিক্রয় করিয়া ক্রেতাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে।

নিয়মগুলি যাহাতে যথারীতি অনুসৃত হয় তৎসম্পর্কে সদা-সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাট বাজারে অসাধু ব্যক্তির অভাব নাই এবং তাহারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অবৈধ উপায়ে অর্থার্জন করিবার ফন্দিতে সুপণ্ডিত। দক্ষিণ আফ্রিকা ও হংকং-এর পথে চোরাই মাল চালান করিয়া এক শ্রেণীর ধূর্ত্ত পাট ব্যবসায়ী কিরূপে আগষ্ট মাসে ১০০ কোটি টাকার মত উপার্জন করিয়াছিল সেই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আমরা 'আর্থিক ভারত'এর পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। সরকার কি ভাবে 'ঠুঁটো জগন্নাথে'র মত এই অপমানজনক ঘটনায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন আমরা সেই সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। বর্ত্তমান সরকার পাটশিল্পকে পুনঃসংগঠিত করিয়া উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠাকল্পে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। কিন্তু সরকার, ভারতীয় চটকল সমিতি, মিলমালিক, সওদাগর ও পাট ব্যবসায়ী—প্রত্যেক পক্ষের সমবেত আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পনাটিকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না। ইহার সাফল্যই হইবে পাকিস্তানী চক্রান্তের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর।

প্রাসঙ্গিক

[illegible] বিধিনিষেধ

[illegible]

[illegible] জাপানী [illegible]

[illegible]

ভারতীয় [illegible] উপর পাকিস্তানী শুল্ক

[illegible]

বিহার সরকারের 'সেচ' অভিযান

[illegible]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য [illegible]

[illegible]

[illegible] এই বিষয়ে [illegible] গ্রহণ করিবে। [illegible] একটি বড় আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ [illegible]।

চাউল সমস্যা

এই সমস্যাটির [illegible] বাণিজ্য [illegible] পরিচয় [illegible]; সরকারী দাম এ মাসে হইতে বেড়িয়াছে। কিন্তু সরকারী [illegible] কোন দর এখনও তেমন বড় কিছুই [illegible] না। [illegible] লোকে ঠিক [illegible] দাম [illegible] বলিয়া বলিয়া [illegible] ঘুরিয়া ঘুরিয়া [illegible] ঢুকিবে। উপায় কি?

[illegible] আর কত দিনে সফল হইবে কে বলিতে পারে! অতএব হইবে কি?

যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা

ভারত সরকার বৃটিশের [illegible] ওয়াল্টন-এর সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতে একটি যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই কারখানার মূলধন হইবে ১৫ কোটি টাকা। ১৯৫৫ সালের [illegible] কাজ হইবে [illegible] শুরু হইবে। [illegible] হইবে [illegible] মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিবে একটি ছাপাখানা।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে [illegible] শিল্পের [illegible] কোন [illegible] সহযোগিতা [illegible] সম্ভব নাই। [illegible]—[illegible] পরিচালনে।

এ, আই, সি, সি,
ইকনমিক রিভিউ

(সাপ্তাহিক অর্থনৈতিক পত্রিকা
কংগ্রেসের মতামত)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গবেষণা বিভাগ
হইতে প্রকাশিত।

৭ নং যন্তর মন্তর রোড, নিউ দিল্লী।

বার্ষিক চাঁদার হার ডাক ব্যয় সমেত
৮৲ টাকা মাত্র।

সোনার বাজার

নিষ্প্রাণ বাজার

আলোচ্য সপ্তাহে সোনার বাজারে (বিশেষ সপ্তাহ) কোনরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই। বাজারে [illegible] পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়াছে। [illegible] 'দেওয়ালী'র জন্য বাজার বন্ধ ছিল; সুতরাং সপ্তাহে মাত্র চারিদিন বাজারে কাজ হইয়াছে। [illegible] বাজারে [illegible] অর্থনীতির প্রভাব [illegible] কিন্তু সোনার বাজারে [illegible] বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই। [illegible] প্রতিবেশী দেশের [illegible] বাজারের [illegible] পরিমাণে বিশেষ [illegible] আর সেই জন্য বর্তমান [illegible] বাজারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক। সোনাই কেবল [illegible] অধিক [illegible] থাকিলেও উহা কলিকাতার বাজারে [illegible] হয় নাই। তবে [illegible] মূল্যে [illegible] প্রতিক্রিয়া হইতে [illegible] বুঝিবার করে নাই। [illegible] না থাকিলেও [illegible] অধিক [illegible] হইতে [illegible] থাকিয়া [illegible] এবং পরে [illegible] থাকিয়া [illegible]। উহা বাজারের [illegible] শেষ পরিণাম। [illegible] হইতে [illegible] এবং পরে [illegible] হয়। [illegible] মূল্য এই [illegible] কমিয়া [illegible] নাই কিন্তু [illegible] কাজ [illegible] করিয়া গিয়াছে। [illegible] ৯৲ টাকা থাকিয়া [illegible] হয়। [illegible] হইতে [illegible] বাড়ে।

•　　•　　•

সোনাই বাজারে অবশেষে [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] হইতে [illegible] টাকা [illegible] হইতে [illegible] বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু [illegible] সোনাই কেন্দ্র যে বিশেষ 'সুযোগ' অধিবেশন হয়, তাহাতে মূল্যবৃদ্ধি ও [illegible] উল্লেখযোগ্য। [illegible] বে-সরকারী বাজারে [illegible] পর্যন্ত দরে কাজ হয়। কিন্তু [illegible] বাজারে [illegible] অবশেষ [illegible] এবং [illegible] বৃদ্ধি পায়। [illegible] মূল্য [illegible] ১০৲ টাকা [illegible] দেখা যায়। সোনাই [illegible] এবং [illegible] ১২০৲ পর্যন্ত দরে কাজ হয়।

•

[illegible] রূপার [illegible] শেষ [illegible] এবং [illegible] কোনরূপ [illegible] বাজারের [illegible] দেখা যায়, [illegible] ইহার [illegible] একটি সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে। এমন মনে হয় যে ইহাতে [illegible] নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু ইহার [illegible] পাওয়া যায় নাই।

•

সরকারী কাগজ

[illegible] প্রকাশিত [illegible] (১৭ অক্টোবর) হিসাব নিকাশে দেখা যে, [illegible] কোটি [illegible]। কিন্তু [illegible] উৎসাহ [illegible] করিতে না। [illegible] বিক্রয় অধিক হইয়াছে। [illegible] টাকার [illegible] কিন্তু উহার বাজারে [illegible] না পারে। [illegible] উহার পরিমাণ বেশী নহে। [illegible] বিক্রয় [illegible] টাকা [illegible] বাহির হইয়া যাইতেছে।

[illegible] বাজারে সরকারী কাগজের [illegible] হইয়াছে। [illegible] একটি ঘোষণা [illegible] আছে। [illegible] এই বিষয়ে উৎসাহ [illegible]। [illegible] কিছু অধিক না করিলে [illegible] দেখা যায়। ৩৲ [illegible] ৩৲ [illegible] ৩৲ [illegible] ৩৲ [illegible] ৩৲ [illegible] পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হইয়াছে।

ব্যাংক

[illegible] ১৭৭০, [illegible] ১৩৲, [illegible] ১২৲, [illegible] এবং [illegible] পর্যন্ত দরে [illegible] হইয়াছে।

(শেষাংশ ৪৩৯ পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়া থেকে
বাঁচাতে পারেন

[illegible]

আপনার
[illegible] পারেন

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের
টিন মাত্র ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

'প্যালুড্রিন'
ট্রেড মার্ক

ICI ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচিন নিউদিল্লী কাণপুর

P Com-14

কাপড়ের কল (শেয়ার বাজার)

এই বিভাগে [illegible] পরিবর্তন [illegible] ছিল [illegible] [illegible] ১৭৲, [illegible] [illegible] ১৮/০, শ্রীরামপুর ৫০/০ ও [illegible] [illegible] ২/০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

এই বিভাগের দর নিম্নাভিমুখী ছিল। ভারতীয় [illegible] বিশেষ চাহিদা ছিল ও দর ১১৸০ পর্যন্ত বাড়িয়া ১১৶০ হয়। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে যেমন [illegible], [illegible] ১৬৸০, বেঙ্গল [illegible] ৬০, বেঙ্গল [illegible] ১৬০০, [illegible] ১৫০, [illegible] ২৬০, নিউ মানভূম ২৫৲, [illegible] [illegible], [illegible] ২১১, [illegible] ৫৬০, ইকুইটেবল [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হইয়াছে।

চট কল

এই বিভাগে দর [illegible] উল্লেখযোগ্য [illegible] হইয়াছে। বিলাতি [illegible] পাট [illegible] করিতে পারিবে কিনা সেই সম্পর্কে আশঙ্কা করিতেছে। পাকিস্তান নিজেই তাহার পাটনীতি ঘোষণা করিবে। তাহাতে [illegible] পাটের [illegible] [illegible] [illegible]। অধিকন্তু পাক-ভারত [illegible] কোনও [illegible] নাই। এদিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আলোচ্য সপ্তাহে হাওড়ার দর [illegible] হইতে [illegible] ও রিলায়েন্স [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে আগরপাড়া ১৩৸০, অ্যাংলো-ইন্ডিয়া ২০১৲, [illegible] ২৬০৲, [illegible] ২৩১৲, [illegible] ৩১।০, [illegible] ১১৮৲, [illegible] ১১৭৲, [illegible] ১১৪৲, [illegible] [illegible] পর্যন্ত দরে হাতবদল হইয়াছে।

খনি

[illegible] কর্পোরেশন ২১০, কনসলিডেটেড টিন ৬৶০, ইন্ডিয়ান কপার ৩১০, [illegible] টিন ১০০ ও [illegible] [illegible] ৫৬/০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইন্ডিয়ান আয়রণ ২৯৶০ হইতে ২৯৲ ও ষ্টীল কর্পোরেশন ২১।০ হইতে ২০৸০ হয়। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে [illegible] ৮।০, [illegible] [illegible] ৬৸০ ও [illegible] ১৮০ পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হইয়াছে।

বিবিধ

অন্যান্য বিভাগের মত এই বিভাগও [illegible] ছিল। [illegible] সিমেন্ট ৭৩৲ হইতে ২৩৸০ [illegible] যায়। [illegible] কর্পোরেশন ৫৸০, [illegible] [illegible] কর্পোরেশন ১১।০, [illegible] ইন্ডিয়ান [illegible] ৮৸০, [illegible] ৫।০, ইন্ডিয়ান কেবল্ ৩৬৸০, ইন্ডিয়ান [illegible] [illegible] ৬৸০, [illegible] [illegible] ১১৵০, [illegible] [illegible] [illegible] ১৩৵০, [illegible] [illegible] ১১৸০, [illegible] ইন্ডিয়ান ৫৸০, ইন্ডিয়ান [illegible] ১০৪৲, [illegible] [illegible] ১১, বি. বি. [illegible] ১৮০, [illegible] [illegible] ১০/০, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], বি, এন্ ১১।০, ইন্ডিয়া [illegible] ৮৶০ ও [illegible] [illegible] ১৪৲ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

চিনির কল

আগামী মরশুমে [illegible] [illegible] ও চিনির দর [illegible] কি হারে নির্দ্ধারিত [illegible] [illegible] [illegible] উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] ১৪৲ পর্যন্ত দরে কেনা-বেচা হইয়াছে।

চা

এই বিভাগের দরের বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। [illegible] ১১৵০, [illegible] ৭৶০, [illegible] ১১৸০, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] (এ) [illegible], [illegible] ৫০৲, [illegible] ১১৶০ ও [illegible] ১৯৲ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

অর্থ-সচিবের শতকরা দশ ভাগ মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব

পাক-ভারত বাণিজ্য এবং যে অচলাবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] পূর্ব [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] না, [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]। [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। পাকিস্তান [illegible] যে [illegible] পাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] বাজারের [illegible] দর——

[illegible] ([illegible])	১১৸০
[illegible] ([illegible])	১০৸০
[illegible]	৭৲
[illegible]	১০০ হইতে ১৩৲

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর :—

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	৮৲
[illegible]	১৮৲
[illegible]	[illegible]

চিনি

[illegible]

গুড়

[illegible]

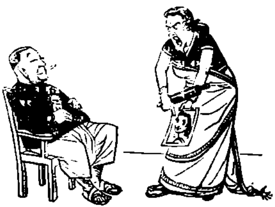

উইলস্ সিজারস্ সিগারেটের ধূমপান করুন
চমৎকার আরাম বোধ করবেন।

১/৫ আনায় ১০টি
স্থানীয় করের নিয়মাধীন

W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON.

সংবাদ সংকলন

[illegible] মুদ্রার [illegible] পরামর্শ

[illegible] মুদ্রা [illegible] হইয়াছে। [illegible] মুদ্রা [illegible] এবং মুদ্রার [illegible] বৃদ্ধি [illegible] সুপারিশ [illegible] গৃহীত হয়।

কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় যে, এক [illegible] মুদ্রা [illegible] বর্তমানে [illegible] লক্ষ [illegible] হইবে [illegible] মুদ্রা [illegible] করিতে হইবে। কমিটি [illegible] যে, মুদ্রা [illegible] মুদ্রা [illegible] হইবে।

কমিটি [illegible] মুদ্রা [illegible] চেষ্টা করিতে পারেন [illegible] সরকার মুদ্রা [illegible] হইতে [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] করেন।

ভারতের [illegible] শুধু পূর্ববঙ্গে পাঠাইতে হইবে

[illegible] ভারত সরকারের [illegible] জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান [illegible] হইতে যে [illegible] করিতে [illegible] হইয়াছিল, তাহা শুধু পূর্ববঙ্গেই [illegible] থাকিবে।

তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস করিবার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে [illegible] ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত [illegible] করিতে হইবে।

'এক দর' শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন

গত ৬ই অক্টোবর [illegible] পাকিস্তান [illegible] শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন, [illegible] কর্মচারীদের [illegible] এবং [illegible] ব্যক্তিদের [illegible] সরকারী [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] একটি [illegible] [illegible] গঠন [illegible] একটি [illegible] [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] ১৯৪৯ [illegible] ভারতের [illegible] কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল [illegible] কিন্তু দুইটি কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল [illegible] একটি [illegible] ট্রাইব্যুনাল [illegible] হইয়াছে।

[illegible] এবং [illegible] গ্রহণ করা হয়।

[illegible] ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা

[illegible] ব্যক্তিদের [illegible] একটি [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] যে, এই [illegible] টাকা [illegible] হইবে এবং [illegible] টাকা [illegible] হইবে এবং [illegible] ব্যবস্থা করা হইবে।

আশ্রয়প্রার্থী সম্পত্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের নূতন অর্ডিন্যান্স

ভারত সরকার গত [illegible] অক্টোবর আশ্রয়প্রার্থী সম্পত্তি সম্পর্কে [illegible] একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। [illegible] আশ্রয়প্রার্থী সম্পত্তি সম্পর্কে [illegible] ছিল। কেন্দ্রীয় অর্ডিন্যান্স [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] হইল। এই অর্ডিন্যান্সের [illegible] হইতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, [illegible], ত্রিপুরা ও [illegible] বাদ [illegible] হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় [illegible] কোন ব্যক্তি [illegible] করিলেই তাহাকে "আশ্রয়প্রার্থী" বলা হইবে। [illegible] কোন কোন [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] সময় [illegible] করিলে [illegible] আশ্রয়প্রার্থী বলিয়া গণ্য করিবেন।

নূতন [illegible] নূতন অর্ডিন্যান্স [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] নূতন [illegible] (ক) (২) [illegible] পাকিস্তান [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] যে [illegible] আশ্রয়প্রার্থী [illegible] করা হইয়াছে ও [illegible] পাকিস্তানের [illegible] আশ্রয়প্রার্থীর [illegible] সম্পত্তি [illegible] করিয়াছে। কোন [illegible] যদি পাকিস্তানে [illegible] সম্পত্তি [illegible] আশ্রয়প্রার্থী বলা হইবে না। পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি [illegible] আশ্রয়প্রার্থী হইয়া [illegible] কোন [illegible] নাই। যদি কোন ব্যক্তি পাকিস্তানে [illegible] সম্পত্তি [illegible] পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি [illegible] নূতন অর্ডিন্যান্স [illegible] "আশ্রয়প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক" বলা হইবে। [illegible] পাকিস্তানে [illegible] টাকা [illegible] পাকিস্তানের কোন সম্পত্তি [illegible] কোন সম্পত্তি [illegible] আশ্রয়প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক বলা হইবে। [illegible] আশ্রয়প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তির সম্পত্তি [illegible] অধিকার নাই।

(২) পাকিস্তানে [illegible] কোথাও কোন [illegible] নাই। [illegible] পাকিস্তানে [illegible] টাকা পাঠাইতে পারা যাইবে। [illegible] আশ্রয়প্রার্থী সম্পত্তি [illegible] সম্পত্তি [illegible] অথবা পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি [illegible] সম্পত্তি [illegible] আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি [illegible] হইবে। [illegible] পাকিস্তান সম্পত্তি [illegible] [illegible] হইবে।

সম্পত্তি [illegible] হইয়াছে। কোন আশ্রয়প্রার্থীর সম্পত্তি [illegible] করা হইবে না। [illegible] সম্পত্তি আশ্রয়প্রার্থী সম্পত্তি [illegible] হইবে না। [illegible] কোন কোন [illegible] সম্পত্তি [illegible] যাইতে পারে। [illegible]

থাকিলে কোন কোন ক্ষেত্রে [illegible] হইতে হইবে, [illegible] হ্রাস হইবে। কিন্তু [illegible] পুনর্বিবেচনা করিবার [illegible] [illegible]

পাকিস্তানী মুদ্রা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষণা

পাকিস্তানের [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] আমাদের [illegible] হইবে।

৫৫টী ভারতীয় দ্রব্যের উপর শুল্কহার হ্রাস দাবী

পাকিস্তান সরকারকে ভারতীয় [illegible] উপর [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন। এই নূতন [illegible] বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যের উপর [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] পূর্বে [illegible] করিয়াছিল। এই [illegible] বিভিন্ন প্রকারের [illegible] [illegible] করিয়াছেন, আমুদানী [illegible] [illegible] নিষ্ঠুরতার [illegible] বিভিন্ন প্রকারের [illegible] [illegible] পাকিস্তানী মুদ্রা [illegible] আমাদের মুদ্রা [illegible] [illegible] বিভিন্ন প্রকারের [illegible] [illegible] উদ্ভূত না হইবে।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় রাখিতে অপচয় নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা

(নিজস্ব [illegible] প্রেরিত)

[illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] প্রচুর [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] আমাদের নূতন [illegible] [illegible] হইবে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত [illegible] বলিয়াছেন, 'আমাদের [illegible] এবং [illegible] [illegible] অবশ্য [illegible]।

শ্রীযুক্ত [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] [illegible] করিতে হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] [illegible] এই সম্পর্কে [illegible] [illegible] বিবেচনা করা যাইবে।

অপচয় নিবারণের [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] করা যাইবে।

উক্ত [illegible] স্বীকার করিয়াছেন যে, [illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] হইবে। কিন্তু [illegible] [illegible] করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত [illegible] অস্বীকার করেন।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যে পরিস্থিতির [illegible] [illegible] [illegible] 'এক দর' [illegible] [illegible] [illegible] এই 'এক দর' [illegible] [illegible] পারে।

অর্থলোক

দুই মুদ্রার বাজারে অচলাবস্থা

পাকিস্তানী টাকা ও ভারতীয় টাকার [illegible] একেবারে [illegible] উল্টাইয়া এবং অধুনা পাকিস্তানের পক্ষে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। গত সপ্তাহে পাকিস্তানী ১০০, টাকার দর স্থির [illegible] ভারতের ১০৫, টাকা। কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে ঐ দর আরো হ্রাস পাইয়াছে ১০১, টাকা এবং ঐ দরে খুব কম কারবার হইয়াছে। পাকিস্তান সরকার সেইজন্য টাকার বিনিময় সম্পর্কে স্থায়ী [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না বলিয়া তাঁহারা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবে না বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানী ব্যবসায়ী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবসায়ীদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। ফলে কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। বর্তমানে দুইটি বিবাদমান রাষ্ট্র না দেখাইয়া কেহই সহজে টাকা পাঠাইতে পারিতেছে না।

যে যাহা হউক ভারতীয় টাকা ও পাকিস্তানী টাকার যে "খোলা বাজার" গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে কাজ কারবার বেশী হউক না কেন তাহাতে দুই ডমিনিয়নের আমদানি-রপ্তানির [illegible] [illegible] ব্যাহত হইতেছে না। কারণ এখন টাকার বিনিময় ব্যবস্থা [illegible] এবং [illegible] [illegible] ঐ ব্যাপারে কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া "খোলা" বাজারে ভারতীয় টাকা ও পাকিস্তানী টাকার বিনিময় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবসান করিতে সক্ষম এবং যাহা হইতেছে তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়। আমাদের বিশ্বাস [illegible] দিন এইরূপ বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে অতি শীঘ্রই পাকিস্তানী মুদ্রার পরিমাণ [illegible] হইয়া পড়িবে এবং [illegible] [illegible] এই "খোলা" বাজার বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই দুই ডমিনিয়নের মধ্যে কোন পক্ষ এই "খোলাবাজারে" বেশী লাভবান হইবে তাহা বলা কঠিন। তবে ভারত সরকারের মনোভাব দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহারা এই ব্যাপারে একদম নির্লিপ্ত আছেন এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ মনে করেন যে [illegible] স্বাভাবিক বিচারে পাকিস্তানী টাকার যে মূল্য নির্ধারিত হইবে তাহাতে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে তাঁহাদের আপত্তি করার কোন কারণ নাই। কারণ তাঁহারা স্থির নিশ্চিত যে পাকিস্তানের নির্ধারিত মূল্যে (পাকিস্তানী ১০০, টাকার পরিবর্তে ভারতীয় ১৪৪, টাকা) [illegible] স্বাভাবিক [illegible] চলিবে না। পাকিস্তান কিন্তু সেই কারণেই এই খোলা বাজার সম্পর্কে বিচলিত হইয়াছে এবং তাঁহারা এই খোলা বাজারকে বিশেষ বিষদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অথচ এই ব্যাপারে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিতেছেন না। পাকিস্তান সরকার [illegible] [illegible] পড়িয়াছেন তাহা [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক মুখপত্র "ইকনমিষ্ট" পত্রিকার [illegible] হইতে দেখা যায় এবং আমরা এই বিষয়ে তাহার নিম্নলিখিত বিবৃতি তুলিলাম। "খোলাবাজারে" [illegible] মূল্য পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানীদের পক্ষে অনেক বেশী।

পাকিস্তানের "ইকনমিষ্ট" পত্রিকা মন্তব্য জানাইয়াছেন, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করায় পাকিস্তান এক "গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটে" পড়িয়াছে। অথচ মূল্য হ্রাস না করিয়া রপ্তানি বাণিজ্য [illegible] [illegible] হইতেছে আসল সমস্যা। পাকিস্তান যদি তাহাতে সক্ষম হয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি [illegible] সমস্যা তেমন বিশেষ সমস্যা থাকিবে না। বর্তমানে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাতে পাকিস্তান ব্যবসায়ীরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা গভর্ণমেন্টের নির্দেশ প্রত্যাশা করিবেন, না স্বাধীন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিন্তা করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তথাপি [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] হইতে যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, সে সম্পর্কে [illegible] লিখিয়াছেন যে, এ বিষয়ে পরামর্শ খুবই সহজ। একটা [illegible] দর পড়তা ১০, টাকা বেশী দিলে যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে, সে সম্পর্কে পাকিস্তান [illegible] পরামর্শ দিতে পারিলে পাকিস্তানের [illegible] খুশী হইবেন।"

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে পাকিস্তানের প্রধান দুটী [illegible] [illegible] সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার পর এবং [illegible] একটি সরকারী [illegible] অবলম্বন করিয়া [illegible]। সম্ভবতঃ তাঁহারা পাটের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, এবং সরকার [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পাট ক্রয় করিয়া [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible] বিভাগে যে দুটি কর্পোরেশন গঠন করিয়াছেন [illegible] পাট ক্রয় করিবেন এবং ঐ দুটী কর্পোরেশনে [illegible] [illegible] নিযুক্ত করা হইবে এবং ঐ [illegible] দুইটি [illegible], দুইটি [illegible] এবং দুইটি বাণিজ্যিক [illegible] প্রতিনিধি [illegible] হইয়াছে। একটি বিভাগ [illegible] বাজারে ক্রেতা [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং আগামী [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইতে [illegible] দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোন [illegible] [illegible] পাকিস্তানী টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে। তাহার পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই এবং [illegible] [illegible] [illegible] পাট [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] পাট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সেইজন্য কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] হইবে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। সেইজন্য পাকিস্তান [illegible] পাট [illegible] নীতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়।

টাকার বাজারে [illegible] [illegible] [illegible] বর্তমান এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেশী। পাকিস্তানের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য [illegible] [illegible] বিভিন্ন বাজারে [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করিয়াছে। চিনির দাম মণ প্রতি [illegible] [illegible] হইতে [illegible] দরে প্রায় [illegible] বোস্তা [illegible] [illegible] [illegible] পাইয়াছে। চিনির দাম [illegible] [illegible] [illegible] চিনি [illegible] করিয়া [illegible] কোটি [illegible] বোস্তা চিনি বিক্রয় করিয়াছেন। [illegible] [illegible] ঘোষণা করিয়াছিলেন যে [illegible] [illegible] [illegible] বোস্তা [illegible] চিনি বিক্রয় করিবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] টাকায় [illegible] বোস্তা চিনি বিক্রয় করিয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] কোটি টাকা [illegible] পাইয়া [illegible] কোটি টাকা পরিমাণ [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] রক্ষিত কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া টাকা [illegible] রক্ষিত টাকার পরিমাণ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া কোটি [illegible] টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলির গচ্ছিত টাকার পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] [illegible] কোটি টাকা।

আলোচ্য সময়ের মধ্যে [illegible] সরকারের [illegible] টাকার [illegible] বিক্রয় হইয়াছে [illegible] [illegible] দিয়াছে।

বেশি মাইল চলে
একেবারে
নতুন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও
বাস টায়ার

[illegible] প্রেস, ৯৫, [illegible] দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগত লিঃ এর পক্ষ হইতে [illegible] কর্তৃক [illegible], ২০/১, [illegible] রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত।
যুগ্ম-সম্পাদক :—শ্রী[illegible]।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৬ই কার্তিক, ১৩৫৬ ; ২রা নভেম্বর, ১৯৪৯ [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৭২৩	শেয়ার বাজার	৭২৮
নিঃস্ব ভারত !		নিম্নাভিমুখী ও হতোদ্যম	
প্রাসঙ্গিক	৭২৬	অর্থলোক	
তুলার চাষ বাড়াও, নূতন বীমা বিল,		দুর্লভ মুদ্রার সংকট !	
পণ্ডিতজীর সফর, রেলওয়ে প্রসঙ্গ,		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
পৌরপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের অবসান		আগামী সনের চিনির দর	
		সংবাদ সংকলন	৭৩২

নিঃস্ব ভারত !

পাউণ্ড ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের ফলে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারার্থে বৃটেন সরকারী ব্যয়হ্রাস পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং শ্রমিক সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চলতি বৎসরের বাজেটে মোট ৩৫১ কোটি পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ২৮ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৮.০ শতাংশ বিভিন্ন খাতে ব্যয়-হ্রাস করা হইবে। ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতেও এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ ও পত্রিকা কথা তুলিয়াছিলেন যে ভারত সরকারের পক্ষেও সরকারী ব্যয় হ্রাসের পথ গ্রহণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। সরকারও বৃটেনকে সর্বসময়ে অনুসরণ করার পূর্বাপর অনুসৃত নীতি হইতে সরিয়া না যাইয়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহাদের কেন্দ্রীয় বাজেটে চলতি বৎসরে যে ২১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল তাহার পরিমাণ এক বৎসরে ৪০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরেও ৮০ কোটি টাকা হ্রাস করা হইবে। অর্থাৎ বৃটেন যেখানে ৮.০ শতাংশ ব্যয় হ্রাস করিয়াছে ভারত সরকার সেইস্থলে প্রথম বৎসরে ১৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৩৮ শতাংশ ব্যয় হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সরকারের এই ঘোষণা প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গত সপ্তাহে বৃটিশ অর্থসচিব পার্লামেন্টে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের কিস্তি পূর্বেকার সমপরিমাণে পরিশোধ করিতে পারিবেন না এবং কতটা পরিশোধ করিবেন তাহাও তিনি প্রকাশ করেন নাই অর্থাৎ ভারত সরকারের ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিতে পারিলাম বৃটেনে আমাদের মজুত পাওনার পরিমাণও নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে টাকার মূল্য হ্রাসের অনুকূলে সরকারী পক্ষ হইতে আমাদের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল যে ষ্টার্লিং তহবিল বজায় রাখিবার জন্যই সরকার ষ্টার্লিংয়ের সাথে সাথে টাকারও মূল্যহ্রাস করিতে "বাধ্য" হইয়াছেন। ঐ তহবিলের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কত কল্পনা করিয়াছি, ভারতের দ্রুত শিল্পপ্রগতির স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু বৃটিশ অর্থসচিবের ঐ উক্তিতে আমাদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়াছে। অবশ্য এমন বলা হইবে যে স্যার ষ্টাফোর্ড ষ্টার্লিং তহবিল আত্মসাৎ করিবেন বলেন নাই, তিনি শুধু বৃটেনের বর্তমান অসামর্থ্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের

বহুল পরিমাণে বৃটিশ একচেটিয়া কিছু ব্যবসা করিলে [illegible] জন পরিচালনা করিতে পারিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত এবং ১৯৫১ সালে বৃটিশ মালিক [illegible] প্রথম দল পরিচালনা করিয়া যেভাবে অপসারিত হইয়াছিল ভারত ও অন্যান্য শাসনকর্তাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হইবে আশা করা নিশ্চিন্ততা ছাড়া আর কিছু নহে। তাহারা যদি কোন বন্দরে বন্দীদল ক্ষমতা দখল করিতে পারে তাহা হইলে ত কথাই নাই।

সে যাহা হউক, বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পাঁচসালা বিভিন্ন প্রাপ্তি অনিশ্চিত এবং ঐ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সাম্প্রতিক ব্যয়হ্রাস পরিকল্পনার ফলাফল কি হইবে তাহাই বিচার্য। প্রথমতঃ আমরা দেখি সরকার বৃটেনের সঙ্গে ভারতের পক্ষে ব্যবস্থা নয় [illegible] কারণ বৃটেনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আমাদের তুলনায় এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ। সরকারী ব্যয় প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসার পরামর্শ ও ঔষধ, বাড়ীভাড়া ও [illegible] সামাজিক বৃদ্ধি, বড় বড় শিল্প এবং [illegible] বৃটেনের ২৬ বৃহত্তম বন্দরে এবং সর্বোপরি [illegible] জনসাধারণের জনকল্যাণ সাধক ব্যয় কিছু [illegible] (বার্ষিক ৭৬ কোটি পাউন্ড অর্থাৎ [illegible]) সরকারী ব্যয় হ্রাস করা হইতেছে [illegible] জনসাধারণের জীবনযাত্রার [illegible] রাখিয়াছেন [illegible] বৃটেনকে ভারতের সহিত তুলনায় "[illegible]" বলিয়া যে যুক্তি তাহা বড় হইলে বিচার অনুরূপ নহে [illegible] বৃটেনের এই সাধারণ ও [illegible] মোকাবেলা বৃটেনের [illegible] বিদেশ করিয়া বাণিজ্য [illegible] সমান লোকদের "[illegible]" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

অপরপক্ষে বৃটেনের সহিত ভারতের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ লোক ভারতবর্ষে [illegible] জন নিরক্ষর, সাধারণ সমস্ত মানুষের নানাবিধ সুখসুবিধা হইতে বঞ্চিত এবং শিক্ষা ও [illegible] অভাবে প্রায় পশুজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।

একদিন ভাবিয়া আসিয়াছিলাম বিদেশী শাসন অপসারিত হইলেই আমাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া যাইবে, শিক্ষা ও শক্তিতে পৃথিবীর সভ্যতম মানুষের সহিত পাল্লা দিতে আমরা সক্ষম হইব। যে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ সভ্যতার উৎকর্ষে আরোহণ করিয়াছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবাসীও সেই যন্ত্রকে করায়ত্ত করিয়া বিপুল সম্ভাবনা ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে। ভারতের লোকবল ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের সাহায্যে যে সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিবে তাহা অন্যান্য দেশের ঈর্ষার বস্তু হইয়া উঠিবে। এই স্বপ্নে মশগুল হইয়া আমরা শত দুঃখলাঞ্ছনাকে বরণ করিয়াছি, চরম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, বিদেশী শাসন পাশ মুক্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার [illegible] পরেও আমরা দেখিতেছি আমাদের মহামূল্য [illegible] দিনের পর দিন দূরেই [illegible] পড়িতেছে এবং একটা অসহায়ভাবে ভবিষ্যতে [illegible] ও উদ্বিগ্ন চিন্তায় দিন কাটাইতে হইতেছে।

এই অবস্থায় দেশের সর্বপ্রধান শিল্প উৎপাদন একমাত্র পথ ভারতে [illegible] দিন দিন [illegible] দেশের কর্ণধারগণ [illegible] বারে বারে জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে তাহারা দেশের শিল্পায়নের পরিকল্পনাগুলি চালু করিতে পারিলেই দেশের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে এবং সেই ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় দেশবাসী দুঃসহ সহিয়া ও অভাবের মধ্যে বেকারের স্রোত সহ্য করিয়া [illegible] নাই। অধিকন্তু বিপুল করের ভার বহন করিতেছে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে তাহাদের দুঃখকষ্ট অবসান হইবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই বরং সরকার যে পথে অগ্রসর হইতেছেন সেই পথে ভারতের প্রগতির পরিবর্তে দুর্গতির মাত্রাই বাড়িতেছে।

সরকারী ব্যয়হ্রাস পরিকল্পনার পূর্বাভাস পাইবামাত্র আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এখন তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইতিমধ্যে অর্থসংস্থান বা মূলধনের অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট পরিকল্পনাগুলির মধ্যে হ্রাস পাইতে পাইতে এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে পূর্ববর্তী বিদেশী শাসন কালের পরিকল্পনার তুলনায়ও তাহা ক্ষীণ সংখ্যা হইয়া পড়িয়াছে। বহুল প্রচারিত দেশ উন্নয়ন বিভাগের শিল্প সমবায় [illegible] ১৯৫১ সালেরও অনেক পিছাইয়া পড়িবে। আপাততঃ [illegible] কলকজা) প্রস্তুত করিয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অধিকার ভারী শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা এখনও সাধারণের অজ্ঞ এবং সরকারী ফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এমনকি ক্ষুদ্র কলকজা (Machine Tool) নির্মাণের পরিকল্পনাও বৃটিশের [illegible] সীমাবদ্ধ। [illegible] ১৯ শতকে যে পরিমাণ ভারতের যেসব সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইত তাহাও আজও [illegible] বৎসরের মধ্যে ভারতের আলো দেখিবে না। যেসব সম্প্রদায়ের পরিকল্পনায় সরকার এখনও হাতে দিতে অসমর্থ বলিয়া জানাইয়াছেন এবং সেগুলি অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্তই সরকার দেশবাসীকে আভাস জানাইয়া দিয়াছেন। সরকার জানাইয়াছেন তাঁহারা নিতান্ত দুঃখের সহিত এই সব পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়াছেন, কারণ অর্থাভাব।

কিন্তু এই অর্থাভাবের কারণ কি? সত্যই কি ভারত এতই নিঃস্ব যে সাধারণ কয়েক শত কি সহস্র কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা চালু করিবার মত শক্তি ভারতের মত বিশাল দেশের নাই? বৃটেন ও আমেরিকার অনগ্রসর [illegible] ভারতের বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে অবগত সেখানেই ও আমাদের সতর্ক করিয়াছিলেন। তাঁহারা আজ অবস্থায় আসীন হইয়া পূর্বেকার আমলাতান্ত্রিক সরকারের সহিত সুর মিলাইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব কি ক্ষুব্ধ হইব ভাবিয়া পাইতেছি না।

ভারতের নিজস্ব অবস্থা যে একথা নিয়া তাহা একটু তলাইয়া দেখিলে পরিস্কার বুঝা যাইবে এবং অতিরিক্ত অর্থভারের কারণ যে সরকারী কর্তৃপক্ষ ও মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না। ব্যাঙ্কের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে গত একবৎসরের মধ্যে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীরা সরকারকে (১৯৫৮ সালে) ৫০০ কোটি টাকার কম আয়কর ফাঁকি দিয়াছে। এই বৎসর শুধু শেয়ার বাজারে দরের কারসাজি করিয়া দুই ব্যবসায়ীরা দুই তিন মাসের মধ্যে ১০০ কোটি টাকার মত মুনাফা লুটিয়াছে—সরকার এই টাকার এক কপর্দকও উদ্ধার করিতে পারেন নাই। চোরাকারবার ও অন্যান্য গর্হিত উপায়ে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে ১০০০ কোটি টাকার উপর। সরকার ঐ অর্থ দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে নিয়োজিত করিবার জন্য ব্যবসায়ীদের সম্মত করাইতে পারেন নাই। দেশীয় ধনপতিদের নিকট সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কার-সোনারূপা ইত্যাদির পরিমাণ কয়েক শত কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। শুধু ব্যাঙ্কমালিকদের নিজেদের নিকট সঞ্চিত অর্থ ও অলঙ্কার প্রভৃতির মোট মূল্য কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকার মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। স্বভাবতই সরকার অনায়াসেই ঐ সমস্ত সম্পদ দেশীয় ধনপতিদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহারা কি দেশীয় ধনপতিদের ঐ ধনভাণ্ডারের এক অংশ দেশের শিল্পায়নের কাজে আবশ্যক মতে নিয়োজিত করিতে রাজী করাইতে পারেন না? তাহারা ঐ ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে পর্যাপ্ত হিসাবপত্র আদায়ও করিতে রাজি নহে। অন্যপক্ষে দেশীয় ধনপতিরা এবং দেশের ধনিকশ্রেণী আজ দেশের চরম দুর্দিনেও যদি দেশের উন্নতির জন্য অর্থ প্রদান না করেন তবে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিবে ঐ ধনভাণ্ডারের প্রকৃত মালিক কাহারা এবং তাহার ফলে যে সকল অসুবিধাসমূহের দেখা দিবে তাহার বিষয় কম কি হইবে তাহা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও চীনের উদাহরণ দেখিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

অন্যপক্ষে ধনপতিরা যদি শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে তাহারা নিজেরা যেমন অধিকতর লাভবান হইবেন তেমন দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পাইবে, অর্থনীতিও সুদৃঢ় হইবে। ভারতের মত দেশের পক্ষে ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থ অব্যবহার্য পড়িয়া থাকা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতা ও মারাত্মক তাহা বুঝিতে সরকারী মন্ত্রীদের কতদিন লাগিবে? তাহাছাড়া দেশীয় ধনপতিরা ([illegible]) বিনা পরিশ্রমে বৈদেশিক সরকারের নিকট হইতে বা বহিস্থ দেশবাসীর পকেট হইতে প্রায় ১০ কোটি টাকার মত লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন। দেশের জনসাধারণের যদি আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে কতদিন দেশবাসী ঐ বোঝা বহন করিতে পারিবে তাহা আমাদের রাষ্ট্রকর্তাদের এবং শাসনকর্তাদের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সরকারের সহিত একমত। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার জন্য সরকার উহার পরিকল্পনাগুলি পরিচালনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা বা সাধারণ দেশবাসী একমত নহি। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ও বাহুল্য সরকারী দপ্তরগুলিতে প্রথমতঃ হাত দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক দপ্তরের কথাও বিশেষ প্রযোজ্য। ভারতীয় দূতাবাস যেভাবে তাঁহারা বিদেশে থাকিয়া দেশবাসীর অর্থে উচ্চ মানের জীবন যাপন সমর্থন করেন তাহা নিয়মের বিরুদ্ধ। এছাড়া সরকারী বাসস্থানাদির ও অতিথিশালার জন্য কি পরিমাণ অর্থ বিনিময় দিতে ব্যয় হইতেছে তাহা দেখিলেই নূতন কোন্সিল ও বিভিন্ন বিষয়ে বিদেশে প্রতিনিধি (delegation) প্রেরণের অবস্থা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

সর্বশেষে বৃটেনের সঙ্গে ভারতীয় আর্থিক যোগসূত্রের ফলে আমরা যে চারিদিকে অতিরিক্ত চাপিয়াছি তাহার প্রতিফল আমরা করিবার মত মনোবল আমাদের শাসকগোষ্ঠী এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে বৃটিশ প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইবে। তদার বর্তমান অবস্থা যাহাই হউক না কেন বৃটেনের সহায়তা করিতে দিয়া আমরা এখন বেশী দরে বৃটিশ মাল আমদানি করিতে বাধ্য হই অথচ আমাদের রপ্তানি রোধ না করিবার সমস্ত প্রকার ভুল চাতুরী বৃটিশ সরকার প্রকাশ্যভাবেই করিতেছে আমরা তাহার অন্যায় [illegible] হইয়া আছি। বৃটিশ যদি তাহার দেনা পরিশোধ না করে বা অসমর্থতা জানায় তাহা হইলে ভারতে যে বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত আছে তাহা সরকার কর্তৃক দখল করার ব্যাপারে চুক্তি রহিয়াছে, কিন্তু সরকার সেদিকে অগ্রসর হইবেন না, বৃটেনকে কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট করিতে নারাজ। অর্থাৎ বিদেশে আমাদের সোনার টুটি চাপিয়া আমাদের নিকট হইতে তাহাদের মালের জন্য অতিমূল্য আদায় করিবে, আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা কিছুতেও আদায় করিতে পারিব না। দেশে বিত্তশালীদের যে সঞ্চিত সম্পদ অব্যবহৃত রহিয়াছে তাহাতে হাত দিব না, উপরন্তু সরকারী কর্মচারীদের উচ্চ পারিশ্রমিক দিতেই হইবে থাকিবে সরকার তাহাদের পোষণ করিয়া চলিবেন। সেই ক্ষেত্রে ভারত সরকার যে "দেউলিয়া" হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? বহু প্রত্যাশিত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া ছাড়া সরকারের আর পথ কি থাকিতে পারে! করভার চাপাইয়া আর দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থাদায়ের পথ যে বন্ধ তাহা সরকার বুঝিয়াছেন।

প্রাসঙ্গিক

তুলার চাষ বাড়াও

[illegible]

নূতন বীমা বিল

[illegible]

পণ্ডিতজীর [illegible]

[illegible] পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] বিশেষ কিছুই নাই। আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] অধিকাংশই গ্রাহকদিগের বিভিন্ন আবেদনের অনুকূল হইয়াছে এবং আমরা অনুসারে চলিতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব আমাদের অর্থ যাহা প্রয়োজন তাহা আমাদের করিতে হইবে, [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] আর কিছু পরিমাণে দৈন হইয়াছে। সুতরাং আর উপায় [illegible] তাহা [illegible] নাই। আমাদের সমস্ত ক্ষমতানুযায়ী সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান যে সব প্রকাশ করিতেছেন তাহার জন্য কিছি আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] হউক। আমেরিকার সহিত [illegible] সম্পর্কস্থাপনে যে আবহাওয়ার [illegible] [illegible] [illegible] হইবে এরূপ আমরা সর্বান্তঃকরণে আশা করি।

রেলওয়ে বাজেট

এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদান [illegible] রেলওয়ে সচিব শ্রীযুক্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার প্রকাশ করিয়াছেন যে, রেলওয়ে বিভাগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৭.৫০ কোটি টাকা [illegible] সম্ভব হইতে পারে। [illegible] শ্রেণী বিভাগের [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। তাই [illegible] শ্রেণীবিভাগের [illegible] করিবার [illegible] গৃহীত হইয়াছে। আগামী [illegible] [illegible] হইতে দুই [illegible] [illegible] শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইবে। একটি হইবে পুরাতন আমলের দ্বিতীয় শ্রেণী; তাহার [illegible] [illegible] থাকিবে। আর একটি হইবে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী,—পুরাতন মধ্যম শ্রেণীর [illegible] [illegible]। তাহা ছাড়া প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী যেমন আছে তেমন থাকিবে। 'জনতা গাড়ি' এর [illegible] [illegible] সরকার [illegible] করিবেন।

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত [illegible] [illegible] রেলওয়েকোম্পানির [illegible] গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহার ফলে রেলওয়ে [illegible] [illegible] [illegible] আসিবে। তবে পরিচালন প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা হ্রাস করা হইবে।

সরকার আশা দিয়াছেন, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] লোকোমোটিভ ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যেই চালু হইবে। সরকার আশা করেন ঐ সময়ের মধ্যে [illegible] [illegible] লোকোমোটিভ নির্মিত হইতে থাকিবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] হইয়াছে। কিন্তু [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে না। আর যদি [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫০ এর পূর্বে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের আপত্তির কোন কারণ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, যাঁহাদের আপত্তির কারণ আছে তাঁহাদের সংখ্যা কত হইবে? এ সব সহজ জিজ্ঞাস্য। কিন্তু তাঁহারা থাকিবেন কোথায়? বেসরকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলিতেছে। তাঁহাদের [illegible] যাহা [illegible] তাঁহাদের জন্য কোনও [illegible] সৃষ্টি [illegible] করিয়া! সরকারের [illegible] কি আছে জানি না। কিন্তু [illegible] [illegible] কঠিন সমস্যা [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবশ্যই [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন না। [illegible] কোন [illegible] হইতে [illegible] মনে হয়।

সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা দিয়াছেন। অতএব [illegible] [illegible] যদি [illegible] করিতে হয়, তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বিষয়ের [illegible] [illegible] যেন [illegible] না পড়ে এইটুকুই অনুরোধ।

পৌরপ্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর অবস্থান

[illegible] [illegible] [illegible] হইতে পৌরপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মীদের [illegible] [illegible] হইয়াছে। যাঁহাদের মূল [illegible] হইল :

(১) যে সকল কর্মীর বেতন তিন শত টাকার অধিক নহে তাঁহারা [illegible] [illegible] হইতে [illegible] কালীন [illegible] ভাতা হিসাবে এক বৎসর [illegible] ৫০ টাকা করিয়া পাইবেন।

(২) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ সময়ের কোন বেতন পাইবেন না।

(৩) পৌরপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কর্মী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন কর্মই [illegible] হইবে না।

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বেতন ২৫ টাকা হিসাবে এবং [illegible] বেতন ১৫০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত দেওয়া হইবে। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেওয়া হইবে।

নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া আমরা পৌরপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মীদিগের এই দাবী সমর্থন করিতে পারি না। হিসাব করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] করিয়াছেন তাহা সকলই [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহারা যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। পৌরপ্রতিষ্ঠানের আগামী ১৯৪৯-৫০ সনের [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০০ লক্ষ টাকা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিবেন।

শেয়ার বাজার

নিম্নাভিমুখী ও হতোদ্যম

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

গাড়ীতে আমার যথেষ্ট বল আছে স্বীকার করছি, কিন্তু তাই বলে সব কাজ আমাকেই করতে হবে আর আমার সাথীদের দু' জন পায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, তা তো আর হয় না। আমার কাছ থেকে যদি ভালো কাজ পেতে চান তবে মালের ভার আমাদের সকলের উপরেই যাতে সমান পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এতে চাকাদের আয়ু বাড়বে।

মালের ভার চার চাকার যেন সমান পড়ে

ডানলপ

DCE 10

অর্থলোক

সুলভ মুদ্রার সংকট ?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

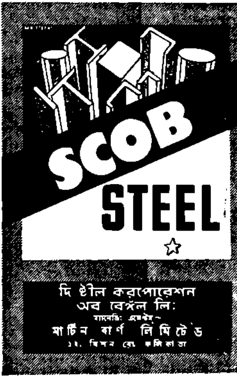

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস্—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

[illegible] ১৯৫১ সালের [illegible] পৌঁছিয়াছে।

[illegible]

* * * *

[illegible] ছিল না।

* * * *

[illegible] কোটি টাকা হইয়াছে।

[illegible] কোটি টাকা হইয়াছে।

[illegible] বাজারে বিক্রয় করিয়াছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

আগামী সনের চিনির দর

কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] ১৯৫১-৫২ সনের [illegible]

[illegible]

[illegible] অবস্থা থাকিবে।

[illegible] ঘাটতি ছিল।

পক্ষান্ত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১

প্রারম্ভিক মজুত পরিমাণ	৬,৯৭৮,০০০ মণ
উৎপাদনের পরিমাণ	৫৫,০০০ মণ
সরবরাহের পরিমাণ	১১৮,০০০ মণ
সমাপ্তিক মজুত	৬,৮৯৬,০০০ মণ

গত সনের অনুরূপ কালের হিসাব

প্রারম্ভিক মজুত পরিমাণ	৯,৮৮৮,০০০ মণ
উৎপাদনের পরিমাণ	৩৫,০০০ মণ
সরবরাহের পরিমাণ	১,২৪৭,০০০ মণ
সমাপ্তিক মজুত	৮,৬৭৬,০০০ মণ

[illegible] কোন আলোচনা হয়নাই।

চা

[illegible] ১৯৫০ [illegible]

[illegible] ছিল।

তুলা

[illegible] দেওয়া হইল :—

১৯৫১

যুক্তরাজ্য		
ইতালীয় দেশসমূহ		
চীন		
জাপান		
যুক্তরাষ্ট্র	১০,৪৮৩	১,৯৩৭
অন্যান্য দেশ	৩০০	৩৫৪
উল্লিখিত দেশসমূহ	৩,১১৬	৩,২৪৪৭

[illegible]

(শেষাংশ ৫৬১ পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে

নূতন ০·৩ গ্র্যামের ট্যাবলেট

চালু হওয়ায় আগেকার ০·১ গ্র্যামের ট্যাবলেট বাতিল হোল।

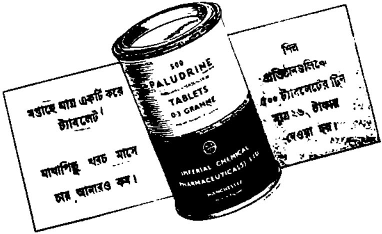
500
PALUDRINE
TABLETS
0·3 GRAMME
IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD
MANCHESTER

সপ্তাহে মাত্র একটি করে ট্যাবলেট।

মাথাপিছু খরচ মাসে চার আনারও কম।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ৫০০ ট্যাবলেটের টিন মূল্য ২৬৲ টাকায় দেওয়া হয়।

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে

'প্যালুড্রিন' *এর আশ্রয় নিন*

ট্রেড মার্ক

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচিন নয়াদিল্লী কানপুর

(পূর্বাংশ ৬০০ পৃষ্ঠায়)

বাজেট পরিমাণ ছিল ১৬৫,৯৮৭ গাঁইট। ১৯৫০ সালের [illegible], ব্যবসায়ী ও কলগুলির নিকট তুলা মজুতের পরিমাণ ছিল —৫৫৩,১৮০ গাঁইট কিন্তু গত বৎসরের পরিমাণ ছিল—৭৭২,৫৭১ গাঁইট।

উপরোক্ত মূল্যসূচক বিবরণ হইতে এতদ্দেশের [illegible] মূল্যের [illegible] পাওয়া যাইবে।

রবার

এবৎসর উৎপাদনের পরিমাণ গতবৎসর অপেক্ষা অধিক নাও হইতে পারে। তবে একটি [illegible] কারখানায় উৎপাদন শুরু হওয়ায়, [illegible] পরিমাণ হয়ত [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে। [illegible] [illegible] প্রকাশ করিতে [illegible]।

তৈল

উদ্ভিজ্জ তৈলের দর গত মাসে প্রতি মণ ৫০৲—৫২৲ টাকা উঠিয়াছে। কিন্তু গত মাসের তুলনায় উদ্ভিজ্জ তৈল, তিসি তৈল ও তিসির [illegible] কমে নাই। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহে ভেষজ তৈলের বিশেষ চাহিদা থাকায় দর চড়িয়াছে। এক বছর পূর্বে [illegible] ১০৫৲ টাকা [illegible] টন তৈল রপ্তানি হইয়াছিল [illegible]।

তৈলবীজ

চীনাবাদামের দর প্রতি মণে তিন টাকা হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নে তালিকা দিয়া প্রদত্ত হইল :—

[illegible]	(খুচরা)	বম্বে :	৩১।০ আনা	(পূর্বে ছিল ৩৩।০ টাকা)
[illegible]	(")	বম্বে :	৩৫৲ টাকা	(")
[illegible]	(নূতন)		৩০৲ টাকা	(")
[illegible]	(১৩ই নভেম্বর)		৩৮।০ আনা	( )
[illegible]	(জানুয়ারী)		৩৬।০ আনা	

খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জদ্রব্যের অধিক [illegible] সম্পূর্ণ বন্ধ আছে।

সংবাদ সংকলন

ভারত সরকারের বিপুল ব্যয় হ্রাস

২৫শে অক্টোবর খবর দিয়াছে, সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আগামী অর্থ বৎসরের (১৯৫০-৫১ সালের) বাজেটে অসামরিক ব্যয় বাবদ খাতে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে অসামরিক ব্যয় বাবদ ৩১০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়, আগামী অর্থ বৎসরের বাজেটে অসামরিক ব্যয় বাবদ ২৩০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইবে।

আরও জানা যায়, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দপ্তরে [illegible] ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তন

জানা গিয়াছে যে, সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করা হইবে না এবং তৎপরিবর্তে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে এবং সকল শ্রেণীর উপার্জনকারীর প্রতি ইহা প্রযোজ্য হইবে। যে সকল [illegible] সুবিধা পান, তাঁহাদের [illegible] বর্জিত করা হইবে। কোন শ্রেণীর উপার্জনকারীদের যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং এই উপায়ে বৎসরে ৫০ কোটি টাকা উঠানো সম্ভব হইবে। ইহা মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উপায়স্বরূপ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশানুযায়ী পশ্চিম বঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সাময়িক কার্য্যসূচী স্থির করিয়াছেন।

তদনুসারে আগামী ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি ভোটারগণের তালিকা ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইবে এবং এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারতে নূতন ইস্পাতের কারখানা

জানা গিয়াছে, ভারত সরকার যে দুইটি ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহার একটির স্থান মনোনীত হইয়াছে বিলাসপুর হইতে ৮১ মাইল দূরবর্তী ভিলাই। উক্ত নির্বাচিত স্থানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লৌহ পিণ্ড পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ [illegible] অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মিলসমূহের মজুত বস্ত্র ও সূতা

ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর হইতে নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রেস নোট প্রচার করা হইয়াছে :—

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ভারতীয় [illegible] মিলসমূহকে তাহাদের অগাষ্ট ও তাহার পূর্বের মজুত বস্ত্র ও সূতা, ১৫ই [illegible] পর্যন্ত [illegible] যেকোন ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন। মিলসমূহকে তাহাদের আগষ্ট এবং তাহার পূর্বের মজুত সূতা ও বস্ত্র [illegible] ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ক্রেতাদের টেক্সটাইল কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স থাকা চাই। মিলসমূহকে তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্র ও সূতা যে এক-তৃতীয়াংশ ভাগ তাহাদের [illegible] বণিকদের নিকট বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, টেক্সটাইল কমিশনার তাহাদিগকে তাহা হইতে যে কোন পরিমাণ বস্ত্র ও সূতা এই সকল বেনিফি ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করার অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে মজুত বস্ত্র ও সূতা এখনও পর্যন্ত সরবরাহ করা হয় নাই এবং যাহা বর্তমানে অবাধ বিক্রয়ের জন্য রাখা হইয়াছে মিলসমূহ তাহাও এই সকল ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিতে পারেন।

এই সকল বস্ত্র ও সূতা ৫ই নভেম্বরের পর ক্রেতাদের গোডাউন হইতে বাহির করিয়া মূল্য প্রদানের অভাবে না পাইলে যে কোন লাইসেন্সযুক্ত ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। বর্তমানে আমদানি ক্রেতাদের বা ব্যবসায়ীদের নিকট এরূপ কোন বিক্রয় করিবে না।

লাইসেন্সযুক্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহারা মিলগুলি হইতে অবাধ বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট বস্ত্র ও সূতা হইতে বস্ত্র ও সূতা ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা যেদিন

[illegible] দুগ্ধ স্থির করিয়া দিতে পারিবে।

চিনির সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য

১৯শে অক্টোবর [illegible] এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার আগামী মরশুমে "ই" গ্রেড চিনির সর্বোচ্চ কারখানার দর প্রতিমণ [illegible] টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত মরশুমে এই গ্রেডের চিনির দর প্রতি মণ [illegible] টাকা ছিল।

যুক্ত প্রদেশে ইক্ষুর সর্বনিম্ন দরের উপর এই মূল্য ধার্য করা হইয়াছে। গত মরশুমেও ইক্ষুর এই দরই ছিল। [illegible] আগামী মরশুমে কারখানাগুলিতে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible] নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। [illegible] থাকিবে।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য চুক্তি

[illegible] ভারত ও সিংহলের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে [illegible] একটি চুক্তি স্থির হইয়াছে।

চুক্তি অনুসারে ভারত হইতে সিংহলে কয়লা, [illegible], কাপড়, ইস্পাত, [illegible] প্রভৃতি রপ্তানি হইবে এবং ঐ চুক্তি অনুযায়ী সিংহল ভারতে [illegible] নারিকেল তৈল, [illegible], সুপারী, [illegible] রপ্তানি দিবে। এই চুক্তি উভয় দেশের সরকার অনুমোদন করিলে, ১৯৬০ সালের [illegible] হইতে [illegible] কার্যকরী থাকিবে।

ভারত-মার্কিন বিনিময় ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] সম্পর্কে [illegible] বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত ৮ কোটি ডলারের বিনিময় ব্যবস্থায় রাজী হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থার ফলে ভারত [illegible] পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১০ লক্ষ টন গম পাইবে।

চা-শিল্পে ভারত

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক [illegible] হইল ভারত। সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হিসাবে প্রকাশ [illegible] কোটি পাউন্ড [illegible] চা-বাগান আছে এবং উহাদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] পাউন্ড।

পাকিস্তানে বিভিন্ন পাটের ন্যূনতম দর ধার্য

পাকিস্তান সরকার [illegible] শ্রেণীর তোষা পাটের [illegible] ন্যূনতম দর প্রতিমণ ২৫ টাকা ধার্য করিয়াছেন। অন্যান্য শ্রেণীর পাটের দর আনুপাতিক হারে ধার্য করা হইবে। এই ন্যূনতম দর ১৯৬০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

পাটের ন্যূনতম দর ঘোষণা করিয়া সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, [illegible] পাকিস্তান সরকারের [illegible] প্রয়োজন হইয়াছে। [illegible] এবং বিদেশী [illegible] নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] ন্যূনতম দর প্রতিমণ ২৫ টাকা হিসাবে ধার্য করা হইয়াছে, অন্যান্য শ্রেণীর পাটের দর আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হইবে। [illegible] হইবে। এই দর ১৯৬০ সালের [illegible] পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পাকিস্তান সরকার আশা করেন যে, পাটের ন্যূনতম দর নির্ধারণ এবং [illegible] ব্যবস্থার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা [illegible] হইবে এবং [illegible] পাইবে।

শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা হ্রাস

এক সংবাদে প্রকাশ, গত আগস্ট মাসে (১৯৫৯) ভারতে শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা জুলাই মাসের তুলনায় [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রম-দিবস [illegible] নষ্ট হইয়াছিল। [illegible] শ্রম-দিবসের কাজ নষ্ট হইয়াছিল।

মোটামুটি গত জুলাই ও আগস্ট মাসে শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে [illegible] এবং [illegible] শ্রম-দিবসের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে [illegible] হাজার এবং [illegible] হাজার। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিপরীত। এই রাজ্যে শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা [illegible] হইতে বাড়িয়া [illegible] এবং ঐ শ্রম-দিবসের সংখ্যা [illegible] হাজার হইতে বাড়িয়া [illegible] হাজার হয়। [illegible] টি ক্ষেত্রে শ্রমিকগণ [illegible] করিয়াছিলেন এবং তাহাতে [illegible] শ্রম-দিবসের কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

আগস্ট মাসে [illegible], ইঞ্জিনীয়ারিং, খনি ও [illegible] শ্রম-দিবসের অধিক [illegible] হইয়াছিল। [illegible] শ্রম-দিবসের কাজ নষ্ট হইয়াছিল। [illegible] হইয়াছিল।

শ্রমিক বিরোধগুলির এক-তৃতীয়াংশের অধিক [illegible], ভাতা ও বোনাস সম্পর্কে এবং এক-চতুর্থাংশ ছাঁটাই ও [illegible] সম্পর্কে। আলোচ্য মাসের শেষভাগে [illegible] টি শ্রমিক বিরোধ চলিতেছিল।

সর্ব্বপ্রকার বীমার জন্য—
* জীবন
* অগ্নি
* সামুদ্রিক
* দুর্ঘটনা
* মটরগাড়ী প্রভৃতি
হাওড়া
ইন্সিওরেন্স
কোম্পানী লিমিটেড
[illegible]নং ক্লাইভ রোড, কলিকাতা—১
ফোন : [illegible]

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ছয়টি বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই ভারতের আন্তর্জাতিক পুর্নগঠন ও উন্নয়ন [illegible] হইতে [illegible] হিসাবে [illegible] কোটি হইতে [illegible] কোটি [illegible] পারিবে। এইটি পরিকল্পনার [illegible] (কেন্দ্র ও [illegible] কোটি [illegible] এবং [illegible] কোটি [illegible]) ইতিপূর্বেই [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিস্তৃত উন্নয়ন [illegible] হয় তাহাই [illegible] করা হইবে। [illegible] সকল পরিকল্পনা শেষ করা হইয়াছে, সেগুলি আগামী বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

পাকিস্তানের রেল উন্নয়ন

পাকিস্তান [illegible] এক [illegible] প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার [illegible] রেল উন্নয়ন [illegible] অনুমোদন করিবে [illegible]।

[illegible] আমেরিকাই [illegible] ।

পাট সম্পর্কে ভারতের আত্মনির্ভরতা

[illegible] যে, ভারত [illegible] পাট [illegible] উৎপাদিত হইবে যে [illegible] সেই [illegible] পাকিস্তান [illegible] মূল্য [illegible] টাকা [illegible] করিতে, [illegible] কোন পরিবর্তন হয় নাই। পাকিস্তান [illegible] করিয়াছে তাহাতে [illegible] বিভিন্ন [illegible] পাটের মূল্য [illegible] টাকা (কাঁচা পাট) [illegible]। কিন্তু ভারতে [illegible] মূল্য [illegible] টাকা ধার্য করিয়াছে। কাজেই [illegible] টাকা [illegible] পাট [illegible] করা [illegible] হইতে [illegible] হইবে না। [illegible] সরকার [illegible] হ্রাস [illegible] আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

আগামী বৎসর [illegible] পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতে ১৯৪৭ সালে ১৭ লক্ষ এবং বর্তমান বৎসরে ৪৯ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৫২-৫৩ সালের মধ্যে ভারত পাট সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে পাট [illegible] পাকিস্তানকে যে ৭০ কোটি টাকা দিতে হয় ভারতকে সেই টাকা দিতে হইবে না, অধিকন্তু [illegible] সরকার [illegible] পাটের উপর [illegible] কোটি টাকা পাইয়া থাকেন, উহারাও তাহা লাভ হইবে।

পেট্রোল ও কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি

প্রকাশ, ১লা [illegible] হইতে পেট্রোল ও কেরোসিনের মূল্য [illegible] প্রতি গ্যালনের মূল্য তিন আনা এবং প্রতি [illegible] মূল্য [illegible] আনা কিছু [illegible] বৃদ্ধি করা হইবে। ডলারের মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে।

[illegible] পেট্রোল [illegible] থাকিবে, তবে নূতন বৎসরে [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

[illegible] আমদানির হিসাব

[illegible] (১৯৫১) [illegible] হইতে ভারতে ১৬ হাজার ৮০০ টন [illegible] ১ হাজার ৮০০ টন [illegible] হাজার ৮০০ টন [illegible] আমদানি হইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমান বৎসরে ভারতে বিদেশী [illegible] আমদানির পরিমাণ [illegible] :—

[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার ৮০০ টন, [illegible] ১ লক্ষ [illegible] হাজার ৮০০ টন, [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার ৮০০ টন, [illegible] হাজার ৮০০ টন, [illegible] ১ লক্ষ [illegible] হাজার ৮০০ টন, [illegible] হাজার টন, [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার ৮০০ টন ও [illegible] হাজার ৮০০ টন।

[illegible] পরিকল্পনানুযায়ী রেলওয়ের ব্যয়হ্রাস

[illegible] রেলওয়ে [illegible] সরকারী [illegible] বাণিজ্য [illegible] অনুসারে এই বৎসর রেলওয়ে বিভাগে [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পাইবে।

রেলওয়ে [illegible] সম্প্রতি [illegible] ঘোষণা করেন যে, ১৯৫২ সালের [illegible] হইতে রেলওয়ের যাত্রী গাড়ীর বর্তমান [illegible] বিভাগ বাতিল করিয়া [illegible] ১; [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণী [illegible] ২; [illegible] ৩ (সাধারণ) এবং [illegible] এই [illegible] শ্রেণী প্রবর্তন করা হইবে।

[illegible] বলেন, [illegible] ব্যবস্থা [illegible] এবং [illegible] গাড়ী [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বলেন, রেলওয়ে [illegible] বিভিন্ন বিভাগের [illegible] কাজ [illegible] হইবে না। [illegible] বৎসর [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছে। আগামী বৎসর ঐ খাতে [illegible] কোটি টাকা [illegible] হইবে। [illegible] পরিকল্পনানুযায়ী [illegible] হইয়াছে, তাহার [illegible] আগামী বৎসরও চলিবে।

তিনি [illegible] বলেন যে, বাজেট [illegible] হ্রাস করা হইলেও [illegible] কর্মচারী ও [illegible] পরিকল্পনার কাজ [illegible] হইবে না।

[illegible] বলেন, রেল কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হইবে না। তবে কোন কারণে রেল কর্মচারী ছাঁটাই প্রয়োজন হইলে ১৯৪৫ সালের [illegible] পূর্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হইবে না।

[illegible] বলেন, ১৯৫০-৫১ সালে [illegible] [illegible] হইবে। ১৯৫১-৫২ সালে এই [illegible] বৃদ্ধি পাইবে।

বস্ত্র ও [illegible] মূল্য হ্রাস

[illegible] মূল্য [illegible] যে [illegible] হইয়াছে, সে সম্পর্কে [illegible] সরকারের [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ১লা [illegible] হইতে [illegible] হইবে, [illegible] টাকা এবং [illegible] উপর যে [illegible] মূল্য [illegible], তাহার [illegible] টাকা [illegible] টাকা হ্রাস করা হইবে।

[illegible] টাকা হইতে [illegible] টাকা পর্যন্ত হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] যে [illegible] করা হয়, তাহার পরিমাণ [illegible] এবং [illegible] মূল্য হ্রাস [illegible] হইবে। আগামী ১লা [illegible] হইতে এই [illegible] হইবে। আগামী [illegible] সরবরাহ [illegible] করা হইবে। [illegible] হইবে, তাহার পরিমাণও হ্রাস করা হইবে। [illegible] ঘোষণা করিবেন।

[illegible] প্রেস, [illegible] কলিকাতা হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষ হইতে [illegible], [illegible] কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। যুগ্ম-সম্পাদক :—শ্রী[illegible]।

" Compliments of the Editor.

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৪ সংখ্যা — কলিকাতা, বুধবার ১৬ই কার্তিক, ১৩৫৬ ; ২রা নভেম্বর, ১৯৪৯ — [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৭৩৫	পণ্যদ্রব্যের বাজার	৭৪০
কৃষি সংস্কার		মজুত চিনি নিয়ন্ত্রণ (১৯৪৯) আদেশ জারী	
প্রাসঙ্গিক ...	৭৩৮	সংবাদ সংকলন	
পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য ঘাটতি, ইন্দোনেশিয়ার আসন্ন স্বাধীনতা, মহীশূর শিক্ষা সম্মেলন, চিনি প্রসঙ্গে		শেয়ার বাজার	
		টাটা ডেফার্ডের শেয়ারে বিপর্যয়	

কৃষি সংস্কার

সম্প্রতি কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটির প্রদত্ত মূল বিবরণীর এক সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে যে পরিস্থিতি ও সমস্যার উদ্ভব হইবে, তৎসম্পর্কে তদন্ত ও পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসে শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পার সভাপতিত্বে উক্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি প্রায় দুই বৎসর যাবৎ নানারূপ তদন্ত ও বিচার বিবেচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই সুপারিশের আকারে উল্লিখিত বিবরণীতে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কমিটির কৃষি-ব্যবস্থা-বিষয়ক অর্থনীতি সম্বন্ধিত মতামত নীতি ও আদর্শের দিক হইতে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং উহার ফলাফলও যে সুদূরপ্রসারী সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে উহা সম্পূর্ণ দোষ ত্রুটি বিবর্জিত ও সর্বপ্রকার সমালোচনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত—এইরূপ একদেশদর্শী মনোভাব আর যাহাই হউক সুযুক্তি নহে। কিন্তু ভূমি-সংস্কার সাধনের বা ভূমি পুনর্গঠনের অনিবার্যতা স্বীকৃতির এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দিক হইতে কমিটির সুপারিশসমূহ যে সুচিন্তিত তাহা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

জমিদারী, রায়তওয়ারী, মহালওয়ারী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচলিত ভূমি প্রথার যৌথ [illegible] ভারতের কৃষি অর্থনীতি অচল ও দুর্বল, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি [illegible] ও [illegible] এবং কৃষক নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত—এই নিষ্ঠুর ও করুণ সত্য দলমত-নির্বিশেষে, জমিদার-প্রজা, সর্বশ্রেণী স্বীকার করিয়া থাকেন। কৃষি-প্রথায় সর্ববিধ জটিলতা, উপসর্গ ও দুর্গতিসমূহের মূলে যে ভূমি সমস্যা এবং তাহার সমাধান সম্পর্কে পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করা সত্ত্বেও সকলপক্ষ একমত। এমনকি জমিদারেরাও এখন আর জমিদার থাকিতে চাহেন না বরং সংগত 'ক্ষতিপূরণ' লাভ সাপেক্ষে জমিদারীর ঝঞ্ঝাট ও দুর্ভোগ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থী। দেশের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং ভারতীয় অর্থনীতি বস্তুতপক্ষে কৃষি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে বলিলে একটুও অতিশয়োক্তি করা হয় না। ভূমি প্রথার তথা কৃষি অর্থনীতির এই অসংগঠিত অবস্থার প্রতিকারবিধানের বহু বিশেষজ্ঞ ও [illegible] আলোচনা বহুকাল যাবৎ অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা করিয়া আসিতেছেন। তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক। [illegible]

আদর্শ হিসাবে অন্ততঃ কৃষিক্ষেত্রে কমিটির রিপোর্টের দ্বারা উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহাই এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু।

মৌলিক অধিকার ও ন্যায়ের দিক হইতে জমির প্রকৃত মালিক চাষী, মধ্যস্বত্বভোগী অথবা ধনবানের ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি নহে একথা স্বীকার করিয়া কমিটি যে অভিমত দিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে কৃষিব্যবস্থায় বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাইবে। 'লাঙল যার, জমি তার' এই আদর্শ ভারতের সর্বত্র কৃষিব্যবস্থায় বিস্তার প্রচার লাভ করিয়া নবজীবনের ও আশার সূচনা করিবে এই প্রত্যাশা দুরাশা নহে। এই সম্পর্কে চাষীর সংজ্ঞাও কমিটি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কমিটির মতে যাহারা একাদিক্রমে ছয় বৎসর যাবৎ জমি চাষ করিতেছে তাহারা যদিও জমির মালিকানা না পাইবে, তাহারা যে সকল স্থায়ী কিছুটা কায়িক পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকিবেন তাহারাও নিজে জমি চাষ করিতেছে বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার মূল কথা হইল, রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যবর্তী কোন স্বত্বভোগীর অস্তিত্ব থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জাতীয় কমিশনের বর্তমান সুপারিশ হিসাব আবাদ হইতে পারিবে কৃষকই জমির অধিকারী, রাষ্ট্র জমির মালিক এবং আইনের চক্ষে তাহা স্বীকৃত। অথচ ঐ উক্ত কমিশনের প্রস্তুত জমি চাষের হিসাবে দেখা যায় পারিবারিক কৃষাণের অধিকাংশ চাষী, বর্গাদার চাষী এবং ভাগচাষীরাই অপেক্ষা বেশী জমি চাষ করে। যেখানে আইনের চক্ষে ভূমিরাজস্ব মধ্যস্বত্ব বলিয়া কিছু নাই সেখানে উপরিউক্ত প্রথায় চাষীর অধিকার ও ব্যাপ্তি পরিমাপ হিসাবে উল্লেখ করিলেও তাহাই বাস্তব সত্য। অতএব কমিটির প্রস্তাব উদ্দেশ্য ও তাহার পাশাপাশি নির্ধারিত চাষী সম্পর্কিত সংজ্ঞার ফলে ভারতের ভূমিব্যবস্থায় যাহা দেখা দিয়াছে তাহাই কোন না কোন আকারের সর্বত্র পরিণত হইতে পারে। এই আদর্শও নিছক অনুমান নহে যে অধিকাংশের প্রথার মূলে কোন পর্যায় না কোনরূপে প্রথার আদেশ হইয়া পড়ে। কেননা কৃষিকার্যে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত এবং কিছুটা সাময়িক পরিশ্রমের কৃষক বলিয়া গণিত চাষীর সংজ্ঞা এমন ব্যাপক যে, জোতদারদের পক্ষে ঠিক অর্থের চাষী গণ্য হইতে বিশেষ বাধা থাকিবে না। বাংলার একাধারে চাষী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যে মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার বিলোপের জন্য কমিটি যাহা বাহাই নানান ছিদ্রপথে ভিন্ন আকারে মধ্যস্বত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার পথ খুঁজিয়া পাইবে। অবিরত একাদিক্রমে ছয় বৎসর যাবৎ জমিতে চাষ করিলে কোন শ্রেণীর চাষীরা কমিটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞাভুক্ত চাষী বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাও সুস্পষ্ট নহে। যে সকল চাষী জমির মালিকানা হারাইয়া ক্ষেতমজুরে পরিণত হইয়াছে, তাহাদের জন্য নির্ভরযোগ্য আইনগত বিধান ও পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠনের যে উপযুক্ত সুপারিশ কমিটি করিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে কমিটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে অন্ততঃ এই সকল ভূমিহীন কৃষকের স্থান নাই। অথচ ইহারাই ছিল একদিন স্বত্বাধিকারী চাষী। জমিদারী ও তালুকদারী প্রথার শোষণে ও পোষণে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত জমি হারাইয়া ভূমিহীন চাষীর শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া এই ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। জমিতে চাষ করার পর ইহাদের দাবী উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেখানেই ঠিক জমিতে কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া কমিটির যে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে আপাতত ব্যবস্থা হিসাবে তাহার গুরুত্ব লাঘব করা যায় না।

বাংলার কমিটি প্রস্তাবিত আর্থিক ভূমিপালিসী কমিটির নির্ধারিত মূল্যে জমিদারের নিকট হইতে জমি কিনিয়া লইতে পারিবেন—এই সর্তাধীনেই চাষী জমির মালিক হইবে। এই কথায় জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিয়া তবেই জমির মালিক হইতে হইবে। সর্বশ্রেণীর কৃষকের সেই শক্তি, সামর্থ্য ও সঙ্গতি থাকিলে কৃষি সংস্কার এই দুর্বলতা ও অসঙ্গতি ঘটিত না। ক্ষতিপূরণের এই অর্থ যে যোগাইবে তাহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত অথবা দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে সেই অর্থ আদায়ের ভার গ্রহণ হইলে স্বত্বাধিকারী সমস্ত কৃষকের আবির্ভাব আদৌ ঘটিবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় রহিয়াছে। যুক্ত প্রাদেশিক সরকার চাষীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সংগ্রহের এক অভিনব পরিকল্পনা করিয়াছেন। কার্যকালে তাহার বিফলতা ও অসারতা প্রমাণের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। ইহা খুবই সত্য যে চাষীর পক্ষে জমির নির্দিষ্ট মূল্য দেওয়াই উচিত না কেন ক্রয় করিবার সঙ্গতি নাই। সুতরাং জমিতে চাষীর অধিকার সংরক্ষণ করা ও সত্যকার অধিকার কায়েম করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিলে কমিটির সুপারিশের প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়

কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলি সম্পর্কে অনেকেই একমত হইবেন। ক্ষুদ্র জোতগুলির সমবায় ভিত্তিতে একত্রীকরণ ও চাষ-আবাদের কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে সর্বনিম্ন জোতের অধিকারীরাই কেবলমাত্র লাভবান হইবে না, কৃষিপ্রধান দেশের আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের পক্ষে একমাত্র ও অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে সমবায় পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইবে, ভারতীয় আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভূত অগ্রগতি ও দুর্দশার পরিহারের পথ প্রশস্ত হইবে, এবং উচ্চ আর্থিক বনিয়াদ সৃষ্টি হইবে। জোরপূর্বক সমবায় গঠনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবায় গঠনোপযোগী মনোভাব সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারিলেই তবেই উহা সফল ও সার্থক হইবে।

কৃষকের কাঁধের বোঝা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি খন জোতের ক্ষমতা অনুযায়ী ধারাবাহিক ভাবে খাজনার পরিমাণ কমাইয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাকে কোনরূপ ভিন্ন দৌর্বল্যের অপবাদে নিন্দিত করা যায় না। উচ্চ দ্রব্যমূল্যের যুগ বলিয়া যাহারা কৃষকের আয় বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, কৃষিজীবিদের করের বোঝা যেমন লাঘব হয় নাই তেমনি দ্রব্যমূল্য ও জীবন যাত্রার সর্ববিধ উপকরণেরও অধিকতর মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। অল্পসংখ্যক কৃষক চড়া দরের ফলে লাভবান হইলেও বিপুল সংখ্যক কৃষকের ভাগ্য উহাতেই নিষ্পিষ্ট হইয়াছে।

[illegible] [illegible] পরিচয় হইয়াছে, কেবল মাত্র অল্প সমূহ করিয়া। [illegible] একথা বলা যাইবে না [illegible] [illegible] অর্থ পরিকল্পনার ব্যবস্থা প্রয়োজনের বিরুদ্ধ কমিটি সেই সঙ্গে সুপারিশের সমর্থন করিয়াছেন। তাহারা কেন্দ্র সমূহের ক্ষেত্রে কমিটি সরকারের [illegible] [illegible] ও বিষয়ের যথাযথ [illegible] চিন্তা সমর্থন করিয়াছেন।

কৃষিসংক্রান্ত [illegible] যে সব মূল নীতির উপর কমিটি সাময়িক জোর দিয়াছেন তাহা হইতেছে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটের সুযোগলাভ, কেন্দ্রীয় [illegible] অবসান, সমবায়িক পরিচালনে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং [illegible] সমবায় ও বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন। ইহা সত্য যে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সর্বত্র একরূপ সমাধান সম্ভব বা প্রয়োজন নহে। সেই কারণে কমিটি যে মূল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা হইতেছে, কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রার একটি [illegible] মান [illegible] ও [illegible] [illegible] এবং উহারই ভিত্তিতে জমির সমস্যার বিচার ও সমাধান।

এতদ্ব্যতীত [illegible] [illegible], [illegible] পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৃষি ও শিল্পের [illegible] [illegible] তাহার সমতা রক্ষা, [illegible] কৃষি পরিচালনার [illegible] বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের মতামত ও সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। [illegible] ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনানুরূপ রদবদল করিয়া তাহার প্রয়োগ করার পক্ষে কোনই বিঘ্ন হইবে না।

কমিটির রিপোর্টে [illegible] [illegible] [illegible] অথচ কেউ [illegible] [illegible] যে [illegible] লাভ করে [illegible] বিভিন্ন হইবে [illegible] করিবে। [illegible] ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] সমস্যার [illegible] [illegible] মনে চিন্তা হইবে। এ সম্পর্কে কমিটির [illegible] সরকার বা সুপারিশের অভাবে ইহাই মনে হইবে যে কমিটি [illegible] উদ্দেশ্য হইলেও থাকার কোন পরিবর্তন হইবে না। কমিটির পূর্ণ রিপোর্টে [illegible] সম্পর্কে বিষয় আলোচিত হইয়াছে কিনা প্রকাশিত সংবাদে তাহার কোন উল্লেখ নাই। সে সম্পর্কে এইটুকু বলা চলে যে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা অনুযায়ী [illegible] যত কম থাকা [illegible] তত বেশী। [illegible] [illegible] [illegible] সর্বত্র এবং [illegible] এক রকম নহে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] যে সকল সমস্যারই বিদ্যমান।

সর্বোপরি বক্তব্য হইতেছে [illegible] [illegible] কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেসের অভিমতের [illegible] রচিত হইয়াছে। [illegible] কার্যকরী করা না করার দায়িত্ব কংগ্রেসী সরকারের উপরই রহিবে। দুর্ভাগ্যের সহিত বলিতে [illegible] সুপারিশগুলি [illegible] ও [illegible] [illegible] হইতে [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] উপরই সর্বাপেক্ষা নির্ভর করিতেছে। [illegible] সুপারিশ সুপারিশমাত্রই থাকিয়া যাইবে যদি সরকারের পক্ষ হইতে প্রকৃত কার্যকারিতার দৃষ্টি না হয়।

একেবারে নূতন ডানলপ

আর.এইচ.এস. ট্রাক ও বাস টায়ার

অনেক বেশী মাইল চলে

পুরু ট্রেড

শিরতোলা সাইডওয়ল্

অনেক বেশি ভারবাহী

লেটেক্সে ভেজানো সুতো

দীর্ঘস্থায়ী প্যাটার্ন

প্রাসঙ্গিক

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও কৃষি

পশ্চিমবঙ্গের সরকার গঠিত শ্রীযুক্ত [illegible] দেব কমিটি এক খণ্ডে বিভিন্ন [illegible] এই প্রদেশের খাদ্যশস্যের সমস্যার পরিবেশন করিয়াছেন তাহা পাঠকদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ২।। কোটি অথচ উহার আয়তন মাত্র ৩০,৭৭০ বর্গ মাইল। প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ৮০১ জনের বাস। এইরূপ ঘন বসতি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১০ লক্ষ একর জমিতে [illegible] হয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে [illegible] [illegible] [illegible] উৎপন্ন [illegible] [illegible] হয়। অথচ আমাদের প্রয়োজন [illegible] লক্ষ টন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] টন পশ্চিমবঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজন [illegible] টন [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] টন [illegible] [illegible] টন দুধ ও মাখন উৎপন্ন হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] টন কিন্তু পুষ্টিতত্ত্বের বিচারে প্রয়োজন [illegible] টন। তেমনি [illegible] টন শাক সবজীর প্রয়োজন স্থলে [illegible] টন মাত্র উৎপন্ন হয়। সুতরাং [illegible] প্রয়োজনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিপুল ঘাটতির সৃষ্টি হইয়াছে।

এখানের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ না দিলে প্রদেশের অর্থনীতির এই যৌগিক দুর্দশা দূর করা যাইবে না। আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়ে দুই একটি আলোচনা করিতেছি।

ইন্সিওরেন্সের আসন্ন সংকট

বহু সংখ্যক লোনকোম্পানির অতিরিক্ত হইয়া পড়ায় ইন্সিওরেন্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কার [illegible] দিয়াছে। আগামী [illegible] ডিসেম্বর মাসেই ইন্সিওরেন্সের আয়-কালে বিপুল অনিশ্চয়তায় এই দুর্যোগ ঘটিবে। আমরা এই আসন্ন সংকটের একটি আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের বিবরণ দিতেছি।

ভারত সরকারের অর্থসচিব বর্তমানে যাহা দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত হইতে দিয়াছিলেন ইন্সিওরেন্সের সহিত ভারতবর্ষের আর্থিক যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই উক্তি দেশের অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত। ইউরোপীয় বণিকদের সেকেটারিরা দুই ধরণের ইন্সিওরেন্সকে [illegible] কাটিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। ভারতীয় [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ মনোযোগ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইন্সিওরেন্সের বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] ইন্সিওরেন্সের দায়িত্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ ভাবে ইউরোপীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ কিছু নাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠিয়াছে।

[illegible] বর্তমান [illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে অবস্থায় অতএব সরকার এই [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু ভারত সরকার [illegible] এই [illegible] [illegible] বিশেষ বিধান [illegible] [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বহুসংখ্যক জীবন সাধারণ রক্ষিত। আজ এই বিষয়ে [illegible] বিচার অযৌক্তিক নয়। [illegible] [illegible] [illegible] করিতে করিতে [illegible] [illegible] [illegible] পরিণাম — অবশ্য তাহা [illegible] [illegible] [illegible] করিতে যে পরিমাণ [illegible] [illegible] [illegible] ইউরোপীয় বণিকের নিকট হইতে তাহা আশা করা অস্বাভাবিক নহে।

[illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণ নয়। ভারত ইন্সিওরেন্সের জন্য বিশেষ [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে তাহা সার্থক হয় নাই।

মহীশূরে শিক্ষা সম্মেলন

[illegible] [illegible] বৎসর মহীশূরে [illegible] শিক্ষা সম্মেলনের বিপুল সাফল্যপূর্ণ উৎসবে [illegible] ভারতের শিক্ষানীতির যৌথতা [illegible] [illegible] শিক্ষার ভবিষ্যৎ [illegible] [illegible] যে আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে, [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবরণ করিলে দেখা যায় ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা ১৮ কোটি এবং তাহার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা [illegible] জন। সেজন্যই এই নিরক্ষরতার [illegible] দূর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ চিন্তা করিতে হইবে।

উক্ত সম্মেলনে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] স্কুল পাঠশালার [illegible] উপযুক্ত [illegible] ছেলেমেয়েদের [illegible] কেউ অনবরত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible] করিতে হইলে প্রত্যেক [illegible] [illegible] শিক্ষক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষক। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষার্থী [illegible] পারে।

কিন্তু [illegible] এই বিপুল [illegible] শিক্ষার্থী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রত্যেক প্রদেশেই [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] কার্যক্রম [illegible] [illegible] কেহই গ্রহণ করিতে না। [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে বিষয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

এই [illegible] [illegible] যাহারা [illegible] করিয়া শিক্ষা- [illegible] [illegible] করেন তাঁহারা যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা নিশ্চয় [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষকের [illegible] [illegible] যে [illegible] শ্রেণীর [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষকদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া যে [illegible]

তাঁহারা যখন [illegible] মূল্যের [illegible] হয় না। ফলে সামাজিক [illegible] পূর্ণ করিয়া [illegible] উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতে হয়। উৎপাদিত এই দ্রব্য ব্যবসায়ীদের [illegible] বাজারেই [illegible] নাই। যে দেশে [illegible] নিজেদের [illegible] করিতে হয় সে দেশ যে কতখানি [illegible] তাহা বিবেচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সুতরাং এই দুরবস্থা [illegible] করিয়া নিম্নলিখিত [illegible] সরকার [illegible] করিয়া দেন। এই সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন [illegible] এক প্রকার [illegible] বাধ্যতামূলক [illegible] গ্রহণ করিতে হইবে। [illegible] যদি [illegible] বাধ্যতামূলক ভাবে এই নিয়মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন তবে এই সমস্যা কিছু পরিমাণে সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। তাহা ছাড়া দুর্নীতি নিবারণ বিভাগকেও এই কার্যে নিযুক্ত করা যায়। অন্য [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন [illegible] সেই [illegible] বিভাগ এই দুরূহ কার্যের কতখানি উপযুক্ত হইবে তাহাও চিন্তার বিষয়।

[illegible] বিভিন্ন দিক-গুলিই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমস্যার কোন নির্দিষ্ট [illegible] উপায় নির্দেশ করিতে পারেন নাই। অতএব আমরা এই নিয়মই [illegible] করি যে [illegible] একমাত্র [illegible] হইতে পারে, অন্যথায় [illegible] সম্পাদিত হইবে না।

চিনি প্রসঙ্গে

বর্তমান সপ্তাহ হইতে পশ্চিম বঙ্গে [illegible] চিনির মূল্য ৬০/- আনা হইতে কমাইয়া সের প্রতি ৬০/০ পাই দরে বিক্রি করা হইতেছে। ইহা দেশের জনসাধারণের পক্ষে সুসংবাদ। তবে এই সময়ে নিয়ন্ত্রিত [illegible] যে বাজার [illegible] ২০০—৩০০ টন বিপুল পরিমাণ চিনি প্রয়োজন হইতেছে। মিষ্টান্ন ও চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল প্রভৃতি এখন আছে। মিষ্টান্ন [illegible] ও [illegible] মিষ্টান্ন ও চায়ের [illegible] মূল্য দিতে [illegible] চিনির [illegible] বাড়িয়া যায়, [illegible] বেকারী, [illegible] প্রভৃতি বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ [illegible] রাখিয়াছেন। [illegible] সপ্তাহে দুই হাজার টিন [illegible] অনুমান। পূর্বেকার যেমন ব্যবস্থা ছিল [illegible] দুই টিন ৬০ পাইয়ে বা আনা। অতএব, আমরা যে এক দুই বৎসর যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানীর [illegible] এই দুইটি প্রধান সমস্যা [illegible] করিতে হইবে তাহার উপরেই [illegible] পাওয়া যাইতেছে। [illegible] যে, বর্তমান [illegible] এই প্রদেশে প্রতি মাসে ৫,০০০ টন চিনির প্রয়োজন। পূর্বের কোটা মত মাসে ৯,০০০ টন চিনি আসিত। [illegible] আশ্বিন হইতে [illegible] তিন মাসে ১২,০০০ টন চিনি বরাদ্দ হইবে। [illegible] সরকার প্রায় ৬,০০০ টন বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে [illegible] পর্যন্ত মাত্র ২১ শত টন চিনি পৌঁছিয়াছে। ইহা মোট [illegible] ভাগেরও কম। সুতরাং [illegible] চিনি [illegible] সম্ভব নয় নাই—দেখিবে চোরাবাজারে অতিরিক্ত [illegible] চলিতেছে।

চিনি সম্পর্কে ভারত সরকারের [illegible] যে ঠিক করিয়াছেন তাহা চিনি উৎপাদক ও বিক্রেতা ব্যবসায়ীদের নিকট বিশেষ লাভ জনক বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহাদের [illegible] চিনি [illegible] দাম চিনি ক্রয় করিবে এই চুক্তি [illegible]। কোন [illegible] উপর [illegible] করিয়া [illegible] নিজের উৎপাদিত [illegible] চিনি [illegible] করেন নাই। [illegible] চিনির [illegible] চলিতেছে। [illegible] ব্যবসায়ী [illegible] চিনি কেন যে [illegible] বাজারে [illegible] মূল্যবৃদ্ধি [illegible] উৎপাদকদের [illegible] বুঝিতে বাকি থাকে না।

আগামী বৎসর চিনির মূল্য [illegible] যে [illegible] ছিল [illegible] তাহা এখনও [illegible] হইয়াছে। 'ই' গ্রেড চিনির সর্বোচ্চ [illegible] ২৯/০ [illegible] টন [illegible] বলা হইয়াছে। ইহাতে কোন পরিবর্তন হয় নাই। [illegible] প্রদেশ সরকার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানান—নূতন মূল্য [illegible] এই দেশে ভারত সরকার [illegible] পরিবর্তন করিয়াছেন। অতএব, বর্তমানে কোন প্রকার বৃদ্ধি আমরাই আশা করিতে পারিতেছি। সরকারী মহলের অনুমান যে, আগামী বৎসর ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর উৎপন্নের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০.৫০ লক্ষ টন। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণার হিসাবে চিনি উৎপাদনকারীদিগকে [illegible] প্রদান করা হইয়াছে। ভারত সরকার চিনির উপর প্রতি মণে [illegible] আনা করিয়া হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারখানা-গুলিতে লোহা, কয়লা, সিমেন্ট এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি [illegible] সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে। অপর পক্ষে চিনির সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় থাকিবে। সম্প্রতি ১৯৫০ সালের [illegible] চিনি (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ জারী করিয়া ভারত সরকার কারখানা হইতে বিক্রয় বা প্রেরিত চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের [illegible] বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির [illegible] মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতাও সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। চিনির দাম [illegible] কমিবার সম্ভাবনা নাই। তবে [illegible] ব্যবসায়ী [illegible] এই [illegible] সেই দিকে সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চিনি [illegible] ভারত সরকার যেভাবে আগামী [illegible] চালাইবেন, [illegible] থাকিবে কিন্তু সেই বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] জনসাধারণ ও চিনি ব্যবসায়ীরা [illegible] যোগাযোগ করিয়াছেন। [illegible] যায়, [illegible] চিনি ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন এবং [illegible] পাইবেন। জনসাধারণ [illegible] অনুরোধে [illegible] করিয়াছি, কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই পাই নাই। সুতরাং [illegible] বিশেষ বিবেচনাপূর্বক আমাদের নিয়ম ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

মজুত চিনি নিয়ন্ত্রণ (১৯৫১) আদেশ জারী

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে সরকারের বিনা [illegible] কোন ব্যক্তি [illegible] চিনি [illegible] এবং [illegible] চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। [illegible] চিনির দর সরকার নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

চিনির [illegible] এক কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের এই [illegible] [illegible] এবং উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল। এখন [illegible] 'সেকেণ্ডারি' বাজার [illegible] আখের দর হ্রাস করিলে মিলে আর সরকারের [illegible] চাষীরা নির্দিষ্ট [illegible] মিলে [illegible] 'জোন' বা 'অঞ্চলের' [illegible] করিবে; তবে চিনির [illegible] আরও কঠিন হইয়া উঠিবে।

বাজারে [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন। উৎপাদন ও [illegible] এখনই এই কঠিন পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়; [illegible] নিয়ন্ত্রণ যদি [illegible] না উৎপাদন [illegible] পর [illegible] পাওয়া যাইবে না।

যখন এই দরে [illegible] [illegible] প্রয়োজন। [illegible] [illegible] [illegible] পাইবেন না। [illegible] সহযোগিতা করিতে [illegible] হইয়া থাকিবেন।

৯।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তুলা

[illegible] তুলার [illegible] সরকার বাজারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রিবিক্রয়। [illegible] এখন এই [illegible] [illegible] [illegible] বাজারে এক প্রকার [illegible] বিরাজ করিতেছে।

[illegible] বাজারের [illegible] বিশেষ [illegible] না। [illegible] যায় নাই। 'ফিন' ([illegible]) এবং '[illegible]' এর দর [illegible] ৮০৪ এবং ১৩০০ টাকা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি বিবরণ [illegible] হইল।

[illegible] পরিমাণ (গাঁইট সংখ্যা)

	১৯৫১ সাল	১৯৫০ সাল
যুক্তরাজ্য		৭০২
ইউরোপ[illegible]		[illegible]
চীন		[illegible]
জাপান		
যুক্তরাষ্ট্র	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

চীনাবাদাম

[illegible] [illegible] চীনাবাদামের বাজার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible] সহিত কোনও [illegible] পাওয়া যায় নাই। [illegible] বাজার হইতে [illegible] [illegible] বাজার দর [illegible]—

	বর্তমান দর	পূর্ববর্তী দর
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ([illegible])	[illegible]	[illegible]
[illegible] ([illegible])	[illegible]	[illegible]
চীনাবাদাম তৈল ([illegible])	[illegible]	[illegible]

তৈল

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তৈলবীজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। [illegible]

(শেষাংশ ৪৯৪ পৃষ্ঠায়)

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে

নতুন ০·৩ গ্র্যামের ট্যাবলেট

চালু হওয়ায় আগেকার ০·১ গ্র্যামের ট্যাবলেট বাতিল হোল।

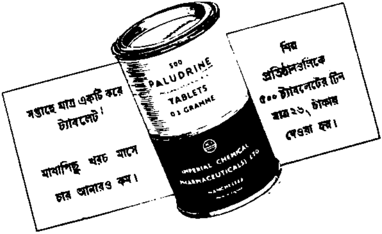
500
PALUDRINE
TABLETS
0·3 GRAMME
IMPERIAL CHEMICAL
PHARMACEUTICALS) LTD
MANCHESTER

সপ্তাহে মাত্র একটি করে ট্যাবলেট।

মাথাপিছু খরচ মাসে চার আনারও কম।

প্রিয়
প্রতিষ্ঠানগুলিকে
৫০০ ট্যাবলেটের টিন
মাত্র ২৬৲ টাকায়
দেওয়া হয়।

ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে

'প্যালুড্রিন' এর আশ্রয় নিন
ট্রেড মার্ক

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ কোচীন নয়াদিল্লী কানপুর

সংবাদ সংকলন

ভারতীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় দ্রব্যের দর নিয়ন্ত্রণের [illegible] সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

যেসব লোক ভারতীয় দাম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানে এবং সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে উদ্যোগ, [illegible] ও [illegible] নিযুক্ত আছে, ঐ বিজ্ঞপ্তি [illegible] পালন করিবে। ভারতীয় [illegible] সম্পর্কিত [illegible] [illegible] ঐ বিজ্ঞপ্তির নির্দিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঐ বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হইয়াছে।

[illegible] [illegible] চিফ—১—

[illegible] [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠানের

[illegible] ঐ বিজ্ঞপ্তির [illegible]

[illegible] কমিশনের সরকারী অধিবেশন

[illegible] [illegible] হইতে [illegible] পর্যন্ত [illegible] [illegible] কমিশনের সরকারী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। [illegible] অধিবেশনের সভা-পতিত্ব করিবেন। কমিশনের সভ্য [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] যে সকল উত্তর পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও তাহার প্রাথমিক পরীক্ষা করা হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন। পরে [illegible] বোর্ডের [illegible] ও সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় ইউরেনিয়াম খনি

প্রাগের চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে [illegible] নিকটে সম্প্রতি যে ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ভাকিমভ ইউরেনিয়াম খনির তুলনায় ৮০ গুণ বেশী মূল্যবান। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে খনি হইতে ইউরেনিয়াম উত্তোলন করা হইতেছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে, ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ও কয়লাখনির মালিক এবং কয়লা শিল্প প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকতর এক আলোচনার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

১নং ও ২নং [illegible] কয়লার মূল্য টন প্রতি ৯ আনা হ্রাস পাইবে এবং হার্ড কয়লার মূল্য টন প্রতি ৮ আনা হ্রাস পাইবে। নং ৩ কোকের মূল্য টন প্রতি ১৪ আনা হ্রাস পাইবে। হার্ড কোকের মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

পরিবর্তিত মূল্য এইরূপ :—

শ্রেণী	পিট মাথা	রেল মাথা
'ক' শ্রেণী	১১।০	১২৷৵০
'খ' শ্রেণী		১১৷৶০
১নং		১০।৶০
	১১৲	১১৷৶০
নং ৩ কোক	৭।৷০	

'ক' শ্রেণী ও হার্ড 'খ' শ্রেণীর কয়লার [illegible] [illegible] পূর্বে হ্রাস করা হইয়াছিল। সেইজন্য তাহার দামে কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারকে জানান যে, কয়লাখনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হ্রাস করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, কোলিয়ারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না পায় এবং [illegible] যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে [illegible] [illegible] হয় উহা [illegible] করা হউক।

ভারত-পাকিস্তানে রেলযোগে মাল প্রেরণ

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, এই অক্টোবর হইতে ভারত হইতে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান হইতে ভারতে রেলযোগে মাল পাঠাইতে হইলে প্রেরক উহার রেলের ভাড়া মাশুল পূর্বেই পরিশোধ করিবেন এবং তাহার পরবর্তী ভাড়া পরে আদায় দিবেন। তবে নিম্নলিখিত শ্রেণীর মাল সম্পর্কে এই নিয়ম খাটিবে না :—

(১) পশু ও পাখী, (২) বর্তমানে যে সব মালের মাশুল পূর্বে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, (৩) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে এক স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া হয়।

পাট সম্পর্কে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করার সরকারী পরিকল্পনা

ভারত সরকার পাট সম্পর্কে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য দ্রুত [illegible] এবং বিভিন্ন প্রদেশে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 'মেস্তা' (পাট) চাষ বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়াছেন। পাট সরবরাহ সম্পর্কে ভারতকে যাহাতে পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে না হয় [illegible] কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। পাটের বদলে 'মেস্তা' খুব [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে। ১৯৫০-৫১ সালের [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ গাঁইট পাট [illegible] লক্ষ গাঁইট [illegible] [illegible] [illegible] ভারত সরকার [illegible] [illegible] এই প্রদেশে পাট উৎপাদনের জন্য [illegible] চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়াছেন। [illegible] সরকার যদি [illegible] 'মেস্তা' উৎপাদনের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণ হইয়া যাইবে।

কুচবিহার, আসাম ও ত্রিপুরায় পাট উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি ত্রি-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য ১১'৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

ভারতের ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

চলতি বৎসরের প্রথমার্ধে ভারত হইতে ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে উহা আরো উঠে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রধানতঃ [illegible] এই রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে।

জানা গিয়াছে যে, ভারত হইতেই সর্বাধিক ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি করা হয়। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ভারত আমেরিকা হইতে যে ১০ লক্ষ টন গম পাইবে [illegible], তাহা উহার পরিবর্তে পাঠাইয়া [illegible] করা যাইবে [illegible] [illegible] [illegible] গিয়াছে।

গত বৎসর জুলাই মাস হইতে নিম্নলিখিত হারে ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি করা হইয়াছে—

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০—৫৫ হাজার টন; ইহার মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] প্রেরিত ১০ হাজার টন [illegible]।

অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর, ১৯৫০—১ লক্ষ ১০ হাজার টন। ইহার মধ্যে দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলে প্রেরিত ৭৮ হাজার টন আছে।

জানুয়ারী হইতে মার্চ, ১৯৫১—১ লক্ষ ১৬ হাজার টন। ইহার মধ্যে দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলে প্রেরিত ৯১ হাজার টন আছে।

এপ্রিল হইতে জুন, ১৯৫১—১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন। ইহার মধ্যে দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলে প্রেরিত ১৫ হাজার টন আছে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১—১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। ইহার মধ্যে দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলে প্রেরিত ১ লক্ষ ২৬ হাজার টন আছে।

১৯৫২ সালের শ্রমিক মালিক বিরোধ

২য় অর্ডিন্যান্স

যে সমস্ত ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর একাধিক প্রদেশে শাখা আছে, তাহাদের শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা ব্যাপার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

এই অর্ডিন্যান্সকে ১৯৫২ সালের শ্রমিক মালিক বিরোধ (ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী) বিষয়ক অর্ডিন্যান্স নাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা এখন হইতেই পাকিস্তানের সকল প্রদেশে কার্যকরী হইবে।

এই অর্ডিন্যান্সে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক মালিক বিরোধ অথবা ঐ বিরোধ সংক্রান্ত কোন বিষয় নালিশী, তদন্ত অথবা মীমাংসার জন্য কোন ট্রাইবুনাল অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ না করেন। বর্তমানে যে সকল শ্রমিক মালিক বিরোধ প্রাদেশিক ট্রাইবুনালের বিবেচনাধীন আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত ট্রাইবুনালের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

যে সকল শ্রমিক-মালিক বিরোধে ইতিপূর্বেই রায় দেওয়া হইয়াছে, অর্ডিন্যান্সে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা ঐ সকল বিরোধের বিষয়সমূহ নালিশীর ব্যাপারে [illegible] অর্পণ করিতে পারিবেন।

পাকিস্তানের পাট আমদানি না করার পূর্বসিদ্ধান্ত সমর্থিত

পাকিস্তানের পাটের মূল্য কমাইয়া হ্রাস না পাইলে অথবা মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্তন না হইলে পাকিস্তান হইতে পাট আমদানি না করা সম্পর্কে পূর্বে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, সম্প্রতি [illegible] সমিতির এক বৈঠকে আলোচনার সময় পাট মিল প্রতিনিধিগণ সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তান পাট সম্পর্কে একটি দৃঢ় নীতি গ্রহণ ও পাটের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা এবং পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পাকিস্তান পাটের মূল্য স্থির করিতে যাহা আদর্শ এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে পারিবে। এই অবস্থায় ভারতকে অবশ্যই তাহার নিজস্ব পাট শিল্পের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে নজর দিতে হইবে।

প্রকাশ পাওয়া গিয়াছে যে, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বেলজিয়াম এবং ইটালী অধিক মূল্যে পাকিস্তানের পাট ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক।

বলা হইয়াছে যে, মূল্য যদি যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস না হইলে এবং মুদ্রা বিনিময় হারের পরিবর্তন না হইলে পাকিস্তানকে অত্যন্ত সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাহার ৩০ লক্ষ গাঁইট পাট বিক্রয়ের ব্যাপার সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে।

ভারতের ক্রয় হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন পাট রপ্তানি হইতে পারে; অবশিষ্ট পাট কি করা হইবে, তাহা উৎপাদক এবং সরকারের পক্ষে সমস্যা সৃষ্টি করিবে।

বলা হইয়াছে যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে "অর্থনৈতিক যুদ্ধ" আরম্ভ করে নাই; বর্তমান অবস্থার ফলে পাকিস্তানে পাটের মূল্যের ব্যাপারে বিপর্যয় ঘটিবে অথবা মুদ্রা বিনিময় হারের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

পাটজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারী

৫ই অক্টোবর তারিখের করাচী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় পাকিস্তান পাটজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স (১৯৫২) প্রকাশিত হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স প্রদেশের সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে এবং ঘোষণার তারিখ হইতেই ইহা বলবৎ হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য তাহার উৎপাদন এবং সেগুলির সুষ্ঠু বিলিবণ্টনের জন্য এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে। অর্ডিন্যান্সে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া যে কোন ব্যক্তিকে প্রাদেশিক পাট কন্ট্রোলার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(১) পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ বজায় বা বৃদ্ধি করার জন্য বা উহার বিলিবণ্টনে প্রয়োজনবোধ করিলে প্রাদেশিক সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত পাট কন্ট্রোলার লিখিতভাবে আদেশ জারী করিয়া (ক) যাহার নিকট পাট মজুত রহিয়াছে, তাহাকে উহার সম্পূর্ণ বা নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট মূল্যে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অথবা প্রাদেশিক সরকারের নিকট অথবা ব্যবসায়ের নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(খ) পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তি কি ধরণের, কোন্ শ্রেণীর বা কি পরিমাণ মাল উৎপাদন করিবেন, সে সম্পর্কে যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইবে, সেগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(২) পূর্বোক্ত ১নং উপধারা অনুসারে যাহার উপর আদেশ জারী করা হইবে, তিনি কোন ত্রুটি ঘটাইলে আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

অর্ডিন্যান্সের ৩নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ যদি ভঙ্গ করা হয়, তবে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ড হইবে।

৫নং ধারা অনুসারে কন্ট্রোলার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ যদি ভঙ্গ করা হয়, তবে যেক্ষেত্রে আদেশ ভঙ্গকারী একটি কোম্পানী হইবে, বা একটি এসোসিয়েশন অথবা ব্যক্তিবর্গের একটি প্রতিষ্ঠান হইবে, (তাহা নিগমিত হউক বা নাই হউক), তাহার ডিরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট, বা অন্য কর্মচারী যদি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতেই আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে অথবা লঙ্ঘন করা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে তিনিও আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

আদালত সমক্ষে কন্ট্রোলার লিখিতভাবে রিপোর্ট না দিলে কোন আদালত এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

(১) এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া কোন কাজ করিলে বা কাজ করার মনস্থ করা হইলে, কাহারও বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা বা আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

(২) এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া কৃত কোন কাজ বা কাজ করার মনস্থ করা হইলে, যাহার ফলে কাহারও কোন ক্ষতি হইলে বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে প্রাদেশিক সরকার বা কন্ট্রোলারের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের বা আইনগত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না।

অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি বলে ইতিমধ্যে জুট বোর্ডের [illegible] মিঃ [illegible] কে আপাততঃ পূর্ববঙ্গ প্রদেশের পাট কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পুনর্বসতির জন্য উদ্বাস্তুদের ঋণদান

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে সকল প্রদেশে উদ্বাস্তু লোকদের জন্য পরিকল্পনা [illegible] ১৯৫০ সালের প্রথম দিক হইতে [illegible] টাকা উদ্বাস্তু ঋণ দান করা হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গের [illegible] এই ঋণের অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থ [illegible] টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাই [illegible] ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

বাস্তুহারা উদ্বাস্তু লোকদের পুনর্বসতির জন্য যে [illegible] হইয়াছে, [illegible] পুনর্বসতি [illegible] পুনর্বসতি [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

পুনর্বসতি
১৯৫১ কি
উঃ, বঃ
বোম্বাইয়ের
যুক্তপ্রদেশ
[illegible]

বিভিন্ন দেশের সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বাণিজ্য সম্পর্ক

এই সম্পর্কে খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে [illegible] সরকার [illegible] সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব [illegible] রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক ক্ষেত্রে [illegible] বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানি ব্যাপারে সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুবিধা দেওয়া উচিত। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] ব্যবস্থা করা [illegible]। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে ব্যবস্থা হইবে, তাহা সাধারণ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় [illegible] বজায় থাকিবে। [illegible] প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে না।

এ সম্পর্কে দুইটি দিক [illegible]। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইলে [illegible] দেশসমূহের উদ্বৃত্ত সম্পদ প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত [illegible] প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। [illegible] বিভিন্ন [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করা কঠিন হইবে।

পাকিস্তানের [illegible]

ভারতীয় [illegible] পাকিস্তানের [illegible] জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন পাকিস্তানের মুদ্রা [illegible] করেন। ভারতীয় মুদ্রা [illegible] এক টাকা [illegible] পাকিস্তানী মুদ্রার এক টাকা [illegible]।

এই সময় [illegible] টাকা [illegible] এই দুই [illegible] ঠিক এই [illegible] পাকিস্তানের [illegible] আলোচনা [illegible] পাকিস্তানী [illegible]।

বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা

[illegible] ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উন্নয়ন ও [illegible] বিভিন্ন বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল—

মাদ্রাজ—[illegible] সরকারী [illegible] বিভাগের [illegible] ঘোষণা [illegible] ১ লক্ষ একর নূতন জমিতে চাষ শুরু করা হইয়াছে। [illegible] পাওয়া যাইবে।

আসাম—আসাম সরকার কৃষি বিভাগ ১৯৫১-৫২ সালের জন্য [illegible] একটি [illegible] পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী [illegible] বৃদ্ধি করা ১০ হাজার একর পতিত জমিতে চাষ করা হইবে। এই পরিকল্পনাটি [illegible] হাজার একর [illegible] কার্যকরী করা হইবে।

বিহার—বিহারের [illegible] পরিচালিত [illegible] ১,০০০টি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালের জন্য [illegible] ১ কোটি টাকা হইতে [illegible] ছোট ছোট [illegible] পরিকল্পনার কাজ [illegible] টাকা [illegible] হইয়াছে। [illegible] ৩,০০০টি ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজ শেষ করা হয়। [illegible] পরিকল্পনার [illegible] কাজ শুরু করা হয়।

যুক্তপ্রদেশ—[illegible] যুক্তপ্রাদেশিক সরকার কৃষি [illegible] একটি [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন। [illegible] উৎপাদিত [illegible] এই [illegible] কৃষি-উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় [illegible] করিয়া এই [illegible] ব্যবহার করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ—[illegible] ১০ হাজার একর [illegible] জমিতে [illegible] বিভিন্ন [illegible] ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হইয়াছে। [illegible] ৫ হাজার একর [illegible] জমি [illegible] হইয়াছে।

চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

আগামী বৎসর চিনির উৎপাদন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রতি মণ আখ [illegible] হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া ভারত সরকারের কৃষিবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন।

সরকার কারখানাসমূহকে লোহা, কয়লা, টিন, সিমেন্ট এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি [illegible] যথাসময়ে সরবরাহের সুবিধাও দিবেন।

ভারতে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত বার্ষিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালে ভারতীয় ইউনিয়নে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের উৎপাদিত পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ১১.৩ ভাগ অধিক।

১৯৫১ সালের জুলাই [illegible] আলোচ্য বৎসরের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের [illegible] শতকরা ৩ ভাগ

বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই অতিরিক্ত সময় কাজ করার ফলে উৎপাদক [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে ভারতে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তির পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ কিলোওয়াট এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের মোট পরিমাণ ৬৬,৭৫০ লক্ষ কিলোওয়াট ঘণ্টা। আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন [illegible] যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা [illegible] ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণের হিসাবে শিল্পের কাজের জন্য শতকরা ৭১ ভাগ, গার্হস্থ্য আলো প্রভৃতির কাজে ও ব্যবসায়ের কাজে শতকরা ৮.৩ ভাগ, রেলওয়ের শতকরা ৩.৩ ভাগ এবং জলসেচের জন্য সরকারি কার্যে শতকরা ৩.৯ ভাগ বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১৯৫৮ সালে কোন্ প্রদেশে মাথাপিছু কি পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় তাহার এক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রদেশের নাম	কিলোওয়াট-ঘণ্টা
দিল্লী প্রদেশ	৯৫
বোম্বাই	৯৯
মহীশূর উপরাষ্ট্র	৩৮
পশ্চিম বঙ্গ	৩৭
[illegible] উপরাষ্ট্র	১৮
পাঞ্জাব প্রদেশ	৯
কোচিন উপরাষ্ট্র	৮
[illegible]	৭
যুক্তপ্রদেশ	৬
পূর্ব পাঞ্জাব	৪

অন্যান্য প্রদেশ ও উপরাষ্ট্রে মাথাপিছু বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার ৫ কিলোওয়াট ঘণ্টারও কম হয়। আসাম ও উড়িষ্যায় মাথাপিছু বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ এক কিলোওয়াট ঘণ্টার কম।

প্রধান প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্র শিল্পে ১৩,১৮০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়, [illegible] লৌহ, ইস্পাত, পাট এবং সিমেন্ট শিল্পগুলিতে ব্যবহৃত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ ৯,১০০ লক্ষ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

মোট ৩৬৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে।

গারো পাহাড়ে মোটা আঁশের তুলা চাষ

আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলে যে মোটা আঁশের তুলা উৎপাদন হয়, তাহা এই জাতীয় তুলার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। [illegible] এবং বিদেশের বাজারে বিশেষতঃ আমেরিকায় উহার চাহিদা অত্যন্ত বেশী। আমেরিকা এবং বহু ইউরোপীয় দেশ হইতে এই পাহাড়িয়া তুলা দিয়া [illegible] উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং আসামে এই তুলার চাষ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯৪৮-৪৯ সালে যেখানে বৎসরে [illegible] হাজার গাঁইট এই জাতীয় তুলা উৎপন্ন হইত, ১৯৫৮-৫৯ সালে সেখানে উৎপন্ন হইয়াছে প্রায় পাঁচ হাজার গাঁইট। এই উৎপাদনের পরিমাণ ২০ হাজার গাঁইট পর্যন্ত করা যাইতে পারে। বর্তমানে ৩০ হাজার একর জমিতে এই মোটা আঁশের তুলার চাষ চলিতেছে এবং এই সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চলিতেছে। আর দুই এক বৎসরের মধ্যে এই গবেষণার পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির অধিবেশনে মোটা আঁশের তুলা চাষের উন্নতিকল্পে যে পরিকল্পনা পেশ করা হয়, কমিটি তাহা অনুমোদন করেন। এই সম্পর্কে আসামের জন্য কমিটি ১৫০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন এবং আসাম সরকারও ৫০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

(পূর্বের ৩৮০ পৃষ্ঠার)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কফি

[illegible] ১৯৫৮-৫৯ [illegible] ৪১,৫৮৮ টন। [illegible] ১২,০০০ টন [illegible] ৯২০ টন।

[illegible]

[illegible]

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোং লিঃ

ভারত, যুক্তরাজ্য ও কন্টিনেন্ট

আমাদের নিয়মিত কার্গো লাইনার ভারত হইতে পোর্ট সুদান, পোর্ট সৈয়দ, লিভারপুল, [illegible], হামবুর্গ, ব্রেমেন, লণ্ডন, রোটারডাম ও অন্যান্য ইউরোপীয় বন্দরগুলিতে নিয়মিত মাল বহন করে।

ভারতের উপকূল

আমাদের উপকূলবর্তী কার্গো লাইনার কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম, মাদ্রাজ, কলম্বো, টিউটিকোরিন, কোচিন, বোম্বাই ও অন্যান্য প্রধান উপকূল বন্দরে নিয়মিত মাল ও যাত্রী বহন করে।

আপনার সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী বহনের জন্য এই কোম্পানীর সহিত সহযোগিতা করিয়া জাতীয় বাণিজ্য-বহরকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

মালের হার ও অন্যান্য বিবরণের জন্য আবেদন করুন:

ম্যানেজিং এজেন্টস্: ন্যাশনেল এডওয়ার্ডস্ লিঃ

ডি-১, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। ফোন: ৬৮০১, ৬৮০২ ও ৬৮০৩।

শেয়ার বাজার

টাটা ডেফার্ডের শেয়ারে বিপর্যয়

[illegible]

আলোচ্য সপ্তাহের বাজারে টাটা কোম্পানীর অর্ডিনারি অংশের [illegible] ঘটিয়াছে। এই সপ্তাহে টাটা ডেফার্ডের শেয়ার মূল্য কিছু পরিমাণ উন্নতি ঘটে। বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারে টাটা ডেফার্ডের দর ১৩১৭৸০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গোড়ার দিকে দর (ফেব্রুয়ারী) ছিল ১৩৯২৲।

সকলেই জানেন যে টাটা আয়রণ কোম্পানী [illegible] বিভিন্ন [illegible] ডেফার্ড অংশীদারগণ [illegible] সময়ে, প্রতি বৎসর [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] পাইবার অধিকারী [illegible] অংশ [illegible]। [illegible] এই প্রকারে [illegible] হইতে যে [illegible] কোম্পানীর [illegible] শেয়ারের উপর [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] হইতে পারিবে না। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে টাটা ডেফার্ডের শেয়ারে আতঙ্কিত বিক্রয়ের [illegible] পূর্বদিনের [illegible] মূল্য ১৩৩৯৸০ হইতে ১৩০০৲ টাকা নামিয়া যায়। পরে বাজারে ইহা আরও হ্রাস পাইয়া ১২০০৲ টাকায় দাঁড়ায়।

সকলেই [illegible] বাহির হইতে [illegible] প্রচারিত একটি ষ্টেটমেন্টে জানানো হয় যে, [illegible] [illegible] মূল্য [illegible]। এইরূপ [illegible] আলোচনা হইতেছে এবং [illegible] একটি [illegible] মূল্য হ্রাস [illegible]। [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] করা হইবে। এই কোম্পানীর টাটা ডেফার্ড [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] ১২৩০৲। ইহা আলোচ্য সপ্তাহের সর্বনিম্ন দর হইতে প্রায় ৮০ টাকা নীচে।

[illegible] টাটা ডেফার্ড শেয়ারের মূল্য [illegible] দাঁড়াইবে। সেই দর [illegible] উন্নতি হইয়াছে। শেষ সপ্তাহে দর [illegible] ১২৯৯৲। [illegible] সর্বনিম্ন দর হইয়াছে ১২৭২৲।

* * *

অর্ডিনারি বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কোনও [illegible] নাই এবং [illegible] [illegible] কিছু [illegible] হয়। [illegible] শেয়ারের উত্থান ও পতন [illegible] ছিল। [illegible] সপ্তাহে [illegible] বাজার বেশ ঘটে। [illegible] কিছু কারণে [illegible] পরিবর্তিত হইয়াছে ও [illegible] দেখা গিয়াছে [illegible] কোনও উল্লেখযোগ্য দেখা নাই, দর আগে [illegible]। [illegible] মূল্য হ্রাস, [illegible] [illegible], কোম্পানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] করিতে দেয়। বলা যায় যে [illegible] [illegible] কোনও অবনতি ঘটে নাই। [illegible] বাজারের [illegible] [illegible] উন্নতি দেখা যাইতে পারে।

বৃহস্পতিবার দিন [illegible] যে [illegible] [illegible] পরিবর্তন করিয়া [illegible] ৮ [illegible] ১০ [illegible] করিবে এবং [illegible] দিন [illegible] হইয়াছে [illegible] পূর্ব [illegible] চালু থাকিবে। এই [illegible] কোনও কিছু [illegible] উপস্থিত হয়, তবে [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible] নয়।

* * *

[illegible] কয়লার নিয়ন্ত্রণ [illegible] আলোচনার ফলে [illegible] কয়লার মূল্য হ্রাস করা হইতেছে। ১ নং ও ২ নং [illegible] কয়লার মূল্য টন প্রতি ।৴০ আনা হ্রাস পাইবে এবং [illegible] কয়লার মূল্য টন প্রতি ।৵০ আনা হ্রাস পাইবে। [illegible] কোনও মূল্যের কোন পরিবর্তন হইবে না। [illegible] [illegible] প্রতিনিধিগণ [illegible] [illegible] যে কয়লা [illegible] [illegible] যে [illegible], উহা হ্রাস [illegible] টন প্রতি ৬ আনা হইতে ৩ আনা করা হউক। [illegible] [illegible] যে, কয়লার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর না [illegible] এবং প্রতিনিধিদের [illegible] [illegible] দেখা হয়, উহা [illegible] করা হয়।

* * *

সরকারী কাগজ

এই বিভাগে বিশেষ [illegible] ছিল। ৩৲ সুদের ১৯৩৬-৪০ ১০৩।৵০, ৩৲ সুদের ১৯৫০-৫৫ ১০৩৸০০, ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ ১০০৵০, ৩৲ সুদের ১৯৬৩-৬৫ ৯৯৸৵০, ৩৲ সুদের ১৯৪৬ ৯৭৲ ও ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ ১১৩৷০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লাখনির বিষয়ে [illegible] কোম্পানীর পক্ষ হইতে যে [illegible] হইতে চলিয়াছিল তাহার দর বাড়িয়া গিয়াছে। [illegible] সকলেই কিনিতে পারিয়াছেন। এই সপ্তাহে [illegible] কোম্পানীগুলির দর ২১৸০ হইতে [illegible] ১৬৲ বাড়িয়া যায়। [illegible] কোম্পানীর [illegible] শেয়ারের অবনতি ঘটে, [illegible] দর ৪৲ হইতে ২৭৷০ হয়।

অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে বেঙ্গল ৯০৲, [illegible] ২৷৵০, বরাকর ১১৷৵০, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া ৮৷৵০, ইষ্ট ইন্ডিয়ান ৩৷১০, নর্থ দামুদা ৭৲, [illegible] ১০৷৵০ ও [illegible] বেঙ্গল ৪৪০ পর্যন্ত দরে কাজ হইয়াছে।

খনি

বর্মা কর্পোরেশন ৯৷০, কনসোলিডেটেড টিন ৯৷৵০, ইন্ডিয়ান কপার ২৷৵০ ও টাভয় টিন ৯৷৵০ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চটকল

এই বিভাগে [illegible] বাজারে [illegible] উল্লেখযোগ্য কোনও অবনতি ছিল না। তবে কোন কোন শেয়ারের দরের সামান্য উন্নতি হইয়াছে। হাওড়া ৭৯৲০ হইতে ৭৭৲ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ৭৬৷০ দাঁড়ায়। অন্যান্য শেয়ারের মধ্যে [illegible] ১২৯৲, [illegible] ১৮২৲, [illegible] ১৯৮০, [illegible] ১৯৲, [illegible] ৪২৲, [illegible] ৪৩৮০, [illegible] ১৪০৲, [illegible] ৬৮৷০, [illegible] ২০৲ ও [illegible] ১৮৲ পর্যন্ত দরে কাজকর্ম হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible] ৬৬৸০ হইতে ৬৪ [illegible] ৬৬৸০ [illegible] ছিল, কিন্তু পরে ৬৬৸০ হ্রাস পায়। [illegible] [illegible] ১৮৸০ [illegible] ৭৸০, [illegible] ১০৩৸০, [illegible] ৮৲ ও [illegible] ৭৭০ পর্যন্ত দরে কাজ হয়।

বিবিধ

এই বিভাগে কোনও উল্লেখযোগ্য কিছু না। বি. আই. সি. ৮৵০, [illegible] ৪।০, [illegible] ১৩৩৷০ [illegible] ৫৵০, [illegible] [illegible] ৭৸০, বি. বি. [illegible] ১৲, [illegible] ৮৸০, [illegible] [illegible] ৪৲, আই. সি. [illegible] ৯৲, [illegible] [illegible] ৭৸০, [illegible] ৫৲ ও [illegible] ৯৵০ পর্যন্ত দরে বেচা কেনা হইয়াছে।

চা

[illegible] ১২৭০, [illegible] ৭৸০, [illegible] ১০৲, [illegible] ৫২৲ ও [illegible] ১২৮০ পর্যন্ত দরে বেচাকেনা হইয়াছে।

[illegible], ১৯২ [illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা— [illegible] হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :—[illegible]।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যা | কলিকাতা, বুধবার ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৫৬ ; ১৬ই নবেম্বর, ১৯৪৯ | মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়
সম্পাদকীয়	৭৭৭	সংবাদ সংকলন
পাকিস্থান হইতে হিন্দু উচ্ছেদ শস্য ও বাস্তুহারা		অর্থলোক
প্রাসঙ্গিক	৭৮১	কোম্পানী আইনের সংশোধন প্রস্তাব
খাদ্যাভাবমূলক সমস্যা লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি খাদ্যে স্বাবলম্বন		শেয়ার বাজার ম্যানেজিং এজেন্সীর চুক্তিগত বিধান

পাকিস্থান হইতে হিন্দু উচ্ছেদ

রক্তাক্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পর্য্যায় হইতেই বেশ বোঝা যাইতেছে যে, যেন তেন প্রকারেণ ছলে বলে কৌশলে অমুসলমান সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টাই পাকিস্থানী রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। কলিকাতা, নোয়াখালী, পশ্চিম পাঞ্জাবে যে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহার বহ্নিশিখা আজও লেলিহান। কি উপায়ে পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখ অধিবাসীদিগকে উৎখাত করিয়া রাষ্ট্রকে খাঁটি ইস্লামী রূপ দেওয়া যায় তাহার জন্যই যেন ঐ দেশের সরকার নিত্য নিত্য নূতন পথা উদ্ভাবনে ব্যস্ত। পাকিস্থানী সরকার বিগত ১৬ই অক্টোবর যে "উদ্বাস্তু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্স" জারী করেন, তাহার ধারা-বিধান ও প্রয়োগ-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্থান সরকার বর্ত্তমানে অবশিষ্ট হিন্দু ও শিখদের বিতাড়িত করিবার একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতেছেন।

ভারত সরকার তাঁহাদের উদ্বাস্তু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্সে যে বিধানগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তদনুযায়ী ভারতীয় মুসলমানদিগকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। অপরপক্ষে পাকিস্থানী আইনের বলে সহজ উপায়ে হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে সেই ব্যক্তিকেই উদ্বাস্তু বলা হইবে, যিনি বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পাকিস্থানে উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করিতেছেন। যিনিই যে কোন উপায়ে ভারতে উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব লাভ করিয়াছেন, পাকিস্থানের আইনে তিনিই উদ্বাস্তু। পাকিস্থানে 'উদ্বাস্তু' কথাটির সংজ্ঞা এরূপ ব্যাপক করা হইয়াছে যে যাঁহারা বাস্তবপক্ষে ভারতে উদ্বাস্তু সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করেন না তাঁহারাও অর্ডিন্যান্সের বেড়াজালে আটকাইয়া পড়িয়াছেন। যে সমস্ত পাকিস্থানী হিন্দু বা শিখের আত্মীয়স্বজন ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকারকের কবলিত হইয়াছে। ভারতীয় আইনে পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য শুনিবার পর উদ্বাস্তু সম্পত্তি দখল করিতে পারা যায়। সরকারী কর্মচারীরা যাহাতে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারেন, সেইজন্য উচ্চ আদালতে আপীলের বিধান রহিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থানের অর্ডিন্যান্সে কোনও নোটিশ প্রদান বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রশ্ন নাই—১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তারিখ সমস্ত

উহার সম্পত্তি নিযুক্ত অভিভাবক সরকারী কাষ্টোডিয়ানের হেফাজতে চলিয়া গিয়াছে। অতএব পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু বলিয়া কথিত কোনও ব্যক্তিকে আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে যে তাহার সম্পত্তি অভিযোগ-বহির্ভূত। তাহাতে উহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার করিবার দায়িত্ব উদ্বাস্তুকেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানে সম্পত্তির ব্যাপারে অধিকারীর উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। ফলে অমুসলমান সম্পত্তির মুসলমান অধিকারীরা [illegible] দখলীকৃত সম্পত্তিকে উহার সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করাইয়া নিরাপদভাবে ভোগদখলের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় আইন অনুযায়ী উদ্বাস্তুকেই তাঁহার আইনগত সম্পত্তির তালিকা প্রদান করিতে হইবে। পাকিস্তানী আইনে এই বালাই নাই। কোনওরূপ অনুমানে উহাকে সম্পত্তি হস্তগত করা যাইবে। পাকিস্তানের আর একটি আইন—১৯৫১ সালের পাকিস্তান (অর্থনৈতিক পুনর্বসতি) সংশোধন অর্ডিন্যান্স—দ্বারা [illegible] উহাতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য সম্পত্তি লইবার যে বিধান পূর্বে ছিল, উহার পরিধি বিস্তৃত করা [illegible] অনুসারে পুনর্বসতি কর্তৃপক্ষের [illegible] যে কোন প্রয়োজনে [illegible] যে কোন সম্পত্তি দখল [illegible] করিবার জন্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] হিন্দু ও শিখদের সম্পত্তি [illegible] অধিকৃত হইয়াছে [illegible] উদ্বাস্তু দ্বারা [illegible] মুসলমানদের বিষয়-বিত্তের উপর [illegible] ভারত সরকার মুসলমানদের সম্পত্তি [illegible] করিয়াছেন ও তাহাদের স্বার্থরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার [illegible] ও [illegible] উহার আইনের [illegible] অমুসলমানদের [illegible] চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। আনুমানিক হিসাবে জানা যায় [illegible] পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখ পরিত্যক্ত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ১৫০০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ভারতে পরিত্যক্ত মুসলমানদিগের সম্পত্তির মূল্য ৪০০ কোটি টাকার অধিক হইবে না। পূর্ববঙ্গে হিন্দুসম্প্রদায়ের সম্পত্তির মূল্য ১২০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অতএব পাকিস্তানী কৌশলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়বিধ উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে। প্রায় ২০০০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দুর্বুদ্ধির [illegible] পাকিস্তানের মেরুদণ্ডের [illegible] বিস্তার ও [illegible] বিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

পাকিস্তানের নূতন অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে পূর্ব পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব বলিয়াছেন—"পাকিস্তানে এখনও যে সব হিন্দু ও শিখ অবশিষ্ট আছেন, এই অর্ডিন্যান্সের আমলে তাঁহাদের পক্ষে পাকিস্তানে বসবাস করা এবং জীবিকার্জন চালান অসম্ভব হইয়াছে।" বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্তানে এই আইন চালু হইবার পর মাত্র তিন দিনে এক হাজার হিন্দু ও শিখ ভারতে আসেন। স্থাবর ও অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় [illegible] বিভিন্ন বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং [illegible] মাত্র ৫০০ জন হিন্দু শিখ রহিয়া গিয়াছে [illegible]। যেরূপ কঠোরভাবে আইনের ধারাগুলি প্রয়োগ করা হইতেছে তাহাতে পাকিস্তানী হিন্দু ও শিখদের পক্ষে চৌদ্দপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া কপর্দকশূন্য হইয়া [illegible] ছাড়া গত্যন্তর নাই। পাকিস্তান তাঁহাদের মাতৃভূমি, বাসস্থান উপার্জন ও বিষয়সম্পত্তির মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘকালের [illegible] আঁকড়াইয়া কোনরূপে জীবিকা সংস্থানের প্রয়াস করিতেছিলেন। এখন হইয়াছে তাঁহাদিগকে উৎখাত করিবার পালা শুরু। কাহারও কোথাও আচম্বিতে বাসস্থল [illegible] করিয়া লওয়া হইয়াছে, কাহারও [illegible] বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, কাহারও বা [illegible] বলিয়া লিখিয়াছে, কোথাও বা হিন্দু মন্দিরগুলি [illegible] মসজিদ এবং কি গোরস্তানের শামিল হইয়াছে—এগুলি সব ইসলামী রাষ্ট্রের বিচিত্র [illegible] নিশ্চিহ্ন [illegible] আমদানি করিয়া তাহাকে উহার [illegible] করিয়া তাহার [illegible] হইতে [illegible] দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ বহুল [illegible] নির্বাসন কাহিনী দিয়েও [illegible] অর্ডিন্যান্সটির দরুন ও নিত্য নূতন দুর্গতিপূর্ণ [illegible] সরকারী কর্মচারীদের অত্যুৎসাহে [illegible] হইতেছে।

এবার অর্ডিন্যান্সটির প্রয়োগক্ষেত্র পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন উহা পূর্ববঙ্গে প্রবর্তিত করিবার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইতিপূর্বেই পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় অর্থনৈতিক সর্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। চাকুরী বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিবার সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তাহার পর যখন তখন বেপরোয়া ভাবে বাড়ীঘর রিকুইজিশন করিয়া তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইহাতেও পাকিস্তানী কর্তারা নিশ্চিন্ত নন। পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ জোরালো দাবি তুলিয়াছেন যে, যে সকল হিন্দু পাকিস্তানের বাহিরে জীবিকা সংস্থানে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে উদ্বাস্তু ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকার করা হউক এবং সেই সম্পত্তিগুলি মুসলমানদের পুনর্বসতির জন্য বিতরণ করিয়া দেওয়া হউক। নবপ্রবর্তিত আইনে মৌলানা সাহেবের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন সিদ্ধ হইবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও উহা পূর্ববঙ্গে প্রযুক্ত হয় নাই সত্য, কিন্তু কলমের এক খোঁচায় তাহা সম্ভব এবং তাহার জন্য তোড়জোড়ের বিরাম নাই। পূর্ববঙ্গ সরকার 'উদ্বাস্তু' কথাটির যে অভিনব ব্যাখ্যা দাখিল করিয়াছেন তাহাতে আইনের ফিরিস্তিতে শতকরা ৯৯ জন হিন্দুই উদ্বাস্তু করা যাইবে। তাহার পরই নিরঙ্কুশ [illegible] মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সরকারী সংজ্ঞা অনুযায়ী নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিরা 'উদ্বাস্তু' তালিকাভুক্ত হইবে (১) যে সব ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পর পাকিস্তান কোনদিন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, (২) যে সব ব্যক্তি কলকাতাদি,

সাথে বঞ্চিত হইয়া অত্যল্প মূল্যে সম্পত্তি অন্য লোকদিগকে হস্তান্তরিত করিতেছে. যে সব ব্যক্তির নিকট ঐ ইভ্যাকুইদের অনেক কে বিনিময়ে রহিয়াছে এবং (খ) যে সব ব্যক্তি পাকিস্তান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক। এই প্রকার আইন-নীতিতে প্রায় সকল হিন্দু সম্প্রদায়কেই আইনের আওতায় ফেলা চলিবে। কাহারো ইহা প্রয়োগের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে যে বর্তমান পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কেরা নির্ভেজাল ইস্লামী রাষ্ট্র হিসাবে গড়াই নীতি-নির্দেশ স্থির করিয়াছেন ও হিন্দু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট, থানার দারোগা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, সার্কেল অফিসার প্রভৃতির নিকট এই মর্মে একটি গোপন সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের এলাকাস্থ প্রত্যেক হিন্দু পরিবারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আগামী ১৫শে নভেম্বরের মধ্যে প্রেরণ করেন। সার্কুলারটি পূর্ববঙ্গে এখনও প্রযুক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করা হইয়া গিয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা দাবি করিয়া বেড়াইতেছেন ও হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন শুরু হইয়াছে। আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুরা ইহা না মনে করিয়া পারিতেছে না যে, পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের যথাসর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিবারই সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন!

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎআলী খাঁ তাঁহার সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গ সফরের সময় বক্তৃতায় মাইনরিটিকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের অনুগত থাকিলে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবেন এবং আদর্শ ব্যবহার পাইবেন। সংখ্যা লঘুদের ধন, প্রাণ ও ইজ্জৎ সর্বদাই রক্ষিত হইবে। কিন্তু বাস্তবে, কথা ও কাজে যে 'আস্‌মান জমীন ফারাক্'। মাইনরিটি ক্রমশঃই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতেছেন। সাধারণ চাকুরিয়া, চিকিৎসক, আইন ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী এবং যাহারা ভূসম্পত্তির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকার্জন করেন সকলের পক্ষেই পূর্ববঙ্গে জীবিকা সংস্থান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবর্তিত বিধি-বিধানগুলি হিন্দুসমাজের সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতিকূল। যত্রতত্র গো-কোরবানী করিয়া হিন্দুদের মনে আঘাত দেওয়াটা অভ্যেসের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নানাস্থানে বলপূর্বক হিন্দুদের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। এইরূপ পটভূমিকায় জনাব লিয়াকৎআলী খাঁ পাকিস্তানে যে নূতন ইস্লামী শাসনতন্ত্র রচিত হইবে তাহার গুণকীর্তন করিয়া বলিয়াছেন, উহাতে মাইনরিটির এক ফোঁটা আশঙ্কার কারণ নাই। ইস্লামী শাসনতন্ত্র এক অপূর্ব বস্তু এবং পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কোথাও এইরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যবস্থার পরীক্ষা হয় নাই। অবজেক্টিভ রেজোলিউশনটি নিশ্চয়ই ঐস্লামিক শাসনতন্ত্রে নিহিত উদার নীতি ও সৌজন্যের নিদর্শন!

ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে ইস্লাম রাষ্ট্রের বিধি অনুসারে অমুসলমানগণ 'জিম্মি' নামে অভিহিত এবং তাহাদের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হওয়ার কোন অধিকার থাকিবেনা। তাহারা যেন থাকিতেছে আইন-সভায় সভ্য হওয়া দূরে থাকুক, অমুসলমানগণ পাকিস্তানে স্বাধীন বা নিজস্ব সম্পত্তি ভোগ করিবার মৌলিক অধিকার হইতেই বঞ্চিত হইতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, পুলিশের ব্যবস্থা, তাঁহাদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য —এইগুলি বিশেষ সাধারণ মৌলিক অধিকারগুলি বিশেষভাবে রক্ষিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু উহাদের ইস্লামী শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত একটি আশাকে অপূর্ণ করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ। উহার ফলে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষের মত হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত হইবেন।

বর্তমান সমস্যায় কর্তব্য কি? দেশবিভাগের মূলেই স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে এবং পাকিস্তানী হিন্দু ও ভারতের সম্পর্ক নৈতিক দাবি তাহাদের উপর রহিয়াছে। তাহার সমাধান সমস্যা সম্পর্কে সমাধান করিবার বলিয়া আমাদের ধারণা। আমরা আশা করি যে, অনতিবিলম্বে উভয়ের মধ্যে কার্যক্রম দেখিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ববঙ্গে এক কোটি হিন্দু রহিয়াছেন। যদি পাকিস্তানে তাহার প্রাপ্য নীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা না যায়, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসিবর্গের সংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের একাংশে একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র গঠনের যে দাবী উঠিয়াছে তাহার পক্ষে প্রবল আন্দোলন চালাইতে হইবে। পাকিস্তানের আচরণে এই দাবীর যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

বাস্তু ও বাস্তুহারা

আজ যদি কেহ কলিকাতায় বা তাহার দূর প্রসারিত উপকণ্ঠে কোথাও একখানি ঘর ভাড়া লইতে পারেন, তিনি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। অতিপ্রজনের ফলে কলিকাতার বাড়ীভাড়া আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে। সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি মধুর শব্দগুলি শুধু অভিধানের পৃষ্ঠাই অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র; বাস্তবে যে তাহাদের অনুভব করা যায় একথা দিন দিন মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে। খাওয়া পরার সুখ ত' বহুকাল পূর্বেই ঘুচিয়াছে! আর পেটে না খাইয়াও শুধু যে হাত পা ছড়াইয়া একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিব সেদিনেরও শেষ হইয়াছে।

বাস্তুহারাদের জন্যই যে এই দুর্গতি একথা অবিসংবাদিত সত্য। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও সত্য বাস্তুহারারা সকলেই আশ্রয়প্রার্থী হয় নাই। তাহাদের কিছুসংখ্যক উপায় ছিল তাহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছে। সহর হইতে বহুদূরে সামান্যকিছু জমি ক্রয় করিয়া পল্লীতে পল্লীতেও তাহারা বাসা বাঁধিয়াছে। তাহাদের কল্যাণে বহু ঘুমন্ত পল্লীর জীবনের কোলাহল জাগিয়াছে। আশা করা যায় এই উপলক্ষ্যে হয়ত গ্রামগুলির কিছু পরিমাণে সংস্কার হইবে। কিন্তু সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া যে দরিদ্র বাস্তুহারাগুলি লাখে লাখে পিতৃপিতামহের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছে তাহাদের দশা শেষ পর্যন্ত কি হইয়াছে!

অবশ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করার ক্ষমতা একমাত্র কি কেন্দ্রীয় সরকার কি কোনও প্রাদেশিক সরকার কাহারও নাই বা থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নগুলি যদি সমবেতভাবে এই বিরাট সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তবে হয়ত এতদিনে এই ভাগ্য লাঞ্ছিত মানুষগুলির একটা পাকাপাকি রকমের ব্যবস্থা হইয়া যাইত। বাস্তুহারারা যে ভিক্ষুক নয় একথা ভুলিলে চলিবে না। অবস্থা বিপাকে দুর্দ্দিনে পড়িয়া আশ্রয় বা সাহায্য তাহাদের চাহিয়া লইতে হইয়াছে। যদি কোথাও এই দান ও গ্রহণের মধ্যে ভিক্ষুক মনোবৃত্তি প্রশ্রয় পাইয়া থাকে তাহার জন্য সরকারকেই দায়ী করা উচিত, প্রার্থীদের নয়।

সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরের কার্য্যধারার আলোচনা করিলে দেখিতে পাই উপযুক্ত পরিকল্পনা শক্তির অভাবে বাস্তবিক গঠনমূলক কাজ কিছুই হয় নাই। টাকাকড়ি কিছু খরচ [illegible] করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible] তাঁহাদের মুঠা আলগা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পুনর্বসতির প্রশ্নে একথা যে রক্ষা করা হয় নাই, একথা অস্বীকার [illegible] উপনিবেশ স্থাপন যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তাহা বহু বিশেষজ্ঞ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য পুনর্বসতি দপ্তর পশ্চিম বঙ্গের বহুস্থানে বাস্তুহারাদের জন্য কুটির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে সমস্তের পরিমাণ [illegible]! প্রয়োজনের তুলনায় বিন্দুবিসর্গ অপেক্ষা একটুও বেশী নয়।

এ সর্বব্যাপী পরিকল্পনার অভাবে এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে ভবঘুরে বাস্তুহারা দলই আজ পৌরজীবন সমস্যার সমূহে বাস্তুহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একথা আজ নূতন করিয়া আলোচনা করিবার কারণ ঘটিল। সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে বাস্তুহারা সম্প্রদায় কলিকাতার উপকণ্ঠে নানাস্থানে জমি দখল করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বাড়ীগুলির তালা পর্য্যন্ত খুলিয়া ফেলিয়াছে। এই দখল করিবার মনোভাব একস্থান হইতে অন্য স্থানে সংক্রামিত হইয়া এক যোগে অনেকগুলি অঞ্চলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে। এই উপলক্ষে দাঙ্গাহাঙ্গামাও কম হয় নাই এবং এখনও হইতেছে। অতএব এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমার দৃষ্টিতে বাস্তুহারাদের এই কার্য্য পদ্ধতি শুধু বেআইনী নয় অশোভনও বটে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে মানুষ যখন মরিয়া হইয়া উঠে তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সরকারী পক্ষ হইতে সময়মতই যদি পুনর্বসতির কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব কখনই হইতে পারিত না। আর বিক্রয় করিবার মত জমি বা ভাড়া দিবার মত বাড়ী ঘর যাহাদের আছে তাহারা সুযোগ বুঝিয়া জমির মূল্য বা বাড়ীর ভাড়া এমনই উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে অত্যন্ত অসাধারণ আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে তাহা সংগ্রহ করা সহজ নয়। দরিদ্র বাস্তুহারাদের পক্ষে কাজেই মূল্য দাম কোন ক্রমেই সাধ্যায়ত্তের সীমার মধ্যে আসিতে পারে না। তাই জমির দখল লইয়া তাহারা ন্যায় সঙ্গত মূল্য দান করিতে প্রস্তুত। এখন প্রাদেশিক সরকার যদি এই সব দখল করা জমি পুনর্বসতি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাস্তুহারাদের সাধারণ মূল্যই ন্যায় সঙ্গত মূল্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন তাহা হইলে ব্যাপারটির একটা শুভ নিষ্পত্তি হইতে পারে। অবশ্য বাস্তুহারাদের এই নূতন পদ্ধতিতে জমি দখল করিবার প্রেরণা হইতে বিরত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকার যদি সেই সঙ্গে কতকগুলি নির্দ্ধারিত স্থানে ন্যায় সঙ্গত মূল্যে পতিত জমি ক্রয় করিয়া বাস্তুহারাদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে বণ্টন করিয়া দিতে পারেন তাহা অর্থসাহায্য দান অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়।

বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারের প্রচুর কর্তব্য আছে। আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অধিকাংশ বাড়ীর মালিকেরা মনগড়া হারে বাড়ীভাড়া আদায় করিতেছেন। সরকার সেলামীর দাবী অবশ্য বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু পরিবর্ত্তে যুক্ত হইয়াছে এককালীন দুই বৎসর, তিন বৎসর এমন কি পাঁচ বৎসরেরও ভাড়া অগ্রিম লওয়ার প্রথা। যে বাড়ীর মালিক এই এককালীন আদায় করা ভাড়া শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন করিয়া মাসিক ভাড়া দাবী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন তিনি প্রকৃতই সাধু ব্যক্তি। অপর পক্ষে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে পাঁচ বৎসরের ভাড়া এককালীন অগ্রিম লইয়া মাসিক ভাড়া হইতে মাত্র দশ টাকা হিসাবে শোধ হইবার সর্ত্ত করা হইয়াছে। সুতরাং নূতন করিয়া আরও কঠিন অনুশাসন সম্বলিত আইনকানুনের যে একান্ত প্রয়োজন একথা আজ নূতন করিয়া স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এগ্রিকো যন্ত্রপাতি
বেলচা
শাবল
গাঁইতি
টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ
হেড সেলস অফিস:
নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

১৯৫২ সালের মধ্যে ভারত খাদ্য সম্পর্কে আত্মনির্ভরশীল হইবে

১৩ই নভেম্বর কটকে ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য কমিশনার শ্রীযুক্ত আর, কে, পাতিল ১৯৫২ সালের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে ভারত আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে বলিয়া এক সাংবাদিক বৈঠকে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য যে নূতন আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে উড়িষ্যার মধ্যে তিনি বহুল উৎসাহের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু এই উৎসাহ যাহাতে [illegible] দৃঢ় হয়, তিনি তাহাই চান। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫৩ সালের মধ্যে অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলনের সুফল দেখা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত পাতিল খাদ্য-শস্যের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে বলেন [illegible] ভারত গভর্ণমেণ্ট খাদ্য শস্যের মূল্যই হ্রাস করিতেছেন না, তাহারা এমন একটি সামঞ্জস্য-পূর্ণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস পাইবে।

শ্রীযুক্ত পাতিল বলেন যে, [illegible] পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্য আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে অনেকটা আগাইয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি নূতন কিছু অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে এবং উড়িষ্যা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা উত্তম।

শ্রীযুক্ত পাতিল বলেন যে, দেশে ফসলের অবস্থা ভাল হওয়ায় তাহারা আগামী বৎসর আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া ২০ লক্ষ টন করিতে পারিবেন।

চিনির জন্য বহু টাকার ক্ষতি

ভারতীয় সুগার সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান মিঃ [illegible] এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট চিনির দাম মণ প্রতি ২৮ টাকা ৮ আনা বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহা মিলগুলির লাভজনক নহে। উৎপাদনের ব্যয় প্রতি মণে না ধরিয়া অন্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে [illegible] অর্থ [illegible] বিদ্যমান থাকিলে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। যাহাতে ফ্যাক্টরীগুলি উৎপাদন বাড়াইতে পারে গভর্ণমেণ্টের উচিত সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা এবং সেইভাবে দাম বাঁধিয়া দেওয়া। গত বৎসর দাম কম বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য গত বৎসর ১৩৯টি চিনির কলের মধ্যে ৩১টি বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল; মিল-মালিকরা এইভাবে বৎসরের পর বৎসর ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না। মেক্সিকো বা ইন্দোনেশিয়া হইতে চিনি আমদানি করার সম্ভাবনা আছে। [illegible] অসুবিধা থাকায় যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে [illegible] হইতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন। [illegible] থাকিলে এই অবস্থায় ঠিক পরিমাণ আখও পাওয়াই যাইবে না। বর্তমানে বহু পরিমাণ [illegible] হইতে গুড় ও খাণ্ডসারি তৈয়ার হইতেছে।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য-চুক্তি

জানা গিয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সাময়িকভাবে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

সরকারী বিশেষজ্ঞমহল বলিতেছেন যে, এই চুক্তিতে ভারতে পাকিস্থানের তুলা আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিদেশে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি

ভারতীয় সুতীবস্ত্র ও সুতা রপ্তানী পরামর্শদাতা কমিটি এই বৎসর বিদেশে রপ্তানীযোগ্য মোট পরিমাণ আশি কোটি গজ বলিয়া ধার্য করিয়াছেন। কমিটির অভিমত এই যে, এই বৎসর আশি কোটি গজ বিদেশে অনায়াসে রপ্তানী করা যাইতে পারে, ইহাতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে কোন অসুবিধা দেখা দিবে না। তবে অবস্থার অস্বাভাবিক পরিবর্তন হইলে তাহার কমিটি আগামী বৎসরে পুনঃ ব্যবস্থাটির অবস্থা পর্যালোচনা করিতে দেওয়ার জন্য টেক্সটাইল কমিশনারকে অনুরোধ করেন।

কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে যে, মোটের উপর বস্ত্র উৎপাদনের অবস্থা সন্তোষজনক এবং যে পরিমাণ বস্ত্র ও সুতা বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে তাহা কোনক্রমেই অস্বাভাবিক নয়, আর দেশের মধ্যে তাহার ঘাটতি দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই।

১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্থান ছাড়া বিদেশের অন্যান্য স্থানে ৭০ কোটি ৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী করা হইয়াছে। পাকিস্থানে রপ্তানির প্রায় ৬০ কোটি গজ বস্ত্র দিয়া। গত বৎসরের উৎপাদন হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বস্ত্র মজুদ থাকিবে বলিয়া এই বৎসর রপ্তানীর পরিমাণ আরও বেশী করিয়া ধার্য করা হইয়াছে। পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে বস্ত্র ক্রয় কম করে নাই বলিয়াই এইরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছে।

কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে যে, রপ্তানী সম্পর্কিত নীতি অপরিবর্তিত থাকা উচিত। কারণ, ইহার ফলে বিদেশী বাজারগুলি নিশ্চিত সরবরাহ সম্পর্কে আস্থা রাখিতে পারে।

কমিটি বস্ত্র ও সুতা রপ্তানী সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। কাইরেল এসোসিয়েশন, রপ্তানী প্রভৃতি অন্যান্য অতি-বণিক সমিতি বাধার ব্যবস্থা এবং যে সকল রপ্তানীকারক বাজার বন্ধ হওয়াইবার চেষ্টা করিবে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। কমিটি স্থির করেন যে যে সকল রপ্তানীকারক নিয়ম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করা হইবে। কমিটি এইরূপ কোনও বাজারে বস্ত্র পুনর্বিক্রয় করিবেন যাহার ফলে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য বাজার বহির্ভূত থাকিবে।

বোম্বাই টেক্সটাইল কমিশনার শ্রীযুক্ত [illegible] বলেন যে গত বৎসর পাকিস্থানে রপ্তানীর জন্য যে ৭৫ কোটি গজ বস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল তাহার মধ্যে খুব কমই রপ্তানী হইয়াছে। এই বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে পাকিস্থান ১৫ কোটি গজ কাপড় নেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিন্তু আসলে এপর্যন্ত মাত্র দেড় কোটি গজ নিয়াছে।

ভারতীয় বস্ত্র এখন ইন্দোনেশিয়া দেশগুলিতে রপ্তানী হইতেছে। ভারতবর্ষ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া হইতে এক কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র অর্ডার পাইয়াছে। এই পরিমাণের মধ্যে হইতে সিংহল এক কোটি দশ লক্ষ গজ বস্ত্র চাহিয়াছে। অন্যান্য দেশের জন্য তিন লক্ষ গজ বিশ হাজার গজ সরবরাহ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত [illegible] বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া ভারতীয় বস্ত্রের একজন বড় খরিদ্দার এবং এখনও প্রায় দেড় কোটি গজ কাপড় নিয়েছে। ভারতীয় বস্ত্র অন্যান্য খরিদ্দারের মধ্যে নিম্নোক্ত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য—ইরাক ২ কোটি ৭০ লক্ষ গজ, এডেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ গজ; পূর্ব আফ্রিকা ৩ কোটি ১০ লক্ষ গজ; বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা ১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ ও মালয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ গজ। তুর্কি মুদ্রা [illegible] বলে তাহারা ভারতীয় বস্ত্র ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।

ভারতে টিনের বিক্রয়মূল্য হ্রাস

[illegible] সর্বোচ্চ [illegible] বাহিরে কেন্দ্রীয় [illegible] টিন বিক্রেতাদের হার দুই পয়সা হইতে হ্রাস করিয়া এক পয়সা করিয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে টিনের সর্বোচ্চ উৎপাদক [illegible] টিন-প্রতি হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং এই ব্যবস্থা ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর হইতে বলবৎ হইবে।

ভারতের [illegible] সুবিধাদান

ভারত ও ডি কি বিভাগ যে সকল [illegible] জন্য [illegible] নাই [illegible] হইবে [illegible] হইতে [illegible] হইবে, [illegible] হইবে না।

[illegible] ছাড়া [illegible] হইবে, [illegible] নাই। [illegible] হইবে। [illegible] হইবে। [illegible] মাত্র এইটুকু বুঝিতে পারিবে যে [illegible] হইতে [illegible] হইবে। [illegible] এই [illegible] হইবে।

বিদেশ আইনবলে যে সকল মামলা [illegible] বিচারাধীন, সেগুলিতেও নূতন কোন মামলা রুজু করিবার [illegible] হইবে না জানা, মামলা দেওয়ানী [illegible]।

পাকিস্তান সরকারের খাদ্য প্রতিষ্ঠা

ম্যানেজমেন্ট খাদ্য ও পাকিস্তান [illegible] সরকারের উদ্যোগে একটি খাদ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন [illegible] করিয়া পাকিস্তান সরকার একটি [illegible] জারী করিয়াছেন।

প্রকাশ, [illegible] এই [illegible] এবং পরে [illegible] করিবে।

এই [illegible] পাকিস্তান [illegible] একটি [illegible] হইবে। [illegible] থাকিবে এবং [illegible] থাকিবে।

ভারত হইতে ইণ্ডিয়া পণ্য রপ্তানি

গত ৮ই অক্টোবর (১৯৪৯) তারিখে ঘোষণা করা হয় যে ইণ্ডিয়ান [illegible] রপ্তানি বাণিজ্য [illegible] বিভিন্ন বিভাগে [illegible] রপ্তানি [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] থাকিবে বলিয়া [illegible] করিয়াছে।

বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সমস্যা

পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী পুনর্বসতি [illegible] ইণ্ডিয়া [illegible] বিবৃতিতে [illegible] যে, বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সংক্রান্ত [illegible] একটি [illegible] কিন্তু [illegible] চুক্তি [illegible] আলোচনার [illegible] হইবে [illegible] হইতে পারে। [illegible] বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি [illegible] তিনি [illegible] করেন।

[illegible] বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তিনি [illegible] আলোচনায় [illegible] রাখেন। তাঁহার [illegible] হইতে এরূপ কোনও প্রস্তাব আসিয়াছে বলিয়া তিনি জানেন না। যাহা হউক, চুক্তি কার্যকরী করার পথে কোনরূপ বাধা দেখা দিয়া থাকিলে উহার মীমাংসার জন্য পাকিস্তান সর্বদাই ভারতের সহিত আলোচনা করিবে। কিন্তু দিল্লী চুক্তিতে উহাদিগকে [illegible] সম্পূর্ণ নূতনভাবে এই সমস্যার আলোচনা আরম্ভ করায় পাকিস্তান কোন মতেই সম্মত হইবে না।

স্বর্ণমূল্য অপরিবর্তনীয়

ট্রুম্যান ১০ই অক্টোবর বলেন যে, তিনি যতদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকিবেন, ততদিন স্বর্ণের মূল্যের কোনও পরিবর্তন হইবে না।

[illegible] তবে [illegible] এই [illegible] হইলে তিনি [illegible] করেন।

কয়লা শিল্প সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেন্টের ঘোষণা

[illegible] ও [illegible] কয়লা [illegible] সম্পর্কে ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের ১লা [illegible] হইতে [illegible] কয়লা শিল্পে [illegible] নিযুক্ত [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন।

রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার কমিটির সুপারিশ গৃহীত

বাণিজ্য-দপ্তরের এক প্রেসনোটে প্রকাশ, রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার কমিটি ভারতের বাণিজ্য প্রসারকল্পে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করিয়া রপ্তানি-বাণিজ্যের উপর [illegible] সুপারিশ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] বিজ্ঞপ্তিতে [illegible] রপ্তানি-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার [illegible] কর্তৃপক্ষকে [illegible] জানাইয়াছেন।

কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

(১) [illegible] এবং [illegible] সুপারিশ [illegible] এই [illegible] সরকার [illegible] করিবেন। [illegible] সম্পর্কে [illegible] হইয়াছে।

(২) রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও শিথিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং [illegible] রপ্তানি সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ আছে তাহা [illegible] শিথিল করা হইবে।

(৩) বাণিজ্য [illegible] রপ্তানি-বাণিজ্য [illegible] লাইসেন্স [illegible] যাহাতে সহজ করা হইবে।

(৪) নির্ধারিত পরিমাণ [illegible] না [illegible], তাহা [illegible] রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে।

(৫) [illegible] পণ্য [illegible] রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে এবং [illegible] হইলে [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে।

(৬) ইহারা শ্রমিক-মালিকের বিরোধ মেটানো এবং শ্রমিকদের সঙ্গে উৎপাদন বাড়ান, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে [illegible] শান্তি, আলোচনা ও [illegible] সুযোগ সৃষ্টি করিবেন। শ্রমিক-মালিকের উভয় পক্ষের প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিবেন।

(৭) কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের কোনো কারণে অভিযোগ করিবার কোনো প্রকার সুযোগ না পান, তাহার জন্য সংস্থার উদ্যোগ করিতে হইবে। কোন অভিযোগ পাইলেই অবিলম্বে তাহার তদন্ত করিতে হইবে।

(৮) প্রয়োজন হইলে সরকার শ্রমিক সংঘের কার্য পর্যালোচনা করিবেন।

(৯) শ্রমিক-দলের উপর প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইবে না।

(১০) নিজ সংস্থায় তাঁহারা থাকেন উহার বিষয়ে বিচার এবং সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন।

(১১) যেসব দেশের সহিত শিল্পের [illegible] প্রকার হইতে অগ্রগতি লাভের উপায় নাই, সেই সকল দেশের [illegible] শ্রমিকদিগকে সাহায্য হইতে অগ্রগতি বিচার বিবেচনা করা হইয়াছে।

সরকারের অভিমত এই যে, দেশের অধিক উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং শ্রমিক-মালিক প্রভৃতি সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন।

ভারতে পেট্রোলিয়ামের আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, পেট্রোলিয়াম-জাত দ্রব্যের এদেশে আমদানী-ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ তাহা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি আসামের তৈল কোম্পানির অতিরিক্ত পেট্রোলিয়াম দ্বারা বাহিরের পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করার অনুমতি দিয়াছিলেন। তৈল সরবরাহকারী কোম্পানিগুলির পাইকারী মূল্য সমভাবে বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করায়, ভারত সরকার তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছেন। [illegible] উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়াম আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে দেশের মধ্যে প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোলিয়াম আমদানী করা হইবে। ১৯৫১ সাল হইতে এপর্যন্ত যে হারে পেট্রোলিয়াম আমদানী করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমদানীকৃত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ অধিক হইবে। জনসাধারণের নিকট এই অভাবগ্রস্ত দ্রব্য অধিক পরিমাণে সরবরাহের জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে পেট্রোলিয়ামের আমদানী বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত বৈদেশিক বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায়, পেট্রোলিয়াম সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে জনসাধারণের পক্ষে অধিক পরিমাণ লাভ সম্ভব হইবে এবং এইসকল দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি রোধ করাও সম্ভব হইবে।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি

সম্প্রতি ভারতে তুলা সম্পর্কে আন্তঃ-বিভাগীয় কমিটি তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যে সকল সুপারিশ করেন, তাহা অনুমোদন করা হইবে। সেই সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য [illegible] এক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে।

অধিকন্তু ভারতে ১০, ৯৯,০০০ একর পরিমাণ জমিতে মোট ৪৫,৫০,০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৫৭-৫৮ সালে দেশ বিভাগের পর ভারতে ১৮,০৫,০০০ একর জমিতে ৫১,৮০,০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৮—৫৯ সালে ১৮,৯৯,০০০ একর জমিতে তুলা চাষ করা হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ ৫৬,৫৬,০০০ গাঁট।

তুলা লইয়া ফটকা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া [illegible] আইনসঙ্গতভাবে রেজিস্টারী [illegible] যে কোনও স্থানে [illegible] তাহাদের [illegible] বিপণনে [illegible] তুলা লইয়া ফটকার অনুমতি দিয়াছেন। [illegible] যে কোনও [illegible] ব্যবসায় [illegible] তাঁহারা এই সুবিধা পাইবেন।

স্বর্ণ বিক্রয় স্থগিত

[illegible] অর্ডিনেন্সের পর হইতে এপর্যন্ত [illegible] না পাওয়ায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক [illegible] হইতে স্বর্ণ বিক্রয় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নির্দেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে যে সর্বভারতীয় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে [illegible], পতিত জমি চাষোপযোগী করিবার জন্য [illegible], সেচ কার্যের সৌকর্যার্থে জলসরবরাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য কূপ ও পুষ্করিণী খনন এবং [illegible] প্রভৃতি কার্যক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবের [illegible] অনুযায়ী [illegible] উৎপাদন বিষয়ক নির্দেশ দিয়াছেন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কার্যে [illegible] সহযোগিতা করিবার জন্য কোন কোন প্রদেশে [illegible] এবং [illegible] একটি করিয়া কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের [illegible] পতিত জমি চাষ করিয়া [illegible] উর্বরতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে [illegible] জমি অধিকার করা হইয়াছে। পূর্ব পাঞ্জাব সরকার [illegible] জমি অধিকার করিয়াছেন। বোম্বাইতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে [illegible] আমদানী করা হইতেছে। মাদ্রাজে ৯০টি [illegible] এবং ৯৯টি [illegible] এই কার্যে সাহায্য করিতেছে। [illegible] ১৬,৭৫০ টন [illegible] করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে ১৫টি জেলায় কূপ, খনন, [illegible] এবং [illegible] কাজে [illegible] টাকা ব্যয়ের জন্য [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] প্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশের [illegible] কাজ চলিতেছে। [illegible] প্রায় ২,০০০ একর পতিত জমি চাষোপযোগী করার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। [illegible] আছে। ঐ জমিতে চাষ করা হইবে। [illegible] অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হইবে।

হায়দরাবাদ ও মহীশূরে যে সকল লোক পতিত জমি আবাদ করিবে তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে ঐ প্রদেশের সরকার [illegible] জমি হইতে কোন কর আদায় না করিয়া ১০ বৎসর [illegible] জন্য একটি পরিকল্পনা বিচার করিয়া দেখিতেছেন।

হায়দরাবাদে বহু জমি এখনও অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার [illegible] জমি চাষের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কৃষি [illegible] কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর [illegible] ৯০টি ট্রাক্টর প্রেরণ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার ট্রাক্টর ক্রয় করিবার জন্য [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ট্রাক্টর [illegible] কৃষকদিগকে উৎসাহদানের চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ উদ্দেশ্যে কৃষি [illegible] সম্পর্কে বিশেষ আইন (অর্ডিন্যান্স) পাশ করা হইয়াছে। ঐ আইনের ফলে যেসব অধিকারের অধিকারী ও [illegible] প্রদেয়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বেশি মাইল চলে
একেবারে
নতুন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও
বাস টায়ার
DUNLOP

[illegible]

কোম্পানী আইনের সংস্কার প্রচেষ্টা

[illegible] (Indian Companies Act) [illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

শেয়ার বাজার

ম্যানেজিং এজেন্সীর মৃত্যুদণ্ড বিধান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

• •

[illegible]

• •

[illegible]

• • •

[illegible]

• •

সরকারী কাগজ

[illegible]

কাগজের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

[illegible] প্রেস, [illegible] কলিকাতা [illegible] ও আর্থিক জগৎ [illegible] হইতে প্রকাশিত। [illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থ নৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৩ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার [illegible] অগ্রহায়ণ, [illegible]; [illegible] নভেম্বর, [illegible] [মূল্য [illegible]

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ভারতের অর্থ নৈতিক দুর্গতি			
[illegible] প্রত্যাবর্তন		শেয়ার বাজার	[illegible]
প্রাসঙ্গিক	[illegible]	তেজী পর্যায়ের সূচনা	
অষ্ট্রেলিয়ার পত্র		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ষ্টীল কর্পোরেশনকে অনুদান		চট ব্যবসায়ের পথে	

ভারতের অর্থ নৈতিক দুর্গতি

দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ একটি জটিল অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মুখে পতিত। এই সঙ্কটের সত্যটিকে আর কোনও দূরদর্শনের অন্তরালে অনুদ্ঘাটিত রাখা সম্ভব নয়। যাঁহারা দেশের আর্থিক গতির নিয়মিত পর্যবেক্ষক, তাঁহাদের নিকট ইহা আদৌ নূতন সংবাদ নহে। কেননা দেশের এই সঙ্কট একদিনে উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধকালের কৃত্রিম কার্যকলাপে ও সরকারী [illegible] হইতে [illegible] কাগজের স্রোতে ইহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সমরোত্তর যুগে [illegible] অবসানে [illegible] নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। [illegible] ইহার [illegible] শিল্পক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়, দেশবিভাগের ও তাহার অনুষঙ্গী প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তানের হাঙ্গামা, কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্যা, ততোধিক [illegible] আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন, জাতীয় সরকারের [illegible] কার্যকলাপ—এইরূপ নানাবিধ দুর্যোগ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক [illegible] উপর অবিরাম আঘাত হানিয়াছে।

যুদ্ধের পর চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও দুই বৎসর চলিয়া [illegible]। কিন্তু জনসাধারণের [illegible] দিন দিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। নিত্যব্যবহার্য্য [illegible] মূল্য [illegible] পৌঁছিয়াছে [illegible] ক্রয়ক্ষমতার [illegible] বস্তি ও ভিক্ষুক [illegible] যাইতেছে। রাষ্ট্রনায়কগণ নানা দিক হইতে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু দ্রব্য-মূল্য হ্রাস পাওয়া ত দূরের কথা, উহা ক্রমিক হারে উর্দ্ধগামী [illegible] চলিয়াছে। সরকারের [illegible] মুদ্রা-[illegible] মুদ্রাস্ফীতি [illegible] কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি [illegible] [illegible] সরকার [illegible] কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে পাইকারী মূল্যসংখ্যা ছিল [illegible]। তাহার পর এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার [illegible] নীতি গ্রহণ করিয়া অনু-[illegible] পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। ফলে মূল্যবৃদ্ধি [illegible] করিতে আরম্ভ করে এবং ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে [illegible] দ্রব্যের পাইকারী মূল্যসংখ্যা [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] হয়। তখন ভারত সরকার তাঁহাদের পূর্ব [illegible] শোচনীয় [illegible] করিয়া [illegible] পুনঃনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেন। তাহার পর

শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ্, ব্যাংকার, বণিকসমিতি প্রভৃতির সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহারা ১৯৪৮ সালের [illegible] মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উহাতে পণ্যমূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সূচকসংখ্যা সর্বোচ্চ স্তর হইতে ১০.৪ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়া ৩৭১.২ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই স্থিতি স্থায়ী হয় নাই। পর মাস হইতে দাম বাড়িয়া পুনরায় পণ্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীন ঊর্ধ্বগতি দেখা দিয়াছে। বিগত ১৩ই আগস্টে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে সূচক সংখ্যা ২৯.২ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৪.৮ হইয়াছে। পণ্যমূল্যের বর্তমান গতিতে দেশে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। সরকারি দপ্তর, মুক্ত ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর [illegible] জন-সাধারণ [illegible] জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিতেছেন না। শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা অবশ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম বেশী বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের কোনও লাভ হইতেছে না।

অথচ এক শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর অর্থ জমা হইয়া যাইতেছে। [illegible] এই বিপুল পরিমাণ মুদ্রাস্ফীত টাকা [illegible] প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু কালোবাজারের দুর্নীতির ফলে উহা শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে না বা সাধারণ মানুষের কাজে আসিতেছে না। এই শ্রেণীর লোক [illegible] কোম্পানীর শেয়ার [illegible] এইগুলির অস্বাভাবিক চাহিদা সৃষ্টি করিয়া পণ্যমূল্য ঊর্ধ্বমুখী করিয়া তুলিতেছে। সরকার [illegible] সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন বসাইয়াছিলেন তাহাতে দেখা গিয়াছে কিছু সুফল পাওয়া যায় নাই। উক্ত সময়ে দুর্নীতি কি রূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, [illegible] তাহার প্রমাণ। সুতরাং [illegible] সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। উহার পরিণতি [illegible]। বাজারে সমস্ত টাকাটা [illegible] দিয়া সরকারের কোষে তুলিয়া আনিতেছে, তাহারা সরকারী [illegible] ক্রয় করিয়া সঞ্চিত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগ [illegible] করিবে, ইহা আমরা আশা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

মুদ্রামূল্য হ্রাস পাওয়ার [illegible] বাণিজ্য [illegible] ও আন্তর্জাতিক লেনদেনে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২১৪.২৮ কোটি টাকা। বর্তমান বৎসরের প্রথমার্ধে ঘাটতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। [illegible] দক্ষিণ [illegible]। মুদ্রামূল্য হ্রাসের [illegible] উদ্ভূত হইয়াছে। পূর্বে ১০০ টাকা মূল্যের পণ্যাদি রপ্তানি করিয়া যে ডলার অর্জন করা যাইত, তাহার জন্য এখন ১৪৪ টাকার মাল রপ্তানি করিতে হইবে। উহার ফলে [illegible] আমদানী দ্রব্যের জন্য উক্ত মূল্য দিতে হইতেছে ও [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ মুদ্রামূল্যের সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে।

অন্যদিকে উৎপাদন বাড়ানো যাইতেছে না। অথচ আমাদের [illegible] জোগান পাইবার জন্য [illegible] জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন [illegible] বাড়াইতে হইলেও উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কিন্তু চারিদিকে উৎপাদন সঙ্কুচিত হইতেছে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের [illegible]। তুলার [illegible] রহিয়াছে, চালু কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো যাইতেছে না। পাটশিল্পে সপ্তাহে এক সপ্তাহ করিয়া মিলগুলি বন্ধ রহিয়াছে। আহমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ের ৩৩টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য শিল্পেও এইরূপ [illegible] মাধ্যমেই উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার ব্যাহত হইতেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] শিল্প উন্নয়নের [illegible] ও পরে বেসরকারী [illegible] প্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল সর্বাঙ্গীণ [illegible] জন্য সকল শ্রেণীর সর্বাত্মক [illegible] আহ্বান [illegible]। আমরা অনেক দিন হইতে 'আর্থিক জগত'এর পৃষ্ঠায় দেশের ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সরকারের তরফ হইতে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের [illegible] অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। সর্দারজীর [illegible] নীতি পূর্ণ সাফল্য সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ, উহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু তিনি এখন কঠোর বাস্তববাদী [illegible] দেশবাসী তাঁহাদের নেতৃত্বে আশান্বিত। সুতরাং তিনি যখন এই জটিল ও প্রবল সমস্যার প্রতিকারকল্পে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা অবশ্যই আশার বিষয়। তাঁহার প্রথম বিবৃতিতেই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। [illegible] আর্থিক ত্রুটি ও [illegible] সম্পর্কে [illegible] কোনও ধারণা প্রদান করেন নাই, বরং [illegible] সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে [illegible] করিয়া বলিয়াছেন, "আজ কাগজে-কলমে [illegible] পরিকল্পনা রচনার সময় অতীত হইয়াছে। বাক্যবাগীশ [illegible] সময় নাই।"

সর্দারজীর বক্তৃতায় প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কর্মক্রম ঘোষণা করা হইয়াছে:—(১) উৎপাদন বৃদ্ধি ও তজ্জন্য বর্তমান শিল্প-কারখানার সর্বাধিক ব্যবহার; (২) ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং তুলা ও পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি; (৩) অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য হ্রাস; (৪) সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ; (৫) বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিকল্পনা, (৬) [illegible] অতিরিক্ত অর্থের উপর বিনা সুদে [illegible] ব্যবস্থা ও (৭) ধর্মঘট বন্ধ রাখা।

সম্প্রতি খাদ্য, বস্ত্র, কয়লা ও লৌহ জাতীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদনক্ষেত্রে [illegible] হইবে না। [illegible] ও [illegible]

বাড়ে এবং সেজন্য পণ্যের দর ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পায়। [illegible] বৎসরাধিক মুদ্রাস্ফীতির মধ্যবর্তীকালে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সাময়িক অভাব সৃষ্টি করিয়া [illegible] লাভ করে। মূল্যবৃদ্ধির সহিত মুদ্রাসম্প্রসারণ ব্যবস্থা [illegible] না হইলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহ হইবে না। [illegible] জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাইতেছে। [illegible] উহার ঠিক দাম ও মূল্য বৃদ্ধি [illegible] করিতেছে। [illegible] বিভিন্ন এবং [illegible] প্রয়োজনীয় উপর প্রভাবিত হইয়াছে—যানবাহন, [illegible] কয়লা, লৌহ প্রভৃতি প্রাথমিক শিল্প দ্রব্যের [illegible] হইয়াছে। শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের উপর [illegible] উহার উৎপাদন ব্যয় মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমদানী-শুল্ক [illegible] নূতন নূতন কর চাপাইয়া দিয়াছেন। ইহার প্রতিক্রিয়া একই প্রকার—মূল্য বৃদ্ধি। ১৯৩৮-৩৯ সালে আমদানী শুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। চলতি বৎসরের বাজেটে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়া ৫৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। [illegible] চিনি, তামাক প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু আমদানী দ্রব্যে শুল্কযুক্ত। অতএব, সর্বশক্তি এ ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিতে পারিলেও যাহাতে অন্য দিকে অবনতি না ঘটে, সেইজন্য সর্বাগ্রে সামঞ্জস্যমূলক পরিকল্পনা নির্ধারণ করা কর্তব্য।

সরকারী বাজেট সম্পর্কে ঘোষিত হইয়াছে যে, বিভাগীয় সেক্রেটারীগণ মাসিক বেতন হইতে ৫০০্ টাকা ও ডেপুটি সেক্রেটারীগণ ২৫০্ টাকা হ্রাসে সম্মত হইয়াছেন। সর্দারজী তাঁহার ভাষণে ইঁহাদের বিপুল স্বার্থত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সরকারী অফিসারবর্গ প্রধানতঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কর্তব্য করিবার অধিকারী হইয়াছেন। এই অফিসারগণের অধিকাংশই কয়েক বৎসরের পর বৃটিশ কর্মচারীদের বিদায়গ্রহণের সুযোগে দ্রুত তিন চারি ধাপে একেবারে চাকুরীজীবনের সর্বোচ্চ চাপিয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদের মাসিক বেতন একসঙ্গে তিন চারিগুণ বর্ধিত হইয়াছে। অতএব, আংশিক হ্রাসে তাঁহাদের সর্বাধিক ক্ষতি হইবে না এবং ইহাতে বাজেটের আয়ব্যয় তাঁহাদের বেতনের পরিমাণ হ্রাসে পূরণ হইবে। দেশরক্ষা বিভাগের অফিসারদের বেতনে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই—অথচ এইখানে বাজেটের ব্যাপক সুযোগ রহিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ও দেশরক্ষার জন্য ব্যয় হয় ৪৬ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরের বাজেটে এই দুইটি খাতে যথাক্রমে ১২১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ও ১৪৭ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। সরকারী শাসনযন্ত্র এখনও বৃটিশ আমলের মেরামতী বহিয়া নিয়াছে ও অধিক বেতনের দিকে ইহা মোটা প্রাপ্যাস্বরূপ ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন বাবদ বৎসরে প্রায় ৮০০ কোটি খরচ হইতেছে; ইহার সহিত দেশীয়রাজ্যের শাসনব্যয় যোগ করিলে ন্যূনাধিক ১০০০ কোটি টাকা হইবে। ইহা ভারতবর্ষের অনুমিত সমগ্র সংশ্লিষ্ট জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ। এই বিরাট ব্যয়ের অধিক অংশ দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর পড়ে। অতএব, ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য যে উচ্চস্তরে পৌঁছিবে উহা আর বিচিত্র কি!

বিগত মহাযুদ্ধকালে ভারত সরকার বিভিন্ন জাতীয় [illegible] প্রাপ্ত দপ্তরগুলিকে উন্নত করেন ও বহু নূতন দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। আপৎকালীন সামরিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এইগুলি সম্প্রসারিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের [illegible] অস্থায়ী বহু বিভাগ [illegible] বিরাজিত। কোনরূপ সংকোচনের প্রশ্ন উত্থিত হইলেই সাময়িক নথিপত্র [illegible] হইতে প্রবল অসন্তোষ ও প্রতিবাদ আসিতে থাকে এবং প্রস্তাবগুলি চাপা পড়িয়া যায়। কংগ্রেসী আমলে আত্মীয়, পোষ্য ও বন্ধুবর্গের সুযোগ করিবার জন্য দপ্তরগুলি আরও স্ফীত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সরকারের দৈনন্দিন দপ্তরগুলির কথা বলাই বড় হইবে। গত দুই বৎসরের বাজেট বক্তৃতায় দেশবাসী একটি ‘ব্যয়সংকোচ কমিটির’ কথা শুনিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্বে মিঃ কস্তুরভাই লালভাইয়ের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি বাজেটের রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু তাহা সেইরূপ আশানুরূপ হয় নাই। এখন নূতন বিপদ উপস্থিত। আগামী বাজেটে ৭০ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা। বর্তমানে ভারত সরকার বিভাগ পরিচালন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রত্যাবর্তী বাজেটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একাধারে রাজস্বখাতে ব্যয় বর্তমান বৎসরে ৭০ কোটি ও আগামী বৎসরে ৮০ কোটি টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। ফলে বহু উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির পরিত্যক্ত বা বিলম্বিত হইবে। দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের বরাদ্দ ৯ কোটি হইতে ১৮ কোটি টাকায় হ্রাস করা হইয়াছে এবং ইহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাজ উপস্থিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সাফল্যের উপর ভারতের পূর্বাঞ্চলের পুনরুজ্জীবন নির্ভর করে, অথচ ইহাতেই উহার সর্বাগ্রে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। হীরাকুদ, ভাকরা ও নানা পরিকল্পনাগুলির অবস্থাও অনুরূপ। সিন্ধ্রি সার ও চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানাগুলির উৎপাদন সুচী যে বৎসর পিছাইয়া যাইবে। এই নীতি নিশ্চয়ই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষণ নহে।

ব্যয়সংকোচমূলক সরকারী আন্দোলনকে খুব জমকাল করিয়া প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে মাসিক টাকার বাজারে যাহা আছে তাহা জানিতে। ভারত সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্তনে বৎসরে ২ কোটি বা ২½ কোটি টাকার অধিক সাশ্রয় হইবে না। প্রাদেশিক সরকারগণ এই ব্যবস্থার পূর্ণ সহযোগিতা করিলে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অতএব ইহাতে এমন কিছু লাভালাভ আছে বিচিত্র নাই। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের বেতনের এক হাজার টাকার নিচে বেতনভোগী কর্মচারীদিগকে সরকারী ঋণদাতা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি প্রতিকূল দিক আছে। সকলেই এইরূপে আবশ্যিক করিলে সেক্ষেত্রে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইয়া আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। অতএব, সামগ্রিক ক্ষতি বই লাভ হইবে না।

প্রস্তাব যত শাসিবার আয়াস নূতন নহে। অতীতে অনেকবার

এইরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ এই দুই বৎসরেই ধনবিনিয়োগকারীরা প্রচুর এবং উহাদের প্রতিক্রিয়ায় শেয়ারবাজার নিস্তেজ হইয়াছে। আগামী বৎসরে উহার পুনরাবৃত্তি ঘটিলে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইবে। আমদানি সীমাবদ্ধ করায় শুল্কবাবদ সরকারী আয় কমিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দার লক্ষণ আসিয়াছে, যৌথপ্রতিষ্ঠানের লাভ ও বাজারে মূনাফা কম আকৃতি ধারণ করায় সঙ্কুচিত হইতেছে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্বিন্যস্ত রাজ্যগুলির ঘাটতি মিটাইবার জন্য ৫ কোটি টাকা দিতে হইবে। অতএব, মন্দাবস্থা প্রত্যাসন্ন হইবার আগে সরকার কর হ্রাস সম্পর্কে কতদূর কি করিতে পারিবেন সন্দেহ রহিয়াছে।

শিল্প উন্নয়ন পরিষদের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি যে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে নূতনত্বের কিছু নাই। তবে এইগুলি সর্বপ্রকারে কার্য্যকরী করিলে উৎপাদনবৃদ্ধি সমস্যার আংশিক সমাধান আশা করা যাইতে পারে। একটি প্রস্তাবে বস্ত্র, কয়লা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পশম শিল্প সম্পর্কে তথ্য ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রত্যেকটি কমিটি গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অপর প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, দেশের প্রধান প্রধান শিল্পে, বিশেষ করিয়া জীবনধারণ নির্বাহের সাধারণ দ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্পগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৫০ সালে উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ ও ঘোষণা করা উচিত। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাতেও মালিক ও শ্রমিকদের লইয়া উৎপাদন কমিটি গঠনের প্রস্তাব ছিল। এই প্রশ্ন জাগে যে, সেই কমিটিগুলির কি হইল?

৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নীতিতে আমদানি ঘোষণা করায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই নীতি ঘোষণা সম্পর্কে আমাদের মত হইতে অধিকতর ভাল সত্ত্বেও সরকারী দৃঢ়তা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই ঘোষণায় সরকারী অর্থনীতি ও শেয়ারবাজারগুলি স্থিরতা লাভ করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও ডাঃ ডালটনের নীতি রক্ষণ করায় বৃটিশ বাণিজ্যে মূল্য কোটি কোটি পাউণ্ড অপচয় ঘটিয়াছে। এই সর্বনাশা পরিণতি হইতে ভারতবর্ষের শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

পণ্ডিতজীর প্রত্যাবর্তন

মাননীয় পণ্ডিতজী আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ছুটী শেষ হইল, এইবার কাজ আরম্ভ হইবে। আমেরিকায় তাঁহাকে সংখ্যাতীত স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছে, অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হইয়াছে, রাষ্ট্রনৈতিক ও বাণিজ্যের ধুরন্ধরদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে হইয়াছে—এই যদি তাঁহার ছুটির নমুনা হয়, না জানি তাঁহার কাজ কি প্রকার। শুধু ভরসার কথা এই যে পণ্ডিতজী কোনদিন বৃদ্ধ হইবেন না, এ-আশ্বাস কোন ব্যক্তি পরলোকগত জিন্না সাহেব দিয়া গিয়াছেন।

কাজ উঁহার অনেক পড়িয়া আছে। অবশ্য সে কাজের অনেকটা গোড়াপত্তন তিনি আমেরিকাতেই করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। অর্থাৎ সে দেশ হইতে খাদ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা কিছু তিনি করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় এটি যে একটি বড় কাজ একথার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে চাই।

যাহারা অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্রগুলির সন্ধান রাখেন তাঁহাদের আর বলিয়া দিতে হইবে না যে যে-কোনো দেশের সচ্ছলতা নির্ভর করে তাহার রপ্তানির বহরের উপর। দেশীয় শিল্পাদির বাণিজ্য উপকরণের যে পরিমাণ রপ্তানি হইবে সেই পরিমাণ মুদ্রায় দেশ আমাদের কাছে ঋণী হইয়া থাকিবে এবং সেই ঋণের মধ্য দিয়া আমরা সেই সেই দেশের নিকট হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইচ্ছানুসারে সহজ ও লাভজনক উপায়ে পাইব, অপরের লাভের জন্য সেই দেশগুলি ইহা করিতে বাধ্য থাকিবে। ইহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা। ঋণের বোঝা বেশী হইলে সেই সব দেশ তাহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াও রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়, যেমন ভারতেরও ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

এখন রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশে শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভার পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়। ভারতের তাহা করিবার অনেক বাধা, তাহার মধ্যে যন্ত্রপাতির অভাব প্রধান। পরিব্রাজক পণ্ডিতজী কূটনীতি ও সহৃদয়তার সংমিশ্রণে যদি ডলার ফ্রন্টের প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আশার কথা।

দ্বিতীয় বাধা বৈদেশিক প্রতিযোগিতা। আমাদের সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার বাজারে লাভের কাড়াকাড়ি ছিল ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রস্তুত বহু বিলাস উপকরণের আগমনে। বহুদিন পরে সেগুলিকে আবার পাইয়া জনসাধারণ সুপরিতৃপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে সেই ব্যবস্থায় তাহাদের নিজেদের শিল্প বাণিজ্যের চিন্তা-সমস্যা জটিল হইতেছে। তাহা ভিন্ন অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি পাইলে তাহারা কেনই বা তাহা কিনিবে না। স্বায়ত্ত-শাসনের মূল্য হিসাবে ঐ দুটি দেশকে অবাধ বাণিজ্য দিতে হয়ত ভারত সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে পণ্ডিতজীর প্রত্যাবর্তন পর এইরূপ শুনা যাইতেছে যে শীঘ্রই বিলাস দ্রব্যাদির আমদানি কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে স্থগিত থাকিবে।

কিন্তু এইবার একটি আলোচনা অপরিহার্য্যভাবে আসিয়া পড়িতেছে। বিলাস উপকরণের আমদানি আমরা বন্ধ করিব ইহা ভাল কথা, কিন্তু যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য সমস্ত আমদানি স্থগিত রাখিব এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। দেশে খাদ্য উৎপাদনের যা অবস্থা তাতে খাদ্য বাহির হইতে আনিতেই হইবে। কিছুদিন যাবৎ আমরা কয়েকটি হিতবাক্য শুনিতে পাইতেছি, যথা অল্পাহার ও মাঝে মাঝে উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কথাটা শুনিতে ভাল এবং তাহা

কার্যতঃই যতদূর হয় এমন তাহা উদ্ধারে উপর নির্ভর করে, তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না। অতএব অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে দাক্ষিণাত্যে ভূমি বৃদ্ধির সঙ্গে এবং জল করিবার জন্য ভূমি হওয়ার বা মালিক পরিবারের অধিকার ও ব্যবহার অনুসারে চাষ হইয়া থাকে, অর্থ এখন না মাত্র এদের উৎপাদন হয় তাহা চাষিদের ভূমিতে কিছুই নয়।

ভারত সরকার বলিয়াছেন যে নিজেদের হইতে খাদ্য আমদানি না করিতে নৈতিক উৎসাহ অনুসরণ করিবেন এবং ভারতের খাদ্যশস্য ভারতেই উৎপন্ন করিবার জন্য একটা ব্যাপক চেষ্টা চলিবে।

এই শুভ ইচ্ছা শুনিয়া আমাদের উৎফুল্ল হইবার উচিত কথা। কিন্তু যে নিজস্ব শক্তি-এখন নষ্ট হয় তাহা আমাদের মধ্যে তাহা আমরা জানি। এই দেশের বহু জমি নানাবিধ কারণে অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই সব পতিত জমি উদ্ধার করিতে কৃষকের সাহায্য বিনা হইবে না, অথচ উদ্ধার করিতে পারিলে তাহাদের খাদ্য সমস্যা না হইক বাঙ্গলাদেশে খাদ্য-সমস্যা থাকিবে না, এমন কি কিছু কিছু উদ্বৃত্ত শস্য অন্য প্রদেশেও পাঠাইতে পারা যাইবে। সরকারী সাহায্য পাইলে এবং সমবায় প্রথার শিক্ষা পাইলে এইসব উদ্ধার করা জমিতে খাদ্য শস্যও বহুবিধ উৎপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু এই সাময়িক প্রচেষ্টার দ্বারা জনসাধারণের নিশ্চেষ্টতা এবং এই দিকে বাঙ্গালী কৃষকরা সর্বাপেক্ষা দুরবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশের চাষীরা কঠিন মাটিতে নিজেদের হাতে সেচন করিয়া তিন-চার প্রকার শস্য উৎপাদন করায়, আর এই বর্ষা-প্রধান বাঙ্গলার জমিতে আমাদের আবহাওয়ায় যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাহার দ্বিগুণ হইতে পারিত। জমির একমাত্র বৃষ্টি আকাশ হইতে পড়িত হইতে পারে, তাহা হইলে সর্ব বাড় করিয়া তাহা দূর করিতে চাষি জমির মালিকেরা, সমস্ত শস্য বাড় করিয়া চাষী তাহা করিতে না, তাহারা মহাজনী করিতে যদি চায় না হইল তাহাদের কিছু হয় আসে না। বাঙ্গলা দেশের নিয়মানুসারে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা গোষ্ঠীদের পক্ষে অবস্থা অধিকর। কিছুদিন কিছুই 'বাবু' বলিয়া পরিচিত এই জাতি এমন একটি বেতনভোগীর অনুগত-বৃত্তির অভ্যাস করিয়াছে যে তাহা দুর্নীতির পথ হইতে তাহাদের উদ্ধার সহজে আশা করায় ক্ষীণ। ভাগচাষীদের তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা ভাল, কিন্তু তাহাদের অর্থনৈতিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে কে? বাঙ্গলার সহরের জেলা গ্রামে জমাইয়া পাঠাইবে কে? পতিতভূমি না হয় কোম্পানি আনাইলেন এবং সরকারী অনুগ্রহের আওতায় ও তাহার বাহিরে না হয় বহু কারখানা গড়িয়া উঠিল, কিন্তু সেগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য পরিপূর্ণ অর্থ উদ্ধার আসিবে কি ভাবে? বাঙ্গলা বাজেটের জন্য সরকারের বরাদ্দ পড়িয়াছে, কিন্তু জাতির 'স্বদেশ সাধনে সম্বল মুক্ত' লাভ করিবার জন্য আমাকে অধিকতর সার্থক ও জনগণ চাইবে সেরকম নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা কোথায়?

মাননীয় পতিতজমী আবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার পূর্বে উদ্ধারে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিতে হইবে, ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার আসল কারণগুলি আবিষ্কার করিয়া সেগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। তবেই সাফল্যের সম্ভাবনা।

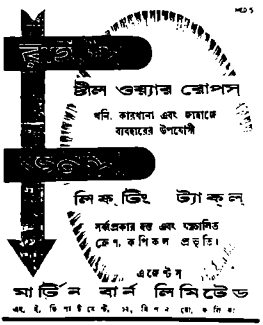
MED 5

ষ্টীল ওয়্যার রোপস

খনি, কারখানা এবং জাহাজে
ব্যবহারের উপযোগী

লিফ্‌টিং ট্যাক্‌ল্‌

সর্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত
ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।

এজেন্টস
মার্টিন বার্ন লিমিটেড
এন, ই, ডিপার্টমেন্ট, ১২, মিশন রো, কলিকাতা

প্রাসঙ্গিক

অস্ট্রেলিয়ার গম

অস্ট্রেলিয়ার গম সংস্থা (Australian Wheat Board) [illegible]

[illegible]

[illegible] (World Clearing House) [illegible]

[illegible]

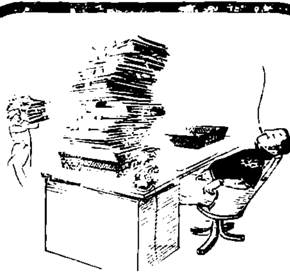

উইলস্ সিজারস্ সিগারেটের ধূমপান করুন

চমৎকার আরাম বোধ করবেন।

1/৫ আনায় ১০টি

স্থানীয় করের নিয়মাধীন

W D & H O WILLS, BRISTOL & LONDON

[illegible]

টিন কর্পোরেশনকে ঋণ দান

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদ সংকলন

বাজেট বনাম প্রকৃত হিসাব

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সরকারের বাণিজ্য শুল্ক নীতি

[illegible]

[illegible]

ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাকিস্তানে টাকা পাঠাইবার সুযোগদান

[illegible]

[illegible] প্রায় দুই শত কোটি টাকার সম্পত্তি ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে।"

[illegible]

[illegible]

[illegible] সম্মতি করিয়াছে, রাজ্যগুলিতে পরিকল্পনা [illegible] আরও [illegible] রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনায় অর্থ [illegible] দেওয়া [illegible] কৃষি [illegible] আছে।

"সরকারী মহলে [illegible] দুইটি পথ আছে—এক [illegible] রাজ্যগুলিকে অর্থ [illegible] করা হইবে, আর [illegible] রাজ্যগুলিকে [illegible] হইবে।"

একশত টাকার নোট বাতিলের গুজব ভিত্তিহীন

সরকারের একশত টাকার নোট বাতিল করার [illegible] দিল্লী [illegible] সংবাদপত্রে এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে। ঐ বিবরণে প্রকাশ যে, [illegible] সরকার একশত টাকার নোট বাতিল করিবেন। এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

[illegible] মূল্য [illegible] পরিকল্পনা

এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, [illegible] মূল্য [illegible] পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] মূল্য সরকারী [illegible] হইয়াছে। [illegible] সরকারী [illegible] কেন্দ্রীয় মূল্য কমিটির সদস্যদের সহিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সম্মেলনে [illegible] নির্ধারিত হয়। তিনি আরও বলেন যে সরকারী [illegible] পরিস্থিতি দেখা দিলে [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] মূল্য, [illegible] ও [illegible] সম্পর্কে [illegible] মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়।

১৯৬০-৬১ সালের পরিকল্পনা [illegible] বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন [illegible] কৃষি [illegible] ও [illegible] এই পরিকল্পনায় [illegible] হইয়াছে। ইহা [illegible] প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] করা হইয়াছে।

ভারতের [illegible]

[illegible] সরকার [illegible] কৃষি [illegible] ও [illegible] পূর্বের [illegible] হইয়াছে।

[illegible] নিম্নরূপ হইবে:—(১) [illegible] বিভিন্ন [illegible] (২) [illegible] কৃষি এবং বিভিন্ন [illegible] পরিকল্পনার [illegible] (৩) [illegible] ও [illegible] নির্দিষ্ট [illegible]।

[illegible] পরিকল্পনায় [illegible]

[illegible] কৃষি [illegible] বলেন যে, কৃষি [illegible] এবং [illegible] মূল্য [illegible] হইবে [illegible] পরিকল্পনা [illegible] করিতে [illegible]।

[illegible] বলেন যে, [illegible] একটি [illegible] বিভিন্ন [illegible] পরিকল্পনা [illegible] করিতেছে। [illegible] এবং বর্তমানে [illegible] হইবে, ইহা [illegible]।

[illegible] যে কোন [illegible] প্রয়োজন, [illegible] এবং বিশেষভাবে [illegible] এই [illegible] হইয়াছে। [illegible] বর্তমান [illegible] এবং [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] করিয়াছে।

ভারত ও [illegible] আলোচনা সম্পর্কে [illegible] বলেন যে, [illegible] কোন [illegible] আলোচনার [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বলেন যে [illegible] কৃষি [illegible] ও [illegible] কোন [illegible] হইবে। [illegible] বিভিন্ন [illegible] করিয়াছেন, [illegible] কোন [illegible] করিতে [illegible] সরকারের নাই।

[illegible] বলেন যে, [illegible] কৃষি [illegible] সরকারের [illegible] করিতে [illegible] নিকট [illegible]।

[illegible] পরিকল্পনার [illegible] হ্রাস

[illegible] পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ [illegible] আগামী [illegible] হ্রাস করা যে [illegible] সম্পর্কে যে [illegible] পরিকল্পনা [illegible] সহিত আলোচনা করা [illegible] করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] পরিকল্পনা [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] প্রয়োজন। [illegible] বিভিন্ন [illegible] বিভিন্ন [illegible] দিয়াছে।

[illegible] উৎপাদন

[illegible] ১ কোটি [illegible] পরিকল্পনা [illegible] উৎপাদন [illegible] সরকারী [illegible] পারে।

কেন্দ্রীয় কৃষি [illegible] উৎপাদন [illegible] বলেন যে, [illegible] উৎপাদন কৃষি [illegible] পরিকল্পনার [illegible] আগামী [illegible] হইবে।

[illegible] যাইতেছে যে, [illegible] হইতে ১৯৬১ সালের [illegible] করিবে।

[illegible]

[illegible] সরকারের এক [illegible] প্রকাশ, ১৯৬০ সালের [illegible] ১৯৬২ সালের [illegible] পরিকল্পনার [illegible] মধ্যে [illegible]

সার্টিফিকেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের সঙ্গে বর্তমান লাইসেন্স ও [illegible] লাইসেন্স পরিবর্তনের ফী না দাখিল করিলে আবেদন গ্রাহ্য করা হইবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স ফী:—(১) এ শ্রেণী চাউল ও ধানের [illegible] ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স [illegible]৲ (২) এ (১) শ্রেণী চাউল ও ধান [illegible] ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স [illegible]৲ টাকা; (৩) এ (২) শ্রেণী [illegible] উৎপাদকের লাইসেন্স [illegible]৲ টাকা এবং (৪) ও (৫) শ্রেণী [illegible] লাইসেন্স ১৲ টাকা।

বর্গাদারী উচ্ছেদের বৈধতা

বিহার বর্গাদারী উচ্ছেদ আইনের বৈধতা [illegible] হাইকোর্টে [illegible] আদালতে যে সকল মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, তাহা [illegible] হাইকোর্টে [illegible] হইয়াছে। [illegible] দাবী করিয়াছেন যে, (১) বিহার বর্গাদারী উচ্ছেদ আইন [illegible] এবং [illegible] (২) উক্ত আইনের [illegible] বর্গাদারী উচ্ছেদের [illegible] উচ্ছেদের দাবী করা হউক। [illegible] বর্গাদারী [illegible] টাকা। [illegible]

[illegible] উক্ত আইনের [illegible] অনুসারে ক্ষতিপূরণ না দিয়া বর্গাদারী ও জোতদারী স্বত্ব দখল করা। [illegible] ১৯৫০ সালের ভারত শাসন আইনের [illegible] এবং ইহা আদালতে [illegible]

[illegible] যে, এই মামলার [illegible] আইনের [illegible] এবং [illegible] এ সম্বন্ধে বিচার গ্রহণ করা উচিত। হাইকোর্টের [illegible] এই মামলার বিচার করিতে [illegible] করা হয়। [illegible] তারিখ নির্ধারিত হয়।

চিনির অভাব কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে

গত ১২ই নবেম্বর ভারতের ইক্ষু সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি জানাইয়াছেন যে, চিনির অভাব কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অধিকন্তু [illegible] করিয়া চিনি সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য চিনির কলের মালিকদিগকে তাঁহারা অনুরোধ জানাইয়াছেন।

[illegible] এই [illegible] প্রস্তাব [illegible] যে, [illegible] হইবে।

যুক্তপ্রদেশ হইতে অন্যত্র চাউল নিষিদ্ধ করার দাবী অগ্রাহ্য

যুক্তপ্রদেশ হইতে অন্যত্র চাউল [illegible] নিষিদ্ধ করার [illegible] যে দাবী জানান হইয়াছিল যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারত সরকার [illegible] যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী এই [illegible] গভর্ণমেণ্ট [illegible] যে, তাঁহারা [illegible] নিষিদ্ধ করিলে [illegible] এবং [illegible] হইবে। [illegible]

পূর্ববঙ্গে বর্গাদারী উচ্ছেদ বিল

পূর্ববঙ্গ প্রদেশে বর্গাদারী প্রথা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে [illegible] পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে উত্থাপিত হয়। বিলটি সম্পর্কে বিবেচনা [illegible] সিলেক্ট কমিটি [illegible] পূর্ববঙ্গ [illegible] বিলটি আইন পরিষদে পুনরুত্থাপিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু কৃষক পরিবার জলপাইগুড়ি জেলায় পুনর্বসতির ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জলপাইগুড়ি জিলায় এতদঞ্চলে উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারের জন্য পুনর্বসতির ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রায় ৩০টি পরিবার [illegible] গিয়াছে। উক্ত পরিবারগুলির মোট সংখ্যা হইতেছে ১৫০। আরও ৫০টি পরিবার [illegible] হইতে শীঘ্রই জলপাইগুড়ি যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রকাশ, সরকার হইতে কৃষক পরিবারগুলিকে জমি দেওয়া হইবে। [illegible] বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে।

[illegible] সরকারী খামার উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি

[illegible] গভর্ণমেণ্ট [illegible] সরকারী খামার উদ্বাস্তুর পুনর্বসতির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা সরকার [illegible] করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় [illegible] করা হইবে। [illegible] তাহাদের [illegible] হইবে।

ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনের সমালোচনা

[illegible] কোম্পানী আইনের সংশোধন [illegible] সরকার যে [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে উত্থিত কয়টি মৌলিক [illegible] তীব্র সমালোচনা করেন।

[illegible] ও শিল্প [illegible] সরকার [illegible] উক্ত [illegible] মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, [illegible] ও শিল্প [illegible] এই [illegible] পরিবর্তন [illegible] এবং [illegible] এই [illegible] করিতে যাইতে, [illegible] এই [illegible] বলিয়া [illegible] মনে করেন।

[illegible] বলেন যে, দেশের [illegible] এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান [illegible] করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের [illegible] করা হয়। তিনি [illegible] যে [illegible] ও [illegible] সম্পর্কে যে [illegible] হইবে তাহাতে দেশের [illegible] হইতে পারে এবং শিল্প উৎপাদন ও [illegible] হইতে পারে। তিনি বলেন যে, [illegible] পরিবর্তিত [illegible] অবিচ্ছিন্ন [illegible] সরকারের উচিত [illegible] করা।

পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু সম্পত্তি

বিশ্বস্তসূত্রে কলিকাতার এই দপ্তর এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্ট [illegible] ও

(শেষাংশ ৪৬৯ পৃষ্ঠায়)

সপ্তাহে মাত্র একবার
500
PALUDRINE
TABLETS
0.3 GRAMME
IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD.
ICI
0.3
ICI

'প্যালুড্রিন'
•৩ গ্র্যামের ট্যাবলেট
এখন পাওয়া যাচ্ছে...

৫০০ ট্যাবলেটের টিন কিনে, প্রতিসপ্তাহে মাত্র চার আনারও কম খরচে আপনার প্রত্যেক কর্মচারীকে 'প্যালুড্রিন' দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

আপনার কর্মচারীদের প্রতি সপ্তাহে
মাত্র একবার একটি করে •৩ গ্র্যামের
'প্যালুড্রিন' ট্রেডমার্ক
ট্যাবলেট দিয়ে তাদের ম্যালেরিয়া
থেকে রক্ষা করুন

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
কলিকাতা—বোম্বাই—মাদ্রাজ
কোচিন—নয়াদিল্লী—কানপুর

শেয়ার বাজার

তেজী পর্যায়ের সূচনা ?

শনিবার, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	১২-১১-৫১	১৯-১১-৫১
বেঙ্গল কোল	৪০৭৲	৪০০৲
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান কপার	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান আয়রন	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
টিন কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]
বি. আই. সি	[illegible]	[illegible]
মার্টিন বার্ন	[illegible]	[illegible]
ন্যাশনাল টোব্যাকো	[illegible]	[illegible]
[illegible] পেপার	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়া [illegible]		[illegible]
টাটা ডেফার্ড		[illegible]
টাটা অর্ডিনারী	[illegible]	[illegible]
৩২ সুদের ১৯৬৪	[illegible]	[illegible]

• • •

[illegible]

• • •

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

(শেষাংশ ৪৭০ পৃষ্ঠায়)

(পূর্বাংশ ৪৬১ পৃষ্ঠায়)

[illegible]

[illegible]

[illegible] :—

[illegible]

(ক) কৃষি সম্পত্তি (জমিদারী, [illegible]);

(খ) গৃহ সম্পত্তি;

(গ) শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্পত্তি এবং অংশীদারী অধিকার।

(ঘ) অন্যান্য সম্পত্তি।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

দ্রুত স্বাবলম্বনের পথে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

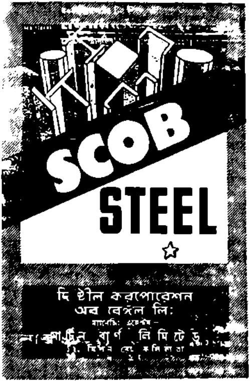

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লি:
ম্যানেজিং এজেন্টস্ –
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

[illegible]
যুগ্ম সম্পাদক :— [illegible]

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৭ ও ২৮ সংখ্যা]   কলিকাতা, বুধবার, [illegible] অগ্রহায়ণ, [illegible] ; ৭ই ডিসেম্বর,   [মূল্য [illegible]

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৪৭১		
পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার		অর্থলোক	
ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র		বিশ্ব অর্থ-কথা	
উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস		[illegible]	
প্রাসঙ্গিক	৪৭৬	[illegible] বাজার	
পাক-ভারত বাণিজ্যের বিচ্ছেদ		সংবাদ সংকলন	
চা-বাজারের সম্প্রসারণ		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
চিনি কলওয়ালাদের ধর্মঘট		চিনি শিল্প সংরক্ষণ [illegible]	
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য			

পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার

স্বদেশ হইতে বহুদূরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন সহরে বাঙলার খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও জ্ঞানসাধক অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের মৃত্যু সংবাদ দেশবাসীকে মর্মাহত করিয়াছে। আমরা বিশেষতঃ অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীরা তাঁহার এই মৃত্যুসংবাদে পরম আত্মীয়ের বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) এক স্থানে বলিয়াছিলেন "বাংলা দেশে যাঁহারা পড়াশুনা করেন তাঁহারা লেখেন না যাঁহারা লেখেন তাঁহারা পড়াশুনার ধার ধারেন না"। বীরবলের এই কথা বহুলাংশে সত্য হইলেও আমাদের এই লোকান্তরিত অধ্যাপক বিনয় কুমারের বেলায় প্রযোজ্য নহে। কারণ তিনি পড়িয়াছেন যেমন প্রচুর লিখিয়াছেনও তেমন অজস্র। শুধু তাহাই নহে পড়া, লেখা, পড়ান ছাড়াও তিনি বাগ্মিতায়ও অনন্যসাধারণ। অনন্যসাধারণ এই কারণে যে তাঁহার বাগ্মিতার মধ্যে অফুরন্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট স্বকীয়তা ছিল যে তাহার পরিচয় আমাদের বাগ্মীবহুল দেশেও বিরল।

তাঁহার দেশপ্রেমের পরিচয় নূতন করিয়া কোন বাঙালী পাঠককে দিতে হইবে না। "ডন সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা হইতে শুরু করিয়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত তিনি বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সৈনিক হিসাবে এবং সেনাপতি হিসাবে যে অকুতোভয় সংগ্রাম ও বিপুল কর্মসাধনার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দেশবাসী কখনও ভুলিবে না। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শিক্ষক ও অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি বাঙলাকে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার জন্যও বঙ্গবাসী তাহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আমরা আশা করি এই মহাপ্রাণ জ্ঞানসাধক ও বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবকের স্মৃতিরক্ষার্থে দেশের নেতৃবৃন্দ কোন বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং আমাদের বিশ্বাস লোকান্তরিত শিক্ষাগুরুর অগণিত ছাত্রছাত্রী ও দেশবাসীর নিকট উহার যথোপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাইবে।

আমরা অধ্যাপক সরকারের পত্নী ও একমাত্র কন্যাকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। কিন্তু হয়ত এই বলিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন যে আজ সমগ্র দেশবাসীও তাঁহাদের মত শোকাভিভূত।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র

প্রায় তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা মুখরিত গণপরিষদে গত ২৬শে নভেম্বর স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গৃহীত হইয়াছে। দীর্ঘ পরাধীনতার অবসানে আমরা আজ জাতির পক্ষে যাহা একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু তাহা এবার উদ্ভব দেখিতেছি।

[illegible] মধ্যে শাসনতন্ত্রের ধারাগুলির [illegible] সম্পর্কে বহু সমালোচনা ও যুক্তিতর্কের অবতারণা [illegible] আমরাও [illegible] দেখিয়াছি। তাহার বিরুদ্ধ আমাদের [illegible] শাসনতন্ত্রের [illegible] সম্পর্কে অভিমত [illegible] আমাদের দৃষ্টিতে [illegible] আমাদের [illegible] এই শাসনতন্ত্র [illegible] ত্রুটি [illegible] কোন কোন [illegible] এই [illegible] একটি স্বাধীন [illegible] শাসনতন্ত্র রচনা [illegible] এই কথা [illegible] করিবেন। [illegible] দেশবাসীর [illegible] সেই অনুভব [illegible] রচিত শাসনতন্ত্রে [illegible] যতই ত্রুটি বিচ্যুতি থাকুক না কেন উহাকে দেশবাসীর গ্রহণ করা উচিত। সেই জন্য সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরাও উহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

ভারতের শাসনতন্ত্র রচনাকারী কমিটির সভাপতি ডাঃ আম্বেদকর সমালোচনার উত্তরে যে মূল্যবান কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি আমরা দেশবাসীর আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন "শাসনতন্ত্রের ভালমন্দ কার্য্যকারিতার উপরই নির্ভর করে"। কাজেই এই শাসনতন্ত্রে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলেও উপযুক্ত রাষ্ট্র পরিচালকদের হাতে তাহার প্রতিকার হইতে পারে এবং শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের যে সুযোগ রহিয়াছে তাহা নির্ব্বাচিত পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য যে কোন সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন। সেই জন্য শাসনতন্ত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অযথা আশঙ্কা প্রকাশ করার কোন যৌক্তিকতা নাই।

সুতরাং আগামী ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের যে নবজীবনের সূচনা হইবে তাহাকে বরণ করিবার জন্য আমরা দেশবাসীকে দলগত মতবিরোধ ও অনুরূপ সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া মিলিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

বন্দেমাতরম্।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস

আগামী ২২ মাসে ভারতে কয়লা, ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি ও কাগজ [illegible] শ্রেণীর বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হার "বৃদ্ধি" ও বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যহ্রাসের যে পরিকল্পনা আড়ম্বরে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে সংবাদটি অভাবক্লিষ্ট ও মূল্যস্ফীতিপ্রপীড়িত দেশবাসীর নিকট চাঞ্চল্যকর ঘটনা হিসাবে দেখা দিয়াছিল তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারী মুখপাত্রদের উচ্ছ্বসিত পূর্বাভাস বা মনোরম বক্তৃতাবিন্যাস শেষ হইবার পর সরকারী পরিকল্পনাটির মূল্য বিচার করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ চাঞ্চল্যকর সরকারী কার্য্যসূচীর মূল্য নিতান্ত সামান্য এবং উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে উহার সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ বোধ করার কোন কারণ নাই।

প্রথমতঃ পরিকল্পনাটি প্রচারিত হইয়াছে সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির ও মূল্যহ্রাস প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসাবে, অন্ততঃ সংবাদপত্রের শিরোনামায় উৎপাদন বৃদ্ধির কথাটা ফলাও করিয়া ছাপা হইয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনাটির প্রথমেই দেখা যাইতেছে কয়েকটি শিল্পে সরকারী "লক্ষ্য" যুদ্ধের সমকালীন সর্বোচ্চ উৎপাদনের তুলনায় অনেক কম। যেমন ইস্পাত শিল্পে ১২ লক্ষ টনের স্থলে ১০ লক্ষ টন, চিনি শিল্পে ১৪ লক্ষ টনের স্থলে ১২ লক্ষ টন, সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন ১৫ লক্ষ হন্দরের স্থলে ১০ লক্ষ হন্দর, বস্ত্র শিল্পে ৬৮০ কোটি গজের স্থলে ৪৫০ কোটি গজ, এলুমিনিয়াম শিল্পে ৫ হাজার টনের স্থলে ৩ হাজার টন, সিমেন্ট শিল্পের উৎপাদন ৪০০০টির স্থলে ৩০০০ এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি শিল্পের অনুরূপভাবে হ্রাস

অবস্থার তুলনায় অনেক কম উৎপাদন লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে এক কয়লা শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল প্রধান শিল্পগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য সরকার যদি তাঁহাদের সর্বনিম্নতম উৎপাদন সংখ্যার সহিত তাঁহাদের এই লক্ষ্যের তুলনা করেন তাহা হইলে সরকারী এই ঘোষণা একেবারে খাটিতে পারে। কারণ বিভিন্ন দেশের, এমনকি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের, উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় সর্বনিম্নতম যে মান ধরা হইয়াছে তাহা হয় যুদ্ধের পূর্বেকার না হয় সর্বোচ্চ সংখ্যা অথবা যুদ্ধকালীন সর্বোচ্চ উৎপাদন সীমা।

দ্বিতীয়তঃ মূল্যহ্রাস প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে একমাত্র কয়লা শিল্পে মূল্যহ্রাসের কার্যকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসের সম্ভাবনা এখনও বর্তমানের মত অনিশ্চিত। কারণ সরকারী প্রচেষ্টা এই বিষয়ে গত তিন বৎসর যেভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে এই ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিলেও যে মূল্য হ্রাস ঘটিবে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ আমরা অহরহঃ দেখিতেছি। বস্ত্রের ক্ষেত্রে সরকার যেভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন সেই ক্ষেত্রগুলির অন্যান্যের পুনরাবৃত্তি যে হইবে না তাহা কে বলিবে?

সরকার মুনাফাখোরী ও চোরাকারবার দমন করিবার বহু প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কিভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। বস্ত্র, চিনি, বনস্পতি ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী মাল তাহাদের বহু বিক্রেতা ও স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী অবাধে মজুত রহিয়াছে সরকার তাহাদের ন্যায্য দরে বিক্রি করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, সম্প্রতি সর্দার প্যাটেল শিল্পপতিদের নিকট মূল্যহ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছেন বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কানপুরের বিরাট চিনিপ্রস্তুতকারকেরা সর্দার প্যাটেলকে মুখের উপরই জানাইয়া দিয়াছে "চিনির দাম না বাড়াইলে চিনির কলের চাকা ঘুরিবে না।" সরকার যে উত্তরে জবাব দিতে পারেন নাই। কাজেই সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও মূল্যহ্রাস যে ঘটিবে না যদি না সরকার তাঁহাদের এই শিল্পপতিদের তুষ্ট করিবার নীতি ত্যাগ না করেন, কিন্তু সরকার এই বিষয়ে নীরব।

ঠিক একই কারণে সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হইবে তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত। সরকারী হিসাব মতে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসের তুলনায় চলতি বৎসরে উৎপাদন হ্রাসের পরিমাণ যায় নিম্নরূপ—কয়লা ২০, ইস্পাত ১০, চিনি ১৩, বস্ত্র ৫২, কাগজ ২০, কাঁচ ২৪ এবং অন্যান্য সব শিল্পেও প্রায় অনুরূপ, কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার; যে কলওয়ালারা সরকারী আইনগুলিকে নির্ভীকভাবে দাবী করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাহারা শ্রমিকদের নিকট হইতে সহযোগিতা লাভ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য চলতি উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইবে এবং মজুত কমাইবে। ১৯৪৮ সালের তুলনায় এই বৎসর শ্রমিক ধর্মঘটের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই কেন? ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া বা বিদেশে বেআইনী চালান করিয়া তাহাদের মুনাফা লুটিতেছে, সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে সরকার নীরব দর্শক হইয়া আছেন। কাজেই এইভাবে যে ঐ অবস্থার প্রতিকার করা হইবে তাহা মনে করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি? অন্ততঃ দেশবাসী তাহা মনে করে না।

কাজেই সরকারের এই উৎপাদন বৃদ্ধির ও মূল্যহ্রাসের এই নূতন "প্রচেষ্টাকে" দেশবাসীর চোখে ধূলানিক্ষেপ করার নীতি যদি বলা হয় তাহা হইলে তাহা কিছুমাত্র রূঢ় হইলেও অসত্য হইবে না। আমাদের একান্ত কামনা সরকার অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং যে সুদূর প্রোথিত দুর্নীতি ও মুনাফাখোরী দেশের সমস্ত কল্যাণের পথকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহা দৃঢ়হস্তে নির্মূল করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। তাহা না হইলে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাশাই অন্ধকার।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

(কোটি টাকার হিসাবে)

	আমদানি	রপ্তানি
মার্চ, [illegible]	[illegible]	[illegible]
এপ্রিল	[illegible]	[illegible]
মে	[illegible]	[illegible]
জুন	[illegible]	[illegible]
জুলাই	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্টীল ওয়্যার রোপস

খনি, কারখানা এবং জাহাজে
ব্যবহারের উপযোগী

লিফ্‌টিং ট্যাক্‌ল্‌

সর্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত
ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।

এজেন্টস্‌

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

[illegible], ১২, মিশন রো, কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Variable Ballast

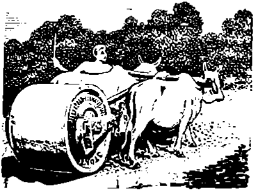

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a [illegible] ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

BM-14

[illegible]

[illegible]

অর্থলোক

বিশ্ব অর্থ ভাণ্ডার ও পাকিস্তান

মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর ভারত-পাকিস্তানের বাণিজ্যে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানের নূতন এক ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধি দল ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন তাহাদের নেতা মিঃ এন. [illegible] বোম্বাই হইতে করাচী যাত্রা করিবার প্রাক্কালে ঘোষণা করিয়াছেন যে "পাকিস্তান যেহেতু বিশ্ব মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইবে সেই সূত্রে [illegible] হইতে পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য [illegible] [illegible] [illegible] কি হইতে পারে তাহা বিশ্ব মুদ্রাভাণ্ডারই স্থির করিবে। পাকিস্তান যদি মুদ্রাভাণ্ডারের নির্দেশ না মানিয়া অন্যায় করে তাহা হইলে পাকিস্তানকে মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য পদ ইস্তফা দিতে হইবে"।

মিঃ [illegible] এর উক্ত মন্তব্য পাকিস্তানী মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিলেও কথাটা তাহাদের অজানা নহে। পাকিস্তান মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য পদের জন্য আবেদন করিয়াছিল মুদ্রামূল্যহ্রাসের পূর্বে কাজেই অন্যান্য দেশের মত মুদ্রামূল্যের হ্রাস গ্রহণ না করিলে পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্বভাণ্ডারের সদস্যপদ প্রাপ্তি অথবা উক্ত ভাণ্ডারের সদস্যপদ বজায় রাখা কঠিন হইতে পারে তাহা পাকিস্তান সরকারের অজানা নহে। কাজেই পাকিস্তান বিশ্বভাণ্ডারকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাঁহাদের মুদ্রামূল্যহ্রাস না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট। পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা [illegible] করিয়াছিলাম যে পাকিস্তান মুদ্রাভাণ্ডারের মূলনীতি বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছে। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে মুদ্রাভাণ্ডারের সঙ্গে কোন [illegible] থাকিতে পারে না।

মিঃ [illegible] আমাদেরই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি না বিশ্বভাণ্ডার যদি পাকিস্তান সরকারকে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার জন্য বাধ্য করিতে না পারেন তাহা হইলে পাকিস্তানকে মুদ্রাভাণ্ডারের সংস্রব ত্যাগ করিতে তাহারা বাধ্য করিতে পারেন। [illegible] হইলে শুধু মুদ্রাভাণ্ডারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা নহে ভারতবাসীর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইবে যে পাকিস্তানের এই দুরভিসন্ধিমূলক সিদ্ধান্তের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে। পাকিস্তান সরকারের এই [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] মুদ্রাভাণ্ডারকে [illegible] উক্ত তাহার [illegible] [illegible] না উক্ত তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible]।

ভারত-পাক বাণিজ্য

গত মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত ভারত-পাক বাণিজ্যের পাঁচ মাসের হিসাব হইতে ভারতের বাণিজ্যের উন্নতি দেখা যায়। তবে তাহাতে যে দুই দেশের বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা বলা চলে না। ভারতের এই অনুকূল বাণিজ্যের কারণ যে পাকিস্তান হইতে উক্ত পাঁচ মাসে পাট ও তুলার আমদানি হ্রাস পাইয়াছে [illegible]। পাকিস্তান হইতে তুলা [illegible] হ্রাস করিয়া ভারত চলিতে পারে। কিন্তু পাটের জন্য পাকিস্তানের আমদানির উপর ভারত নির্ভর করিতে বাধ্য। সেই জন্য ভবিষ্যতে ভারত-পাক বাণিজ্য স্বাভাবিক না হইলে ভারতের পক্ষে বাণিজ্যের উন্নতি বজায় রাখা কঠিন হইবে যদি প্রচুর পরিমাণ কয়লা, লৌহ, বস্ত্র, তৈল ইত্যাদি রপ্তানী করা না যায়।

টাকার বাজার

পূর্ববর্তী সপ্তাহে টাকার বাজারে যে [illegible] দেখা গিয়াছিল তাহা এখনও বজায় আছে এবং পাট সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই বাজারে টাকার এই [illegible] বজায় থাকিবে। তবে আশা করা যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

রিজার্ভ ব্যাংকের [illegible] [illegible] পাওয়া যাইতেছে না। তবে গত সপ্তাহের [illegible] [illegible] [illegible] কিছু পরিমাণ [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] যাইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

গত [illegible] নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাংকের যে হিসাব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বিভাগে [illegible] [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] বিভাগে [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। টাকার বাজারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] অপরিবর্তিত আছে। তবে [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি [illegible] [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] পরিমাণ হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণ বশতঃ আকস্মিকভাবে ছাপাখানা পরিবর্তন করিতে হইল বলিয়া "আর্থিক ভারত" দুই সংখ্যা যুক্ত ভাবে প্রকাশিত করা হইল। আশা করি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য "আর্থিক ভারতের" সকল গ্রাহক গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণ আমাদের মার্জনা করিবেন।

বিনীত
[illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ
"আর্থিক ভারত"

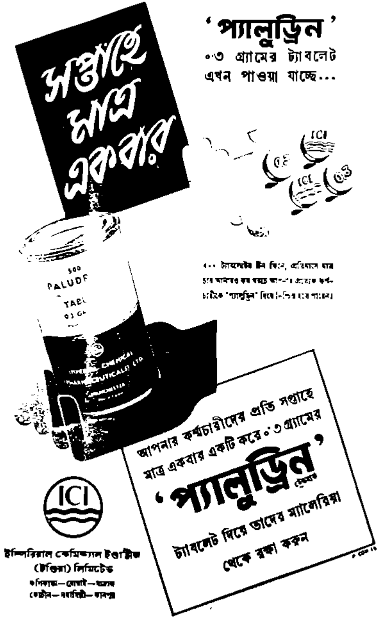
সপ্তাহে মাত্র একবার
500
PALUDRINE
TABLETS
0·3 G
IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD.
ICI
0·3

'প্যালুড্রিন'

০·৩ গ্র্যামের ট্যাবলেট
এখন পাওয়া যাচ্ছে...

০·৩ ট্যাবলেটটি [illegible] দিলে, প্রতিমাসে চার [illegible] কম খরচে আপনার প্রত্যেক কর্মচারীকে 'প্যালুড্রিন' দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

আপনার কর্মচারীদের প্রতি সপ্তাহে
মাত্র একবার একটি করে ০·৩ গ্র্যামের
'প্যালুড্রিন' ট্রেডমার্ক
ট্যাবলেট দিয়ে তাদের ম্যালেরিয়া
থেকে রক্ষা করুন

**ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড**
কলিকাতা—বোম্বাই—মাদ্রাজ
কোচীন—নয়াদিল্লী—কানপুর

শেয়ার বাজার

স্থিতিশীল বাজার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* *

[illegible]

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাগজের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

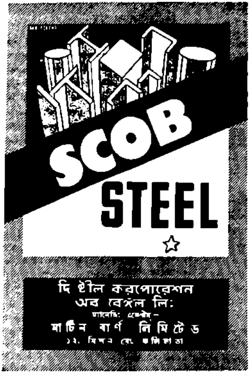
SCOB
STEEL
☆

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস –
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

একেবারে
নূতন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও বাস
টায়ার

অনেক
বেশী মাইল চলে
পুরু ট্রেড
শিরতোলা সাইডওঅলস্
অনেক বেশি ভারবাহী
লেটেক্সে ভেজানো সুতো
দীর্ঘস্থায়ী প্যাটার্ন

সংবাদ সংকলন

ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগ

ভারত সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, [illegible] বিদেশী মূলধন সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি ঘোষণা করার পর বিদেশী শিল্পপতিরা ভারতে মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত মুখপাত্র আরও বলেন, ভারতে মূলধন নিয়োগের জন্য বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ১৯৫৩ সালে যে সকল আবেদন পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র ২৫ খানা মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু চলতি বৎসরে ইতিমধ্যেই ৩৭ খানা আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ১১ খানা আবেদন এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। নূতন নূতন আবেদন এখনও আসিয়া পৌঁছিতেছে। এ-সকল বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন [illegible] কোটি টাকার মধ্যে এ-পর্যন্ত মোট মূলধন প্রায় [illegible] কোটি পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্টাংশ [illegible] এবং ভারতীয় এ-সকল প্রতিষ্ঠানই সরবরাহ করিবে। এ সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মোটর ও সাইকেল, রাসায়নিক দ্রব্য, রেয়ন, কাগজ শিল্প ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবে। [illegible] উপায় ও দ্রুত বৈষয়িক [illegible] নির্মাণের ব্যবস্থা [illegible] যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের প্রভাব আসিয়াছে। ভারত সরকার এ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। কি কি শর্তে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা শীঘ্রই স্থির হইবে। [illegible] হইলেই মূলধন নিয়োগের অধিকতর প্রভাব আসিয়াছে। কিন্তু [illegible] ও বণিক [illegible] ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির এ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছে। ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের অনুমতিদানের প্রধান শর্ত এই যে, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল উৎপাদনের কার্যেই নিযুক্ত থাকিবে। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে এবং [illegible] বিষয়ে [illegible] প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দেশে [illegible] শিল্প প্রতিষ্ঠান [illegible] কোন ক্ষেত্রে পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু [illegible] মোটামুটি শর্ত এই যে, মূলধনের মুখ্য অংশই ভারতীয়দের হাতে থাকিবে।

জানা গিয়াছে যে, [illegible] এ সম্পর্কে [illegible] করিয়া [illegible] ভারত সরকার [illegible] করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন আশাপ্রদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই [illegible] বৎসরে প্রদেশের ফলন সম্পর্কে একটি আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন। এই হিসাবে প্রকাশ যে, এই বৎসর প্রদেশের ফলন-অবস্থা সন্তোষজনক আছে।

[illegible] বৎসরে [illegible] পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে [illegible] বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু [illegible] এই বৎসর [illegible] করিতে [illegible] করা হয়। [illegible] আশা করা যাইতেছে যে, এই বৎসর গত বৎসর অপেক্ষা উৎপাদন অনেক পরিমাণে বেশী হইবে।

এই বৎসর প্রায় ৯,৮০১,৫০০ একর জমিতে ফসল হইয়াছে বলিয়া হিসাব পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ৯,৬০০,৫০০ একর জমিতে ফসল হইয়াছিল।

এই বৎসর প্রতি একর জমিতে প্রায় [illegible] চাউল পাওয়া যাইবে, গত বৎসর পাওয়া গিয়াছিল প্রায় [illegible]। ১৯৫৩-৫৪ সালের [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] করা হইয়াছে যে, এই বৎসর ৬৭,৯০০ একর জমিতে [illegible] হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। গত বৎসর ঐ জমির পরিমাণ ছিল ৬৪,০০০ একর। এই বৎসরের মত উৎপাদনের পরিমাণ হইবে [illegible] উৎপাদনের অন্ততঃ ৬৫ ভাগ। গত বৎসর ঐ পরিমাণ ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। [illegible] প্রতি একর [illegible] এই বৎসরের মোট উৎপাদন হইবে ২০০,৮০০ টন; গত বৎসর ঐ পরিমাণ ছিল ১৯৯,০০ টন।

১৯৫৩-৫৪ সালের [illegible] পরিমাণ ২২,৫০০ টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে; গত বৎসর ২২,০০০ টন পাওয়া গিয়াছিল। এই বৎসরের [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ ৭৯,৮০০ টন ধরা হইয়াছে; গত বৎসর ঐ পরিমাণ ছিল ৫৫,৭০০ টন। ১৯৫২-৫৩ সালে প্রদেশে ৬,৫৫০ টন ছিল [illegible] বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে; গত বৎসরের পরিমাণ ছিল ৩৩০৫ টন।

আমেরিকায় ও কানাডায় মূল্য বৃদ্ধি

জানা গিয়াছে যে [illegible] আমেরিকা ও কানাডা [illegible] করিয়া, আমেরিকা এবং [illegible] বৃদ্ধি করিয়া [illegible] দাবি করিয়াছেন।

[illegible] বৎসরের প্রথম দশ মাসে ভারত [illegible] লক্ষ টাকা মূল্যের আমেরিকা হইতে [illegible] এবং [illegible] ও বাণিজ্যিক [illegible] এবং [illegible] আমদানী করা হয়। [illegible] আমদানী [illegible] যে, [illegible] অপেক্ষা [illegible] বৃদ্ধি [illegible]। [illegible] আমেরিকার উৎপাদন [illegible]।

বিশ্বের চাউল উৎপাদন

[illegible] বিশ্বের চাউল পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট [illegible] করা হইয়াছে যে, ১৯৫৩-৫৪ সালে [illegible] চাউল [illegible] ১৯৫৪-৫৫ সালে [illegible] লক্ষ টন বেশী হইবে। রিপোর্টে [illegible] করা হইয়াছে যে, [illegible] এবং [illegible] চাউলের [illegible] বেশী [illegible] উদ্বৃত্ত হইতে পারে।

রিপোর্টে প্রকাশ যে, [illegible] পর হইতেই চাউলের উৎপাদন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে [illegible] চাউলের রপ্তানী [illegible] বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] এবং [illegible] রপ্তানী বৃদ্ধি আশা করা যায়।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি চাউল আমদানী-কারী দেশগুলিতে চাউলের উৎপাদন [illegible] পরিমাণকে [illegible] বিচারে এবং [illegible] ও [illegible] উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, প্রধান [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible] এবং [illegible] চাউল [illegible] বিঘ্নিত হইতেছে।

[illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে যে, [illegible] [illegible] হইতে ও তৈল [illegible] উৎপাদন ও বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু মধ্যম শ্রেণীর লোকের কেরোসিন (বা কিরোসিন) [illegible] [illegible] অসুবিধা দেখা দিবে। [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণে ডিজেল এবং [illegible] উৎপাদন [illegible] এবং [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] পাইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থায় [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাইবে।

অধিক [illegible] প্রস্তাব

[illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

কয়লার মূল্য হ্রাস

কয়লার মূল্য [illegible] হইতে টন প্রতি [illegible] হ্রাস করা হইবে বলিয়া [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন। [illegible] আরও বলা হইয়াছে যে [illegible] [illegible] হ্রাস করা সম্পর্কে সরকার যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তদনুসারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এক কয়লার মূল্য টন প্রতি কম আনা, তাহা কয়লার মূল্য টন প্রতি আনা এবং [illegible] কয়লার মূল্য টন প্রতি ৩০ আনা কমানো হইবে।

বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ

কয়লা, ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি এবং কাগজের ন্যায় [illegible] শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ আগামী বৎসরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] দুটি [illegible] [illegible] স্থির করিয়াছেন। শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস. এ. [illegible] বলেন যে, বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ এবং [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্পর্কে [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে এবং [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থির করা হইতেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি করা [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] অনুসারে আগামী [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত [illegible]—কয়লা ৩ কোটি [illegible] লক্ষ টন, [illegible] লক্ষ টন; [illegible]—[illegible] কোটি গজ; [illegible]—১২ লক্ষ টন; সিমেন্ট [illegible] ৩ হাজার; [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] লক্ষ টন; [illegible] [illegible] [illegible] টন; [illegible]—[illegible] [illegible] টন।

শ্রীযুক্ত [illegible] বলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

অবাধ সাধারণ লাইসেন্স—১১ বাতিল

বাণিজ্য দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার অবাধ সাধারণ লাইসেন্স নং ১১ বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত লাইসেন্স অনুযায়ী কোনরূপ আমদানী লাইসেন্স ব্যতিরেকে ব্যবসায়ীরা পারদ, টিন, দস্তা, বাদাম এবং [illegible] এলাকাসমূহ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রভৃতি আমদানি করা যাইত।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে যেসব চালান বিজ্ঞপ্তি [illegible] [illegible] উক্ত লেনদেন হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সরকারী তথ্য হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারতে শিল্প বিরোধের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ৬০টি বিরোধ দেখা দেয়, উহার পূর্ব মাসে ১০টি বিরোধ দেখা দিয়াছিল। এই বিরোধে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১১,৪৪৪ জন, আগষ্ট মাসে ৯৯,০৭৭ জন এবং মোট নষ্ট দিনের সংখ্যা ৩,৯৬,৭৫১। আগষ্ট মাসে এই সংখ্যা ছিল ৩,১৯,৫৫১।

আলোচ্য মাসে [illegible] সংখ্যা ১৬ ছিল এবং মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হয়। উহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৯টি [illegible] মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে আগষ্ট মাসে বিরোধের সংখ্যা ছিল ৪৪, সেপ্টেম্বরে ৪৯ টি। আলোচ্য মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হয়। উহার পূর্ব মাসে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার কাজের দিন নষ্ট হয়।

মাদ্রাজের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এই প্রদেশে আগষ্ট মাসে বিরোধের সংখ্যা ছিল ৯০, সেপ্টেম্বর মাসে উহার ৮০। কাজের দিনের নষ্টের পরিমাণ যথাক্রমে ২ লক্ষ ২০ হাজার ও ১ লক্ষ ৮০ হাজার দিন। [illegible] এর মধ্যেই [illegible] বিরোধ দেখা দেয়।

[illegible] নিয়ে আলোচ্য মাসে পূর্ব মাসের তুলনায় কাজের দিনের ক্ষতির পরিমাণ কম হইয়াছিল। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিতে ধর্মঘটের ফলে কাজের দিন বেশী নষ্ট হয়। [illegible] কাজের দিনের ৮০০ নষ্ট হয়।

তামাকের অস্থায়ী শুল্ক বৃদ্ধি

বাণিজ্য দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ১৬ই নভেম্বর ১৯৫০ তারিখ হইতে তামাকের উপর অস্থায়ী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া প্রতি পাউণ্ডে ৩০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা ধার্য করিয়াছেন এবং [illegible] উপর মূল্যের অনুপাতে শতকরা [illegible] টাকা হিসাবে অস্থায়ী শুল্ক ধার্য করিয়াছেন।'

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, খাঁটি সিগারেটের উপর অস্থায়ী শুল্ক হ্রাস করিয়া [illegible] [illegible] টাকার স্থলে [illegible] টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের প্রথমে ৯৩ ([illegible]) পরিমাণ [illegible] এই মাসের [illegible] হইয়াছে।

তুলা সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে, আমেরিকান সরবরাহ বাড়াইলে, এখনও তুলার দর [illegible] অন্যান্য, তুলা বস্ত্রের অনুমতি দেওয়া হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের পাইকারী মূল্যমান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে (১৯৩৯ সালের আগষ্ট=১০০) পশ্চিমবঙ্গের যে পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উহা গত অক্টোবর মাসে সমষ্টিগত [illegible] বাড়িয়া [illegible] হইয়াছিল। ঐ মাসে খাদ্যের [illegible] মূল্যমান [illegible] হইয়াছিল এবং খাদ্যশস্য, [illegible] সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যের মূল্যমান যথাক্রমে [illegible] হইয়াছিল।

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য

সম্প্রতি সরকারী বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৯ সালের মার্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত সময়ে ভারত-পাকিস্থান আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের ৫,৭০,৫০,৯৮০৲ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

ভারত হইতে ঐ সময়ে পাকিস্থানে মোট ৭৭,৩৫,১২,১৮৬৲ টাকার মাল রপ্তানি হয় এবং পাকিস্থান হইতে ২২,৮২,৯৯,২১৯৲ টাকার মাল আমদানী হয়।

ভারতে প্রসপিরিটি প্রসারে বস্ত্রাদির বৃদ্ধি

[illegible] সচিবদের [illegible] পরিকল্পনার উৎপাদন প্রসঙ্গে [illegible] ভারতের খাদ্য-সচিব [illegible] বলেন, বস্ত্রাদির [illegible] এবং জাতীয় আয়ের [illegible] হইতেছে না, উহার দ্বারা জাতীয় আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। [illegible] উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহারা জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে [illegible] হইয়া থাকেন।

খাদ্য-সচিব বলেন, [illegible] বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু [illegible] বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিলে চলিবে না, বস্ত্রাদির বিরুদ্ধে জনসাধারণের [illegible] এবং [illegible] বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইবে।

খাদ্য-সচিব বলেন যে, ভারতে বস্ত্র [illegible] মূল্যস্তর পরিবর্তনের অধিকারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই বাড়িয়া [illegible] এবং [illegible] [illegible] তৈয়ারী [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্তন [illegible] তারা ‘[illegible]’ এবং [illegible] [illegible] বার্ষিক [illegible] পরিবর্তন [illegible] ‘[illegible]’, [illegible] টিকিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] পরিবর্তন আছে।

খাদ্য সচিব বলেন, বস্ত্রাদির আবর্জ্জনা [illegible] লোকের মৃত্যু হয় এবং [illegible] পরিমাণ লোক টিকিয়া থাকেন।

[illegible] বলেন, ভারতে [illegible] [illegible] বলেন যে ভারতের কৃষি প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে। [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং মৃত্যুর হার [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে।

ডাঃ [illegible] বলেন, কৃষি প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পড়ে। [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] এবং মৃত্যুর হার [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে।

আগামী বৎসরে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদন লক্ষ্য নির্দ্ধারণ

১৯৪৮—৪৯ সালের মরসুমে উৎপাদিত চিনি অপেক্ষা ১৯৪৯—৫০ সালে যে পরিমাণ চিনি অতিরিক্ত উৎপাদিত হইবে, সেই পরিমাণ চিনির [illegible] ভারত সরকার চিনি কারখানাগুলিকে উৎপাদন-ব্যয় হইতে সম্পূর্ণরূপে [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সরকারী প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থ ও কৃষি [illegible] [illegible] [illegible] প্রধান [illegible] চিনি কারখানার মালিকদের সহিত আলোচনা করিয়া আগামী মরসুমের চিনি উৎপাদন সম্পর্কে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] [illegible] আগামী মরসুমে উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদনের [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] করেন। উৎপাদকগণ [illegible] [illegible] উৎপাদনের [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] করেন, তবে তাঁহারা উহাও জানান যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] এই সুবিধা দুরীকরণের জন্য [illegible] [illegible] প্রার্থনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] করিয়াছেন, চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে তাহা [illegible] নহে। তাঁহারা চিনির মূল্য বৃদ্ধি করার দাবী করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে ১৯৪৯ সালের [illegible] চিনির যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, মরসুমের প্রথম ও শেষ দিকে উৎপাদন করিতে গেলে তাহা দ্বারা খরচ পোষায় না। তাঁহারা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করেন।

সরকারী প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, চিনির মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে, তবে তাহার সরকার [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি আশা করেন যে, চিনির কারখানার মালিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

[illegible] [illegible] সরকার এ বিষয়ে তাঁহাদের সুপারিশ [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়া ১৯৪৮-৪৯ সালের মরসুমে উৎপাদিত চিনি অপেক্ষা ১৯৪৯-৫০ সালে যে পরিমাণ চিনি অতিরিক্ত উৎপাদিত হইবে, সেই পরিমাণ চিনির জন্য কারখানাগুলিকে উৎপাদন-ব্যয় হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

দুর্ভিক্ষ প্রসারে ওজন ও মাপ

ভারতীয় মান নির্দ্ধারণ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র সরকারী মান নির্দ্ধারণ ব্যতীত ওজন ও পরিমাপ নির্দ্ধারণের পক্ষে জনসাধারণের অতিশয় [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible]

(শেষাংশ ৬০০ পৃষ্ঠায়)

প্রগতির পথে

সিন্ধি সার-তৈরীর কারখানা

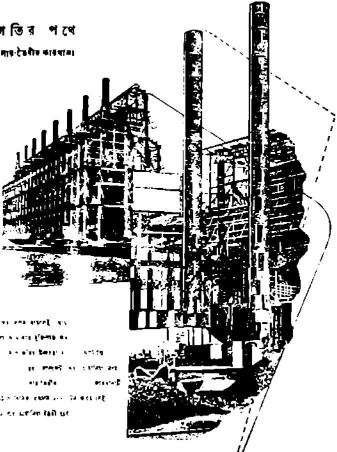

[illegible]

প্রধানতঃ টাটার তৈরী ভারতীয় ইস্পাতের সাহায্যে গড়ে উঠেছে এই বিরাট কারখানা, এবং ভবিষ্যতের সার প্রস্তুত ও পরিবেশনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে বিভিন্ন আকারের ইস্পাত হবে এই মহান অগ্রগতির সহায়।

টাটা ইস্পাত

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টিল কোং লিঃ, হেড সেল্‌স্‌ অফিস: ২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চিনি শিল্প সংরক্ষণ মেয়াদ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদ সংকলন

(পূর্বাং ৮৮০)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মূল্য ও [illegible] নির্দিষ্ট হইবে। [illegible] মধ্যে [illegible] বন্দোবস্ত [illegible] হইয়াছে। [illegible] তিনি [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible]

[illegible] হইবে।

[illegible] হইতেছে ৩, ১৪, ১৬,০০০ [illegible] হইতেছে [illegible] নাই। [illegible]

[illegible]

[illegible] হইতেছে [illegible]

[illegible] হইতেছে [illegible]

[illegible] হইতেছে [illegible] কোটি [illegible] করিতেছে।

[illegible] হইতেছে [illegible]

[illegible] বিক্রয় হইতেছে :—

দুধ	১৮৲
[illegible] …	১৬।০
[illegible]	১৫৷৴০
[illegible] …	১৫৲

গ্ল্যাডস্টোন লায়েল এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২৯৫১—২৯৫৫।
টেলিগ্রাম: [illegible]

ষ্টীমার এজেন্টস্
দি সিটি লাইন লিঃ
এলারম্যান এণ্ড বাকনাল এস এস কোং লিঃ
হল্ লাইন লিঃ

ইমপোর্টার্স ও এক্সপোর্টার্স
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ম্যানেজিং এজেন্টস্
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ইন্সিওরেন্স ও লয়েডস্ এজেন্টস্

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও আর্থিক জগৎ লিঃ এর [illegible] প্রকাশিত। [illegible] কলিকাতা [illegible] সম্পাদক :—[illegible]।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ২৯ সংখ্যা] কলিকাতা, [illegible] ১৮ ডিসেম্বর, [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৫৮৭		
ব্যর্থতার ইতিহাস		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
		দুর্মূল্য মুদ্রা অবস্থায় দেশোন্নতি	
প্রাসঙ্গিক	৫৮৯	শেয়ার বাজার	
ভারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি		উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা	
উদ্বাস্তু এলাকায় বসতি বৃদ্ধি		সংবাদ সংকলন	
চিনি প্রসঙ্গে শুল্ক সংঘের সভাপতি		বিশেষ প্রবন্ধ	
		সমবায় আন্দোলনের [illegible]	

ব্যর্থতার ইতিহাস

গত সোমবার ১২ই ডিসেম্বর ভারতের অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথিরূপে ভারতের আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ একটি চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার ঐ বক্তৃতায় যে আত্মপ্রসাদের ভাব রহিয়াছে তাহাতে দেশবাসী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য দেশের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মনে যে নৈরাশ্যের ভাব রহিয়াছে তাহা বিদূরণের জন্য এবং সরকারী সমালোচকদের আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই যে তিনি আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা বোঝা, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অর্থসচিবের এই বক্তৃতা বাজেট বক্তৃতা নহে। বাজেট বক্তৃতার যতখানি গুরুত্ব কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বারের এই বক্তৃতাটির প্রায় ততখানি। কারণ এই বক্তৃতাকে অনেক সময়ে বাজেট বক্তৃতার পূর্বাভাস বলিয়া গণ্য করা হয়। এই বক্তৃতার ফলাফলের [illegible] শেয়ার বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাতে উহার গুরুত্ব বুঝা যায়। অর্থসচিব হিসাবে ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতায় কলিকাতার ও বোম্বায়ের শেয়ারবাজারে বিভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে ডাঃ মাথাই যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা এমন অস্পষ্ট যে উহার দুই রকম অর্থ করা চলে। ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতাগুলি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

বিভিন্ন প্রদেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমিক সম্পর্কিত অবস্থার উন্নতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের মূল্যমানের উৎকর্ষে সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং সাধারণভাবে অধিকতর ফসল প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাতে তিনি আশা করেন যে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত অবস্থা উত্তরোত্তর অনুকূল হইয়া আসিবে। ডাঃ মাথাইয়ের উক্তিকে আশান্বিতভাবে অনেক ব্যবসায়ী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিন্তু অনেকে ডাঃ মাথাইয়ের সঙ্গে একমত হইতে পারিবেন না।

প্রথমতঃ ডাঃ মাথাই [illegible] যে মুদ্রামানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ সরকারী মুদ্রামান নির্ধারিত হয় সরকারী দরে বা নির্দিষ্ট দরে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে বাজারে বিনিময়যোগ্যতার ভিত্তিতে বর্তমানে নির্দিষ্ট দরে পাওয়া যায় না, বিশেষত মহাযুদ্ধের পর বিনিময় সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাছাড়া তিনি বলিয়াছেন "যে মুদ্রামূল্যহ্রাসের পর দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল সেই [illegible]" [illegible] তিনি ও [illegible] যে কিছু [illegible] [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে ঐ দুই [illegible] বলিয়া আমদানীকৃত [illegible] বিনিময়যোগ্যতার ভিত্তিতে [illegible] হইয়াছে [illegible]। মোটামুটি দেখিতে [illegible] দেশবাসীর [illegible] [illegible] যে মূল [illegible] [illegible] [illegible] প্রবে[illegible] [illegible] মুদ্রাস্ফীতির [illegible] [illegible]।

এইত গেল মুদ্রাস্ফীতির কথা। তাছাড়া [illegible] সম্পর্কে ও [illegible] সম্পর্কে তিনি নূতন কিছু বলিতে পারেন নাই শুধু [illegible] উপর নির্ভর না করিয়া বলেন পাট ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া তিনি [illegible] কতখানি কি হইতে পারে তাহা এখনও অনিশ্চিত। কারণ সরকারী কৃষি বিভাগের ও প্রাদেশিক সরকারগুলির যাহা এই ক্ষেত্রে এতই সুস্পষ্ট যে এতদিন পর্যন্ত বাস্তব কোন ফল দেখা যাইতেছে তাহাতে দেশবাসী মোটেই আশ্বস্ত হইতে পারে না। তাছাড়া পাট ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও সমস্যা মিটিবে না কারণ যে শ্রেণীর পাট ও তুলার অভাব ভারতে রহিয়াছে তাহা উৎপাদন করা এদেশে সম্ভব নহে। সেই জন্য পাকিস্তানের সহিত কোন মীমাংসা না হইলে ভারতের পক্ষে কয়েকক্ষেত্রে সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। কাজেই এই প্রসঙ্গে ও আমরা ডাঃ মাথাইয়ের মত উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

ইহা ব্যতীত আর একটি জরুরী প্রসঙ্গ ডাঃ মাথাই উল্লেখ করিয়াছেন যাহার সম্পর্কে দেশবাসী ও সরকারের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে। ডাঃ মাথাই মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে নিয়োগকারীদিগের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের একথা প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের নিকট আবেদন করিয়া বলিয়াছেন যে আজও দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, তাহারা নিশ্চিন্তমনে পুনরায় নিয়োগ করিয়া দেশের প্রতি তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে পারেন। দেশের প্রতি সহানুভূতির প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাহাদের আইন মুতাবেক যাহা লভ্য উদ্বৃত্ত তহবিল সম্পর্কে "অনোপার্জিত" করিতে বাকী রাখেন বলিয়া ও আশ্বাস দিয়াছেন। এই বিষয়ে আমরা বলিব সরকারের শত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও ধনিকগণ তাহাদের অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিতে আগ্রহ দেখাইতেছে না। ঐ অর্থ তাহারা চোরাবাজারে খাটাইয়া লাভ করিবার আশা এখনও ছাড়ে নাই। বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে সাময়িকভাবে যে [illegible] প্রথা উল্লেখ হইবার পর এবং বিশেষ করিয়া যুদ্ধের মধ্যকালীন একখানের মধ্যে ব্যবসায়ীরা [illegible] ৫০০ কোটি টাকা এবং পাটের অবৈধ চালান দিয়া প্রায় [illegible] একশত কোটি টাকা মুনাফা সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার উপর যুদ্ধকালীন অবৈধ মুনাফার পরিমাণও বাকি ৫০০ কোটি টাকার কম নহে। এখন সরকার ঐ অর্থ টানিয়া বাহির করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ ছাড়া এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই। অবৈধ সঞ্চিত পরিমাণও বাকি কমপক্ষে আরও একশত কোটি টাকার মত। আয়কর প্রদানের আইন প্রয়োগে সরকারী শৈথিল্য ছাড়াও সরকার কিস্তিবন্দীভাবে আয়কর প্রদান করা ইত্যাদি সুবিধা ব্যবসায়ীদিগকে দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হয় নাই।

কেহকেহ দেশবাসী আশা করিয়াছিল যে ডাঃ মাথাই ঐ অর্থ কিরূপভাবে ব্যবসায়ীরা দেশের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারে তাহার কোন বাস্তব পন্থা প্রদর্শন করিবেন বা যদি ব্যবসায়ীদের এখনও সুমতি ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহার ইঙ্গিত দিবেন। কিন্তু ডাঃ মাথাই দেশবাসীকে নিরাশ করিয়াছেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের মোকাবিলা করিবার পথ গ্রহণ করিতে সরকার এখনও অনিচ্ছুক ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতায় আর একবার তাহা দেশবাসী জানিতে পারিল।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ডাঃ মাথাইয়ের বক্তৃতা দেশবাসীর নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং লক্ষ করিবার বিষয় ব্যবসায়ীরাও বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র মিঃ [illegible] দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে সরকারের নীতি যে আবেদন জানাইয়াছেন তাহাও কেমন ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকার কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করিবেন বলিয়া দেশবাসী যাহা আশা করিয়াছিল তাহাও আর একবার ব্যর্থ হইল।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

ডলার এলাকায় রপ্তানি বৃদ্ধি

১৯৫৪ সালের প্রথম [illegible]

[illegible]

SCOB
STEEL
দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লি:
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

পণ্যদ্রব্যের বাজার

দুর্লভ মুদ্রাঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

[illegible]

চিনি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গুড়

[illegible]

[illegible]

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] লোহা ও ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত মূল্য [illegible]

[illegible]

* * *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এগ্রিকো যন্ত্রপাতি
বেলচা
গাঁইতি

টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

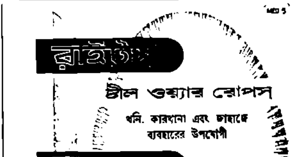

ব্রাইটস্

ষ্টীল ওয়্যার রোপস

খনি, কারখানা এবং জাহাজে
ব্যবহারের উপযোগী

জোন্স

লিফ্‌টিং ট্যাকল্

সর্ব্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত
ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।

এজেন্টস্

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

এম, বি, ডিপার্টমেন্ট, ১২, মিশন রো, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

ভারতে কৃষির উন্নতি

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের উপদেষ্টা বোর্ডের দুই দিনব্যাপী বৈঠক শেষ হইয়াছে। বোর্ড সুপারিশ করিয়াছে যে, বিভিন্ন রাজ্যের [illegible] ও [illegible] ভূমি উন্নয়ন করার একটি পরিকল্পনা তিন বৎসর চালু রাখিতে হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মাটি [illegible] রাখার জন্য [illegible] হইবে এবং [illegible] দ্বারা যাহাতে জমির ক্ষতি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

[illegible] উদ্ভিদ [illegible] জন্য একটি আদর্শ পরিকল্পনা এবং [illegible] জাতীয় [illegible] পরিকল্পনাও অনুমোদন করা হইয়াছে।

[illegible] জন্য [illegible] সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ করিয়াছে যে, [illegible] ছাত্রদের [illegible] বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা।

কোচিন-ত্রিবাঙ্কুর ইউনিয়নে [illegible] সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য একটি পরিকল্পনা বোর্ড অনুমোদন করিয়াছে।

কৃষি গবেষণা পরিষদের [illegible] পশু খাদ্য ও দুগ্ধ কমিটির সুপারিশ বোর্ড অনুমোদন করিয়াছে। জাতীয় [illegible] গবেষণার জন্য [illegible] পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছে যে, এই সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বোম্বাই ও মহীশূরে গবেষণাগার স্থাপন করা হউক। পল্লী অঞ্চলে [illegible] জন্য একটি আদর্শ গ্রামীণ [illegible] আলোচিত হইয়াছে। সুপারিশ করা হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে প্রথমে [illegible], মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও বিহারে [illegible] স্থাপন করা হউক। [illegible] উপায়ে গোপালকদের জন্য যে সকল [illegible] সুবিধা হইতেছে [illegible] না করিতে [illegible] করিতে বলা হইয়াছে।

কৃষি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার জন্য [illegible] সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় গোদাম উন্নয়ন বোর্ড

সমবায় ভিত্তিতে ভারতের গোদাম ও হিমাগারগুলির [illegible] উন্নয়ন [illegible] এক বছরে সরকার [illegible] একটি কেন্দ্রীয় গোদাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করিয়াছেন। [illegible] কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি [illegible] বোর্ডের [illegible] এবং [illegible] সেক্রেটারী ও [illegible] সদস্য [illegible] গঠিত হইয়াছে [illegible] এবং [illegible] বোর্ডের সদস্য হইয়াছেন। প্রতি পাঁচ বৎসর পর তাঁহাদিগকে আবার [illegible] হইতে হইবে।

তুলার মূল্য বৃদ্ধি দাবী

পূর্বভারত তুলা পরিষদের সভাপতি শ্রী [illegible] বলেন যে, তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উহার মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। [illegible] যে হারে বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্বভারত তুলা পরিষদ [illegible] সেই অনুপাতে [illegible] মূল্য [illegible] করিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, [illegible] উৎপাদন বেশী চাহেন, মূল্য কম দিতে চাহেন, ইহা চলিতে পারে না।

বীমা বিল সংশোধন

গত ৯ই ডিসেম্বর পার্লামেন্টে বীমা আইন সংশোধনের জন্য [illegible] শ্রী [illegible] এক বিল উত্থাপন করেন। [illegible] বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত ফিরোজ গান্ধী এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের সমর্থন করেন। সিলেক্ট কমিটিকে আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

[illegible] এই বিলে [illegible] ব্যবস্থা করা হইয়াছে; যেমন [illegible] পরিবর্তন করা হইয়াছে। এই বিলে [illegible] সহিত বীমা কোম্পানীগুলির স্বার্থ যাহাতে [illegible] না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] বীমা কোম্পানীগুলির [illegible] করা এবং বীমা কোম্পানীগুলির একটি [illegible] এই বিলে [illegible] হইয়াছে। এই বিলে বীমা কোম্পানীগুলির উপর সরকারী [illegible] ক্ষমতা বাড়ান হইয়াছে এবং [illegible] কোম্পানীগুলির উপর [illegible] দেওয়া হইয়াছে। বীমা কোম্পানীগুলিকে [illegible] বিষয় নির্দিষ্টভাবে [illegible] হইবে, এই বিলে তাহার [illegible] নির্দিষ্ট করার [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বিনিয়োগ [illegible] কোম্পানী [illegible] সম্পর্কে [illegible] বীমা কোম্পানীগুলিকে [illegible] প্রস্তাব [illegible] এই [illegible] বলেন যে, [illegible] কোম্পানী [illegible] এই ব্যবস্থা [illegible]।

শ্রীযুক্ত ফিরোজ বলেন যে, ১৯৫৬ সালে পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন করা হয় এবং ১৯৫৭ সালে উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সিলেক্ট কমিটি [illegible] বিবেচনা করিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সালে [illegible] এই বিল [illegible] হয়। [illegible] সরকারের [illegible] ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির [illegible] এই বিল [illegible] করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত ফিরোজ বলেন যে, বর্তমান বিলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির [illegible] দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের বিলে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির [illegible] পারিবে, তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবার [illegible] ছিল না। [illegible] পরিমাণ নির্দিষ্ট করার [illegible] সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই, কারণ তাহা না হইলে [illegible] অসুবিধার [illegible] হইবে। যে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী [illegible] এই নীতি [illegible]। [illegible] কোম্পানী [illegible] যে, এ ক্ষেত্রে

[illegible]

বেশি মাইল চলে
একেবারে
নতুন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও
বাস টায়ার
DUNLOP

আসামের সঙ্গে রেল সংযোগ

আসামের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের রেল লাইনের সংযোগ স্থাপনের জন্য বিহারের অন্তর্গত কিষেণগঞ্জ হইতে উত্তর আসামের বর্তমান রেল লাইন পর্যন্ত যে প্রায় দুইশত মাইল দীর্ঘ রেল লাইন নির্মাণ শুরু হইয়াছিল, তাহা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ২৬শে ডিসেম্বর হইতেই এই লাইনে যাতায়াতী চলাচল আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই রেল লাইন নির্মাণে প্রায় নয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। আসাম হইতে এই পথেই পাট ও চা প্রেরণ করা হইবে। এতদ্বারা আসামে মাল প্রেরণ ও আসাম হইতে মাল আমদানির জন্য ভারতকে পাকিস্তানের ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে না।

পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্য

পাকিস্তান সরকার পাক-বিদেশ বাণিজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন এবং কিভাবে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিতেছেন।

প্রকাশ, পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাস না করায় রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে। ব্যবসায়ী মহল আশঙ্কা করিতেছেন যে, পাকিস্তান সরকার মুদ্রামূল্য হ্রাস না করার সিদ্ধান্তে পাট রপ্তানি ব্যাপারে তাহারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছে।

আসামে পাট চাষ বৃদ্ধির সুযোগ

ভারত সরকারের পাট গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বি, সি, কুণ্ডু আসামের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়া সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, [illegible] দুইটি জেলায় পাট চাষের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেখানকার ভূমির অবস্থা এবং বারিপাতের পরিমাণ পাট চাষের বিশেষ অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছে। আসাম সরকারের অনুসন্ধান হইতে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, এই দুইটি জেলায় ৫০ লক্ষ একরের বেশী চাষযোগ্য পতিত জমি রহিয়াছে।

১৯৪৮ সালে আসামে ৫,১৮,০০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪৯ সালে আরও ৫০ হাজার একর বেশী জমিতে চাষ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। পাট চাষের পরিমাণ আরও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করিলেও ক্ষতির আশঙ্কা হইবে না।

বর্তমানে যে সকল অঞ্চলে পাটের চাষ হইতেছে, সেখানে উন্নত কৃষকের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। এ অভাব দূরীকরণের মাত্র একটি উপায় রহিয়াছে—পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল উদ্বাস্তু চাষী আসিয়াছে, তাহাদিগকে এ সকল পতিত জমি বন্দোবস্তী দিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কেননা, পাট চাষের অভিজ্ঞতা এ সকল উদ্বাস্তুর রহিয়াছে। তাহারা ভারত সরকারের পাট চাষ বৃদ্ধি পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে।

ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারত সরকারের মুখপাত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৯৪৯-৫০ সালে চিনির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার ফলে বর্তমানে দেশে যে চিনির অভাব দেখা দিয়াছে তাহা বহুলাংশে দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমান বৎসরে (১৯৪৯-৫০) চিনির উৎপাদন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং উহা ১৯৪৮-৪৯ সালের পরিমাণ হইতে অন্ততঃ এক লক্ষ টন অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট দশ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় [illegible] মিঃ

ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী [illegible] মিঃ [illegible] হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের কর্মচারী ও কৃষি সচিবের সহিত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি [illegible] পশ্চিমবঙ্গের কৃষি মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই প্রদেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, এই সাক্ষাৎকারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। [illegible] কটক যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে উড়িষ্যা সরকারের কৃষি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের সহিত তিনি অনুরূপ আলোচনা করিবেন।

বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় সংকোচ

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয়-সংকোচের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা হইতে ব্যয়-সংকোচের ব্যবস্থা হিসাবে ৯০ লক্ষ টাকা কাটিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন বিভাগকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন অত্যন্ত জরুরী পরিকল্পনার একটা তালিকা প্রস্তুত করেন এবং অন্যান্য পরিকল্পনা বর্তমানে স্থগিত রাখেন।

ভারতের জন্য মার্কিন গম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব মিঃ চার্লস ব্র্যানান বলেন যে, ভারত দুর্ভিক্ষকালীন মূল্যে ১০ লক্ষ টন মার্কিন গম পাইবে কিনা তাহা সম্ভবতঃ ঐ মাসে স্থির এবং বাকি অংশের [illegible] উপর নির্ভর করিতেছে।

তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "উক্ত বিষয়ে [illegible] ভারতের সহিত একটি নূতন বিবেচনা করার বিষয়ে চুক্তি আছে"।

ভারত সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি [illegible] এখানে বহুক্ষণ আলোচনা চালান এবং [illegible] আলোচনা সফল হয় নাই। [illegible] মূল্য সম্পর্কে কিছু প্রধান অসুবিধা।

মিঃ ব্র্যানান ইহা পরিষ্কার জানাইয়া দেন যে, ইহা কোন দুর্ভিক্ষ অবস্থা নহে।

পাকিস্তান ভ্রমণের নূতন পারমিট

পাকিস্তান সরকারের [illegible] ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবরের পর ভারত হইতে বিদেশ ভ্রমণ-ইচ্ছুক যে "পারমিট" দেওয়া হইয়াছিল, উহা ভারত সরকার প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ভারত সরকার এক প্রেসনোটে ঘোষণা করেন যে, এই নূতন প্রথায় অসুবিধার অবসান হইয়াছে এবং যে সকল পাকিস্তানবাসী লোকেরা যেন পাকিস্তানে যাইবার পূর্বে "প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পত্র" পারমিট গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও সমবায়মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি "পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন" সম্পর্কে এক ভাষণ দান প্রসঙ্গে পল্লী অঞ্চলে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং অন্যান্য সমাজ হিতকর কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Variable Ballast

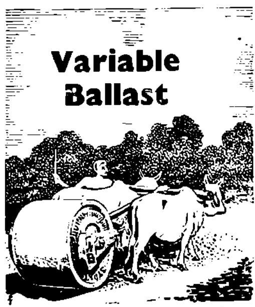

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশেষ প্রবন্ধ

সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কাঠামো

(লেখক: কে, এ, কাউ।)

[[illegible] ব্রিটিশ কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন]

> "সমবায় প্রচেষ্টার আদিভূমি ব্রিটেনের সমবায় আন্দোলনের বনিয়াদ স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও প্রত্যেক সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। লেখক এই প্রবন্ধে সমবায়মূলক গণতান্ত্রিকতার শ্রেষ্ঠতা ও কার্যকারিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এফ-এ-ও'র লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে আমাদের খাদ্য ও কৃষি সচিব যে বাণী প্রেরণ করেন তাহাতেও তিনি বলেন, "সমবায়েই রহিয়াছে শান্তির বাহক। ইহা রহিয়াছে কার্যতঃ শান্তি……যা প্রাচুর্য ও স্থির অর্থনীতি সম্প্রসারণের পথে পরিচালিত করে।"
>
> সঃ আঃ ভাঃ

বিশ্বে সমবায় আন্দোলনই রহিয়াছে সর্ব-[illegible] গণতান্ত্রিকভাবে আয়োজন বিশেষ। এই [illegible] সমবায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

বর্তমানকালে যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা অনেকখানি দাবী করা এবং কার্যতঃ ইহার [illegible] প্রমাণের আবশ্যকতা রহিয়াছে। কাজেই এই প্রবন্ধে সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কাঠামোর [illegible] করিবার প্রয়াস হইয়াছে। ব্রিটেনের সমবায় সংঘ গণতান্ত্রিক নীতি ও [illegible] মধ্যে যে [illegible] বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

খুচরা সমিতি (Retail Society) সমবায় শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত। যদি [illegible] এক পাউণ্ড মূল্য অংশীদারীর জন্য [illegible] কিস্তি হিসাবে প্রদান করা। [illegible] সদস্য হইয়া থাকে [illegible] করা হইতে পারে। [illegible] সমবায়ের খুচরা বিক্রয়ের পদ্ধতি। ইহা [illegible] পরিচালন [illegible] নীতি রহিয়াছে।

১৯৫৮ সালের সমাপ্তিকালে [illegible] সমবায়সমিতির সদস্যসংখ্যা ছিল ১,২৫,৩৫,২২২ জন। ইহারা সকলেই খুচরা সমবায় সদস্য। সমিতিগুলির আবার কোনটির [illegible] সহর, ও গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সকল খুচরা সমবায় আইনতঃ [illegible] সমিতির [illegible] ও সীমাবদ্ধ দায় বিশিষ্ট। [illegible] কোন প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ স্বেচ্ছা-সমিতি ও বাণিজ্যিক অধিকারী। খুচরা সমবায় [illegible] অধিক [illegible] হইয়াছে, [illegible] সদস্যদের নির্বাচন [illegible] হয়। এতদ্ব্যতীত [illegible] ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী কোন সদস্য কোন নির্দিষ্ট সমিতির ২০০ পাউণ্ড মূল্যের অধিক অংশীদারী অধিকারী হইতে পারেন না। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অংশীদারীর পরিমাণ নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যই কেবল একটি করিয়া ভোট দিবার অধিকারী। 'এক মানুষ এক ভোট' নীতি [illegible] পরিমাণ [illegible] সুবিধা [illegible] হয় না। ইহা আইনতঃ বাধ্যতামূলক। [illegible] সদস্যদের [illegible] সভায় সমবেত হইতে পারে; [illegible] সাধারণ সভাই সার্বভৌম। [illegible] নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীই সমিতির কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং [illegible] নিকট জবাবদিহি এবং [illegible] নির্ধারিত হইয়া থাকেন।

সদস্যসংখ্যার অনুপাতে খুব ছোট ও বৃহৎ ১০০টি খুচরা সমিতি এবং গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। বৃটিশের বড় সমবায় খুচরা সমিতি লণ্ডন সমবায় সমিতি। ইহার সদস্যসংখ্যা ১১,৩০,০০০ জন। [illegible] সর্বমোট সদস্যসংখ্যা ১ কোটির অধিক। নিম্নের তালিকা হইতে সমিতিগুলির আকার ও সর্বমোট সদস্যসংখ্যার আনুপাতিক সম্বন্ধ বিষয় জানিবে।

(দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

সদস্যসংখ্যার অনুপাতে সমিতির আকার	সমিতির সংখ্যা	সদস্যসংখ্যাযুক্ত সমিতির সদস্যসংখ্যা	সর্বমোট সমবায় অনুপাতে শতকরা
১,০০০ ও কমই	২৬৯	১,৯২,০৪৫	১.৪৬
১,০০১ হইতে ২,০০০ পর্যন্ত	১৭৮	২,৫৬,০১৮	২.৫৫
২,০০১ " ৫,০০০ "	২০০	৭,৫৭,৬৫১	৭.২৭
৫,০০১ " ১০,০০০ "	১৪১	১১,০০,৫৫৮	১০.৮৯
১০,০০১ " ২০,০০০ "	৯৮	১০,৩৪,০৬৭	১০.৩১
২০,০০১ " ৫০,০০০	৭২	২২,৭০,৭৭৭	২২.০৭
৫০,০০০ ও বড়ই	৩৬	৩৩,২২,১৮০	৩৪.৫৬

সমবায় সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা বিপুল আকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ১৯০০ সালে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতির অনুপাতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] বর্তমানে আন্দোলনের [illegible] ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] সমবায়ের অংশীদারী মূলধন ২২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড [illegible] হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩ কোটি পাউণ্ড ঋণ হিসাবে পাওয়া গিয়াছে এবং [illegible] কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড [illegible] হইয়াছে।

১৯৫৮ সালে সমিতিগুলি সর্বমোট ৮০ কোটি ২০ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে। [illegible] জাতীয় ব্যবসায়ের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (ক্রমশঃ)

মুদ্রার সংকোচন

([illegible] পাতার শেষাংশ)

তিনি আরও বলেন যে, মুদ্রা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা না হইলে পণ্য মজুতের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩০ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার [illegible] [illegible] ডিসেম্বর, ১৯৪৯ মূল্য [illegible]

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৫১১	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট		চায়ের আশাব্যঞ্জক রপ্তানি	
প্রাসঙ্গিক		সংবাদ সংকলন	
কুচবিহারের বঙ্গ ভুক্তি		টাকার বাজার ও রেলওয়ে বাজার	
চিনিকল সমিতির সাফাই		বিশেষ প্রবন্ধ	
বীমা ব্যবসায়ের ক্রমাবনতি		সমবায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, কাঁচরাপাড়া	
আসাম-ভারত রেলপথ		শেয়ার বাজার	
পরীক্ষা পাসের দাবী		বোম্বাই কেন্দ্রে প্রবল তেজীভাব	

কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট

জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কাশ্মীর কমিশন গণভোট গ্রহণের ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি কার্যকরী করিবার জন্য প্রায় বর্ষব্যাপী চেষ্টা করিবার পর তাঁহাদের ব্যর্থতা জানাইয়া রিপোর্ট পেশ করেন। ইহা বিবেচনা করিবার পর নরওয়ের পক্ষ হইতে উত্থাপিত প্রস্তাবানুযায়ী গত শনিবার নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, পরিষদের প্রেসিডেন্ট জেনারেল এণ্ড্রু ম্যাকনটন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উভয়পক্ষসম্মত সন্তোষজনক উপায় নির্ধারণকল্পে ভারত ও পাকিস্তানের সহিত বেসরকারী ভাবে আলোচনা করিবেন। আমরা জেনারেল ম্যাকনটনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আন্তরিক ভাবে কামনা করিতেছি। কিন্তু পাকিস্তানী মনোবৃত্তি যে কোনও সাধু প্রয়াস বানচাল করিয়া দিতে পারে, এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। একজন পাকিস্তানী মন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করেন যে, বিনা যুদ্ধে তাঁহারা কাশ্মীরের সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবেন না। এই ধরণের মনোভাব নিশ্চয়ই আপোষরফার অনুকূল নহে।

পরিষদের অধিবেশনে কাশ্মীর কমিশনের সভাপতি উল্লেখ করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বিরতির আদেশ যাহাতে ভঙ্গ না হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্যাবধি কোনও সঠিক সীমারেখার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। করাচীতে অনুষ্ঠিত সামরিক সম্মেলনে একটি [illegible] সীমারেখা চিহ্নিত হয় মাত্র। আমরা স্বীকার করি যে কমিশনের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী যুদ্ধ সংবরণ সম্ভব হয় এবং জুলাই মাসে করাচী চুক্তিতে স্থির হয় যে কোন্ পক্ষের সৈন্যদল কোথায় থাকিবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে এই অগ্রগতি সংসামান্য হইলেও, ইহাই কমিশনের মূল সাফল্য। এবং ইহার জন্য কমিশন প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে যেরূপ সবল মনের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল, তাহা কমিশনের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই এবং তাঁহারা পাকিস্তানকে ন্যায়নীতির পথে আনয়নে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইয়াছেন। ইহা কেবল কমিশনের পরাজয় নহে ইহা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা, ইহা বিশ্বশান্তির আদর্শ হইতে বিচ্যুতি।

কমিশন উহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রধান মতভেদ ছিল মূলতঃ তিনটি প্রশ্ন লইয়া (১) আজাদ কাশ্মীর বাহিনীর ভবিষ্যৎ; (২) ভারতীয় ও পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর যুগপৎ অপসারণ এবং (৩) পাকিস্তানের সীমান্তে উত্তর কাশ্মীরের অবস্থিত পার্বত্য এলাকার শাসনব্যবস্থা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উভয় গভর্ণমেন্টের মধ্যে মতবিরোধ ও বিতর্ক দূরীকৃত হইয়াছে। তাহার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কথাও কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে দুই গভর্ণমেন্ট যে বিপরীত দুইটি মত প্রকাশ করিয়াছে, কমিশন সেগুলির শুধু উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, কমিশনের পক্ষে এই বিষয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য কিছুদিনের মধ্যেই আপস করিয়া বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে মধ্যস্থ জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। উভয়পক্ষের মধ্যবর্তী [illegible] যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহার উত্তর [illegible] উপজাতীয়দের [illegible] পরিকল্পনার পরিবর্তন এই [illegible] উপজাতীয়দের করিতে হয় [illegible] অবস্থার পর্যালোচনা [illegible] রাজ্যের মধ্যে [illegible] বাহিনী চূড়ান্তভাবে সম্পূর্ণভাবে [illegible] হয়। কমিশনের সুপারিশের [illegible] উভয়দিকের অঞ্চলে প্রবেশ করিলে অবস্থা [illegible] পুনরায় যুদ্ধ শুরু

হইতে যে আলোচনা উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা বিশেষ [illegible] হয়। কমিশনের ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা, ভারতে যোগদানের অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করায় এবং তদনুযায়ী বস্তুতঃ ভারতের পক্ষ হইতে তাহা গ্রহণ করায় ভারত বিশেষ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আইন সঙ্গত অধিকারী হইয়া গিয়াছে। অতএব, শুধু অধিকারবলেই কাশ্মীরে ভারতের সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে এবং ভারত ঐ রাজ্যের দেশরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদেশিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী, কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের কোনও আইনসঙ্গত অধিকার নাই। সেইজন্য কাশ্মীরে হানাদার উপজাতীয়দিগকে পাকিস্তান যে সাহায্য দিয়াছে তাহা শত্রুতামূলক কার্য এবং পাকিস্তান নিয়মিত বাহিনীর কাশ্মীরে প্রবেশ ভারত আক্রমণের সামিল বলিয়া গণ্য হয়। কাশ্মীরের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ভারতের। সুতরাং সৈন্যবাহিনী অপসারণ সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনার সময় রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাজ্যে উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় ও ষ্টেট সৈন্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। কাশ্মীর সর্বতোভাবে ভারতে যোগদান করিয়াছে। এখন যোগদানের বিষয়টি সর্বসাধারণের মতামত লইবার কথাই সরকারী ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আজাদ কাশ্মীর বাহিনী রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে বাহিনী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে তাহাদের অবশ্যই ভাঙ্গিয়া দিয়া নিরস্ত্র করিতে হইবে। কাশ্মীরে পাকিস্তানের উপস্থিতি অবৈধ এবং পাকিস্তান এই বিরোধে ভারতের সমান মর্যাদা পাইতে পারে না।

কিন্তু, এই মত কমিশন সামগ্রিকভাবে সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা গোড়াতে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং তদনুযায়ী মীমাংসার পথে অগ্রসর হইতেন তবে এতদিনে সমস্যার সমাধান হইত। কিন্তু কি কমিশন, কি নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরে পাকিস্তানের অধিকারকে প্রকারান্তরে মানিয়া লইয়া সমস্যাটিকে জটিল ও দীর্ঘকাল বিলম্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ প্রথমে কাশ্মীর আক্রমণে তাঁহাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের বিষয় সজোরে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ইহা কমিশনের সম্মুখে স্বীকার করিতে হয়। কমিশনের সম্মুখে পাকিস্তান সরকার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এই অন্যায় আক্রমণের সমর্থনে অসার যুক্তিজাল বিস্তার করা হইয়াছে। সরজমিনে তদন্তের ফলে কমিশন আজাদ কাশ্মীর বাহিনী সম্পর্কে যে তথ্যসংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশন উহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনী স্থানীয় লোকজন লইয়া গঠিত, পাকিস্তানের এই উক্তি সত্য নহে। কমিশনের মতে আজাদী বাহিনীর ৩৫ অফিসার পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর লোক। পাকিস্তান সরকারী বাহিনীর সৈন্যদলও আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলে রহিয়াছে এবং তাহারা স্থানীয় বাহিনীর সহিত নিবিড় সংযোগ রক্ষা করিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছে। ইহা সত্য যে, পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লন নাই। কিন্তু আসলে পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীর এই দুই সরকারের একাত্মতা রহিয়াছে। কমিশন অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনীতে সুসজ্জিত ৩২ ব্যাটালিয়ন সৈন্য আছে এবং রাজ্যের পশ্চিমাংশের একটি বিরাট অঞ্চল তাঁহাদের অধীনে।

কাশ্মীর কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি বিবরণীতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনী নিরস্ত্রীকরণ একটি মূল প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার সঙ্গত কার্য করিয়াছেন। এই বাহিনী অপসারিত না হইলে ভারতীয় সৈন্যের অপসারণের প্রশ্ন উঠে না। কাশ্মীর সমস্যার বিচারে হানাদার দস্যুদিগকে স্বাধীন সরকারের মর্যাদা দিলে চলিবে না। ভারতকে আক্রমণকারী পাকিস্তানের সমস্তরে অবনমিত করিলে ফল পাওয়া যাইবে না। জেনারেল ম্যাকনটনের উপর এখন শান্তি স্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে। যদি তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন, তবেই তাঁহার সাফল্য সাধিত হইবে এবং তিনি বিশ্বশান্তিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

উইলস্ সিজার্স সিগারেটের
ধূমপান করুন।

চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।

।/০ আনায় ১০টি

স্থানীয় করের নিয়মাধীন।

W. D. & H. O. WILLS. BRISTOL & LONDON.

[illegible] শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন [illegible]?

বীমা ব্যবসায় ক্রমোন্নতি

সম্প্রতি ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের ১৯৫৪ সালের যে বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ব্যবসায়ের সর্বদিক হইতে স্বভাবতঃ ক্রমোন্নতির প্রমাণ রহিয়াছে।

১৯৫৩ সালের তুলনায় উহা শতকরা ৫ ভাগ ও ১৯৫০ সালের তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ষপঞ্জীতে দেখা যায়, ১৯১২ সালের বীমা আইন [illegible] ১৯৩৮ সালের বীমা আইন অনুযায়ী মোট ৩৩৩ টি বীমা প্রতিষ্ঠান রেজিষ্টারীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১৫ টি এবং অ-ভারতীয় ১০৮ টি।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় কোম্পানীগুলি [illegible] কোটি টাকার [illegible] টি জীবন বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] বাবদ আয় হইয়াছে [illegible] কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ব্যবসায়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় [illegible] কোটি টাকা [illegible]। অ-ভারতীয় বীমা [illegible] [illegible] কোটি টাকার [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়াছে। উহার প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে [illegible] কোটি [illegible] [illegible] [illegible] তুলনায় [illegible] পাইয়াছে।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] [illegible] [illegible] আয় হইয়াছে [illegible] কোটি টাকা ও [illegible] কোটি টাকা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি টাকা ও [illegible] কোটি টাকা এবং [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটি ও [illegible] কোটি টাকা।

ভারতীয় কোম্পানীগুলির অন্যান্য বীমার [illegible] [illegible] বাবদ মোট আয় হইয়াছে [illegible] কোটি টাকা। তন্মধ্যে অগ্নি-বীমা [illegible] কোটি [illegible] [illegible] কোটি টাকা ও বিবিধ [illegible] কোটি টাকা। [illegible] অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির [illegible] [illegible] হইতে বিভিন্ন বাবদ মোট আয় হইয়াছে অগ্নি-বীমা [illegible] কোটি টাকা, নৌ-বীমা [illegible] কোটি টাকা ও বিবিধ [illegible] কোটি টাকা।

১৯৫৪ সালের শেষে হিসাবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি সরকারী ও অনুমোদিত ঋণপত্রে বীমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিনিয়োগ করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বীমা সংশোধন বিলের বিতর্কালে [illegible] [illegible] কোন [illegible] ব্যক্তির [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে, "কোন ব্যক্তি যদি [illegible] অর্থ আত্মসাৎ করিতে চান তবে তিনি একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন, যদি তিনি দৈনিক এই আত্মসাৎ কার্য চালাইতে অভিলাষী হন তবে তিনি বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিবেন।" মাননীয় বাণিজ্য সচিব বীমা আইন সংশোধনের আবশ্যকতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে। [illegible] বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।" আমরা বীমা ব্যবসায়ে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে চাহি। সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হ্রাস ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, দেশের [illegible] বীমা ব্যবসায়ের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]। আর এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকারী হইয়াছে, [illegible] আর্থিক দুর্গতি হইতে উদ্ধার [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বীমা ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] নূতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] হইতে এই [illegible] [illegible] [illegible] পৃষ্ঠায়

গ্ল্যাডস্টোন ল্যায়েল
এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২১৬১—২২৫০।
টেলিগ্রাম: [illegible]।

ষ্টিমার এজেন্টস্

দি সিটি লাইন লিঃ
এলারম্যান এণ্ড বাকনাল এস এস কোং লিঃ
হল্ লাইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স্ ও এক্সপোর্টার্স্

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] নির্মাতা
[illegible]
বি. বি. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible])

ম্যানেজিং এজেন্টস্

[illegible] এণ্ড [illegible] লিঃ
([illegible] [illegible] [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible] কোং লিঃ
[illegible] [illegible] এণ্ড [illegible] কোং লিঃ
([illegible])

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চায়ের আশ্বাসজনক রপ্তানি

ইহা খুবই আশার কথা যে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারগুলিতে সব বছর অপেক্ষা এই বৎসরে অধিক পরিমাণে ভারতীয় চা ক্রয় করা হইয়াছিল। আরও বলা হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৮ সালের ভারতীয় চা অপেক্ষা সিংহলের চায়ের অধিক চাহিদা ছিল এবং ভারতীয় চায়ের উচ্চমূল্য ও নিম্নমান সম্পর্কে অভিযোগ উত্থিত হইয়াছিল। তবে দেখা যাইতেছে, [illegible] চা [illegible] [illegible] সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতা করা যায় ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের খুব বেশী দখলে আনা যায়, তাহার ভারতীয় চা শিল্প চায়ের উৎপাদন খরচে [illegible] হইয়াছেন এবং [illegible] সামঞ্জস্য হ্রাস করিয়াছেন। ইহা আশা করা যায় যে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারত সিংহল অপেক্ষা বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। কেননা সিংহল তাহাদের [illegible] [illegible] মুদ্রামূল্য সমানভাবে হ্রাস করিয়াছে। কাজেই চায়ের উৎপাদন খরচ ও মূল্য নির্ধারণের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারগুলিতে প্রতিযোগিতায় নিজেকে আয়ত্তে রাখা যাইবে না। রপ্তানি বাণিজ্যের দিক হইতে চায়ের স্থান সর্বাগ্রেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। বৈদেশিক লেনদেনে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির পরেই চায়ের স্থান। অধিকন্তু উহার দ্বারা দুর্লভ মুদ্রা অর্জনের পরিমাণও নগণ্য নহে।

১৯৫৯-৬০ সালের প্রথম পাঁচ মাসে রপ্তানিকৃত চায়ের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৬০.১২ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ১৯৫৮-৫৯ সালে ও ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা যথাক্রমে ৩৮.৪২ কোটি টাকা ও ৫০.১৮ কোটি টাকা ছিল। সেই অবস্থাগুলিতে পাইকারি ব্যবসার মূল্য হইয়াছে যথাক্রমে ৪০.১২ কোটি টাকা, ৬০.১৯ কোটি টাকা ও ৪৫.০৬ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালের মার্চ-এ সমাপ্ত বার মাসে মোট রপ্তানিকৃত চায়ের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৬৭.৬৮ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী দুই বৎসরে ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৬-৫৭ সালে তাহা ছিল যথাক্রমে ৬৩.১০ কোটি টাকা ও ৩৪,৫৩ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় টি বোর্ড এ বিষয়ে যে খুব সতর্ক তাহা বোর্ডের সব প্রচারের ধারা হইতে বোধগম্য হয়। বোর্ড প্রচার করিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় চায়ের সম্বন্ধে কোনরূপ প্রচার করিতে হইবে। চায়ের উপর অধিক যেন থাকে, তাহা অর্থ এই উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হইবে। [illegible] যুক্তরাষ্ট্রে চা ব্যবসায়ীদের [illegible] করিয়া বলিয়া থাকেন উহাতে সারা সময় লক্ষ টাকার একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক [illegible] পাইকার ও শিল্প [illegible] মোট আদায় করিয়া উক্ত তহবিল গঠিত হইবে। আন্তর্জাতিক চা বাজার সম্প্রসারণে যে [illegible] এই উদ্দেশ্যে ব্যয় অর্থ তাহা ইহা অতিরিক্ত সংগৃহীত হইবে। আশা করা যাইতেছে, অধিক উৎকৃষ্ট চায়ের প্রচলন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে।

টি বোর্ডের উচ্চপদস্থ এই বিষয়ে সুদৃঢ় হইয়াছে যে আন্তর্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অধীনে আগামী ৫ বৎসর বহাল করা হইবে। ভারতীয় চায়ের রপ্তানি পরিমাণ ৪১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড ধার্য হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে উহা ছিল ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউন্ড। বিভিন্ন চা রপ্তানিকারক দেশ ও সংস্থার মধ্যে যে চুক্তি ছিল এ বৎসর শেষে উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে। তবে নূতন চুক্তির সম্ভাবনা আলোচিত হইতেছে জানা যায়। ব্রিটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী পূর্বাঞ্চলের চা ক্রয়ে ইচ্ছুক, কিন্তু এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত হয় নাই। সিংহল উৎপাদন হার বৃদ্ধির জন্য চায়ের উচ্চমূল্য দাবী করিয়াছে। বলা হইয়াছে, ভারতও সিংহলের চাপে একই ভাবে উচ্চমূল্য দাবী করিবে।

চিনি

চিনির বাজারে এই সপ্তাহ সমগ্র অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এ সময়ে ইক্ষু মাড়াই শুরু হওয়া সত্ত্বেও বাজারে কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। সম্ভবতঃ, নূতন চিনি জানুয়ারী মাসের মধ্য ভাগে বাজারে পৌঁছিবে। ভারতের ১৩০টি চিনির কলের মধ্যে ৭১টি কলে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের এই সময়ে মাত্র ৩০টি কল চালু ছিল। যাহা খবরের আভাষ হইতে জানা যায়, এই বৎসর এক লক্ষ টন অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হইবে। তবে ব্যবসায়ী মহল সেই ধারণা পোষণ করেন না। কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে, প্রচুর পরিমাণ ইক্ষু গুড় উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে তাহারা সরকারের নির্ধারিত মূল্যের অনির্দিষ্ট রহিয়াছে এবং তাহা-বাজারে উচ্চমূল্য মণ প্রতি ২০৲ টাকা আছে।

তাহা ছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য জানুয়ারী মাসে ১০,০০০ টন চিনি বরাদ্দ করিয়াছেন। এই বৎসর হইতে আরও ৫০০ টন বাজারের উচ্চমূল্য মণ প্রতি ২০৲ টাকা আছে। [illegible], [illegible] ও [illegible] জন্য [illegible] হইবে। বাকী চিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বণ্টিত হইবে। এই বৎসরের শেষে [illegible] চিনি বাকী পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে যেসব কার্ড লিস্ট প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] করা হইবে।

গুড়

এই সপ্তাহে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে, [illegible] [illegible] অনুযায়ী এক মাস ধরিয়া মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। কলিকাতা বাজারে অবশ্য মূল্য ১০ হইতে ১৫ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময় কলিকাতা বাজারে ৩ লক্ষ টন গুড় আমদানি হইয়াছে। তাহার এই মূল্য বৃদ্ধির কারণ হইতেছে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় ৪.৩ লক্ষ টন [illegible] চাহিদার বাড়তি হইয়াছে এবং চালানে [illegible] কমতি হইতেছে। বিহার সরকার গুড় রপ্তানি সম্পর্কে কয়েকটি সর্বাধিক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

পাটপণ্য

আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের দরে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কোন বাজারে মোটা চটের দর কিছু বাড়িয়াছে। কয়েকটি প্রদেশে

নিয়মাবলী

○ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

○ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

● ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিং, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

করিয়াছি।

Variable
Ballast

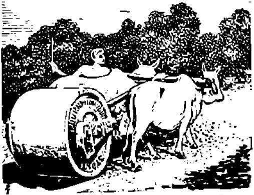

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 61 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

BN-14

সংবাদ সংকলন

পাক-ভারত বাণিজ্য

গত ১৭ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বাণিজ্যসচিব বলেন, যে কোন চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য পুনরায় চালু করিবার জন্য ভারত সরকার আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। [illegible] হইবার উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন চুক্তি সম্পন্ন হয় নাই।

বাণিজ্যসচিব আরও বলেন, ভারতবর্ষ পুরাতন বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে কয়লা সরবরাহ করিতেছে। পাকিস্তান ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র আমদানীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন। টাকার মূল্য হ্রাসের পর হইতে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে। মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পূর্বে ভারতীয় বণিকরা অগ্রিম মূল্য দিয়া যে সব পণ্য ক্রয় করেন, তাহার আমদানী ব্যতীত দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা এবং পাকিস্তানী মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আরও কিছু কিছু আমদানী বাণিজ্য চলিতেছে।

সর্দার হুকুম সিং—ভারতীয় বণিকগণ কর্তৃক ক্রীত কোন পণ্য পাকিস্তান সরকার ছাড়েন নাই, এইরূপ ঘটিয়াছে কি?

বাণিজ্য সচিব—ভারতের বাজারের জন্য বণিকগণ কর্তৃক ক্রীত কোন কোন পণ্য, বিশেষতঃ তাহা পাট পাকিস্তান সরকার আটক করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ আসিয়াছে।

উহার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ভারত-পাকিস্তান মুদ্রা বিনিময়ের হার সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানী মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা অপেক্ষা কম মূল্যে চালান হইয়াছে।

আসাম-ভারত রেল সংযোগ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশের সহিত সংযোগসাধন করিয়া একমাত্র [illegible] আইন বোর্ড যে নূতন রেলপথ (মিটার গেজ) নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে আগামী (জানুয়ারী) মধ্যভাগে ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইবে। এই রেলপথটি সর্বাংশে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া গিয়াছে। প্রথম দিন [illegible] মাল গাড়ী চলিবে এবং যাত্রিবাহী ট্রেন নিয়মিত পরে যাইবে। এ [illegible] রেলপথে [illegible] ট্রেন [illegible] পরীক্ষা চালাইয়া দেখা। গত ১৯৪৮ সালের [illegible] হইতে আসাম [illegible] ভারতীয় [illegible] ইঞ্জিনিয়ার [illegible] মাইল [illegible] ট্রেন চালান শুরু হইবে। এই [illegible] ১৯৪৯ সালের [illegible] মধ্যে [illegible] মাইল দীর্ঘ রেলপথ শেষ হইবে না বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এখন ও [illegible] সময়ের পূর্বেই [illegible] রেলপথ [illegible] হইয়াছে। উহাতে ৮ কোটি [illegible] টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া [illegible] করা হইয়াছে।

ভারতে মার্কিন মূলধন নিয়োগ

[illegible] চেম্বার অব কমার্স [illegible] গত ১৭ই ডিসেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত [illegible] ভারতীয় [illegible] আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মার্কিন [illegible] বিভিন্ন [illegible] মার্কিন মূলধনের জন্য [illegible] ৮ কোটি [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible] সরকারের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষের জন্য কি পরিমাণ অর্থ দরকার হইবে, মিঃ হ্যাণ্ডারসন তাহা প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলেন, কৃষি, খাদ্য, শিল্প ও বিশেষ ব্যাপারে ভারতের যে সকল পরিকল্পনা রহিয়াছে, উহাতে আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবেই সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা করি। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে [illegible] হইতে ভারতবর্ষ [illegible] উহাতে আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছি।

মিঃ হ্যাণ্ডারসন আরও বলেন, পণ্ডিত নেহরু আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। [illegible] ভারত-মার্কিন সম্পর্কের দিক হইতে উহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ যে [illegible] একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র [illegible] মার্কিন জনসাধারণ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। [illegible] এই উন্নতি [illegible] আমেরিকার অধিবাসীদের এই যে আশা, তাহা অর্থনৈতিক উন্নতির উপরেই [illegible] নির্ভর করিবে। [illegible] ও আর্থিক আইন করিলে তাহাতে ভারতবর্ষ মূলধন লাভ করিতে পারে বলিয়া আমেরিকা [illegible] করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের [illegible] প্রমাণ এই যে, ১৯৪৯ সালের [illegible] মাসে আমেরিকার [illegible] ভারতবর্ষ [illegible] একটি [illegible] এই যে, [illegible] হইতে [illegible] ভারতীয় ছাত্র আমেরিকার বিভিন্ন [illegible] শিক্ষালাভ করিতেছে। [illegible] ভারতীয় [illegible] আলোচনা [illegible]।

[illegible] ভারতে আমেরিকার মূলধন নিয়োগ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, [illegible] কোম্পানী আমেরিকার [illegible] উৎপাদন [illegible] বিদেশে [illegible] কোম্পানী [illegible] করিতে পারেন।

[illegible] আমেরিকার [illegible] বিদেশে নূতন মূলধন [illegible] এই বিষয়ে [illegible] নূতন [illegible] পূর্বে [illegible] সুবিধাজনক [illegible] চলিতেছে।

[illegible] অথবা নষ্ট [illegible] দেশসমূহের [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] রাষ্ট্রগুলির [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] নূতন [illegible] নাই এবং [illegible] তাহাদিগকে নিজেদের মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে।

[illegible]

একেবারে
নূতন
ডানলপ
আর.এইচ.এস.
ট্রাক ও বাস
টায়ার
অনেক
বেশী মাইল চলে
পুরু ট্রেড
শিরতোলা সাইডওয়লস্
অনেক বেশি ভারবাহী
লেটেক্সে ভেজানো সুতো
দীর্ঘস্থায়ী প্যাটার্ন

১১হাজার ফুটের বেশী ছাদ-ভূমি নির্মাণ নিষিদ্ধ

ভারত সরকারের খনি ও বিদ্যুৎ সচিব শ্রী [illegible] ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে নির্মিত কোন বাড়ীর মেঝের ১১,০০০ ফুটের বেশী ও [illegible] মেঝের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুটের বেশী হইতে পারিবে না বলিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট এক নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে ইতিমধ্যেই এই আদেশ কার্য্যকরী করিতে বলা হইয়াছে।

কৃষি বিভাগের [illegible] অনেকাংশে [illegible] পরিমাণে বিদেশ হইতে [illegible] আমদানী করেন এবং কৃষি বিভাগ করিতে যাহাতে কম খর্চ [illegible] ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

চিনি সমস্যার আলোচনা

ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষিসচিব শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম বিভিন্ন প্রদেশের এবং মধ্যভারত, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি সহ শর্করা শিল্পের প্রতিনিধিদের আগামী ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লীতে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন। প্রকাশ, চিনি সংক্রান্ত যাবতীয় অবস্থার আলোচনার জন্য এই সম্মেলন আহূত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনে কারখানায় কারিগরী সাহায্য

চিত্তরঞ্জন-স্থিত ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার জন্য কারিগরী সাহায্য প্রদান সম্পর্কে ভারত সরকার ও ইংলণ্ডের লোকোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তি ৭ বৎসর বলবৎ থাকিবে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী চিত্তরঞ্জনের কারখানার জন্য দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরী বিশেষজ্ঞ কর্মী প্রেরণ করিবেন। কোম্পানীর লোকোমোটিভ কারখানায় ভারতীয় কারিগরদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখানে শিক্ষা লাভের পর তাহারা চিত্তরঞ্জনে কোম্পানীর লোকেদের পরিবর্ত্তে নিযুক্ত হইবেন। প্রতি বৎসর কতটি করিয়া ইঞ্জিন নির্মিত হইবে তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রথমদিকে কোম্পানীর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের অংশবিশেষ বিলাত হইতে আমদানী করা হইবে। চুক্তিকালে গভর্ণমেণ্ট কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েকটি নূতন ইঞ্জিনের জন্য অর্ডার দিবেন।

আসামে আরও অধিক জমিতে পাট চাষ

কৃষি দপ্তরের এডিশনাল সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত [illegible] সিং বলেন যে, আসামের জমিতে উচ্চশ্রেণীর পাটের চাষ হইতে পারে। সুতরাং ভারতে পাটের চাহিদা মিটাইবার জন্য এই প্রদেশে পাট উৎপাদনে বিশেষভাবে জোর দেওয়া উচিত। তিনি এই উক্তিও করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করিলে যাহাতে আসামী [illegible] আসামে আরও একলক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। আসামে বর্তমানে আড়াই লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হয়।

সর্দার দাতার সিং বলেন যে, গত দুই বৎসরে আমাদের পাটের চাষ অনেক বাড়িয়াছে, তবে ভবিষ্যতে পাটের ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইলে আমাদের আরও প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন করা দরকার। তিনি আরও বলেন, পাটের চাষে কেন্দ্রীয় সরকার আসামকে বীজ, সার এবং আরও কোনরূপ বিনা সাহায্য করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই আসামের জন্য একজন পাট উন্নয়ন অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট্‌স কার্য্য

এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার অ্যাকাউন্ট্যান্সির কার্য্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাইভেট চার্টার্ড ও [illegible]-এর কার্য্যের ব্যবস্থাদির বিষয় আলোচনা করিবার জন্য [illegible] ডিসেম্বর হইতে [illegible] দিবসব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন। কলিকাতায় ঐ সম্মেলন বসিবে। অ্যাকাউন্ট্যান্সি কার্য্য বর্তমানে ভারতবর্ষে [illegible] প্রতিষ্ঠানের নিকট [illegible] সে বিষয়ে আর উক্ত সম্মেলনে পর্যালোচনা করা হইবে। সম্মেলনে প্রাইভেট চার্টার্ড, অডিট, মূল্য ও উপায় নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা চলিবে। কারখানা ও কুটীর শিল্পের [illegible]-এর কার্য্যের বিষয় [illegible] মূল্যায়ন ও [illegible] ঐ বৈঠকে আলোচনা করা হইবে। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ কে এল পাঞ্জাবী এবং অর্থ দপ্তরের ইকনমিক অ্যাডভাইজার মিঃ এন কি চক্রবর্তী ঐ বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আসামে মুসলমানদের পুনর্ব্বসতি

মুসলমানদের পুনর্ব্বসতির জন্য ভারত সরকার আসামকে ১০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্ব-পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আসাম, ভরতপুর ও আলোয়ারে মোট ৬৫ হাজার ৬৬৬ জন মুসলমানের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত ৩ই ডিসেম্বর পার্লামেণ্টে উত্থাপিত এক প্রশ্নের উত্তরে পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীমোহনলাল সাক্সেনা উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। ভরতপুর ও আলোয়ারে মুসলমানদের পরিত্যক্ত কৃষি জমি তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে—এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্সেনা আরও বলেন, মুসলমানদের পরিত্যক্ত ৩,১৭,১৫১ একর জমির মধ্যে ১৬২,৫৫১ একর জমি যে সকল বাস্তুহারা মুসলমানদের পুনর্ব্বসতির জন্য দাবী করা হইয়াছে তাহারা ভারতীয় পৌরাধিকার পরিত্যাগ করে নাই।

পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কে ভারতীয় নোট

বর্তমানে পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কে প্রায় ৩০ কোটি টাকার ভারতীয় নোট আছে। ব্যাঙ্কে ঐ নোট পাকিস্তান হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে নোট বিনিময় সম্পর্কে যে চুক্তি আছে তদনুযায়ী এই নোটগুলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট অর্পণ করা হইবে এবং এজন্য সমান দাবী করা হইবে। পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্ক সব মার্কেটের [illegible] সমান পাইয়াছে।

১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই হইতে পাকিস্তানের মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব লুপ্ত হইয়াছে। ঐ সময়ের পর সব মার্কেট সমেত প্রায় ১৫০ কোটি টাকার সমান পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা

অর্থ সচিব ডাক্তার জন ম্যাথাই পার্লামেণ্টে বলেন, হায়দরাবাদ সরকারের মুদ্রার বদলে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কিত বিষয়টী এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। সম্ভবপর হইলেই হায়দরাবাদে ভারতীয় মুদ্রা প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

প্রশ্ন: বাজারে চালু এবং মজুত কাগজের নতুন হায়দরাবাদের নোটের নির্দিষ্ট মূল্যের পরিমাণ কত হইবে?

উত্তর: হায়দরাবাদী সিক্কা টাকার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা (বাজারে চালু অন-ছাপিত সিক্কা ৩ কোটি ৩৮ টাকার নোট বাদে)। (শেষাংশ ৩৩৯ পৃষ্ঠায়)

সাধারণ রাজস্ব ও রেলওয়ে রাজস্বের পরস্পর সম্পর্কের পরিবর্তন

[illegible]

[illegible]

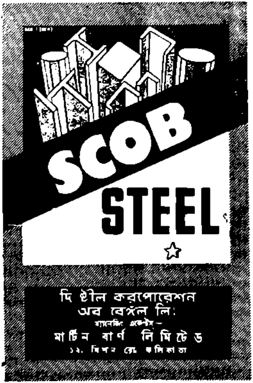

SCOB STEEL

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লি:
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

বিশেষ প্রবন্ধ

সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক কাঠামো

(পূর্বানুবৃত্তি)

ব্রিটেনের সমবায় আন্দোলনের সাফল্য ঘটিয়াছে প্রধানতঃ [illegible] গণতান্ত্রিক সংগঠনের। ফলে [illegible] প্রচুর লাভ, দুই শত প্রকৃতি পর্যায় [illegible] পরিচিত হইয়াছে। সমবায় পরিকল্পনা এবং নীতিতে ভিত্তি করিয়া বহুদেশে সমিতি পরিচালিত হইতে পারে। বিদেশে অনেক দেশেই বিভিন্ন ধরনের সমিতি দেখা যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, ব্রিটেনের [illegible] একটি সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটিয়াছে। সমবায় আন্দোলন বর্তমানে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং সমিতির আকৃতি ও শ্রেণীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক নিয়মের মূলনীতি প্রয়োগের পক্ষে কোন বাধা নাই। ইহার সাফল্যই ইহার পক্ষে বিরাট যুক্তি।

সমবায় সমিতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিপক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা যাহা [illegible] আপেক্ষিক অর্থনৈতিক যোগাযোগের প্রবর্তিত হয়। সেই প্রতিবন্ধকতা একমাত্র এমন কোন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আবির্ভূত হইতে পারে যাহা সমস্ত স্বাধীনতা হরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেই। যে দেশের যৌথমূলক সহযোগিতা সমবায় সংঘের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, তথায় স্বাধীনতা অপরিহার্য। তাই আপেক্ষিক ব্যাপারে যে দেশে [illegible] সহিত প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা সমবায়মূলক ভিত্তি বাধার চরম বিপদ ঘটাইবে।

যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধকালীন সময়ে একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ঐ সব দেশের সমবায় আন্দোলনের প্রতি যে মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাই সাক্ষ্য হিসাবে পর্যাপ্ত হইতে পারে। নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট রাজত্বে স্বাধীন অনুপ্রাণিত সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়মিত দুর্ব্যবহার চলিয়াছে এবং [illegible] দেওয়া হইয়াছে। একনায়কত্বাধীন পরিচালনা সমবায় সমিতির মত স্বাধীন গণতান্ত্রিক সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না। কারণই ঐ সকল রাষ্ট্রে সমবায় সমিতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কেননা এই ধরণের সমিতি শেষ পর্যায় রাষ্ট্রের [illegible] ব্যবস্থায় বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে। সমিতির সদস্যদের যে [illegible] অধিকার ও স্বাধীন সমিতির কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার প্রসারের অধিকার দেওয়া হয় তাহা এ ধরণের রাষ্ট্রে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। কারণ এই ধরণের রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নির্ভর করিতেছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও কর্তৃত্বের প্রয়োগের মধ্যে।

যুদ্ধের আগে সোভিয়েটশাসিত সমবায় ও স্বাধীন সমবায়মূলক সংগঠনগুলির [illegible] বিষয় দেখা গিয়াছে যাহা এক ধরণের একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা স্বাভাবিক পথ হইবে। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ ক্ষমতা [illegible] করিবার [illegible] সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমবায়মূলক সংগঠনগুলিতে তাহাদের মৌলিক [illegible] কমিউনিষ্টরা অধিক উপায় অবলম্বন করিয়াছে।

কোন কোন দেশে প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠান [illegible] বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তমান নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য সাধনে নির্বাচিত হইবার জন্য সমস্ত চেষ্টা চালাইয়াছে। সকলক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই। পার্টির জন্য বিত্ত ও পরিচালন ক্ষমতা দখল করা যাহাতে পার্টির মতানুযায়ী সকল নীতি প্রবর্তনের সুযোগ ঘটে।

কমিউনিষ্ট প্রভাবিত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সমবায় সমিতি এবং আন্দোলন বর্তমানে তাহার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সত্তা হারাইয়াছে। সদস্যদের নির্বাচনের অধিকার নাই, কর্মচারী ও প্রতিনিধিগণ তাহাদের কার্যাবলী ও পরিকল্পনা রচনার অধিকার হারাইয়াছে। এই সকল সমিতি এখন রাষ্ট্র ও পার্টির সম্পূর্ণ আয়ত্ত এবং তাহারা সমাজের স্বার্থে পরিচালিত। এমনকি সদস্যদের উন্নত জাতীয় স্বার্থ [illegible] সুবিধার্থে বলিত হইয়া থাকে।

কমিউনিষ্ট দেশগুলির সমবায়ের ইতিহাস দুর্ভাগ্য ও বিভ্রান্তির। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কমিউনিষ্টদের একনায়কত্বাধীন সমবায় সমবায়ের গণতান্ত্রিক আদর্শের সহায়ক বলিয়া [illegible] রাখিয়াছে। ইহার কারণ যে, স্ট্যালিন তাঁহার Problems of Leninism নামক পুস্তকের একস্থানে সমবায়সমিতিকে কমিউনিষ্ট দল কর্তৃক জনসাধারণ নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান যন্ত্র (transmission belt) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব ইউরোপের [illegible] সমবায়গুলির উপরই [illegible]। ইউরোপের [illegible] দেশগুলির সমবায় আন্দোলন-সমূহ [illegible] যৌথমূলক প্রতিষ্ঠানের অধিকারের সহিত [illegible] সম্পর্ক [illegible]। [illegible] সমবায় [illegible] মৌলিক [illegible] উদ্দেশ্যে সাধন করিয়া দিয়াছে। কমিউনিষ্টদের কৌশল ও পদ্ধতি সমবায় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি এরূপ বিভিন্ন উপাদানের কিছু থাকে যাহা যে উদ্দেশ্যের [illegible] এবং সমবায়ের [illegible] উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহা হইলে [illegible] কমিউনিষ্টদের মধ্যে এবং কিছু [illegible] যাহা [illegible] ও [illegible] কমিউনিষ্ট [illegible] নহে, [illegible] নহে, ইহা যৌথমূলক সমবায় নীতিতে [illegible] সমবায় [illegible] সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা [illegible] ও অনুগামী।

খবর

স্বাধীন ভারতের নূতন মুদ্রা ১৫ই আগষ্ট হইতে প্রচলিত হইবে

অর্থসচিব শ্রীযুক্ত [illegible] পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, শিল্প ও মুদ্রা-[illegible] বিভিন্ন [illegible] মুদ্রার নমুনা ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে, এই মুদ্রাগুলি ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে প্রচলন করা হইবে। উক্ত নূতন মুদ্রাগুলির [illegible] থাকিবে না; কিন্তু [illegible] পুরাতন মুদ্রাগুলি আইনানুযায়ী বৈধ মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীযুক্ত [illegible] একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত [illegible] জানান যে, [illegible] অনুযায়ী ভারতীয় টাঁকশালগুলিতে বর্তমান বৎসর পাকিস্তানের মুদ্রা প্রস্তুত করা হইতেছে। টাঁকশালগুলি ঐ কাজে ব্যস্ত থাকায় নূতন মুদ্রাগুলি প্রচলন করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া তিনি জানান। মুদ্রাগুলির নূতন নমুনা সম্পর্কে [illegible] গৃহীত হইয়াছে। গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রা সম্পর্কে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি [illegible] বিভিন্ন নমুনা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করেন। বিভাগীয় [illegible] ডেপুটী সেক্রেটারী, বোম্বাই ও কলিকাতার মিন্ট-মাষ্টারগণ, বোম্বাই [illegible] কলিকাতার আর্ট [illegible] সেক্রেটারী এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

শেয়ার বাজার

বোম্বাই কেন্দ্রে প্রবল তেজীভাব

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

* * *

[illegible]

* * *

সরকারী কাগজ

[illegible]

পাট

[illegible]

কাগজের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১৪ বর্ষ ৩১ সংখ্যা] [illegible] [মূল্য

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা		
সম্পাদকীয়	৫১১		
রেলওয়ে রাজস্ব বণ্টনের নূতন রীতি			
প্রাসঙ্গিক	৫-৬		
ভারতের পাট অবরোধ		[illegible]	
তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
সরকারী অনুসন্ধান		[illegible]	

রেলওয়ে রাজস্ব বণ্টনের নূতন রীতি

১৯২৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রস্তাবক্রমে রেলওয়ে রাজস্বকে সাধারণ রাজস্ব হইতে পৃথক করার একটি নীতি গৃহীত হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজস্ব বণ্টনের এই নির্ধারিত নীতি বলবৎ থাকে। ১৯৪৩ সালের সংশোধন প্রস্তাবের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অস্থায়ীভাবে বৎসর বৎসর বণ্টন ব্যবস্থা সমর্থিত হয়। এই সম্পর্কে একটি স্থায়ী নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছে। ১৯৪৮ সালে রেলওয়ে [illegible] ভবিষ্যতে অর্থ প্রদানের হার নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি তিন মাস কাজ করিবার পর ভাঙ্গিয়া যায়। উহার প্রধান কারণ হিসাব-নিকাশের জটিল সূত্র ভেদ করিয়া কমিটি কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গঠিত অপর একটি কমিটি সেই বৎসরেরই আগষ্ট মাসে [illegible] প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর সভাপতিত্বে গঠিত রেলওয়ে তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে বর্তমান অস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও কয়েক বৎসরের জন্য চালু রাখিবার সুপারিশ করেন। অবচয়-তহবিল সম্পর্কে তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন। আগামী পাঁচ বৎসর কাল এই তহবিলে বাৎসরিক ২২ কোটি টাকা করিয়া দিতে হইবে। পরিষদের গত বৎসরেই অধিবেশনে রেলওয়ে নীতি পর্যালোচনার জন্য পুনরায় একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। তাঁহাদের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিয়া পার্লামেন্ট রেলওয়ে রাজস্ব বণ্টনের নূতন রীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্তমান রীতি নানা কারণে অসন্তোষজনক। সাধারণ রাজস্ব রেলওয়ে পরিচালনা হইতে লব্ধ উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নিয়োজিত মূলধনের জন্য [illegible] অংশ পাইবার অধিকারী, কিন্তু তহবিলগুলিকে সুদৃঢ় রাখিয়া বাড়তি মুনাফার ভাগ বাড়াইলে রেলপথগুলির উপযুক্ত সংস্কার সাধন সম্ভব নয়। আর সকল বৎসরেই সমান আয়ের আশা করা যায় না। দুর্দিনের জন্য উপযুক্ত সঞ্চয় সৃষ্টি

না করিলে তাহা অচল হইয়া পড়িতে পারে। রেলওয়ে সংরক্ষিত তহবিলে ১৯২৪ সালের এপ্রেল হইতে সঞ্চিত জমার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৬ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। বিশ্বব্যাপী মন্দায় ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত রেলওয়ে বাজেটে বহু ঘাটতি হয়। সেই ঘাটতির দরুণ বাদ দিলে এই তহবিলের পরিমাণ যৎসামান্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে। অবচয় তহবিলে ১৯৩৯-৪০ সালের শেষে জমার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে উ[illegible] যে, ১৯২৪ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে অবচয়ের জন্য কোনও অর্থ এই তহবিলে দেওয়া হয় নাই এবং ১৯২২-২৩ সালে অ্যাকওয়ার্থ কমিটির অনুমানে উহার পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি টাকা। সুতরাং [illegible] পুনঃস্থাপনের ব্যয় বহু গুণ [illegible] হইবে, নিয়োজিত মূলধনের একটা মোটা অংশ [illegible] করিবার [illegible] হইতে [illegible] তাহার [illegible] পরিবর্ত্তিত অবস্থার [illegible] রেলওয়ে ও [illegible] হইলে রেলওয়ে ও [illegible] ও পরি[illegible] সম্বন্ধে দৃষ্টি হয়। [illegible] নিম্নরূপই দাঁড়-

[illegible] বিধায় অনুরূপ [illegible] রেলওয়ে রাজস্ব সাধারণ [illegible] পৃথক থাকিবে। [illegible] তাহাই [illegible] হইবেন। রেলওয়ে [illegible] সাধারণ রাজস্ব হইতে যে মূলধন নিয়োগ করা [illegible] রাজস্বে [illegible] একটি নির্দ্দিষ্ট [illegible] হইবে। [illegible] এই ব্যবস্থা [illegible] সময় পরিষদের ধনপ্রতিনিধিগণ সাধারণ রাজস্বে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগী ছিলেন। তখন দেশের [illegible] পরিচালনার কর্ত্তাদেরই রেলওয়ের [illegible] নিয়ন্ত্রণ করা হইত। সেই অবস্থায় আশঙ্কা ছিল যে, তহবিলের পুঞ্জীভবনে বিদেশী শেয়ারহোল্ডারগণেরই ধন বাড়িবে এবং উহা এই দেশের উপকারে আসিবে না। বর্ত্তমানে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ শোধ করিবার পর অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত রেলওয়েরই উন্নতিকল্পেই নিয়োগের নীতি সঙ্গত বলিয়া উহা গৃহীত হইয়াছে। পরিষদের লভ্যাংশ নির্দ্ধারণে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সাধারণতঃ সরকার যে হারে বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহ করেন লভ্যাংশের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা কম হওয়া উচিত নহে। অল্প কিছু বেশী হইলে ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহা এত বেশী হইবে না, যাহাতে রেলওয়ের সুপরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। এই দুইটি দিক বিবেচনা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ৫ বৎসর নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪ টাকা হিসাবে বার্ষিক লভ্যাংশ দেওয়া হইবে; তবে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ, অথচ লাভজনক নয়, এমন লাইন তৈয়ারীর জন্য সাধারণ রাজস্ব হইতে যে মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে, তাহার জন্য কোন লভ্যাংশ দেওয়া হইবে না। উপরোক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি লভ্যাংশের হার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং রেলওয়ে হইতে লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ, সংরক্ষিত তহবিলের হার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া, কোথাও কোন অদল-বদলের আবশ্যকতা হইলে এবং ৫ বৎসরের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদের পরবর্ত্তী কালে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন।

নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বর্ত্তমানে ৭২৬ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। উহার উপর বার্ষিক শতকরা ৪্ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ধরিলে অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে মোটামুটি ২৯ কোটি টাকা। ইহা হইতে অবশ্য সুদ দিতে হইবে। চলতি বৎসরে এই সুদের হার শতকরা ৩.২২ টাকা অর্থাৎ সুদের খাতে প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ ২৩,৮২,৫৩,০০০্। চলতি বাজেটে এই খাতে ২২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রহিয়াছে। যাহা হউক, লভ্যাংশের পরিমাণ হইতে প্রাপ্যের হিসাবে সুদের টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৫,১৪,৭১,০০০্ টাকা। ইহাতে নিয়োজিত মূলধনের উপর নীট মুনাফা দাঁড়ায় শতকরা ৸০ আনা। ইহা অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯২৪ সাল হইতে সাধারণ রাজস্বের বাৎসরিক প্রাপ্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বাপর কালে এই ৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা নীট মুনাফা হিসাবে নিতান্ত খুব অন্যায় নহে। নিম্নে রেলওয়ে উদ্বৃত্ত হইতে সাধারণ রাজস্বের আয়ের হিসাব দেওয়া হইল।

(কোটি টাকার হিসাবে)

বৎসর	সাধারণ রাজস্বে প্রদত্ত অর্থ
১৯২৪-২৫	৬.৭৮
১৯২৫-২৬	৫.৪৯
১৯২৬-২৭	৬.০১
১৯২৭-২৮	৬.২৮
১৯২৮-২৯	৫.২৩
১৯২৯-৩০	৬.১২
১৯৩০-৩১	৫.৭৪

১৯২১-২২ হইতে ১৯৩৬-৩৭	
১৯৩৭-৩৮	
১৯৩৮-৩৯	
১৯৩৯-৪০	
১৯৪০-৪১	
১৯৪১-৪২	
১৯৪২-৪৩	
১৯৪৩-৪৪	
১৯৪৪-৪৫	
১৯৪৫-৪৬	
১৯৪৬-৪৭	
১৯৪৭-৪৮	
১৯৫৮-৫৯	৭.২৪*
১৯৫৯-৬০	৪.৭২†

* সংশোধিত বাজেট

† বাজেট

উপরোক্ত হিসাবদৃষ্টে বুঝা যাইবে যে, ১৯২৪-২৫ হইতে ১৯৩০-৩১ পর্যন্ত এই বাবদ বৎসরে সাধারণ রাজস্বের আয় কখনও ৭ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে উঠে নাই। তাহার পরবর্তী ৮ বৎসর রেলওয়ে বাজেটে কোনও উদ্বৃত্ত ছিল না। তাহার পরেও কয়েক বৎসর হইতে আয় উল্লেখযোগ্য নহে। যুদ্ধকালে মুদ্রাস্ফীতির দরুণ রেলওয়ের অর্থকোষ ফাঁপিয়া যায়। ১৯৪৩-৪৪, ১৯৪৪-৪৫ ও ১৯৪৫-৪৬ এই তিন বৎসর রেলওয়ে হইতে সরকারী বাজেটে যথাক্রমে ৩৭.৬৪ কোটি, ৩২ কোটি ও ৩২ কোটি টাকা প্রদত্ত হয়। তাহার পর পুনরায় আয় সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে এই খাতে মাত্র ৪.৭২ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। অতএব, বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে মূল্যকাঠামো যাহা ধার্য করা হইয়াছে তাহা অযৌক্তিক নহে। তবে সেই সঙ্গে এই কথাও মনে হইবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বৃহত্তম শিল্প হইতে শতকরা মাত্র ৮০ আনা বার্ষিক লভ্যাংশ মিলিতেছে।

ক্ষয়-ক্ষতি তহবিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ইহা হইতে রেলওয়ে সম্পত্তিতে কোন কিছু নূতন ভাবে স্থাপন করায় বা সংস্কারের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে এবং ইহাতে আগামী ৫ বৎসরের জন্য বার্ষিক গড়ে ৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। মূলধন অর্থ সংযোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ (বাজেট) সালে এই তহবিল হইতে যথাক্রমে ৪২.৯১ কোটি ও ৩৯.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। রেলওয়ে নীতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ ছিল যে পূর্ববর্তী দুই বৎসরের ব্যয়ের ভিত্তিতে এই তহবিলে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। সেই হিসাবে বাৎসরিক বরাদ্দ দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। কুঞ্জরু কমিটির সুপারিশ ছিল ২২ কোটি টাকা, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই তহবিলে জমা হয় ১১.৫৯ কোটি টাকা। চলতি বৎসরে এই খাতে ১১.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রহিয়াছে। পরবর্তীকালে পূর্বের বকেয়া টাকা কিস্তিবন্দী হিসাবে শোধ করিবার সিদ্ধান্ত করায় এই দুই বৎসর আরও ৭.৬৫ কোটি ও ৪.৭২ কোটি টাকা ক্ষয়-ক্ষতি তহবিলে জমা হইয়াছে। আমরা ইহা হিসাবে ধরিতেছি না। অতীত বৎসরগুলির বাজেটেও দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ১২।১৩ কোটি টাকা এই তহবিলে বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং কমিটিগুলির বিভিন্ন সুপারিশ সত্ত্বেও পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমানে যে রেলওয়ে সংরক্ষিত তহবিল আছে, 'সংরক্ষিত রাজস্ব তহবিল' নামে উহার নূতন নামকরণ হইবে এবং প্রধানতঃ সাধারণ রাজস্বে দেয় টাকা শোধ ও রেলওয়ে পরিচালনায় কোন ঘাটতি হইলে তাহা পূরণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে। এই তহবিলে বৎসরান্তে মাত্র সাড়ে ছয় কোটি থাকিবে। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য কার্যনির্বাহের জন্য একটি উন্নয়ন তহবিল গঠিত হইবে—(ক) যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, (খ) শ্রমিক কল্যাণ ও (গ) প্রয়োজনীয় অথচ লাভজনক নহে, এরূপ রেল লাইন নির্মাণ। যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যে তহবিল ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে এযাবৎ ১০.৬ কোটি টাকা জমিয়াছে। এই তহবিলের পৃথক সত্তা লুপ্ত হইবে এবং ইহার অর্থ নবগঠিত উন্নয়ন তহবিলে জমা হইবে। রেলওয়ে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন যে, প্রত্যেক বৎসর যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্য তিন কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত না হইলে পার্লামেন্ট রেলওয়ে মন্ত্রীকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী করিতে পারিবেন।

নূতন ব্যবস্থা আগামী ৫ বৎসর চালু থাকিবে। তৎপর এই কয় বৎসরের লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইহার প্রয়োজনানুরূপ সংশোধন করিবার সুযোগ হইবে।

প্রাসঙ্গিক

ভারতের পাট অবরোধ

[illegible] পাকিস্তানী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের [illegible] [illegible]

[illegible] যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে [illegible] চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু উহাদের যে-কোন নহে। [illegible] পাকিস্তানের যে [illegible] চুক্তিমতে [illegible] [illegible] ১৩৫৮ সালের [illegible] ১৩৫৮ সালের [illegible] [illegible] কিন্তু চুক্তিমত ভারতের [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] চুক্তি [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনার [illegible] [illegible] কঠিন অবস্থার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] যে চাই চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] বিবেচনার [illegible]। পাকিস্তান যাই [illegible] [illegible] নহে। যদি আন্তর্জাতিক ভারত ও পাকিস্তান বিরোধী বাজার [illegible] হইতে [illegible] আমদানি করিতে [illegible] [illegible] আমরা এখন [illegible] যে এই চুক্তি [illegible] রাষ্ট্রের [illegible] [illegible]। পাকিস্তান যে [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] তবু তাহাই [illegible] উভয় রাষ্ট্রের আমদানি মূল্য বৃদ্ধি ও একটি মূল্য হ্রাস পাইয়া আর্থিক [illegible] [illegible] করিবে। এবং [illegible] পাকিস্তানী [illegible] সরকারী নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করিতে পারে।

তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

১৩৫৮ সালের কেন্দ্রীয় তুলা কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষ তুলার ব্যাপারে যদি পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিতে না চায় তবে তাহাকে [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার গাঁইট লম্বা আঁশযুক্ত তুলা এবং [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার গাঁইট [illegible] আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করিতে হইবে। কমিটি [illegible] [illegible] এই যে, এই পরিমাণ তুলা উৎপাদন করিতে হইলে [illegible] যে ১ কোটি [illegible] লক্ষ একর জমিতে তুলা [illegible] [illegible] তাহা ছাড়াও অতিরিক্ত [illegible] লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ করিতে হইবে।

এখন লক্ষ্য করিবার বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ একর জমি তুলা চাষের জন্য নিয়োজিত করিতে পারে কিনা। ভারতের বর্তমান [illegible] [illegible] [illegible] দেখা দিয়াছে তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] হইবে কিনা। [illegible] [illegible] উচিত। [illegible] [illegible] পারে যে [illegible] [illegible] [illegible] এই মত [illegible] [illegible] যে [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] চেষ্টা করা উচিত।

[illegible] তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা বিশেষ [illegible] লক্ষ্য করিবার বিষয়। [illegible] [illegible] একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে ভারতে [illegible] [illegible] তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে তাহাতে [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই নহে এবং তুলা কমিটির [illegible] যদি ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে তাহাতে সন্দেহ।

মিশ্র কোম্পানি

১৩৫৮ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইনের সংশোধন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচালনাধীন বিষয়ে [illegible] করা হইয়াছে। উহার ফলে ও বিশেষ [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দেশের [illegible] [illegible] ও [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] করিয়া আসিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] সর্বদা [illegible], কিন্তু [illegible] [illegible] অর্থনীতির [illegible] [illegible] আর্থিক [illegible] [illegible] যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা [illegible] বিশেষতঃ পরিকল্পনা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ফলে এই পরিকল্পনার বিভাগের নিজস্ব চিন্তা [illegible] পাইয়াছে, চিন্তার নিজস্ব-ভূমিকা উপেক্ষিত হইয়াছে। কারণ [illegible] কেন্দ্রীয় বিভাগ ও প্রদেশের অনুরূপ-[illegible] ও উহার মধ্যে কি হইবে, কিন্তু [illegible] অবস্থা যথাযথ [illegible] সঙ্গে কেমন এবং কেন্দ্রীয় [illegible] আছে ও অনির্ধারিত। কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে বোর্ড গঠনে যে ভূমিকার প্রকাশ পাইয়াছে, যেখানে নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন স্তরের বিভাগ অবহেলিত হইয়াছে। [illegible] সেই বিষয় [illegible] কি ব্যবস্থা হইবে [illegible] [illegible] পরিকল্পনা কিছুই বলিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র আশা দিয়াছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় বোর্ডে স্থান পাইবেন। তবে শিল্প অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন বোর্ডের গঠন না [illegible] নিয়োগ হইবে উহাই আমার কথা। প্রত্যেকটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে। কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য [illegible] করিয়া লইলেও এই ব্যবস্থা [illegible] যে উদ্ভূত বিষয়ের [illegible] বিভাগের [illegible] পরিকল্পনা ও উন্নতি হইতে পারে [illegible] কেন্দ্রীয় বোর্ড [illegible] মূলনীতি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা ত্রুটি-বিচ্যুতি, আদান-প্রদানের সার্থক [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] [illegible]

দ্বিতীয় চিন্তা আর্থিক বিষয়ের [illegible] উচ্চ [illegible] আইন বলে অথবা এখন [illegible] হইয়াছে। ভারতে এখন বহু [illegible] রহিয়াছে যেখানে কেবলমাত্র বিদেশীর চিন্তাই প্রচলিত রহিয়া যাবে। কোনও ক্ষেত্রে সরকার অন্যান্যের বিভিন্ন [illegible] দেশীয় চিন্তা অর্থনীতির নির্দেশ দিতে পারেন। ভারতীয় চিন্তা নির্ধারণের পক্ষ হইতে বিদেশীর চিন্তার আধার প্রতিযোগিতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া বিদেশীর চিন্তাই তিনি [illegible] উপর [illegible] [illegible]

কিন্তু বিদেশীর চিন্তা [illegible] হইবে।

সরকারী অনুসন্ধান

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল, [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫৮-৫৯ [illegible] ১৯৫৮-৫৯ সালে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫৮-৫৯ [illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

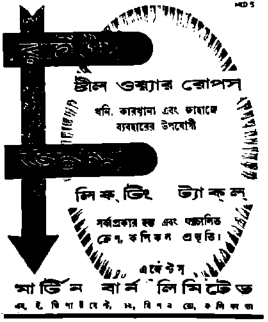
MD 5
স্টীল ওয়্যার রোপস
খনি, কারখানা এবং জাহাজে
ব্যবহারের উপযোগী
লিফ্‌টিং ট্যাক্‌ল্‌
সর্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত
ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।
এজেন্টস
মার্টিন বার্ন লিমিটেড
এম, ই, ডিপার্টমেন্ট, ১২, মিশন রো, কলিকাতা

অর্থালোক

কলম্বো সম্মেলন সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাবপত্র

[illegible]

[illegible]

আমদানি আবেদন-পত্রের ফি

[illegible] আমদানি আবেদন-পত্রের উপর ফি ধার্য [illegible]

প্রাসঙ্গিক

(৩৯৪ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা [illegible]

[illegible]

প্রগতির পথে

সিন্ধ্রি সার-তৈরীর কারখানা

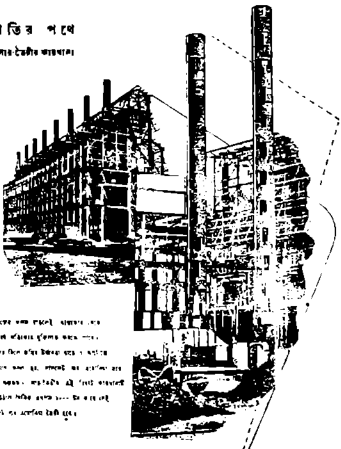

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] সার তৈরী হবে।

হাজার হাজার টন ভারতীয় ইস্পাতের সাহায্যে
গড়ে উঠছে এই বিশাল কারখানা, এবং
[illegible] [illegible] ও পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়
পরিমাণে বিভিন্ন আকারে ইস্পাত হবে এই মহান
কাজের সহায়।

টাটা ইস্পাত

টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোং লিঃ, হেড সেল্‌স অফিস: ৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

বিনিময় মুদ্রা [illegible] ৫ই [illegible] লক্ষ টাকা [illegible]

[illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible] পরিমাণ [illegible]

[illegible] টাকা [illegible] হইয়াছে। [illegible] বৎসর [illegible] মোট [illegible] হইয়াছে [illegible] বাণিজ্যের [illegible] ব্যালেন্স [illegible] ১,১৬,৫০,০০০ [illegible] এই অর্থ [illegible] কোটি [illegible] বৈদেশিক [illegible] রপ্তানি [illegible] যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া [illegible] উহা [illegible] হইয়াছে। এই মাসে [illegible] টাকা [illegible] করা হইয়াছে।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য

গত নভেম্বর মাসের বাণিজ্যের প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায় ভারতের [illegible] ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত বাণিজ্য হইয়াছে। [illegible] যে রপ্তানি পাওয়া গিয়াছে, [illegible] দেখা যায় যে, গত নভেম্বর মাসে ভারতের ৪৮ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার মূল্য আমদানী [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকার মূল্য রপ্তানি হইয়াছে। টাকার অঙ্কেই [illegible] হইয়াছে।

নভেম্বর মাসে [illegible] কোটি টাকার বিভিন্ন [illegible] হইয়াছে, [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়াছে [illegible] এই টাকার মূল্য [illegible] ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ [illegible] মাসের [illegible] কোটি টাকার বিভিন্ন [illegible] ৫৩ কোটি টাকার [illegible] হইয়াছিল। [illegible] মাসে ভারতের [illegible] পরিমাণ ও মূল্য [illegible]

[illegible] সালের অক্টোবর মাসে ভারতের [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] হইবে বলিয়া পূর্বে [illegible] করা হইয়াছিল। সেই স্থলে মাত্র [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] হইয়াছে বলিয়া [illegible]

বোম্বাই প্রদেশে বস্ত্র কাপড়ের কলের কর্তৃত্ব ও পরিচালনা

নয়াদিল্লী, ভারত সরকার বোম্বাই সরকারকে [illegible] জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ প্রদেশের যে সমস্ত কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া যাইতেছে, [illegible] তাহার কর্তৃত্ব ও পরিচালনা [illegible] একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন।

অর্ডিন্যান্সটি আগামী [illegible] ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন [illegible] হইতে [illegible] আইনে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে [illegible] সরকার যে সমস্ত মিল যে কোন কারণেই হউক, বন্ধ হইয়াছে, তাহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং মিল-মালিকদের [illegible] পারিবেন, অবশ্য যদি তাঁহারা [illegible] জনসাধারণের স্বার্থের [illegible] বলিয়া বোধ করিতে পারেন।

বোম্বাইয়ের [illegible] শিল্পমন্ত্রী [illegible] বলিয়াছেন যে, [illegible] শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলের উপর প্রযোজ্য হইবে। [illegible] এই মিলে [illegible] শ্রমিক [illegible] এবং এখানে [illegible] ১৩ হাজার [illegible] হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলটি [illegible] পরিচালনা [illegible] বন্ধ [illegible] হয়।

এখানে বলা হইয়াছে যে, [illegible] বিল [illegible] হইবে এবং [illegible] বাজার [illegible] হইতে পারে।

বিদেশ হইতে গম আমদানী

ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য সচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন বলেন যে, আমেরিকার সহিত চুক্তি অনুসারে ভারত বিদেশ হইতে [illegible] টন গম আমদানি করিতে পারিবে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, [illegible] হইতে এই গম ক্রয় করিতে হইবে। গত আগস্ট মাসে এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত কিছুই ক্রয় করা হয় নাই। অস্ট্রেলিয়া হইতে গম ক্রয়ের জন্য আলোচনা চলিতেছে।

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব বলেন যে, ভারত সরকার ১৯৫৫-৫৬ সালে কোন চুক্তি বিদেশের সহিত করেন নাই, আগামী বৎসরও চুক্তি বিদেশের সহিত করার কোন পরিকল্পনা নাই। [illegible] একটি চুক্তি বিদ্যমান আছে। [illegible] এইটি [illegible] মঞ্জুর [illegible]

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় ও বৈদেশিক মুদ্রা

ভারত সরকারের জাহাজী দপ্তর কর্তৃক [illegible] জাহাজী [illegible] বৈদেশিক মুদ্রার [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন। [illegible] ভারতের [illegible] জাহাজী [illegible] জাহাজ [illegible] বলেন যে, (ভারতের [illegible]) [illegible] জাহাজী [illegible] এবং [illegible] বৈদেশিক মুদ্রা [illegible] প্রস্তাব [illegible] বিবেচনা করা হইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় জাহাজী মালিকগণ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তাঁহারা [illegible] নিযুক্ত হইলে, [illegible] টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

মিঃ [illegible] বলেন, [illegible] দ্বিতীয় [illegible] [illegible] হইবে।

মিঃ [illegible] বলেন, [illegible] সালে ভারত সরকার কর্তৃক '[illegible] নীতি' ঘোষণা [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] ভারতে [illegible] হইয়াছে।

মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

মাদ্রাজের বৈদ্যুতিক শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

মাদ্রাজ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ [illegible] নূতন বৈদ্যুতিক [illegible] রাষ্ট্রায়ত্তকরণ [illegible] [illegible]

নিম্নোক্ত [illegible] ক্ষতিপূরণ বাবদ নিম্নলিখিত [illegible] পাইবেন, যথা :—

(১) [illegible] টাকা।

(২) [illegible] লিমিটেড, [illegible] [illegible] [illegible] টাকা।

(৩) [illegible] লিমিটেড [illegible] 'অকিঞ্চন'।

[illegible] হইবে না।

[illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প

সংরক্ষণ দাবী অগ্রাহ্য

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

বিদ্যুৎ সাহায্যে লাক্ষা তৈয়ারীর উপায় আবিষ্কার

সম্প্রতি রাঁচিস্থিত ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাগারের [illegible] সালের কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, [illegible] ঐ গবেষণাগারে বিদ্যুৎ [illegible] লাক্ষা তৈয়ারীর উপায় আবিষ্কার এবং লাক্ষার [illegible] হইয়াছে।

ভারতের লাক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নিয়মাবলী

○ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা

○ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

○ ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
অন্যান্য বিষয়ের জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার-বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" [illegible]
[illegible], ২৩, [illegible] রোড
কলিকাতা
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Variable
Ballast

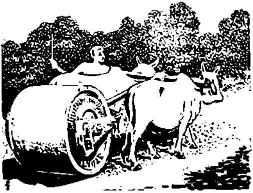

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 61 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

পণ্যদ্রব্যের বাজার

চিনির নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার ?

[illegible]

[illegible]

◆

চিনি

[illegible]

[illegible]

গুড়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

শেয়ার বাজার

স্থিতিশীল বাজার

[illegible], [illegible]

আলোচ্য সপ্তাহের [illegible] কলিকাতার শেয়ার বাজারে [illegible] ও [illegible] ভাব দেখা যায়। কিন্তু কোম্পানী কাগজ [illegible] তেজী থাকে। [illegible] কোম্পানীর কাগজ [illegible] [illegible] বাজারে [illegible] এই [illegible] বিভাগে [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] একটি [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] [illegible] বাজারে [illegible] হইতে [illegible] হইতে [illegible] বৃদ্ধি পায়। [illegible] যে [illegible] তাহা এই [illegible] হইতে প্রমাণিত হয়। [illegible] এই সময়েই [illegible] বাজারে [illegible] এবং [illegible] থাকিয়া যায়েন। [illegible] বর্তমান বাজার [illegible] শেয়ারের ব্যবসায়ী ও [illegible] উচিত।

•

কোম্পানী কাগজ [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] রহিয়াছে এবং [illegible] রহিয়াছে। টাটা ডেফার্ড [illegible] হইতে আরও [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] ঘটিয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] কোম্পানীর [illegible] হইতে [illegible] থাকিবে।

[illegible]

এই বিভাগে পূর্বাপেক্ষা [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] পর্যন্ত [illegible] হইয়াছে।

পাট

[illegible] শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] বৃদ্ধি পায়।

কাগজের কল

এই বিভাগে [illegible] দেখা যায়। [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়।

কয়লার খনি

[illegible] হইয়াছে। [illegible] শেয়ারের [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] হয়।

চটকল

এই বিভাগে পূর্বাপেক্ষা [illegible] হয়। [illegible] হইতেও এই [illegible] একটি [illegible] এই বিভাগে [illegible] ও [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়।

খনি

[illegible] ছিল [illegible], [illegible] ছিল [illegible], [illegible] ছিল [illegible] ও [illegible] ছিল [illegible]।

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible] ও [illegible] শেয়ারের [illegible] ও [illegible]। [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়।

চিনি

উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনায় এই বিভাগে শেয়ারের চাহিদা দেখা যায়। [illegible] ছিল [illegible], [illegible] ছিল [illegible], [illegible] ছিল [illegible] ও [illegible] ছিল [illegible]।

বিবিধ

[illegible], ইন্ডিয়া [illegible] ও বি. আই. সি. এই তিনটি [illegible] শেয়ারের [illegible] হয়। [illegible] ও [illegible]। [illegible] শেয়ারের [illegible] পর্যন্ত [illegible] হয়।

চা

[illegible] সালে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ধরিয়া লওয়া হয়। [illegible] ছিল [illegible], [illegible] ছিল [illegible], [illegible] ছিল [illegible] ও [illegible] ছিল [illegible]।

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক জগত লিঃ এর পক্ষে [illegible] কলিকাতা—[illegible] হইতে প্রকাশিত। [illegible]:—[illegible]।

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

[illegible] বর্ষ ৩২ সংখ্যা] কলিকাতা, [illegible] [মূল্য ।০

সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ৫১১
  ১৯৪৯ সাল
  উৎপাদনের এক বৎসর
প্রাসঙ্গিক ৫১৬
  অধ্যাপক মহলানবীশের ভাষণ
  চীন [illegible] বাণিজ্য
  ইন্দোনেশিয়া ধর্মরাষ্ট্র নহে

পৃষ্ঠা

৫২৭
শেয়ার বাজার
  আশা ও নৈরাশ্য

১৯৪৯ সাল

কালের অতীত গর্ভে আর একটি বৎসর বিলীন হইল, কিন্তু ১৯৪৯ সাল বহু কারণে মানব ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিবে। পৃথিবীর বহুদেশের মুদ্রামূল্য হ্রাস, চীনের ৪০ কোটি নরনারীর জীবনে আমূল পরিবর্তন, ইন্দোনেশীয়ার ৭ কোটি প্রাণে স্বাধীনতার নূতন আনন্দ স্পন্দন এবং ভারতের নূতন রাষ্ট্রবিধি প্রণয়ন এতগুলি অবিস্মরণীয় ঘটনার একত্র সমাবেশে বিগত বৎসরটিকে সমগ্র মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বৎসররূপে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৪৯ সালে পৃথিবীর বহুদিকে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ পরিবর্তন মানুষের জীবনে [illegible] করিতে কিনা। যে সংকটের অবসান [illegible] মানুষের ভাগ্যে দুঃখের কুজ্ঝটিকা গাঢ়তর [illegible] আশঙ্কার কারণ দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী [illegible] অবসানের পর আশা করা গিয়াছিল যে শীঘ্রই দুঃখের [illegible] পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের চারি বৎসর পরে সে সম্ভাবনা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইউরোপের অনেক অংশ এখনও যুক্তরাষ্ট্রের "দানখয়রাত" দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখনও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। পৃথিবী দুই আদর্শগত বিরোধী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে দুইটি যুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্বোপরি এই স্নায়বিক যুদ্ধ অকস্মাৎ কোনদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপান্তরলাভ করিবে তাহার আশঙ্কায় শান্তিকামী নরনারীর জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই হিসাবে রুশিয়ার আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সংবাদও ১৯৪৯ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিতে হইবে এবং যদি কোনদিন যুদ্ধরূপী মহাপ্রলয় পৃথিবীকে গ্রাস করে তাহা হইলে পৃথিবীর নরনারী ১৯৪৯ সালকে অভিসম্পাত দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃপক্ষে বলিতে গেলে ১৯৪৯ সালের ঘটনাগুলি যদি বিশেষভাবে অনুধাবন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে যুদ্ধ অবসানের পর আমরা যাহা কিছু আশা করিয়াছিলাম তাহার সবকিছুই ভুল

প্রমাণিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধুক বা না বাধুক উপমহাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না এবং অদূরভবিষ্যতে তাহার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়াও মনে হইতেছে না। বিশ্ব রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী দুই রাষ্ট্র তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, একদিকে মার্কিন রাষ্ট্র ও বৃটেন [illegible] হইয়াছে, অপরদিকে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সোভিয়েট পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক উন্নতি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের মধ্যে উভয়পক্ষের কোন একটিরও সাহায্য করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ১৯৫০ সালের ঘটনাগুলি পৃথিবীর রাজনীতির উপরই [illegible] করিয়া দিয়াছে।

[illegible] আন্তর্জাতিক শান্তি [illegible] ভারতের পক্ষে [illegible] সে ব্যাপারে [illegible] দুইটি রাষ্ট্র [illegible] হইলেও সকল সময় [illegible] সে সম্বন্ধে হইয়া- [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]

[illegible] প্রভাবাদি [illegible] কাশ্মীর [illegible] করিয়াছিল [illegible] কিন্তু দুই [illegible] রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমোদনানুসারে [illegible] পক্ষের সরকার একটি গণভোটের ব্যবস্থা এখনও সম্ভব হয় নাই। [illegible] পাকিস্তান [illegible] হইয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস করিতে অস্বীকার করার মূলে পাকিস্তানের প্রতিহিংসাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নাই তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। মুদ্রামূল্য হ্রাস না করিয়া এবং তাহার ফলে পাটের ও তুলার দর বৃদ্ধি করিয়া পাকিস্তান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের নিকট যে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার আংশিক শোধ লইতে চাহিয়াছিল। তাহার ফলে উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে তাহার ফলে এই উপমহাদেশের নরনারীর জীবনে যে অভাব ও দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে তাহা কবে বিদূরিত হইবে তাহা এখনও কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় পাকিস্তান ভারতকে বিব্রত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া যে আশা করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে ব্যর্থ হইবে। পাট সম্পর্কে ভারত পাকিস্তানের উপর যতখানি নির্ভরশীল তাহার তুলনায় পাকিস্তান আরও বেশী নির্ভরশীল। কারণ ভারত তাহার মিলগুলিতে কাজ কমাইয়া ভারতে উৎপন্ন পাটের দ্বারা কোনরূপে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু পাকিস্তান তাহার উৎপন্ন পাটের এক তৃতীয়াংশের বেশী বিদেশী বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। তাহার ফলে পাকিস্তানের সমস্ত কৃষককুলের জীবনে যে সঙ্কট আসিবে তাহা রোধ করার সামর্থ্য পাকিস্তান সরকারের নাই। অবস্থা ইতিমধ্যেই প্রায় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটের দর দিনদিন কমিয়া যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে কৃষকদের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। পাকিস্তান সরকার তাহাদের যেকোনো ভুলাইতে যতই না চেষ্টা করুক একদিন না একদিন জনসাধারণ তাহাদের প্রতিশ্রুতির অসারতা বুঝিতে পারিবে। তখন সরকারের পক্ষে তাহাদের কবজায় আনিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে। তুলার ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের উপর নির্ভর না করিয়াও চলিতে পারে তাহার প্রমাণ সরকার সম্প্রতি আট লক্ষ [illegible] তুলা বিদেশ হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে ভারতকে কতকটা দুর্লভ মুদ্রা অঞ্চলের উপর নির্ভর [illegible] হইলেও পাকিস্তানের উপর নির্ভর করার বিড়ম্বনা হইতে যে রেহাই লাভ করিতে যে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে ও পাকিস্তানের [illegible] ভারত উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে ইহা পাকিস্তান সরকারের বুঝা উচিত ছিল।

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে এইরূপ সংঘর্ষে উপনীত হইবার ফলে পাকিস্তানের যেরূপ ক্ষতি হইতেছে ভারতেরও সেইরূপ ক্ষতি হইতেছে ইহা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের যুদ্ধে যে ব্যয় হইতেছে সম্পূর্ণ নিরর্থক অপব্যয়। কারণ ইহার ফলে ভারতের এবং পাকিস্তানের অনেক অতি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ঐ দুই ডোমিনিয়নের নরনারীর আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনাসমূহ পশ্চাতে পড়িয়া পড়িতেছে। কিন্তু যতদিন পাকিস্তান সরকার তাহাদের অন্যায় জেদ পরিহার না করেন ততদিন ভারতের পক্ষে সংঘর্ষ চালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর পথ নাই। ১৯৫০ সালে যদি এই কঠিন প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইতে পারে তাহা হইলে এই উপমহাদেশের নরনারী ১৯৫০ সালকে অভিনন্দিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

উৎপাদনের এক বৎসর

১৩৫৯ সালের উৎপাদন সম্পর্কে সরকারী যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, দেখা যায় যে প্রধান প্রধান শিল্পগুলির কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কয়েকটিতে সামান্য উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে, পূর্ববর্তী বৎসরের (১৩৫৮ সাল) তুলনায় ১৩৫৯ সালে পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পে যথাক্রমে শতকরা ১০, ১৪ ও ৮ ভাগ উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ঐ উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ উপরোক্ত প্রথম দুইটি শিল্পে কাঁচা পাট ও তুলার অভাব এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে চিনির তুলনায় গুড় উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক চেষ্টা। অপরপক্ষে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে কয়লা শিল্পে শতকরা ৮ ভাগ, চা শিল্পে শতকরা ৫.৫ ভাগ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে শতকরা ৮.৫ ভাগ, সিমেন্ট শিল্পে শতকরা ২২ ভাগ এবং কাগজ শিল্পে শতকরা ৭ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস ও মাল চলাচলের অধিকতর সুবিধা বলিয়া মনে হয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

বস্ত্রশিল্পে আলোচ্য বৎসরে ৩৯২১ মিলিয়ন গজ এবং ১,১৬২ মিলিয়ন পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৫২০ মিলিয়ন গজ এবং ১,৪৪৮ মিলিয়ন পাউণ্ড। তুলার অভাব ছাড়াও অন্যান্য উৎপাদিত মালের মজুত অবিক্রিত থাকার ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের মিলগুলিতে যে সংকট দেখা দিয়াছিল তাহাও আলোচ্য বৎসরের উৎপাদন হ্রাসের অন্যতর কারণ বলা চলে।

পাটশিল্পে আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ৯২৬,০০০ টন এবং পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,০৫৪,০০০ টন। পাটশিল্পে এই উৎপাদন হ্রাস অবশ্য সামান্যই বলিতে হয়, কারণ আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তানের বৈরিতার ফলে কাঁচা পাটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির দরুণ পাটশিল্পে যে সংকট দেখা দিয়াছিল তাহাতে প্রথম মনে হইয়াছিল পাটশিল্পে উৎপাদন হ্রাস আরও অনেক বেশীই হইবে। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরে কলিকাতার বাজারে কাঁচা পাট আশানুরূপ মজুত ছিল বলিয়া সংকট অনেক পরিমাণে এড়াইয়া চলা সম্ভব হইয়াছে।

চিনি শিল্পে পূর্ববর্তী বৎসরে যেখানে ১,৪৭৩,০০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল আলোচ্য বৎসরে তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ২২৮,০০০ টন হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি অপেক্ষাকৃত উৎপাদনের ইক্ষু অধিকতরভাবে নিয়োজিত হওয়ায় এবং কতকগুলি চিনি কলওয়ালাদের অন্যায় লাভ করার চেষ্টার জন্যই চিনির এইরূপ অস্বাভাবিক উৎপাদন ঘাটতি হইয়াছে।

অপরপক্ষে চা শিল্পে [illegible] সালে রেকর্ড উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ ৬৩৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। আন্তর্জাতিক চুক্তি মতে ভারত যতখানি চা রপ্তানি করিতে সক্ষম সরকার পুরাপুরি সেই পরিমাণ চা রপ্তানি করিতে অনুমতি দিয়াছেন। ফলে আলোচ্য বৎসরে ৪৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটে তাহা হইলে আগামী বৎসরেও আশানুরূপ উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের যে অভাব রহিয়াছে তাহা শীঘ্রই মিটিবে না বলিয়া ভারতীয় চায়ের চাহিদা আরও কয়েক বৎসরেও কমিবে না বলিয়া আশা করা যায়। এমন কি ইন্দোনেশিয়ায় চা উৎপাদন বৃদ্ধি যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা হইলেও চায়ের চাহিদা অটুট থাকিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

কয়লার ক্ষেত্রেও দেখা যায় পূর্ববর্তী বৎসরের ৩৯.৮২ মিলিয়ন টনের স্থলে আলোচ্য বৎসরে ৩১.২৬ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। মাল চলাচলের সুবিধার ফলে খনিতে মজুত মাল তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করিবার ফলেই পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষেত্রেও আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাইতেছে। অনুমান করা হইতেছে যে, পূর্ববর্তী বৎসরের ৮৫৭,০০০ টনের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ৯২৪,০০০ টন লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইবে। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়াছে সিমেন্ট শিল্পে। আলোচ্য বৎসরে অনুমান করা হইতেছে প্রায় দুই মিলিয়ন টন সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,৫৫২,৭০১ টন। তিনটি নূতন সিমেন্ট ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার ফলেই এইরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। তিনটি ফ্যাক্টরীর মধ্যে ২টি দক্ষিণ ভারতে ও একটি সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাগজ শিল্পেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে কাগজের উৎপাদন যেখানে ৯৭,৯০১ টন ছিল। আলোচ্য বৎসরে অনুমানিত তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৫,৪০৮ টন এবং আগামী বৎসরে এই শিল্পে আরও উন্নতি হওয়া সম্ভব।

বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে, কাঁচা মালের জন্য যেসমস্ত শিল্প পাকিস্তানের উপর নির্ভর করিয়াছিল তাহাদের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে এবং তন্মধ্যে পাটের উৎপাদন হ্রাস বিশেষ মারাত্মক। কারণ ডলার উপার্জনের পক্ষে পাট শিল্পের দাবীই সর্বাপেক্ষা বেশী। যৌথক্ষেত্রে কাঁচাপাটের ব্যাপারে ভারত যদি স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহা হইলে ১৯৬০ সালে ভারতের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

প্রাসঙ্গিক

অধ্যাপক মহলানবীশের ভাষণ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

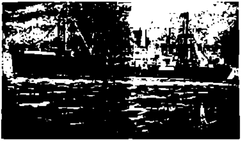

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোং লিঃ

[illegible]

[illegible]

ভারতের উপকূল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ম্যানেজিং এজেন্টস্ : লায়োনেল এডওয়ার্ডস্ লিঃ
ডি-১, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা ; ফোন : ৬৮৩১, ৬৮৩২ ও ৬৮৩৩ ।

[illegible] কিছু উন্নত [illegible] থাকিতে পারে। [illegible] করিয়া [illegible] উন্নতের পক্ষে [illegible] অসম্পূর্ণ। তাঁহাদের [illegible] কৃষি শিল্প। এই শিল্প [illegible] এবং ইহাতে প্রায় ৭ কোটি লোকের খাদ্যাভাবের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তাঁহাদের বার্ষিক উৎপাদন হইতেছে ১৬০ কোটি মণ। [illegible] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে [illegible] প্রায় ১৫১ কোটি [illegible] হইত। ১৯৩৯ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মণে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালে আবার হ্রাস পাইয়া ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মণ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের [illegible] উৎপাদনে উন্নতি হইয়াছে ১৯৪৮-৪৯ সালে। এই [illegible] পরিমাণ [illegible] মাত্র ৭০ লক্ষ মণ। কৃষি শিল্পে একটি প্রধান কারণ যে অবনতি ঘটিয়া পড়িয়াছে তাহার পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন [illegible] না হইলে [illegible] সম্পাদিত হইবে না [illegible] হইবে। সেই দিন হইতে তাঁহাদের পরি[illegible] ও স্বাধীন বাণিজ্যের [illegible] করিয়া [illegible] করিবে।

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র হবে

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হাত্তা হল্যান্ড হইতে [illegible] প্রত্যাবর্তনের পরে [illegible] বিমান ঘাঁটিতে [illegible] করিলে তাঁহাকে [illegible] হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী [illegible] বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার [illegible] কিন্তু [illegible] ইন্দোনেশিয়ার [illegible] করিতে পারে নাই। [illegible] তিনি যাহা বলিয়াছেন [illegible] করিবার [illegible] ও শক্তি [illegible] কিছু [illegible] না, [illegible] হইবার কিছু নাই। [illegible] স্বাধীন [illegible] স্বাধীন [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] হইবে [illegible] এবং [illegible] সকল [illegible] হইবে না। [illegible] স্বাধীনতা [illegible] কোন [illegible] হইতে [illegible] করিয়া [illegible] করিবার [illegible] শক্তি-সামর্থ্য তাহাদের [illegible] আছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা [illegible] বাণিজ্য [illegible] [illegible] সকল [illegible] প্রাপ্ত [illegible] ইন্দোনেশিয়া [illegible] স্বাধীনতা [illegible] করিয়াছে। [illegible] ইন্দোনেশিয়ার [illegible] শিল্প [illegible] স্বাধীনতা [illegible] কোন [illegible] যে ইন্দোনেশিয়ার [illegible] ইন্দোনেশিয়াবাসী। [illegible] ইন্দোনেশিয়ার [illegible] করিবে। [illegible] এই [illegible] করিবেন [illegible] হইবে না।

চিনির কথা

১৯৫৩-৫৪ সালে সমগ্র পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট চিনির পরিমাণ [illegible] টন। [illegible] হইতে উৎপন্ন হয়। [illegible] ইক্ষু [illegible] এই [illegible] ইক্ষু [illegible] এবং [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] তাহা প্রধানতঃ [illegible] এবং [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]।

ইক্ষু হইতেই [illegible] চিনি [illegible]। [illegible] ইক্ষু [illegible] পৃথিবীর [illegible] দেখা দিয়াছে। এ সম্পর্কে [illegible] গবেষণা হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] গবেষণায় সাহায্য করিয়াছে। এই কারণে এবং কোন কোন দেশে [illegible] চিনি [illegible] বেশী [illegible] পৃথিবীর [illegible] চিনি [illegible] করিয়া [illegible] নাই।

চিনি এই [illegible] এক [illegible] আছে। তাহা [illegible] হিসাবে [illegible], [illegible] শক্তি [illegible] থাকিতেছে।

পৃথিবীর [illegible] প্রচলিত [illegible] করিয়াছে [illegible] চিনি [illegible] দেশী। [illegible] চিনি [illegible] করিয়াছে। [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] তাহা [illegible] চিনি [illegible] হিসাবে [illegible] বস্তু [illegible] বা [illegible] মূল্য [illegible] হয়।

[illegible] পরিমাণে চিনি [illegible] যে বিষয়ই [illegible] যে [illegible] পৃথিবীতে চিনি উদ্বৃত্ত নাই। [illegible] চিনির [illegible] একটি নূতন [illegible] চুক্তি সম্পাদিত হইবে, [illegible] একটি [illegible] কোন [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] সফল [illegible]।

[illegible] পৃথিবীতে চিনি [illegible] বলিয়া [illegible] হয়। [illegible] দেশে চিনি [illegible] বেশী [illegible] [illegible] চিনি [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বিশেষতঃ [illegible] [illegible] চিনি [illegible] এবং [illegible] ইহা [illegible] করিবার [illegible] এবং [illegible] দেশে চিনি [illegible] যাইবে না [illegible] বেশী [illegible] যায় [illegible] দেশে [illegible] হইয়াছে।

ইক্ষু [illegible] কোনো [illegible] তা [illegible] দেশ [illegible] চিনি [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রচুর হয়।

এ সম্পর্কে [illegible] গবেষণা [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] ইক্ষু [illegible] স্বাধীনতা [illegible] এবং [illegible] ইক্ষু [illegible] উৎপাদন [illegible] কোন কোন দেশের [illegible] বিষয় [illegible] দিবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

মুদ্রামূল্য হ্রাসোত্তর মূল্যসূচক

মুদ্রা মূল্যহ্রাসের পরবর্তী [illegible] এ পর্যন্ত [illegible] হইতে মনে হয় মুদ্রা-স্ফীতির হার বৃদ্ধি পাইবে ও [illegible] মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ আশঙ্কার পক্ষে কারণ যে ছিল না তাহা নহে। কেননা [illegible] বৃদ্ধি পাইবে, ফলে [illegible] মূল্য বৃদ্ধি [illegible] [illegible] মুদ্রা [illegible]

[illegible] মূল্য
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] মূল্য [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অনুকূল দেখা,

[illegible] এই আবার [illegible] মূল্য [illegible] পাইবে [illegible] পরিমাণে [illegible] করিতে পারিবে। [illegible] যে [illegible] নষ্ট হইয়াছে তাহাতে [illegible] মূল্য [illegible] পারিবে না। [illegible] মূল্য [illegible] তাহাতে [illegible] পারিবে এবং [illegible] মূল্য [illegible] হইতে [illegible] মূল্য [illegible] হইয়াছে তাহাতে [illegible] নির্দিষ্ট হওয়া যায়।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচকের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, [illegible] মূল্য বৃদ্ধি [illegible] [illegible] পরেও [illegible] ০.৩০.৩ পয়েন্ট বৃদ্ধি পাইলেও [illegible] ৩০৮.৪ [illegible]। এই [illegible] কারণ হইতেছে, [illegible] হ্রাস

এবং [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible]।

চিনি

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির বাজার [illegible] [illegible] হইয়াছে। যুদ্ধকালে, [illegible] চিনিকলের উৎপাদন [illegible] [illegible] [illegible] উৎপাদন [illegible] হইবে। [illegible] হইতে [illegible] উৎপাদন [illegible] চিনি [illegible] [illegible] করিতে পারিতেছে না। [illegible] উৎপাদন [illegible] না হইলে চিনি [illegible] [illegible] ১৯০টি [illegible]। [illegible] এই সপ্তাহ [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible]

চিনি [illegible] এবং এই [illegible] [illegible] ছিল ১১,৭২,০০০ টন।

[illegible] চিনি [illegible] এবং [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] হইয়াছে ১০ [illegible] টন। [illegible] [illegible] হইতে [illegible] চিনি পাইয়াছিল। [illegible] হইতে [illegible] [illegible] চিনি [illegible] হইবে। [illegible] চিনি [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে ৮০ টাকা হইতে ১০০ টাকা মণ। [illegible] হইয়াছে ৯৭ টাকা হইতে ৯৮ টাকা।

গুড়

[illegible] অত্যন্ত [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] [illegible] নাই। কলিকাতা, [illegible] ও [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] ১৮,-১৯, টাকায় [illegible] ছিল। [illegible] হ্রাস ঘটে।

আলোচ্য সপ্তাহে [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ১৩৫০ [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] এবং [illegible] [illegible]।

[illegible]

আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধকালে [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] ১৩৪০ [illegible] — [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোটিগুণ, [illegible] ছিল, [illegible] ছিল। [illegible] ১১৪০; [illegible] ১৪০০; [illegible] ১৭, ও [illegible] ১৩৪০ হইতে ১০, টাকা [illegible] [illegible]।

[illegible] হইতে [illegible] (১৯৪৪) [illegible] হইতে [illegible] [illegible]:—[illegible] ২০,৩১,১০০ টন; [illegible] টন; [illegible] টন; [illegible] টন; [illegible] টন; [illegible] টন; [illegible] টন।

গ্ল্যাডস্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২৬৫১—২৬৫৪।
টেলিগ্রাম: [illegible]।

ম্যানেজিং এজেন্টস্

[illegible] লিঃ
[illegible] লিঃ
[illegible] লিঃ

ইমপোর্টার্স ও এক্সপোর্টার্স

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (চায়না)

ম্যানেজিং এজেন্টস্

[illegible] লিঃ
([illegible])
[illegible] কোং লিঃ
[illegible] কোং লিঃ
([illegible])

ইন্সিওরেন্স ও লয়েডস এজেন্টস্

সংবাদ সংকলন

হায়দরাবাদের মুদ্রা ব্যবস্থা ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মাল আমদানীর লাইসেন্স

[illegible]

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা

[illegible]

[illegible]

[illegible] খাদ্য পরিস্থিতি

[illegible]

[illegible] সরকারকে [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible]

[illegible] বিদ্যুৎ [illegible] পরিকল্পনা [illegible] [illegible]

[illegible] সরকার [illegible] হইয়াছে [illegible]

[illegible] বলেন, এই [illegible]

পূর্ব [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] হইতে [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible]

[illegible] সরকারকে [illegible] (জাপান ও [illegible]) [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সরকারকে [illegible] হয়। [illegible]

[illegible] সরকারকে [illegible] উৎপাদনের একটি [illegible] পরিকল্পনা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] কৃষি [illegible] হইবে। [illegible] উৎপাদন [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] সরকারকে [illegible] হইবে। [illegible] উৎপাদন [illegible] সরকারকে [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] হইবে।

পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় কয়লার বিপুল চাহিদা

[illegible] জাপান, [illegible] ও পূর্ব এশিয়ার [illegible] ভারতীয় কয়লার [illegible] চাহিদা রহিয়াছে। কিন্তু [illegible] ভারত সরকার [illegible] পাকিস্তান [illegible] পাকিস্তানে [illegible] চাহিদা মিটাইতে পারেন নাই।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের [illegible] বলেন যে, পাকিস্তানে কয়লা [illegible] চাহিদা মিটাইবার [illegible] এবং [illegible] ভারত [illegible] করিতে পারিবে।

ভারতে কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির বহুমুখী পরিকল্পনা

ভারতে কৃষি [illegible] বিশেষ [illegible]। [illegible] কৃষিজাত [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible]। [illegible] এই [illegible] উৎপাদন [illegible] এবং কৃষিজাত এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতে একটি [illegible] [illegible] হইতে [illegible], [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] এবং।

[illegible] ভারতের [illegible] হইতেছে। [illegible] কৃষিজাত [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible]। ভারতের [illegible] কৃষি [illegible] উৎপাদন [illegible] করে। [illegible] কৃষি [illegible] ভারতের [illegible] করিতে হইবে।

ইহা একটি বিরাট [illegible]। এই [illegible] কৃষিকার্যে [illegible] করিতে হইবে। ভারত [illegible] হইবে [illegible] কৃষি [illegible] হইবে না। যে কোন [illegible] পরিকল্পনা [illegible] এই বিষয়গুলি [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

[illegible] পরিকল্পনা [illegible] হইয়াছে। [illegible] পরিকল্পনানুযায়ী [illegible]

[illegible] সহজ উপায়ে সরকার [illegible] মূলধন সহজে নিশ্চিত করিয়া তুলিতে হইবে। সমবায় প্রথা বহুল প্রচলিত না হইলেও [illegible] কৃষকদের নিকট অপরিচিত নহে। [illegible] [illegible] তাহারা একযোগে [illegible] সাহায্য করিয়া থাকে। সুতরাং [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] [illegible] সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিবে। [illegible] [illegible] যে, [illegible] সমবায় [illegible] সংখ্যা [illegible] বাড়িতেছে।

সমবায় সমিতি গঠন করিবার এই [illegible] উৎসাহ দিতে হইবে। তাহা হইলে সরকার [illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনাদি কার্য্যকরী [illegible] সহজ হইবে।

উক্ত পুস্তিকায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, [illegible] [illegible] [illegible] নহে, [illegible] [illegible] উন্নত [illegible] বিভাগের জন্য, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] সমিতি গঠন করিতে হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহার করিতে হইবে। এই সকল সমিতি গঠন [illegible] সরকারী সাহায্য দিতে হইবে। সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ব্যবস্থা [illegible] [illegible] পুস্তিকায় [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] [illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিভাগের [illegible], কৃষি বিভাগের [illegible], [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] স্থাপন করা উচিত।

[illegible] সমবায় পদ্ধতিতে [illegible] [illegible] করিলেন কেবল তাঁহাদিগকেই [illegible] [illegible] করা উচিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবস্থা এবং [illegible] [illegible] উপর [illegible] সমবায় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] করিতে হইবে।

[illegible] করিতে সমবায় পদ্ধতিতে [illegible] ব্যবস্থা [illegible] প্রধান সমস্যা। কোন কোন [illegible] [illegible] সরকার এই উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পুস্তিকায় [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ফেডারেল কোর্ট পাকিস্তানে প্রেরণ

[illegible] [illegible]

ভারত হইতে ফেডারেল কোর্ট পাকিস্তানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জেনারেল একটি [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] : "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফেডারেল কোর্টগুলি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানে [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] হইয়াছে।"

"[illegible] ফেডারেল কোর্ট পাকিস্তানে [illegible] [illegible] হইলে [illegible] ১৯৪৯ সালের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ঐ [illegible] কোন [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০ ধারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] পারিবে। [illegible] ফেডারেল কোর্ট [illegible] [illegible] হইতে পারিবে।

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। এই [illegible] [illegible] কোন [illegible] যদি কোন [illegible] [illegible] কোন [illegible] হইতে পারিবে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] করা হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারিবে।

"[illegible] [illegible] [illegible] যাইবে যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফেডারেল কোর্ট পাকিস্তানে [illegible] [illegible] [illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারিবে; [illegible] ঐ ফেডারেল কোর্ট [illegible] হইবে।"

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চুক্তি

ভঙ্গের অভিযোগ

ভারত গভর্ণমেন্ট [illegible] পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্টার্লিং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, পাকিস্তান এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] হইয়াছে যে, পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] স্টার্লিং [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] চুক্তি [illegible] করা হইয়াছে। এই চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। পাকিস্তান যদি [illegible] [illegible] স্টার্লিং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] পাকিস্তান এই চুক্তি [illegible] [illegible]। পাকিস্তান এই চুক্তি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] হইতে আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] পৌঁছিবে।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনর্বসতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনর্বসতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পুনর্বসতি [illegible] পুনর্বসতি [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] উদ্বাস্তুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনর্বসতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible]

(মহীশূর), চন্দননগর (৬০ লক্ষ টাকা), [illegible] প্রভৃতি স্থানে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের পুনর্বসতি-মন্ত্রকের [illegible] প্রায় ৬০,০০০ উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে স্থায়ী [illegible] পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, নদীয়া, বাঁকুড়া, [illegible] প্রভৃতি [illegible] কৃষি [illegible] পাওয়া যাইবে [illegible] পরিবারের [illegible] অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। [illegible]

[illegible] কৃষি [illegible]

[illegible] কৃষি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] কৃষি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে পাট উৎপাদন

[illegible] পাট উৎপাদন [illegible] এই [illegible] করা হইয়াছে [illegible] বোম্বাই প্রদেশের প্রায় ১,০০০ একর জমিতে পাট চাষ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

[illegible] এই [illegible] বিশেষজ্ঞ [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] করে। কিন্তু পূর্বে [illegible] হয় নাই।

ধান ভানাই পদ্ধতির উন্নতি সাধন

[illegible] উদ্যোগ [illegible] হইয়াছেন। [illegible] দেশের চাউলের [illegible] হইবে [illegible] উৎপাদনের [illegible] করা হইবে।

[illegible] কৃষকগণ [illegible] করা হইবে [illegible]

কৃষি সংক্রান্ত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান

[illegible] ভারতীয় কৃষি [illegible] পরিসংখ্যান [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] আলোচনা হয়।

[illegible] পরিসংখ্যান [illegible] বক্তৃতা করেন।

[illegible] পরিসংখ্যান [illegible] আলোচনা করেন। তিনি বলেন [illegible] কৃষি [illegible] প্রয়োজনীয় নয়। [illegible] উৎপাদন [illegible] কৃষি [illegible] প্রয়োজন। [illegible] হওয়া।

তিনি বলেন [illegible] পরিসংখ্যানের [illegible] করা হয় নাই। এই [illegible] কৃষি [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে। [illegible] পরিসংখ্যান [illegible]

[illegible] উঠাইবেন বলিয়া।

বিহার কৃষিঋণদান বিল

৩০শে ডিসেম্বর বিহার ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বিহার কৃষি [illegible] বিল বিবেচিত হয়। আগামী ৩০শে জানুয়ারী (১৯৫০) মধ্যে বিলটি [illegible] জন্য প্রচারিত [illegible] হইয়াছে।

এই বিলে বিহার [illegible] ১৯৩৮ [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] টাকা [illegible] করা হইয়াছে।

[illegible] টাকা [illegible] হইবে। [illegible] ছিল না। [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে [illegible] মূল্য হ্রাস

[illegible] বোম্বাই সরকার [illegible] মূল্য [illegible] হইতে ১৭৲ টাকা হ্রাস করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই নূতন মূল্য জানুয়ারী মাসের প্রথম [illegible] কার্যকরী হইবে।

ভারতে পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারে বিধিব্যবস্থা

ভারত গভর্নমেন্টের বাণিজ্যসচিব বিভিন্ন [illegible] ও [illegible] নিকট এক [illegible] পাটজাত দ্রব্য [illegible] ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন [illegible]

[illegible] পাট [illegible] এবং পাট [illegible] বর্তমানে যে [illegible] প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে যে [illegible] এই [illegible]

[illegible] প্রায় ৩২০০০০ [illegible] উৎপাদন [illegible] উৎপাদন [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

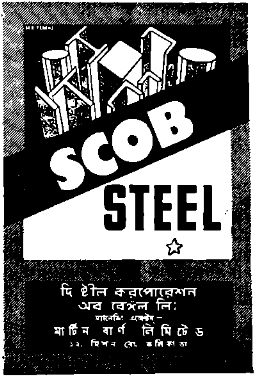
SCOB
STEEL

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

শেয়ার বাজার

আশা ও নৈরাশ্য

[illegible]

পরিশিষ্ট

মূল্যের গতি

[illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা]   কলিকাতা, [illegible]   [মূল্য ৵০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৫৫৫	বিশেষ প্রবন্ধ দেশের বেকার সমস্যা	৫৭০
অর্থলোক ভারত ও পাক মুদ্রার সংঘর্ষ	৫৫৭	শিল্প-পণ্য রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী	
প্রাসঙ্গিক পাট অবরোধ, শিল্পের সংকট কর্মব্যবস্থা, বিদ্যুৎশক্তি ও শিল্প প্রসার নিয়ন্ত্রণ সাফাই	৫৫৮	সংবাদ সংকলন পণ্যদ্রব্যের বাজার মূল্যসূচকের [illegible] গতি শেয়ার বাজার কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ	

দুর্গত পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিম বাংলার বর্তমান দুরবস্থার কারণ ও ব্যাপক অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু নাগপুরে এক সংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য করিয়াছেন তাহা বাংলা তথা ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেন তাহা বুঝিতে হইলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ বাংলায় যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্য প্রদেশে সহজে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। সমাজতন্ত্রী নেতা মিঃ অশোক মেটা সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে বাংলা ভারতের ব্যারোমিটার। কারণ ভারতের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা বাংলার অবস্থাতে প্রথমেই প্রতিফলিত হয়। কাজেই ভারত স্বাধীন হইবার দুই একবৎসরের মধ্যেই বাঙালীদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং যেইরূপ তীব্র আকারে তাহা আজ ক্ষেত্রে প্রকট হইয়া পড়িতেছে তাহাতে ভারতবাসী প্রত্যেকের চিন্তান্বিত হইবার কারণ আছে। কাজেই বাংলার এই অসন্তোষ নিবারিত করা ভারত সরকারের সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত। [illegible] না হইলে আগামী কয়েক বৎসরে [illegible] সমস্যাবলী [illegible] হইয়া দাঁড়াইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

পণ্ডিত নেহেরু স্বীকার করিয়াছেন যে "দেশ বিভাগের ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী দ্বারা ভারতের অন্য যে-কোন অংশ অপেক্ষা পশ্চিম বাংলা প্রদেশ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পাঞ্জাবে লোক মরিয়াছে বেশী, কিন্তু পশ্চিম বাংলার আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে সর্বাধিক। প্রথমতঃ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার লোকবসতি ছিল অত্যন্ত ঘন, এখন উহা আরও [illegible] হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে; পশ্চিম বাংলায় এই শ্রেণীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া সেখানে দুরবস্থাও অধিক দাঁড়াইয়াছে, সম্ভবতঃ বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি, পণ্য ঘাটতি ও মূল্য বৃদ্ধির ফলে সেখানে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়াছে।"

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দিন দিন যে অবনতির পথে যাইতেছে তাহার কিছু কারণ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করিলে আমাদের পার্থক্য থাকিতে পারে না। বাঙ্গলার জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী, মাথাপিছু আবাদী কিম্বা আবাদের যোগ্য জমির পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম, কয়লা ও লোহার পরিমাণ এলুমিনিয়ম ব্যতীত অন্য কোন খনিজ পদার্থ নাই, শিল্পবিস্তারের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী—অথচ সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ বাঙ্গালীই এখানে উৎসাহ দেন না, সে জন্য সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য দেওয়া হয়। অন্যদিকে এই প্রদেশে শিক্ষিত, চাকুরীপ্রার্থীর ও বেকার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী; এবং বিক্রয়ের দাবী অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনও সর্বাপেক্ষা বেশী—কিন্তু সেরূপ সুযোগ-সুবিধা সর্বাপেক্ষা কম।

তাহার এই প্রদেশের [illegible] বেশী এবং দুর্ভাগ্যক্রমে [illegible] পশ্চিম বাঙ্গলার [illegible] ইহাতে [illegible] দুর্ভাগ্য [illegible] পরিমাণ [illegible] ৭০১ [illegible] ২০০ [illegible] অন্যান্য প্রদেশে [illegible] ১৬৭, [illegible] মধ্যপ্রদেশে [illegible] বিহার ৩১১ ও যুক্তপ্রদেশে

উড়িষ্যায় [illegible] পশ্চিম বাঙ্গলার [illegible] জনসংখ্যার চাপে [illegible] হইতেছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেওয়া কেন্দ্রীয় সরকার একটিও প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। দেশবিভাগের ফলে এই প্রদেশের আয়তন কমিয়াছে প্রায় ৩০,০০০ বর্গমাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় লক্ষেরও বেশী। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার বিষয় এই যে সম্প্রতি দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির ফলে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ বিহার উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের প্রচুর পরিমাণ উন্নতি দেখা গিয়াছে। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ কয়েকগুলি অঞ্চল এই সকল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ফলে ঐ সকল প্রদেশের লোকদের ও কর্মক্ষম ব্যক্তিদের অর্থোপার্জনের অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসীদের সেরূপ কোন সুযোগও ঘটে নাই, বরং বহুক্ষেত্রে তাহাদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করে এবং অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালী বিতাড়নের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং পরস্পর দুর্ভাগ্য। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের আইন এই প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ ভাবে করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসামে, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম এবং ঐ সকল প্রদেশে যে সব কৃষি শিল্প বিস্তারের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার জন উপযুক্ত লোকসংখ্যা ও কর্মক্ষমতা ঐ সকল প্রদেশের নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সকল প্রদেশে বাঙ্গালী বিদ্বেষ এত প্রবল যে ঐ সবে যেসব অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী চাকুরী ও বিভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাদের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। সেইস্থলে যুক্তভাবে বাঙ্গালীরা যদি সেই সব রাজ্যে বসতি স্থাপন করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা সহজে অনুমেয়।

মূল্য বৃদ্ধি ও পণ্য ঘাটতির ব্যাপারও পশ্চিম বাঙ্গলা সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যুদ্ধের চাপ সর্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছিল বাঙ্গলার উপর, ফলে যানের সামরিক পণ্যদ্রব্যের ফলে বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্যে যে ঘাটতি দেখা দেয় তাহার ফলে দেখা দেয় বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ, এবং ঐ দুর্ভিক্ষ হইতে যাহারা কোনক্রমে বাঁচিয়াছিল তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া স্বাধীনতা হইবার পরে চিনি, কাপড়, তৈল, কেরোসিন, সিমেন্ট ইত্যাদি যে সকল বরাদ্দ মাল কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাঙ্গলার জন্য সরবরাহ করেন তাহার অধিকাংশ মাল চোরাকারবার ও দুর্নীতির যে-মাহাত্ম্য চালান দিয়ার ফলে জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। ফলে অনেকটা যুদ্ধকালীন অবস্থার মত প্রয়োজনীয় মালের অভাব এখনও পশ্চিম বাঙ্গলা ছেয়ে রহিয়াছে। হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে এই প্রদেশে পণ্য ও ভোগ্যদ্রব্যের মাথাপিছু সরবরাহ সর্বাপেক্ষা কমিয়াছে, কিন্তু দর চড়িয়াছে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশী।

তাছাড়া প্রাদেশিক রাজকোষের অবস্থাও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এই প্রদেশে বিশেষ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধ চলাকালীন আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ও বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে অত্যধিক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তাহারা এক কপর্দকও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। কিন্তু যুদ্ধাবসানের সুযোগে আসাম ব্যতীত অন্য প্রত্যেকটি প্রদেশের রাজকোষ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে তাহারা জনকল্যাণমূলক অনেক ব্যয় নির্বাহ করিয়াও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। এখন ঐ সব প্রদেশ কেন্দ্রীয় সাহায্য ব্যতিরেকেও নানাপ্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং সরকারের ঐ অর্থব্যয়ের ফলে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির পথও সুগম হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গলার সেইরূপ সঞ্চিত অর্থ নাই। তদুপরি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিলিবন্টননীতির ফলে বাঙ্গলার আর্থিকসঙ্গতি যুদ্ধ পূর্ববর্তীর তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। ব্রিটিশ আমলেও তৎকালীন অখণ্ড বাঙ্গলাকে 'বিশেষ অবস্থা" বিবেচনা করিয়া কয়েকবার বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার খণ্ডিত বাঙ্গলার সমস্ত দুর্দিনের কথা জানিয়াও কোনরূপ "বিশেষ সাহায্য" করিতে অগ্রসর হন নাই বরং সাহায্য বরাদ্দ ছাড়া পূর্বে-

মাত্র তুলনায় আয়তনের ও লোক সংখ্যার অনুপাতে অর্ধেক থাকে এই প্রদেশের একক ভাবেই একটা কেন্দ্রীয় সরকার দান করিয়াছেন। একটি বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতিকে দিয়া দিয়াছেন।

ঐ সকল কারণের ফলেই বাঙলায় আজ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে এবং জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। পণ্ডিত নেহরু দেশের মূল দুর্দশা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ রোগ নিরাময় করিবার কোন পথের নির্দেশ দেন নাই, কারণ রোগ নিরাময় করিবার পথ দেখাইতে গেলে বাঙলার প্রতি তাঁহারা এতকাল যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে তাহা ত আগে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁহারা সে পথ ধরিতে এখনও প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।

বাঙলার প্রায় অর্ধ বিভাগের মারফত ও বিদ্রূপ বাঙলাকে বিভক্ত করিয়া দিয়া বাঙলার প্রতি অবহেলা দেখাইতে তাঁহারা এখনও অক্ষম। বাঙলার অধিবাসীদের তাঁহারা কেবল অন্যদের চোখে দেখা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অথবা তাঁহারা ইহা ভাবেন যে ঐ পথা অবলম্বন করিলে শুধু যে কেবল সুবিধা হইবে না বরং অন্য প্রদেশগুলির সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে ঐ সকল প্রদেশ ও সমস্ত ভারতের উন্নতি হইবে। প্রাদেশিকতাকে দমন করিবার সাহস তাঁহাদের নাই। আবার তাহারা কয়েকটি প্রদেশকে অসন্তুষ্ট না করিবার জন্য বাঙলার জনসাধারণকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন এবং ভারতের উন্নতিও বিপন্ন করিয়াছেন।

কিন্তু একথা পণ্ডিত নেহরু ও জাতীয় সরকারকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে "বাঙালী মরিলে ভারত কেহ বাঁচিবে না"। তাহাতেই ভারতের যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন তাঁহারা বাঙলাকে সর্বনাশের পথ হইতে রক্ষা করিবেন। তাহা হইলে চীনের ভাগ্য হইতে ভারত নিষ্কৃতি পাইবে। পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সহকর্মীরা বাঙলা সম্পর্কে বর্তমানে কি নীতি গ্রহণ করিবেন তাহার উপর ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

অর্থনীতি

ভারত ও পাক মুদ্রার সংঘর্ষ

পাকিস্তানী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা অপরিবর্তিতই আছে। পাকিস্তানী সরকার তাঁহাদের কেন্দ্র বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহা তাঁহারা বারবার ঘোষণা করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক তাঁহারা তাঁহাদের "মুদ্রা" অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন ইহাও মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কতদিন তাঁহারা তাঁহাদের এই জিদ বজায় রাখিতে পারিবেন। প্রথমতঃ বাজারে পাকিস্তানী টাকার দর ১০২, টাকা হইতে ১০৪, টাকার মধ্যে এবং মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় কম দরেও পাকিস্তানী মুদ্রা সংগ্রহ করা যায়। এবং ঐ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের যে অচল অবস্থা বিরাজ করিতেছে তাহার অন্তরালে এইরূপ লেনদেন প্রতিনিয়ত চলিতেছে এবং তাহার ফলে শুধু উভয় সরকারই ন্যায্য কর হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার অস্থায়ীভাবে যে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা চালু করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করিবার জন্য বিশেষভাবে বলা হইল। এখন উভয় ডমিনিয়নের মধ্যে যে সব আলাপ আলোচনা হইতেছে তাহাতে কিছুটা সম্প্রীতির ভাবও দেখা দিয়াছে। কিন্তু ঐ সম্প্রীতির ফলে দুই ডমিনিয়নের মধ্যে আর্থিক নির্দিষ্ট বাণিজ্য [illegible] আছে কিনা তাহা বলা শক্ত। ভারতের পক্ষে অবশ্য ঐ বিষয়ে আর কোন বাধা নাই। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে ঐ বিষয়ে কতকগুলি একটি [illegible] হইয়াছে। কিন্তু দুই ডমিনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যেরূপ বর্তমানে চলিতেছে তাহাতে ঐরূপ কোন [illegible] আশু সম্ভব হইবে কিনা তাহা বলা শক্ত।

এবং সম্প্রতি পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইবার জন্য যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাতে ঐ সমস্যা সমাধানের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্যরূপে পাকিস্তানী মুদ্রার এইরূপ উচ্চ দর বজায় রাখিতে পারিবেন না। সেই ক্ষেত্রে তাঁহারা যদি পাকিস্তানী মুদ্রার কোন পরিবর্তন না করিয়া শুধু তাহাকে উঁচুতে ধরিয়া রাখেন তবে পাকিস্তান সরকারের চলিবে না। কিন্তু মুদ্রাভাণ্ডারে আগামী জুন মাসের পূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কারণ ভারত পাকিস্তান সমেত আগামী বৎসরের জন্য চালু থাকিবে তাহা নিশ্চিত বলা চলে।

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারে সাধারণতঃ অপরিবর্তিতই ছিল। বিভিন্ন বাজারে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দেখা যায় নাই। আমদানি বাজারে সামান্য কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা হইতেছে। ভারত সরকার সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে এক কোটি টাকার তুলা আমদানী করার যে অনুমতি দিয়াছেন তাহার জন্যই উন্নতির কিছু কাজ হইয়াছে মনে হয়।

গত ৩০শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চালু নোটের সংখ্যা ১,১০০.২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১০২.১৭ কোটি টাকা হইয়াছে এবং মোট উদ্বৃত্ত পরিমাণ ১,১৫৮.৩৫ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,১২০.০০ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ৮.৩৩ কোটি টাকার স্থলে ১১.৫১ কোটি টাকা হইয়াছে। অথচ হাতে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩২০.৫৪ কোটি টাকা হইয়াছে এবং সোনা মুদ্রার পরিমাণ ৪২.৫০ কোটি টাকার স্থলে ৪৪.৪৮ টাকা হইয়াছে।

বাকি বিভাগে ভারত সরকারের জমার পরিমাণ ২৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪২.০২ কোটি টাকা হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের জমার পরিমাণ ২.০৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২২.০১ কোটি টাকা হইয়াছে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া ৭১.৭২ কোটি টাকার স্থলে ৭১.১২ কোটি টাকা হইয়াছে। বৈদেশিক জমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৬১৮.১১ কোটি টাকার স্থলে ৬১৫.৫৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কবিবরণীর পরিমাণ ৩২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৯.৭৬ কোটি টাকা হইয়াছে।

প্রাসঙ্গিক

পাট অবরোধ

[illegible]

[illegible] (Rationalisation) [illegible]

বিদ্যুৎশক্তি ও শিল্প প্রসার

[illegible]

বিদ্যুৎ সরবরাহ

[illegible]

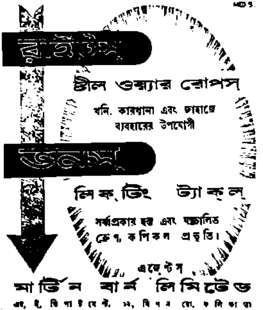

ষ্টীল ওয়্যার রোপস

খনি, কারখানা এবং জাহাজে
ব্যবহারের উপযোগী

লিফ্‌টিং ট্যাক্‌ল্‌

সর্ব্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত
ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।

এজেন্টস

মার্টিন বার্ণ লিমিটেড

১২, মিশন রো, কলিকাতা

বিশেষ প্রবন্ধ

দেশের বেকার সমস্যা

শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

যাত্রী ও মাল চলাচল বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(শেষাংশ [illegible] পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

তুলা বিক্রয় সম্পর্কে বিধিনিষেধ

ভারত সরকার বোম্বাইয়ে তুলা ব্যবসায়ীদের তুলা আটক করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি প্রচার করা হইয়াছে:—

[illegible]

[illegible]

[illegible] তুলা [illegible] আবেদন করিতে হইবে এবং তখন আবশ্যক পরিমাণ তুলা রাখিয়া দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা দানের পরিকল্পনা

[illegible] শিল্প শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। এজন্য [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সম্পর্কে নির্দেশ

[illegible]

[illegible]

আসামের খাদ্য উৎপাদনে অর্থসাহায্য

[illegible] গভর্ণমেন্টের [illegible] কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের [illegible] পরিকল্পনা [illegible]

[illegible]

[illegible]

চিনির অভাবে সংরক্ষিত খাদ্য-শিল্পের সংকট

[illegible]

[illegible] এই শিল্পে [illegible] গভর্ণমেন্টের [illegible] বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণে সংরক্ষিত খাদ্য আমদানী করিতে হইবে।

সিমেন্ট আমদানী বন্ধের সিদ্ধান্ত

জানা গিয়াছে, ভারত সরকার বিদেশ হইতে সিমেন্ট আমদানী বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য বাণিজ্য চুক্তির শর্ত অনুযায়ী

যে পরিমাণ বিদেশী আমদানী করিতে হইবে তাহা বাদ দেওয়া হইবে। আমেরিকা হইতে [illegible] বিদেশী মালের আমদানি সম্পর্কে অতিরিক্ত [illegible] কর আরোপ করা হইয়াছে। [illegible] কারখানাগুলিতে বিদেশী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে উহার ফলে বিদেশী মুদ্রার সঙ্কট হইয়াছে।

দায়মুক্ত বিদেশী মুদ্রা প্রণালী উদ্ভাবন

কানাডার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক গবেষণাগারে (এন.এ) একটি নূতন প্রণালী সম্পর্কে যে গবেষণা করা হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত দল সাফল্য লাভ করিয়াছে। আশা করা যায়, বিদেশী উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস হইবে এবং উচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। গবেষণাগারের প্রধান একটি উৎপাদন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহার ফলে এই প্রণালীর ভিত্তিতে [illegible] ও সম্প্রতি বিদেশীয় মুদ্রা উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

কানাডার ভারতীয় সরকার প্রতিনিধিদের মধ্যে বিদেশ-বাণিজ্য বোর্ডের আলোচনার বিদেশী মুদ্রা পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজ হইয়াছে। উক্ত বিদেশী ও সরকার পক্ষের মিলিত হিসাবে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন এই ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন প্রণালী, যন্ত্রপাতি এবং বিদেশী ও বিভিন্ন প্রকার মালের উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের উপদেশ দেওয়া হইবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আছে। শিক্ষাকাল একবৎসর এবং সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নূতন জাহাজী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে ও বোম্বাইয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি জাহাজী ব্যবসায় কর্পোরেশন এই মাসের শেষভাগে রেজেষ্ট্রি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই কর্পোরেশন ভারত-অষ্ট্রেলিয়া রুটে জাহাজ চালাইবেন।

কয়েক মাস পূর্বে যে দুইখানি জাহাজ বিক্রয় করা হইয়াছিল, সেই জাহাজ দুইখানি এই নূতন কর্পোরেশন চালাইবেন। সেই জাহাজ দুইখানির নাম—"জলেই কেশন" এবং "জোহাই"। ভারত সরকার কর্পোরেশনকে সেই জাহাজ দুইখানি দিবেন।

কর্পোরেশনের মূলধন হইবে ৫০ কোটি টাকা। তাহা ছাড়া, কর্পোরেশনের শেয়ারের একাংশ ৫০ জন সদস্যই গ্রহণ করিবেন এবং অবশিষ্ট এক বৎসর ভিতর কোম্পানী গ্রহণ করিবেন। সেখানে কোম্পানী কর্পোরেশনের ম্যানেজিং এজেন্টের কাজ করিবেন।

৪৮ ঘণ্টা আগেকার পূর্বে প্রস্তুত দুগ্ধ বিক্রয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গ খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী কলিকাতা ১৯৫০ সালের মার্চ মাসের পূর্বে ভারতীয় দলে প্রস্তুত দুগ্ধ এবং পরিমাণ সম্পর্কিত কোনরূপ ব্যবস্থার অধীনেই বিক্রীত হইবে। ১৯৫০ সালের ৩১শে তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্য উক্ত দুগ্ধ বিক্রয় করা হইবে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, বাজার দর এক সপ্তাহ এবং এককালীন টাকা পাইয়া এক দিন কিংবা নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যে কোন ভারতীয় দলে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ও ডিসেম্বরী মাসে প্রথম ৭২৫ ১৯৫০ সালের পূর্বে আমদানী করিয়া তুলা অথবা পরিমাণের ব্যবসায়ীদের দ্বারা ১৯৫০ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে দর নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে।

কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিচালক উপদেষ্টা ডাঃ বি, বি, ডব্লিউ বিশ্বনাথ, অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভারতের "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলন সম্পর্কে নূতন করিয়া আরম্ভ করিয়া নীতির পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, গত ২০ বৎসরের কৃষিক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। কোন নির্দিষ্ট বৎসরে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে, দুইটি বিষয় প্রয়োজন—(১) অধিক পরিমাণ ও (২) সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন। পূর্বোক্ত বিষয়টি ভারতে অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে অনগ্রসরতার জন্য সম্পূর্ণরূপে জটিলপূর্ণ। তিনি বলেন যে নূতন সমাজের নীতিতে আমূল পরিবর্তন একান্তভাবে আবশ্যক। বর্তমানভাবে নূতন সমাজের নীতি উদ্ভবের সম্পর্কে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

উপসংহারে ডাঃ বিশ্বনাথ বলেন যে, অধিকতর কৃষি সম্পর্কে এই নূতন সমাজের নীতি অনুসারে যে কাজ হইতেছে "অধিক খাদ্য উৎপাদন" পরিকল্পনা পরিচালনা করা। সেদেশ সমগ্র সম্পর্কে পূর্বভাগ চালাইবেন এবং পরিকল্পনা দেখিয়া বাজারে যথা পরিমাণে সরবরাহ করিবে এবং দেশের মাটি ও কৃষি সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণার প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের 'অধিক খাদ্য ফলাও' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সর্বমোট সাতাশটি প্রকল্প এবং একটি দশ বার্ষিকী পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে। তাহাদের নির্দিষ্টকাল অন্তে নূতন সমাজ গঠিত এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং উহার দ্বারা 'অধিক খাদ্য উৎপাদন' পরিকল্পনার সুষ্ঠুভাবে নির্দিষ্ট উপায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মেদিনীপুরে লবণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা

সরকারী নির্দিষ্ট বিভাগ সম্প্রতি কাঁথি ও ও মেদিনীপুরের সমুদ্রতীর অঞ্চলের জল, বায়ু, মাটি ও সমুদ্রের অবস্থা পরীক্ষার ভার লইয়াছে। উক্ত অঞ্চলে একটি বড় রকমের লবণের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে উপযুক্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থা ও অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কলিকাতা কোট মাইনসের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং উক্ত অঞ্চলের সমুদ্রতীরের অবস্থা বিবেচনা করিয়াছেন। সমুদ্রের জল ইহিয়া উক্ত স্থানের কতিপয় কোম্পানীর দ্বারা পরীক্ষা হইয়াছে। বিজ্ঞানবিভাগ হইতে উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বায়ুর এবং মাটিসহের উপাদান পরীক্ষা সম্বন্ধে [illegible] সম্পর্কে পাঠান হইয়াছে। এই সম্পর্কে সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ নিরূপণ জন্য ও কোম্পানী নিযুক্ত হইয়াছে, কাঁথি ও তাহার অঞ্চলের প্রাথমিক রিপোর্ট বিবেচনা করিতেছেন। তাহারা তিন মাস কাল ধরিয়া সমুদ্রতীর সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতীয় লবণ কোম্পানী লিমিটেডের কার্য্য।

এই কারখানা প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রায় দশ হাজার একর জমি চুক্তিতে নিযুক্ত এবং উহাতে বহু লোক বাসস্থানের অভাব প্রতি বৎসর প্রায় সমস্ত লবণ বন্দর দিয়া আমদানি করা হয়। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে মেদিনীপুর পরিকল্পনাটি কার্য্যকর হইলে পশ্চিমবঙ্গের লবণ সম্পর্কে প্রয়োজন হয়।

দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উৎপাদন

[illegible] ও [illegible] উৎপাদনের দ্বারা [illegible] একটি [illegible] এই [illegible] হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

[illegible] শিল্প বিভাগের [illegible] একটি [illegible] এই [illegible] উৎপাদনের [illegible] একটি [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible] একটি [illegible] উৎপাদনের [illegible] হইবে।

রোলিং ও [illegible] একটি [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] লক্ষ [illegible] টাকার [illegible] বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

[illegible] একটি [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি [illegible] সালে উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ [illegible] লক্ষ [illegible]।

প্লাইউড শিল্প [illegible] একটি [illegible] প্লাইউড [illegible] এবং [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible] উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible]।

[illegible] একটি [illegible] উৎপাদনের [illegible] সালে আনুমানিক [illegible]।

[illegible] একটি [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible] সালে আনুমানিক [illegible]।

দুগ্ধশালা স্থাপন প্রস্তাব

[illegible] দুগ্ধশালা [illegible] করিবে [illegible]।

[illegible] এই [illegible] দুগ্ধশালার [illegible] হইবে।

(৯৩ পৃষ্ঠার পর)

রেলওয়ে বোর্ডের বার্ষিক বিবরণী

[illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বৎসর ব্যয় করিয়াছিলেন [illegible] কোটি টাকা। মোট কথা এই যে, আলোচ্য বৎসরে [illegible] রেলওয়েসমূহের কর্মচারীদের [illegible] মোট [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর [illegible] কোটি টাকা। আলোচ্য বৎসরে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ [illegible] একটি [illegible] কর্মচারীদের মোট [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার [illegible] করিয়াছে। [illegible] পূর্ববর্তী [illegible]।

[illegible] রেলওয়েসমূহের [illegible] ভারতীয় রেলওয়েসমূহের [illegible] উৎপাদনের [illegible] এই [illegible]।

আলোচ্য বৎসরে [illegible] রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে [illegible] একটি [illegible] সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

রেল বিভাগের পরিস্থিতি

[illegible] ও পাকিস্তান রেলওয়েসমূহের [illegible] হইতে [illegible]। [illegible] হইয়াছে।

রেল বিভাগের [illegible] পাকিস্তান হইতে [illegible] রেলওয়েসমূহের একটি [illegible] উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানস্থ কর্মচারীদের [illegible] বৎসর [illegible] মাসের [illegible] পরিমাণ [illegible] হয়।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

মূল্যসূচকের আশাপ্রদ গতি

বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজারের দিক হইতে বিগত সপ্তাহ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের [illegible] ভারত সরকারের [illegible] বিভিন্ন আর্থিক [illegible] এবং [illegible] ও বিবিধ [illegible] পূর্ণ [illegible] [illegible]। অধিকন্তু ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যন ও পাকিস্তানী মুদ্রামূল্য অপরিবর্তিত রাখিবার ফলে বাজারে নানা সমস্যা-সঙ্কট [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] হইতে সমস্যা-সঙ্কট নিরোধের [illegible] [illegible] [illegible] হয়। তুলা, কফি, চা, পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি দ্রব্যাদির [illegible] পরিমাণে [illegible] গেলেও ক্রেতাসাধারণের খুব বেশী অসুবিধা সৃষ্টি হয় নাই। [illegible] ও অতি প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলেও মুদ্রামূল্য হ্রাসের [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। অন্যান্যের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইয়াছে, সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নাই, [illegible] ও [illegible] [illegible]। আধা-শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পায়। সরকারের [illegible] অধিক মূল্য [illegible] হয়। [illegible] মাসে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে মূল্যস্তর [illegible] হয়। [illegible] সরকারের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া শেষ দুই মাসে আধাশিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য [illegible] [illegible] যায়।

মূল্য পরিবর্তনের ফলাফলের দিক হইতে পরিষ্কার হইবে যে প্রধান প্রধান [illegible] দ্রব্যের [illegible] মূল্য [illegible] দিয়াছে। মূল্য হ্রাসের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না হইলেও মুদ্রা অবমূল্যনের ফলে [illegible] বৃদ্ধি ঘটে নাই। [illegible] দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] বৃদ্ধির [illegible] [illegible] হইলে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে এখন নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে, [illegible] [illegible] মাসের [illegible] [illegible] বাজারের যে মূল্য হ্রাস পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা অধিকতর মূল্য হ্রাসেরই সূচনা মাত্র।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যসূচক

(ভিত্তিঃ আগষ্ট, ১৯৩৯ = ১০০)

টাকার হিসাব

মাস ১৯৪৯	খাদ্যদ্রব্য	শিল্পের কাঁচা মাল	আধা শিল্পজাত	শিল্পজাত দ্রব্য
জানুয়ারী—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ফেব্রুয়ারী—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মার্চ—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
এপ্রিল—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মে—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জুন—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
জুলাই—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আগষ্ট—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সেপ্টেম্বর—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অক্টোবর—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
নভেম্বর—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]-১২-৪৯—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

([illegible] [illegible] শেয়ার)

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible] [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারের দর [illegible] বৃদ্ধি পায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

ইণ্ডিয়ান আয়রন		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
কুমারধুবী	[illegible]	[illegible]
মার্টিন	[illegible]	[illegible]
টিন কর্পোরেশন	[illegible]	[illegible]

বিবিধ

দু-একটী বাছাই [illegible] প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর দেওয়া হইল।

দি [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
এ ও দি [illegible]	[illegible]	[illegible]
ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

শেয়ার বাজার

কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঞ্চার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গত সপ্তাহে বাজারের হালচাল

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

(শেয়ারের দর [illegible] পৃষ্ঠায়)

[illegible]

With b st Com

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ, [illegible] সংখ্যা | কলিকাতা, [illegible] [illegible] ইংরাজী | মূল্য

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিশেষ প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		[illegible]	৫০১
কলম্বো সং[illegible]	৪৯৭	[illegible]	
প্রাসঙ্গিক	৪৯৯	অর্থনীতি[illegible]	
মার্কিনের জীবন যাত্রা			
[illegible] ও সরকারী উদ্যোগ		[illegible]	
কফির রপ্তানি বৃদ্ধি		[illegible] বাজার	
[illegible] সমস্যা [illegible]		[illegible] বাজার	
বিদেশী চিঠি	৫০[illegible]	[illegible] বাজার	
		[illegible]	৫০৮

কলম্বো সম্মেলনের রাজনীতি

কলম্বোতে কমনওয়েলথ পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গের যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে তাঁহাদের প্রকাশিত বিবৃতি ও বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে সম্মেলন নানান দিক দিয়া বিশেষ "সাফল্যমণ্ডিত" হইয়াছে। সম্মেলনের পক্ষ হইতে যে চূড়ান্ত বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে তাহা হইতে জানা গেল যে সম্মেলনে আলোচনার মধ্যে বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে কমনওয়েলথ দেশগুলির চিন্তাধারায় ঐক্য ও সমঝোতার প্রতিফলিত হইয়াছে। কমনওয়েলথ দেশগুলির গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সব সুপারিশ করা হইবে তন্মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য কমনওয়েলথ দেশগুলির একটি কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে কমিটির প্রথম সভা অষ্ট্রেলিয়াতে হইবে। ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মেলনে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়; এতদ্ভিন্ন মালয়, ইন্দোচীন এবং সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইহাদের আরও বলা হইয়াছে, "গত সপ্তাহে কমনওয়েলথ পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের আলোচনার ধারাতে ইহাই আর একবার প্রতিফলিত হইয়াছে যে, বৈদেশিক ব্যাপারেও আজ সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে কমনওয়েলথের সমস্ত রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ মিল রহিয়াছে"

সরকারী বিবৃতির মধ্যে [illegible] যে উক্ত [illegible] পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে মত বিনিময় করা ছাড়া বিশেষ কিছু কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কিত সুপারিশ কমনওয়েলথের সমস্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের বিবেচনার জন্য পেশ করার প্রস্তাব এবং ঐ উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ, ইহাই ঐ সম্মেলনের একটি মাত্র কার্যকরী প্রস্তাব বলিয়া আপাততঃ মনে করিয়াছে দেখা যাইতেছে।

ইহা ছাড়া উক্ত সম্মেলনে একমাত্র অধিবেশনেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার "আলোচনাচক্র" [illegible] করা হইয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় রাজনৈতিক আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং অর্থনৈতিক আলোচনা যাহা হইয়াছে তাহার মূল্য বিশেষ নয়। অধিকন্তু প্রকাশিত বিবরণীতে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে নূতন কিছুই নাই। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা আর্থিক ভারতের পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় মন্তব্য করিয়াছিলাম যে কলম্বো সম্মেলনে আর্থিক বিষয়ে বিশেষ কোন আলোচনা হইবে না এবং আমাদের ঐ মতের যেরূপ অনুকূল

প্রমাণিত হয় নাই। মন্ত্রীদ্বয়ের ইস্তাহারে যদিও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উপরই নির্ভর করিতেছে" তথাপি তাঁহারা উক্ত সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রশ্নকেই অর্থনৈতিক সমস্যার উপরে স্থান দিয়াছেন এবং অর্থনৈতিক সমস্যাকে একপ্রকার উপেক্ষাই করিয়াছেন।

রাজনৈতিক আলোচনার প্রাধান্যের কারণ কমনওয়েলথের নেতাদের পক্ষে বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে কেন তাহা বুঝিতে আর বড় বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে ব্রিটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশের চিন্তার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে, শুধু তাহাই নহে ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশের কম্যুনিষ্টরা যে যুদ্ধ চালাইতেছে তাহা অচিরেই সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দাবানল সৃষ্টি করিতে পারে এই আশঙ্কাও অমূলক নহে। সেইজন্য উক্ত সম্মেলনে সামরিক কথা রাজনীতির কথাই সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধ সম্পর্কে ব্রিটেন, ক্যানাডা, ইত্যাদির সহিত ভারত, পাকিস্তান, সিংহল ইত্যাদি দেশের দৃষ্টিভঙ্গির যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

এশিয়ার দেশগুলির পক্ষ হইতে পণ্ডিত নেহেরু কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধের যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ব্রিটেন, ক্যানাডা ইত্যাদি দেশের যে মনঃপূত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। পণ্ডিতজী ঘোষণা করেন যে কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রভাব এশিয়ার বর্তমান অবস্থার সর্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য দিক হইল তাহার লোকের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং কমিউনিজম যদি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে গ্রাস করে তাহা হইলে ঐ রন্ধ্র পথেই কমিউনিজম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করিবে। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমগ্র দেশ সমূহকে যদি কমিউনিষ্ট প্রভাব হইতে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নই হইবে আশু সমাধান সাপেক্ষ কর্তব্য"। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ইত্যাদি যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে বর্তমানে অন্ততঃ কমিউনিজমকে প্রতিরোধ করার একমাত্র পথ তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করার কোন প্রমাণ নাই, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের "চতুর্থ দফা" পরিকল্পনার সূচক প্রচার ছাড়া আর কিছু হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

তাছাড়া জাপান সম্পর্কে মার্কিন নীতি যে এশিয়ার অধিবাসীদের মর্মপীড়ার কারণ তাহাও উল্লেখিত, সামরিক কারণের জন্য জাপানকে সমর-কালে মার্কিন বাহিনীর ঘাঁটিরূপে রাখা যে এশিয়ার শান্তিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে নিরাপদ নহে। জাপানের সঙ্গে এখনি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধের প্রাচীররূপে খাড়া করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ব্রিটিশ ও মার্কিন কর্তাদের মনঃপূত হইবে না যদিও বা কেহ কেহ পণ্ডিতজীর বক্তব্যের সারবত্তা মনে মনে মানিয়া লইয়াছেন, জেনারেল ম্যাকআর্থারের রণনীতি জাপানকে যেভাবে কমিউনিজমের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহাতে শীঘ্রই যদি মার্কিন নীতির আমূল পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে জাপানকে কমিউনিজম হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে দেখা যাইতেছে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁহার পরামর্শদাতারা ও জেনারেল ম্যাকআর্থারের অনেক কার্য্যাবলী পছন্দ করেন না কিন্তু রিপাব্লিকান দল ও কংগ্রেসী স্বার্থের ভয়ে আর ম্যাকআর্থারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইতেছেন না। ফলে তাহারা জাপান সম্পর্কে গড়িমসি করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং জাপানের জনসাধারণের মনে দিন দিন ইঙ্গ-মার্কিন কর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাপানের দুর্গতি দিনের পর দিন কমিউনিজমের সর্বনাশা পথের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পণ্ডিতজীর পরামর্শ শুনিবার মত সুমতি বা শুভবুদ্ধি ইঙ্গ-মার্কিন কর্তাদের হইবে বলিয়া আশা করার কোন কারণ নাই।

জাপান ছাড়া ইন্দোচীনের ব্যাপারেও পণ্ডিত নেহেরু এশিয়াবাসীর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া বাও দাইয়ের গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অরণ্যে রোদনের সামিল মাত্র। কারণ ফরাসী সরকার ইন্দোচীনের ঘাড়ে বাও দাইকে চাপাইয়া দিলেও জনসাধারণ যে তাহার সমর্থন করিবে না তাহা নিশ্চিত কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীতায় ইন্দোচীনের ভার বাও দাইয়ের হস্তে তুলিয়া দিতে দৃঢ়সংকল্প।

কাজেই কলম্বো সম্মেলনে যে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহার ফলাফল সন্তোষজনক বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও আমাদের মনে হয় এশিয়ার রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে পথ গ্রহণ করিয়াছে তাহা এশিয়ার জনসাধারণের গণচিত্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং পণ্ডিত নেহেরু তাহাদের মনের প্রতিধ্বনি করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের শিক্ষা হউক আর নাই হউক তাহাদের পক্ষে একথা এখন উপলব্ধি করা দরকার হইবে যে যতদিন পর্য্যন্ত এশিয়ার সর্বদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধ শিবিরে এশিয়া যোগদান করিবে না।

প্রাসঙ্গিক

মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা

[illegible]

পাঠ্যপুস্তক ও সরকারী উদ্যোগ

[illegible]

[illegible] রপ্তানি বৃদ্ধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বৃটেনে কয়লার উৎপাদন ও রপ্তানি

১৯৫৩ সালে বৃটেনে আনুমানিক ২২৪,০০০,০০০টন কয়লা উৎপাদন হইয়াছে, ১৯৫০ সালের পর এত অধিক উৎপাদন আর কখনও হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

[illegible]

বিশেষ প্রবন্ধ

বৃটেনের বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের ধারা

লেখক—আর্নল্ড ট্রেঁল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

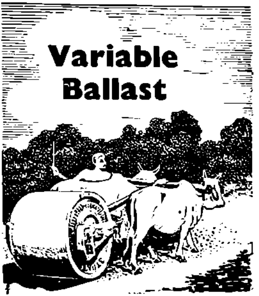

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

BM-34

ট্রেড ইউনিয়নগুলির [illegible] সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। টি-ইউ-সি বহির্ভূত ইউনিয়নগুলির মধ্যে জাতীয় শিক্ষক সংঘ (National Union of Teachears) এবং জাতীয় সরকারী কর্মচারী সমিতি (National Association of Local Govt. Officers) [illegible] ইউনিয়নের মধ্যে আছে অফিস কর্মচারী, [illegible], [illegible] এবং আরও অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া [illegible] [illegible] আছে।

মোট ৮০,০০,০০০ ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যের মধ্যে [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের [illegible] ১৯৪৮ সালের শেষে [illegible] ইউনিয়নের [illegible] ছিল [illegible] মোট [illegible] ইউনিয়নের [illegible] মোট [illegible] [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] ইউনিয়নগুলি [illegible] (Gener [illegible] ইউনিয়নের [illegible] [illegible] ইউনিয়নই [illegible] [illegible] দুটি বিরাট [illegible] ইউনিয়ন [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] ইউনিয়ন, [illegible] ৮,২৫,০০০ এবং অপরটি [illegible] ইউনিয়ন [illegible] [illegible] [illegible] ৬৪,০০০।

প্রধান দল

[illegible] [illegible] দল [illegible] [illegible] [illegible], খনি, [illegible] [illegible] এবং [illegible] শিল্প [illegible] ইউনিয়ন [illegible], এই [illegible] সদস্য সংখ্যা [illegible] ২,০০০,০০০। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইউনিয়নগুলি, এই [illegible] সদস্য সংখ্যা ৭৬৫,০০০ [illegible] একটি [illegible] ইউনিয়ন—জাতীয় [illegible] [illegible] ইউনিয়নেই আছে প্রায় ৬১০,০০০ সদস্য।

[illegible] শিল্প [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] প্রায় ৫ লক্ষ সদস্য আছে এবং [illegible] [illegible] আছে প্রায় ৬৬৬,০০০। [illegible] ১০টি ইউনিয়নে আছে ৬০০,০০০ সদস্য এই ইউনিয়নগুলি [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য সংখ্যা ৮৮০,০০০। [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] ইউনিয়ন-গুলির সদস্য সংখ্যা ৯০,০০০ এবং [illegible] [illegible] ইউনিয়নগুলিতে প্রায় ৬৬৬,০০০ [illegible] [illegible] [illegible] ইউনিয়নগুলির [illegible] [illegible] সদস্য সংখ্যা ৩০০,০০০, এবং [illegible] সরকারী [illegible] ইউনিয়নগুলির সদস্য [illegible] [illegible]।

[illegible] ট্রেড ইউনিয়ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইউনিয়নগুলির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। ১৯৪৮ সালে [illegible] ইউনিয়নের [illegible] [illegible] [illegible] ১২,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং [illegible] [illegible] [illegible] অর্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] ৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড [illegible]। ১৯৪৮ সালে [illegible] ইউনিয়নের [illegible] [illegible] [illegible] ১৩,৮০০,০০০ পাউণ্ড, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিস্ময়কর।

[illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] সদস্য সংখ্যা [illegible] ৫,৮০০,০০০ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

গ্ল্যাডষ্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২২৬১—২২৬৬।
টেলিগ্রাম: [illegible]।

শিপিং এজেন্টস্
দি সিটি লাইন লিঃ
এলারম্যান এণ্ড বাকনাল এস এস কোং লিঃ
হল লাইন লিঃ

ইম্পোর্টার্স ও ষ্টকিষ্টস্
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
জি. বি. ই. লোহা-ইস্পাত [illegible]
[illegible] (তার)

ম্যানেজিং এজেন্টস্
[illegible] এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)
দি ইণ্ডিয়া [illegible] কোং লিঃ
[illegible] [illegible] এণ্ড [illegible] কোং লিঃ
([illegible])

ইন্সিওরেন্স ও লয়েড এজেন্টস

অর্থলোক

অবৈধভাবে সঞ্চিত ডলার

সম্প্রতি ভারত ও [illegible] অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কে ডলার জমা করা হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে যে [illegible] [illegible] পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ভারত সরকারের অর্থদপ্তরে [illegible] [illegible] পাওয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ সরকার ঐরূপ কতকগুলি অভিযোগ পাইয়া যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের [illegible] দেখিয়া মনে হয়, তাহারা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু ভারত সরকারের নিশ্চেষ্টতা এই বিষয়ে বিস্ময়কর। একথা কাহারও অবিদিত নহে যে, যুদ্ধাবসানে এ [illegible] [illegible] [illegible] বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] অনেক ব্যবসায়ী নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ জমা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতের [illegible] [illegible] যে সকল সুযোগ মিলিয়াছে তাহাতে ঐরূপ ব্যবসায়ীদের সুযোগ ঘটিয়াছে অনেক। [illegible] এ সব বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] [illegible] [illegible] বিক্রয় হইতেছে। তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের নিউইয়র্ক এজেন্টের দ্বারা সরকারী নির্দিষ্ট দরের মূল্যে [illegible] বিক্রয় করিয়া যে [illegible] মুনাফা সঞ্চয় করিতেছেন তাহা বিলেত বা ইংলণ্ডে বা নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কে জমা দিতেছে, এইরূপ বহু সংবাদ ভারত সরকার পাইয়াছেন। কিন্তু যে সব [illegible] [illegible] এইরূপ গর্হিত কার্য্যে সহযোগিতা করিতেছেন তাহাদের বিরুদ্ধে বা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ সরকারের উদাহরণ দেখিয়াও তাহারা নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিতে উদ্যোগী হন নাই। কিন্তু এইরূপ অবস্থা দীর্ঘদিন চলিতে থাকিলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বিদেশীদের মনোভাব বিরূপ হইবে [illegible]। অতএব ভারত সরকারের [illegible] [illegible]

সংবাদ সংকলন

বাইশটি দেশের সমবেত আদমসুমারী

পশ্চিম গোলার্দ্ধের অন্য ২২টি রাষ্ট্রের সহিত একযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালের আদমসুমারীর কার্য্য শুরু হইবে। ইতিপূর্ব্বে গোলার্দ্ধ হিসাবে আর কোনও আদমসুমারী হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। চতুর্দ্দশ পরিকল্পনা অনুসারে [illegible] দেশগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল যৌগিক অর্থনৈতিক তথ্য প্রয়োজন এই সম্মিলিত আদমসুমারীর সাহায্যে তাহা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর অস্থায়ী ডিরেক্টর ফিলিপ এম হাউজার জানাইয়াছেন।

১৯৫৫ সালে আদমসুমারীর ফলাফল জানিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ফলাফল সংগ্রহে অনেক ক্ষতি বর্জ্জিত হইবে। তথ্য সংগ্রহে ও প্রতি দেশে যথেষ্ট সমন্বয় এবং একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আনুমানিক ৩০ কোটি অধিবাসীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একান্ত প্রয়োজনীয় বহু তথ্যই উক্ত আদমসুমারীর সাহায্যে জানা যাইবে।

এই বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয় ট্রেনিং লইবার জন্য অন্যান্য ২১টি দেশের ১২৫ জনেরও অধিক সংখ্যাতাত্ত্বিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমবেত হইয়াছেন। ২২টি দেশের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি বিশেষ কমিটি এই গোলার্দ্ধব্যাপী আদমসুমারী পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এই আদমসুমারীর ফলাফল বিশেষ সকল দেশের সমস্যা সমাধানের সহায়ক হইবে বলিয়া ইউনেস্কো মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কসমূহের সম্পত্তির পরিমাণ

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের একটি সাময়িক ঘোষণায় প্রকাশ, ১৯৪৯ সালের ৩০শে জুনের তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭,০০০ কোটি ডলার। এই সম্পত্তির মধ্যে ঋণ এবং বিনিয়োগ বাবদ আছে ১৪,০০০ কোটি ডলার। রিজার্ভ বাবদ ৩,৫০০ কোটি ডলার এবং অন্যান্য পাওনা বাবদ ২১৮ কোটি ডলার।

৩০শে জুনের যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫,৩০০ কোটি ডলার। ইহা ছাড়া ঐ সব এই সকল ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ধরণের পরিচালক [illegible] সহিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করিয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে পাকিস্তানের ক্ষতি

সরকারী সংখ্যাতত্ত্ববিদগণের হিসাবমতে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা লোকসান হইয়াছে। এই মাসে মোট ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী করা হইয়াছে এবং রপ্তানী বাবদ ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা এবং পুনঃরপ্তানী বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মালের লেনদেন হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের সহিত লেনদেনে পাকিস্তানের ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। বিদেশগুলির বাজারে পাকিস্তানের মুদ্রার মূল্য [illegible] হইয়াছে। বিদেশগুলির বাজারে বিনিময় ব্যবস্থায় এই মূল্য বিশৃঙ্খল হইয়াছে।

বিশ্বে পেট্রল উৎপাদন বৃদ্ধি

যাইগ্রেন কর্ত্তৃক সদ্য প্রকাশিত ১৯৪৮ সালের বর্ষবিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিশ্বের পেট্রল উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৮ সালের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ৯০ ভাগ অধিক হইয়াছে। তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন চাহিদা পূর্ণ পাইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও, তাহার বৃদ্ধি যথেষ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। যাইগ্রেন সম্প্রতি এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছে।

ভেনেজুয়েলা ও কুয়েত হইতে শুরু করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত ৪০টি দেশের খনিসমূহ হইতে তেলের উৎপাদন প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়ে হিসাব ১৯৮টি কোম্পানীর মধ্যে ১৬৬টি কোম্পানীর পরিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশের [illegible] হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বৃটেনের অধিবাসীরা অধিক সংখ্যায় সংবাদপত্র পাঠ (বা ক্রয়) করে। প্রতি এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে বৃটেনে ৫৯০ সংবাদপত্র (দৈনিক) ক্রয় করে। তাহার পর অষ্ট্রেলিয়া ৪২০, সুইডেন ৪০০, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৫০, ডেনমার্ক চীনে ১০ এবং ভারতে ৫টি সংবাদপত্র দৈনিক [illegible] হারে বিক্রয় হয়।

১৯৩৭ সালের [illegible] পরিষদের হিসাবমতে ১৯৪৮ সালের [illegible] চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] অধিক হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক [illegible] ১৯৮০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যপক্ষে আয়ারল্যাণ্ডে ৯০, [illegible] ৫৭, ফিনল্যাণ্ডে ৫৩ [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৮ সালের [illegible] সহিত তুলনা করা হইলে ফ্রান্স (১৭৫), আয়ারল্যাণ্ড (১৩৪), সুইডেন (১৩২), এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১২১) পরিলক্ষিত হইবে।

১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের মধ্যে বিশ্বের [illegible] উৎপাদন ১৯১ কোটি ২০ লক্ষ [illegible] হইতে [illegible] কোটি টনে পৌঁছে। [illegible] ১৭ কোটি ২০ লক্ষ [illegible] ৯৬ কোটি ৮০ লক্ষ, [illegible] ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ টন উৎপাদন হয়। [illegible] উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। এই সকল [illegible] উৎপাদনের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।

ভারত-কানাডা বাণিজ্য

সম্প্রতি কানাডা হইতে আগত একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল [illegible] আসিয়া পৌঁছিবে। কানাডার সরকারী [illegible] কিছুদিন এই দেশে থাকিবেন। [illegible] যে সকল [illegible] তাহারা [illegible] ভারতে আসিবেন।

প্রতিনিধিদল ভারত ও কানাডার মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্ভাবনার উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

যুদ্ধের পূর্ব্বে কানাডা ভারতের পক্ষে অনুকূল বাজার ছিল। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে গড়ে বৎসরে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার পণ্য ভারত হইতে কানাডায় রপ্তানী করা হয় এবং কানাডা হইতে আমদানী করা হয়, ৯৪ লক্ষ টাকার পণ্য। সুতরাং ভারতের পক্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারত-কানাডা বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে কানাডায় রপ্তানী হয় ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার দ্রব্য এবং অন্য পক্ষে কানাডা হইতে ভারতে

আমাদের তুলনায় [illegible] ২৮ কোটি [illegible] লক্ষ টাকার হইবে। [illegible] আমদানীর মধ্যে [illegible] এবং আমাদের আমদানীর মধ্যে [illegible] [illegible]। ১৯৫৭-৫৮ সালে ৩ কোটি টাকার এবং পরবর্তী বৎসরে ৩ কোটি [illegible] লক্ষ টাকার [illegible] আমদানী হয়। উহা ছাড়া, অন্যান্য আমদানী দ্রব্যের মধ্যে মোটরগাড়ী, [illegible], লোহালক্কড় ও রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিমান ব্যবস্থার জাতীয়করণ

ভারতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন যে, ভারতে বিমান [illegible] ব্যবস্থার জাতীয়করণের সম্পর্কে [illegible] সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

তিনি [illegible] বলেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

[illegible] গমের মূল্য

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

কেরোসিন আমদানীর পরিমাণ

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার [illegible] বৎসরের জন্য [illegible] কেরোসিন আমদানী সম্পর্কে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, দেশে কেরোসিনের অভাব [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] মূল্য বৃদ্ধি [illegible] ভারত সরকার কেরোসিন আমদানী পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত [illegible] বাদে যে [illegible] দেখা হইয়াছে—তাহাতে [illegible] তুলনা করিলে [illegible] দ্রব্যের আমদানী সম্পর্কে [illegible] পরিবর্তন হয় নাই। [illegible] [illegible], কেরোসিন এবং [illegible] তেল প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হয়।

আসামে কেরোসিন [illegible]

আসাম সরকার [illegible] প্রদেশে কেরোসিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। শীঘ্র এই সম্পর্কে সরকারী [illegible] জারি হইবে।

[illegible] কৃষির পরিকল্পনা

গত [illegible] [illegible] [illegible] ভারতীয় [illegible] গবেষণা পরিষদের [illegible] [illegible] [illegible] বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] জাতীয় কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা [illegible] [illegible] [illegible] এবং তিনি বলেন যে, [illegible] কৃষি সম্পর্কিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] গবেষণা [illegible] [illegible] [illegible] বলেন, [illegible] ৯০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

[illegible] বলেন, গত [illegible] [illegible] ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিকল্পনার [illegible] [illegible] কাজ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিকল্পনার [illegible] ব্যবস্থা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] [illegible], বিশ্ববিদ্যালয়, [illegible] ও কৃষি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচালিত হইবে।

[illegible] [illegible] পরিষদের [illegible] [illegible] [illegible] বৈঠকে বলেন, [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] ১২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে একটি [illegible] [illegible] সরকার ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদকে [illegible] বৎসরের জন্য [illegible] টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিবেন না বলিয়া পরিষদকে জানাইয়াছেন।

ভারতে [illegible] মান সম্পর্কে খসড়া তৈয়ার

ভারতের তৈল, রঙ, [illegible], [illegible], [illegible] শিল্প এবং [illegible] দ্রব্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহার করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ব্যবহার করা যাইবে এবং [illegible] শিল্প [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] [illegible] মান নির্ধারণের [illegible] [illegible] ভারতীয় মান নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান [illegible] ভারতীয় মান সম্পর্কে একটি খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা করিতেছেন।

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] হইয়াছে। আগামী [illegible] (১৯৫৭) [illegible] ভারতীয় মান নির্ধারণ [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]

ভারতের [illegible] শিল্প

[illegible] এবং [illegible] জানুয়ারী [illegible] [illegible] [illegible] এবং যে সকল [illegible] [illegible] [illegible], সেই সকল [illegible] [illegible] সম্মেলন হইবে। ঐ সভায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা হইবে।

[illegible] বিভাগের পূর্বে দুইটি [illegible] [illegible] ছিল। উহার একটি ছিল [illegible] [illegible] এবং দ্বিতীয়টি ছিল [illegible] [illegible]। এই দুইটি [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আসিয়াছিল। ঐ সকল [illegible] তাহাদের [illegible] ব্যবস্থা ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে

গ্যাস পাথরের বেশ কাজে লাগান সম্পর্কে কানাডিয়ান সরকারকেই নিযুক্ত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে উহার মজুদের পরিমাণ ৮০ হাজার ঘন। ঐ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রাইভেটফার্মসমূহের মালিকানার উপর প্রতিক্রিয়া হইবে। কারণ এই ব্যবস্থায় ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টনের অধিক কয়লা লইয়া কাজ করিতে পারে না। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান কয়লা আসাম সীমান্তে [illegible] থাকায় বিক্রয় করা হয়। আমদানি [illegible] ধরনের কয়লা ও খনিজ তৈল উৎপাদন করে। উহার ফলে প্রাইভেটসেক্টরের ঋণের প্রশ্নে বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে এবং চীনা ঋণ ও আমেরিকার সাহায্য খনিজ তেল আমদানী ব্যাপারে অসুবিধায় অবস্থান পড়িয়াছে।

[illegible] "৮০" [illegible]। উহা পরিশুদ্ধ করা হইলে উহা হইতে বেনজিন ও খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

ভারতীয় চায়ের রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি

বৃটেনের সহিত ভারতের ১৯৫০ সালের চুক্তি ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার অধিকতর বর্ধিত কারেন্সী (স্টার্লিং ও ডলারমুদ্রা) চা রপ্তানির নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পার্লামেন্টের সভায় সরকারের পরিমাণ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সংবাদ বিবৃত হইবার পূর্বেই অধিক ব্যবস্থাসকল এই সম্বন্ধে করা হইতেছে। চুক্তি অনুযায়ী বৃটেনে প্রচুর পরিমাণ চা ভারত হইতে রপ্তানি করা হইবে।

দক্ষিণ ভারতের এই জাতীয় চা বাজারে দেখা যাইতেছে বলিয়াই উহা অধিকতর রপ্তানি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এদিকের মূল্য উহার ভারতের চা প্রসারে বাধক হইবে না। জানা গিয়াছে যে, ১৯৫৪ সালে উহারা চা হইতে ভারতবর্ষ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪৯ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি করিবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ বৎসরের চা রপ্তানি সম্প্রসার করা হইয়াছে।

বর্তমান আর্থিক বৎসরে স্বর্ণ ও মুদ্রা (ডলার) অঞ্চলে ভারতীয় চা রপ্তানির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে এই ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১লা এপ্রিল হইতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরে এই সময় ৯৭ লক্ষ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল। গত বৎসরে ১লা এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র (স্বর্ণ মুদ্রা অঞ্চল) ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৫২ সালের ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে ৫১ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছে।

তৈলবীজ ও তৈল সম্পর্কে আপোষ চুক্তি

ভারত সরকারের নিকট বণিকসংঘ হইতে এই মর্মে এক জোর দাবী করা হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং তৈলবীজ বিক্রয়ের ব্যাপারে তৈল সম্পর্কে কাঁচা মাল [illegible] উঠিয়াছে এবং বহুল তৈল গোপন চুক্তির দেনা হইতেছে সম্প্রতি এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সম্পর্কে ১৯৩০ সালের তৈলবীজ সংক্রান্ত আইনের (আপোষ চুক্তি বিষয়ক) ও ১৯৩৪ সালের উদ্ভিজ্জ তৈল ও তৈল সংক্রান্ত আইনের (আপোষ চুক্তি বিষয়ক) এর প্রতি [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। ১৯৩৮ সালের ব্যবসাজাত দ্রব্য সরবরাহ আইন (আবশ্যক ব্যবস্থা) অনুযায়ী ব্যাপকভাবেই তৈলবীজ ও তৈল সম্পর্কে এই আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার যে কোন আইনভঙ্গের জন্য ব্যবসায়ী, অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে এবং যে দ্রব্য সম্পর্কে এই আইন ভঙ্গ করা হইবে তাহা বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

ভারতে ভূবিজ্ঞানের গুরুত্ব

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিনারেলস্ (ভারতীয় খনিজ সম্পদ) পত্রিকায় লেখকের লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের মুখ্য খনিজ বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ ডব্লিউ ডি ওয়েস্ট ঐ প্রসঙ্গে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখেন যে, ভূ-বিজ্ঞান সংস্থা ও ভারতীয় খনিজ বিভাগের কার্যকলাপের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দুইটি বিষয় সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে, দেশের শিল্পোন্নয়নের পরিমাণে খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন আবার ভূবিজ্ঞানিগণের কাজ-কর্মের উপর নির্ভর করে। এখনও জানা গিয়াছে যে, ভারতের খনিজ দ্রব্যের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য ৮০ কোটি টাকা, কয়লাজাত হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব দ্রব্যের মূল্য ৯০ কোটি টাকা এবং এদেশের অনেক পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি জলা হইতে উৎপন্ন হয়, আবার ভূবিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট নিয়ম উহাদের নির্ভর করে। এ ব্যাপারে এদেশের আর্থিক উন্নয়নে ভূবিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এদেশের এক সুপরিচিত মার্কিন টেকনিশিয়ানের আবশ্যকতা আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়েস্ট বলিয়াছেন, এ পর্যন্ত ভারতীয় ভূবিজ্ঞানিগণের সমগ্র ২৮ লাখ বর্গ মাইল ভূভাগের কিছু কিছু এক ইঞ্চি মেপে পরিমাপ করা হইয়াছে। এখনও প্রায় ৫,৯০,০০০ বর্গমাইল স্থান মাপ করিতে বাকি আছে। বর্তমান হারে এক এক জন ভূতাত্ত্বিক ৩০০ বর্গমাইল স্থান জরিপ করিতে পারেন—এই হিসাবে এক ইঞ্চি স্কেলে জরিপ ৫০ জন ভূতাত্ত্বিকের ৩০ বৎসর সময় লাগিবে।

[illegible] দ্বারা ভূতত্ত্ব খনিজ বিভাগের কার্যধারা নিকট প্রসার করা হইয়াছে। ঐ বিভাগে নূতন নূতন বিষয়ের জন্য কয়েকটি নূতন শাখার খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ আমেরিকা ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণকে বাহাতে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় সরকার, দেশীয় ও বিদেশী কমিশন, রাজ্যসরকার [illegible], শিল্প ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঐ বিভাগের যোগাযোগ রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিনারেলস্এর উপরিউক্ত সংখ্যায় আসামের তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ এবং পরিসংখ্যা ও বাজারদরের সম্পর্কে নানা তথ্য সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে।

ভারতের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা সম্প্রতি (১৯৫৩ সালের আগষ্ট—১০০) ভিত্তিতে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, উহা গত বছর ডিসেম্বর (১৯৫২) পর্যন্ত এক সপ্তাহে শতকরা .৩ কমিয়া ৩৯৮.৩ হইয়াছিল। উহা গত মাসের ঐ সপ্তাহের এবং এক বৎসর পূর্বের মূল্যমান অপেক্ষা শতকরা ৩'৭ কম।

আলোচ্য সপ্তাহে খোরাক ও তামাক বাদ দিয়া অন্যান্য শ্রেণীর দ্রব্যের মূল্যমান পূর্ববর্তী সপ্তাহের মূল্যমান শতকরা ২'৫ কমিয়া ৩৯৩'৮ হইয়াছিল এবং শিল্পজাত ও কাঁচামালের দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা .৬ বাড়িয়া ৩৭৪ হইয়াছিল।

ঐ সপ্তাহে খোরাক চাল, চীনাবাদাম তৈল, নারিকেল তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যজাত দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা .৫ বাড়িয়া ৫২৭.২ হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণ তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্যমান অপরিবর্তিত ছিল।

আলোচ্য মাসে পাটের দাম কমিয়া যাওয়ায় বিবিধ দ্রব্যের মূল্যমান শতকরা .২ কমিয়া ৬০৩'৩ হইয়াছিল।

ভারত-চেক বাণিজ্য-চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়া গভর্ণমেন্টের মধ্যে যে বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল এবং ঐ বৎসর [illegible] মাসে যাহা সংশোধিত হইয়াছিল সেই চুক্তির মেয়াদ ১৯৫০ সালের [illegible] শেষ হইবার কথা ছিল। উভয়ের মধ্যে স্থির করা হইয়াছে যে, এই চুক্তির মেয়াদ [illegible] বৃদ্ধি করিয়া [illegible] পর্যন্ত বলবৎ করা হইবে। চেকোশ্লোভাকিয়া চুক্তি অনুযায়ী আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যসমূহের তালিকা কিছু পরিবর্তন করিয়া নূতন তালিকা প্রস্তুত হইবে।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ার ঋণ

অষ্ট্রেলিয়ার [illegible] কোম্পানী [illegible] ঘোষণা করেন যে, [illegible] কোটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] হইতে পারে।

চাষের উন্নতি

কৃষি দপ্তরের অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সালে [illegible] ভারতের তুলা চাষের জমির পরিমাণ [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর এবং বর্তমানে তুলা চাষ হইতেছে বলিয়া আশা [illegible] ১৯৪৮-৪৯ সালে এই সময় [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। তুলা চাষ শতকরা [illegible] ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রধানতঃ বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত এবং সৌরাষ্ট্রে চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনুকূল আবহাওয়াই চাষ বৃদ্ধির কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত এই হিসাব করা হইয়াছে। তখন পর্যন্ত তুলা চাষের অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়াই সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

যেসব প্রদেশগুলিতে তুলা চাষ অধিক হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বোম্বাই—[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর, মাদ্রাজ—[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর, [illegible]—[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর, [illegible]—[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর, [illegible]—[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর, [illegible]—[illegible] লক্ষ [illegible] হাজার একর এবং অন্যান্য প্রদেশ—[illegible] লক্ষ একর।

পুনর্বসতি দপ্তর কর্তৃক ৫৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর

পুনর্বসতি দপ্তর হইতে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত [illegible] জন উদ্বাস্তুকে [illegible] টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল।

এই ঋণ [illegible] অনুযায়ী নির্দিষ্ট [illegible] মধ্যে [illegible] করা হইয়াছে।

পশ্চিম পাঞ্জাব এবং [illegible] হইতে আগত উদ্বাস্তু—শতকরা [illegible] ভাগ; সিন্ধু ও [illegible] হইতে আগত উদ্বাস্তু—শতকরা [illegible] ভাগ; পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত শতকরা [illegible] ভাগ; উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে আগত—শতকরা [illegible] ভাগ; [illegible] হইতে আগত—শতকরা [illegible] ভাগ এবং [illegible] হইতে আগত—শতকরা [illegible] ভাগ।

[illegible] [illegible] টাকা হইতে [illegible] টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ভারতে মূলধন বিনিয়োগ

ভারতের অর্থনৈতিক দূত [illegible] বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগকারীদিগের যে সমস্ত আশংকা উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য নির্দিষ্ট ও [illegible] নিয়ম [illegible] প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, [illegible] এবং মার্কিনী সরকারের সহিত ভারতে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে মার্কিন মূলধন বিনিয়োগকারীদিগের সহিত [illegible] আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, ভারতে উহাদের মূলধন বিনিয়োগ করিবার সম্ভাবনা আছে উহাদের মনে এই ধারণা দেখা দিয়াছে যে, ভারতীয় পার্লামেন্টে যে শিল্প বিষয়ক এবং [illegible] বিল উত্থাপিত হইবে তাহাতে [illegible] ধার্য্য হইতে পারে এবং সেই কারণেই বৈদেশিক শিল্পপতি ও বণিকদের পক্ষে ভারতে মূলধন বিনিয়োগ সম্ভব না হইতেও পারে।

প্রধান, ভারত গভর্ণমেন্ট [illegible] প্রকাশের করিবার জন্য ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগকারীদের দাবী স্বীকার করিয়া না লইলেও উহা মানিয়া লওয়া [illegible] ; [illegible] শিল্প [illegible] [illegible] পরিবর্তন [illegible] পর্যন্ত হইবে। শিল্পগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং [illegible] ও উৎপাদন বিষয়ে [illegible] এবং তাহা কার্যকরী হইবে। সরকারী অংশের উপর হইতেই তাহা সরকারী [illegible] করা হইবে।

আমরা [illegible] আশানুযায়ী [illegible] এই শিল্প সম্পর্কিত পার্লামেন্টে [illegible] [illegible] করা হইয়াছে এবং তাহাতেই বুঝা যায় যে, আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্তে এই [illegible] আলোচনার [illegible] মূলধন বিনিয়োগকারীদের মন হইতে [illegible] দূর করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] একটি বিবৃতি দিবেন।

লৌহেতর ধাতব শিল্প

ভারতীয় শুল্ক বোর্ড লৌহেতর ধাতব শিল্প সংরক্ষণ বিষয়টি [illegible] করিয়াছেন যে উক্ত শিল্প সংরক্ষণের [illegible] হইয়াছে। উহার সংরক্ষণ মেয়াদ ১৯৫০ সালের [illegible] উত্তীর্ণ হইবে। সেজন্য শুল্ক বোর্ড উহার মেয়াদ [illegible] বৃদ্ধি করার সুপারিশ করিয়াছেন। উহার ফলে সম্পর্কে বিবেচিত হয় যে উক্ত শিল্প আরও ১৮ মাস সংরক্ষণ [illegible] প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু শুল্ক বোর্ড সংরক্ষণ মেয়াদ তিন বৎসর বৃদ্ধি সুপারিশ করিয়াছিলেন।

এইসব বিবেচনা করিয়া শুল্ক বোর্ড এই শিল্পের সংরক্ষণ মেয়াদ আর এক বৎসর বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

○ "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

○ ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

● ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সির জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

স্থিতিশীল বাজার

[illegible]

[illegible]

[illegible] পর্যন্ত দরে বেচা কেনা হয়।

[illegible]

[illegible]

চিনি

[illegible]

[illegible]

গুড়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অর্থলোক

[illegible] পৃষ্ঠার পর

[illegible]

•   •   •   •

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শেয়ার বাজার

পূর্ব্ব উৎসাহ মন্দীভূত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাজারের হালচাল

[[illegible]]

সরকারী কাগজ

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

চটকল

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

[illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ ৩৩ সংখ্যা। কলিকাতা বৃহঃবার ১২ই মাঘ ১৩৫৬; ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ [মূল্য ।০

সূচী

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	অর্থালোক	৫২৪
৫১৯	চিরবিবদমান দুই উপনিবেশ	
	সংবাদ সংকলন	
৫২২	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
	আমদানি শুল্ক	
	শেয়ার বাজার	
	বিশ্লেষণ	

প্রজাতন্ত্রী ভারত

স্বাধীন ভারতের পক্ষে এক পরম শুভদিন আসে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। বহু তপস্যা ও ত্যাগের ফলে শত বৎসরের পরাধীনতার কলঙ্ক কালিমা ভারতবাসীর ললাট হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আর আগামী ২৬শে জানুয়ারী আসিতেছে ভারতের আর একটি শুভদিন যেইদিন কোটি কোটি নরনারীর উল্লাস ও উদ্দীপনার মধ্যে জন্মলাভ করিবে প্রজাতন্ত্রী ভারত। ঐ দিনে যেইরূপ উৎসব ও আড়ম্বরের ব্যবস্থা হইবে এবং যেইরূপ গাম্ভীর্য ও সম্মানের মধ্যে প্রজাতন্ত্রী ভারতের পত্তন হইবে তাহা বর্তমান কালের কোন নরনারীর পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হইবে না। নবরচিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যতই সমালোচনা করার কারণ থাকুক না কেন কোন দেশপ্রেমিক ভারতবাসী ঐ দিনের আনন্দ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিবে না। আমরাও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বহু সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের জন্মদিনকে অভিনন্দন করিতেছি; কারণ মূলতো বিচারে ঐ শাসনতন্ত্র যতই ত্রুটি পূর্ণ হউক না কেন ঐদিনে যে ভারতবাসী ইতিহাসের এক অন্ধকারময় ও দুর্গম যাত্রাপথ অতিক্রম করিয়া এক নূতন পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা কে অস্বীকার করিবে।

শাসনতন্ত্র ত্রুটি পূর্ণ একথা সত্য, কিন্তু ভারতের মত একটি বিশাল দেশের বহু সম্প্রদায় অধ্যুষিত ও বহুস্বার্থ বিজড়িত (?) দেশের জন্য যে কোন শাসনতন্ত্রই রচিত হইবে তাহাতে কতগুলি গলদত্রুটি যে থাকিয়া যাইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ শাসনতন্ত্র যে ভারতে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনা করিতেছে তাহার গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক মহত্ত্ব যে অসাধারণ তাহা আমরা আশা করি সমস্ত দেশবাসী স্মরণ রাখিবেন।

ঐদিনের জন্য যে উৎসবের কার্যসূচী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বহুবর্ণময় ও বহুমুখী। রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে ভারতের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদকে লইয়া পাঁচ মাইল দীর্ঘ বিচিত্র শোভাযাত্রা, সর্বত্র পতাকা উত্তোলন, মহাভোজ, সেনানী ও পুলিশ বাহিনীর কুচকাওয়াজ মুহুর্মুহু তোপধ্বনি ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠান ২৬শে জানুয়ারীকে যে বৈচিত্র্য ও প্রাণ চাঞ্চল্য দান করিবে তাহা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ-মহত্বপূর্ণ। সারা ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অনুরূপ বহুপ্রকার অনুষ্ঠান হইবে। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে আপামর ভারতবাসী কি ধনী কি দরিদ্র যে ভাবে যোগদান করিবে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে

ভারতের এই শাসনতন্ত্র বাস্তবিকই জনসাধারণের প্রাণের বস্তু এবং ঐ শাসনতন্ত্রের মধ্যে কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর যে প্রাণের যোগ রহিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে এই উৎসব আনন্দের মধ্য দিয়া। সেইজন্য মহানগরীগুলিতে বিশেষ করিয়া দিল্লীতে বিরাট জনসমুদ্র জাঁকজমক ও শোভাযাত্রা করিবার যে আয়োজন করা হইয়াছে তাহা খুবই সমীচীন ও সুসঙ্গত হইয়াছে। আমরা আশা করি লক্ষ লক্ষ বিরাট জনসমুদ্রের জমায়েতে প্রমাণ হইবে যে এই নূতন শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের সর্বশ্রেণীর নরনারীর আন্তরিক সমর্থন রহিয়াছে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই শাসনতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বহুগুণ বাড়িয়াছে। উৎসব আনন্দের কোলাহল ও সমারোহের মধ্যে আমরা ইহাও যেন স্মরণ রাখি যে স্বাধীন ভারতের এবং গণতন্ত্র অন্তরাষ্ট্রে নরনারীর রাজনৈতিক দায়িত্ব অত্যধিক বাড়িল। গণতন্ত্রের সফলতার জন্য জাতীয় যে শিক্ষা, সংযম ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি চরিত্র-গুণ দরকার তাহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতের বহু ত্যাগী ও কর্মীর কঠোর সাধনার ফলে বহু প্রাণের ও বহু ত্যাগের ফলে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহা যেন আমাদের চরিত্র দোষে কলঙ্কিত না হয়। আনন্দ উৎসব, শোভাযাত্রা, সঙ্গীত প্রবাহ ও তুর্য ভেরীনাদের মধ্যে স্বাধীন ভারতের নরনারী যেন এই প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করে যে ভারতকে জগৎসভায় স্থান করিয়া দিয়া শান্তিতে উচ্চ আসন দান করিবার দায়িত্ব আমরা প্রতি ভারতবাসীই গ্রহণ করিব এবং প্রয়োজন হইলে সর্বপ্রকার ত্যাগ করিতেও কৃত-সংকল্প হইব। যদি কোন কারণে এই দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয় বা এই মহাদেশের অগ্রগতির পথে কোন বাধা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভারতবাসী চরম ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞা লইয়াই আমরা ২৬শে জানুয়ারীকে সম্বর্ধনা জানাইব।

"বন্দেমাতরম্"।

প্রথম প্রজাতান্ত্রিক বাজেট

আগামীকল্য নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্বোধনে ভারতীয় সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস। আগামী মাসের পরে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম বাজেট কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে উত্থাপিত হইবে। বাজেট রচনার কাজ এতদপূর্বে জানুয়ারী মাস হইতে শুরু করিয়া তথ্য, নীতি ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বাজেট প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাজেট রচনার কাজ নিঃশব্দেই চলে। ইহার মধ্য দিয়াই জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা ও দুর্ভাবনা, উন্নতি-অবনতি ও সাফল্য-অসাফল্যের সূচিত হয়। ইহাকে এক কথায় জাতীয় অর্থনীতির নিখুঁত চিত্র বা প্রতিফলন বলিয়া আখ্যাত করা যায়। এক্ষেত্রে অর্থাৎ ও নৈতিক ভ্রান্তি সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে এক চরম দুর্বিপাকের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে।

এজন্য বাজেট রচনার পূর্ববর্তী সময়ে দেশের সকলপক্ষই কিঞ্চিৎ অধিক উৎসুক ও অধীর প্রতীক্ষায় ইহার সম্ভাব্য রূপ সম্পর্কে নানা আলাপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম বাজেট হিসাবে ইহার গুরুত্ব সমধিক।

অবশ্য এই আলাপ-আলোচনার ভিত্তিভূমিতে বিগত বৎসরের সাফল্য ও পরাজয়ের ক্রীড়া চলে। সেদিক হইতে বিচার করিলে আমরা গত বৎসরে যাহা পূর্বাহ্নে আলোচনা করিয়াছিলাম বৎসরান্তে তাহাই বর্তমানে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা হইতেছে "ডাঃ মাথাই জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী উভয়কেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাজেটের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহাই পরিস্ফুট যে ব্যবসায়ীরা তেমন সন্তুষ্ট হয় নাই, জনসাধারণ তো ক্ষুব্ধই হইয়াছে।"

গত ১২ই ডিসেম্বর এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রসঙ্গে ডাঃ মাথাই মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধোত্তর কালীন উন্নতিতে 'অবশেষে আর্থিক সঙ্কটত্রাণের' চিত্র সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই বাস্তব অবস্থা কিনা বিচার সাপেক্ষ। দেশের প্রত্যেক অংশে যে 'আর্থিক সংকট'এর কথা প্রতিদিন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহা বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা বরং তাহা এখনও প্রতিনিয়ত আরও ব্যাপক ও গভীরতর হইয়াছে। ব্যবসায়ী ও ধনীদের কোনক্রমেই সন্তুষ্ট বা বিরূপ না করার নীতি লইয়া, এমন কি বহু-ঘোষিত জাতীয়করণ নীতি পরিত্যাগ করিয়াও জাতির আর্থিক জীবন গঠনে বা পুনর্গঠনে ইহাদের কোনরূপ সহায়তা ও সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই; একের পর এক সুবিধাদান সত্ত্বেও ইহাদের জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে টানিয়া আনা সম্ভবপর হয় নাই। ঐ দিকে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়াছে, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের কোন প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ ঘটে নাই বরং মূল্যসূচকের কৃত্রিম হ্রাস দর্শাইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছে, শিল্পক্ষেত্র ও ছাঁটাইয়ের দরুণ বেকার-সংখ্যা বিপুলভাবে বর্ধিত হইয়াছে, নানান পরিকল্পনা হয় শুরুতে না হয় মধ্যপথে অর্থের অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে বা স্থগিত রহিয়াছে, শিল্পের কাঁচা মালের সংকট পূর্ব পর্যায়ে বহাল রহিয়াছে এবং জনসাধারণের অসন্তোষ আরও তীব্রতর হইয়াছে।

ইহাকেই যদি সঙ্কটকালের প্রারম্ভিক সূচনা বলিয়া অভিহিত করা হয় তবে সঙ্কট আর কাহাকে বলে জানি না। তবে গত বৎসরের সকল প্রয়াসই অবিমিশ্র বিফলতায় ও চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রেই কোন উন্নতি বা আশার আলোকপাত ঘটে নাই আমরা বলিতে চাহি না। বৎসরের প্রথম নয় মাসে পরিব্যাপ্ত প্রতিকূল গতি শেষের তিন মাসে অনেকটা অনুকূল গতিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে এবং বহুক্ষেত্রেই উন্নতির শুভ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাদের বৈদেশিক বিনিময় বাজেটের অবস্থা সন্তোষজনক বলিতে হইবে। ইতিপূর্বে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অর্থসচিব সম্মেলনের ফলে যে ডলার ও স্টার্লিং আমাদের পাওনা বাবত বকেয়া ছিল তাহা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে, ফলে আমাদের স্টার্লিং বকেয়া জুলাই মাসের ৪২০ কোটি টাকার স্থলে ডিসেম্বর মাসে ৪২৬ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। আমদানির ক্ষেত্রে হ্রাসই এই কয়েক মাসের সর্বপ্রধান ঘটনা। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বহির্দেশীয় স্টার্লিং জমা ২৫৫.৮৪ কোটি টাকা হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৪৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০ সালে ১৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের উক্ত মজুত ৪২.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই মজুত বৃদ্ধির মূলে সম্ভবতঃ মুদ্রা অবমূল্যায়নের সুফলই বর্তাইয়াছে। বাজারের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিবার ফলে এবং দুর্লভ মুদ্রাঞ্চলে বিশেষ করিয়া চা ও বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘকাল পরে বাণিজ্যিক লেন-দেনে আনুকূল্য সম্পাদিত হইয়াছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ৮১ কোটি ও ১৪.৯২ কোটি টাকার বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়। ইহা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, কেননা আমাদের প্রতিকূল বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ বাৎসরিক ২৫০ কোটি টাকার কম ছিল না।

লণ্ডনের সরকারী ঋণপত্রের যেখানে দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে, সেক্ষেত্রে ভারতীয় ঋণপত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রে দৃষ্ট হয়, গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৭.৫৬ কোটি টাকার সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণপত্রের চাহিদা এত প্রচুর যে সরকার এই সপ্তাহে ২।০ সুদের (১৯৬৫) ১৫ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন।

শিল্প বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের দরেও উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের দরের অনুপাতে বর্তমানে ২০-২৫ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

রাজস্বের দিক হইতেও আশাপ্রদ আদায় হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের অনুমিত ৩২৩ কোটি টাকার আদায় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম ৮ মাসের আদায়ী হিসাব বিশ্লেষণে সংশোধনের এই কয়মাসে শুল্কখাতে ৮৮ কোটি টাকা; কেন্দ্রীয় আবগারী খাতে ২৫ কোটি টাকার স্থলে ৪৮ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। আয়কর খাতে বাকী রাজস্ব অপেক্ষাও বেশী আদায় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। রেলওয়ে হইতে আশানুরূপ প্রাপ্তি ঘটিবে।

ব্যয়ের খাতে এখনও চূড়ান্ত কিছু নির্দিষ্ট করা কঠিন। বর্তমানে চতুর্দিকে ছাঁটাই, ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা এবং কাশ্মীর ও পুনর্বাসন খাতে ব্যয়ে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে।

বিগত বৎসরের উপরোক্ত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ও নববর্ষের সম্ভাব্য অগ্রগতির ভিত্তিতেই নূতন বাজেট রচিত হইবে। অমীমাংসিত সমস্যাসমূহের জের টানিয়া ও আগামী বর্ষের সম্ভাব্য হিসাব করিয়া দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজাইয়া নীতি ও কার্যক্রম রচনা করিতে হইবে যাহাতে ১৯৫০-৫১ সাল সত্যই নূতন ও ভারতের গৌরবোজ্জ্বল নববর্ষের অধিকারী হয়।

স্বাধীনতা লাভের আড়াই বৎসর পর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অর্থসচিব ডাঃ মাথাইয়ের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইল, তিনি উপযুক্তভাবে ও যোগ্যতার সহিত তাহা প্রতিপালন করিবেন, ইহাই দেশবাসীর আশা। তবে ডাঃ জন মাথাইয়ের আগামী বাজেট সম্পর্কে যে সব সংবাদ প্রচার লাভ করিয়াছে তাহাতে উহা 'ব্যবসায়ীদের বিরাগ অর্জনের' দিকেই অধিকতর বিস্তৃত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সেইদিক হইতে সহকারী প্রধান মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত বোম্বাই, নয়াদিল্লী ও কলিকাতার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীপ্রধানদের আলাপ আলোচনাকে প্রাথমিক কার্য্যারম্ভ বলিয়া অভিহিত করা যায়। জাতীয় অর্থনীতির উদ্ধারকল্পে মূলধন গঠনের অনিবার্য্যতা কেহই অস্বীকার করিবে না। তথাপি জনস্বার্থকে ও দেশের সামগ্রিক কল্যাণকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় অর্থনীতিকে ইহাদের হস্তে বন্ধক রাখা দেশহিতৈষী মাত্রই সমর্থন করিবে না। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা সরকারের অসহায়তা লক্ষ্য করিয়া বিপুল আকারে করভার হ্রাসের চাপ দিতেছে এবং এই আশা করিতেছে যে আগামী বাজেটে তাহাদের স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধনে ব্যাপৃত হইবে। অন্যথা তাহারা অসহযোগিতামূলক কর্ম্মপন্থা চালাইয়া যাইবে।

আমাদের বক্তব্য হইতেছে আগামী বাজেটে যদি কোন শ্রেণীকে কোন সাহায্য করিতেই হয়, তবে তাহা দুর্দ্দশাগ্রস্ত মধ্য শ্রেণীরই প্রাপ্য। এই মধ্যশ্রেণীর সঞ্চয়পুঞ্জ তাই মূলধন গঠনের প্রধান উৎস না হইলেও অন্যতম ধারা। ইহাদের জীবনমান উন্নয়নের ও জীবিকার পথ প্রশস্ত হইলেই সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর কল্যাণপ্রদ উন্নতি বিধান হইবে।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

উইলস্ সিজার্স্ সিগারেটের
ধূমপান করুন।
চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।
।/০ আনায় ১০টি
ভালোর কদর বিশ্বব্যাপী।
W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON.

[illegible] [illegible] [illegible] করিবেন নিশ্চয়।

[illegible] [illegible] শিল্প ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, [illegible] [illegible] [illegible] ও দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

খনিজ সম্পদ ও শিল্পোন্নয়ন

দেশের আর্থিক উন্নতি ব্যাপারে অন্ত খনিজ সম্পদের [illegible] অপরিহার্য। ভারতের ভূতত্ত্ব বিভাগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুটি [illegible] [illegible] "ইণ্ডিয়ান মিনারেলস্" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন খনিজ সম্পদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে; কেবল তাহাই নহে, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন নির্ভর করে ভূ-তাত্ত্বিকদের [illegible] ও [illegible] উপর। সুতরাং ভূতত্ত্ব বিভাগ [illegible] দেশের শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে বিশেষ ভাবে [illegible], [illegible] [illegible] হইবার জন্য উক্ত বিভাগের [illegible] বাড়ানো হইয়াছে। আমরা [illegible] [illegible] সহিত সম্পূর্ণ একমত, আমরা জানি, দেশের খনিজ যদি উৎপাদিত না হয়, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। বিদেশীয় [illegible] ও [illegible] এই ভাবে দেশের সম্পদের অপচয় [illegible] [illegible] যায়।

উক্ত প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, ভারতের খনিজ দ্রব্যের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য [illegible] কোটি টাকা এবং খনিজ দ্রব্য হইতে জাত [illegible] দ্রব্যের মূল্য [illegible] কোটি টাকা। এই অঙ্ক দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায় যে, খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারত [illegible] দেশের তুলনায় [illegible]। আমাদের মনে হয় যদি আরও উদ্যোগ, উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত খনিজ সম্পদ উদ্ধারের কাজ দেশের [illegible] নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে খনিজ সম্পদ বৃদ্ধির সহিত দেশের [illegible] বৃদ্ধি পাইবে। দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে [illegible] [illegible] সমাধানের আশা করা যায়। [illegible] [illegible] যদি দৃষ্টি দেন, তাহা হইলে তাহার ফল [illegible] হইয়া যায় না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SCOB
STEEL
☆

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস্—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

অর্থলোক

চিরবিবদমান দুই ডমিনিয়ন

[illegible] যে ইউনাইটেড কিংডম ও [illegible] ইন্ডিয়ার [illegible] পাটের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিস্তৃত হিসাব-নিকাশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া [illegible] কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

পাটের পরিমাণ

দেশ	১৯৪৯	১৯৪৮
ইউ-কে	[illegible] কোটি	[illegible] কোটি
ইউনাইটেড ষ্টেটস অব আমেরিকা	[illegible] লক্ষ	[illegible] লক্ষ
[illegible] ইন্ডিয়া	[illegible] "	[illegible] লক্ষ
[illegible]	[illegible] "	[illegible] লক্ষ
[illegible]	[illegible] কোটি	[illegible] লক্ষ

[illegible] এইটি [illegible] ইন্ডিয়া [illegible]

[illegible] পূর্ববর্তী [illegible] কোটি টাকার [illegible] ভারতের [illegible] কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া [illegible] নাই। তবে অনেকের মতে ইহাই [illegible] মুদ্রানীতি [illegible] কোটি টাকা [illegible] তুলনায় [illegible] অনেকে [illegible] অন্বীকারমূলক [illegible] এই [illegible] করিয়াছেন।

কিন্তু এই বিষয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই [illegible] করিয়া [illegible] এবং [illegible] পরিবর্তন করিবেন বলিয়া [illegible] পাওয়া যাইতেছে না। [illegible] মুদ্রানীতি [illegible] হইতে [illegible] যাইবে।

[illegible] টাকার [illegible] পাকিস্তানের [illegible] তুলনায় [illegible] আশঙ্কা [illegible] দেখা [illegible] কিছু [illegible] কিছু হয় নাই।

গত ১৩ই [illegible] যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে [illegible] ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে [illegible] মোটের পরিমাণ ও [illegible] পরিমাণ [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] টাকা হইয়াছে এবং [illegible] মোটের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। ফলে [illegible] হিসাবে [illegible] মোটের পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] কোটি টাকার [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকার স্থলে [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে।

[illegible] আলোচ্য সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] কোটি টাকা ও [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] আলোচ্য সপ্তাহে [illegible] টাকার [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছিল। [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। [illegible] পরিমাণ [illegible] কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে। গত ১৩ই জানুয়ারী যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে [illegible] টাকার [illegible] রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে।

দুই

[illegible] ও [illegible] যে [illegible] হইতে [illegible] পাকিস্তান [illegible] এবং [illegible] টাকার [illegible] ভারতের [illegible] কিন্তু [illegible] হইতেছে যে [illegible] করা যায় যে [illegible] হইবেন [illegible] এবং [illegible] বিঘ্নিত হইবে।

* *

[illegible] পাটের [illegible] (ইন্ডিয়ান, [illegible], [illegible] ইউনাইটেড কিংডম এবং [illegible] হইতে) ১৯৪৯ সালের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা

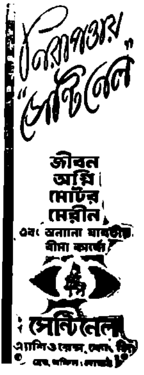
নিরাপত্তায় "সেন্টিনেল"
জীবন
অগ্নি
মোটর
মেরীন
এবং অন্যান্য যাবতীয়
বীমা কার্য্য
সেন্টিনেল
এ্যাসিওরেন্স কোং লিঃ
হেড অফিস: [illegible]
সমগ্র ইন্ডিয়ার ডিভিশনাল অফিস
১২৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রগতির পথে

ভারতের সীমান্তের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে ইস্পাত

তিস্তা নদীর উপর নূতন রেলওয়ে পুল

আসাম ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে রেলগাড়ী চালানোর জন্য ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে ১৪২ মাইল লম্বা একটি নতুন মিটার গেজ লাইন খোলা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

নূতন লাইনটি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য এরূপ অনেক অস্থায়ী পুল তৈরী করা হয়েছিল।

প্রথম রেলগাড়ীটি আসছে।

এই সাফল্যের মূলে রয়েছে ৭০০০ টন ভারতীয় ইস্পাত। এ ছাড়াও রেললাইন ও অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত ইস্পাত তো আছেই।

টাটা ইস্পাত

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড, হেড সেল্স অফিস: ১০বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

ভারত সরকারের খাদ্যনীতি

গত বৎসর বিদেশ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান বৎসরে এই আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া ২০ লক্ষ টনে স্থির করিবার সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। [illegible] এই পরিকল্পনার [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত [illegible] হ্রাস করিবে।

এই [illegible]

[illegible] সরকারের [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] বলিয়া [illegible] কিন্তু [illegible] হইয়াছে যে, [illegible] কেন্দ্রীয় [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] কোটি টাকা [illegible] এই চুক্তি [illegible] হইতে আমদানী করা হইবে [illegible] লক্ষ টন [illegible]।

কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] লক্ষ টন [illegible] হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। [illegible] চুক্তি সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। [illegible] হইতে প্রায় এক লক্ষ টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে [illegible] উক্তি [illegible] বলিয়া জানা যায়। [illegible] এ বৎসর অধিক পরিমাণ [illegible] করিতে বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার [illegible] করিয়াছেন।

এ বৎসর [illegible] হইতে [illegible] লক্ষ টন [illegible] বলিয়া আশা করা যাইতেছে। [illegible] ৩১ লক্ষ।

বণিকদিগের উদ্বৃত্ত

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের বণিকদিগের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ মাসে মোট [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকার পণ্য [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকার পণ্য [illegible]। অতএব এই মাসে বণিকদিগের মোট [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

নভেম্বর মাসে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা। অতএব ডিসেম্বর মাসে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ১৯৫৩ সালে নভেম্বর মাসের পূর্বে পর্যন্ত বণিকদিগের ঘাটতি ছিল। গত মে মাসে ঘাটতির পরিমাণ ৩৩ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা পর্যন্ত উঠে।

অতএব, এই [illegible] নভেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে বহুগুণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নভেম্বর মাসে বস্ত্র রপ্তানির মোট পরিমাণ ছিল প্রায় [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ গজ। ডিসেম্বর মাসে বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ গজ। পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ নভেম্বর মাসে ছিল [illegible],০০০ টন, ডিসেম্বর মাসে উহা [illegible],০০০ টনে দাঁড়ায়।

ভারতের বণিকদিগের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোটের উপর ১১৯ কোটি [illegible] লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতার বাণিজ্য তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৩ সালে ডিসেম্বর মাসে সরকারী ও বেসরকারী খাতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল:—

বেসরকারী খাতে রপ্তানি—[illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা, সরকারী খাতে রপ্তানি—[illegible] লক্ষ টাকা এবং আমদানী—[illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা। মোট বাণিজ্য [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা।

পুনঃ রপ্তানি—[illegible] লক্ষ টাকা এবং আমদানী—[illegible] লক্ষ টাকা।

মোট বণিকদিগের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ টাকা বেশী দাঁড়ায়।

ভারতীয় পাটের দাম নির্ধারণ

ভারত সরকারের [illegible] সচিব ডাঃ [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমানে [illegible] পরিবর্তে [illegible] হইবে এবং এই [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] হইবে।

ডাঃ মুন্সি [illegible] ভারতীয় দাম নির্ধারণ প্রতিষ্ঠান [illegible] এই [illegible] করিয়াছে। ডাঃ মুন্সি আরও বলেন যে, [illegible] ভারতীয় [illegible] ভারতীয় দাম অনুযায়ী [illegible] 'আলফাস' [illegible] বিবেচনা করিবেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে সরকার [illegible] 'আই এস আই' [illegible] সম্পর্কে আইন [illegible] পর্যালোচনা করিতেছেন। [illegible] আই-এস-আই [illegible] পারিবেন এবং ক্রেতারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারিবেন যে, [illegible] ভারতীয় মালের [illegible] করিতেছে।

ডাঃ মুন্সি বলেন যে, পাট এবং [illegible] পর্যায়ে [illegible] উপার্জন করিয়া থাকে এবং ঐ বাবদে ভারতের প্রায় [illegible] কোটি টাকার আয় হয়।

অধিবেশনে সভাপতি [illegible] ঘোষণা করেন যে, বিদেশে ক্রেতাদের উপযোগী মালের [illegible] নির্ধারণ [illegible] আইনকানুন [illegible] দাবী করিবেন। তিনি বলেন যে এই বিষয়ে ভারতীয় পাটকল সমিতি ও ভারত সরকার [illegible] পূর্বে আলোচনা হওয়ায়, সর্ব-

দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন।

বর্তমান বৎসর পূর্বের তুলনায় বিদেশের বাজারে সম্ভবতঃ ২০ হাজার গাঁট সরবরাহ করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি, পাটের অনটন, বিকল্প দ্রব্যের ও [illegible] জন্য [illegible] যাবৎ উহার রপ্তানির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইয়াছে। কোনও পুনরায় রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে উহার উৎপাদন বাড়ান আবশ্যক।

পাট একটি উৎকৃষ্ট ডলার আহরণকারী পণ্য-সামগ্রী। গত ১৯৪৮-৪৯ সনে ভারত হইতে বিদেশে ৯ কোটি টাকার পাট রপ্তানী হয়; একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই প্রেরিত হয় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার পাট।

পাট সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির টেকনোলজিক্যাল গবেষণাগারে পাট সম্বন্ধে যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার ফলাফল কৌতূহলোদ্দীপক। ঐ কমিটির ১৯৪৮-৪৯ সালের রিপোর্টে 'পাট সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রচেষ্টার পর্য্যালোচনা' শীর্ষক পুস্তিকায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

রিপোর্টে যেমন বিষয় অগ্রগণ্য, তেমন বিশদ গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সম্বন্ধে আলোচনা এবং ভবিষ্যতে কর্মপন্থা উল্লেখ। গবেষণাগারে যেসব কাজ হইয়াছে, তাহার পটভূমিকা মূলতঃ কৃষি বিষয়ক। পাটচাষীদের সহায়তা করিয়া উন্নত পাটের উৎপাদন করাই উহার উদ্দেশ্য। গবেষণাগারে নতুন ও পাটের বীজের বহুলোপযোগিতা পরীক্ষার কাজেই অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। বীজের বিশুদ্ধতা ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও বহুলোপযোগী সম্পর্কের মধ্যে যে তথ্য আছে, তাহার উপরও জোর দেওয়া হইয়াছে।

পাটের বিকল্প হিসাবে অন্যান্য আঁশ দ্রব্যাদির উপযোগিতা, পাটের সহিত অন্য আঁশ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহারের সম্ভাবনা, নূতন নূতন দ্রব্য ও ব্যাপকভাবে পাটের ব্যবহার, কাগজ প্রস্তুত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যে পাট ও ছাঁটাই পাট ব্যবহার সম্পর্কে পুস্তিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

চটকলের কার্যপদ্ধতি নিয়োক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে যে কাজ হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। যথা:—পাটের আঁশ হইতে প্রথম সূতা কতটা শক্ত হয় তাহার পরীক্ষণ, দড়ি কতটা সরু ও মোটা হয় এবং তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়, পাট বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন দেশ হইতে প্রাপ্ত পাটের শুষ্ক পরীক্ষা, পাটের শ্রেণী বিভাগ, পাটের বিভিন্ন [illegible] ধরনের ব্যবহার নির্দেশ। কিন্তু একাধিক দিন না রাখিলে গবেষণাগার না থাকিলে গবেষণার জন্য কাজে লাগান যাইবে না।'

বীমা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নূতন অর্ডিন্যান্স জারী

এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ বীমাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইয়া প্রতিষ্ঠানের অর্থ বীমাকারীদের অহিতকর কার্যাবলীতে নিয়োগের যে প্রবণতা দেখাইতেছে, তাহা নিবারণ করিয়া ভারত সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। বীমা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নূতন আইন পাশ হইতে যে বিলম্ব ঘটিতেছে, কোন কোন মহলবিশেষ দুর্নীতি পরায়ণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে এবং পরে যাহাতে তাহাদের স্বার্থের জন্য কোন অসুবিধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই অর্ডিন্যান্সটি পাশ করা হইয়াছে।

এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অধিকৃত কোন বীমা কোম্পানীর শেয়ারের পরিমাণ শতকরা পাঁচ ভাগ এবং কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অধিকৃত শেয়ারের অনুপাত শতকরা আড়াই ভাগে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, বীমা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডারদের ভোটের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন ব্যক্তির অথবা অর্থ নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুসন্ধানকারী নিয়োগের ক্ষমতা গৃহীত হইয়াছে এবং যে সব ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান বীমাকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হইবে, সেইসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিয়োগের অধিকারও গৃহীত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৮ সালের বীমা আইন সংশোধন করিয়া পার্লামেন্টে যে নূতন বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। পার্লামেন্টের বিগত অধিবেশনে এই সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল; কিন্তু কাজের চাপের জন্য রিপোর্ট দাখিলের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত করা হইয়াছে।

ফৌজদারী আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স

রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ক্ষমতাবলে ১৯৫০ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স নামে একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই আদেশবলে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী আইন বিধিতে পুনঃসংশোধন করা হইয়াছে। অবিলম্বেই এই নূতন আদেশটি কার্যকরী হইবে। উক্ত ১৯৪৯ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্সে ১৮৯৮ সালের ২৪টি আদেশের পূর্বে যে সব সম্পর্কে ব্যবস্থা করার আদেশ পাস হয়, সেইসব সম্পর্কে কর্মচারীদের ব্যবহার জন্য এই নূতন অর্ডিন্যান্সটি পাশ হয়।

[illegible] ও পাটের বীজ পরিকল্পনা

"[illegible] ও পাটের আবাদের জন্য দুইটি আলাদা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন; কারণ উক্ত দুইটি বীজ সময়মত না হইলে সকল কিছু অচল হইবে [illegible] যাইবে।" প্রাদেশিক অর্থ-সচিবদের পরামর্শদাতা সমিতির চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অভিভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

৯ই তারিখে উক্ত অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের ও বিহারের অর্থ সচিব যথাক্রমে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন ও শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিং উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত ও শিল্প বিভাগের সচিব ও সহকারী সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সমস্ত অর্থ দপ্তরের একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিগণ অর্থসচিবদের নিকট অভিযোগ করেন যে অর্থ বরাদ্দ আছে তাহা দ্বারা যথাযথ [illegible] ও পাটের বীজের কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরও অর্থ মঞ্জুরের আবেদন জানান হইয়াছে। কর্মচারীগণ এই অভিযোগ খণ্ডন করেন যে, তাহা হইল অর্থাভাবে উৎপাদন বাড়ে নাই তখন কর্মচারীদের জন্য এক কোটি টাকা বাদে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট অপেক্ষা বীজ বিভাগের কাজে অগ্রসর হওয়া মুশকিল। সেইটি যে কোনরূপ ধীরে কাজ আরম্ভ হইবে তাহার জন্য পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতির অভাবে আগামী বৎসরে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরামর্শদাতা ও পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব আলোচনার পর গৃহীত হয়:

উড়িষ্যার ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা

উড়িষ্যা সরকার যে ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষি দপ্তর হইতে উড়িষ্যা সরকারকে ৮০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। এই অর্থ আনুমানিক পরিকল্পনাগুলির মোট ব্যয়ের ৮১ ভাগের বেশী। [illegible] উন্নত পরিবহন, সার সরবরাহ, সার তৈরি প্রভৃতি ব্যবস্থা, কৃষি খামার স্থাপন, বীজ ও সার ভাণ্ডারের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত এবং কৃষি উন্নতিকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

ভারত-জাপান বাণিজ্য পরিকল্পনা

সম্প্রতি [illegible] জাপানের সহিত [illegible] গভর্ণমেন্ট ও ভারতের মধ্যে যে বাণিজ্য [illegible] [illegible] হইয়াছে তাহাতে ইংলিশ [illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইবে।

ভারত হইতে জাপানে [illegible] রপ্তানি হইবে তাহা: কার্পাস ৮০ লক্ষ, [illegible] ৩ লক্ষ, পাট ২০ লক্ষ ১৮ হাজার, [illegible] ৩ লক্ষ ৮০ হাজার, লৌহপিণ্ড ৫০ লক্ষ, ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড ২ লক্ষ ৩০ হাজার, ইলমেনাইট ২ লক্ষ, চামড়া ৪ লক্ষ ২০ হাজার, [illegible] টাকা ১০ লক্ষ, [illegible] ২ হাজার, তিসি বা তিসির তৈল ৪ লক্ষ ৬০ হাজার, রেড়ী বীজ ২ লক্ষ ৫০ হাজার, অন্যান্য বীজ বা তাহার তৈল ২ লক্ষ ৬০ হাজার, তৈল বা তৈলবীজ উৎপাদন ৪৫ লক্ষ, লবণ ১০ লক্ষ, নারিকেল ছোবড়া ১ লক্ষ ৮০ হাজার, অভ্রের পাত ১ লক্ষ, অভ্র ২ লক্ষ, গালা ১ লক্ষ ৫০ হাজার, [illegible] ৪ লক্ষ, [illegible] ৫ লক্ষ ৩০ হাজার, [illegible] ৭৫ হাজার, [illegible] ৫ হাজার, তামাক ২০ লক্ষ টাকার।

জাপান হইতে ভারতে আমদানী হইবে সীসা রেশম ২ লক্ষ, প্লাস্টিক দ্রব্য ৫ লক্ষ ৫০ হাজার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ৯০ লক্ষ, কাচ ১ লক্ষ, লোহার মাল ১০ লক্ষ, [illegible] ৫০ লক্ষ, [illegible] দ্রব্য ৯ লক্ষ টাকার।

উহা ছাড়া কেবলমাত্র সরকারী অধিকারে আমদানী করা চলিবে।

গত বৎসর [illegible] (১৯৪৯) [illegible] [illegible] [illegible] ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য [illegible] [illegible] হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাপান হইতে যন্ত্রপাতি ও [illegible] (কেবল [illegible]), [illegible], সিমেন্ট, কাগজ, [illegible] ও অন্যান্য আমদানী হইয়াছে।

ভারত সরকারের স্বর্ণ নীতি

[illegible] [illegible] [illegible] স্বর্ণ সম্বলিত [illegible] কমিটি এক সভায় স্বর্ণ সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করিয়া [illegible] ও সরকারকে [illegible] জানাইয়াছে যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সালের [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] স্বর্ণ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বর্ণ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] কোটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

ভারতের স্বর্ণ সরবরাহ ও বর্তমান, স্বর্ণ আমদানী, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ে বাণিজ্যিক প্রকৃতি আমদানী এবং ইহার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতি সম্বন্ধে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

কমিটির অভিমত এই যে, বর্তমান স্বর্ণ সমস্যার [illegible] সমাধান হইবে [illegible] স্বর্ণের [illegible] এবং আমদানী বন্ধ হইবে। স্বর্ণ সম্পর্কে সর্বপ্রকার নীতি এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে এই প্রকার সমস্যা দেখা দেয় না।

স্বর্ণ সমস্যার [illegible] সমাধান করিতে হইলে দেশে অতিরিক্ত প্রায় ১০১৫ লক্ষ তোলা স্বর্ণ [illegible] হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে, শিল্পক্ষেত্রে চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বর্ণ যাহাতে সংগৃহীত হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্বপ্রথমেই প্রস্তাব করিয়াছেন। কেবলমাত্র সরকারের মাধ্যমেই ১০ লক্ষ তোলা স্বর্ণ আমদানী করা হইবে এবং আবার যদি প্রয়োজন হয় তবে বৈদেশিক মুদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করা হইবে।

স্বর্ণের ব্যবসা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড গঠন করিবার জন্য অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] স্বর্ণ বিক্রয় করিতে, স্বর্ণ বর্জন করিতে, বিদেশী উৎপাদন বাণিজ্য বন্ধ করিতে, [illegible] ও [illegible] হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রয় করিতে, বিভিন্ন দেশের স্বর্ণ ও রৌপ্য বর্জন করিতে, স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করিতে ও [illegible] জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য এই বোর্ডের হাতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কমিশনগুলির এই প্রস্তাবের প্রধান বিরোধিতা [illegible] সর্বপ্রথম একটি বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক আছেন।

[illegible] [illegible] কেন্দ্রীয় হইতে বাধা যে [illegible] স্বর্ণ চালু করিতে তদনুযায়ী শিল্প ও সরকার নীতি পরিবর্তনে [illegible] বলিয়া জানা গিয়াছে যে, [illegible] স্বর্ণের নির্ধারিত মূল্যই গৃহীত হইবে, [illegible] [illegible] হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইলে তাহা [illegible] [illegible] স্বীকার করা হইবে না।

শিল্প ও সরকার সচিব এই বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, [illegible] ও [illegible] উৎপাদনকারী [illegible] রাখিবার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং [illegible] ব্যাপকভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা [illegible] করিতে দেওয়া হইবে না। শিল্পগুলি চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় স্বর্ণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

নিয়মাবলী

● "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

● মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

● ভারতে ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।

● ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
প্রকাশের জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
লিমিটেড, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

পণ্যদ্রব্যের বাজার

আমদানি হ্রাসের সংকল্প

চলতি বৎসরে খাদ্যশস্য আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস ও আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও ব্যাপকতর করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মজুত হইতেছে ২৭ কোটি এবং আমদানির অঙ্গীকৃত খাদ্যের পরিমাণ হইতেছে প্রায় ৭০ লক্ষ টন, তন্মধ্যে [illegible] হইতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরকারের হাতে আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। কেননা এবার খরিফ শস্যের উৎপাদন আশাপ্রদ হইয়াছে এবং অনুমান করা যায় গত বৎসর অপেক্ষা ১ লক্ষ টন অধিক হইবে।

সাম্প্রতিক সম্মেলনে স্থির হইয়াছে, রাজ্য ও অঞ্চলগুলি তাহাদের প্রয়োজন মত সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে এবং চলতি বৎসরে আমদানী পরিমাণ পূর্বের ৮০ লক্ষ টনের স্থলে ১০ লক্ষ টন কম হইবে। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এবং বাকিটা এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য অঞ্চলগুলি হইতে সংগৃহীত হইবে। সম্প্রতি দেশে সংগ্রহ কার্য যেরূপ সফলতার সহিত অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয় সংগ্রহ প্রচেষ্টা ব্যাপকতর করিয়া সুফল পাওয়া যাইবে।

রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করিতে হইলে আভ্যন্তরীণ ও রাজ্য সরকারের [illegible] বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা সংশোধন ও উন্নত হইতে হইবে এবং দাম [illegible] করাইতে হইবে। তবে ইহা সত্য যে ১৯৫৮ সালের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব হইবে না। যাহা পরিস্থিতি উদ্ভূত হইয়াছে তাহা কতদূর কার্যকরী হইবে তাহা এখনও বলা দুষ্কর। কারণ প্রথম উৎপাদক অঞ্চলগুলি বর্তমান অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে অনিচ্ছুক আভ্যন্তরীণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। তথাপি ব্যবসায়ীগণ একেবারে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় হন নাই। অস্ট্রেলিয়া মূল্য হ্রাস করিতে রাজী হইয়াছে। তবে তাহাতে পরিমাণ কি হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে খাদ্যশস্যের দাম অপরিবর্তিতই আছে। কেবল [illegible] বাজারের ধৌলা বাজার কেবল এবার [illegible] ও দুর্বল প্রবণতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য বাজারে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। এবং সরকার বাজারে চাহিদার তীব্র শক্তিই বিভিন্ন রকমভাবে থাকে। কিন্তু অধিক সংখ্যা আর যে অঞ্চলের অতিরিক্ত দুর্ভিক্ষের দরুন দাম চড়িতে থাকে।

অন্য দিকে আমদানী এক লক্ষ টনের মধ্যে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নব চুক্তি সম্পাদিত হইবে। যে ৫ লক্ষ টন গমের আমদানী সম্পর্কে এই চুক্তি করা হইতেছে তন্মধ্যে ১০ শতাংশের বেশী গম ক্রয় করিতে ভারত সরকারের অভিপ্রায় নাই। বর্তমান শিপিং-বিভাগ অনুযায়ী আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই চুক্তিবদ্ধ পরিমাণ গম অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে এবং ভারতে ইহার দাম মণ প্রতি প্রায় ১৬৲ টাকা হইবে।

• • • •

চিনি

চিনির বাজারে বিভিন্ন কেন্দ্রে দর একরূপ অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। কেবল চিনির দর ৩২৸০ র কমবেশী ছিল এবং কোলাবাজারে দর ৪০৲ টাকার মত উঁচুতে ছিল। বম্বেতেও দর ছিল ৩৫৲ টাকা হইতে ৩৭৲ টাকার মধ্যে। গত সপ্তাহের বিবরণী পেশ না হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের চিনি-সংক্রান্ত নীতি ঘোষণার বিলম্ব ঘটিতেছে। চিনির নিয়ন্ত্রণ নীতি চালু হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য সুদূরপরাহত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। চলতি মরসুমের ৮০ শতাংশ চিনি ইতিমধ্যেই বাজারে ছাড়া হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কানপুরে, রাজস্থান ও বাংলা দেশে মজুত সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনও বহু উৎপাদকের আশা সরবরাহ-ঘাটতি বাড়িতেছে এবং বড় ও মধ্যশ্রেণীর [illegible] বাজারে দাম আলোচ্য সপ্তাহে আরও চড়িয়া গিয়াছে।

অন্য দিকে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সরকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা চিনি আমদানির আলোচনা চলিতেছে। কি পরিমাণ চিনি ক্রয় করিতে পারা যাইবে তাহা জানা না গেলেও আপাততঃ ১ লক্ষ টন চিনি আমদানী করিতে পারিলে যেমন চিনির অভাব অনেকটা মিটান যাইত তেমনি আভ্যন্তরীণ দরও সহনীয় স্তরে নিবদ্ধ হইত। সরকার পক্ষ হইতে এ বৎসর আমদানি সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় যে 'অধিক চিনি উৎপন্ন কর' আন্দোলন সাফল্য সম্পর্কে সরকার সন্দিহান। ইহা সত্য যে চিনির ১০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা নাই। সরকার হইতে বিবেচনা করিলে চিনির আমদানি অবশ্যই দরকারী। তাহারা আমদানি কৃত চিনি তুলনায় মণ প্রতি ২০৲ টাকা সস্তা হইবে বলিয়া আভ্যন্তরীণ চড়া দর নিয়ন্ত্রণেই ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে গুড়ের প্রত্যেক বাজারে বেশ তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। চাঁদপুরের বাজারে বর্তমানে গুড়ের দর হইতেছে ১৩৸০ আনার কিছু কমবেশী। গত বৎসর অনুরূপ সময়ে দর ছিল ১০।০ আনা। কলিকাতায় গুড় ২২৸০ দরে বেচাকেনা হইতেছে। গুড়ের আমদানি পরিমাণও এবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাপুর, গোহাটি ও মজঃফরপুরে গড়ে আমদানী হইয়াছে যথাক্রমে ৪০০০ মণ, ৭০০০ মণ ও ১২,০০০ মণ। চলতি মরসুমে এযাবৎ শুধু হাপুরের আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ২০ হাজার মণ। গত বৎসর সম্পূর্ণ মরসুমের জন্য আমদানী পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ। আরও ১ লক্ষ মণ চলতি মরসুমে আমদানি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। তাহারা খাঁটি এলাকাতে রপ্তানি নিষিদ্ধই হইতেছে।

চা

এই সপ্তাহে প্রায় ২০,৮০০ প্যাকেজ [illegible] ধোয়া চা কলিকাতায় নিলামের জন্য আনীত হয়। তাহা প্রত্যেকটা চা ৫৵০ আনা হইতে ৫৵০ আনা পর্যন্ত বেশী দামে বেচা-কেনা হয়। ভালো লিকার ২৲, ভালো লিকার (মধ্য) ১৸৵০ ও লিকার ১৵১০ পর্যন্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

প্রায় ১৭,১০০ প্যাকেজ গুঁড়া চা বাজারে ছাড়া হয়। চাহিদা ভালই ছিল এবং দরের তেজীভাব বজায় ছিল। সাধারণ গুঁড়া চা ১৸৵০ পর্যন্ত দরে বেচা-কেনা হয়।

আভ্যন্তরীণ বাজারের নিলাম বর্ষের ৫,৮০০ প্যাকেজ চা ছাড়া হয়। চাহিদা ভালই ছিল

শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়

শেয়ার বাজার

নিস্তেজ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাজারের হালচাল

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লা

[illegible]

পাট

[illegible]

সিমেন্ট

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

চা

[illegible]

চিনি

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

পণ্যদ্রব্যের বাজার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৬ সংখ্যা]   কলিকাতা, বুধবার ১৮ই মাঘ ১৩৫৬ ; ১লা ফেব্রুয়ারী,   [মূল্য [illegible]

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		বিশেষ প্রবন্ধ	
সর্বোদয়	৫৭১	আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক	
		সংবাদ সংকলন	
প্রাসঙ্গিক	৫৭৭	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
দেশের শ্রী ও সম্পদ		বস্ত্রের নিয়ন্ত্রিত সংশোধিত মূল্য	
বীমা সংশোধন অর্ডিন্যান্স		শেয়ার বাজার	
বিদেশী ভ্রমণকারী		কর্মহীন	

সর্বোদয়ের পথ

দেবতার দীপ হস্তে যে মহামানব ভারতের দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত দেশে আলোকের বার্তা আনয়ন করেছিলেন সেই দেবতাকে আমরা বিদায় দিয়াছি। বাপুজীর যাঁহারা উত্তরাধিকারী তাঁহাদের নিকট দেশ আশা করিয়াছিল যে তাঁহারা বাপুজীর শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত বলিয়া দেশের ভাগ্য তাঁহাদের হস্তে নিরাপদ, কিন্তু বাপুজীর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে দেশের আকাশে দুর্যোগের কৃষ্ণমেঘ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই যে তাহা অপসারিত হইবে তাহা সরকারী আশ্বাস সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সরকারী অপটুতা, আভ্যন্তরীণ উচ্ছৃঙ্খলতা ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ঘূর্ণাবর্তে দেশের রাষ্ট্রতরী যে বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবে সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। সোমবার গান্ধীজির দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে তাঁহার প্রদর্শিত সর্বোদয় সমাজ গঠনে পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার যদি আমূল পরিবর্তন সাধন করা না হয় তাহা হইলে কম্যুনিজমের কবল হইতে ৩০ কোটি নরনারীকে রক্ষা করা যে অসম্ভব তাহা এখন আর কাহাকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

সর্বোদয় সমাজগঠনে বিশ্বাসী কর্মিবৃন্দ সোমবার গান্ধীজীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে দেশের সম্মুখে যে সর্বোদয় সমাজ গঠন পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব সেইজন্য অত্যন্ত বেশী। যে মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই পরিকল্পনা জন্মলাভ করিয়াছে তাহা সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনই দাবী করিতেছে। সর্বোদয় পরিকল্পনা যাহারা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা গান্ধীজীর আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার পন্থারই ইঙ্গিত দিতেছেন, সেই পন্থা অনুসরণে বাধাবিঘ্ন যথেষ্ট আছে কিন্তু বাধা বিঘ্নের তাড়া সমাধানের প্রয়াসে মূলনীতি বিসর্জন দিলে বাধাবিঘ্ন অপসৃত না হইয়া উত্তরোত্তর আমাদিগকে পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্টই করিবে মাত্র। গত দুই আড়াই বৎসর যাবৎ আমরা এই অশুভ ইঙ্গিতই মাত্র রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে প্রতিফলিত হইতে দেখিতেছি।

অন্তত [illegible] যদি [illegible] দিতে চাই তবে দেশবাসীকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে কেমন পুঁজিবাদ এবং আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার মধ্যে আমরা গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে সামঞ্জস্যযুক্ত করিতে পারি কিনা।

এই পরিকল্পনার মূলকথা পুঁজিবাদী সমাজের বিলোপ সাধন। সেই বিলুপ্তি দুই উপায়ে সাধন করা যায়—(১) কম্যুনিষ্ট উপায়ে বিপ্লবের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে বা কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির একনায়কত্বে (২) গান্ধীজী কথিত অহিংস উপায়ে। প্রথমোক্ত উপায়ে পুঁজিবাদীদের বিলোপসাধন হইয়াছে রাশিয়াই ও বিগত যুদ্ধের পরে আরও কয়েকটি দেশে কিন্তু প্রথমোক্ত পথে সাধারণের আর্থিক মঙ্গল হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ঐ পথে দেশবাসীর মধ্যে শান্তি আসে এই মতামত [illegible] আসে নাই। প্রথমোক্ত পথের লোকেরা ভাবে যাহারা [illegible] মানুষের মন-উহার ঐরূপ গড়িয়া তুলিতে চাহেন যাহাতে তাহারা এমন শিক্ষিত ও উন্নত হইবে উহারা যে একদিন রাষ্ট্রশাসনব্যতিরেকেই সমাজ ও শান্তি চলিতে থাকিবে। এখনও এই পরিকল্পনা এখনও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই এবং যদি অবশ্য হয়ও তাহা হইলেও তাহার জন্য যে রক্তপাত ও শক্তিক্ষয় হইবে। তাহার তুলনায় বিনষ্ট পথ অনেক বেশী বর্তমান তাহাই প্রত্যক্ষ।

গান্ধীজীর মতে [illegible] শুধু বিদ্যমান বৃদ্ধি করিয়া আয় উহা [illegible] ও সহজ জনগণ রাখিতে পারেনা। [illegible] বলা হইল "একদল মানুষ অর্থ ও বিজ্ঞানের বিপুলশক্তির সাহায্যে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। এই শোষকগোষ্ঠীর মধ্যেই শক্তির মদিরা ও আত্মম্ভরিতার মাতৃষ্ঠ ফুটিয়া রহিয়াছে। এই শোষণক্রিয়ারই অপর নাম হইল পুঁজিবাদ"। শ্রীযুক্ত গান্ধীজী পুঁজিবাদের অবসান কামনা করেন। কার্ল মার্কস ও লেনিন ও পুঁজিবাদের অবসানের পথ দেখাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বাস্তবপন্থা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশংসা করিয়াও গান্ধীজী তাঁহাদের প্রদর্শিত পথকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। গান্ধীজী মনে করেন পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিতে হইলে অহিংস উপায় গ্রহণ করাই সমীচীন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে উৎস হইতে পুঁজির সৃষ্টি হয় সেই উৎসমূলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই পুঁজিবাদ আপনা হইতে ধ্বসিয়া পড়িবে এবং কোনদিনই শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

"পুঁজিবাদ যন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তিকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করিয়াই দিনের পর দিন পুঁজিকে ফাঁপাইয়া চলিয়াছে এবং উহারই ফলে পরোক্ষভাবে কোটি কোটি কৃষক, মজুর ও গ্রামবাসীকে অন্ন-বস্ত্র-গৃহহারা হইয়া অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের গাঢ় অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। উহা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় রাষ্ট্রের হাতে যন্ত্র ও ক্ষমতাকে তুলিয়া দেওয়া নহে—জনসাধারণেরই হাতে যন্ত্র ও ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া। "বিকেন্দ্রিত উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা আর্থিক শোষণপথ ও বিকেন্দ্রিত রাজনৈতিক ক্ষমতা-দ্বারা অপরাধ ও শান্তির শোষণ-পথ রুদ্ধ করা"। এই উভয় ব্যবস্থারই মূলনীতি অহিংসা বা সত্যকে অবলম্বন করেই, দেখা যাইতেছে, এই পথে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করিতে হইলে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী, প্রচলিত শাসনব্যবস্থা আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

গান্ধীজীর উক্ত মতবাদের সহিত পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়াই বর্তমান গান্ধীশিষ্যরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই হিসাবে তাঁহাদের পরিকল্পনা ভারতের বর্তমান কম্যুনিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী। আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইহা কৃষি শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির স্বরূপ কি হইবে তাহার একটি রেখাচিত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছে; এই পরিকল্পনানুযায়ী সমাজের বিকেন্দ্রীকরণে কৃষি চাষীকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমান অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যে পরিমাণ জমিতে যথোপযুক্ত জীবনধারণের মান বজায় রাখিবার মত আয় করা সম্ভব সেই পরিমাণ জমি-ই মাত্র একটি পরিবারকে দেওয়া হইবে। ঐ জমিতে কৃষকের স্বত্ব থাকিলেও, তাহাকে ল্যাণ্ড কাউন্সিলের অধিনস্থ নিয়ম-নীতি মানিয়া উহা চাষবাস করিতে হইবে। এই ল্যাণ্ড কাউন্সিল গ্রাম-পঞ্চায়েতই সৃষ্টি করিবে এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতও আবার প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারেই নির্বাচিত হইবে।

"শিল্প সম্পর্কে এই পরিকল্পনার মূলনীতি ইহাই স্থির করা হইয়াছে যে, যে সকল দ্রব্য বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় উৎপন্ন করা সম্ভব, কেন্দ্রীভূত শিল্পের মধ্যে উৎপাদন না করা। বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন, খনি, ধাতু প্রস্তুতি, বন, বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি এবং কেমিক্যালস্ প্রভৃতির ক্ষেত্রেই মাত্র কেন্দ্রীভূত শিল্প সীমাবদ্ধ থাকিবে। কেন্দ্রীভূত শিল্পের মূল লক্ষ্য থাকিবে বিকেন্দ্রিত শিল্পগুলিকে সাহায্য করা—উহাকে ধ্বংস করা নহে। এই কেন্দ্রীভূত শিল্পও সাধারণ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি বা সরকারের পরিচালনাধীনে থাকিবে। বর্তমানে যে সকল বৃহৎ-শিল্প কুটীর-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহাদিগের উপর কর বসাইয়া এবং সেই করলব্ধ অর্থ দ্বারা কুটীর-শিল্পকে সাহায্য করিয়া এই অসম প্রতিযোগিতার পথ রোধ করিতে হইবে। নূতন কলকারখানা বসাইতে বা যে সকল যন্ত্রপাতির আমদানীর ফলে [illegible] হইয়াছে, তাহা বসাইবার অনুমতি আর দেওয়া হইবে না। এইভাবে ধীরে ধীরে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বৃহৎ-শিল্পকে কুটীর-শিল্পের জন্য স্থান করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সুপারিশ এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

"মূলতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রাখিয়াই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উৎপন্ন-দ্রব্য বণ্টন-ব্যবস্থার সম্বন্ধে সুপারিশ এই পরিকল্পনায় ব্যক্ত হইয়াছে। সর্বোপরি গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপরই সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাবও ইহাতে করা হইয়াছে। রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ গ্রাম-পঞ্চায়েৎ সংগ্রহ, ব্যয় করিবার পরামর্শ ও বাকী আদায়ের ভার পঞ্চায়েতের উপরই দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে।"

উপরিউক্ত পরিকল্পনার মূল কথাগুলির মধ্যে পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের বাহিরের আদর্শ না থাকিলেও মূল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, পদ্ধতি ও কাঠামোর যে মিল রহিয়াছে তাহা অতিবিদ্বেষী ছাড়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বর্তমান যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহার সহিত যাহার সামান্য পরিচয় আছে তিনিই স্বীকার করিবেন যে পুঁজিবাদের দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে। সাম্যবাদ বটেই বা সমাজতন্ত্রবাদ বটেই ভারতের মাটিতে তাহাদের সম্প্রসারণের বিশেষ অসুবিধা আছে, তাহার কারণ ভারতের জনসাধারণের মানসিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবনধারার সহিত পশ্চিমের বহু পার্থক্য রহিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তন অদূরভবিষ্যতেও সম্ভব নহে।

সেইজন্য দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতিবর্ধন লক্ষ করিতে হইলে এমন একটি পথ গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে দুর্নীতির ব্যবসায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে অথচ ভারতীয় সাম্য জীবনধারা পর্যুদস্ত হইতে কোন কারণ দেখা না দেয়। বর্তমানের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ এখন সরকারী মতে "অচেতন" হইয়া পড়িয়াছে সেই হিসাবে এই সংকালের পরিকল্পনা যদি দেশবাসীর মনে দোলা দিতে পারে তবে পরিকল্পনাকারীদের শ্রম সার্থক হইবে এবং ভিন্নমতাবলম্বী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পথ খুঁজিয়া পাইবেন।

কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথা?

ভারতে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্ব

গত বৎসর বোম্বাই [illegible] কমার্স কলেজে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান [illegible] পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ [illegible] সেন ভারতে অর্থনৈতিক সংকটের কারণ বিশ্লেষণ করেন।

ডাঃ সেন বিশেষ জোরের সহিত বলেন ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই তাহাদের উদ্বৃত্ত আয়ের অংশ দেশের শিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করিত। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যদি সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হইলে শিল্প উন্নয়ন একরূপ অসম্ভব।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সেন বলেন যে যাহারা অর্থনীতিবিদ্‌ বলিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষি উৎপাদনেরই উপযোগী, তিনি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। ভারতবর্ষে কারিগরি ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য্য হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এই দেশ শিল্পোন্নয়নের পক্ষে উচিত। অধিকন্তু দেশ বিভাগের পর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতে চিরদিনই উদ্বৃত্ত থাকিত, কিন্তু দেশ বিভাগের পর ঘাটতি হইতেছে। ভারতে সর্বপ্রধান রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন সাব্যস্ত হইল পাট। কিন্তু পাট ভারতকে হারাইতে হইয়াছে। খাদ্যের ক্ষেত্রেও অবস্থা এইরূপ, কারণ বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর আমরা নির্ভরশীল। ভারতবর্ষ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের খাদ্যশস্য উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্রগুলি হারাইয়াছে। সুতরাং এই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষকে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিতে হইবে। ভারতবর্ষ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে না পারে তাহা হইলে তুলা, পাট, এমন কি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত আমদানী করা সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন, স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড শিল্পজাত রপ্তানি বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতিই আজ স্পষ্ট করাইয়া দিয়াছে যে, এদেশে শিল্প এবং রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ সেন বলেন, যে কোন অর্থনৈতিক সংস্থার পক্ষে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিল্পদ্রব্যের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। ভারতবর্ষে শিল্পদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক হওয়ায় বিশেষ সংকটের কারণ দেখা দিয়াছে। উৎপাদনের তুলনায় মজুরীর হার বেশী, তাহা বাদেও মূল্য অত্যধিক এবং পরিচালন ব্যবস্থার দক্ষতাও আশানুরূপ নহে। এই অসুবিধা যদি দূর না হইলে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন সম্ভব হইবে না।

শিল্পোন্নয়নের জন্য নূতন পুঁজির গুরুত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতে স্বভাবতঃ এই পুঁজি সহজলভ্য নহে। কেহ আশ্চর্যান্বিত হইতে পারেন যে, এদেশে শিল্প প্রচেষ্টায় নিয়োজিত পুঁজির অধিকাংশ আসিয়াছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে। সম্প্রতি কলিকাতার [illegible] মোটামুটি হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতে বিভিন্ন যৌথ কারবারের মোট ৪০ লক্ষ শেয়ার ক্রেতার মধ্যে ২০ লক্ষ শেয়ার ক্রেতার শেয়ারের মূল্য [illegible] টাকার উপরে নয়। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকেরা এদেশে শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থ যোগায় নাই। কাঁচামাল উৎপাদনকারী অথবা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারীদের দুঃখে বিগলিত হইয়া বহু অশ্রু বিসর্জন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কেহ একটি কথাও বলে না। তাঁহার মতে মুদ্রাস্ফীতি এবং শিল্পশ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই বেশী দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে দ্রব্য মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে কাঁচা মাল উৎপাদনকারী তথা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী লোকেরাই লাভবান হইয়াছে বেশী। ইহার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আজ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে; আয়ব্যয় করিয়া তাহাদের আর এক পয়সাও উদ্বৃত্ত থাকে না।

ডাঃ সেন আরও বলেন, যোগাযোগ উন্নত হওয়ার ফলে [illegible] শহর এলাকা হইতে পল্লী এলাকা অধিকতর প্রভাবিত হইতেছে। পল্লী এলাকার লোকেরা অর্থের যথোপযুক্ত

(শেষাংশ ৫৭৮ পৃষ্ঠায়)

প্রাসঙ্গিক

দেশের শ্রী ও সম্পদ

ভারতের বিদায়ী গভর্ণর জেনারেল শ্রীযুত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তাঁহার বাঙ্গালোর অবস্থানের পূর্বাহ্নে আর্থিক [illegible] বলেন যে, ভারতে এখন যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহা নূতন কিছু নহে, এবং এই সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইলে বিলাস [illegible] বর্জন করিয়া [illegible] চলিবে না। আমাদের [illegible] করিয়া শিল্প উন্নয়নে কাজ করিতে হইবে। আমরা শ্রীযুত রাজাগোপালাচারির সহিত এ বিষয়ে একমত। আমরা বিশ্বাস করি যে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদন ও উদ্যোগ, [illegible] ও শিল্প [illegible] অবশ্য কর্তব্য। এই [illegible] একটি [illegible] উদাহরণ [illegible] এই সঙ্কট অতিক্রম করিয়া [illegible] হইয়া [illegible] করিয়াছেন। [illegible] তাঁহারা [illegible] দেশের [illegible] [illegible] না করিয়া দেশের আয় [illegible] [illegible] বিনিয়োগ [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible] সহিত [illegible] [illegible] দৃষ্টি [illegible] দেখা যায়।

পরিকল্পনা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে যে উদাহরণ দেখাইয়াছেন, উহা আমাদের ও আমাদের দেশের [illegible]। শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন, ব্যবসায়ীদের যাহা [illegible] ও [illegible] সম্পদের উৎপাদনে ব্যয় হইতেছে। তাঁহারা উহা যেন উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। [illegible] বিবেচনা করিয়া দেশের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের মনে যোগ্যতা দেখা দিয়াছে। আমরা আশা করি এখন যদি ধনিক সমাজ আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা [illegible] লাভে সমর্থ হইবেন।

[illegible] বাণিজ্যের [illegible] সম্পদের বৃদ্ধি নহে। সমাজের মধ্যে যদি দেশের ধন [illegible] একত্রে সঞ্চয় করিতে থাকে তবে তাহা হইলে দেশের শ্রী সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে। [illegible] ভারত [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, ভারত আজ পৃথিবীর মধ্যে [illegible] রাষ্ট্র [illegible] রাজনৈতিক দিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারত [illegible] হইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা রাখি ও আশা পোষণ করি।

পাট উৎপাদন

চলতি বৎসরে ভারতে [illegible] পাট উৎপন্ন হইতে পারে ও পাট উৎপাদন [illegible] অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। [illegible] উৎপাদনের জন্য [illegible] [illegible] পরিমাণ [illegible] [illegible] কমিটি ও [illegible] [illegible] ও বিভিন্ন [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] পাটের [illegible] ও উৎপাদন—এই [illegible] আমাদের এই [illegible] রাষ্ট্র [illegible] [illegible] ও [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে [illegible] [illegible] আছে নহে; [illegible] ও [illegible] [illegible] হইয়াছে। আমাদের [illegible] এই যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকাংশের [illegible] অথবা [illegible] করিবার [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] কোনো [illegible] [illegible] [illegible] করিতে না হয়, [illegible] [illegible] করা [illegible] প্রয়োজন। [illegible] [illegible] পাটের [illegible] [illegible] করা যায়, তাহা হইলে ভারতের [illegible] প্রয়োজনীয় পাটের [illegible] পরিমাণ পাট ভারত [illegible] উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। [illegible] [illegible] পড়ে। [illegible] পূর্ববঙ্গের [illegible] [illegible] পাট চাষ হইয়া আসিতেছে, এবং [illegible] [illegible], [illegible] পৃথিবীর প্রয়োজন [illegible]। [illegible] পরিবর্তন হেতু, পূরণ করিতে পাট চাষ এবং প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা নির্ধারিত হইবে।

বীমা সংশোধন অর্ডিন্যান্স

বীমা সংশোধন বিল সম্পর্কিত বিলেই [illegible] কার্যকরী হইতে বিলম্ব ঘটিতেছে বলিয়া ভারত সরকার উক্ত সংশোধন বিলেরই [illegible] অংশগুলি [illegible] একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। [illegible] বিভিন্ন বিষয় [illegible] বীমাকারীর স্বার্থ রক্ষা ও বিনিয়োগ [illegible] [illegible] [illegible] একান্ত। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] অর্ডিন্যান্স [illegible] [illegible] [illegible] তাহারই [illegible]। বীমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বীমা আছেন [illegible] [illegible] বীমাকারীর স্বার্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে; যদি তাহা হইয়া থাকে তবে তাহাদের [illegible] ও [illegible] প্রকাশ করিয়া দেওয়ার আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি।

বিদেশী মূলধন

বিদেশীর ভারত [illegible] ব্যবসায়ের জন্য এবং জাতীয় অর্থনৈতিক দিক হইতে [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছে। [illegible] উপার্জিত [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible] নহে। [illegible] [illegible] [illegible] ভারত পরিত্যাগে [illegible] করিতে পারিবে, সে [illegible] [illegible] থাকিবে। [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়াছে, সে [illegible] [illegible] [illegible] করিবে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] করিয়া—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] যেমন [illegible] [illegible] দেওয়া হইবে তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] এবং তাহা উন্মুক্ত হইয়াছে।

(এক পৃষ্ঠার শেষাংশ)

[illegible] হইয়াছে না।

তিনি বিদেশ [illegible] বলেন যদি এলাকার এই লোকেদের সংখ্যা নূতন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি না হইত এবং ইহাদের জীবনধারণের মান উন্নত ও তাহাদিগকে অর্থ বিনিয়োগে অভ্যস্ত করিতে না পারিলে এদেশে শিল্পোন্নয়নের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। মধ্যবিত্ত [illegible] লোকেরা যদি [illegible] শিখিয়া থাকে, তাহা হইলে এক নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহার মধ্যে [illegible] দেখা দিবে। [illegible] মধ্যবিত্ত শ্রেণীর [illegible] করিতেছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচ্চ হারে মজুরী দেওয়াই তাঁহাদের কর্তব্য, [illegible] শ্রমিক শ্রেণীর [illegible] হয় নাই। [illegible] সমাজের একমাত্র উপায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের এইরূপ ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাহাতে তাহারা [illegible] শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করিতে পারে এবং [illegible] এলাকার লোকেদের মধ্যে নূতন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া তোলা।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক

[illegible]

[illegible]

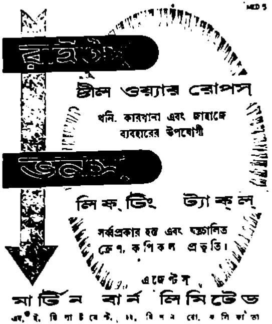

স্টীল ওয়্যার রোপস্
খনি, কারখানা এবং জাহাজে ব্যবহারের উপযোগী
লিফ্‌টিং ট্যাক্‌ল্‌
সর্ব্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।
এজেণ্টস্,
মার্টিন বার্ন লিমিটেড
[illegible], ১২, মিশন রো, কলিকাতা

সুদ না করিয়া যে অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে আবার সমস্যাটির সমাধান সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

যে যাহা হৌক, এক্ষণে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কাজ কি সেই প্রশ্নে ফিরিয়া আসা যাউক। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় ঘোষণা করা হয় যে পৃথিবীর যে সকল দেশ যুদ্ধে [illegible] হইয়াছে, তাহাদের শিল্প ও প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনের জন্য এবং যে সকল দেশ [illegible] অনগ্রসর রহিয়াছে, তাহারা যাহাতে [illegible] সক্ষম হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে [illegible] বিশ্ব-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করা হইল।"

মূলধন

একটি দেশের [illegible] ডলার এবং ১০ বিলিয়ন ডলার ব্যাঙ্কের মূলধন হিসাবে নির্ধারিত হয়। ঠিক একটি সদস্য দেশগুলির আর্থিক শক্তি অনুযায়ী চাঁদা নির্দিষ্ট হয়। তবে উক্ত দেশগুলি প্রথম কিস্তিতে তাহাদের চাঁদার শতকরা ২০ ভাগ দিতে বাধ্য হয়—শতকরা ২ ভাগ স্বর্ণ বা যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে এবং বাকী ১৮ ভাগ নিজ নিজ দেশের মুদ্রায়। বাকী ৮০ ভাগ ব্যাঙ্কের প্রয়োজন-অনুযায়ী [illegible] দেশগুলি প্রতিশ্রুত থাকে। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা উপরোক্তভাবে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা যে ব্যাপকভাবে ঋণদান করা অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেইজন্য ব্যাঙ্ক মূলধনটাই প্রধান বা একমাত্র ভিত্তি করিয়া ঋণদাতাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ বা প্রতিষ্ঠানগুলিই ঋণ দান করিতে সমর্থ। সেই জন্য ১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্ক প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ঋণের জন্য আবেদন জানায় এবং ঐ আবেদনের আশাতীত সাড়া পাওয়া যায়, প্রথমবারেই ব্যাঙ্ক ২৫ বৎসরের জন্য শতকরা ৩১/৪ ভাগ সুদে ১০০ মিলিয়ন [illegible] শতকরা ৩ ভাগ সুদে ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণপত্র বিক্রি করিতে সমর্থ হয়। অধিক শতকরা ৩ ভাগ সুদের ঋণপত্র ঐ বাজারে উচ্চ হারে বিক্রীত হয়। দ্বিতীয়বারে ব্যাঙ্ক ৯ বৎসরের জন্য শতকরা ২১/২ ভাগ সুদে ১৭ মিলিয়ন [illegible] সুইস-ফ্রাঙ্কের জন্য আবেদন করে কিন্তু ব্যাঙ্ক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস ঐ সকল ঋণপত্র ক্রয় করে বলিয়া ঐ সকল ঋণপত্র বাজারে বিক্রি করা হয় নাই।

[illegible] প্রতিষ্ঠান

বিশ্ব-ব্যাঙ্ক মুখ্যতঃ একটি দেশের [illegible] অথবা [illegible] দেশের নিকট হইতে কোন প্রকার জামানত গ্রহণ করে না। [illegible] এই ব্যাঙ্কের [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে [illegible]। ব্যাঙ্ক ঐ একটি সদস্য-দেশের টাকা [illegible] বিনিয়োগ করে না, তবে শুধু যে রাষ্ট্রগুলিতে ঋণদান করা হয় তাহা নহে। [illegible] ঋণ গ্রহণ করিতে পারে যদি ব্যাঙ্ক মনে করে যে উক্ত ঋণের দ্বারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা হইবে।

সুতরাং ব্যাঙ্ক ঋণদান করিবার সময় [illegible] সম্পর্কে [illegible] বিবেচনা করে এবং [illegible] ঘটে। [illegible] সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণদান করে না। [illegible] সেই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণদান করিতে পারে না। [illegible] এবং ঐ দেশের [illegible] আয়-ব্যয়ের [illegible] ব্যাঙ্ক ঋণদান করার [illegible] বিবেচনা করে। সেইজন্য [illegible] দেশে ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান-কমিশন পাঠায়। তাহারা ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, ঋণপ্রার্থী দেশের নিজের কোন আন্তর্জাতিক [illegible] বা সামর্থ্য আছে তাহা হইলে তাহাদের ঋণ প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে ব্যাঙ্ক রাজী হয় না। [illegible] বা অনগ্রসর দেশে যাহাতে মূলধন বিনিযুক্ত হয়, তাহার জন্য ব্যাঙ্ক [illegible] সাহায্য করে। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল [illegible] আর্থিক উন্নতি সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত [illegible] ব্যাঙ্কের নাই এবং তাহা কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের একক প্রচেষ্টায় যে সম্ভব নহে তাহা স্বাভাবিক।

এ-পর্যন্ত ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশে ৬০০ হইতে ৭০০ মিলিয়ন, ডলার ঋণ দান করিয়াছে। অবশ্য ইউরোপীয় দেশগুলিই [illegible] এই ঋণের প্রধান অংশ পায়, কারণ তাহাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বা কার্যকরী করিতে দেরী হয় নাই এবং তাহাদের ঋণ [illegible] অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। তবে একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, [illegible] শুধু যে [illegible] টাকা নিয়াছে, শুধু সেই [illegible] অংশগ্রহণকারী দেশের প্রয়োজনানুসারেই।

এ পর্যন্ত ইউরোপীয় ও দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলি বেশীর ভাগ ঋণ পাইয়াছে। [illegible] এশিয়ার [illegible] হইতেছে। [illegible] ও [illegible] জন্য ব্যাঙ্ক এক [illegible] করিয়াছে। [illegible] কিছু ঋণ পাইয়াছে এবং আরও কিছু ঋণ পাইবে বলিয়া মনে হয়। ব্যাঙ্ক [illegible] দেশের নিকট হইতে যে সুদ আদায় করে, তাহা সামান্যমাত্র। যেমন ব্যাঙ্কের [illegible] ঋণের ৫৲ টাকা সুদে [illegible] দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ ঋণদানের [illegible] অর্থ হইতে ব্যাঙ্ক [illegible] শতকরা ১.৫ ভাগ বৃদ্ধি [illegible] বিভিন্ন দেশে ঋণদান করিয়াছে। ঐ অর্থ ব্যাঙ্ক পরিচালনার খরচ বাবদ হয়।

ব্যাঙ্কের কাজ দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এশিয়ার দেশগুলির চাহিদা মিটাইতে হইলে ব্যাঙ্কের আরও [illegible] ও শক্তিশালী হইতে হইবে। রাজনৈতিক কারণে ব্যাঙ্কের কাজ [illegible] ও [illegible] হইয়া পড়িয়াছে [illegible] কিছু আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ঐ [illegible] ব্যাঙ্কের কাজে [illegible] হইবে এবং পৃথিবীর [illegible] ব্যাঙ্ক [illegible] গ্রহণ করিতে পারিবে। —[illegible]

গ্ল্যাডস্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ
৪, ফেয়ারলী প্লেস্, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২৬০১—২৬০৫।
টেলিগ্রাম: [illegible]।
ষ্টীমার এজেন্টস্
• দি [illegible] লাইন লিঃ
[illegible] এণ্ড [illegible] এস এস কোং লিঃ
[illegible] লাইন লিঃ
ইম্পোর্টার্স্ এণ্ড ইণ্ডেণ্টর্স্
সকল প্রকার [illegible]
[illegible] দ্রব্যাদি
খনি নির্মাণের
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
ম্যানেজিং এজেন্টস্
[illegible] এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)
দি ইণ্ডিয়া [illegible] কোং লিঃ
ক্যালকাটা [illegible] এণ্ড [illegible] কোং লিঃ
([illegible])
ইন্সিওরেন্স এণ্ড [illegible] এজেন্টস

সংবাদ সংকলন

পাট ও তুলা সম্পর্কে স্বয়ংপূর্ণতা অর্জন

ভারতসরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' পরিকল্পনার সাফল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য কৃষিসচিবের অধীনে চারিটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯৫১ সালের পর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা হইবে না বলিয়া ভারত সরকারই যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুসারে দেশকে তাহার নিজস্ব সম্পদ সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই কারণে খাদ্যশস্য [illegible] পাট ও তুলা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে সকল এলাকা এই সকল অফিসের অধীনে থাকিবে, তাহা হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের উপর ঐ সকল অফিসের কড়া দৃষ্টি থাকিবে। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে এবং মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে আঞ্চলিক অফিসগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আঞ্চলিক অফিসের বেতন হইবে—মাসিক দুই হাজার টাকা এ পদের অবশ্য এ পর্য্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

ইহার সহিত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে [illegible]। [illegible], এতদুদ্দেশ্যে ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির হাতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দেশের প্রয়োজনে ৮০ লক্ষ গাঁইট পাটের প্রয়োজন। আশা করা যাইতেছে যে, এক বৎসরের মধ্যে পাটউৎপাদনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ গাঁইটে পৌঁছিবে।

তুলা আর একটী পণ্য সামগ্রী, যাহার প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত পরিমাণ তুলা উৎপাদন করিতে হইবে। 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন সম্পর্কে সংগঠন এবং কিছু তাহাদের প্রচার কার্য্য চালাইবার এবং এতদুদ্দেশ্যে [illegible] বিশেষজ্ঞ অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। মধ্যভারতে [illegible] পরিষ্কৃত করার জন্য ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য [illegible] নিয়োগের বোর্ডকে আরও অধিক পরিমাণ অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৭—৪৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে [illegible] চাষের অধীন মোট পরিমাণ [illegible] একর এবং ঐ বৎসর উক্ত জমি হইতে উৎপন্ন [illegible] পরিমাণ মোট [illegible] টন।

১৯৪৮—৪৯ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নে মোট পাট চাষের অধীন জমির পরিমাণ [illegible] একর এবং ঐ [illegible] উৎপন্ন পাটের পরিমাণ [illegible] বেল।

১৯৪৯—৫০ সালে [illegible] একর জমিতে [illegible] বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে।

আর দুই বৎসর পূর্ব্বে দেশে [illegible] অতিরিক্ত তুলা [illegible] এই সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে যে, বর্তমান বৎসরে ভারতে তুলার উৎপাদন আরও ৪ লক্ষ বেলের মত বাড়াইতে হইবে। ইহাতে দেশের অভ্যন্তরে ২৬ লক্ষ বেলের উপর তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মিলগুলির জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ বেল তুলার প্রয়োজন বলিয়া ধরা হইয়াছে।

তুলা ও পাট সম্পর্কে স্বয়ংপূর্ণ হইবার নিমিত্ত ভারত সরকারই যে উদ্যোগ করিয়াছেন, তাহাতে আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতে উল্লেখযোগ্য দ্রব্য দুইটির উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আয়করের অর্থের প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন

আয়কর হইতে প্রাপ্য অর্থের আর্থিক প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য স্যার চিন্তামন দেশমুখ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নূতন বৎসরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এইহেতু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র এবং উপরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধ বিভাগের প্রকৃতি ও পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটী রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য লইয়া গঠিত একটী রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। ওয়াকিবহাল মহল আশা করেন যে, পূর্ব্বোক্ত সময়ের বহু পূর্ব্বেই এ জাতীয় কমিশন নিয়োগ করা হইবে, কারণ, দেশীয় রাজ্যসমূহের রাষ্ট্র-যুক্তির পর বহু জটিল আর্থিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে দেশীয় রাজ্যসমূহের আর্থিক [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] হইবে। এই নীতি কার্য্যকরী হইতে আনুমানিক [illegible] কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] আগামী [illegible] হইতে [illegible] প্রদেশসমূহের [illegible] কোনও [illegible] গ্রহণ [illegible] করিতে হইয়াছে, [illegible] আর্থিক [illegible] দুই কোটি টাকা অথবা [illegible] এক কোটি টাকা [illegible]। [illegible] আর্থিক [illegible] এই অর্থের [illegible] সম্ভব।

[illegible] হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও বিন্ধ্য প্রদেশের সহিত যেমন আর্থিক চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর্থিক কমিশন [illegible] সম্পর্কে [illegible] করিবেন। এই সব দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অনেকেই পুনরায় তাহাই [illegible] করিতে পারে। উহার [illegible] বহু বৎসর থাকিবে। রাজস্ব কমিশন এই বিষয়ও পরীক্ষা করিবেন।

রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করার পর রাষ্ট্রপতি [illegible] বিষয় উহার নিকট পেশ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে। আশা করা যায়, কমিশন স্যার চিন্তামন দেশমুখের নির্দ্দেশও নূতন করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

ভারতে সয়াবিনের চাষ

[illegible] যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি অধিকর্ত্তা হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে সয়াবিনের পরীক্ষামূলক [illegible] ৩৮ প্রকারের বীজ ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই উহার [illegible] করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে ঐ সকল বীজের চাষ করা হইবে।

ভারত গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে এই সকল বীজ প্রেরণ করা হইয়াছে। [illegible] বাবদে, [illegible] করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট খাদ্যশস্য বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আমদানী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভারতে বিদেশী [illegible] আমদানি

[illegible] হইয়াছে।

[illegible] ভারতে আমদানী-কৃত বিদেশী [illegible] মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ—[illegible]

চায়ের পেটি আমদানি সম্পর্কিত লাইসেন্স

[illegible] লাইসেন্স দেওয়া হইবে। [illegible] লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। [illegible] হইবে না।

[illegible] লাইসেন্স [illegible] করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে।

আরও স্থির করা হইয়াছে যে, [illegible] হইবে।

তেলের মূল্য

[illegible]

[illegible] পৃষ্ঠায়

ভারতে রেলইঞ্জিন নির্মাণের সর্বপ্রথম কারখানা 'চিত্তরঞ্জন'

আগামী বৎসর ডিসেম্বর মাসেই কারখানায় প্রস্তুত পূর্ণাঙ্গ রেলইঞ্জিন পাওয়ার কথা

দেশবন্ধু পত্নী শ্রীবাসন্তী দেবীর হস্তস্পর্শে মিহিজামে ভারতের সর্বপ্রথম স্বদেশী রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা "চিত্তরঞ্জনের" উদ্বোধন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী মিহিজামের নিকটে অবস্থিত, ভারতের রেল ইঞ্জিনের প্রায় সমস্ত চাহিদা পূরণে সমর্থ, এই "চিত্তরঞ্জন" কারখানায় শ্রীবাসন্তী দেবী প্রজ্বলিত আগুনে প্রথম একটি বড় চাবি ঘুরাইয়া দিয়া উঠিলেন যে শুভ কার্যটি উদ্বোধনের কাজ আরম্ভ করেন তাহা হইতে শুরু করিয়া মাত্র সাত [illegible] মধ্যে [illegible] প্রায় এক সময়ে [illegible] নির্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমগ্র ইঞ্জিন খাড়া হইয়া আসিবে ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে। চিত্তরঞ্জনে যে ইঞ্জিন নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইল আগামী চারি বৎসরের মধ্যে তাহা হইতে যেন অন্ততঃ ৪০টি রেল ইঞ্জিন পাইবে এবং তাহার পর প্রতি বৎসরে এখানে ১২০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি বয়লার প্রস্তুত হইবে। "চিত্তরঞ্জন" যখন পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন কার্য চালাইবে তখন অন্ততঃ প্রতি বৎসর ভারতের ৪৫ কোটি টাকা বিদেশগমন হইতে রক্ষা পাইবে।

আসানসোল হইতে কেবল ই-আই-আর লাইনে ১৭ মাইল দূরবর্তী এই স্থানটি জনমানব অঞ্চলের বাহিরে হইলেও শিল্পাঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত। এই চিত্তরঞ্জন নগরী ও কারখানা নির্মাণে প্রায় তের কোটি টাকা ও বহু হাজার শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। সম্পূর্ণ নির্মাণ কার্যের জন্য ১৭ হাজার টন লৌহ ইস্পাত, ৭০ কোটি ইট, ৩০ হাজার টন সিমেন্ট ৫০ লক্ষ ঘন ফুট বালি, ৪০ লক্ষ ঘন ফুট পাথর ও পাথর-কুচি, ১ লক্ষ ঘনফুট কাঠ ব্যবহৃত এবং তিন হাজার স্থায়ী গৃহ ব্যবহার করা হইবে।

প্রথমে শ্রীবাসন্তী দেবীকে সাইটে বেদির পাশে লইয়া যাওয়া হয়। এইখানে কারখানা [illegible] জাতীয় নেতৃবৃন্দের ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতিকৃতি শঙ্খধ্বনি ও জাতীয় পতাকা দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে দেশবন্ধু পত্নী কর্মারম্ভের [illegible] চাবি ঘুরাইয়া দিয়া একটি যন্ত্র চালু করেন এবং পাঁচ মিনিট পরেই উহা হইতে বয়লারের ফ্রেমের প্লেটের অংশরূপ একটি ছেঁদন বাহির হইয়া আসে। চাবিটি স্মৃতিচিহ্নরূপে তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়।

শ্রীবাসন্তী দেবী উহার কার্য-উদ্বোধনী ভাষণে চিত্তরঞ্জন-এর কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন—আজ এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভার আমার উপর পড়েছে। পরিবেশের সঙ্গে আমি বলছি যে যদি তোমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করতে প্রধান ভার নিয়েছে—এই নূতন প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সফল যে সম্পূর্ণ অর্থবহ। তোমাদের ব্যক্তিত্ব এই স্থান যেমন উচিত ছিল, তিনি উহার [illegible] ভার বহে এবং [illegible] পারেন, বাস্তব-উদ্যোগের ক্ষেত্রে তাঁর ধনশক্তি ও বিচার-বুদ্ধি দিয়ে। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে একটু বিস্ময় বোধ করছি। তবুও, মাত্র একটি কল টিপলেই এই নূতন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রবাহনকে সক্রিয় কোরতে পারা যাবে এবং তা থেকেই শক্তি উৎপাদন অনুষ্ঠানে আমার কর্তব্য শেষ হবে। আমাদের দেশে কাজটি সহজ নয়, তাই এখানে উপস্থিত হতে আজ সাহসী হয়েছি। আশা করি দেশের [illegible] কর্মী যুবশক্তি এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অক্লান্তভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

আজকের এই শুভদিনে আমার মনে পড়ে অতীতে আমার স্বামী আজীবন স্বাধীন ভারতের সাধারণ উজ্জ্বল স্বপ্নজাল রচনা করেছিলেন। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল ভারত যেন পুনরায় শিল্পে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, কবিতায় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করতে পারে—সেই উন্নত ভারতের প্রতিনিধিরূপে যেন মানুষ হলে সমাজে সৎ হতে পারে। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁকে অকালেই তাঁর অপূর্ণ বাসনা নিয়ে মহাপ্রয়াণ করতে হল। আজ তাঁরই নামাঙ্কিত নগরের মাঝে উপস্থিত থেকে তাঁর একটি স্বপ্ন অন্ততঃ বাস্তবে পরিণত হতে সার্থকতা লাভ করছে। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে তাঁর স্মৃতি জড়িত হয়েছে বোলে আমি উপরে থেকে গভীর তৃপ্তি লাভ করছি।

এই সব প্রতিষ্ঠানটির আজ যে শুভ উদ্বোধন হল সেটি শুধু একটা খেয়াল নয়। জাতীয় কারখানা গড়ে তোলা আমাদের দেশের নেতাদের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে নতুন ভারতের নবীন উদ্যমে। এ প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের আত্মনির্ভর পথে এক প্রধান সাক্ষী। আজকের দিনে উৎসবের মধ্য দিয়ে আমার মনে এই কারখানার উদ্বোধন করছি শুধু জাতীয় প্রয়োজনে নয়, ভারতীয় জীবনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি-[illegible] আমাদের এই কর্মঠ শিক্ষা [illegible] পরিণত, নব উদ্দাম-প্রেরণার [illegible] আমাদের এই শ্রমী-সাথীদের এই নূতন জীবন গড়ার কর্মশালা।

জীবনের সাধনায়, বিশ্বের মানবের দেশের কল্যাণের ও আমাদের প্রতিটি মানুষের সাথ দিয়ে বলে যাই যে, তোমাদের উপরই নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সম্পদ। তোমাদের প্রাণের সততা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে ভাগ্য গঠন হয় তোমরা দেশের মঙ্গলসাধনে। তোমাদের শুধু সব উদ্যমশীলতা দিয়ে উৎকর্ষ লাভ হয় এই নবীন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে নিয়ে তোমাদের কর্মশক্তির দ্বারা গৌরবান্বিত করে তোলো দেশের এই শ্রমী-আয়োজনকে—সকলের সহযোগে সকলের কল্যাণ হবে দেশের ভবিষ্যৎ হোক উজ্জ্বলতর। স্বদেশ-প্রেমে ভারতবর্ষ অতীতের মত আবার ধর্মে, কর্মে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, কবিতায় তার শ্রেষ্ঠাসন লাভ করুক।

শ্রীভগবানে তোমাদের মঙ্গলাশীর্বাদ কামনা করি, কোনও বিপদ যেন তোমাদের জীবনপথে অন্তরায় হয়ে দেশের সম্পদকে সুবিধাবাদী করে গড়ে তুলতে পারে। ভগবান মানুষের কল্যাণে প্রবুদ্ধ হোক, কর্মীদের সর্বাঙ্গীণ হোক—আজকের এই শুভদিনে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভ কামনা। "বন্দে মাতরম্"।

কর্মীদের ভাষণ

• দেশবন্ধুপত্নী শ্রীবাসন্তী দেবী যে এই নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে আসিয়াছেন সেজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া চিত্তরঞ্জন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বিরাট

একটী মাষ্টার প্ল্যান এই জন্য আবশ্যক। ইহার প্রয়োজন অনুভব করিয়া অনুমোদিত হইয়াছে। আমেরিকায় যেমন ইঞ্জিনের সাহায্যে ধান সম্পূর্ণ করিবার যন্ত্র আমদানি করিয়া সমগ্র দেশে করিবার এই ব্যবস্থার জন্য পূর্বে ধান ভানা-নোর যে গ্রাম শিল্পকে ধ্বংস করা হইয়াছিল তাহা যাহাতে পুনরায় চালু করা যায় সেই বিষয়ের জন্য এই স্থানটি নির্বাচন করা হয়। সমস্ত দিক দিয়া নির্বাচন ঠিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কৃষকদের বাড়ীর দিক দিয়া এই স্থানে প্রচুর ধান ও বিভিন্ন প্রকার শস্য পাওয়া যাইবে, বিদ-ভবের [illegible] ব্যবস্থাও নির্বাচন স্থানটি সুবিধা হইবে। এতদ্ব্যতীত আমাদের আশা আছে, ভাবী সম্ভাবনা এবং বর্তমানের দিক দিয়া উভয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হইয়াছে।

সব ঠিক হইয়া গেলে যেন স্থানটি একদিন সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। অন্যান্য ও [illegible] প্রদেশ হইতে তিনি বলেন যে, চিত্তরঞ্জনে সকল দিক দিয়া কার্য্য সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ করা সম্ভব হইবে। [illegible] বিষয় বিবেচনা করিয়া এখানে একটী [illegible] এবং [illegible] ব্যবস্থা গৃহ নির্মাণ করা হইবে। এখনই এখানে একটী ইঞ্জিন তৈয়ারী কারখানার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার দরুণ এই স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। উত্তর বিহার ও বিহারের মধ্যে এই স্থানটী অবস্থিত এবং পরে ক্রমে ক্রমে আরও বিস্তার করিয়া দিবে। রাস্তা ও বিভিন্ন দিক দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে। একটী আধুনিক ধরণের নগর ও বাসস্থানের আয়োজন করা হইতেছে। শীঘ্রই প্রকৃতি ও বিশুদ্ধ জলসরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। স্থানীয় উন্নয়ন ইত্যাদির কাজ করিবার চেষ্টা হইতেছে। কেবল তাই, চিত্তরঞ্জন এবং আমাদের আশা প্রতি-দিন সাফল্য মণ্ডিত হবে।

চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার কার্য্য প্রধানতঃ শুরু করিতে যাইবার শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, বর্তমান সময়ে আমাদের ইঞ্জিন তৈয়ারী প্র-চেষ্টা না থাকিলে দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বিদেশ হইতে রেলওয়ের ইঞ্জিন উৎপাদনকারী প্রত্যা-শাযুক্ত মুক্ত শক্তি ভারতীয় রেলের কর্ম্মচারীদের চিত্তরঞ্জন কারখানা চালু করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে এখানে আসিয়া কারখানা নির্মাণের সাহায্য করিতে এবং এমন কি ভারতবর্ষেই ইঞ্জিন তৈয়ারী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সম্মতি দিয়াছেন। এই সহযোগিতা খুব একটী

বিদেশীয় এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইবে। বিদেশ হইতে তিনি বলেন যে, এক হাজার [illegible] ভারতীয় ও বাঙালী ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে এক এক লক্ষ টাকার বিদেশী ইঞ্জিন কিনিতে হইবে। আরও এবং ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার দেশীয় কারিগর অনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছে। উদ্ভাবন বিশেষ অভাব মাত্র ছিল। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছে উপরন্তু এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা যাইবে না। তথাপি এখন এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষা তাঁহারা ভারতবাসীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতেছেন।

বিদেশী ইঞ্জিন নির্মাতাদের প্রতিনিধিদের চিত্ত সন্তোষজনক বিশেষ নির্ভর করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের সকলে অধিক লাভের প্রত্যাশায় প্রতিনিধিত্ব না হইলে আমাদের পরিবর্তে অন্য সকলের কর্মচারীর [illegible] ইহাতে লাভ করিতেছেন তাঁহাদেরই প্রত্যেকে বিশেষজ্ঞদের জন্য বিদেশে পাঠান হইতেছে। এই কারখানায় প্রায় চল্লিশ রকমের ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা হবে কিনা তাহার প্রধান কারণ তিনি বলেন যে, রেল লাইনগুলোকে বিদ্যুৎ-রেল পরি-চালন ব্যবস্থা করিতে হইলে আরও অন্ততঃ দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার পূর্বে ষ্টীম রেলের ইঞ্জিন নির্মাণের আর বিশেষ প্রয়োজন হইবে না।

চিত্তরঞ্জনে বহু লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা হইবে এইরূপ অনেকে আশা করিয়া থাকেন এবং ইহাও বলা হইয়াছে। তাহাদের শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই আশা অসঙ্গত নয়। কিন্তু কোন প্রকার দলগত ভাবে কাহাকেও নিয়োগ করা হইবে না কিন্তু প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ লোকেরাই নিযুক্ত হইবে। তাহা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ও বাঙালীদের কার্য্যোপযোগী এবং আধুনিক ধরণে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের লোক বেশীর ভাগ থাকিয়া যাইতে হইবে এবং

কেবলমাত্র তেমন দক্ষ না হইলে কোনরূপ অবে-হেলা করা হইবে না।

“চিত্তরঞ্জন” নামের সহিত চিত্তরঞ্জনের আদর্শ বহন করিবে মূল্য পরিবেশন হেতু এক অভিনব পরিকল্পনা ও আমার নির্দিষ্ট নির্দেশ। দেশবন্ধু জীবনে নিজ দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নাম যে এই কারখানা নগরের সহিত যুক্ত হইল তাহাতে এই নূতন নগর ধন্য হইয়াছে।

এই স্থানটি উন্নয়নের পরিকল্পনা হইতে দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জনের মাতা শ্রীমতী আর মধ্যে দেশ-বন্ধুর বসত বাটী [illegible] ও তাঁহারই পরি-বারের আরও অনেকে চিত্তরঞ্জনে আসিয়া-ছিলেন। কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন এবং তাহারা উৎসাহিত চিত্তে ভোজনাদিতে যোগ দেন।

চিত্তরঞ্জন নগর ও কারখানা

এই নগর ও কারখানা নির্মাণে শ্রমিক ও কর্মীদের আবাস, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহ ব্যবস্থা, বাঁধ, পথ ও সমস্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার সুবিধা দেওয়ার প্রধান লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে। কর্মীদের জন্য যে আবাস নির্মাণ করা হইয়াছে তাহাতে কর্ম্মীদেরকে বিনামূল্যে তেমনরূপ (অর্থাৎ ৯০০ টাকা) অধিক-বেতন দুইটি কক্ষ ও পরিবার সহ বসবাস এক একটী বাটী দেওয়া হইবে। এই বাটীগুলিতে আধুনিক পায়খানা, পয়ঃপ্রণালী এবং বিদ্যুৎ ও জলের কল দেওয়া হইবে। উচ্চপদস্থ কর্মী-দের আবাসের সহিত তাহাদের আবাসের একমাত্র পার্থক্য থাকিবে কক্ষের সংখ্যায় অন্যত্র সুবিধা দিতে কোন ব্যবস্থা বিভাগ করা হইতেছে না।

প্রতিটি নগরের প্রতিষ্ঠানে চিত্তরঞ্জন নগরে ৩০টি শয্যা যুক্ত একটী হাসপাতাল, নগরের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র, চারিটি প্রসূতি আগার ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র, একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুইটি বয়স্ক শিক্ষা আবশ্য কেন্দ্র, চারটি সমবায় ও চারিটি উদ্যান ও খেলার মাঠ গঠিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের মোট ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে।

নগর মধ্যে মোট ৬০ মাইল পথ— তন্মধ্যে পাকা রাস্তা ৩০ ও কাঁচা রাস্তা ৩০ মাইল

[illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

বস্ত্রের বর্দ্ধিত সংশোধিত মূল্য

সাম্প্রতিক বস্ত্র ও সূতা সম্পর্কিত সরকারী কমিটির সুপারিশমতে ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে বস্ত্র ও সূতার মূল্য ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। আপাততঃ শুধু মিল ও কাপড়ের আমদানি ও রপ্তানি প্রভৃতি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই বর্দ্ধিত মূল্য যে মূল্যে হইবে তাহা পূর্বাহ্নে অনুমিত হইলেও উহার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে কি ভাবে কতটা সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বলা কঠিন। বিগত ৮০ কোটি গজ রপ্তানির পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেই যদি আমদানিকারক দেশের মূল্য বৃদ্ধি হয় তবে সরকারই উচ্চ মূল্যের ঝুঁকি বহিতে ব্যবসায়ীগণ সেই গ্রহণ করিবেন। ইহা অবশ্য স্পষ্ট যে রপ্তানির ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র উচ্চ মূল্য বাড়ানোর বিষয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়াছেন কিনা। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ দেশবাসীর ফলেই রপ্তানির ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের জন্য দর চড়াইয়া দিয়া মুদ্রা অবমূল্যায়নের সুযোগ গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা অবশ্যই বিবেচ্য। ইহাতে কেবল বর্ত্তমানে আমদানী পক্ষে সংবেদন ও আমদানি প্রশ্ন রাখেন বলা উঠিয়াছে। এই বিষয়টির বিবেচনা অবশ্যই মূল্য বাড়েই উৎপাদনকারী পক্ষের সুবিধা দান হইয়াছে। সে যাহাই হউক রপ্তানি পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া মুদ্রা অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশ চাহিদা বৃদ্ধি কতটা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং বিষয়টির বিবেচনা করিতে হইবে।

আভ্যন্তরিক বাজারের মূল্যের দিক হইতে অনুমোদিত ব্যবসায়ের আমদানি পরিমাণ ১০ লক্ষ টনের কোটায় বাঁধা করা হইয়াছে। ইহা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গৃহীত প্রস্তাব কিনা জানা যায় নাই। তাছাড়া যে পরিমাণ বাজারজাত সংগৃহীত করা হইবে বলা হইয়াছে তাহা কার্যতঃ সফল না হইলে কোনও ব্যবস্থাই করাইতে হইবে। দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রণ সম্প্রতি দেশের বস্ত্র হইয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। ফলে বিপুল পরিমাণ বাজারজাত ও মূল্য আমদানির দ্বারা কোনও বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে না। ৮০ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানির প্রস্তাব দূর্বল হইলে মূল্য আমদানির জন্য দৈনন্দিন মূল্য অতিরিক্ত লাভ হইবে না; অধিকন্তু বাজারের আমদানি হ্রাসের ফলে দৈনন্দিন মূল্য নষ্ট থাকিবে। আর সব কিছুই বিভিন্ন পরিকল্পনার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে। উপরন্তু কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বহিবে দাম সর্বাপেক্ষা অধিক যাহা দুই কথা এবং সকল বিদেশের মুদ্রামানের তুলনায় থাকিতে ক্রিয়াশীল গ্রহণ করিতে না পারে অনুযায়ী ব্যবস্থা করা। বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন সব অনুযায়ী না হইলে ও বাজারে সাম্য প্রভৃতি সামঞ্জস্য না হইলে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করিবে। আগামী তিন মাসেই প্রকৃত অবস্থা ও পরিস্থিতি পরীক্ষা করা যাইবে।

গত ও বৎসরটির [illegible] সম্যক অধিক পাইয়াছে চলিয়াছে। ফলে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে মনে হয় চিনির বর্ধিত উৎপাদনের সকল আশাই ব্যর্থ হইবে এবং ব্যবসায়ীগণের অতিরিক্ত লাভ শীঘ্র দূরীভূত হইবে না। ভারতের সকল প্রদেশ বাজারে দর স্থিতিশীল হইয়াছে ১৯৫০। বর্তমানে মণ ৩৮৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত [illegible] এখনও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির আশা ত্যাগ করেন নাই। যেখানে ও বাজারের সম্ভাব হইতেছে উৎপাদন পরিমাণ ও দর উভয় দিক হইতে সঙ্কট। ভারত সরকারের চিনি আমদানি ও নিয়ন্ত্রণ-নীতির বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বিহারে গত বৎসরের তুলনায় ৯০ শতাংশ অধিক উৎপাদনের আশা করা হইতেছে। এই বৎসরে অনুমান ২.১ লক্ষ টন আখ মাড়াই হইবে।

[illegible]

ইউ পি প্রদেশের বাজারে গুড়ের দর অপরিবর্তিতই আছে। কোনো বাজারে গুড়ের পাইকারী দর নিম্নরূপ—রামপুর ১৬॥৵০, চান্দৌসি ১৯৲, বারেলি ১৭৲, গোলা ১৯৲ ও সীতাপুর ২১।০। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, আগ্রায় সরকারী দরে দর হইয়াছে মণপ্রতি ১৯৲ টাকা। কলিকাতার চিনির বাজারে দর স্থিতিশীল রহিয়াছে। খাদ্য দপ্তর [illegible] আমদানি প্রচুর হইয়াছে। ভারতে কোন সময়েই এই পরিমাণ খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় নাই। গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টন অতিরিক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে উদ্বৃত্ত হইলে ইহার ফলে সরকার লাভবান হইবে।

(সংবাদের শেষাংশ)

হইতে হ্রাস করিয়া পাউণ্ড প্রতি ৯৪ টাকা করার উহা দেশের বাজারে ও উৎপাদকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রকার ব্যবস্থার কোন কারণ নাই। উহার ও কাপড়ের উচ্চ দেশের মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক দেশের মূল্য তাহা ও উহাদের যাবৎ পাউণ্ড প্রতি ৩৮৲ টাকার কম হইতে পারে না। ইহা দেশীয় উচ্চ দরের সকল উৎপাদন দূর করিবে।

অশোক স্তম্ভযুক্ত নূতন নোট চালু

অশোক স্তম্ভযুক্ত নূতন কারেন্সী নোট ভারতের সর্বত্র চালু করা হইয়াছে। নোটগুলির মধ্যে পুরাতন নোটেরই অনুরূপ ডিজাইন, তবে রাজার প্রতিকৃতির স্থলে সারনাথ অশোক স্তম্ভের ছাপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আপাততঃ এক টাকার নোট ও ছাপা হইয়াছে, পরবর্তীকালে দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও দুই টাকার নোট বাজারে ছাড়িবার [illegible]। দুই টাকার নোটের নাম ও ডিজাইন পরিবর্তন করিয়া উহার প্রচার করা হইয়াছে।

কুচবিহারে জলবিদ্যুৎ শক্তি

কুচবিহারে জলবিদ্যুৎ শক্তি কার্যকরী করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট একজন সুইস ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ প্রস্তাবে [illegible] করিয়াছেন। পরিকল্পনাটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

জাপান-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি

জাপানের সহিত পাকিস্তানের এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি-বাণিজ্য চলিবে।

পাকিস্তান রপ্তানি করিবে তুলা, পাট, পশম ও চামড়া এবং জাপানের নিকট হইতে আমদানী করিবে যন্ত্রপাতি ও মালপাতি।

শেয়ার বাজার

কর্ম্মহীন

কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী, এ সপ্তাহে মাত্র দুই দিন লেনদেনের জন্য খোলা ছিল। এই দুই দিনে বাজারে [illegible] কাজ [illegible]। [illegible] দুই সপ্তাহ বাজারে [illegible] ছিল, এ সপ্তাহে [illegible] পরিলক্ষিত [illegible] না। লোকেদের মনে [illegible] কিছু [illegible] না, [illegible] বাজারে [illegible] শেয়ারগুলি [illegible]। ইণ্ডিয়ান আয়রনের [illegible] বাজারে [illegible] যায়। [illegible] এই অবনতি ঘটে। [illegible] অনুমান করিয়াছিল যে, [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছিল, [illegible] বাজারে [illegible] প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। কিন্তু এ অনুমান [illegible] বাজারে কোনো উন্নতি ঘটে না। কেবল মাত্র 'বিবিধ' বিভাগের ও চায়ের শেয়ারে [illegible] লক্ষ্য করা যায়। 'বিবিধ' বিভাগের [illegible], আসোসিয়েটেড [illegible], ইণ্ডিয়ান কেবলস্ ও ইণ্ডিয়ান [illegible] এই কয়টির শেয়ার [illegible] দেখা যায়। [illegible] চায়ের শেয়ারের [illegible] প্রতিক্রিয়া [illegible] উন্নতি [illegible]।

বাজারে এই [illegible] কারণ নির্ণয় করা [illegible] খুব কঠিন নয়। [illegible] পূর্ব-বঙ্গের মধ্যে [illegible] ব্যবসায়ীদের মনে ধারণা হইয়া থাকে যে [illegible] পারিবেন [illegible] পরিবর্তিত ও বিক্ষুব্ধ থাকিবে। [illegible] এই অবস্থার পরিবর্তন [illegible] সম্ভব হইবে না; তাই তাঁহারা কোনরূপ উৎসাহ দেখাইতেছেন না, কোনো নূতন শেয়ারে তাঁহারা [illegible] করিতে সাহস বোধ করিতেছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে শেয়ারের দরে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কোন-কোন [illegible] বিক্রেতার কোনো উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই।

[illegible] হইতে [illegible] টাকা [illegible] দরে লেনদেন ঘটে না। [illegible]

ইণ্ডিয়ান আয়রনের [illegible] হইতে [illegible] টাকা [illegible]।

সপ্তাহের মাঝামাঝি [illegible] বিভাগে আসোসিয়েটেড [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible], ইণ্ডিয়ান কেবলস্ [illegible]।

বাজারের হালচাল

গত [illegible] জানুয়ারী এই সপ্তাহের শেষ [illegible] জানুয়ারী [illegible] বাজার [illegible] হইতেছে।

সরকারী কাগজ

৩৲ স্যার ([illegible]) কাগজ [illegible] ৩৲ স্যার ([illegible]) কাগজ [illegible], ৩৲ স্যার ([illegible]) [illegible], ৩৲ স্যার ([illegible] কাগজ [illegible]।

ব্যাঙ্ক

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল [illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লা খনি

[illegible]

পাট

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

চিনি

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

(চিত্তরঞ্জনের [illegible])

নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

[illegible]

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, [illegible] প্রকাশিত। [illegible]

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৫ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ২৫শে মাঘ ১৩৫৬; ৮ই ফেব্রুয়ারী, [মূল্য ·-

সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়
  দেশমুখ সিদ্ধান্ত ও বাংলা ৫৮৩
অর্থলোক ৫৮৪
প্রাসঙ্গিক ৫৮৬
  দেশমুখ বাঁটোয়ারা
  পাট বনাম কয়লা
  বিমানবিহার ও মুদ্রাসংকোচ
  পর্যাপ্ত খাদ্য ফলন

বিষয় — পৃষ্ঠা

তৈলে ভেজালের দায়: ৫৮৮
সংবাদ সংকলন
পণ্যদ্রব্যের বাজারে
  শর্করা-শিল্পের সংকট
শেয়ার বাজার
  বিশেষ উন্নতির অভাব

দেশমুখ সিদ্ধান্ত ও বাংলা

১৯৩৬ সালের শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনকালে স্যার অটো নিমেয়ারের সুপারিশ অনুসারে আয়করের ও পাট রপ্তানি শুল্কের একটা অংশ প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনুসারে পাটশুল্ক বাবদ মোট আদায়ের মধ্যে ৬২॥০ শতাংশ পাট-আবাদী প্রদেশগুলিকে আবাদের পরিমাণ অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ও কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলেকায় সংগৃহীত সম্পূর্ণ আয়করই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিতেন। মাত্র ব্যক্তিগত আয়করের অবশিষ্টাংশ হইতে আদায়ের খরচ বাদ দেওয়ার পর বাকী অর্দ্ধেকটা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিলি করা হইত। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিছু কম টাকা প্রদেশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত হিসাবে ভাগ হইত:—

বোম্বাই ও বাংলা ২০ শতাংশ, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ ১৫ শতাংশ করিয়া, বিহার ১০ শতাংশ, পাঞ্জাব ৮ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশ ৫ শতাংশ, আসাম, সিন্ধু ও উড়িষ্যা ২ শতাংশ করিয়া এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১ শতাংশ। দেশ ব্যবচ্ছেদের পরে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস হইতে বর্তমান সরকারের কর্ণধারগণ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সহিত আলোচনা না করিয়াই পশ্চিম বাংলার প্রাপ্য ৮ শতাংশ ও পূর্বপাঞ্জাবের প্রাপ্য ৩ শতাংশ হ্রাস করেন, এবং মাদ্রাজের প্রাপ্য ৩ শতাংশ, বোম্বাইএর প্রাপ্য ১ শতাংশ, যুক্তপ্রদেশের প্রাপ্য ৪ শতাংশ, বিহারের প্রাপ্য তিন শতাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ আসাম ও উড়িষ্যার প্রাপ্য ১ শতাংশ করিয়া বাড়াইয়া দেন। তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি ছিল যে দেশ ব্যবচ্ছেদের ফলে পশ্চিম্‌-বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাবের দাবী দাওয়া কমিয়াছে ও অন্যপ্রদেশের প্রাপ্য বাড়িয়াছে একই নীতি অনুসারে পাট রপ্তানী শুল্কে প্রদেশগুলির অংশ ও ৬২॥০ শতাংশ কমাইয়া ২০ শতাংশ ধার্য্য হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত বিলি ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ দেখা যায় তাহা দূরীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয় কিছু দিনের মধ্যেই, কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও প্রদেশ হইতে স্বাভাবিকভাবে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি দেখা যায়। সেইজন্য ১৯৪৯ সালের ২৪শে নভেম্বর

সরকার ঘোষণা করেন যে ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চের পর আয়কর ও পাটশুল্ক প্রদেশসমূহের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা নির্ধারণের ভার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীচিন্তামন দেশমুখের উপর অর্পিত হয়। সকলেই তখন আশা করিতেছিলেন যে শ্রীচিন্তামনের রায় সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে কিন্তু শ্রী চিন্তামনের যে রায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা বিশেষ আশান্বিত হইতে পারি নাই।

শ্রী দেশমুখ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুসন্ধানের পর যে রায় দিয়াছেন সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে বণ্টনযোগ্য আয়করের শতকরা ১৩.৫ ভাগ পাইবে [illegible] তৎ বাবদ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে মাদ্রাজ পাইবে ১৭.৫ ভাগ, বোম্বাই উত্তর প্রদেশ ১৮ ভাগ, বিহার ১২.৫ ভাগ মধ্যপ্রদেশ পাঞ্জাব ৫.৫ ভাগ আসাম ৩ ভাগ এবং উড়িষ্যা ৩ ভাগ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরও তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। আসামকে দেওয়া হইয়াছে ৪০ বিহার পাইয়াছে ২২ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা পাইয়াছে

সুতরাং দেখিতেছি [illegible] শ্রীযুক্ত দেশমুখ সম্পূর্ণ অবহিত না [illegible] দের সমস্যাকে বিশেষ আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। সেই- [illegible] তাঁহার এই প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর নৈরাশ্য ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের ফলে এখন দেখা যাইতেছে পশ্চিম বঙ্গ দীর্ঘদিন ধরিয়া যেসব অভিযোগ করিয়াছে তাহার কোন প্রতিকার তো হইলই না, পক্ষান্তরে কয়েকটি বিষয়ে অভিযোগের আরও নূতন কারণ দেখা দিয়াছে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য আয়করের অংশ শতকরা ১.৫ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য এবং গত বাজেটের ভিত্তিতে এই বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ৫০ লক্ষ টাকা বেশী পড়িবার কথা কিন্তু আয়কর বাবদ গত বৎসরের যে আয় হইয়াছে তাহা আগামী বাজেটে হ্রাস পাইবারই কথা। তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উক্ত ৫০ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তাহা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, আয়করের অংশ বণ্টনের ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গভীর অবিচার চলিয়া আসিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র এই সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন "পশ্চিমবঙ্গ তাহার এলাকা হইতে প্রাপ্ত আয়করের শতকরা ১৭৲ মাত্র পাইতেছিল। সেখানে বোম্বাই পাইতেছিল শতকরা ২৫৲; মাদ্রাজ শতকরা ১১০৲; উত্তর প্রদেশ শতকরা ১৮০৲, পাঞ্জাব শতকরা ৭৪৲, বিহার শতকরা ৫৮২৲; মধ্যপ্রদেশ শতকরা ২৪১৲; আসাম শতকরা ৫০৲ এবং উড়িষ্যা শতকরা ৭৫৫৲ টাকা। শ্রীযুক্ত দেশমুখ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদনুপাতে পশ্চিমবঙ্গ তাহার এলাকা হইতে প্রাপ্ত আয়করের শতকরা ২০৲, বোম্বাই পাইবে শতকরা ২৫৲, মাদ্রাজ পাইবে শতকরা ১০৭৲; উত্তর প্রদেশ পাইবে শতকরা ১৭৮৲, পাঞ্জাব পাইবে শতকরা ৮০; বিহার পাইবে শতকরা ৫৬৮৲; মধ্যপ্রদেশ পাইবে শতকরা ২৫১৲ আসাম পাইবে শতকরা ৫০৲ এবং উড়িষ্যা পাইবে শতকরা ৭৩৬৲।"

উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে একথা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে যে রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ এলাকা হইতে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হয় তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই সেই অনুপাতে সর্বাপেক্ষা কম হারে পাইতেছে, শ্রীযুক্ত দেশমুখের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার কিছু পরিমাণ উন্নতি দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গ উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহের তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম হারে আয়করের অংশ পাইবে।

পাটশুল্কের ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের [illegible] বটে কিন্তু পাটশুল্কের যে বিপুল অংশ ভারত সরকার লইয়া যাইতেছেন তাহার মূলে কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে— [illegible] কেন্দ্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু একটি প্রদেশকে সর্বস্বান্ত করিয়া কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত নহে। ১৯৪৯-৫০ সালে পাটশুল্ক বণ্টনের ব্যাপারে যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম না করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দেশমুখের নিকট আবেদন জানান হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা পাইত সেই স্থলে নূতন বাঁটোয়ারায় পশ্চিম বঙ্গ পাইবে মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ সর্বদিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে সমস্যাপ্রপীড়িত বাংলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তারা যতই মুখে দরদ দেখান না কেন আসল ব্যাপারে তাঁহারা মোটেই বাংলার প্রতি সহানুভূতিশীল নহেন। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে আগামী দুই বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি আর্থিক অবস্থা সমূহের পুনর্বিবেচনার জন্য ফিনান্স কমিশন" গঠন করিবেন। সেইজন্য ফিনান্স কমিশনের নিকট হইতে বাংলা যাহাতে সুবিবেচনা পায় তাহার জন্য এখন হইতে আন্দোলন করিতে হইবে।

অর্থনীতি

ভারত-পাক আর্থিক মিলনের চেষ্টা

আর্থিক জগতের পাঠকদের মনে থাকিতে পারে যে আমরা আমাদের বহুপূর্ববর্তী সম্পাদকীয় এক সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছিলাম যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মুদ্রামূল্য সম্পর্কে যে বিরোধ চলিতেছে তাহার অবসানের জন্য ভারতীয় মুদ্রার মান বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। গত সপ্তাহের টাকার বাজারে ঐরূপ আভাস সংবাদ রটে এবং ভারতীয় মুদ্রার অধিক কেনাবেচার তেজী দেখা দেয়।

পাকিস্তানের অর্থসচিব গোলাম মহম্মদ সম্প্রতি তাঁহার করাচীর বন্ধুর বক্তৃতা দিবার ভারত আসেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, লণ্ডনে থাকাকালীন, বিদ্রুপ বিরোধী ক্রুদ্ধ নীতির “সৌরাষ্ট্রহর্ণ” আলোচনার সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর হইতে সমাচার ঐরূপ গুজব উঠন হইয়াছে। বর্তমানে বাজারে যে গুজব রটিয়াছে তাহা দুই প্রকারের। প্রথম গুজবটি হইতেছে এই, পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারের নিকট দাবি এই প্রস্তাব করিয়াছেন ভারত তাহার টাকার মূল্য শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি করিলে পাকিস্তান তাহার টাকার মূল্য শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস করিবে। পাকিস্তান সরকার মনে করেন যে এই প্রস্তাব করিয়া তাঁহারা ভারতের দাবী মিটাইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রথম খবর ভারতের পক্ষে লোভনীয় এবং দুই ডমিনিয়নের মধ্যকার হৃদ্য এইরূপ মীমাংসার প্রস্তাব আসলে বাকী বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে ভারত সরকারের সম্মুখে কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমতঃ সামান্য কিছুদিন পূর্বে (সেপ্টেম্বর মাসে) টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া ৩।৪ মাসের মধ্যে আবার টাকার মূল্যবৃদ্ধি করিলে ভারত সরকারের অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দেওয়া হইবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে। দ্বিতীয়তঃ মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে যে সামান্য উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা ব্যাহত হইবে। সেইজন্য শুধু পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে উন্নতি করিবার জন্য ভারত সরকার এইরূপ বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইবে কিনা তাহা সন্দেহজনক।

আবার অনেকের যে গুজব রটিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ভারত-পাক যোগাযোগের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা আরো উচ্চতর বিভিন্ন স্তরের ব্যাপার নহে; এবং দ্বিতীয় পক্ষের মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। তাহাদের মতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে ভারত-পাক বাণিজ্যে অচলাবস্থা অবসানকল্পে যে আলোচনা হইবে তাহাতে মান নির্ধারণের জন্য যদি একটি সাধারণ পন্থা অবলম্বন করা হইবে। যেমন ভারত এক টন কয়লা বা লৌহ সরবরাহ করিলে পাকিস্তান এক গাঁইট পাট বা তুলা রপ্তানী করিবে। কিন্তু সেইরূপ কোন মীমাংসায় যে সম্ভাবনা নাই তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ এখনও পাকিস্তান সরকারের সহিত ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ হইয়াছে তাহার সবগুলিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে পাকিস্তান সরকারের অনমনীয়তার জন্য, দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান সরকার এখনও পর্যন্ত ভারতের পূর্বঋণ আজও প্রত্যর্পণ করে নাই। কাজেই ভারত সরকার কোন যোগাযোগের পূর্বাহ্নেই পাকিস্তানের মনোভাবের পরিচয় যখন উঠে নাই সরকারের ভবিষ্যতের জন্য পাকিস্তানের নিকট দাবী করিবে কিন্তু পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ঐ প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

তাহারা বাণিজ্য-সম্পর্ক এখনও কঠিন হইয়া রহিয়াছে। সেইক্ষেত্রে ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের দুর্গতি দেখিয়া তাহাকে সাহায্যে অগ্রসর হইবে কেন? পাকিস্তানের টাকা নাই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে এবং বাজার অভাবে সমস্ত মালপত্র নষ্ট হইবার উপক্রম, ইতিমধ্যে কলকারখানা অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ফলে পাকিস্তানের, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের, অর্থনৈতিক জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সেই অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ভারতের সহিত সহযোগিতা করিবার সাধিত আগ্রহ দেখা যাইতে পারে কিন্তু ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারের দুর্দশা নিবারণ করিতে কিসের গরজ বোধ করিবে কেন? পাকিস্তান যদি সত্য ভারতকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিত এবং পাকিস্তানের প্রচার-বৈচিত্র্যের জন্য ভারতের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু ভারত সেই শক্তি সঞ্চয় করিতে যে অক্ষম নহে তাহার সহিত পাকিস্তান এখনও পরিচিত নহে। মূলতঃ হইতে অবশ্য আমরা বলিতে চেষ্টা কোন টাকাটিতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা পাকিস্তান সরকার জানেন এবং পাকিস্তানের নিকট হইতে পাট ও তুলা ক্রয় না করিলে ভারতের পক্ষে চলা কঠিন হইবে তাহারা মনে তাহার পাকিস্তান সরকার না জানেন এমন নহে। এই বিষয়ে অবশ্য ভারতের সহিত বৈরিতা করিয়া পাকিস্তান সরকার নিজের দেশের অর্থনৈতিক জীবন অচল করিয়া তুলিয়াছেন তাহার জবাবদিহি তাঁহাদের একদিন না একদিন করিতে হইবে।

আমরা অবশ্য অবশ্য চাহিব যে দুই সরকার অর্থ এক করিয়া নিজেদের আর্থিক সমস্যা দূর করুন, কিন্তু প্রথম হইতে পাকিস্তান সরকারের আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকারের কোন দিকে পারিয়া। সেইজন্য আমরা ভারত-পাক মৈত্রীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি। কিন্তু তাহার জন্য পাকিস্তান সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া যে আবশ্যক তাহাও আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বের পরিস্থিতি সেই দিক হইতে উদার লাভ করিবার জন্য পাকিস্তান একটা রফা করিবার চেষ্টা করিতে পারে, এবং আগ্রহও দেখাইতে পারে। কিন্তু কাগজ-লিপি হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্বমূর্তি ধরিতে তাহার বাধে না। ইহার প্রমাণ অসংখ্যবার পাওয়া গিয়াছে। চুক্তিবদ্ধ হইয়া সেই চুক্তির শর্ত পালন করা যে রাষ্ট্রনীতি হইতে নির্বাসিত হইয়াছে তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করাই বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে কোনোরূপ আপোষ-মীমাংসা করিবার পূর্বে দেখিতে হইবে ইহা তাহার সুবিধা আদায়ের ফিকির কি না এবং তাহার মনোভাবের পরিবর্তন সত্যই হইয়াছে কি না। পাকের নীতি সমান থাকিলে আর যায় যাউক না বলিয়া প্রতিশ্রুতি করা হলে কিন্তু তাহা রাখিয়া গেলেই সমতার সাধন জন্য লাঞ্ছিত হইবার প্রধান একটা আছে। পাকিস্তান সেই বাগ-বিতণ্ডা পরিহার না করা পর্যন্ত ভারতকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রায়ই উচ্চ হইয়াছে, এখন কেবল [illegible] পাওয়া গেলেই যেন ভারত সরকার [illegible] থাকেন।

বিমানবিহার ও মুদ্রাসংকোচ

অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিমান-যানের মালিকী হইতে শুরু করিয়া দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য দ্রব্যাদির দাম অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের মধ্যে ইহা এক-রকম বাধাইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের সময়টা [illegible] লোকে যখন প্রত্যেক পরিবারের [illegible] জন্য নিযুক্ত ছিল। সুতরাং টিকিট-দরের দাম বাড়িলেও তাহা কাহারো গায়ে লাগে নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন যুদ্ধের দাম আর তাহা নাই, কিন্তু যুদ্ধ-জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও তজ্জনিত দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য এখনও বজায় আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে জীবন-ধারণ করা তাই এখন এত কঠিন হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার জন্য গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে কোনো উদ্যোগ হয় নাই, বা তাঁহারা এ বিষয়ে সচেতন নয়, এমন কথা বলি না। আমাদের বলিবার কথা এই, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রাসংকোচ আজও ঘটে নাই। কিন্তু বর্তমানে সরকারি [illegible] দেখা যাইতেছে, মুদ্রাসংকোচন [illegible] আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাজারে বিক্রেতাগণ দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু ক্রেতার ভিড় অনেক কমিয়া গিয়াছে। লোকের হাতে টাকা কমিয়াছে—ইহা বড় কথা নয়, সাধারণ লোকের হাতে টাকা কম থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্প্রতি [illegible] পাওয়া গিয়াছে, বিমানে বিমানযাত্রীর সংখ্যা [illegible] করিয়াছে এবং করিবার সম্ভাবনা আছে। যাহারা বিমানে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাতায়াত করেন, তাঁহারা স্বভাবতই সম্পন্ন। সেই সম্পন্নশ্রেণীর মধ্যেও যখন অর্থের [illegible] করিবার আরম্ভ দেখা গিয়াছে, তখন লক্ষণ ভালো বলিতে হইবে। বিমান যাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে, এবং আরও কমিয়া যাহাতে না যায়, সেজন্য বিমান কোম্পানিসমূহ ভাড়া কমাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এয়ার ট্রান্সপোর্ট লাইসেন্সিং বোর্ড বিমান কোম্পানিসমূহকে [illegible] হইতে চার আনার মধ্যে [illegible] ভাড়া নির্ধারণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এয়ার ইন্ডিয়া, ডেকান এয়ারওয়েজ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ এয়ার-ওয়েজ ও ভারত এয়ার-ওয়েজ ইতিমধ্যেই ভাড়া কমাইয়াছেন। [illegible] কোম্পানি যথাসম্ভব ভাড়া বিশেষ কমাইয়াছেন। এদিক হইতে বলা যায়, মুদ্রাসংকোচন আরম্ভ হইয়াছে; এদিকে যদি বিভিন্ন দ্রব্যের দাম [illegible] ক্ষেত্রে দেশের [illegible] নিযুক্ত করার জন্য গভর্ণমেন্ট উদ্যোগ করেন, তবে হইলে দেশের আর্থিক অচল-অবস্থা [illegible] লাভ হয়।

খাদ্যে স্বাবলম্বন

গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে [illegible] আলোচনাকালে [illegible] মিঃ [illegible] ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে বিদেশের উপর নির্ভরতা হইতে ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য যে উদ্যোগ গৃহীত হইয়াছে, তাহা সফল হইবার আশা কম। এই উদ্যোগ শুরু হইবার পরও খাদ্যে বাহিরের আমদানি কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। মিঃ [illegible] খাদ্য পরিমাণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ১৯৪৮ সালে যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি হয় ১৯৪৯ সালে আমদানি হয় তাহার প্রায় দ্বিগুণ। তিনি আরও ব্যক্ত করেন যে, যে তথ্যের ও সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ভারত-সরকার ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার আশা পোষণ করিতেছেন, সে তথ্যই সম্পূর্ণ ভুল। মিঃ [illegible] উক্তি অন্যভাবে এমন কথা আমরা না বলিলেও আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়, যে তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এই তথ্য প্রকাশ করিলেন, সেই নির্ভুল তথ্য তিনি পাইলেন কোথায়। তাঁহার দখলে যদি তেমন তথ্য থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তিনি তাহা অবিলম্বে প্রকাশ করিলে গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের উপকারে আসিবে। কেন না, জনসাধারণও তাহা হইলে সঠিক বুঝিতে পারে, খাদ্যের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং গভর্ণমেন্টও প্রকৃত সেই তথ্যের দ্বারা চালিত হইয়া নূতনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন। ভুল হইয়াছে বলিয়া [illegible] শেষ না করিয়া যদি শুধু সমালোচনা দেখা যায়, তাহা হইলে সেই পথে [illegible] সহায়তা হইয়া থাকে। আমরা সরকারী তথ্যকে নির্ভুল বলিতে চাই না, মিঃ [illegible] উক্তিকে বিপরীত বলিতে রাজি না। আসলে আমরা ঠিক কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সেই সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ কামনা করি। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে হইতেছে, সেই অর্থ যাহাতে দেশে নিয়োজিত হইতে পারে ও দেশের কৃষি [illegible] হয়, আমরা এই আশাই পোষণ করি।

একদিকে ভারত সরকারের খাদ্য [illegible] শ্রীযুত [illegible] গত সপ্তাহে এক [illegible] পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও [illegible] খাদ্য [illegible] বিষয়ে আলোচনা করেন বলিয়া [illegible]। অপর দিকে খাদ্য উৎপাদনের আন্দোলনকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে [illegible] পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের জন্য নূতন ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের বিষয় [illegible] দিতে হইয়াছে। ১৯৫১ সালের পর আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি না করার প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন ১৯৫০-৫১ [illegible], ১৯৫১ শেষ হইতে এখনও প্রায় দুবছর বাকি। যেমন উৎপাদন ও উদ্যোগ [illegible] যদি একযোগে ভারত-সরকারের এই সংকল্প পালনে সহায়তা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে একটা সুরাহা না হইবার কোনো কারণ নাই। আমরা অতিরিক্ত আশাবাদী না হইলেও মিঃ [illegible] মত নিরাশাবাদী হই নাই। [illegible] এই দুটি [illegible] যদি আমরা সকলে আমাদের [illegible] তাহা হইলে ভারত-সরকারের সংকল্প কার্যে পরিণত হইতে বাধা কি। এ সব ক্ষেত্রে [illegible] না করিয়া এবং বিশেষ [illegible] না বুঝিয়া [illegible] সকলেই [illegible]। কৃষি-প্রধান দেশ বলিয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছে পরিচিত, সেই কৃষিকার্যের [illegible] যদি পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেটা যেমন [illegible] বিষয় তেমনি পরিতাপের। আমরা, ভারতবাসীরা, ইহা যেন মনে রাখি।

তৈলে ভেজালের মাত্রা

[illegible]

Variable Ballast

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT - NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

[illegible]

নিজ অর্থাভিত্তি শিল্প না হইলে বা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা না হইলে উচিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনানুযায়ী কাজের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। শাসনতন্ত্রের নির্দেশাবলী সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ভারতের বর্তমান প্রস্তাব এই নীতিকে গণতন্ত্র রাজনীতিতে প্রসারিত করিয়াছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের, অর্থাৎ সর্বোচ্চ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া উচিত। অতঃপর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দেব বলেন যে, ইহাতে শিল্পে মজুর, শিল্পপতি ব্যবসায়ী, ব্যবস্থাপক কর্মচারী ও ক্রেতা—সকলেরই সমান ব্যবস্থা করিয়া তুলিবার জন্য আবেদন করা হয় এবং জনসাধারণের উদ্দীপনা লাভ করিয়া উহা সার্থকতা লাভ করে। উহা দ্বারা এই কার্যের জন্য জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহযোগিতা লাভের প্রয়োজন। পরিকল্পনা রূপায়ণকারী কর্মীদের ও সরকারের মধ্যে সম্পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন বলিয়াছে মনে হয়। উহা সমষ্টি বলিয়া পুনর্গঠিত হইবার পূর্বে গৃহীত বা আংশিকভাবে বর্জিত হইতে পারে; সুতরাং সরকারের সহিত পরিকল্পনা রূপকারী কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন একান্ত ভাবে প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প পরিচালনার কথা শ্রীযুক্ত দেব বলেন এবং সমবায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কৃষি ও শিল্পে প্রয়োগের কথা তিনি বলেন। শ্রীযুক্ত দেব, এই বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার উপরই বিশেষ জোর প্রদান করেন এবং বলেন যে, গণতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করিলে ব্যক্তি জীবন ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হয়। জাপানের বিভিন্ন অর্থনীতির শক্তি সহযোগিতার পথ বাণিজ্যিক পরিকল্পনা চালু হওয়ার মধ্যেই প্রসারিত হইয়াছিল, জনসাধারণের সংযোগ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভ করিয়া থাকিয়া, দেশের সমস্যা ও শোষণ দূর করিয়া সকলের জন্য অর্থ ও সম্পদের সন্ধান করিয়া এই দেশকে সুখী করিয়া তুলিবার জন্য সকলের নিকট তিনি আবেদন করেন।

চার্টার্ড একাউন্টেন্সির ফাইনাল প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপের পরীক্ষার ফল

১৯৪৯ সালের চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বিধি অনুসারে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের যে ফাইনাল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে সেই পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যাহারা কেবলমাত্র গ্রুপ (১) অথবা গ্রুপ (২) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন নিম্নে তাহাদের ক্রমিক নম্বর ও নাম দেওয়া হইল—১৭০ বিনোদবিহারী ব্যানার্জী, ৩৬৪ সুশান্তকুমার ব্যানার্জি, ৩৩২ প্রদ্যোৎকুমার ব্যানার্জি, ৩৩৫ জ্যোতিষচন্দ্র ব্যানার্জি, ৩১৮ অমরেন্দ্র বসু, ৩৬৭ শান্তিরঞ্জন বসু, ৩৭৫ নিরঞ্জন বসু, ৩১০ সত্যেন্দ্রকুমার বসু, ২১৩ জগদীশকুমার বসু, ৩১৮ সতীশমোহন বসু, ৩১৯ কালিদাস চ্যাটার্জি, ৩৬৩ রবিশঙ্কর দাস, ৩২১ দ্বারকানাথ দাস, ২৫৭ অমরেন্দ্রচন্দ্র দাস, ৩৬১ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ৩১৩ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৩৬৮ নির্মলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬৭ সুধাংশু ঘোষ, ২০৬ দীনেশকুমার দাশগুপ্ত, ৩১১ শান্তিকুমার গুপ্ত, ২৫৩ সনৎকুমার গুপ্ত, ৩১১ বিজয়ভূষণ গুপ্ত, ১১ অনিল চন্দ্র গুপ্ত, ২২২ অরুণকুমার লাহিড়ী, ২৫৪ নির্মল লাহিড়ী, ২০৩ অজিতকুমার মিত্র, ৩১১ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৫১ রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ২১৯ বিমলবিহারী মুখোপাধ্যায়, ২১৯ দুর্গাদাস রায়, ২১৯ বিমলেশ রায়চৌধুরী, ৩১৫ শচীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, ২১৬ শংকরপ্রসাদ রায়, ২৩১ অজিতকুমার সেনগুপ্ত, ২২২ অজিতকুমার সেনগুপ্ত, কালীপদ সেনগুপ্ত, ২৯১ এস কে সেনগুপ্ত, ২১১ সুবোধকুমার সিংহ রায়। ২৬০ সুকুমার চক্রবর্তী।

১নং গ্রুপের ফলাফল

১৯৪৯ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে যে পরীক্ষায় যেসকল পরীক্ষার্থী কেবলমাত্র ১নং গ্রুপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

৩৫১ অরুণকুমার আচার্য, ২৬০ আলোক ব্যানার্জি, ৩০৮ গৌরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ৩৩১ হরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ি, ২৮২ গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, ২০৯ রঘুপতি চক্রবর্তী, ৩১১ শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩০০ অজয়কুমার দাশগুপ্ত, ২১২ রাধানাথ দাস, ৩৪৪ বিমলভূষণ দত্ত, ২৩১ শংকর গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৩১ নির্মলকুমার ঘোষ, ৩৬০ প্রণবেশ গুহঠাকুর, ২১১ অজিত গুপ্ত, ৩৬৪ গোবিন্দ নাথ নাগ, ২২২ নরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, ২৬১ কে, কে, সরকার, ৩২৮ মনোজকুমার সেন, ২৬৬ সদানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী গ্রুপ (২) এ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের ক্রমিক নম্বর ও নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

২৬৬ বিনয়কুমার ব্যানার্জি, ২৬৭ শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ২৬০ দেবব্রত ব্যানার্জি, ২৫৮ সুনীলকুমার ব্যানার্জি, ২৬৯ নিখিলচন্দ্র বসু, ২৬৮ হরেন্দ্রনাথ দাশ, ২৬৮ গোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত, ২২১ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৫০ রমেন্দ্রমোহন ঘোষ, ২৫৮ সুধীরচন্দ্র গুহ, ২৩১ সুধীরচন্দ্র বসু, ২৯২ অমলেন্দুকুমার রায়চৌধুরী, ৩৪৮ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ২৬৬ হরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৫২ সতীশচন্দ্র ঘোষ, ২৩৮ অজিত দত্ত, ২৬৬ শ্যামাপদ মিত্র, ২৫৫ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ২৫২। গোপালচন্দ্র মুখার্জি।

প্রস্তুতকারকদের শিল্প-প্রদর্শনী

দুইশত ইউরোপীয় দেশের, জার্মানি, জাপান এবং ইউরোপের অন্যান্য (দেশ) প্রস্তুতকারকদের শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রদর্শনীটি বর্তমান বৎসরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হইবে এবং মার্চ পর্যন্ত খোলা হইবে। বিভিন্ন ভারতীয় প্রস্তুতকারকের সমেত উহাতে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতে এবং বিদেশে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে এবং বিশেষ প্রধান বিভাগে প্রদর্শিত বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য দেখানো হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রধানতঃ রাসায়নিক দ্রব্য তাঁত বস্ত্র এবং আংশিক বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও বহুল ইঞ্জিনিয়ারিং জাতীয় দ্রব্য মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। নয়াদিল্লী হইতে পুরাতন দিল্লী পর্যন্ত সড়কের ধারে ৩ লক্ষ বর্গ ফুট এলাকায় প্রদর্শনী খোলা হইবে।

অর্থ কমিশন শীঘ্র নিয়োগ করা হইবে

অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে শীঘ্রই শাসনতন্ত্রে অর্থ কমিশন গঠনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে সরকার তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন এবং শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী সরকার দুই বৎসর অপেক্ষা করিবেন না। কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে ডাঃ মাথাই উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এবং অন্যান্য যে প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে যে সকল দেশীয় রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত মিলিত হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হয় নাই।

বিদ্যুৎ যাতে অবিলম্বে সরবরাহ প্রাপ্তি হয় এবং এই বিদ্যুৎ [illegible] হয়।

আসামে উদ্বাস্তু পুনর্বসতি

ওয়াকিবহাল মহলের নিকট হইতে জানা যায়, ভারত গবর্ণমেন্ট পূর্ববঙ্গের ১,১০,০০০ উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে আসামীতে একটি প্রস্তাব আসিয়াছে। আসাম প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত [illegible] কমিটির পুনর্বসতি সাব কমিটির সভায় কমিটির মূল সভাপতির জন্য [illegible] ও শ্রী[illegible] কমিটির [illegible] যে সকল প্রস্তাব গৃহীত ও সাব-কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছিল, তদনুসারেই উপরোক্ত সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বসতি ব্যবস্থায় ভারত গবর্ণমেন্ট সম্মত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত আসাম গবর্ণমেন্ট পূর্বাঞ্চ [illegible] কোন স্থানে উদ্বাস্তু পুনর্বসতি ব্যবস্থা করার নিমিত্ত [illegible] উপরোক্ত উদ্বাস্তুগণ [illegible] হাজার একর ও এখন হাজার একর জমি নির্বাচন করিয়াছেন। তদনুযায়ী পুনর্বসতির জন্য আসাম গবর্ণমেন্ট ৬০-৭০ লক্ষ টাকার [illegible] প্রায় দুই হাজার একর এবং পতিত জমি উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিবেন। এই সকল জমির উন্নয়নের জন্য যে টাকা [illegible] হইবে তাহা ও বর্তমান বছর [illegible] সরকারী কৃষি বিভাগ [illegible] পরিবারকে পরিবার [illegible] টাকা করিয়া ঋণ দেওয়া হইবে। উদ্বাস্তু পরিবার ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই বৎসরের জন্য ঐ বৎসরের ঋণ ও বৃত্তির জন্য মঞ্জুর করা হইবে। এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট সাহায্য মঞ্জুর করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। শহর অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের জন্য গৌহাটি ও আসামের অন্যান্য শহরে বাসগৃহগুলিতে দুইশত বিশটি কুটির ও [illegible] নির্মাণ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত, আসামের পুনর্বসতি পরিকল্পনার জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

লড়াই-ফেরৎ নাবিকের কল্যাণ-তহবিল

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৪৬ সালে আইনসভার দ্বারা তহবিল হইতে ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া লড়াই-ফেরৎ নাবিকের জন্য যে কল্যাণ তহবিল গঠন করা হইয়াছিল, তাহার বহু পরিমাণ অর্থ এখনও ব্যয় করা হয় নাই। লড়াই-ফেরৎ নাবিকের উন্নত শিক্ষার, তাহাদের দুঃস্থদের দুঃখ দূর করা এবং বার্ধক্য জীবনে তাহাদিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য দানের জন্য ঐ তহবিল গঠন করা হইয়াছিল।

ভারত সরকারের প্রস্তাবের অধীন পুনর্বসতি ও নিয়োগ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সেই তহবিলের প্রতিনিধি আটটি [illegible] ও তিনটি [illegible] প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি কমিটি ঐ তহবিল পরিচালনা করেন।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের পুনর্বসতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত আঞ্চলিক ডিরেক্টরের হাতে ১৮ হাজার ৭৫০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এ পর্যন্ত ৬০৫ জন লড়াই-ফেরৎ নাবিককে ১৮ হাজার ৭৫০ টাকা সাহায্য দান করা হইয়াছে।

লড়াই-ফেরৎ নাবিকের হিতার্থেই গবর্ণমেন্ট ঐ টাকার সবটাই ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন। বরাদ্দ আঞ্চলিক ডিরেক্টরের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠাইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ভোটার-তালিকা

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নূতন নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ১ কোটি ৭ লক্ষ সরকারী ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কৃষিজীবীদের ভোটদাতাদের সংখ্যা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

১৯৪১ সালের লোকগণনার হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মোট অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ১২ লক্ষ। কিন্তু দেশ বিভাগের পর এই প্রদেশে বহু সংখ্যক অধিবাসী আগমন করিয়াছে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী এখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, কৃষিজীবীদের অধিবাসীসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ।

ভোটদাতাদের প্রাথমিক তালিকা এখনও মুদ্রিত হইতেছে। আগামী এপ্রিল মাসে উহা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অতঃপর জনসাধারণের পক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহার ভিত্তিতে ভোটার-তালিকা সংশোধন করা হইবে। যে সকল ভোটার সম্পর্কে কারণ বা ত্রুটি বর্তমান রহিয়াছে গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

কলিকাতায় পাকিস্তানে ক্রীত পাট

দুই মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ ক্রীত ২,৭০,৫৩৮ মণ পাট এযাবৎ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে।

পাকিস্তানে ভারতীয় ব্যবসায়িগণের আটক পাটের ইহা সরকারী হিসাব মাত্র।

এ পর্যন্ত পশ্চিমে পাকিস্তান কর্তৃক আটক আসাম পাট আসিয়াছে ১,০০,১০০ মণ।

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান মিঃ এন এম আয়ারের নিকট হইতে উপরোক্ত তথ্য জানা যায়।

খাদ্য সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের অতিরিক্ত উপদেষ্টা মিঃ এস বস্তু রাও সি, আই, ই সাহেবের প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, ভারত সরকার এই বৎসরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং উহার মতে ইহা সম্ভব হবে। খাদ্য উদ্বৃত্ত হইবার প্রসঙ্গে [illegible] দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, [illegible] খাদ্য উৎপাদন করে। সরকার ব্যাপকভাবে কৃষিকে [illegible] বীজ ও সারের সুষ্ঠু প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছেন। এই সঙ্গে সরকার চাষ প্রণালীর উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ধান হইতে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় চাল [illegible] অবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পাক্ষিক অর্থনৈতিক আলোচনা পত্রিকায়, কংগ্রেস অর্থনীতি কমিটির পরিকল্পনানুযায়ী অর্থনীতি ও পরিকল্পনা [illegible] সম্পর্কে [illegible] কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশংকর রাও দেও বলিয়াছেন যে এই প্রবন্ধে দেশের সুসংগঠিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ-ব্যবস্থা রূপায়নে যে সকল দল বিভাগ আছে তাহাদের সকলের জন্য এই উদার সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা প্রতিফলিত দেখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেও আরও বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত গঠিত হইবে, ততদিন আসিবে

সংবাদপত্রাদিতে পরিচিত করিতে বলেন এবং [illegible] মারফত অনুরূপ করিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

পাটজাত উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা

পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের প্রতিনিধিবৃন্দ গত শুক্রবার [illegible] কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পাট উৎপাদন কমিটি ভবনে ভারত গভর্ণমেন্টের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুত পাতিলের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া রাজ্যে রাজ্যে পাটজাত উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অধিক পাট উৎপাদনের আন্দোলনকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এযাবৎ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলির ফলাফল এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য পাটজাত উৎপাদনের জন্য নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে বৈঠকে আলোচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ প্রতিনিধিত্বে পাট উৎপাদনের জন্য পৃথকভাবে প্রতিনিধিবর্গ আলাপ আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত পাতিল এই দিনই দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসেন।

চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ স্টীমার চলাচল বন্ধ

ইউ-পি-আই এর সংবাদে প্রকাশ চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের মধ্যে স্টীমার চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে যাত্রীদের বাধ্য হইয়া [illegible] দিয়া নৌকায় যাতায়াত করিবার ঝুঁকি লইতে হইতেছে।

পাকিস্তানের ৪১ লক্ষ মুসলমান

নয়াদিল্লী পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৫২ সালের অক্টোবর শেষ পর্যন্ত মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মুসলমান ভারতে বিশেষভাবে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি বলেন, এই সব মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ সম্পর্কে [illegible] সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, এই সব মুসলমান যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিতে না পারে তজ্জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আসাম সম্পর্কে ভারত সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অধিকারী নির্দেশ জারী করিয়াছেন। এই অধিকার বলে [illegible] ভারতের নাগরিক নহেন এরূপ যে কোন ব্যক্তিকে আসাম হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হইবে। পাকিস্তানের [illegible] পরেই যাহারা আসামে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যাহাদের উপস্থিতি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর তাহাদের সংক্ষেপে এই অধিকার বলে বিতাড়িত করা যাইবে। এতদ উদ্দেশ্যে আসাম গভর্ণমেন্টকে এবং গভর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট অফিসার কর্মচারীকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।

সর্দার মান—এই ব্যবস্থার পূর্ব বঙ্গের জন্য হিন্দু [illegible] বিতাড়িত করিবার সুযোগ দিবে কি?

মন্ত্রী উত্তরে বলেন আসাম গভর্ণমেন্ট উহা করিবেন তাহা আমি আশা করি না।

অশোকস্তম্ভ অঙ্কিত নোট

গত বৎসর ভারতীয় রাজ্যের প্রতীক হিসাবে গভর্ণমেন্টের অশোক স্তম্ভ অঙ্কিত নূতন নোট বাহির হয়। এই সকল নোটে পুরাতন সম্রাটের মুখ বাদ দেওয়া হইয়াছে, তবে উহার স্থানে পরিবর্তে রাষ্ট্রের প্রতীক অশোক স্তম্ভ স্থান পাইয়াছে।

অর্থদপ্তর হইতে এক টাকার নোট এবং [illegible] দশ টাকা, [illegible] টাকা ও দুই টাকার নোট বাহির করা হইয়াছে।

দুই টাকার নোটের রং [illegible] পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উহা [illegible] বর্ণের পরিবর্তে [illegible] বর্ণ করা হইয়াছে।

বিক্রয়-কর বহাল রাখার ব্যবস্থা

অতিরিক্ত সংবাদ [illegible] ১৯৫০ সালের বিক্রয় কর বহাল রাখা সংক্রান্ত আদেশ নামে প্রেসিডেন্টের একটি আদেশ জারী করা হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ২৮৬ নির্দেশ অনুযায়ী যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে যে কোন রাজ্যের গভর্ণমেন্ট যে সব আইন বলবৎ করিতেছিলেন উহা বহাল থাকিবে।

শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট আরও একটি আদেশ জারী করিয়াছেন।

ভারতে শ্রম-বিরোধ

সম্প্রতি ভারতের গত নভেম্বর মাসের শ্রম-বিরোধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৫২ সনের মধ্যে অক্টোবর মাসেই শ্রম-বিরোধের ফলে কম সংখ্যক শ্রমিক-রোজ নষ্ট হয়।

উক্ত মাসে মোট ৮৬টি শ্রমবিরোধ দেখা দেয়; পূর্ববর্তী মাসের শ্রমবিরোধের সংখ্যা ছিল ৮৯টি। অক্টোবর মাসে মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৮০ জন শ্রমিক ঐ সকল বিরোধে জড়িত হওয়ায় তাহাদের মোট ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৬৩টি রোজ নষ্ট হয়। পূর্ববর্তী মাসে শ্রম বিরোধে ৮৮ হাজার ৮২৭ জন শ্রমিক যোগ দেয় এবং এজন্য তাহাদের মোট ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৬ রোজ নষ্ট হয়।

অক্টোবর মাসের ৮৬টি শ্রম-বিরোধের মধ্যে ১৬টি ক্ষেত্রে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৯টি কারখানা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং ঐ সকল কারখানায় মোট ৮৩ হাজার ২৩৩টি শ্রমিক-রোজ নষ্ট হয়।

ঐ মাসে বোম্বাইয়ে শ্রম-বিরোধের উন্নতি দেখা দেয়। সেখানে নভেম্বর মাসে ৩০টি শ্রম-বিরোধে মোট ১৭ হাজার শ্রমিক জড়িত হয় এবং তাহাদের ৫৬ হাজার রোজ নষ্ট হয়; পূর্ববর্তী মাসে ৩২টি শ্রম-বিরোধে ২১ হাজার শ্রমিক জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহাদের ৯ লক্ষ ৩০ হাজার রোজ নষ্ট হয়। উক্ত মাসে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-বিরোধ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি দৃষ্ট হয়। সেখানে মোট ১৩ হাজার শ্রমিক শ্রম-বিরোধে জড়িত হওয়ায় তাহাদের মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার রোজ নষ্ট হয়; পূর্ববর্তী মাসে নষ্ট হইয়াছিল ৮০ হাজার শ্রমিকের মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার রোজ।

অক্টোবর মাসে আসাম, উড়িষ্যা ও আজমীঢ়-মাড়োয়ারে কোন প্রকার শ্রমিক-বিরোধ ছিল না।

অক্টোবর মাসের শ্রম-বিরোধসমূহের মধ্যে ৭টির কারণ জানা যায় নাই। অবশিষ্টগুলির মধ্যে ২৩টি বেতন, ভাতা, বোনাস প্রভৃতি সংক্রান্ত এবং ২৩টি ছাঁটাই ও [illegible] সম্পর্কীয়। ১৩টি ধর্মঘট শ্রমিকদের দাবী পুরাপুরী অথবা আংশিকভাবে মিটান হইয়াছে। একটি

সংবাদ সংকলন

কেন্দ্রীয় সরকারই বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রদেশের প্রাপ্য আয়করের অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল প্রদেশ বর্ত্তমানে পাট রপ্তানি শুল্কের অংশ প্রাপ্ত হইতেছে, সংবিধানের ২৭৩ নং বিধি অনুসারে তাহাদিগকে যে সাহায্য-মঞ্জুর অর্থ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হইবে।

অর্থ দপ্তর হইতে প্রকাশিত একটি প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে—

প্রদেশসমূহের প্রাপ্য আয়করের অংশ [illegible] এবং প্রদেশসমূহের প্রাপ্য অংশ [illegible] সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর ১৯৪৯ সালের [illegible] নূতন [illegible] কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিশন তাহার [illegible] শেষ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত [illegible] করিয়াছেন এবং তাহা ভারত সরকারের [illegible]। উক্ত সিদ্ধান্ত [illegible] প্রদেশের প্রাপ্য আয়করের অংশ [illegible] (এখন উপরাষ্ট্রসমূহের) মধ্যে নিম্নরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন :—

উপরাষ্ট্রের নাম	শতকরা অংশ
মাদ্রাজ—	১৭.৫
বোম্বাই—	২১
পশ্চিমবঙ্গ—	১৩.৫
উত্তরপ্রদেশ—	১৮
বিহার—	১২.৫
মধ্যপ্রদেশ—	৬
পাঞ্জাব—	৫.৫
আসাম—	৩
উড়িষ্যা—	৩

যে সকল প্রদেশ আয়করের অংশের পরিবর্ত্তে পাট রপ্তানি শুল্কের অংশ গ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে সংবিধানের ২৭৩ নং বিধি অনুসারে যে সাহায্য-মঞ্জুর অর্থ পরিমাণ নির্দ্ধারণ হইবে বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন :—

উপরাষ্ট্র	লক্ষ টাকায়
পশ্চিমবঙ্গ—	১০৫
আসাম—	৪০
বিহার—	৩৫
উড়িষ্যা	৫

১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে উক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হইবে এবং ফাইন্যান্স কমিশন গঠনের পর এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

উপরাষ্ট্র [illegible] আয়করের অংশ বণ্টন ব্যাপারে [illegible] দেশীয় রাজ্যসমূহের [illegible] বিবেচিত হয় নাই। এই সকল দেশীয় রাজ্য যে সকল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই সকল প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের মধ্যে অর্থনৈতিক [illegible] সময় [illegible] গভর্ণমেন্ট পৃথকভাবে বিবেচনা করিবেন।

চিনি সংক্রান্ত গোলযোগ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, চিনি সংক্রান্ত গোলযোগ সম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট ভারত গভর্ণমেন্টের হস্তগত হইয়াছে।

উহা সম্ভবতঃ [illegible], চিনি শিল্পের অবস্থা নির্দ্ধারণ, চিনির মূল্য এবং আখের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও উহার কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নীতি এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিবে। তবে এ সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের নীতি নির্দ্ধারিত হইতে কিছু সময় লাগিবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগ [illegible] বোর্ডের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিবেন।

ইঙ্গ ভারত অর্থনৈতিক চুক্তি

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে যে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তৎসম্পর্কে সাময়িক আলোচনার জন্য যে যুক্ত আলোচনা কমিটি আছে [illegible] তাহার [illegible] হইয়াছে। উভয় দেশের [illegible] তাহার [illegible] সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করেন [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক প্রথায় পাটজাত মাল নির্দ্ধারণ

ভারতীয় মান নির্দ্ধারণ প্রতিষ্ঠানের [illegible] (তৈল ও [illegible]) শাখা কমিটি [illegible] লিমিটেড, [illegible] লিমিটেড এবং [illegible] লিমিটেড সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এই সকল মানসমূহ [illegible] ভারতের বাণিজ্যিক [illegible] প্রতি প্রযোজ্য হইতেছে। [illegible] সকল [illegible] উৎপাদনের জন্য উহা প্রযোজ্য হয়। [illegible] তৈল ও [illegible] হয়।

এইসকল মান [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible], [illegible] ইউনিয়ন, [illegible] ও বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এইগুলি সম্পর্কে মতামত দেওয়ার শেষ তারিখ [illegible] ধার্য্য হইয়াছে।

৮ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস ইনষ্টিটিউশন, ১১নং [illegible] রোড, ওল্ড সেক্রেটারিয়েট, দিল্লী ৮।

খাদ্য-উৎপাদন গবেষণার সুফল

সম্প্রতি কটকস্থিত কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণাগারের প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে গবেষণাগারের ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪৮ সালের জুন পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যের কার্য্যকলাপ বিবৃত হইয়াছে। ঐ বিবরণী হইতে জানা যায় যে উড়িষ্যায় যে সব জমিতে বর্ত্তমানে মাত্র একবার ধান্য ফসল উৎপন্ন হয় সেগুলির মধ্যে কোন কোন জমিতে দুইবার ধান্য উৎপাদন করা সম্ভব।

গবেষণাগারে দুই হাজার প্রকার ধান্য দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে কতক প্রকার ধান্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ [illegible] অঞ্চলে সেচের সুবিধা যে অঞ্চলে আছে সেখানে ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। ঐ সকল অঞ্চলে একই জমিতে পর পর দুইবার ধান্য উৎপাদন করা যায়। কোন কোন প্রকার ধান্য বপন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে গবেষণা চলিতেছে।

ধান্য চাষে বৈজ্ঞানিক সার ও জৈব সার প্রয়োগের ফলাফল নির্ণয় যে সম্বন্ধে গবেষণাগারে পরীক্ষা চলিতেছে।

ধানের রোগ নিবারণ সম্পর্কেও গবেষণাগার বহুবিধ ব্যাপৃত আছেন।

১৯৪৬ সালে ভারত গভর্ণমেন্ট কটকে ঐ গবেষণাগার স্থাপন করেন। কটক অঞ্চলের জলবায়ু ধান্যচাষের বিশেষ উপযোগী। এখানে গড়ে বৎসরে ৬০.৬০ ইঞ্চি বারিপাত হয়।

[illegible]

শর্করা-শিল্পের সংকট

চিনির উপর যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চলিতেছে [illegible] চলিতে থাকিবে কি না—এ সম্পর্কে কোনো কোনো মহলে বিশেষ আলোচনা [illegible] যেসব প্রদেশে আখ উৎপন্ন হয়, সেই সেই প্রদেশে [illegible] [illegible] চিনি উৎপাদন [illegible] [illegible] যুক্তপ্রদেশে [illegible] [illegible] চিনি উৎপাদন [illegible] [illegible] ১৯৪৮-৪৯ সালে ১০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়, তাহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশে [illegible] [illegible] যুক্তপ্রদেশের [illegible] [illegible] [illegible] চিনির [illegible] [illegible] আলোচনার [illegible] [illegible] এক বৈঠক ডাকিবে।

বিভিন্ন চিনি উৎপাদন ও [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] চিনি বাজারে [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] চিনি [illegible] [illegible] [illegible]

গত [illegible] [illegible] চিনির বাজারে [illegible] [illegible] কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। [illegible] [illegible] চিনির [illegible] [illegible] [illegible]

চিনি-শিল্প সম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট [illegible] [illegible] রিপোর্ট [illegible] বিবেচনা করা হইতেছে। চিনির উৎপাদন [illegible] [illegible] চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible] করা যাইতে পারে।

[illegible]

গুড়

[illegible] [illegible] বিভিন্ন [illegible] [illegible] চিনির [illegible] [illegible] [illegible]

খাদ্যশস্য

[illegible] চিনি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] চিনির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা প্রয়োজন হইয়াছে।

চা

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া আশা [illegible] [illegible] কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়।

শেয়ার বাজার

বিদেশে উন্নতির অভাব

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাজারের হালচাল

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible]

কাগজের কল

[illegible]

কয়লা

[illegible]

পাট

[illegible]

খনি

[illegible]

সিমেন্ট

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

চা

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

(১৬০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

[illegible]

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক [illegible] মুদ্রাকর :—[illegible]

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৩৮ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী, [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়			
বিনিয়োগ ও সঞ্চয়	৫৮৯	সংবাদ সংকলন	
		কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন	
প্রাসঙ্গিক	৫৯১	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
খাদ্যে ভেজাল		খাদ্যশস্য সম্বন্ধে সংযোজনা	
উৎপাদনবৃদ্ধির বিবরণ			
শিক্ষিত কারিগর		শেয়ার বাজার	
কাশ্মীর		অনিশ্চয়তার ভাব	
সরকারী দপ্তর স্থানান্তরকরণ			

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ভারতবর্ষ যে দ্রুত এক বিরাট আর্থিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইতেছে, এ সম্পর্কে আমাদের দেশে অনেকেই আজ প্রায় নিঃসন্দেহ। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্রমিক অবনতি, বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারী নীতির সুস্পষ্ট ব্যর্থতা এবং দেশব্যাপী ধূমায়মান অসন্তোষ তাঁহাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেককেই হতাশ করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ অস্বীকার করা বৃথা যে অনতিবিলম্বে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যদি উল্লেখযোগ্য উন্নতি না ঘটে তবে সামাজিক পরিবর্তনের যে ব্যাপক ও বিশাল স্রোত আজ এ বিশ্বকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমাদের সমাজ-জীবনের সমগ্র ভিত্তিকেও তীব্রভাবে আঘাত করিবে, সে আঘাতের ফল যে সুদূরপ্রসারী হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতবর্ষ মুখ্যত কৃষিনির্ভর দেশ। ভারতের বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কারণ কৃষির উপর আত্যন্তিক নির্ভরতা। ইহা একপ্রকার সর্ববাদীসম্মত যে দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভারতের আর্থিক বনিয়াদকে শিল্পের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ দেশকে দ্রুত শিল্পে অগ্রসর করিয়া তুলিতে হইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও এসম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব নয়। ১৯০০ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যবর্তী কালে জাপানের অর্থবিনিয়োগের হারকে ভিত্তি করিয়া বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ইউজেন স্ট্যালে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৯৩৬ সালের মূল্য হার অনুযায়ী প্রথম উত্তর সামরিক দশকে ভারতের ২,৪০০ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় দশকে ৪,৮০০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে। অধ্যাপক [illegible] ঘোষ সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে অর্থনীতির পূর্ণ অবস্থান সাধন করিতে হইলে ভারতের অন্ততঃ দশবৎসরব্যাপী ২৫,০০০ কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন হইবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে [illegible] অনুযায়ী পরের দশ-

[illegible] মধ্যে এ দেশের জীবনযাত্রার মান দ্বিগুণ করিতে হইলে ১৯৯১ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে ১০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। বর্তমান মূল্যমানে অনুপাতে এই পরিমাণ দাঁড়াইবে ২০,০০০ কোটি টাকার কিছু উপরে।

প্রয়োজনীয় মূলধনের তুলনায় বর্তমানে এদেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ অতি সামান্য, এ সম্পর্কে সম্প্রতি বিভিন্ন মহল হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১৯২১-৩০ সালে ভারতে সঞ্চয়ের হার ছিল বৎসরে ১০ কোটি টাকা, ১৯৪০-৫০ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় বৎসরে ২৪০ কোটি টাকা। সুপ্রসিদ্ধ 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' কাগজে সাম্প্রতিক সঞ্চয় [illegible] করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার হিসাবানুসারে [illegible] বৎসরে সঞ্চয় [illegible] বা অনুরূপ [illegible] পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯ কোটি টাকার উপর। [illegible] পরিবর্তিত [illegible] করিলেও [illegible] অল্প এ সম্পর্কে [illegible] এই বলিলেই চলে।

[illegible] এই অবস্থার কারণ [illegible] দুইটি-প্রথমতঃ [illegible] মূল্যবৃদ্ধি। প্রথম [illegible] উভয় [illegible] হইয়াছে। [illegible] বিশেষ সম্প্রদায় [illegible] নূতন করিয়া [illegible] নাই; জনসাধারণ প্রতি মুহূর্তেই [illegible] বিরূপ প্রভাব [illegible] করিতেছে।

[illegible] যে অবস্থায় যাহা অধিকতর ভাবে সঞ্চয়ের গতিকে রুদ্ধ করিতেছে তাহা হইতেছে দ্রব্যমূল্য অধিক মূল্য বৃদ্ধি হেতু আজ কাহাকেও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না যে বর্তমানের আকাশ স্পর্শী দ্রব্যমূল্য দেশের শতকরা ৯৯ জন লোককে সঞ্চয়ের পরিবর্তে অনশন বা দেনার আশ্রয় লইতে বাধ্য করিতেছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঞ্চয়ই প্রধানতঃ এদেশের শিল্প বাণিজ্যের মূলধন যোগায়। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই আঘাত করিয়াছে সর্বাপেক্ষা অধিক।

প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের অভাবেই যে প্রধানতঃ অর্থ-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভাটার সৃষ্টি করিয়াছে এ যুক্তি বর্তমানে সর্ববিদিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান সরকারও এযুক্তি আংশিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং সেই জন্যই বিদেশী মূলধন সম্পর্কে তাহাদের পূর্বাপর নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু বিদেশী মূলধনকে আহ্বান করিয়া তাহারা ভারতের অর্থ-বিনিয়োগের বাজারে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার আশা রাখেন। তাঁহারা সাম্প্রতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন। চীনের বর্তমান বিপর্যয়ের মূলকারণ যে দেশব্যাপী অর্থনীতিতে মার্কিন মূলধনের অনুপ্রবেশ [illegible] ভুলিয়া যান কি ?

ভারতের অর্থ-বিনিয়োগের বাজারকে স্রোতস্বিনী করিয়া তুলিতে হইলে এদেশের সঞ্চয়ের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। তদনুসারে উর্দ্ধমুখীন গতিকে নিশ্চয় রুখিতেই হইবে, নচেৎ সঞ্চয় বৃদ্ধি অসম্ভব। অর্থ বণ্টনের মধ্যেও সম্প্রতি অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে; ধনী চাষীর ঘরে ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে। এ অর্থকে শিল্পের কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। নূতন বৎসরের বাজেটে; আশা করি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এতদিনে [illegible] প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং আগামী বাজেটে এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। একমাত্র উল্লিখিত উপায়েই সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার সম্ভব।

——(:—:)——

প্রাসঙ্গিক

খাদ্যে ভেজাল

বাজারে কিরূপ খাদ্য বস্তু পাওয়া যাইতেছে, কি অবস্থায় সেগুলি বিক্রয় হইতেছে তাহা। ঘৃত দুগ্ধ, মসলা-গুঁড়ি সকল জিনিসেই ভেজাল [illegible]। বলা বাহুল্য, যে সব জিনিস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহা অত্যন্ত দূষিত। অথচ—এ দোষ ও অন্যায় দিন দিন বাড়িতেছে। সরকার ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বন্ধের জন্য প্রতিকারের কঠোর ব্যবস্থা যে সকল বিধান ও যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা সব সময়েই সমর্থন করিয়াছি। আমাদের মনে হইতেছে, খাদ্যে ভেজাল দিয়া যেই ভেজাল ইহা ধরিয়া বিচার করিবার যে প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি তাহা কি করিবে। খাদ্যে ভেজাল দিবার মত অপরাধ অন্যায়ে আর কিছু হইতে পারে না। কাহারও যদি প্রমাণ করিয়া দেখা যায় যে সে ব্যক্তি বহু কাল ধরিয়া ভেজাল দিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে এই বিষাক্ত দ্রব্য খাদ্য হিসাবে বিক্রি করা অপরাধ নয় কেন। খাদ্যে ভেজাল মেশানো যে অপরাধ, এ বিষয়ে কোনো কঠোর আইন না থাকায় এই সব বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবসায়িগণ অবাধে চালাইয়া চলিয়াছে। ইহাতে দেশের লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়া চলিয়াছে তাহার পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। দুঃখের কথা এই যে, এ বিষয়ে সরকারি মহলের মধ্যে চেতনার সাড়া যেন পড়িয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible] এইরূপ ঘোষণা জানানো হয় যে, কোনো খাদ্যদ্রব্য-ভেজাল-মূলক কার্য প্রমাণ হইলে অপরাধীকে [illegible] বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। প্রকাশ্যভাবে খাদ্যে ভেজালের কথা উল্লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা ধরিয়া লইয়াছি, দুর্নীতিমূলক কার্যের মধ্যে ইহা অবশ্য পড়িবে। অপরাধীদের মধ্যে যাহারা বিষ সরবরাহ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের আর থাকিতে না দিয়া [illegible] তাহাদের শক্তি খর্ব করা আবশ্যক। বিদেশে খাদ্যের বৃদ্ধি করা অসুবিধা, বিদেশে খাদ্যের আমদানি করা তাহার চেয়েও অসুবিধা, বিদেশে খাদ্যের সরবরাহ করা যদি সম্ভবপর কিন্তু ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বন্ধ কি সহজসাধ্য নয়? অসাধ্য সাধনে একটি সম-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হয়, এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিলে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] একটু [illegible] হইবে।

উৎপাদন-বৃদ্ধির বিবরণ

ভারতে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতি হইতে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে কতকগুলি প্রধান প্রধান শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ টন, সেক্ষেত্রে ১৯৪৯ সালে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২০ লক্ষ টন। ইস্পাত ১৯৪৮ সালে ৮৫০ লক্ষ টন উৎপাদিত হয়, ১৯৪৯ সালে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯ লক্ষ টন হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে কয়লা ১০ লক্ষ টন বেশি উত্তোলিত হইয়াছে। মোটামুটি ভাবে কতকগুলি কথা মাত্র আমরা উল্লেখ করিলাম। উক্ত বিবৃতি হইতে জানা যায়, আরও কতকগুলি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে বর্তমানে যে অর্থ নৈতিক সংকটের কথা শোনা যাইতেছে ও আশা যাইতেছে যে সংকট হ্রাস হইবে তাহা পাইবার উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন না বাড়াইতে পারিলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, সম্পদ বৃদ্ধি না হইলে শক্তি ও আয়ের বৃদ্ধি হইবে না। অর্থ নৈতিক সংকট দূর করিবার পক্ষে সকলের সহযোগিতা আবশ্যক, সকলের শ্রম করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাস করা যায়। ১৯৪৮ সালের তুলনায় ১৯৪৯ সালে উৎপাদন বাড়িয়াছে [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] আরও [illegible] ১৯৫০ সালে উৎপাদন [illegible] আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

বিভিন্ন খনিজ

ভারতে বিভিন্ন খনিজের খনি আছে [illegible]। [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বিভিন্ন খনিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছে ও হইতেছে। দেশের [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই-[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে দেশের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু একটি [illegible] [illegible] পারিয়া আমাদের দুঃখ হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইতেছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

গ্ল্যাডস্টোন ল্যায়েল
এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২৩৫১—২৩৫৫।
টেলিগ্রাম: ঘাট।

ষ্টীমার এজেন্টস্

দি দিল্লী লাইন লিঃ
এশিয়াটিক এণ্ড প্যাসিফিক এস. এস. কোং লিঃ
ডক্ লাইন লিঃ

ইম্পোর্টারস্ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ার্স

সকল প্রকার যন্ত্রপাতি
[illegible] [illegible] [illegible]
খনি নির্মাণ
[illegible]
জি. ভি. ই. [illegible] [illegible]
[illegible] ([illegible])

ম্যানেজিং এজেন্টস্

[illegible] এণ্ড কোং লিঃ
([illegible] [illegible] [illegible])
[illegible] [illegible] [illegible] কোং লিঃ
[illegible] [illegible] এণ্ড [illegible] কোং লিঃ
([illegible])

ইন্সিওরেন্স ও লয়েডস এজেন্টস

[illegible]

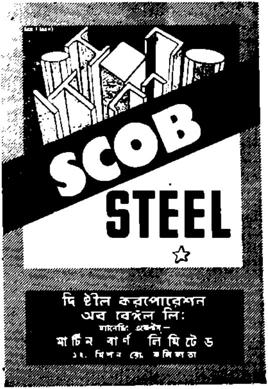

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লি:
ম্যানেজিং এজেন্টস্ —
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

সরকারি দপ্তর স্থানান্তরকরণ

[illegible] হইবে। এই [illegible] আমরা [illegible] সরকারী [illegible] পরিপূর্ণ। [illegible] আমরা মনে করি। [illegible] দিল্লী হইতে [illegible]

[illegible] কলিকাতার [illegible] সরকারী দপ্তর [illegible] কলিকাতার [illegible]

[illegible] সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক [illegible] কলিকাতার [illegible] কলিকাতার বাজার একমাত্র স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই দলে দলে লোক এইখানে আসিয়া ভিড় করিয়াছেন। যদি দপ্তর ইত্যাদি [illegible] হইয়া পড়ে। এইই [illegible] আসিয়া লোক-[illegible] হইবে [illegible] দিল্লী হইতে দপ্তর স্থানান্তরের প্রস্তাবে আমরা [illegible] হইয়াছি। রাজধানীর [illegible] অনুসরণ করিয়া যদি কলিকাতা হইতেও [illegible] উদ্যোগ করা হয় তাহা হইলে, কেবল আমাদের মত, কলিকাতাবাসী জনসাধারণ [illegible] আনন্দিত হইবেন।

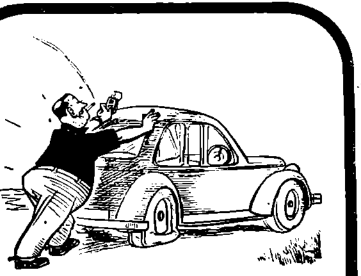

উইলস্ সিজারস্ সিগারেটের
ধূমপান করুন।
চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।
।/০ আনায় ১০টি
আবগারী করের নিয়মাধীন।
W. D & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON

সংবাদ সংকলন

ব্যাঙ্ক অব চায়না

এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ব্যাঙ্ক অব চায়নার [illegible] নয়া চিনা সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছেন এবং সে সম্পর্কে [illegible] নির্দেশ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। [illegible] জানাইয়াছেন যে, [illegible] এবং [illegible] নয়া চিনা সরকারের নীতি।

ব্যাঙ্কের সরকারী [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible]

টিন সংক্রান্ত [illegible]

[illegible] সম্পর্কে যুক্ত বোর্ড যে রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন, উহাতে [illegible] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ, বোর্ড টিন সংক্রান্ত [illegible] বৃদ্ধি করার, [illegible] এবং [illegible] সরকারের [illegible] দাবী করিয়াছেন।

[illegible] এই রিপোর্ট এবং তৎ সম্পর্কে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে কিনা তাহা [illegible] কর্তৃক রিপোর্টটি বিবেচিত হওয়ার পরে জানা যাইবে।

কাগজ ও কাচ শিল্প

কাগজ, পেষ্টবোর্ড এবং কাচের দ্রব্যাদি—এই দুইটি শিল্পের জন্য উৎপাদন সীমা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হইয়াছে এবং ১৯৫০ সালের জন্য এই দুই শিল্পে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী এই নির্দিষ্ট সীমা [illegible] হইয়াছে। সে সময়, শিল্পের উৎপাদনের [illegible] নির্ধারিত মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধিই [illegible] উদ্দেশ্য।

যত বৎসর আগে প্রায় ১৩টি শিল্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে [illegible] কমিটি গত মাসে নিযুক্ত হইয়াছিল।

কাগজ ও পেষ্টবোর্ড শিল্পের [illegible] একটি ইন্ডিয়ান পেপার মিলস এসোসিয়েশন, কলিকাতা এবং ইন্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন, কলিকাতা—এই দুই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক [illegible] হইয়াছে। ১৯৫০ সালের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন [illegible] টন নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা [illegible] টন।

দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় দফাতে [illegible] ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন [illegible]।

[illegible] উন্নয়ন পরিকল্পনা [illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে উহার জন্য পূর্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় [illegible] কোটি টাকা অধিক ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে।

প্রকাশিত ব্যয়-বরাদ্দ অনুসারে ১৯৫০-৫১ সালে ২,৫৭,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। পূর্ব বৎসর ১,২৮,৮৮,০০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১,৫৮,৫৭,৬০০ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকার যথাক্রমে ১,৬০,৫৮,৯০০ টাকা ও ১,৪৭,৯০,২৩০ টাকা দিবেন।

ভারতে তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা

ভারতে কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নূতন খনির সন্ধানে দেশের বিভিন্ন অংশে অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে।

পার্লামেন্টে [illegible] এক প্রশ্নের উত্তরে পূর্ত সচিব শ্রী এন ভি গ্যাডগিল বলেন, আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি এবং [illegible] তৈলখনি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি আরও জানান যে, বিশেষজ্ঞগণ [illegible] পাঞ্জাবে [illegible] এবং সৌরাষ্ট্র ও আসামে তৈল খনির অনুসন্ধান করিতেছেন। আসাম ভৌগোলিক অনুসন্ধান-কার্য্যে [illegible] স্থির করিবার জন্য [illegible] জানান যে [illegible] ও ত্রিপুরায় এবং [illegible] কোম্পানী [illegible] প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য্য করিতেছেন।

পার্লামেন্টে শ্রী গ্যাডগিল আরও বলেন অনুসন্ধানকার্য্যের জন্য যদি কোন ভারতীয় কোম্পানী অনুরোধ করে তাহা হইলে উহাদের বিষয় সরকারই বিবেচনা করিবেন। অনুসন্ধান-কার্য্য [illegible] ব্যয় বহুল।

ভারতে ইস্পাত, সিমেন্ট ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি

[illegible] সরকারীভাবে ১৯৪৯ সালের শিল্পোৎপাদনের যে তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ইস্পাত, সিমেন্ট ও কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৫৮ ও সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা ১৯৪৯ সালে কয়লা ১০ লক্ষ টনেরও বেশী উত্তোলিত হইয়াছে।

উক্ত তথ্য হইতে দেখা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের চেষ্টা এবং বিভিন্ন শিল্পে বিশেষতঃ [illegible] শিল্পগুলিতে সাহায্য দানের [illegible] ফল পাওয়া গিয়াছে।

১৯৪৯ সালে ৯ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টন উৎপাদিত হইয়াছিল।

সিমেন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে এটি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং কতকগুলি পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণ হইয়াছে। ইহার ফলে ১৯৪৮ সালে যেখানে ১৫ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়, ১৯৪৯ সালে সেখানে প্রায় ২০ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হইয়াছে।

কয়লা শিল্পেও বিগত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ বেশী হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। এই পরিমাণ ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ টন বেশী। দেশের কয়লার সমস্ত চাহিদা ভারতের কয়লা খনিগুলি হইতেই মিটান হইয়া থাকে।

অন্যান্য বহুবিধ প্রধান শিল্পেও ১৯৪৯ সালে পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হইয়াছে।

১৯৪৯ সালে ৩,৫৮৬ টন এলুমিনিয়ম, ৩৯,০৫৭ অশ্বশক্তি বৈদ্যুতিক মোটর, ১,০৭,১৫৩ কে ভি এ ট্রান্সফর্মার, ১,৩৫,৮৫০০ ইলেকট্রিক ল্যাম্প, ১২,১৯০ বাইসিকেল, কলের সাহায্যে নির্মিত ২০ লক্ষ জুতা, ৫১,১৩,৫০০ টন সিমেন্ট, ৮৯,০০০০ টন সালফিউরিক এসিড, ১,৩০০০০ টন কাগজ উৎপাদিত হইয়াছে। এই শিল্পগুলির উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা বেশী।

১৯৪৯ সালে ৩৯১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং ১৩৪ কোটি ৮০ লক্ষ গজ সূতা উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩৩ কোটি লক্ষ গজ ও ১৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ছিল।

লবণ, বাইক্রোমেট, সোডা অ্যাস, সাবান, প্লাইউড, স্টেইনলেস স্টিল, বৈদ্যুতিক পাখা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এবং আরও কিছুর উৎপাদন অনিশ্চিত ব্যবস্থার জন্য ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা কম হইয়াছে।

কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন জাতীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৪৮ সালে যেখানে ৫০ লক্ষ টন উৎপন্ন হইয়াছে, ১৯৪৯ সালে সেখানে ২০ লক্ষ টন উৎপাদিত হইয়াছে।

যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপন্ন যন্ত্রপাতি বাজারে বিক্রয় না হওয়ায় অধিকাংশ উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় কাজ চালান নাই। বিক্রয় করিতে না পারায় ঐগুলি জমিয়া উঠে। এখন যন্ত্রপাতি সমূহ সরকারী অর্থের ঐ সকল কেন্দ্রীয় দ্রব্য ক্রয়ের চেষ্টা হইতেছে।

জীবন শিল্প সুসংগঠিত না হওয়ায় ঐ শিল্পের উৎপাদন সন্তোষজনক হয় নাই।

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান হইতে কাঁচামাল না পাওয়ায় এতিহাসিক উৎপাদন প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এখন অন্যত্র হইতে আমদানি করিয়া বায়ু সংরক্ষণ ব্যবস্থা হইতেছে। কাঁচামালের অভাবে বৈদ্যুতিক পাখা নির্মাণের কাজও ব্যাহত হয়।

কলিকাতা বন্দর হইতে মাল রপ্তানি হ্রাস

গত বৎসর হইতে কলিকাতা বন্দরে মাল চলাচল হ্রাস পাওয়ায় পোর্ট ট্রাস্টের আয় কমিয়াছে। নভেম্বর মাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪,৩১,১৬৬ টন আমদানীতে হইয়াছে ৩,২৩,১৬৯ টন গত বৎসর এই সময় (আমদানীতে) ছিল ৫,৪০,৩১৪ টন। রপ্তানি হ্রাসের কারণ—বিদেশে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং চা-এর রপ্তানি হ্রাস ও পাকিস্তানে কয়লা রপ্তানি বন্ধ। তাহা ছাড়া, আগে কলিকাতা হইতে প্রচুর কয়লা উপকূলস্থ বন্দরে বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হইত, এখন তাহা বেশী প্রেরিত হইতেছে, আগে কলিকাতা হইতে পাকিস্তানে ও বিদেশে যে পরিমাণ মাল প্রেরিত হইত, তাহার পরিমাণ মাত্র ৬০ হাজার টন।

গত নবেম্বর মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩,৪৩,১৪৪ টন; এ বৎসর আমদানীতে হইয়াছে ২,১১,৫৫৬ টন। গত বৎসর এই সময় (আমদানীতে) ছিল ২,৮০,১৫৯ টন। আমদানী হ্রাসের প্রধান কারণ—সরকারের খাদ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস। কলিকাতার পোর্ট ট্রাস্টের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

ভারতে চাকুরী বিনিময় কেন্দ্রসমূহ

সম্প্রতি ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চাকুরী বিনিময় কেন্দ্রসমূহের গত ডিসেম্বর মাসের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী মাসের মত আলোচ্য মাসেও অধিকসংখ্যক চাকুরী প্রার্থীকে কার্য সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ মাসে ৭ হাজার ৬৩১ জন লড়াই ফেরত সৈন্য, ৫৩১ জন শিক্ষিত সরকারী কর্মচারী ও ৭৭১ জন মহিলা সহ মোট ১১ হাজার ৫৫৩ জন প্রার্থী চাকুরী পাইয়াছে। পূর্ববর্তী মাসে ১৮ হাজার ৫১০ জনকে চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ডিসেম্বর মাসে মোট ৭১ হাজার ৮৯৯ জন চাকুরী প্রার্থী চাকুরী বিনিময়কেন্দ্রে নাম তালিকাভুক্ত করায়; পূর্ববর্তী মাসে করাইয়াছিল মোট ৭৭ হাজার ৩১৭ জন।

আলোচ্য মাসে ২১ হাজার ৭৮৮টি শূন্য পদে লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে চাকুরী বিনিময় কেন্দ্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। উহাদের মধ্যে শতকরা ৫৩.৩টি পদই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ছিল।

উক্ত মাসের চাকুরী বিনিময় কেন্দ্রসমূহে অফিস কেরাণী, ইঞ্জিনীয়ার, ড্রাফটসম্যান, শিক্ষক প্রভৃতি শিক্ষিত চাকুরী প্রার্থীর অভাব এবং কেরাণী ও অদক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য অনুভূত হয়।

ডিসেম্বর মাসের শেষাবধি ২ হাজার ১৭৭ জন লড়াই ফেরত সৈন্য ও ১৮৩ জন বাস্তুহারাকে ব্যবসায়িক শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ঐ সময়ে ১ হাজার ৬৩ জন শিক্ষানবীশ কারিগরকে ৯১১টি কারখানায় নিয়োগ করা হয়।

পূর্ববঙ্গে আসামের জন্য প্রেরিত সাড়ে সাত লক্ষ টাকার মালপত্র আটক

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া আসামের জন্য প্রেরিত সাড়ে সাত লক্ষ টাকার পাট, তামাক, চিনি, সুতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য পূর্ব-পাকিস্তান সরকার আটক করিয়াছেন।

জানা যায়, আসাম গভর্ণমেন্টের আবেদনে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া এই সকল দ্রব্য আসামে পাঠানো হয়। আসাম সরকার এই সম্পর্কে পূর্ব-পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদলিপি পাঠাইয়া অবিলম্বে আটক মালপত্র ছাড়িয়া দিবার দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো উত্তর পাওয়া যায় নাই।

পশ্চিম বঙ্গে আরও চার লক্ষ একর জমিতে পাট চাষের পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের চারি লক্ষাধিক একর জমিতে পাট চাষের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১২ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত চারি লক্ষাধিক একর জমিতে পাট চাষ হইলে মোট ৪০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে।

পাট অথবা ধান চাষের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের অধিক পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে অন্যান্যভাবে এই ঘাটতি পূরণ করিতে বলিয়াছেন।

দুই শত ওয়াগন বোঝাই পাট

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত এন এন আয়ার সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, আসাম বেঙ্গল রেলের উপর দিয়া পাট ও অন্যান্য মাল চলাচলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বিশেষভাবে পাট চলাচল ব্যবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক; বর্তমানে উত্তর বঙ্গ, আসাম, উত্তর বিহার ও আসামের অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যহ ২০০ (দুইশত) ওয়াগন বোঝাই পাট কলিকাতায় আসিতেছে।

শ্রীযুক্ত আয়ার বলেন যে, কলিকাতায় পাট আমদানী বিশেষ সন্তোষজনক হওয়ায় এখন উক্ত রেল দিয়ে কলিকাতায় চা চালান দেওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক ওয়াগনের ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন যে

সেন্ট্রাল ব্যাংক [illegible] প্রস্তাবও। আন্তর্জাতিক [illegible] ব্যাংক, [illegible] বিষয়ে [illegible] সেন্ট্রাল ব্যাংকের [illegible] সম্পর্ক [illegible] করিয়াছে।

মিঃ [illegible] বলেন যে, [illegible] উপর [illegible] অবস্থা [illegible] এবং [illegible] ব্যবস্থা [illegible] ইহাতে [illegible] মিঃ [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] যে [illegible] তিনি [illegible] উপর [illegible] [illegible] আর [illegible] এই [illegible] হইলে [illegible] পাকিস্তান [illegible] একটি [illegible] [illegible] মিঃ [illegible] মনে করেন দুই দেশের [illegible] হইবে বলিয়া আমাদের কোন কারণ নাই। তিনি বলেন যে, [illegible] অবশ্য [illegible] পাইতেছে। [illegible] এখন আসেই [illegible]।

মিঃ [illegible] বলেন যে, [illegible] পাকিস্তান হইতে ভারতে ১২,৫০০ মণ এবং ভারত হইতে উহাতে ১১,৫০০ মণ ও মোট ৩,২৫,০০০ মণ পাট [illegible] আসিয়াছে।

তিনি বলেন [illegible] কোরাই আমাদের পাট পাকিস্তানের [illegible] পাকিস্তান দুই কোটি [illegible] পশ্চিমবঙ্গে [illegible] পাইয়াছে। [illegible] না থাকিলে বিক্রয় নাই। কোরাপুট [illegible] পাইতে পারে পাকিস্তানের [illegible] [illegible] মাত্র [illegible] [illegible] পৌঁছাইতে, [illegible] যাইতে পারে।

আসাম পশ্চিমবঙ্গ রেলপথ

[illegible] মিঃ [illegible] এক প্রশ্নের উত্তরে [illegible] সরকারী [illegible] বলেন, [illegible] রেলপথ [illegible] হইয়াছে [illegible] ১৯৫০ সালের [illegible] [illegible] টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

মিঃ [illegible] বলেন, [illegible] সরকার এবং [illegible] উক্ত [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পন্ন হইবে।

[illegible] হইতে [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিয়াছে।

বৃটিশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দল

বৃটেনের একটি প্রতিনিধি দল [illegible] [illegible] উদ্দেশ্যে ভারতে আসিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বৃটিশ সরকারের [illegible] সরকারী [illegible] এবং আন্তর্জাতিক [illegible] ঐ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন। প্রতিনিধি দলের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] যে, ১৯৫০ সালে ও পরবর্তী সালে বৃটিশ [illegible] ভারত হইতে [illegible] [illegible] সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহারা আলাপ-আলোচনা করিবেন।

এতদুদ্দেশ্যে [illegible] ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৫৮ সালে বৃটেনকে ৩০ কোটি [illegible] [illegible] সরবরাহ করিয়াছিল। ১৯৫৯ সালের [illegible] পরিমাণ [illegible] করিতে [illegible] হইয়াছে।

বৃটিশ প্রতিনিধি দল প্রধানতঃ [illegible] নির্ধারণ এবং [illegible] সম্পর্কেই আলাপ-আলোচনা করিবেন।

গত [illegible] আমাদের উক্ত প্রতিনিধি দল [illegible] উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] তাঁহাদের [illegible] [illegible]।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের জন্য নিযুক্ত অর্থনৈতিক কমিশনের (একাফে) এক আর্থিক রিপোর্টে দেখা যায়, যুদ্ধপূর্ব তুলনায় উক্ত অঞ্চলে কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের হ্রাস করিয়া গিয়াছে, ফলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে না। অন্যদিকে যুদ্ধপূর্ব তুলনায় লোকসংখ্যা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন ও শ্যামদেশ উক্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সৈন্যবাহিনীর খাদ্য [illegible] অভিযান

১৯৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চারি মাসে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ১৮ হাজার [illegible] মণ চাউল [illegible] করিয়াছে। তাহাদের নির্দিষ্ট [illegible] [illegible] করিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে [illegible] [illegible] পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম [illegible] [illegible] একর পরিমিত জমিতে চাষ আবাদ করা হইয়াছে। আরও ৩,৫৬৮ একর পরিমিত জমিতে শীঘ্রই চাষ আবাদ শুরু হইবে। নূতন জমিতে এইবার প্রায় ৩০ হাজার [illegible] মণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রদেশে কেন্দ্রীয় সাহায্য

উন্নত বীজের উপর ফসলের ফলন বহুলাংশে নির্ভর করে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উন্নত বীজের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা [illegible] হইতে [illegible] ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উন্নত বীজ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, [illegible], পূর্ব পাঞ্জাব, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্যসংঘ, মণিপুর, [illegible] ও [illegible] প্রদেশের জন্য [illegible] লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এই হিসাবে আসাম, [illegible] [illegible] লক্ষ মণ উন্নত বীজ উৎপন্ন করা যাইবে। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই ও বিহারে ১৯৫২-৫৩ সালে মোট উন্নত বীজের পরিমাণ শতকরা [illegible] ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতেও উহার পরিমাণ [illegible] ভাগ হইবে।

([illegible])

কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন

কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে কর্পোরেশন তদন্ত কমিশন তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। একটি মাত্র কেন্দ্রীভূত প্রতিষ্ঠানের উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশ করা হইয়াছে। অবশ্য গঠনপদ্ধতিতে কিছু পরিমাণে পরস্পরবিরোধিতা দেখা যাইতেছে:

কর্পোরেশনের সুষ্ঠু কার্য্যপরিচালনার জন্য কমিশন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সহরে প্রচলিত কাউন্সিল ম্যানেজার প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রথাটি কলিকাতা কর্পোরেশনের সুষ্ঠু কার্য্যপরিচালনার পক্ষে একান্ত সহায় হইবে বলিয়া কমিশন মনে করেন।

পরিকল্পনায় কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থা ও নীতি গঠন কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইয়াছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত পরিষদ(কাউন্সিল)এর উপর সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে এবং তাঁহারাই নীতিনির্দেশক হিসাবে কার্য্য করিবেন। কর্পোরেশনের শাসন ব্যবস্থা একজন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের উপর ন্যস্ত হইবে। উক্ত অফিসার পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন এবং পরিষদই তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন। তিনি গৃহীত নীতি কার্য্যকরী করিবেন, বাজেট প্রস্তুত করিবেন। মিউনিসিপ্যালিটির শাসন বা পরিচালনা ব্যবস্থায় তাঁহার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব থাকিবে।

১। আমাদের অন্তবর্তী রিপোর্টে আম- [illegible] ভিত্তিতে কলিকাতা কর্পোরেশনের জন্য আমরা একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র সুপারিশ করিয়াছিলাম, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কোন আভাস দেই নাই। অথচ মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র অর্থে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহর পরিচালনা বোঝায়। কিন্তু পরিচালনা ব্যবস্থার যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের হাতে কি পরিমাণ ক্ষমতা দেওয়া যায়, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। ইহা নিছক তত্ত্ব নয়, বহু অর্থক্ষতি স্বীকার করিয়া বহু দেশের যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে যে, পৌরপ্রতিনিধিরা সংখ্যায় বহু হইলেও, যথাযথভাবে কর্পোরেশন পরিচালনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ, এই ব্যবস্থায় দক্ষতা ও দায়িত্বের সংযোগ সাধন হয় এবং রাজনৈতিক দল ও সুযোগ সন্ধানীদের চক্রান্ত সহজে সময়োপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্য্য পরিচালনায় নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খার বিকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিভাবে সহর পরিচালিত হইবে, কিংবা নাগরিকরা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট কিভাবে, নাগরিকদের দাবী জানা অথবা জানাইয়া দেওয়া এবং বিভিন্ন এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে কর্পোরেশন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ ও কার্য্য-প্রণালী পর্যালোচনার কার্য্য ব্যবস্থাপনের দাবী সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। যাহাই বলা হউক না কেন, সহর পরিচালনা এক বিশেষ ধরনের কাজ এবং ইহাতে যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সুতরাং পৌর কর্তৃপক্ষ নির্বাচনে দুইটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রথম বহু কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব বণ্টন, দ্বিতীয়—পরিচালনা কার্য্যে অনভিজ্ঞদের নিয়োগ।

২। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ গঠন পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নির্বাচন ও নিয়োগের ব্যাপারে নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের উপর কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একজন দক্ষ ব্যক্তির মত বহুসংখ্যক লোকে কাজ চালাইতে পারে না। কিন্তু ভাল কাজ করিতে হইলে তাহার জন্য যথোপযুক্ত প্রয়োজন। উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন অল্প কর্মচারীদের দ্বারা কাজ করিতে আমরা দেখিয়াছি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে বারে বারে গণ্ডগোল ঘটিতেছে, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, আইন সঙ্গত না হইলেও প্রচলিত প্রথানুযায়ী এক ব্যক্তির হাতে বরাবরই কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে, অথচ ভাল কাজ হইয়াছে। বৃটেনের স্থানীয় শাসন ও পার্লামেন্টারী শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, কখনও উহা ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা পরিচালিত হয় নাই।

সর্ব্বদা প্রতিনিধিস্থানীয় একজন লোকই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। প্রতিনিধিদের হাতে কর্পোরেশনের পরিচালনার ভার শুধু কেবল নীতির কার্য্যকরী হওয়ার পর হইতে পরিচালনার এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, জনপ্রিয় প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হইলে অন্যান্যদের পরিচালনের চাইতেই কর্পোরেশনের উন্নতি হইয়াছে বেশী। সুতরাং জনগণের নিকট দায়ী পরিষদের দ্বারা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কর্পোরেশনের পরিচালনার পদ্ধতি বজায় রাখিয়া সরকারী নিয়ম অনুযায়ী হিসাবে সমস্ত কার্য্যাবলী করা যায়, তাহার উপায় স্থির করিতে হইবে।

৩। কলিকাতার পক্ষে দুইটি আদর্শ বাছিয়া লইয়া কাজ করিবার সম্ভব। বিলাতের অভিজ্ঞতা অথবা যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনা ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র আমেরিকায় মিউনিসিপ্যাল শাসন ব্যবস্থার নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছে; সহর ও ছোট মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমেরিকার সহরগুলিতে চারিপ্রকার পরিচালনা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, যথা:—

১। পরিষদ—ম্যানেজার পদ্ধতি ২। প্রবল অথবা সবল মেয়র—পরিষদ পদ্ধতি ৩। কমিশন পদ্ধতি ৪। দুর্বল অথবা দুর্বল মেয়র—পরিষদ পদ্ধতি।

মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় দুর্বল অথবা দুর্বল মেয়র—পরিষদ পদ্ধতি আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। কারণ তখন নাগরিকগণ অধিক ক্ষমতা বেশী মাত্রায় নিজেদের নির্বাচন দ্বারা সমস্ত কার্য্যাবলী করার পক্ষপাতী ছিল। এই পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হইত:—

১। বিভিন্ন কমিটির একটি বড় পরিষদ।

২। একজন নির্বাচিত মেয়র (ইনি শাসনের প্রধান ছিলেন না। ইঁহার পরিচালনা ক্ষমতা ছিল)।

৩। কোষাধ্যক্ষ, পুলিশচীফ ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্তা নির্বাচিত হইতেন।

৪। নির্বাচিত বোর্ড অথবা কমিটি।

৫। শীঘ্রই এই ব্যবস্থায় ত্রুটি ধরা পড়ে। কারণ রাজনৈতিক সুবিধাবাদীর দল নির্বাচকে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

৬। কমিশনের মারফৎ মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনার অসাফল্য দেখা যায়। ১৯০০ সালে গালভেষ্টন ও টেক্সাসে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। তাহার ফলে পরবর্তী নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে নূতন পরিচালনা ব্যবস্থা চালু

[illegible]

সংবাদ সংকলন

[illegible]

এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

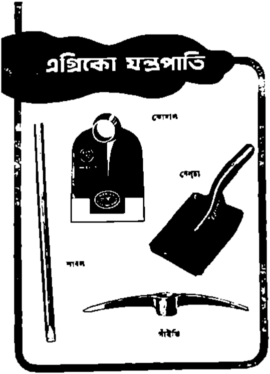
কোদাল
বেলচা
শাবল
গাঁইতি

**টাটা আয়রন এণ্ড
ষ্টীল কোং লিঃ**
হেড সেলস অফিস:
১০বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

পণ্যদ্রব্যের বাজার

খাদ্যশস্য সম্বন্ধে সচেতনতা

গত সপ্তাহের প্রথম দিকে পার্লামেন্টে খাদ্যমন্ত্রীর উক্তি-প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি-উদ্বৃত্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। ঠিক কতটা পরিমাণ খাদ্য আমদানি করা দরকার প্রয়োজন, ইহাই জনসাধারণের জিজ্ঞাস্য। খাদ্যশস্যের ঘাটতি হিসাবে যে পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা নির্ভরযোগ্য কিনা সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঘাটতি প্রদেশগুলির ঠিক কতটা পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রদেশগুলি এমনভাবে যে ঘাটতি দেখান এবং সেখানে ঠিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক কথা। এই সকল অনুমতি ও [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। [illegible] ভিন্ন ভিন্ন এলাকার খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের মধ্যে কতটা সমতা রক্ষা করিতে পারেন, সেই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই খাদ্যশস্যের মোট ঘাটতির পরিমাণ স্থির করা হয়। ঘাটতি অঞ্চলের অনুমতি খাদ্যশস্য এবং সাহায্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশি হয় এবং সরকারই এসব এলাকার সংগ্রহের পরিমাণ বেশি হইয়া থাকে। এইসব স্থানের কোনো কোনো জায়গায় অনুমতি [illegible] ঘাটতি পর্যন্ত খাদ্যশস্য বণ্টন করা হইয়া থাকে। ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত অঞ্চলের এবং প্রদেশগুলি ও অন্যান্য অঞ্চলের এই হিসাব যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে ভারতের খাদ্যশস্যকে কোনো ঘাটতি নাই বলিতে হয়।

এইসব হিসাবে যাই থাকুক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যদ্রব্যের দর কমাইবার ও বণ্টন-প্রথা সহজ করিবার জন্য আগ্রহী। কোনো কোনো প্রদেশ দাবি এই রূপ যুক্তি দিয়াছেন যে, যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেই সেই প্রদেশের জন্য খাদ্য খাদ্যশস্য পূর্ণ পরিমাণ দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই সেই প্রদেশ তাঁহাদের প্রয়োজন এলাকার সংগ্রহ সাধন করিবেন—এই নীতি প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দাবি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। খাদ্য-দ্রব্যের দাম কমানোর কথা যদি বা কোনো না হইল, দর এখন যাহা আছে তাহাতে যথেষ্ট বাধাই অসমসাহসিকের। কিন্তু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যেটুকু দাম পড়িয়াছে, তাহাও কমানো সম্ভব হইবে কিনা আশঙ্কিত রহিয়াছে; তবে বলা ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে সম্ভব নহে। আসলে খাদ্যশস্যের দাম একটুও কমে নাই। খাদ্যশস্যের দাম যেভাবে কমাই উচিত তাহা কমে নাই। [illegible] [illegible] পাকিস্তানের একটা নীতি অনুসরণ করিতে পারিলে এবং আরো অধিক পরিমাণ অন্ন উৎপন্ন করিতে পারিলে শিল্পের [illegible] পারা যাইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, বিদেশ হইতে আর খাদ্যশস্য আমদানি করা হইবে না, কেননা, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে ইতিমধ্যেই বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে এবং তাহা ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে না দিলেই আমরা অধিক খাদ্য উৎপন্ন করিতে পারিব। আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ যে করা যাইবেই এইরূপ পরিকল্পনা তৈয়ার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কোনো কোনো এলাকার খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণ উৎপাদনের সম্ভাবনা পাওয়া যাইতেছে, এবং সর্বাপেক্ষা উৎপাদিত হইয়াছেই কথা। কিন্তু সাধারণ লোক কেবল সময়ই নষ্ট হইতে দেখে প্রত্যক্ষকে জিনিস পত্রের দাম কমিবে।

চাষীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার ও বেশের বাজারে জনসাধারণকে যোগান দেওয়া খাদ্যশস্যের এই বিবিধ রকম দুর্ভাবনা কিছুটা কমানো হইয়াছে। যে যে জায়গায় খাদ্যের বাজারে দৈনিক বিক্রয় হয়, সেখানেও দর চড়ে নাই, একই জায়গায় স্থির আছে। খাদ্য-শস্যের দর চড়িবার যৌক্তিক যে আর নাই তার কারণ আমাদের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। দেশের সর্বত্র দর ১৩ টাকা; বোম্বাই বাজারে এই দর ১৮৲ হইতে ১৯৷০ আনার মধ্যে।

চালের অধিকন্তু দর লইয়া যে ভাবনা দেখা দেয়, সেখানেও দর অপরিবর্তিত রহিল। এই সময় যৌক্তিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চালের বর্তমান দর লইয়া কলিকাতার ক্রিয়াশীল বাজার ভাবনায় নাই কেননা, এখানে দরের কোনো পরিবর্তনই ঘটে না। [illegible] বাজারে এই দর [illegible] দর

[illegible] ৮০৲, [illegible], [illegible] ১৮৲, [illegible] ২৯৷০, [illegible] ১৯০০।

ঘাটতি প্রদেশগুলিতে খাদ্যশস্যের যে যে পরিমাণ আমদানি দেওয়ার কথা ছিল, কেন্দ্র পরিমাণ অনেক অনেক ক্ষেত্রে এখন বিশেষ ভাবে কমানো হইয়াছে। বিদেশ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] আমদানি করার নীতির কথাই ইহা বলিতে হইবেন। বিভিন্ন প্রদেশগুলো যেই পরিমাণ খাদ্য আমদানি করা হয় তাহা এখনে দেওয়া হইল। প্রত্যেক প্রদেশের বিপরীতে দুইটি দর দেওয়া হইতেছে, প্রথমটি এ-বৎসরের বরাদ্দ পরিমাণ, দ্বিতীয়টি গত বৎসরে যে পরিমাণ বরাদ্দ ছিল—

বোম্বাই ৫,০০,০০০ (১০,৬৬,০০) টন
পশ্চিমবঙ্গ ৩,৫০,০০০ (৪,৫০,০০০) „
বিহার ৮০,০০০ (১,১৯,০০০) „
মাদ্রাজ ১,০০,০০০ (৩,৭০,০০০) „
মহীশূর ৭৫,০০০ (১,৫০,০০০) „
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ১,০০,০০০ (৩,৬৬,০০০) „
হায়দরাবাদ (২,৭৬,০০০) „

ঘাটতি এলাকার মধ্যে কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য দাবি করিয়াছে।

চিনি

চিনির বাজারে আবারই উন্নতি ঘটিয়াছে। চিনির কলের সরকারের পরিকল্পনার উপর বিশেষ ব্যাপারই বাধা হইতেছে। এদেশে চিনির দর কমানো হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে চিনির দর হইয়াছে এইরূপ—কলিকাতা ৩৫৸১০, কাশী ৩৬৴০, চম্পুর জগাধপুর ৩৬৶০, পাটনা ৩৬৲, গোরক্ষপুর ৩৭৶, কলিকাতা ৩৫৸১০, বোম্বাই ৩৮৶০, ও বোম্বাই ৩৯৶০। চিনির টিনাটির বদলে ইহার কালোবাজারী দর একই রূপ আছে।

আর বাজারেও এ প্রথম দুই মাস অর্থাৎ বৎসরের এ দিনের মাস, সময়ে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চিনির কারবারের না দিয়া জনসাধারণের ব্যবহারের যে পরিমাণ দাম দিয়াছে, তাহা সামান্যই।

কিউবা হইতে আমদানি-করা চিনির মূল্য ভারত সরকার বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোম্বাই এই দর সাথে করা প্রতি পাউণ্ড ৷৶০ আনার বেশি হইতে পারিবে না এবং পাঁচ পাউণ্ড প্যাকেটে ৷৴০ আনা প্রতি পাউণ্ডের বেশি হইতে পারিবেনা।

গুড়

গত সপ্তাহে গুড়ের দরে কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। পশ্চিম ইউপি দিয়া দর মণ প্রতি ২৬।০ টাকা হইতে ২৬৷০ টাকা দর দাম করে। আগ্রার বাজারে মণকে ২৬৷০ টাকা হইতে ২৬৲ দরে দর দাম করে। চাষা বাজার কোনওই ক্রয়-পুষ্ট্য বাজারে ও পরী আগুড় দর জন্য ক্রয়ির জন্য বিশেষ আগ্রহী।

[illegible]

অনিশ্চয়তার ভাব

[illegible]

[illegible]

সরকারী কাগজ

[illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লার খনি

[illegible]

পাট

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

[illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

[২য় বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা] [illegible] [মূল্য ।৩/

সূচী

	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১৯	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
		চা, চিনি ও [illegible] উন্নতি	
প্রাসঙ্গিক	২২১	অর্থলোক	
বিদেশী মূলধন		শেয়ার বাজার	
নাথ ব্যাঙ্ক		সংবাদ সংকলন	
পাকিস্তানের ঘটনা			
কারখানায় [illegible] প্রতিক্রিয়া			
আন্তর্জাতীক ব্যাঙ্কে পাকিস্তান			

রেল পথের বাজেট

ভারত সরকারের রেলওয়ে ও যান চলাচল বিভাগের মন্ত্রী শ্রী এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার কর্তৃক উত্থাপিত ১৯৫০-৫১ সালের রেলওয়ে বাজেট বিবরণী পাঠ করিয়া অনেকেই হয়তো আশান্বিত হইবেন। বিগত যুদ্ধের সময় অত্যধিক কাজের চাপে এবং পরবর্তী কালে দেশ-বিভাগের ফলে ভারতীয় রেলপথ কতকগুলি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের বাজেট বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে সরকার এই সকল সমস্যা দৃঢ়ভাবে আন্তরিকভাবে যত্নশীল হইয়াছেন।

ভারতীয় রেলপথ এদেশে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ৮০০ কোটি টাকা মূলধনের এই সরকারী ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক মোট আয় ২১০ হইতে ২২০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের পর নিট ৫০ কোটি টাকার উপর মুনাফা হইয়া থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সালে রেলপথগুলি মোট ১১৮ কোটি যাত্রী এবং ৮ কোটি টন মাল বহন করিয়াছিল। যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল বাবদ যথাক্রমে ৮৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ও ১০৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। কর্মচারিগণের বেতন ভাতা প্রভৃতি বাবদ মাত্র প্রথম শ্রেণীর লাইনেই ১১২ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

চলতি বৎসরের আর্থিক ফলাফল আলোচনা প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন যে, মূল বাজেটে ২২০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, এখন বুঝা যাইতেছে যে এই বৎসর রেলওয়েতে ২২৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা নেট আয় হইবে। মালের মাশুলের পরিমাণ বৃদ্ধি, এতাবৎ বকেয়া [illegible] ছিল, উদ্বাস্তুদের বাবদ বেশী [illegible] ব্যবস্থা প্রধানতঃ এই সকল কারণে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

[illegible] বিদ্যুৎ ব্যবস্থার রক্ষাকল্প, সরকারী কর্মব্যবস্থা সংস্কার ব্যয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা অবলম্বন — এই সকল বাবদে সাধারণ রেল পরিচালনা ব্যয় ১৪৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া [illegible] কোটি টাকা হইয়াছে।

চলতি বৎসরে মূলধন ও অবচয় সংরক্ষণ তহবিল হইতে ১৫ কোটি টাকা লইয়া রাজস্বখাতে দেওয়া হইয়াছে। উহাতে উদ্বৃত্ত অংশের পরিমাণ আনুমানিক ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা না হইয়া ১১ [illegible] ২ লক্ষ টাকা হইবে। [illegible] বাজেটে উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ৪ কোটি ৭০ [illegible] তহবিলে দেওয়া হইবে ধরা হইয়াছিল, [illegible] কোটি টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে এবং [illegible] অবচয় সংরক্ষণ তহবিলে থাকিবে।

[illegible] বাজেটে ভারতের সরকারী রেলপথ হইতে [illegible] আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। [illegible] হইতে যে সকল উপরাষ্ট্রীয় রেলপথ কেন্দ্রীয় [illegible] হইতে আরও ১৭ কোটি টাকা [illegible] রেলের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৩১ [illegible] সরকারী রেল পরিচালনা ব্যয়ের পরিমাণ [illegible] লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। উপরাষ্ট্রীয় লাইনগুলির [illegible] কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সংশোধিত বিধান অনুসারে মূলধনের শতকরা ৪ ভাগ সাধারণ রাজস্ব খাতে দিতে হইবে। তদনুসারে এই খাতে উপরাষ্ট্রীয় লাইনের জন্য ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা সহ ৩১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে ১৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। উহার মধ্যে ১০ কোটি টাকা রেলওয়ে উন্নয়ন তহবিলে, ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা রেলওয়ে সংরক্ষণ তহবিলে এবং ২ কোটি টাকা অবচয় সংরক্ষণ তহবিলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চলতি বৎসরে গাড়ী, যন্ত্রপাতি এবং নূতন লাইন খোলার খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৬২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। আসাম রেল লিঙ্কের জন্য [illegible] কোটি টাকা এবং চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন তৈয়ার কারখানার জন্য ৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] মধ্যে একটি ছোট লাইন নির্মাণ এবং [illegible] মালবিভাগীয় ঘাটে [illegible] সুব্যবস্থা করিবার জন্য যে দুইটি পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইয়াছে সেগুলি কার্যকরী করিবার জন্য উন্নয়ন তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা হইবে।

যদিও বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিলে রেল বাজেট বিবরণী নিঃসন্দেহে [illegible], তথাপি এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। যাত্রী সাধারণের জন্য নানাবিধ সুখ সুবিধার উল্লেখ বাজেটে অবশ্য দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি কেমন সুবিচার করা হইয়াছে, বলা চলে না। [illegible] তিনটি শ্রেণীতে ভাড়া শতকরা ২০ হইতে ১১ ভাগ হ্রাস করিয়া নীচের দুইটি শ্রেণীতে শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অথচ লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, যাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন অর্থের অভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে এবং যাত্রীদের মোট ভাড়ার শতকরা ৮০ ভাগ তাহাদিগের নিকট হইতে আদায় করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে অভিযোগের ন্যায়সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের বাজেট বিবরণী ভারতীয় রেলপথের বর্তমান অবস্থা ও আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে।

—0—

"ডাক দিয়ে যাই......
মানবের সাথে যারা সংগ্রামের তারে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে"
—রবীন্দ্রনাথ

প্রাসঙ্গিক

বিদেশী মূলধন

ভারতের শিল্পে বিদেশের মূলধন বিনিয়োগ ও সহযোগিতার একটি নমুনা পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বোম্বাই হইতে প্রায় এক সপ্তাহ প্রকাশ যে, ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাস—এই কালের মধ্যে ১৭টি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতার জন্য বিদেশীগণ আবেদন করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য মূলধন দ্বারা সহযোগিতা করা হইতেছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশীরা মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা টেকনিক্যাল কারিগরী কৌশল শিক্ষা দান করিবেন, কোন কোনটিতে আবার অন্য ভাবে সহযোগিতা করিবেন। সরকারি প্রকাশ এই ১৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে কয়টিতে তাঁহারা অর্থ বিনিয়োগ করিবেন, তাহার মোট পরিমাণ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ সামান্য নহে। শিল্প-প্রসার ও সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার বিদেশের সহযোগিতা ও সাহায্য কামনা করিয়াছেন। যদি প্রধান দেশ ভারতবর্ষের সকল শিল্প-ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা না যায় তাহা হইলে দেশবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। দেশবাসীর জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ আনয়ন করিবার জন্য তাহাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। এই কাজে দ্রুততর হইতে হইলে শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলির সহযোগিতাও বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু ভারত সরকারের আবেদন সত্ত্বেও বিদেশীগণ এখানে মূলধন নিয়োগে কিছুটা সংকোচ বোধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতের শিল্প প্রসারের সহিত সহযোগিতার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, ক্রমশঃ বিদেশ হইতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যাইবে। বিদেশের সহিত আরও অনেক বৈদেশিক অর্থ ভারতের শিল্পে নিয়োজিত হইবে। বিদেশের সহায় ভারত এখন এই ভরসা রাখে। ভারতের শিল্প সম্পদ বিভিন্ন ভাবে, এই সব প্রতিষ্ঠান দ্বারা সেই সম্পদ উদ্ধার করা হইবে। এবং যে বিদেশীগণ উঁহাদের অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রত্যাশা করেন যে তাঁহারা ন্যায্য লভ্যাংশ লাভ করিবেন। তবে কেহ যেন না ভুলেন যে, ভারতের শিল্প প্রসার ও শ্রী বিদেশীদের হাতে চলিয়া যাইবে এবং ভারতীয় শিল্প-বিনিয়োগকারীরা বঞ্চিত হইয়া থাকিবেন। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে ভারতীয়দের নিজস্ব কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে হইবে না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন ৫১ ভাগের বেশী বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করা চলিবে না। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্প ভারতীয়দের হাতেই থাকিবে। যে ১৭টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিদেশীগণ সহযোগিতা করিতেছেন, তাহার মধ্যে ৩টি কলকারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করিবে, ২টি ঔষধপত্র উৎপাদন করিবে ও ১টি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিবে। দেশের এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশী অর্থ দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহী রহিলাম। এবং আমরা অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগের প্রতি বিদেশীদের উৎসাহ প্রকাশিত হোক—এই আশা করি।

দাম বাড়া

গত কয়েক দিন পূর্ব হইতে বাজারে আমদানীকারকদের টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। ইহার ফলে চারিদিকে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। কোন মালের উপর আগাম টাকা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। ব্যবসায়ীদের হাতে এখন আর টাকা নাই। ফলে কোন মালের দাম কমানো কঠিন। ইহার পরিণাম কখনও ভাল হইতে পারে না। কেবল ব্যক্তি বিশেষের হাতে তাহা বিক্রী হইয়া যাইবে। দাম বাড়িবার ফলে [illegible] বিভিন্ন বাজার হইতে টাকা তুলিয়া লইবার চেষ্টা চলিতেছে। যাহারা মোটা টাকা বাজারে খাটাইয়াছেন তাঁহাদের মনে ভয় হওয়া কেমন স্বাভাবিক, তাঁহারা বাজারে টাকা খাটাইয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সে লাভ হওয়াও কেমন স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভাবে যদি সকল বাজার হইতে সকল টাকা তুলিয়া লওয়া হয় তাহার পরিণাম কি হইবে তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। সুতরাং ব্যবসায়ীদের বাঁচাইবার জন্য সরকারী উদ্যোগ যেমন দরকার, তেমনি বাজারের মধ্যে সহযোগিতা ও আস্থাবোধও তেমনি আবশ্যক। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতার সরকারী প্রধান বাজারে একাধিক বিষয় বিচার করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। এবং সেই সব বাজারে নিয়ন্ত্রণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। এই জন্য দাম বাড়িবার ব্যক্তি অতিরিক্ত সংশোধন করা হইবে। একাধিক এই সম্বন্ধে বাজারে মূলধন প্রায় কোটি টাকাও বেশী হইবে। ইহা সুলক্ষণ। আমরা আশা করি, এই ভাবে একদিন বাজারে অনিশ্চিত অবস্থা দূর হইবে এবং বাজারের মধ্যে সম্মিলিত সহযোগিতা স্থাপিত হইবে। এবং তাহার ফলে বাজারের কোন মালের মূল্য ও অধিক না হয় তাহার ব্যবস্থাও যেন বিচার করা হয়।

পাকিস্তানের ঘটনা

পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে তাহা বিস্তারিত ভাবে জানা যায় নাই, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনও মত দেওয়া চলে না। কিন্তু যাহা ঘটিতে শুনা যাইতেছে তাহা হইতে আমরা বিশেষ আশঙ্কা করি যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিশেষ ভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার পুরাপুরি বন্ধ হইয়াছে না বলিয়াই মনে হইতেছে। সংখ্যালঘুদের দুঃখ বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন এমন কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাদের দুঃখ বন্ধ করা দূরের কথা, তাহারা বরং দুঃখ দিয়া চলিয়াছেন। ভেবিয়া দেখুন যে যদি পশ্চিম বাংলার চীফ সেক্রেটারী এই পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন, প্রতিনিধি সম্মিলনেও ইহার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, এবং পাকিস্তান দেশটি দুই স্বতন্ত্র ভাবে উভয় অঞ্চল পরিস্থিতির জন্য তাহার সরকার নিজেদের দিয়েছেন। পাকিস্তানে ভারতীয় হাই কমিশনার ঢাকা গিয়াছিলেন এবং সেখানকার পূর্ণ খবর দিয়াছেন, কিন্তু ইহার ফলে অবস্থার কতখানি উন্নতি হইবে তাহা বলিতে পারিতেছি না। অথচ শান্তি এখনই অত্যন্ত যে বেশ অধিক বিলম্ব করা উচিত না। ভারতের সরকার নিশ্চয়ই এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সমস্যা সমাধান হইলে মূল বাস্তু না ছাড়িয়া লোক আশ্রয়ে থাকিতে পারে, কিন্তু এই দুই পথ উপেক্ষা সম্ভব নয়। সুতরাং তৃতীয় পথ অবলম্বন করিতে হইবে। তৃতীয় পথটি কি? উদ্বাস্তু সমস্যার পর মুক্তি সম্বন্ধে বিশিষ্ট মন্ত্রী উক্তরূপ কোন পরিকল্পনা বলিয়াছেন যে প্রস্তাব করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব বাংলা আবার পাকিস্তানের স্বতন্ত্র হিসাবে থাকিয়া যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হয়—তাহা হইলে পূর্ণ শান্তি আসিতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের পরস্পর পরস্পরের সহিত এমন নিবিড় ভাবে জড়িত যে, উভয় বঙ্গ মিলিত না হইলেও তাহারা স্ব স্ব এলাকায় স্বতন্ত্র থাকিয়া যদি একটি কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকে তবে কোনরূপ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

কারখানায় শব্দের প্রতিক্রিয়া

[illegible] [illegible] জন [illegible] [illegible]। [illegible] প্রতিষ্ঠানে কতকগুলি শব্দ ও উত্তাপের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নানা গবেষণা করিয়াছেন। [illegible] উক্ত কারখানাগুলির নিকট শব্দ কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—ইহাই তাহাদের গবেষণার বিষয়। তাহাদের পরীক্ষায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—কোন কোন ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এবং কোন কোন ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এই সব [illegible]।

[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বর্তমানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। নারী যদি আত্মরক্ষাজনিত [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] কাজের সঙ্গে ঠিক খাপের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] বর্তমানে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য তাহাদের ঠিক [illegible] নিকট হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। নূতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible], তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহাতে বেশী কিছু নয়। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহাতে কিছু [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে, সে [illegible] [illegible] [illegible] কিছু বলিবার নাই। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু করিবেন না। আমরা পূর্ব হইতেই [illegible] [illegible] করিয়াছিলাম, [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]।

পাঠকীয়

[illegible] কথা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নীলিমা দেবী পাঠ মন্দির কর্তৃক ৩৬এ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত। দাম ২৲।

আলোচ্য গ্রন্থখানি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনায় [illegible] [illegible] [illegible] নাই, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙালী [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ও বাঙালীর [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙালী জীবনের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবে। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। মুখোপাধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Detach Sir Rajendra from his family and you lose his grandeur. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইতিহাস ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিবে। পূর্ব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আলোচ্য পুস্তকে তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। তাঁহাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] এই [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছে।

লেখক [illegible] ও [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এবং তাঁহার [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পণ্য দ্রব্যের বাজার

চা, চিনি ও খাদ্যশস্যের অবস্থার উন্নতি

ভারতের বণিকসভায় চা শিল্প বিষয়ক বিলের অধিবেশন সময়ে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নিয়োগী চা-শিল্প বিষয়ক আইনের সংশোধনের আলোচনা কালে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন ১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি ও শেষাশেষি সময়ে চা-শিল্পে নানারূপ বিপদ আপদ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু এই অসুবিধা ছাড়া চা-শিল্পে আর কোন সংকট দেখা যায় নাই; এই দিক দিয়া এই শিল্পকে সৌভাগ্যশালীই বলিতে হয়। কেননা অন্য সব শিল্প যত সময় ধরে বিভিন্ন সংকটে পড়িয়া থাকে; কিন্তু চা-শিল্পের ভাগ্যে এরূপ কোন বিপদ দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন সম্প্রতি চা-উৎপাদনের খরচ বাড়িয়াছে, এবং উৎপন্ন উৎপাদন ও ষ্টেটের মালপত্রের মূল্যও কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়াছে। চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লোকসান পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য চা-উৎপাদনকারী দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ চা-শিল্পের উন্নতি অবনতি যে নির্ভর করিতেছে, শ্রীযুক্ত নিয়োগী তাহা সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেন। কেননা সম্প্রতি ভারতীয় চায়ের চাহিদার বিষয়ে সিংহলী চায়ের সাথে খুব যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আবার একথাও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় চায়ের গুণ নাকি অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আসলকথা এই যে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে চা-উৎপাদনকারীদের চেষ্টার ফলে চায়ের গুণের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় [illegible] যা দাম তাতে অন্যান্য দেশীয় চায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপযোগী। সুতরাং আশা হইতেছে, এর পর বিদেশী বাজারে চায়ের বাজার ভাল পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নিয়োগী বলেন, চা-শিল্প ব্যবসায়ীদের পক্ষে পূর্ণ সুযোগ এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই—অধিক বলিতে গেলে চা উৎপাদনের যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুরাপুরি ভাবে ব্যবহার করা হয় নাই, এই কারণে ভারতীয় চায়ের যা চাহিদা বা সম্পূর্ণ বিক্রয়ের সম্ভাবনা হয় নাই। এই কারণেই এক সময়ে যে পরিমাণ চায়ের চাহিদা আসিয়াছিল তাহার যোগান দেওয়ার ক্ষমতা শীঘ্রই হ্রাস পাইয়াছে; চায়ের দামের বেশী যে হয় তাহার কারণ হইতেছে সে-সময় ক্রেতাদের [illegible] দাবি এইরূপ শ্রীযুক্ত নিয়োগী এমন মনে করেন না।

চা সরবরাহ বিষয়ে ভারত [illegible] প্রস্তাব করিয়াছে যে ভারত যে ৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদন করিয়া সরবরাহ করিবে তাহার ৩০ লক্ষ বেশী চা রপ্তানি করিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ মনে হয় যে, সরকারী রপ্তানি দ্বারা ভারত অধিক রপ্তানি করিতে না পারিবে, কেননা ভারত এখনও কলিকাতার নীলামের বাজারেই বৎসরে ২০ কোটি পাউণ্ড চায়ের কেনা-বেচা চালাইয়া থাকে। এখানে এই সঙ্গে বলা দরকার যে চা বিক্রয়ে কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় না। বিভিন্ন দেশে কত পরিমাণ জমি চা আবাদে নিয়োজিত আছে, তাহার হিসাব দেওয়া যাইতেছে। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এই পরিমাণ জমিতে চা আবাদের অনুমতি দেওয়া আছে—ভারতবর্ষ ৭ লক্ষ ৭২ হাজার একর, পাকিস্তান ৭৭ হাজার একর, সিংহল ৫ লক্ষ ৭০ হাজার একর, ইন্দোনেশিয়া ৫ লক্ষ ১১ হাজার একর।

গত সপ্তাহে ২০ হাজার পেটি চা কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয়। চাহিদা খুব বেশি ছিল না। ইহা ছাড়া ১১ হাজার পেটি গুঁড়া চা এবং ৮ হাজার পেটি অন্যান্য চা আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য বিক্রয় হয়। গুঁড়া চায়ের চাহিদা কিছু বেশ দেখা যায়। দার্জিলিং চা অল্পই বিক্রয় হয়।

চিনি

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিনি বাজারের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। কানপুর ডিপোর চিনি মণ ৪৫৲ ছিল, নভেম্বরের দর ছিল ৪৮৲ হইতে ৪৯৲ টাকার মধ্যে।

গত অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত সংগ্রহের উপর ভারত সরকার যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলে এ বছর চিনি উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়। এ পর্যন্ত চিনি উৎপাদন সম্পর্কে যে সব খবরাখবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ বছর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বছরের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টন চিনি ভারতে উৎপাদিত হইয়াছে। চিনি সম্বন্ধে এই খবর দিয়া ভারত সরকারের খাদ্য সচিব জানান যে, উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এ সত্ত্বেও চিনির টানাটানি থাকিবে কিনা তাহা এখনই বলা যাইতেছে না; কিন্তু যদি টানাটানি থাকে তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন। চাহিদা যোগানের সমস্যা এখনও বিবেচনাধীন আছে এবং চিনির কোটাবন্দী নিয়ে সরবরাহাদির জন্য এখনো কমিটি নিযুক্ত করা হয় নাই। এখন চিনি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় না, এখন গভর্ণমেণ্টই সরবরাহ করেন। গত বছরের তুলনায় এ বছর ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন বেশী চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। যেহেতু বাজারে চিনির চাহিদা আছে, সেই সেই বাজারে চিনি সরবরাহ করা হইবে। ১লা জানুয়ারী তারিখে প্রায় ৯৮ লক্ষ টন চিনি মজুদ ছিল।

বিদেশ হইতে চিনি আমদানির বিষয়টি এখনো বিবেচনাধীন আছে। ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টকে কতটা চিনি পাঠাইতে পারিবেন এবং কি দর পড়িবে ইত্যাদি বিষয় ভারত সরকার ইন্দোনেশীয় সরকারের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তাহার উত্তর এখনো পাওয়া যায় নাই।

জানা গেল ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের ডিরেক্টরগণ সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভাঙ্গিয়া দিবার পক্ষে ১০ ভোট ও বিপক্ষে ৮ ভোট দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত সিণ্ডিকেটের মেম্বারদের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ১৬ই মার্চ সভায় এই ভোটের বৈঠকে এ-বিষয় আলোচনা হইবে।

গুড়

[illegible] বাজারে গুড়ের উপর [illegible] নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পর হইতে ইউ. পি.র বিভিন্ন বাজারে বিশেষ মন্দা দেখা যায়। চিনি [illegible] চালাচালি নিষিদ্ধ থাকায় এই মন্দাভাব বৃদ্ধি হয়।

[illegible] পরিবর্তিত নিয়মে [illegible] সেই সব বাজারে [illegible] বিভিন্ন [illegible] দর [illegible] প্রায় ৭০ [illegible] চিনি [illegible] হয়।

গত সপ্তাহে যে গুড়ের দর ছিল ২৮৲ টাকা, এ সপ্তাহে তাহা নামিয়া ২১৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার ফলে বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। [illegible] গুড়ের দাম [illegible] নিম্নলিখিত দর হইতেছে—কানপুর ২১৷০, [illegible] ১৯৲, মজঃফরপুর ১৯৲ টাকা হইতে ২১৲, কলিকাতা ২৮৲ টাকা হইতে ২৯৲, দিল্লী ২৯৲ হইতে ৩০৷০ এবং কানপুর ২১৲ টাকা হইতে ২৩৲।

খাদ্যশস্য

এ সপ্তাহে খাদ্যশস্যের দর তেমন কোন পরিবর্তন

(শেষ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

[illegible]

[illegible] জগতে সঙ্কট

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible]

[illegible] পুনর্বিবেচনা [illegible] দাবী [illegible]

[illegible] কর্ত্তৃক [illegible] অপেক্ষা [illegible]

[illegible]

[illegible] করিতে পারিবেন না।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক [illegible]
টেলিগ্রাম: [illegible]

ষ্টীমার এজেন্টস্

[illegible] লিঃ
[illegible] এণ্ড [illegible] কোং
[illegible] লিঃ

ইম্পোর্টার্স ও ষ্টকিষ্টস্

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ম্যানেজিং এজেন্টস্

[illegible] এণ্ড কোং লিঃ
[illegible]
[illegible] কোং লিঃ
[illegible] এণ্ড [illegible] কোং লিঃ
[illegible]

ইন্সিওরেন্স ও লয়েড্‌স এজেন্টস্

[illegible]

[illegible]

[illegible] 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের ফলে [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] একটি [illegible] ঘাটতি [illegible] কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে [illegible] লক্ষ টন [illegible] আশা করা যায়। [illegible] বাহিরে [illegible] হইবে।

নিয়মাবলী

- "বাণিজ্য ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।
- মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।
- ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।
- ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্ম্মকর্ত্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
এজেন্সীর জন্য 'কর্ম্মকর্ত্তা, প্রচার বিভাগ'
"বাণিজ্য ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিংস, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে।

শেয়ার বাজার

দরে সামান্য উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী। এই সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার মোটের উপর [illegible]ভাবে। কেবল গত সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল, [illegible] তাহা হইতে কিছুটা কম হয়। ফাটকা বাজারেই বিশেষ [illegible] দেখা যায়। ইহার কারণ হয়ত এই যে, [illegible] বাজারের দর প্রকাশ করিয়া যায়; তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলিকাতার দর [illegible] বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা ও পূর্ব বঙ্গের মধ্যে টাকার [illegible] পূর্বতন সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন, সে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দিবার ফলে ফাটকা বাজারে [illegible] আবির্ভাব দেখা যায়। ইহার ফলে দর সামান্য বাড়ে। তত্রাপি [illegible] বাজারে কিছুটা উন্নতি দেখা যায়। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে পণ্য-বিনিময় বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে—এইরূপ গুজব বাজারে রটে। তাহাতে পাট বাজারের হালচাল বদলাইতে শুরু হয় এবং দরের মধ্যে [illegible] উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কয়লার দরে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়, [illegible] দর চড়িয়া [illegible] ও [illegible] হয়। [illegible] দর [illegible] পর্যন্ত উঠে [illegible] এই দরে [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] দরে বিশেষ পরিবর্তন হয় না। [illegible] থাকিয়া যায়। ফাটকা বাজারে [illegible] দর চড়িয়া [illegible] পর্যন্ত হয়। ইণ্ডিয়ান [illegible] আনায় উঠে [illegible] জিনিষের দর [illegible] দেখা যায়, [illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible] আনা থাকিয়া [illegible] পর্যন্ত হয়। [illegible] চড়িয়া [illegible] হয়। এই বিভাগে [illegible] ও [illegible] দরেও সামান্য উন্নতি ঘটে, [illegible] এই দুই শেয়ারের দর [illegible] ও [illegible] হয়। বিবিধ বিভাগে উৎসাহ ছিল। [illegible] ও ইণ্ডিয়ান [illegible] পরিবর্তন পায়। [illegible] দর [illegible] থাকিয়া [illegible] হয়। [illegible] দর [illegible] ছিল [illegible] এই দর [illegible] ও [illegible] হয়।

[illegible] উপলক্ষে [illegible] বাজারে কোনরূপ কাজ কারবার হয় না। কিন্তু [illegible] যখন বাজার খোলে তখন বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় এবং [illegible] বাজারে কেনাবেচার কাজ [illegible] পরিমাণে হয়। [illegible] বাজারেই [illegible] শেয়ার বিক্রয় করিবার ঝোঁক দেখা যায়। [illegible] চাহিদা [illegible] বিক্রেতা না থাকায় শেয়ারের দর [illegible] বৃদ্ধি পায়। বিশেষ কোন একটি বিভাগে [illegible] দরের পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণ ভাবে [illegible] বিভাগীয় শেয়ারের [illegible] প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কয়লার শেয়ার কিনিবার ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়, ইহার ফলে [illegible] দর [illegible] টাকা [illegible] ২০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] ও [illegible] হয়। [illegible] বিভাগে কিছুটা উৎসাহের ভাব দেখা যায় কিন্তু এই উৎসাহের ফলে শেয়ারের দরের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। [illegible] আনায় স্থির থাকে। [illegible] এক [illegible] টাকা [illegible] টাকা হয়। [illegible] প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। [illegible] এর শেয়ার কিনিবার জন্য [illegible] ছিল। [illegible] ও [illegible] শেয়ার কিনিবার ঝোঁক [illegible] দেখা যায়। এই চাহিদার ফলে এই দুই শেয়ারের দর কিছুটা বৃদ্ধি পায়। [illegible] ও [illegible] হয়। [illegible] দরেও পরিবর্তন [illegible] চাহিদার [illegible] দর বৃদ্ধি পাইয়া এক সময় [illegible] আনা পর্যন্ত হয়। [illegible] দর [illegible] ও [illegible] আনার মধ্যে ওঠা-নামা করে। বিবিধ বিভাগেও উৎসাহের ভাব দেখা যায় ও কেনাবেচার ঝোঁক লক্ষিত হয়।

[illegible] বাজারে [illegible] দরে আর কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। [illegible] দর চড়িয়া [illegible] উঠিয়াছিল, পুনরায় সেখান হইতে দর নামিয়া যায় না। কিন্তু [illegible] নির্বাচনের [illegible] লক্ষ করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ [illegible] করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। দর চড়িয়াই থাকে বটে কিন্তু এখন কেনা-বেচার কাজ বিশেষ হয় না।

সপ্তাহের শেষ দিনেও বাজারের হাল-চাল একই রূপ থাকিয়া যায়। [illegible] নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি বাজার [illegible] চাহিয়াছিল, [illegible] তাহাদের দৃষ্টি ছিল সেদিন। সুতরাং কোনরূপ কেনা-বেচার কাজও [illegible] বিশেষ দেখা [illegible]

[illegible] না। [illegible] বেশি থাকিবে [illegible] না।

বাজারের হাল-চাল

[বাজার দর-কালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible]।

ব্যাঙ্ক

[illegible] ১১০, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

কাপড়ের কল

[illegible] মিল্স্ [illegible], [illegible] মিল্স্ [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

কয়লা খনি

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

পাট

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

চিনি

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

বিবিধ

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible], ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

সংবাদ সংকলন

[পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার এবং আসামের সহিতও ব্যবসা সঙ্কুচিত হইয়া উঠায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের বিপুল পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের প্রতি আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের বহির্বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা লেন দেনের মধ্যে বাঙ্গালীর কোনই স্থান নাই। পরাধীন ভারতে এই ব্যবসাটী ইউরোপীয় মহাজনদেরই এক চেটিয়া ছিল। সে কারণে ঠিক তাহাদের এজেন্ট হিসাবে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীতে হাত পাকাইয়াছে। বর্তমানে স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত অবস্থায় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীর একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসায়ে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারেন। প্রচুর মূলধন না হইলে আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চলে না এই ধারণা ঠিক নয়। এই সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিব। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিম্নে কলিকাতা বন্দরের সাপ্তাহিক রপ্তানী বাণিজ্যের কিছুটা আভাস দিতেছি।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে সমস্ত ব্যবসায়ী বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের অনুমতি পাইয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। যদি কেহ বিস্তারিত জানিতে চাহেন পত্র লিখিলে যথাসম্ভব জানান হইবে।

সম্পাদক, 'আর্থিক ভারত']

জানুয়ারী,—ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

কয়লা

অনুমোদিত জাহাজবিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা		
ম্যাকনিল ও ব্যারী লিঃ ২, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা	২২ হাজার টন	অষ্ট্রেলিয়া
ঐ	১৫ হাজার টন	

খনিজ দ্রব্যাদি

আর ম্যাকলিন-এণ্ড কোং লিঃ ১৩ বি, [illegible] লেন, কলিকাতা-১	ম্যাঙ্গানিজ ২০০০ টন	আমেরিকা
ঐ	ঐ ১৫০০ টন	ঐ
ঐ	ক্যায়নাইট ৫০০ টন	বৃটেন
ঐ	ঐ	আমেরিকা

বস্ত্র

[illegible] এণ্ড কোং ৫, [illegible] লেন, কলিকাতা	[illegible] ২ টন	[illegible]

ব্যবসায়ের সন্ধান

[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু দেশীয় ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য এবং নিজ নিজ দেশের পণ্যাদি ভারতে বিক্রয়ের নিমিত্ত আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দেশের পরিচয় ব্যবসায়িক [illegible] [illegible] আগ্রহান্বিত তাহারা [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] পারেন। পাঠকগণ আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে [illegible] ঠিকানা জানাইয়া দেওয়া হইবে। অনুসন্ধানের উত্তরে [illegible] [illegible] [illegible] পত্র দিলে আমরা [illegible] ঠিকানা পৌঁছাইয়া দিতে পারি। নিম্নে [illegible] [illegible] এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচয় [illegible] আগ্রহান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে এই শ্রেণীর সংবাদ প্রকাশিত হইবে।]

—সম্পাদক 'আর্থিক ভারত'

রপ্তানী—

Cathay Traders [illegible]—ভারতীয় মিলের ১০-৪০ ও [illegible] নং সূতা, [illegible] শাটী এবং [illegible] [illegible] [illegible] ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Kuan Leck Chai Kwang—হংকং। ভারত হইতে [illegible] [illegible] ইত্যাদি, খেলার সামগ্রী, [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible] ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি ভারতে রপ্তানি করিতে ইচ্ছুক।

Pridex Corporation.—আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র। ভারত হইতে পোশাকি প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Nagardas Jasraj Avilani—আরব। ভারতীয় শিল্পজাত [illegible] ইত্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Abel Lemon Co. Pty. Ltd.—অষ্ট্রেলিয়া। ভারতীয় [illegible] ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Empire Export Co.—কানাডা। ভারতীয় কার্পেট খরিদ করিতে ইচ্ছুক।

Necca Cho Freres—সিরিয়া। ভারতীয় বস্ত্র ও [illegible] ইত্যাদি খরিদ করিতে চান।

Hakim Mohamed—বৃটিশ গায়েনা। ভারত হইতে [illegible] পরিমাণে চামড়া, মশলা, [illegible], চা, [illegible] এবং [illegible] তৈল ক্রয় করিতে চান।

N. V. Goordarn Import—নেদারল্যাণ্ড। ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন তৈল, চিনাবাদামের তৈল, নারিকেলের তৈল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Global Trading Co—পোর্ট অব স্পেন; ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদির এজেন্সী চাহেন।

অনুমোদিত আমদানীকারকের নাম ও ঠিকানা	পরিমাণ	যে দেশ হইতে আমদানী হইবে
[illegible] যন্ত্রাদি		
[illegible] লাল [illegible] ৫০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২ লক্ষ টাকা	যুক্তরাজ্য
কে, আর, [illegible] ৩৬, [illegible] টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা		চেকোস্লোভাকিয়া
[illegible] কাজী আহমদ [illegible], [illegible]		জাপান
কমার্শিয়াল এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন [illegible], ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	[illegible]
আবদুল [illegible], আবিদ [illegible], চাঁদবাজার	৫ হাজার টাকা	জাপান
সূতা		
ডিনশাহ এণ্ড কোং ৩৯, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৬০ নং সূতা ৩৫ হাজার পাউণ্ড	[illegible]
[illegible] এণ্ড কোং ৫১, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪০ নং সূতা ২০ হাজার পাউণ্ড	জাপান
ঐ	ঐ	হংকং
ঐ	১০ নং ৮ হাজার পাউণ্ড	সিঙ্গাপুর
পাট দ্রব্য		
[illegible] মুকীম ১৮, নং আমড়াতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৩০ টন	[illegible]
[illegible] বাগড়ী ৭ বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা	২৫০ টন	পাকিস্তান
গোবর্দ্ধন দাস আগরওয়াল ৪, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা	১৫ টন	সুদান
চামড়া		
[illegible] নয়া বাজার, দিল্লী	৫০৫০ পাঃ	জাপান
হাড়ের গুঁড়া		
[illegible] বোন মিলস্ লিঃ, কলিকাতা	১০২ টন	বেলজিয়াম
বি, এন্ ইলিয়স এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা	১২৭ টন	ঐ
ঐ	১০০ টন	ঐ
এম, [illegible] এণ্ড কোং ১, [illegible] রোড, কলিকাতা	১৮৮ টন	ঐ
খনিজ দ্রব্য		
[illegible] লিঃ ৯, [illegible] এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা	[illegible] ৫০০ টন	পশ্চিম জার্মানী
ইষ্ট এশিয়াটিক কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ, কলিকাতা	২০০০ টন	আমেরিকা
প্যারাফিন ওয়াক্স		
[illegible] ইণ্ডিয়া কর্পোরেশন ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা	১০০ টন	ব্রেজিল

The Ajulo Open Trading Co.—আর্জেন্টিনা। [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

আমদানী

Norbert Steyer—অষ্ট্রিয়া। [illegible] [illegible] ভারতে বিক্রয় ইচ্ছুক।

The Naigai Trading Co. Ltd.—জাপান। জাপানী খেলনা [illegible] ইহারা [illegible] প্রভৃতি ভারতে বিক্রয় করিতে চান।

Kimpuko & Co.—জাপান। জাপানে প্রস্তুত বিভিন্ন রকমারী দ্রব্য ভারতে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

Bonifacio Henriques Simoe—পর্তুগাল। পর্তুগালে [illegible] তৈল [illegible] ভারতে বিক্রয় ইচ্ছুক।

Type Setting Services Ltd.—ইংলণ্ড। [illegible] ভারতে বিক্রয়ে ইচ্ছুক।

National Tool & Die Industries Inc. —যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা। [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি ভারতে বিক্রয়ে ইচ্ছুক।

পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানী

[illegible] জানুয়ারী (১৯৫৮) হইতে [illegible] রপ্তানী [illegible] ভারত সরকারের [illegible] লাইসেন্স [illegible] কলিকাতার যে সমস্ত ব্যবসায়ীকে পূর্ব পাকিস্তানে [illegible] করিয়া [illegible] তাহার [illegible] তালিকা [illegible] হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি [illegible] পর্যন্ত [illegible] ক্রয় করিয়া [illegible] পাকিস্তানে [illegible] সময় যে [illegible] তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে।

ব্যবসায়ীর নাম	পরিমাণ
[illegible] কেমিক্যাল [illegible]	[illegible] টন কয়লা
[illegible]	” ”
[illegible]	১১৫
[illegible]	১০,০০০ [illegible]
[illegible] কোং	১৬,৫০০ [illegible]
[illegible] কোং	” ”
[illegible]	৮০০০
[illegible]	৫৫০০

নূতন তৈল পদার্থের তৈরী মনুষ্যাকৃতির মূর্তি

[illegible] একটি প্রতিষ্ঠান [illegible] বৎসর গবেষণা [illegible] ফলে একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের তৈল পদার্থের [illegible] [illegible] মানুষের [illegible] মূর্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে। এই দ্রব্য প্রস্তুত [illegible] [illegible] মনুষ্যাকৃতির একটি মূর্তি [illegible] প্রস্তুত

অনুমোদিত ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা	মালের পরিমাণ বা মূল্য	রপ্তানীযোগ্য দেশের নাম
[illegible] লেন, কলিকাতা	১০০ টন	[illegible]
	৩০ টন	[illegible]

মসলা

এম. আহমেদ এণ্ড কোং ১৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা	গোল মরিচ ৩০ হন্দর	[illegible]
[illegible] এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ ২১, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা		

কাগজ

টিটাগড় পেপার মিলস কলিকাতা		[illegible]
বেঙ্গল পেপার মিলস		
ইণ্ডিয়া পেপার মিলস	২২ টন	

বিবিধ

[illegible] (ইণ্ডিয়া) কলিকাতা	[illegible]	[illegible]
[illegible] কোং [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	[illegible] হন্দর	[illegible]
[illegible] কোং কলিকাতা	[illegible]	
[illegible] এণ্ড কেমিক্যাল কোং ৩২, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	[illegible] টন	
[illegible] ১৮, [illegible] রোড, কলিকাতা	[illegible]	[illegible]
ঐ	[illegible]	ঐ
[illegible] লিঃ ৮, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	[illegible] টন	[illegible]
এন. [illegible] এণ্ড কোং ৫৭, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা	[illegible]	[illegible]
[illegible] ৩৭, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	[illegible]	[illegible]

পাট ও পাটজাত দ্রব্য (নূতন প্রার্থী)

জানুয়ারী-জুন—১৯৫০

[illegible] [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৩ টন	নেদারল্যাণ্ডস ইণ্ডিজ
[illegible] এণ্ড কোং লিঃ ১৮, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৩০ টন	[illegible]
বি, সি, [illegible] এণ্ড ব্রাদার্স লিঃ ১৫৮, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪৪ টন	অষ্ট্রেলিয়া
[illegible] ৩, [illegible] ষ্ট্রীট	১০০ টন	অষ্ট্রেলিয়া

[illegible] দেখানো হইবে। এই মূর্তিটির দাম হইবে [illegible] টাকা। [illegible] এই মূর্তিটি [illegible] তাহা [illegible] করিয়া যে কোন [illegible] করিতে পারেন। [illegible] মূর্তিটি একবারে [illegible] করা যাইবে।

এই নূতন জৈব পদার্থের নাম দেওয়া হইয়াছে অর্গানিল (ORGANYL)। এই [illegible] এবং যে কোন রং [illegible] করা যায়। [illegible] [illegible] অনুকরণ করিতে [illegible] [illegible] ছাত্রদের [illegible] বাণিজ্যের [illegible]।

ভারতবর্ষের জন্য ১২টি পুলিশ বোট

[illegible] ১২টি [illegible] নির্মাণের ভার [illegible] গ্রহণ করিয়াছে। [illegible] ১০৫ ফিট লম্বা, ৩০ ফিট [illegible] এবং ১২ ফিট গভীর হইবে। এই [illegible] [illegible] মাল বহন করা যাইবে। এই [illegible] [illegible] এবং ইহা [illegible] করা হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] করা হইবে। [illegible] [illegible] একটী [illegible] [illegible] নির্মাণ করিয়াছেন।

শস্যের নূতন শত্রু

[illegible] (Pea) নামক একটি [illegible] কার্য চলিতেছে। [illegible] এই পরীক্ষাকার্য চালাইতেছেন। [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible] প্রায় [illegible]।

দশ লক্ষ পরিবারের জন্য বাস গৃহ

[illegible] ১০, ৭৯,০০০, পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] নির্মাণ কার্য [illegible] [illegible] রিপোর্ট [illegible] জানা গিয়াছে। ১৯৪৯ সালে ১,৩৭,০০০ [illegible] গৃহ নির্মিত হইয়াছে। [illegible] মোট ৬,৭৩,০০০ গৃহ নির্মিত হইল। [illegible] ১,৩৪,০০০ গৃহ নির্মাণের কার্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১,৫৭,০০০ অস্থায়ী গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

বৃটেন [illegible] কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ [illegible] হইতেছে [illegible] পৃথিবীর [illegible] [illegible] প্রদর্শিত হইবে। [illegible], [illegible] এবং [illegible] বৃটেন [illegible] [illegible] করিতে পারিবে। বৃটেনের [illegible] এই সমস্ত কৃত্রিম [illegible] পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। [illegible] এই বিষয়ে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

[illegible] প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ [illegible] লিমিটেড, কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত [illegible] [illegible] রোড, কলিকাতা—১ [illegible] প্রকাশিত। মুদ্রাকর :— [illegible]।

REGD. No. CJ105

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪১শ সংখ্যা]   কলিকাতা, বুধবার ১৬ই ফাল্গুন, [illegible] সন.   [মূল্য ।০

সূচী

	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬২৯	প্রাসঙ্গিক	৬৩২
প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট		পরিকল্পনা কমিশন	
প্রবন্ধ	৬৩১	পণ্যদ্রব্যের বাজার	
আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও পাকিস্তান		পাট ও তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা	
বাংলার খাদ্য		সংবাদ সংকলন	
চিনি শিল্প সংরক্ষণ		মন্তব্য	
কৃষি প্রদর্শনী		শেয়ার বাজার	৬৩৮
গৃহপালিত পশু-পক্ষী			

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট নিঃসন্দেহে সাধারণ মনোযোগ লাভের যোগ্য। ইহার প্রত্যক্ষ ফল বর্তমানে যাহাই হউক না কেন, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই সর্বপ্রথম বাজেটে ভারতের জরুরী অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অবাস্তব আদর্শবাদের মোহ ত্যাগ করিয়া সরকার বাস্তব ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই বোধ হয় বর্তমান বাজেটের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টে ডাঃ জন মাথাই যে বাজেট পেশ করিয়াছেন। [illegible] হইতে জানা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ আর্থিক বৎসরে ৩৩৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩৩৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; অর্থাৎ মোট ঘাটতি হয় ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। উক্ত বৎসরের বাজেটে ৭১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। [illegible] [illegible] খাতে পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা ২ কোটি [illegible] আদায় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। উক্ত-রাষ্ট্রসমূহ হইতে প্রাপ্ত ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা এবং ১৭১ কোটি টাকা আয়কর খাতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া উক্ত খাতে পূর্ববর্তী বৎসরের বাকি আরও ২ কোটি টাকা আদায় হইয়াছে। ডাক ও তার বিভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। ঐ সকল আয়ের ফলে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু সরকারী রেলওয়ে

সমূহের নিকট হইতে ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা অধিক অর্থাৎ মোট ৭ কোটি টাকা পাওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উক্ত বৎসর বিবিধ খাতেও অতিরিক্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল

আলোচ্য বৎসরে দেশরক্ষা খাতে মোট [illegible] কোটি ৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্ব নির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে [illegible] ৭৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বে-সামরিক খাতে ব্যয় হইয়াছে মোট ১৬২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণ হইতে ৮৮ লক্ষ টাকা বেশী। আলোচ্য বৎসরে বাজেট নির্দিষ্ট পরিমাণের [illegible] পরিবর্তে [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] উদ্বৃত্ত সরকারের [illegible] পরিমাণ মোট [illegible] হ্রাস পায়। উহা ছাড়া উদ্বৃত্ত মূল মূলধনীয় ব্যয় [illegible] এবং বে-[illegible] খাতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট [illegible] কোটি হইয়াছে। তাহা ছাড়া [illegible] ইউনিয়নকে [illegible] বাবদ [illegible] কোটি ৭১ লক্ষ টাকা দেয়

এই প্রস্তাবিত [illegible] অনুযায়ী আগামী বৎসরের রাজস্বের [illegible] ২৬৭ [illegible] ৮০ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। ঐ সময়ে [illegible] কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। ফলে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। শুল্ক বাবদ আয় ১০৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা হইবে। কেন্দ্রীয় শুল্ক বাবদ ৭০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং উহার সঙ্গে ১৮২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা আয়কর বাবদ আদায়ীকৃত হইবে। অবশ্য উহার মধ্যে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ভূতপূর্ব [illegible] রাজ্য সমূহ হইতে সংগৃহীত হইবে। উহার মধ্যে ১০৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বণ্টন যোগ্য, প্রদেশগুলি উহা হইতে ৫৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা পাইবে এবং তিনটি উপরাষ্ট্রের মধ্যে ৮১ লক্ষ টাকা বণ্টন করা হইবে। ডাক ও তার বিভাগের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিবে ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা। নূতন প্রথা অনুযায়ী রেলওয়েকে ৩১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ডিভিডেণ্ড দিতে হইবে। উহা হইতে সাধারণ রাজস্ব খাতে ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা পাওয়া হইবে। চীফ কমিশনার শাসিত নূতন রাজ্য হইতে আরও ২ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

বাজেটে আগামী বৎসরের জন্য মোট ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা খাতে এবং ১৬৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বে-সামরিক খাতে ব্যয় করা হইবে। বে-সামরিক ব্যয় খাতে নূতন চীফ কমিশনার শাসিত রাজ্যগুলির পরিচালনা সম্পর্কে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং ভারতীয় রাজ্য ও ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনা সম্পর্কে ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব ভারতীয় রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত ভাতা খাতে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দরুন ক্ষতি মিটাইবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ও রাজ্যকে দেওয়ার জন্য [illegible] কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

[illegible] জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খাদ্য সম্পর্কে সরকারী সাহায্য বাবদ ২১ কোটি টাকা ও প্রাক্-বিভাগ কালীন দেনা মিটাইতে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক অর্থনীতি বাজেটকে সমাজে পূর্ণ নিয়োগের এক শক্তিশালী উপায় হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আজ জরুরী সমস্যা পূর্ণ নিয়োগ ততটা নয়, যতটা হইতেছে উৎপাদনের ক্রমিক অবনতিকে বন্ধ করিয়া পুনরায় নিয়োগ সুনিশ্চিত করা। সেই দিক হইতে বিচার করিলে ডাঃ জন মাথাই কর্তৃক উত্থাপিত প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট বিশেষভাবে অভিনন্দন লাভের যোগ্য। এই বাজেটের মূল লক্ষ্য হইতেছে বিনিয়োগের বাজারে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করা।

অর্থ সচিব ও [illegible] উদ্দিষ্ট [illegible] স্থির হইয়াছে যে, লভ্যাংশের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া যে আইন প্রণীত হইয়াছিল, আগামী ৩১শে মার্চ উহার মেয়াদ শেষ হইলে উহা নূতন করিয়া জারী করা হইবে না। ব্যবসায়ে মুনাফা কর তুলিয়া দেওয়া হইবে। কোম্পানী সমূহ কর্তৃক প্রাপ্ত আয়কর হ্রাস করিয়া প্রতি টাকায় পাঁচ আনা হইতে চার আনা করা হইবে। কর্পোরেশন ট্যাক্স দুই আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দশ পয়সা আদায় করা হইবে।

বর্তমান বাজেটে প্রধানতঃ ব্যবসায়কে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াসই চোখে পড়ে। উহার জন্য বাজেটকে অনেকে "বড়লোকের বাজেট" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে জনসাধারণ বাজেট হইতে লাভবান হইবে না, তথাপি মনে রাখা উচিত যে ব্যবসায়ের প্রাণ সঞ্চারিত হইলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাও যথেষ্ট হ্রাস পাইবে।

বর্তমান বাজেট নিঃসন্দেহে আশার প্রতীক। আশা করি ভারতবর্ষে বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করিতে উহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও পাকিস্থান

[illegible]

বাংলার ব্যাঙ্ক

[illegible]

চিনি শিল্প সংরক্ষণ

[illegible]

[illegible]

কৃষি প্রদর্শনী

[illegible]

সুরক্ষিত পশু-পক্ষী

[illegible]

পরিকল্পনা কমিশন

[illegible]

তখন একটী পরিকল্পনা অনুযায়ী তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এই আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াই এই কমিশন গঠিত হইয়াছে। [illegible] দেশে নাই—এজন্য বিদেশী মূলধন যাহাতে এদেশে নিয়োগ করিতে বিদেশীরা উৎসাহিত হন, সরকার তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন,—দেশের শিল্প ও স্বার্থের ক্ষতি না করিয়া যাহাতে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হয় সেদিকে সরকার দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় [illegible]

[illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

পাট ও তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা

পাকিস্তান, কাশ্মীরবহির্ভূত ভারতের বিভাগের ও সঙ্গে নিজেদের দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার অর্থ নীতি, ভারত সরকার তাহার বস্তুতঃ যে আকার দিয়াছেন, তাহাতে ভারতের স্বার্থ বাঁচিয়া উৎপাদন লাভ করিবে। একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, বড় বড় দুইটি শিল্প যাহা দেশের প্রধান লাভ করিয়াছে—সে দুটি হইতেছে তুলা ও পাট। সুতরাং বিভাগ হইতে প্রচুর পরিমাণ তুলা আমদানি ও দেশে অধিক পরিমাণে পাট উৎপাদন করা প্রয়োজনীয়। এদিক হইতে ভারত অনেকটা সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছে। অর্থ সচিব সম্প্রতি বলিয়াছেন, আগামী বছর নাগাদ ৫০ লক্ষ বেল পাট ভারতে উৎপন্ন হইবে ও আগামীতে ৩০ লক্ষ বেল তুলাও ভারতে উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। তাহা ছাড়া বিদেশ হইতে আরও ১০ লক্ষ বেল তুলা আমদানি বাধ্যতামূলক করা দিয়াছে। তবে তাহার বক্তব্যের যে, শিল্প রক্ষার যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। তাঁহার এ উক্তি সত্য।

এত দূর পর্যন্ত অবস্থার দিক হইতে বিচার করিয়া বিভাগোত্তর পরিস্থিতি কত দূর [illegible] এখন অর্থ সচিব যে আশা ও আশ্বাসের কথা বলিয়াছেন তাহার বিশ্লেষণে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আগেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে তুলা ও পাট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করা হইবে; তাহা ছাড়া ভারতকে খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা হইবে। এ সম্বন্ধে অর্থ সচিব যেসব তথ্য পেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ যোগ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তুলা, পাট ও খাদ্য—এই তিনটি বিষয়ে একই যোগে ভারতকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে যাইয়া যে কোন একটি বিষয় ব্যাহত হইবে কি না? আরো অধিক পরিমাণ জমি তুলা চাষে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে, এবং এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ না। এবং পাট চাষের দ্বারা অধিক পাট উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু একথা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিলেও তুলা বা পাট চাষের দিকে চাষীর আগ্রহ হইবে অধিক—কেননা এই দুইটি পণ্য চাষের দ্বারা চাষী বেশী টাকা পাইবে অধিক।

খাদ্যশস্যের দিকে অনেকটা ত্রুটি দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন পার্টির প্রদেশ হইতে যদিও অধিক খাদ্য চাষের জন্য আবেদন বিশেষ জানানো হইতেছে, তবু তাহার দিক হইতে আশানুরূপ পরিমাণ কমাইতে পারিবে। তবে এখন বিশেষ ভাবেই যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয়, তাহাতে পরিমাণের আশাপ্রদ অধিক বৃদ্ধি হওয়ারই কথা হয়। ১৩৫৮ সালের আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬,১০,০০,০০০ টন, ১৩৫৯ সালে ছিল ৬,৫০,০০,০০০ টন। ১৩৬০ সালে আরও প্রায় ৫০ লক্ষ টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইবে বলিয়া ভারত সরকার আশা করেন। খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজও আশানুরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছে। ১৩৬০ সালের ১১ মাসে প্রায় ৩৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা গিয়াছে। ১৩৫৯ সালে যেটা ধরিয়াছে ১৩৬০ সালে তাহার অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া ধরা আছে।

চিনি

ইতিপূর্বে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম যে, ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের নির্দেশমত সিণ্ডিকেটকে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিনি বোর্ড এখন আপত্তি করিয়া এরূপ সুপারিশ করেন যে, সিণ্ডিকেটের উপর হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাতিল করা হোক ও তাহার সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হোক। চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার এখন আর কোনো অসুবিধাই দেখা যাইতেছে না।

উত্তর ইউ. পি-র চিনিকলের মালিকদের এক প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের কৃষি দপ্তরের কেন্দ্রীয় সচিব সাক্ষাৎ করেন এবং কারখানাগুলিকে আখ পাইতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা জানান। প্রতিনিধিদল দাবি করেন যে, ইউ. পি হইতে যাহা যোগে অধিক গুড় চালান দেওয়া হয় অবিলম্বে বন্ধ করা হউক। প্রতি মণ চিনির উপর হইতে এক টাকা করিয়া আবগারি শুল্ক হ্রাস করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। জানা গিয়াছে, এই আবেদন সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া নাকি আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং মিলগুলিকে কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য ও আখ সরবরাহ করিয়া চালিবার জন্য নাকি বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহাদের নাকি বলা হইয়াছে যে, গভর্ণমেন্ট যে পরিমাণ চিনি উৎপাদনের জন্য হিসাব করিয়াছেন, সেই পরিমাণ চিনি যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেন যতটা সম্ভব বেশী চিনি তাঁহারা উৎপাদন করেন।

এখন অনুমান করা হইতেছে যে, এ বৎসর ১০ লক্ষ টনের বেশী চিনি আর উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু দেশে মোটা চিনি আবশ্যক যে সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট যে হিসাব করিয়াছেন, তাহা হইতেছে ১৫ লক্ষ টন। ইউ. পির যে সব মিল গত বৎসর যে-মূল্য দাম দেওয়ার জন্য চালাইতেছিল, তাহারা এ বৎসর আখের অভাবে কিছুদিনেই কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর যতটা চিনি উৎপাদন করে এ বৎসর তাহা হইতে বেশী উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

গুড়

বাঁকুড়ার গুড়ের বাজার একটু কম আছে। যে সব এলাকায় গুড়ের মার্কেট পড়িয়াছে, সে সব এলাকায় গুড়ের দর বাড়িয়াছে। ইহার ফলে যুক্তপ্রদেশের সহিত প্রভৃতি এলাকায় গুড় চালান দিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যাগন মোটর ট্রাক রেলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গুড়ের বড় বড় চালান পার্টির মালিকগণ, বেঙ্গল কোম্পানিকে পাঠানো হইয়াছে। এই সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণে গুড় বর্ধমানে চালান দেওয়া হইয়াছে, এই দিকে চালানের ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে বাঁকুড়া, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে গুড়ের দর প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যা এলাকা হইতে রেল-যোগে চালান দিবার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় ঐ সব এলাকায় প্রতি গুড়ের দাম ৮৲ হইতে ৯৲ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই অতিরিক্ত হইয়াছে বেশী। বাঁকুড়া গুড়ের দর ১২৲, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে ২১।০ হইতে ২৩০। পাটনা এলাকার দর কানপুরের ৩০৲ হইতে ৩২৲, এবং কলিকাতার ২৮॥০ হইতে ৩১৲। বোম্বাই ও মাদ্রাজেরও দর অনেক বেশী।

গত বছর এই সময় বাঁকুড়া পাচ তিন লক্ষ মণ গুড় পায়। এ বছর প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন, এখানে আখের গুড় আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া মনে হয়। বেশীর ভাগ চাষীর আখ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে। সুতরাং এখানকার চিনি-কলের আখের যোগান কম পড়িয়াছে।

সংবাদ সংকলন

[পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং আসামের সহিতও ব্যবসা সঙ্কুচিত হইয়া উঠায় বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চরম দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতের বিপুল পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের প্রতি আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের বহির্বাণিজ্যে কোটি কোটি টাকা লেন দেনের মধ্যে বাঙ্গালীর কোনই স্থান নাই। পরাধীন ভারতে এই ব্যবসাটী ইউরোপীয় মহাজনদেরই একচেটিয়া ছিল। যে কারণেই হউক তাহাদের এজেন্ট হিসাবে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীতে হাত পাকাইয়াছে। বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ এই ব্যবসাটীর একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষিত তরুণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ ইচ্ছা করিলে এই ব্যবসায়ে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারেন। প্রচুর মূলধন না হইলে আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চলে না এই ধারণা ঠিক নয়। এই সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিব। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিম্নে কলিকাতা বন্দরের সাপ্তাহিক রপ্তানী বাণিজ্যের কিছুটা আভাস দিতেছি।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে যে সমস্ত ব্যবসায়ী বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের অনুমতি পাইয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। যদি কেহ বিস্তারিত জানিতে চাহেন পত্র লিখিলে যথাসম্ভব জানান হইবে।

সম্পাদক, 'আর্থিক ভারত']

ফেব্রুয়ারী—মার্চ ১৯৫০

পাট ও পাট জাত দ্রব্য (নূতন প্রাপ্ত)

জানুয়ারী-জুন—১৯৫০

অনুমোদিত রপ্তানীকারকের নাম ও ঠিকানা	পরিমাণ	যে দেশে রপ্তানী হইবে
আজাদ ব্রাদার্স ২৩।২৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১৫ টন	অষ্ট্রেলিয়া
বাজুর ব্রাদার্স লিঃ ৯, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ	১০০ টন	
ফুলচাঁদ কিশোর ১৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা		
এণ্ডারসন রাইট লিঃ ৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলিঃ		

ব্যবসায়ের সন্ধান

[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য এবং নিজ নিজ উৎপন্ন পণ্যাদি ভারতে বিক্রয়ের নিমিত্ত আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহারা আগ্রহান্বিত তাঁহারা বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত পত্রালাপ করিতে পারেন। পাঠকগণ আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা জানাইবার চেষ্টা হইবে। অনুসন্ধানের উপযুক্ত ডাকের টিকিটসহ পত্র দিলে আমরা আমাদের চিঠিসহ পৌঁছাইয়াও দিতে পারি। শিক্ষিত বেকার ব্যবসায়ীদিগকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি সংখ্যায় এই শ্রেণীর সংবাদ প্রকাশিত হবে।]

—সম্পাদক 'আর্থিক ভারত'

রপ্তানী—

পারস্য—নিম্ন ভারতীয় পণ্যের ক্রেতা ও অন্যান্য রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের কয়েকটী নাম দেওয়া হইল :—

M/S Hossein Moattar; Gholam Reza Darugar; Abdol Hossein Salamat; Sherkat Nik-Kar; Shahriar Va Mehreban Paiman—ইরান। Saidas Freres, Khatab Saad; El-Hafar Amin & Sons; El-Kalani Sami & Mahdi Mosorich; Al Itouni Mohamed Rebaut Bizourich; Itouni & Hosri Bizourich; —সিরিয়া। G. N. Morhig; Khabbaz Brothers; Awad El Kurdi & Sons—সুদান। Ghalanos Bros; Mishaelides Eoph & Sons; Charalambous Prophopio J; —সাইপ্রাস।

মালয়—মালয়ের আমদানী ব্যবসায়ীদের কয়েকটী নাম দেওয়া হইল :—

Israil Ghaney Rawther & Co. Bhogwan Singh Mela Singh; R. F. Mohd. Kassim & Co.; Ontlarie & Co. Diethelm & Co.; Barlow & Co.—মালয়।

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ভারত হইতে বিবিধ পণ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক :—

[illegible] বস্ত্র ও চা :—Lorrain Trading Corporation—আমেরিকা।

অনুমোদিত আমদানিকারকদের নাম ও ঠিকানা	মালের পরিমাণ বা মূল্য	আমদানীযোগ্য দেশের নাম
ম্যাকনড এণ্ড কোং লিঃ ম্যাকনড হাউস, কলিকাতা।		অষ্ট্রেলিয়া
ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন ১৪, ক্লাইভ রো, কলিকাতা		নায়াসাল্যাণ্ড ইষ্টআফ্রিকা ইরাক
ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ অব ইণ্ডিয়া ১৮, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা		
মুর্ডীণ এণ্ড সন্স ৭বি, ক্লাইভ রো, কলিকাতা		আর্জেন্টিনা
ইণ্ডিয়া ট্রেড কর্পোরেশন ৩, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা		গোল্ডকোষ্ট
[illegible] ব্রাদার্স ৩১৫, [illegible] বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা		অষ্ট্রেলিয়া

বিবিধ

হিন্দুস্থান মোটর্স্ লিঃ, ৮, রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা	৫০০ মোটর গাড়ী	বিলেত ও ইউরোপ
ফিল্ম কর্পোরেশন, লিঃ, ১২, মিশন রো, এক্সটেনশন কলিকাতা	১১টি পেট্রোল ইঞ্জিন	[illegible]
ওরিয়েন্ট পেপার মিলস্ লিঃ কলিকাতা	১ টন বাঁশের মণ্ড	[illegible]
[illegible] লিঃ ৭, ক্লাইভ রো, কলিকাতা	১৫০ টন [illegible]	ইরাক
[illegible] সেন, ২২/বি, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৪০ টন এস্বেস্টস্ ফাইবার	পোলাণ্ড
[illegible] ৩০ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা	মোটর টায়ার ১০৫০টি টিউব ১৫০০টি	ব্রহ্মদেশ
এম, এস, লোহার এণ্ড কোং ৩, ড্যালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা	মদ ২১ টন	আমেরিকা
গ্লোরি ইণ্ডিয়া লিঃ ১৬, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা	[illegible] মণ ৮ টন	গ্রীস
ক্যালিকো বোন ওয়ার্কস্ লিঃ ১৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।	[illegible] ৫ টন	জাপান
বিহার কর্পোরেশন ১২, আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা	মোটর গাড়ীর টায়ার ৩৮ টিউবস্	ইন্দোচীন
[illegible] ৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা	অ্যালুমিনিয়ামের টুকরা ৩০ হন্দর	বিলেত

[illegible]—G. Ghowse Mish—পাকিস্তান।

[illegible]—Abel Lemon & Co. Pty Ltd. ইংলণ্ড।

চাল—Sopie Corporation আমেরিকা

সুপারি, ইত্যাদি—Saha Ratilal Ranchoordas & Bros—আরব। Nasim Moir Eakkak & Sons—ইরাক। Amratlal Hirachand Ltd—কেনিয়া। Amirali Mohammed & Co Ltd—টাঙ্গানিকা। H. R. Bhallo—জাঞ্জিবার। Pilot Trading Agency—ব্রহ্মদেশ। L. Attard & Co—মাল্টা। For Sing Bros & Co—মরিশাস। Hrant Krikorian—ইথিওপিয়া।

[illegible] লোম—International Industries Inc.—আমেরিকা।

জাম—Oriental (West Africa) Co. Ltd—নাইজেরিয়া।

ব্রহ্মদেশের যে সমস্ত ভারতীয় প্রতিষ্ঠান চাল বাহিরে রপ্তানী করিতে ব্রহ্মদেশের লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটির নাম দেওয়া হইল (সরাসরি লিখিলে ইহাদের ঠিকানা জানান যাইবে):

D. M. Kharwar, Lakhany Bros, John & Co. T. K. Jejoomall, Bisveswarlal Dwarkadas, Burma Overseas Agencies, Parekh Brothers & Co, Bansidhar Bholaram, S. M. Haniff, Noormohammed Osman, Haji Sulliman Bawa & Sons, Haji Dada Sariff & Sons—ব্রহ্মদেশ।

আমদানী

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য আগ্রহান্বিত নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল (পত্র লিখিলে ঠিকানা জানান যাইবে):—

প্লাষ্টিক টেবিল, ঢাকনি ইত্যাদি—Anchor Plastics Co. Inc.

মেশিনারী ও ট্রাক্টার—Paulstan American Corporation.

হার্ডওয়্যার ও মেশিনারী—Stain Aardter & Nordlinger Export Corporation.

অনুমোদিত রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা	পরিমাণ	যে দেশে রপ্তানি হইবে
সূতা		
ন্যু প্রেসিডেন্সি কর্পোরেশন ১১।১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১০ নং ৮০০০ পাউণ্ড ২০ নং ১০,০০০ পাঃ ৪০ নং ৪০০০ পাঃ	থাই
চিমনলাল পুরুষোত্তম দাস ১২, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা	১৮ নং ৪০,০০০ পাঃ	
ঐ	২০ নং ১ লক্ষ ২০ হাজার পাঃ	
কানন [illegible] এণ্ড কোং ৬, [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২০ নং ৮০ হাজার পাঃ	
[illegible] [illegible]		নেপাল
[illegible] [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা [illegible] [illegible], কলিকাতা	১০ নং ৯০ হাজার পাউণ্ড ২০ নং ১ লক্ষ পাঃ ২০ নং ৩২ হাজার পাঃ ১০ নং ৬৮ হাজার পাঃ ৪০ নং ৮ লক্ষ পাঃ ১৬ নং ৭২ হাজার ৮ শত পাঃ	
ছিট ও কাপড়		
[illegible] [illegible]	৫২০ হাজার গজ	নেপাল
[illegible] [illegible]	৪০ হাজার গজ	
[illegible] কাশীপুর	৫০ হাজার গজ	
ছিট ও কাপড় (মিল জাত)		
কেডিয়া [illegible] এণ্ড কোং কলিকাতা	৩১ হাজার ৬ শত গজ	অষ্ট্রেলিয়া
এম্ [illegible] ৪, [illegible] লেন, কলিকাতা	১৩ হাজার গজ	ব্রহ্মদেশ
দেব ব্রাদার্স এণ্ড কোং ৯ কে, [illegible] বিল্ডিংস, কলিকাতা	১ লক্ষ গজ	
হুকুমচাঁদ চামারিয়া ১৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা	৪ লক্ষ গজ	অষ্ট্রেলিয়া
ঐ	১২ লক্ষ গজ	ব্রহ্মদেশ
দত্ত টেক্সটাইলস্ ১৭, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা	আড়াই লক্ষ গজ	ব্রহ্মদেশ
ইণ্ডিয়া বেঙ্গল ট্রেডার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ ১১৮এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা	২ লক্ষ গজ	ব্রহ্মদেশ
দত্ত টেক্সটাইলস্ ১৭, ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৬১ হাজার গজ	
[illegible] এণ্ড সন্স ১১৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা	১ লক্ষ ৭০ হাজার গজ	হংকং

[illegible]—C. Phillip & Co. Inc.

তেল—Oliver Company Inc.

[illegible]—L. Nabut

[illegible]—Arrow Export Corporation.

[illegible]—Latin American Press Syndicate.

ভারতের [illegible] বিভিন্ন [illegible] বিক্রয় [illegible] :—

[illegible]—Amirali Mohamedali & Co. Ltd—[illegible]।

[illegible]—Daikan Sangayo Kabu Shiki—[illegible]।

[illegible]—Representacoes Valle Ltd.—[illegible]।

[illegible]—Daucli Bhusan H.—জাপান। Takata & Co.—জাপান। Shinko Sangyo—জাপান।

[illegible]—Heng Hsing Company—হংকং।

[illegible]—Lee Shu & Co.—হংকং।

[illegible]—Hawamato Sei Ki Co. Ltd.—জাপান।

[illegible]—Usami Works Co—জাপান।

নিম্নলিখিত জাপানী ঘড়ি প্রস্তুতকারকগণ ভারতে তাহাদের [illegible] বিক্রয়ে ইচ্ছুক :—

Asai Trading Co. Ltd, Hayashi Clock Mfg. Co. Ltd, T. Suda. Clock Mfg. Mizuho Shoji Kaisha Ltd. Taikoku Clock Industrial Co. Ltd. Waki Clock Manufactory.

[illegible]—Kokusai Kagaku Sangyo—জাপান।

অর্থলোক

বাজেটের অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া

আলোচ্য সপ্তাহের প্রধান ঘটনা পার্লামেন্টে অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই কর্তৃক প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম বাজেট উত্থাপন। কিন্তু টাকার বাজারে এই বাজেটের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায় নাই। অধিকাংশ ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় টাকা ধার দিতে ইচ্ছুক, স্থানীয় বাজারে চাহিদা সীমাবদ্ধ। বিনিময়ের বাজারে শান্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়।

•

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে চলতি নোটের পরিমাণ ২·৭৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১,১৮২·৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে; নোটের রিজার্ভ পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩৭·০৩ কোটি টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোটের পরিমাণ ২·৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫·৭৪ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। ব্যাঙ্কে রক্ষিত সোনা ও মুদ্রার পরিমাণ ৪১·১০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৪১·৪০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্কিং বিভাগে ভারত সরকারের জমার পরিমাণ ৩·৬৪ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৩১·৩১ কোটি টাকায় আসে; অন্যান্য সরকারের জমার পরিমাণ ৮·৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৩২·৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তফসিলী ব্যাঙ্কের জমার পরিমাণ ২·৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিদেশে রক্ষিত জমার পরিমাণ ১·৬৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ১৯০·৮৩ কোটি টাকায় নামিয়াছে; সরকারী ঋণ ১১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪·৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারত সরকারের ৩,৯৮,৭৫,০০০ টাকার ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে।

•　　•

অর্থসচিবের বাজেট বিবৃতিতে আমাদের ডলার আয়-ব্যয় সম্পর্কে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৪৮ সালের ট্রেড চুক্তি অনুযায়ী ৬ কোটি ডলারের মত পরিমাণ ট্রেডিং ঘাটতি পূরণ করা চলিবে বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু বর্তমানে আয় হ্রাস পাওয়ায় উহাতে ২১ কোটী ৩০ লক্ষ ডলারের মত ঘাটতি দেখা যায়। আন্তর্জাতিক দুই ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া ঐ ঘাটতি ৪ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের মত পূরণ করা হয়। অবশিষ্ট ঘাটতি ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার আন্তর্জাতিক [illegible] হইতে পূরণ করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় [illegible] হইতে প্রকৃত অতিরিক্ত ডলারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ কোটি ডলার। ১৯৪৯ সালের [illegible] মাসের চুক্তির ফলে এই অতিরিক্ত ডলারের [illegible] বিষয়ে [illegible] করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত এখন [illegible] অপেক্ষা অধিক [illegible] পাইবে। ১৯৫০ সালের [illegible] মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতের ডলার আয় বাবদ অন্ততঃ ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পাইবেন।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড শিল্প

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন ১লা এপ্রিল হইতে আরও দুই বৎসর কাল পর্যন্ত ভারতীয় ক্যালসিয়াম কার্বাইড শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্ক সুবিধা প্রদান করিবেন। প্রত্যেক হন্দর ওজন [illegible] প্রতি হন্দরে তিন টাকা চারি আনা এবং [illegible] প্রত্যেক [illegible] উপর প্রতি হন্দরে চারি টাকা ছয় আনা শুল্ক আদায় করা হইবে।

আসামে উদ্বাস্তদের জন্য এককালীন টাকা মঞ্জুর।

প্রকাশ যে পাকিস্তান হইতে [illegible] যে সকল [illegible] আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে [illegible] পুনর্বসতি [illegible] এককালীন টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

অবাধ সাধারণ লাইসেন্সের মূল্য বৃদ্ধি।

ভারত সরকারের বাণিজ্যদপ্তর হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে:—স্থির করা হইয়াছে যে, ১৮নং এবং ১৯নং অবাধ সাধারণ লাইসেন্স (ওপেন জেনারেল লাইসেন্স) অনুযায়ী কতকগুলি দ্রব্যের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার সময়ে প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা লাইসেন্সসমূহের মূল্য বাড়াইয়া দিতে হইবে। অন্যান্য ব্যাপার সমান থাকিলে যে সকল দ্রব্যের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাদের বেলায় [illegible] হইবে। যে সকল দ্রব্যের লাইসেন্সের মূল্য বৃদ্ধি করা হইবে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—এলুমিনিয়াম দ্রব্যাদি; লৌহ, লৌহপিণ্ড, ইস্পাত ও তজ্জাত দ্রব্যাদি; [illegible] ও তজ্জাত দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত [illegible]; [illegible]; নারিকেল তৈল; [illegible]; রাসায়নিক দ্রব্যাদি; কৃত্রিম রেশমী সূতা; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি। যে সকল লাইসেন্সের মূল্য বৃদ্ধি করা হইল সেইগুলি মোট ৩১শে মে (১৯৫০)-এর পূর্বে [illegible] দ্রব্যাদি [illegible] চলিবে। উপরোক্ত বিষয়ে কার্যকরী করিবার [illegible] একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি ১লা মার্চ (১৯৫০)-এর গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মালয়ে ভারতীয় সামান

মালয়ে ভারতীয় সামানের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর কাপড় [illegible] সামানের প্রচুর কাটতির সম্ভাবনা আছে। মালয় বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর কাপড় [illegible] সামানের প্রতি যেন একচেটিয়া [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] ভারতে প্রস্তুত 'হামাম' 'মার্গো' 'কীন' ও [illegible] সাবানের কাটতি সর্বাধিক। [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] উদ্যোগী হইবেন। [illegible] বিভিন্ন [illegible] দ্রব্যের এক সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

বহির্বাণিজ্য

জাপানের সঙ্গে ভারত সরকারের যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে ভারত সরকার জাপানকে ৬১,৫৫০ গাঁট ভারতীয় তুলা বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জাপানে ৩১ হাজার ৩ শত গাঁট তুলা চালান দেওয়া হইয়াছে। বাকী তুলা চালান হওয়ার পর আর রপ্তানী করা জন্য আর অনুমতি দেওয়া হইবে না। সম্প্রতি জাপানকে ২ লক্ষ গাঁট তুলা দিবার জন্য যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে চুক্তির মোট তুলা [illegible] হইয়াছে। কোন অবস্থাতেই ২ লক্ষ গাঁটের বেশী তুলা রপ্তানী করা হইবেনা।

গত দুই সপ্তাহে স্পেন [illegible] পাকিস্তান হইতে [illegible] হাজার গাঁট [illegible] করিয়াছে। [illegible] পাকিস্তানী তুলা [illegible] ক্রয় করিবে বলিয়া প্রকাশ।

[illegible] মাসের [illegible] ও হাজার টন [illegible] প্রবেশ ও [illegible] বিক্রয় [illegible] পুনর্বসতি বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে। [illegible] ব্যবসায়ীদের দুই [illegible] করিতে মোট ১৮০০ টন [illegible]। দিল্লী, [illegible], [illegible] ও [illegible] ব্যবসায়ীদের দুই [illegible] মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার [illegible] পাইয়া ও [illegible] বিভাগের জন্য পুনর্বসতি বিভাগকে [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫২ সালের [illegible] পাকিস্তানে যে পরিমাণ [illegible] বিক্রি করা [illegible] ৫৫ হাজার [illegible] শত গাঁট [illegible] অবিক্রীত আছে। [illegible] সম্প্রতি [illegible] করিয়াছেন যে পাকিস্তানে [illegible] এই শ্রেণীর [illegible] আবেদন [illegible] অনুমতির জন্য [illegible] করিতে পারেন। আগামী ১২ই মার্চ (১৯৫০) তারিখের পূর্বে [illegible] আবেদন করিতে হইবে।

শেয়ার বাজার

বিশেষ পরিবর্ত্তন নাই

কলিকাতা, শুক্রবার, ৮ই মার্চ—এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার স্থির ভাবে শুরু হয়। কাটিয়া বাজারে নূতন পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাহারা বিভিন্ন শেয়ারের জন্য বিভিন্ন দর দিতে থাকেন। [illegible] টাকা পর্য্যন্ত উঠে এবং [illegible] বাজারে [illegible] [illegible] বাজারে শেয়ারের [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেনা-বেচা হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] কিছু [illegible] [illegible] [illegible] কিছু [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] একটা হয় না। কিন্তু [illegible] চাহিদা [illegible] হয়। [illegible] টাকা দরে কাজ করে, [illegible] [illegible] [illegible] আনা [illegible] হয়। এই শেয়ার [illegible] দরে [illegible] কেনা-বেচা হয় এবং এই [illegible] বাজার [illegible] থাকে। বিভিন্ন বিভাগে কাজ-কারবার খুব বেশী হয় না। [illegible] ও কার্ডিন [illegible] ১৩০৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত থাকে। [illegible] [illegible] আনায় [illegible]। চা শেয়ারের বাজারে সামান্য কেনা-বেচা হয়। [illegible] [illegible] ১২৫০ আনায় [illegible] কারবার হয়।

পরের দিন সকালে বাজারে কাজ কারবার [illegible] একটা হয় না। এই দিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পৌঁছায় না। [illegible] [illegible] [illegible] বাজারে কেনা বেচা [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] পারে না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য বিশেষ মনোযোগ দিয়া থাকেন এবং কোন্ কোন্ দরে কিভাবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible]। ১ কোটি টাকা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করেন। [illegible] বিশেষ কেনা বেচা হয় না।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাজার [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাজারে কেনা বেচা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায় না। [illegible] বিশেষ [illegible] হয় না।

[illegible] বিভাগে [illegible] দেখা যায়। [illegible] ৩৪৲ [illegible] দরে কাজ কারবার হয়, [illegible] [illegible] দরে ৩১৷০, ও [illegible] ১২৫০, [illegible] [illegible] ৪২৸০ টাকায় ও [illegible] [illegible] আনা দরে কেনা বেচা হয়।

পাটের দরে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। [illegible] ১৩৯৲ টাকায় ও [illegible] ১৩৯৲ টাকায় কেনা বেচা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে [illegible] [illegible] পরিলক্ষিত হয়। [illegible] [illegible] [illegible] আনায় ও বার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানী ২৬৲ টাকায় উঠে। [illegible] [illegible] ও [illegible] সামান্য উন্নতি দেখা যায়, [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] আনাতেই থাকিয়া যায়, ইণ্ডিয়ান আয়রন [illegible] আনা হইতে [illegible] আনায় উঠে।

বিবিধ বিভাগে কাজ কারবার হয় সামান্যই। কার্ডিন [illegible] ১৩১৲ টাকায় ও [illegible] [illegible] আনায় কেনা-বেচা হয়। চিনির শেয়ারে কিছু [illegible] [illegible] [illegible] ১০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা হয়।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩॥ সুদের ৯১৷৵০, ৩॥ সুদের (১৯৫৮) ৯১৷০, ৩॥ সুদের (১৯৪৩-৫৫) ১০২৷৵০, ৩॥ সুদের (১৯৪৩-৪৯) ১০২৷০, ৩॥ সুদের (১৯৫৩-৬৬) ১০০৷৵০, ৪॥ সুদের (১৯৬১-৭০) ১১০৸০, ৩॥ সুদের (১৯৫৫-৬০) ১১৯৸১০।

ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল [illegible], [illegible] ৩৮৲০।

কাপড়ের কল

[illegible] ৪০৲, কানপুর ২১৸০, কেশোরাম ১৩৫০ নিউ ভিক্টোরিয়া ৬৷০।

কয়লা খনি

অ্যামালগামেটেড ৭৭৷০, বেঙ্গল ৫২৬০, বেঙ্গল নাগপুর ৭৯, [illegible] ১১৷০, কালাপাহাড়ী ৩৬৫০, [illegible] ৩১৷০, [illegible] ৩১৷০, [illegible] ১১৫০ [illegible] [illegible] ২১৵০।

পাট

[illegible] [illegible] ১১৯৲, [illegible] ১৪০৲, [illegible] ১০৯৲, [illegible] ৮০৫০, [illegible] ২৭৬০, [illegible] ১৪৩৷০, [illegible] ১০৯৲, [illegible] ১১৮৲, [illegible] ১১৯৲, [illegible] ৪৷০, [illegible] ২০৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া [illegible] ১১৷০, বার্ণ অ্যাণ্ড কোং ২৩৲, [illegible] অ্যাণ্ড কোং ১৫৵০, ইণ্ডিয়ান আয়রন ৩৯৷০, [illegible] ৮৵০, [illegible] ৯৵০, [illegible] ২৩৷০।

চিনি

[illegible] ২৭০, [illegible] ১০৪০, [illegible] [illegible] ১১৫০।

চা

[illegible] ১০৫৷০, [illegible] ১১৩৲, [illegible] ২২৫০।

বিবিধ

[illegible] [illegible] [illegible] ১৬০, [illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible] ৩৵০, ইণ্ডিয়ান [illegible] কার্ডিন [illegible] ১৩১৲, [illegible] ১৬০।

[illegible] প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, [illegible] লিমিটেড, কলিকাতা হইতে [illegible] [illegible] কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে এবং কার্য্যালয় বিল্ডিং, [illegible] রোড, কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। মুদ্রাকর :— [illegible] [illegible]।

REGD. No. C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪২শ সংখ্যা] কলিকাতা, বৃহস্পতিবার [illegible] [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৩৯
ভারতের বহির্বাণিজ্য	
প্রাসঙ্গিক	৬৪১
মধ্যবিত্ত-জীবন	
বাস্তুহারা ও বাংলাদেশ	
পাকিস্থানী পাট	
পাকিস্থানে পাটের চাষ	
প্রাসঙ্গিক	৬৪৩
বিদেশী মূলধন	
সংবাদ সংকলন	
পণ্যদ্রব্যের বাজার	
চিনি-শিল্প ও সরকারী সিদ্ধান্ত	
শেয়ার বাজার	

ভারতের বহির্বাণিজ্য

ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৪৯ সালের ভারতের যে বাণিজ্যিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা খুবই সন্তোষজনক না হইলেও, আশাপ্রদ বটে। গত বৎসর ভারতবর্ষের রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। সহজলভ্য মুদ্রাঅঞ্চলে রপ্তানি ১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে; দুর্লভ মুদ্রাঅঞ্চলে কিন্তু রপ্তানি ৯ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৮ [illegible] দুর্লভ মুদ্রাঅঞ্চলে রপ্তানি হইয়াছিল ১২৮ কোটি টাকার পণ্য [illegible]; গত বৎসর উহা ১১৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানি [illegible] উন্নতি ঘটিলেও ভারতের বহির্বাণিজ্যে এখনও গভীর সঙ্কট [illegible]। ভারতে আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতির মূল্য এখনও [illegible] কোটি টাকা; অর্থাৎ গড়ে মাসে ১৫ কোটি টাকা। কোন [illegible] উহাকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা চলে না।

ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য হ্রাস করা হইলে, আশা করা গিয়াছিল যে দুর্লভ মুদ্রাঅঞ্চলে ভারতীয় রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রকার আশা করিবার ন্যায় সঙ্গত কারণও ছিল। ডলার এলাকায় ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের খুবই চাহিদা বর্তমান। এতদ্ব্যতীত লাক্ষা, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্যাদিও ডলার অঞ্চলে খুবই রপ্তানি হইয়া থাকে। টাকার মূল্য হ্রাস কিন্তু ১৯৪৯ সালের রপ্তানি বাণিজ্যকে মোটেই প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে এই বৎসর দুর্লভ মুদ্রাঅঞ্চলে রপ্তানির অঙ্ক হ্রাস পাইয়াছে। উহার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে মুদ্রা মূল্য হ্রাসের প্রতিক্রিয়া এখনও যথাযথ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায় নাই। সর্বোপরি, মুদ্রার বিনিময় হার লইয়া পাকিস্থানের সহিত ভারতের বর্তমান যে বাণিজ্যিক অসহযোগ চলিতেছে, দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা আহরণের

ক্ষে তাহা প্রকাণ্ড বাধা হিসাবেই দেখা দিয়াছে। পাকিস্তান প্রয়োজনীয় কাঁচা পাট সরবরাহ না করায় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। তবে সরকারী মহলে আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে বিনিময় হার সম্পর্কে পাকিস্তানের সহিত ভারতের একটা বোঝা পড়া হইয়া গেলে, পাট জাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে।

সম্প্রতি রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন সমিতির নিকট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সচিব কিন্তু কাঁচা পাটের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, পাট জাত দ্রব্যাদি রপ্তানির পূর্ণ সুযোগ লইতে হইলে ভারতীয় ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় কাঁচা পাটের উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশার কথা এই যে, তাঁহার সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেন্টে কেন্দ্রের প্রধান খাদ্য সচিব জানাইয়াছেন যে, ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে আনুমানিক ১,২৭৩,৫২৮ বস্তা পাট উৎপন্ন হয়; ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,১৮১,৮৭৫। অদূর ভবিষ্যতে কাঁচা পাটের দিক দিয়া ভারতকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারিলে, রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের একটি প্রধান বাধা দূরীভূত হইবে। শুধু কাঁচা পাট-ই নয় তুলার ব্যাপারেও ভারতের স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর অনুভূত হইতেছে। দেশ বিভাগের ফলে তুলা উৎপাদনযোগী জমির অধিকাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় ইউনিয়নের অনেক কাপড়ের কল কাঁচা তুলার অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহা সর্ববাদী সম্মত যে, রপ্তানি বাণিজ্যের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পর রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের যে বিরাট সুযোগ ভারতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহার ফলে 'বিক্রেতার বাজার' আমাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বাজার শুধু ক্রেতার অনুকূলে আসিয়াছে, তাহা নয়, প্রতিযোগিতাও অস্বাভাবিক রূপ পরিয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে এ অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রতিকূল; কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ অপরিহার্য। আজ তাই প্রয়োজন ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের প্রধান অন্তরায়গুলি অবিলম্বে দূর করা।

কিছুদিন পূর্বে বাণিজ্য সচিব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের বাধা প্রধানতঃ তিনটি, যথা ভারতীয় পণ্যের অধিক মূল্য, পণ্যের মানকর্ষ এবং ভারতীয় ক্রেতাগণের নিকট উহার অধিক চাহিদা। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের পণ্যের তুলনায় ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম যে অত্যধিক বিভিন্ন মহল হইতে এ অভিযোগ শোনা যায়। ভারতের সূতী বস্ত্রের মূল্য অন্যান্য দেশের তুলনায় শতকরা ২০ হইতে ৫০ টাকার অধিক। এ অবস্থায় রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার কল্পনাতীত। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে হইলে সরকারকে অবিলম্বে দ্রব্য মূল্য হ্রাসে অগ্রণী হইতে হইবে। গুণের দিক হইতেও ভারতীয় পণ্য যে অন্যান্য দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট এ অভিযোগও নূতন নয়। এ সম্পর্কে আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও সরকারের যথেষ্ট সচেতন হইবার সময় আসিয়াছে। বাণিজ্য সচিব তৃতীয় যে বাধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমাদের মনে হয়, সে বাধা সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব।

আমদানী বাণিজ্যের প্রতিও প্রয়োজনীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় আসিয়াছে। এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাধা বিদেশের উপর খাদ্যের ব্যাপারে অত্যধিক নির্ভর। ১৯৫৯ সালে বিদেশ হইতে ১০৪·৬৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করা হইয়াছে। খাদ্যশস্য ব্যাপারে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাবলম্বী করিতে না পারিলে, বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই। ১৯৬১ সালের মধ্যে সরকার এ দেশকে খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারের এই সঙ্কল্প যদি সার্থক হয়, তবে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে আশা পোষণ করা অন্যায় হইবে না।

প্রাসঙ্গিক

মধ্যবিত্ত-জীবন

[illegible]

উইলস্ সিজারস্ সিগারেটের
ধূমপান করুন।
চমৎকার আরাম বোধ করিবেন।

W. D. & H. O. WILLS, BRISTOL & LONDON.

[illegible]

বাস্তুহারা ও [illegible]

[illegible]

পাকিস্তানী পাট

[illegible]

বিরাট দায়ে নিষ্পত্তি হইতে চলিবে না। ভারতীয় শাসকগণ যদি এমন একটা মনস্থ করেন, যিনি জাতীয় স্বার্থকে [illegible] বলিয়া মনে করেন, যিনি জাতীয় অর্থনীতিতে বিদেশ অধীন বলিয়া জানেন, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে একটা হইতেছে এ বিষয় [illegible] শাসকদের প্রশ্ন উপাপন করা। ইহার মূলে যেখানে অর্থ হইতেছে পাকিস্তান [illegible] তাহার মুদ্রার মানকে গ্রহণ করিয়া লওয়া। যে মুদ্রা মূল্যকে স্বদেশী স্বীকার করিয়া লয় না, তাহা বিদেশীরা স্বীকার করিয়া লয় কোন দেশে? এ প্রশ্নটিকে জাতীয় দুর্দশা বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের মুদ্রা দেশীদের চোখে একটা রাষ্ট্রনীতি থাকলে তাহা [illegible] ইহা কোন দেশের কথা?

পাকিস্তানে পাটের চাষ

পাকিস্তান সরকার [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় আগামী মরসুমে তাহার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কমানো হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৫১-৫২ সালে পাট চাষের জমির জন্য চাষীদিগকে [illegible] টাকা দেওয়া হইবে (অর্থাৎ [illegible]) [illegible] বর্তমান বৎসরে [illegible] কমানো হইবে। [illegible] টাকায় [illegible] (অর্থাৎ ৩৭/১/০ [illegible]) [illegible] দেওয়া হইবে। তাহাদের [illegible] চাষ কমাইয়া পাকিস্তান [illegible] বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা [illegible] দেখা যাইবে। পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান একমাত্র পাট [illegible] বলিয়া পরিচিত ছিল। [illegible] পাকিস্তান কোন পথে [illegible] করিয়াছে তাহা তাহারা [illegible] বুঝিতে পারিবে। আমরা তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া আর দেখাইয়া দিতে চাহি না। তাহাদের [illegible] করিবে তাহাতে কিছু [illegible] হইত না। কিন্তু পাকিস্তানের [illegible] সীমা নাই। [illegible] কয়েকটি [illegible] হইয়াছে, [illegible] দেখা করিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] হইয়াছে, [illegible] তাহা [illegible] করিয়াছি। [illegible] এতদূর বাহারা [illegible] পারে, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই।

বিদেশী মূলধন

ভারতের শিল্পোন্নয়নে [illegible] বিদেশী মূলধন আমদানী আমরা সমর্থন করি। [illegible] আমরা এ [illegible] সমর্থন করিয়াছি। এখন [illegible] দেখি ভারতের [illegible] শিল্প [illegible] বিদেশী মূলধন নিয়োগের [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] বিদেশী মূলধনী এদিকে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বিদেশী মূলধন [illegible] নিয়োগের নীতি [illegible] হয়, কিন্তু এ কোন্ জাতীয় শিল্প বিদেশী টাকা খাটাইলে সংকট [illegible] করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভারতের [illegible] ও প্রয়োজন আছে। [illegible] শিল্প [illegible] মঞ্জুর আবশ্যক। এদিকে বিদেশীদের [illegible] দেখা [illegible] বলিয়া আমরা মনে করি না। [illegible] দিয়ে [illegible] আমরা [illegible] ও [illegible] না হই, তাহা হইলে যে যে [illegible] হইয়া [illegible] তাহা বলা যায় না। [illegible] বিদেশী [illegible] তাহাদের [illegible] দিয়ে [illegible] শিল্প [illegible] অনুভব করিয়াছি। একথা সত্য যে, ভারতের এ বিষয় [illegible] বিদেশী [illegible] এবং যে [illegible] শিল্প [illegible] আবশ্যক। কিন্তু এ [illegible] করা যাইতে পারে। [illegible] টাকা এদিকে [illegible] না হয়, তাহা হইলে [illegible] বিদেশীদের নিকট [illegible] করিতে পারে। [illegible] টাকা দিয়া [illegible] হইতে [illegible] আমাদের হইবে—এমন [illegible] শিল্প [illegible] টাকা [illegible]। বিদেশীরা তাহাদের [illegible] চাহিয়া [illegible] দুর্বলতা দেখিলেই তাহারা [illegible] করিবে না। এই সব বিবেচনা করিয়া এমন [illegible] বিদেশীদের [illegible]। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই [illegible] বিদেশীরা [illegible] ভারত বিরোধী ও পাকিস্তান [illegible] হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়াই তাহাদের [illegible] বোঝা যায়। পাকিস্তানে [illegible] করিয়াছে, [illegible] পথ খুলিয়াছে—[illegible] বিদেশীদেরই [illegible] প্রতিরোধ করিবার জন্য [illegible] নাই; তাহারা ভারতের বিরুদ্ধে একই [illegible] করিয়াছে। ভারত যে অধিকারে একটি বিরাট শক্তির দেশ পরিণত হইবে—ইহা পৃথিবীর [illegible] করে। [illegible] বুঝিয়া [illegible] বিদেশী [illegible] করিবে। [illegible] তাহারা দিয়া বুঝিয়া [illegible] উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়াই আমরা [illegible] বিদেশীদের [illegible] ও [illegible] হইতে বলিতেছি। [illegible] কোন শিল্প বিদেশীরা [illegible] না পারে [illegible] বাঞ্ছনীয়। [illegible] দিয়ে [illegible] অনেক [illegible] দিয়ে [illegible]—বিদেশীরা [illegible] বলি [illegible] আমিলে [illegible] টাকা [illegible] না দিয়া [illegible] বিষয় [illegible] টাকা বিদেশের [illegible] দেন।

([illegible] থেকে)

মিল [illegible] বেশী [illegible]। [illegible] ও [illegible] টাকা [illegible] বেশী [illegible] করেন। এই [illegible] মধ্যে [illegible] নয়। [illegible] পরিপূরক হিসাবে পাশাপাশি [illegible] উঠিতে পারে। [illegible] এই [illegible] হিসাবে [illegible] করিতে হইবে।

গ্ল্যাডস্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ
৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ২৫৬১—২৫৬৮।
টেলিগ্রাম: [illegible]।
ষ্টীমার এজেন্টস্
দি সিটি লাইন লিঃ
এলারম্যান এণ্ড বাকনাল এস এস কোং লিঃ
হল লাইন লিঃ
ইম্পোর্টার্স ও ট্রেডার্স
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (চাপ)
ম্যানেজিং এজেন্টস্
[illegible] এণ্ড কোং লিঃ
(চিনি ও মদ প্রস্তুতকারক)
দি ইণ্ডিয়া [illegible] কোং লিঃ
[illegible] এণ্ড [illegible] কোং লিঃ
([illegible])
ইন্সিওরেন্স ও লয়েডস এজেন্টস্

সংবাদ সংকলন

টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটি

মিঃ [illegible] সম্মেলনের [illegible] মহাপতি ঐ জি, আর, [illegible] পক্ষ হইতে আর্থিক টেলিফোন উপদেষ্টা কমিটিগুলিতে [illegible] করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মনোনীত করিয়াছেন:—

কলিকাতা—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী[illegible] [illegible] যোরাব—ডেইলি [illegible], হাওড়া [illegible] মিঃ এ. কে. [illegible], কাছাড়—'হিন্দু' [illegible] ঐ এ. [illegible] [illegible]—'[illegible]' সম্পাদক শ্রী [illegible] মাথী, [illegible]—'দৈনিক [illegible]' সম্পাদক [illegible], আসামের [illegible] সম্পাদক [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] '[illegible]' [illegible]।

মিশরের নূতন বাজেট

মিশর সরকারের [illegible] সালের বাজেটে [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] ঘাটতি [illegible]। নূতন কর বসাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে বলিয়া [illegible]।

এই বাজেটে [illegible] আয়ের পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ এবং ব্যয়ের পরিমাণ [illegible] কোটি [illegible] লক্ষ [illegible] হইবে বলিয়া জানান হয়।

পাক-ভারত বিরোধ

[illegible] ভারত ও পাকিস্তানের [illegible] বিষয়ে [illegible] অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলেন—এই দুইটি দেশের [illegible] করিতে পারিয়াছে, [illegible] করিতে দিয়াছে এবং এই [illegible] হইবে। উভয় দেশ [illegible] যে [illegible] চালাইতেছে। এই বিরোধের আর একটি কারণ অর্থনৈতিক নহে। পাকিস্তান মুদ্রা মূল্য হ্রাস না করায় বাণিজ্যের ব্যাপারে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হয় তাহাই আবার এই অর্থনৈতিক বিরোধের মূল। এখন পাকিস্তানী মুদ্রা [illegible] পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত সার্বভৌম [illegible] এবং দূরদৃষ্টিহীন। পশ্চিম [illegible] মিঃ লিয়াকত আলীর [illegible] উদ্বাস্তু [illegible] প্রভাব [illegible]। [illegible] যদি [illegible] বাংলা অনুযায়ী [illegible] তাহা হইলে [illegible] যে এই [illegible] মিঃ লিয়াকত আলী [illegible] করিতেন। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] 'পাকিস্তান' [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের [illegible] [illegible] কোটি লোকের জীবনে [illegible] করিয়াছে।

পাক-ভারত বাণিজ্য

[illegible] পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে [illegible] বাণিজ্যের হিসাব পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ মাসে পাকিস্তান হইতে ১৭,১১৫৩১, টাকার মাল আমদানী ও ভারত হইতে ১,৪৪,৭৭,১৪৬, টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল; অর্থাৎ মূল বাণিজ্যে ভারতের ১৬১ লক্ষ টাকা লাভ ছিল।

পূর্ব বাংলার সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ হিসাব প্রকাশিত হইল: মোট আমদানী ১১,১৩,৪৪০, টাকা (মাছ ৩,৫২,০৪৯, তরকারী ৫,২৩,০০০, [illegible] ৬৬,০০০, তুলাবীজ ৪৫,১৮৩, পাট ১,৩০,৯০৬, তামাক ১০,৫০৭, [illegible] ৫৯৮৩০, অন্যান্য দ্রব্য ২৯,৩৭৪,)।

মোট রপ্তানী ১,৪০,৩৮,০১৮, টাকা ([illegible] ১,৩৮,৫০২, কয়লা ৮,৮৮,৬৬৫, ঔষধ ও [illegible] দ্রব্য ২,৮২,১৭৮, তরকারী ও ফল ৮,৪৪,৮৪৯, বিজলী বাতি প্রভৃতি ২,১৬,০০৯, মসলাদি ৭,৭৭,৭৭৯, বাদাম তৈল ৮,৩৮,৭৪৫, সরিষা তৈল ২,০১,২০২, অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল ১১,৮০,৮০৬, চাউল, ধান, ডাইল বাদে অন্যান্য শস্য ২,৭২,৫৮০, বস্ত্র ১১,৩১,৬৫৪, কাগজ ৭,৯৯,৬০৩, লোহা ৫,৪০,৬০২, অন্যান্য ধাতব ৭,৫২,৬০৬, [illegible] ও [illegible] ৮০,৩১৮, [illegible] ৭,৫২,৭২৩, [illegible] ৭,৭২,৫০৮, অন্যান্য শ্রেণীর [illegible] ১,৩৬,৬৪৫, সিমেন্ট, [illegible] প্রভৃতি ৮,৫১,৭২৮, [illegible] ও [illegible] ১,৫৫,৭০০,)।

পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা

১৯৫০ সনে পশ্চিম বাংলার কল কারখানায় দুর্ঘটনার বিষয়ে সম্পর্কে ১৬৬৭টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসর মোট ৭৬,৩১৫টি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল ও তজ্জন্য মোট ১১,৪১,৮২৬, টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল।

দুর্ঘটনার ফলে ১৬০ জন লোকের মৃত্যু হয়, ১৪৬৫ জন স্থায়ীভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা হারায় ও ২৬২২০ জন সাময়িক ভাবে অক্ষম হইয়া পড়ে। ক্ষতির শ্রেণীভেদে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:—মৃত্যুর জন্য ৫,৫৩,২০৬, স্থায়ীভাবে অক্ষমতাজনিত ৫,২১,৬৫০, সাময়িকভাবে অক্ষমতাজনিত ২,৫৭,৯৫৬,। মৃত্যুর জন্য গড়ে ১৩৫৫৯/০ আনা স্থায়ী অক্ষমতার জন্য গড়ে ৩৩৭।৶০ আনা ও সাময়িক অক্ষমতার জন্য গড়ে ১৩৮/০ আনা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

ভারতে সর্বপ্রথম বাণিজ্য মেলা ও শিল্প প্রদর্শনী

ভারতে সর্বপ্রথম বণিক কর্তৃক শিল্প প্রদর্শনী ও বাণিজ্য-মেলার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদের প্রসার ও উন্নয়ন করিয়া ভারতের জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে, জনসাধারণের সহযোগিতা করিবার জন্য শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক এবং জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, আজ ভারতের নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। আজ আমরা নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারি। আমাদের প্রচুর সম্পদ অব্যবহৃত রহিতে দিয়া তাহার যথাযথ ব্যবহারের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, এই সকল সম্পদের ব্যবহারের বিষয়ে দেশের শিল্পপতি, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

কুটির শিল্প সম্বন্ধে সুপারিশ

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, দেশের শিল্পায়নের বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী দল আছেন। একদল মনে

(শেষাংশ ৬৯০ পৃষ্ঠায়)

পণ্য দ্রব্যের বাজার

চিনি-শিল্প ও সরকারী সিদ্ধান্ত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোন চাহিদাও নাই।

শেয়ার বাজার

দরে যথেষ্ট অবনতি

কলিকাতা, [illegible] মার্চ, শনিবার। [illegible]

[illegible]

বাজারের হালচাল

[illegible]

সরকারী কাগজপত্র

[illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লা খনি

[illegible]

পাট

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

চিনি

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible] কলিকাতা [illegible] কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। [illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার ৮ই [illegible] সাল [মূল্য ।০

সূচী

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ৫৮৭

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা

বিবিধ

খাদ্য ফলন ও কন্ট্রোল

উদ্বাস্তু ও কারিগরী শিক্ষা

জাতি গঠন ও

ব্যবসায়ীদের কর্তব্য

বিষয় পৃষ্ঠা

সংবাদ সংকলন

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইবে না

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সাময়িক উন্নতি

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা

ভারতের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নূতন করিয়া আর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের খাদ্য-সংকটের দিনে নূতন করিয়া আর এক সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্বে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে উৎখাত লক্ষ লক্ষ গৃহহারাদের অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ভারতকে করিতে হইয়াছে। এই ব্যবস্থা করিতে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রবল চাপ পড়িয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই নূতন রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তান প্রচুর পরিতৃপ্তিলাভ করিতেছে। পাকিস্তান আন্তরিকভাবে চায় অপরের অনিষ্ট সাধন ও বিপদের মুখে পৃথিবীর অন্যতম রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিবার জন্য বিবাদ বাধান এখনই তাহার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবেই।

যে নূতন সংকটের কথা বলিতেছিলাম, তাহা হইতেছে সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান হইতে উৎখাত লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ক্ষুদ্রতম প্রদেশ ও সংখ্যায় বেশী জনাকীর্ণ। এখানে গুরু সমস্যা আছেই তাহার উপর আবার এই অগণিত নরনারী ও শিশুকে আশ্রয় দিতে হইবে।

ভারত খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য ব্যাপকভাবে খাদ্য ফলন আন্দোলন করিতেছেন। যে [illegible] ধরিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য ভারত এই পথে অগ্রসর হইয়াছে, সে হিসাবও দীর্ঘকাল হইতে চলিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এ পর্যন্ত যতজন লোক পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার না হয় মোটামুটি হিসাব একটা পাওয়া গেল। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আরও কতজন উৎখাত হইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবে তাহার হিসাব মিলিবে কোথা হইতে?

ইহার উপর আছে চাকুরী সমস্যা। এত লোকের আহার বা বাসের ব্যবস্থা করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইবে না; উহাদের জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। সরকারী দানের উপরে নির্ভর করিয়া এই সব উদ্বাস্তু জনগণ কতদিন জীবন ধারণ করিবেন তাহাও চিন্তার বিষয়। সুতরাং চারিদিক বিচার করিয়া সমগ্র বিষয়টি একটা জটিলতার সৃষ্টি যে করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আচার্য্য কৃপালনী দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'ভিজিল' পত্রিকায় এ বিষয়ে সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হিন্দু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটু সুবিধা করিয়াছে কিন্তু পুনর্বার সেখানে উপদ্রব আবার শুরু হইবেই। যদি তাহা হয় তাহা হইলে পুনরায় জনস্রোত আসিতে আরম্ভ করিবে।

এই সমস্যার সম্মুখীন হইবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিবেশী উড়িষ্যা, বিহার ও আসাম এই সব উদ্বাস্তুকে গ্রহণ করিতেছেন না। গভর্ণমেণ্ট যাহা করার করিবেন, কিন্তু এই সময় জনসাধারণের যাহা কর্ত্তব্য তাহা উহাদের করিতে হইবে। এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা ইহাও মনে করি যে, উদ্বাস্তুদের বিষয়ে উদাসীন না হইয়া উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

ভারতের পুনর্বাসন সচিব শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাক্সেনা পার্লামেণ্টে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এবং এই সব শহরে মোট সাড়ে তেইশ হাজার গৃহ নির্মাণ হইবে। যে একটি গৃহে গড়ে দশ জন করিয়া বাস করিতে পারে, এইরূপ হিসাব যদি ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই সাড়ে তেইশ হাজার গৃহ দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার জন লোককে আশ্রয় দিতে পারিবে। মোটামুটি ভাবে এই সংখ্যাকে না হয় আড়াই লক্ষই ধরা হইল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, আড়াই লক্ষ লোকের হিসাব ধরিয়া পরিকল্পনা করা মোটেও ঠিক হইল না। গত দেড় মাসের মধ্যেই দেড় লক্ষ লোক পূর্ব বঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহারা চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে বহু লোক এখনও গৃহহীন অবস্থাতেই রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনায় আমাদের সমর্থন অবশ্য আছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গী আরও একটু ব্যাপক হওয়া সঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয়। ১৬টি শহর গড়িয়া যে সমস্যার সমাধান করিবার কল্পনা গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, তাহা কখনই পর্য্যাপ্ত নয়। আরও অধিক সংখ্যক নগর ও গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে। আমরা জানি ইহাতে ভারত রাষ্ট্রকে অনেক আর্থিক চাপ সহ্য করিতে হইবে। এই প্রবন্ধের আরম্ভে আমরা সে কথা বলিয়াছি।

পাকিস্তানের মত প্রতিবেশীকে লইয়া বাস করিতে এখন উদ্বাস্তু ও উপদ্রবের জন্য ভারতকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। উহা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর নাই। যতদিন পাকিস্তানে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত রহিবে, ততদিন এই অনাচার সেখানে চলিতে থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া আবশ্যক। এবারকার ভারতের প্রথম বাজেটে যাহা ১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখা যায় কর হ্রাস করিয়া এই উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহার করিবার প্রস্তাব অর্থ সচিব করেন এবং তাহা গৃহীতও হয়। আমাদের মনে হয় এই অর্থ উদ্বাস্তুদের জন্য অর্থাৎ এতদ্-খাতে ব্যয় করা উচিত ছিল। তাহা হইলে আর্থিক হিসাব এভাবে গোলমাল হইয়া যাইত না।

খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কতদূর কি করিতেছেন জানি না। এই বহু লক্ষ বাড়তি লোকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তাহা উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। পতিত জমি পুনরুদ্ধার কার্য্য শুরু হইয়াছে। নূতন নগর প্রতিষ্ঠার জন্যও অনেকটা জমি খরচ হইবে। অতএব ভূমি সমস্যাও একটা আছে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে উৎখাতিত ব্যক্তিদের বাসের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি পাকিস্তানের নিকট দাবী করা হইবে কি না তাহাও আমাদের জানিবার ইচ্ছা।

আর একটি কথা। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জিলা হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ঠিক কি ভাবে করা হইতেছে সে বিষয় গভর্ণমেণ্ট কোন নীতি ঘোষণা করেন নাই। যাঁহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের যেমন তেমন ভাবে একই স্থানে জড়ো না করাই সঙ্গত। জিলা হিসাবে যদি তাহাদের বসতির ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সহযোগিতার ও সহানুভূতির ভাব জাগিয়া উঠিবে। এবং তাহা হইলেই তাহারা সহজে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা। এইভাবে তাঁহাদের বসতির ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা মানসিক স্বস্তি বোধ করিতে পারিবেন। আত্মীয় পরিজন বান্ধব ও বন্ধুর নিকট হইতে যাঁহারা প্রাণের ও মানের দায়ে অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া আসিয়াছেন, উপরোক্ত ব্যবস্থা করা হইলে তাঁহারা পুনরায় আত্মীয় বন্ধু, পরিজন ও পরিচিতের মুখ দেখিতে পাইয়া প্রবাসী জীবনের মধ্যেও তৃপ্তি লাভ করিবেন। ভিন্ন দেশের এই মাটিকে আপনার দেশ বলিয়াই মনে করিতে পারিবেন। মানুষের স্বাভাবিক এই মানসিক দিকটা যেন উপেক্ষিত না হয় পুনর্বাসন ব্যবস্থাপকদের প্রতি এই আমাদের নিবেদন।

—:০:—

প্রাসঙ্গিক

খাদ্যশস্য ও রুশদেশ

[illegible]

উদ্বাস্তু ও কারিগরী শিক্ষা

[illegible]

ডানলপ

আর-এইচ-এস

ট্রাক ও বাসের টায়ার

চওড়া ও পুরু ট্রেডের জন্য শতকরা ১০ ভাগ বেশি রবার ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শক্ত বেড়ি — এই দুটির বৈজ্ঞানিক সংযোগে তৈরি এসব নতুন আর.এইচ.এস. টায়ারগুলি নিরাপদে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে অনেক বেশি মাইল চলে।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ
এবং
লেটেক্সে ভেজানো সুতো

DR 301A

[illegible]

Variable Ballast

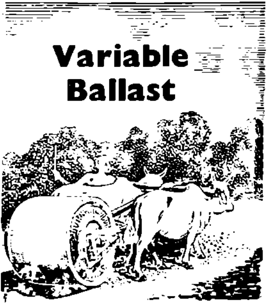

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.

AGENCIES DEPARTMENT

12, MISSION ROW, CALCUTTA.

BRANCHES AT NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

[illegible]

জাতিগঠন ও ব্যবসায়ীদের কর্তব্য

[illegible]

নিয়মাবলী

- [illegible]

[illegible] কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

কর্মাধ্যক্ষ

[illegible]

কলিকাতা।

এই ঠিকানায় পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইবে।

[illegible]

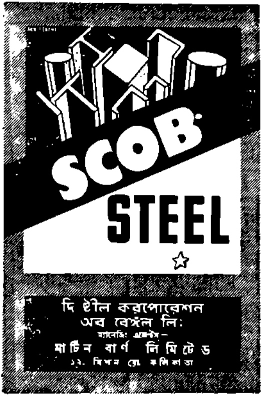

দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস—
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

সংবাদ সংকলন

[illegible] বিধবা ও [illegible] জন্য লোকদের কাজ

[illegible]

[illegible] কাজে সাফল্য

[illegible]

[illegible] বর্ষিত [illegible]

জাপানী ব্যবসায়ে ভারত সরকার

[illegible]

কোম্পানীর [illegible]

[illegible]

ডিরেক্টর বোর্ড

[illegible]

[illegible] কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নাম :—(১) [illegible] (২) [illegible] (৩) [illegible]

[illegible]

[illegible] মূল্য বৃদ্ধি নিম্নে দেখানো হইল :—

([illegible] সালের মূল্যমান ১০০ ধরিয়া)

সাল	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]

বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশনের ভারত সফর

[illegible]

[illegible]

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার

[illegible]

এগ্রিকো যন্ত্রপাতি
কোদাল
বেলচা
শাবল
গাঁইতি

টাটা আয়রন এণ্ড
স্টীল কোং লিঃ
[illegible]
[illegible]

রেশম আমদানীর লাইসেন্স

[illegible]

সড়ক নির্মাণে রবার

[illegible]

বৃটেন কর্তৃক চা ক্রয়

[illegible]

তার্পিন তৈল হইতে কৃত্রিম রবার

[illegible] তার্পিন তৈল হইতে [illegible] উৎপাদন [illegible] এই নূতন [illegible] বলিয়া মনে হয়।

এই কার্যটি [illegible] প্রধান উপাদানের নাম হইল আইসোপ্রিন [illegible] উপাদান [illegible]।

পেট্রোলিয়াম হইতে প্রায় আইসোপ্রিন [illegible] কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হয়। পেট্রোলিয়ামের অভাবে তার্পিন তৈল হইতে আইসোপ্রিন উৎপাদন করার রীতি অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

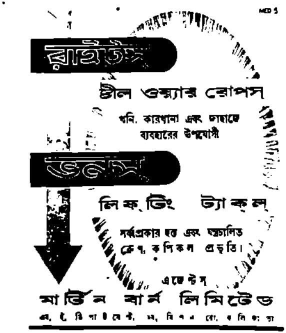
রাইটস্
স্টীল ওয়্যার রোপস্
খনি, কারখানা এবং জাহাজে ব্যবহারের উপযোগী
ভলক্স
লিফ্‌টিং ট্যাক্‌ল্
সর্বপ্রকার হস্ত এবং যন্ত্রচালিত ক্রেণ, কপিকল প্রভৃতি।
এজেন্টস
মার্টিন বার্ন লিমিটেড
[illegible], ১২, মিশন রো, কলিকাতা

পণ্যদ্রব্যের বাজার

নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইবে না

ভারতীয় পার্লামেন্টে খাদ্য সচিব ১৯৫১ সালের জন্য ভারতের খাদ্যের হিসাব দিয়া বছর সম্পূর্ণ করা [illegible] ঘাটতি বলিয়া যে সব সংখ্যা করেন তাহাতে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনেকের মনে আশার ভাব দেখা যায়। কিন্তু বে-সরকারী মহলে এখানে মনে করেন, এই সময়ের মধ্যে ভারত খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে নিশ্চয় পারিবে না। এইরূপ মনে করার কারণ এই যে, পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য অধিকতর জমি ব্যবহারের জন্য, খাদ্য উৎপাদনের জন্য সমস্ত জমি ব্যবহার করা সম্ভব হইবে না এবং তাহারই ফলে খাদ্যে সম্পূর্ণ স্বয়ং ভারতের পক্ষে খুব সহজ হইবে না বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। শ্রীযুক্ত মুন্সী গত সোমবার পার্লামেন্টে এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন কোন অঞ্চলে অধিক পরিমাণ পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য সেই সব এলাকায় খাদ্য ঘাটতি পরিস্থিতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদিও তিনি একথা বলিয়াছেন যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমদানী রোধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে। এবং তিনি বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর বিষয় [illegible] না দিয়া যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, সেইদিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইবে এবং স্বাভাবিকভাবে [illegible] ক্ষতি হইবে না। গভর্ণমেন্টের এই নীতি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারত গভর্ণমেন্টকে ঘাটতির জন্য অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে হইবে; এবং সেজন্য গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে অধিক পরিমাণ পাট ও তুলা উৎপাদনের জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনে যদি কোন বিঘ্ন না ঘটে তাহা হইলে গভর্ণমেন্টকে ১০ লক্ষ টনের বেশী খাদ্যশস্য এ বৎসর আমদানী করিতে হইবে না। গত বৎসর এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দেশের অভ্যন্তরে সংগ্রহ করা যাইবে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংগ্রহের পরিমাণ আরও ৪ লক্ষ টন বেশী হয়। এ বৎসর বিভিন্ন রাজ্য মনে করেন, তাঁহারা মোট ৪৬ লক্ষ টন সংগ্রহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ভারত সরকার এই সব রাজ্যের নিকট ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য চাহিয়াছেন। যদি এই পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা হইলে আমদানীর পরিমাণ ১৫ লক্ষ টনের কমই হইবে। অন্যান্য দিকে যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে তাহাও অন্য হিসাবে করা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদকদের নিকট [illegible] হইয়াছে, খাদ্যের দর ঠিক রাখার [illegible] অপরিহার্য হওয়া প্রয়োজন।

জনপ্রতি দৈনিক কতটা পরিমাণ খাদ্যশস্য দরকার হয়, সেইদিক দিয়া হিসাব পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেননা, সম্প্রতি এইরূপ হিসাব যাচাই করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রতি খাদ্যের পরিমাণ পার্থক্য পাওয়া যায় অনেক বেশী। পার্লামেন্টে [illegible] এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে খাদ্যের দিক হইতে ভারতের ঘাটতি নাই, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়াই দেওয়া যাইতে পারে। এ ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট কোনো নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিতে পারেন না, কেননা এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা হইয়াছে। সুতরাং [illegible] ব্যবস্থা যদি শিথিল করিতে হয় তাহা [illegible] গভর্ণমেন্ট ধীরে ধীরে করিবেন। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের ছাড়া উদ্বৃত্ত এলাকায় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই এবং গভর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ ভাবে বিক্রয় এবং ঘাটতি এলাকায় যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে বণ্টন ব্যবস্থা চালু থাকে তাহার বন্দোবস্ত ঠিক রাখা। এ পর্যন্ত ঘাটতি এলাকাসমূহে সংগ্রহ কার্য হইয়াছে খুব বেশী। এখন কাজ হইয়াছে উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করা এবং বিদেশ হইতে যাহাতে ক্রয় করিতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। খাদ্য সংকট দূর করিবার জন্য দ্রুত ভাবে ধান ও গমের অধিক পরিমাণ উৎপাদনই হইতেছে পথ। কেন্দ্রীয় সরকার যেরূপ আশা করিতেছেন, যদি তদনুযায়ী কাজ না হইতে পারে তাহা হইলে একথা অবশ্য বলিতে হইবে ১৯৫১ সালের শেষাশেষি খাদ্যের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইবে।

উত্তর প্রদেশে খাদ্যশস্যের দর কিছু কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খোলা বাজারে গমের পাইকারী দর হইতেছে ১৯৫০ হইতে ২০, টাকার মধ্যে কিছু [illegible] দাম ১৮, টাকা হয়। আসামে [illegible] কোন পরিবর্তন হয় নাই।

চিনি

চিনির বাজারের অবস্থা পূর্বেকার মতই আছে। কানপুরে নির্দিষ্ট চিনির দর ৫১, কিন্তু কলিকাতার দর ৩০, টাকা হইতে ৫০, টাকার মধ্যে। নির্দিষ্ট চিনির উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। দেশের চিনির দর একইরূপ আছে।

ভারতীয় চিনি [illegible] সিন্ডিকেট [illegible] নিয়াম করিয়াছেন। সিন্ডিকেটের [illegible] বলিয়াছেন যে, ১৯৫১ [illegible] সম্ভব না হইবার কারণ [illegible] সমস্যা। [illegible] সিন্ডিকেট [illegible] নিয়াম করিয়াছেন।

এই মাসে যে সব [illegible] হইয়াছে [illegible] ১৯৫১ [illegible] ৩৭টি [illegible] চিনি [illegible] বোম্বাই, আসাম, সৌরাষ্ট্র ও মাদ্রাজে অধিক পরিমাণ [illegible] চিনি চালান দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে যে ১৫১টি চিনির কল কাজ হইতেছে, [illegible] ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত ১,১৫,১০৪ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত যে পরিমাণ চিনি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,২১,১৫৭ টন এবং ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১,১৩,৩১৭ টন। ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যবহৃত হইবে এমন চিনির পরিমাণ হইবে ৪৩,৮০,০০৩ টন।

গুড়

আলোচ্য সপ্তাহে গুড়ের দর অনেক কমিয়া যায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে যে দর ছিল ২১০ টাকা এ সপ্তাহে আড়াই টাকা কমিয়া তাহা ১৯, হয়। [illegible] চালান নিষিদ্ধ করিয়া উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ সরকার যে আদেশ জারি করেন তাহার ফলে গুড়ের দাম বাড়া বন্ধ হয়। উত্তর প্রদেশ হইতে [illegible] গাড়ী, [illegible] টাকা গাড়ী চালান হইয়াছে, এবং বেশীর ভাগ যাইতেছে দিল্লীতে ও পাঞ্জাবে। হাপুড়ে গতসপ্তাহে প্রত্যহ ১,৫০০ মণ [illegible] ৩,৫০০ মণ গুড় আসিয়াছে। [illegible] এই মরসুমে হাপুড়ে ৩,৪৪,০০০ মণ [illegible] এ বছর সেই সময় ছিল ৪,৭০,০০০ মণ। বিভিন্ন বাজারে গুড়ের দর এইরূপ—কলিকাতা ২২, টাকা, [illegible] ৩০, [illegible] ১১, টাকা হইতে ২৯, দিল্লী ২০, [illegible] ১৭০ হইতে ১৮, [illegible] ৩০, [illegible] ১৬০ হইতে ২৮, [illegible] ২৮, হইতে ৩০, [illegible] ১৮, হইতে ২৫,।

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সাময়িক উন্নতি

কলিকাতা [illegible]

[illegible]

[illegible]

বাজারের হালচাল

[[illegible]]

সরকারী কাগজ

[illegible]

ব্যাঙ্ক

[illegible]

কাপড়ের কল

[illegible]

কয়লা খনি

[illegible]

পাট

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

চা

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] প্রকাশিত। [illegible]

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

৩য় বর্ষ ৪৪তম সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার [illegible] চৈত্র, [illegible] মার্চ, [মূল্য ।০

সূচী

	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৫৭	সংবাদ সংকলন	৬৬২
ভারতে বিদেশী মূলধন		পণ্যদ্রব্যের বাজার	৬৬৪
কর্পোরেশনের বাজেট	৬৫৯	খাদ্যদ্রব্যের দর কমাইবার চেষ্টা	
প্রাসঙ্গিক	৬৬০	শেয়ার বাজার	৬৬৬
আয়কর ফাঁকি		সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতি	
খনিজ সম্পদ			
উদ্বাস্তু [illegible]			

ভারতে বিদেশী মূলধন

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। কৃষির উন্নতি ও প্রসার, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য ভারত উদ্যোগী হইয়াছে। সেই সঙ্গে শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও হইয়াছে। এদিকে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশের সহযোগিতা কামনা করে। শিল্পোন্নতির উপযোগী কাঁচা মালের অভাব ভারতে নাই। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন শিল্পে পূর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভ করিবার মত কাঁচা মাল এখানে যথেষ্ট রহিয়াছে। অভাবের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম মূলধন; দ্বিতীয়, কলকজা। তৃতীয় অভাবও যে নাই এমন নহে, তাহা হইতেছে শিক্ষিত কারিগর। এইসব কারণেই শিল্প-রাষ্ট্র ভারত তাহার যাবতীয় খনিজ ও ভূমিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার উপযোগী শক্তি অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা কামনা করিয়াছে। ভারত সরকার একথা অকপটে স্বীকার করিয়াছে যে, ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন আছে। ঋণ হিসাবে এই মূলধন হয়ত সংগ্রহ করা যাইত; কিন্তু সরকারী নীতি তাহা নহে। ঋণ হিসাবে টাকা লইলে বছর বছর মোটা টাকার সুদ গণিয়া যাইতে হইত এবং শিল্পোন্নতির জন্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা ইহাতে থাকিত না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকলও ভারতকে জানিয়া লইতে হইবে। কেবল ঋণ গ্রহণ করিলে যে সব আধুনিক পদ্ধতি শিল্প-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ভারতবাসী পাইবে না। ইহা ছাড়া আরও নানাবিধ অসুবিধা আছে। বিদেশ হইতে কলকজা ও যন্ত্রপাতি আনয়ন করার পক্ষেও অনেক বাধা আছে। এইসব বিবেচনা করিয়াই ভারত সরকার স্থির করেন যে, কেবলমাত্র মূলধন সংগ্রহ করাই তাহাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

এইসব বিচার-বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহির কয়েকটি শর্তে বিদেশীগণকে ভারতের শিল্প সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। এ শর্ত এত অধিক সুবিধা আমাদের মত নয়। বিদেশীগণ ভারতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের পর উহার মুনাফা এইদেশে নিয়োগ করেন, এই শর্ত অসুবিধাজনক নহে। বিদেশী মূলধন এই দেশে নিয়োজিত হইয়া দেশের শিল্প ব্যবস্থা ব্যাপারে সম্পর্কে বিদেশীর হাতেই চলিয়া না যায়, সে ব্যবস্থাও এই শর্তে করা হয়। শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে মালিকানার অংশ শতকরা ৫১ ভাগ ভারতীয়দের রহিবে, অবশিষ্ট ৪৯ ভাগ মূলধন হইবে বিদেশী শর্তের একটি উহাই ছিল [illegible]।

[illegible] ছিল, এই শর্ত মানিয়া হইতে মার্কিন বিনিয়োগ [illegible] মূলধন নিয়োগ করিবেন সম্পূর্ণ পরিমাণ [illegible] দেশ এবং সরকারের সুবিধার দেশ করা হয়। [illegible] মূলধন ভারতের [illegible] নিয়োগ করিতে দ্বিধা এবং সংশয় থাক, [illegible] বলিয়াই মনে এবং নিয়োজিত [illegible] উক্ত সাপ্তাহিকের উক্তি হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে মার্কিন দেশ হইতে ভারতীয় শিল্প-[illegible] নিয়োজিত হইয়াছে তাহার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা [illegible] উহার এই পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর।

এই বিষয়ে ও [illegible] স্পষ্ট হইবে। এইরূপ আমার পরিমাণ অর্থ অর্জনের কারণ কি? আমাদের বিবেচনা ভারতের সম্বন্ধে মার্কিন জনগণের অধিকাংশই বিস্তারিতভাবে কিছু জানেন না, যাহা জানেন তাহাও আবার সঠিক ভাবে জানেন না। ভারতের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, এখানে টাকা বিনিয়োগ করা নিরাপদ নহে। উক্ত মার্কিন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতেই এ অনুমান করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, মার্কিন মূলধন এদেশে নিয়োজিত না হইবার কারণ এই যে, মার্কিনীরা ভারতের নিকট হইতে আরও অধিক সুযোগ সুবিধা চাহেন এবং তাঁহাদের দ্বারা নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আরও আশ্বাস কামনা করেন। বিদেশী মূলধন সম্বন্ধে যে শর্ত ভারত সরকার দিয়াছেন তা সকল দেশের জন্য সমান—উহার মধ্যে মার্কিন, বৃটিশ বা অন্য কোন দেশের জন্য বিশেষ করা হয় নাই। এমন ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশ যখন অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দাবি করেন নাই, তখন মার্কিন দেশের শিল্পপতিগণ এরূপ করিলেন কেন? আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'টাইমস' পত্রিকার সাপ্তাহিক একটি সংখ্যায় বর্তমানের ভারতের এই অবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় ভারত সম্বন্ধে আমেরিকা কতটা অন্ধকারে আছে। উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তান দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র। তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এখানে লড়াই শুরু হইয়াছে অর্থাৎ পাকিস্তানের যেমন চালনা চলিয়াছে ভারতেও তদ্রূপ চলিয়াছে। রাজনৈতিক পরস্পরের দ্বন্দ্ব বলিয়া এমন সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ না জানিয়া এরূপ মন্তব্য করা আমেরিকাতেই চলে। কিন্তু কথা তাহা নহে। মার্কিন দেশের এরূপ অজ্ঞতার কারণ হইল কেন, উহাই, আমাদের জিজ্ঞাস্য। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের উহা একটি ত্রুটি বলিতে হইবে। আমেরিকাস্থিত ভারতীয় এম্বাসিও এ সম্পর্কে দায়িত্ব রহিয়াছে। তাঁহারা যদি উপযুক্ত উদ্যম লইয়া কার্য করিতে না পারেন তাহা হইলে ভারত সম্পর্কে সঠিক সংবাদ বিদেশীদের পাওয়া সম্ভব নয়। প্রচারের দ্বারা অন্য কোন রাষ্ট্র প্রচারকার্য চালাইতে পারে না; যদি বা চালায় তাহা হইলে তাহা ভারত বিরোধী প্রচারকার্য হওয়াই স্বাভাবিক এবং হইতেছেও তাহাই।

উক্ত সাপ্তাহিকের উক্তি হইতে জানা গিয়াছে যে, মার্কিন মুদ্রায় হইতে মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন ভারতে নিয়োজিত হইয়াছে, কিন্তু ১৯৪৮ সালে ও ১৯৪৯ সালের প্রথম নয় মাসে বৃটেন ও অন্যান্য দেশ হইতে নিয়োজিত হইয়াছে ছয় কোটি টাকা। মার্কিন ব্যবসায়ীগণ ভারত সম্বন্ধে আশঙ্কা ও অস্পষ্ট ধারণা লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বৃটেনের ব্যবসায়ীগণ ভারতকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন। শত শত বৎসরের পরিচয়ের ফলে বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ ভারতকে ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, এখানে মূলধন নিয়োগ এবং বিনিয়োগ কিনা, এখানে কাঁচা মালের সুবিধা কতটা, শিল্প প্রসারের দিকে এখানে সম্ভাবনা কি পরিমাণ উহা কি বিষয় সম্বন্ধে বৃটেনের লোকদের নূতন করিয়া কিছু জানাতে হয় নাই; সাম্প্রতিক কোন প্রচারকার্যের উপরও তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় নাই। এইসব কারণেই তাঁহারা এখানে মূলধন খাটাইতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই বলিয়া আমাদের ধারণা এবং এ ধারণা সম্ভবত সত্য।

বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে মার্কিন ব্যবসায়ীগণ যদি সংকোচ বোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃটিশ মূলধন নিয়োগ দেখিয়া তাহাদের এপথে অগ্রসর হওয়া উচিৎ ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ জানিয়া শুনিয়া অর্থ নিয়োগ করিয়াছেন, অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে তাঁহারা নীচে বাজাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভারতকে চেনেন। নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে তাঁহারা এপথে আসিতেন না। সুতরাং অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস না চাহিয়া বৃটেনের কার্যাবলি নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া মার্কিন ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এখনও ঠিক করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর অতিরিক্ত আশ্বাস পাইতে হয় না।

—:০:—

করপোরেশনের বাজেট

[illegible]

[illegible]

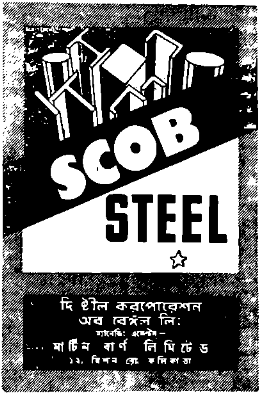
SCOB
STEEL
দি ষ্টীল করপোরেশন
অব বেঙ্গল লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্টস —
মার্টিন বার্ণ লিমিটেড
১২, মিশন রো, কলিকাতা

প্রাসঙ্গিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইণ্ডিয়া ষ্টিমশিপ কোং লিঃ

ভারত, যুক্তরাজ্য ও কন্টিনেন্ট

[illegible]

ভারতের উপকূল

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ [illegible] এডওয়ার্ডস্ লিঃ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উদ্বাস্তু স্থানান্তর

[illegible]

Variable Ballast

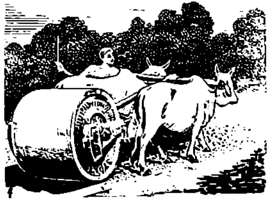

ROLLERS

Variable Ballast means, for example, that a 3 ton Roller weighs 46 cwt. empty, nearly 63 cwt. filled with water and over 70 cwt. when filled with sand.

PARTICULARS ON REQUEST

BURN & CO., LTD.
AGENCIES DEPARTMENT
12, MISSION ROW, CALCUTTA.
BRANCHES AT NEW DELHI - BOMBAY - KANPUR

BH-14

[illegible]

সংবাদ সংকলন

টাটার রেকর্ড মেয়ার

[illegible]

ভারতে লবণ উৎপাদন

[illegible]

বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য

[illegible]

[illegible] কোটি টাকা [illegible]

• •

ভারতীয় [illegible] [illegible] ভারতীয় [illegible]

[illegible] কোটি টাকা [illegible] দাবী [illegible] ১০ কোটি টাকা [illegible]

মুক্তিপত্রের চলতি লাইসেন্স

[illegible]

• • • •

[illegible] টাকা [illegible]

[illegible] "ক্লিয়ারিং" [illegible]

[illegible]

• • •

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ—১৭টি

বোম্বাই—৫টি

দিল্লী—৫টি

[illegible] ৩

মাদ্রাজ—৩টি

[illegible] ১৫,০০,০০০, মোট [illegible]—৬,০০,০০০।

[illegible]

• • •

[illegible] ১০ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আয়কর ফাঁকি দিবার অভিনব ফন্দির স্বরূপ প্রকাশ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ডানলপ

আর-এইচ-এস

ট্রাক ও বাসের টায়ার

চওড়া ও পুরু ট্রেডের জন্য শতকরা ১০ ভাগ বেশি রবার ও সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বড়ো কেসিং — এই দুটির বৈজ্ঞানিক সংযোগে তৈরি এই নতুন আর-এইচ-এস টায়ারগুলি নিরাপদে এবং নির্ভরতায় অনেক বেশি মাইল চলে।

বড়ো-ভারি-নিরাপদ
এবং
দোষেরের তেজালো সুতো

[illegible]

[illegible]

দেশীয় রাজ্যে টাকা নোট

[illegible]

([illegible] নোটিশ)

[illegible]

([illegible] বাজারের নোটিশ)

কয়লা খনি

[illegible]

পাট

[illegible]

খনি

[illegible]

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible]

চিনি

[illegible]

চা

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

[illegible]

পণ্যদ্রব্যের বাজার

খাদ্যদ্রব্যের দর কমাইবার চেষ্টা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

খাদ্যদ্রব্য

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তন্তু

[illegible]

[illegible]

চা

[illegible]

[illegible]

শেয়ার বাজার

সপ্তাহ শেষে সামান্য উন্নতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGD. No.C3105.

আর্থিক ভারত

ARTHIK BHARAT

অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক

২য় বর্ষ [illegible] সংখ্যা] কলিকাতা, বুধবার [illegible] চৈত্র, [illegible] [মূল্য ।০

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৬৬৭	আন্তর্জাতিক	৬৭১
পাট ছাড়িবার সুমতি		[illegible]	
প্রাসঙ্গিক	৬৬৯	[illegible] আক্রমণ	
মিঃ [illegible]		পণ্যদ্রব্যের বাজার	
ভারতে জাপানী পণ্য		পশ্চিমবঙ্গে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধি	
রেলের শ্রেণী বিভাগ		শেয়ার বাজার	
[illegible]		পাটের বাজারে সামান্য উন্নতি	
[illegible] ডাকাতি		সংবাদ সংকলন	৬৭৪

পাট ছাড়িবার সুমতি

সাত লক্ষ গাঁট পাকিস্তানী পাট ভারতে পাঠানো হইবে বলিয়া এক চুক্তি নাকি পাকিস্তান [illegible] সহিত করিয়াছে। পূর্ব বাংলার ক্ষেতে আবহমান কাল হইতে যে পাট উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে, পাট-কল প্রবর্তনের পর হইতে সেই পাট পশ্চিম বাংলার কলে [illegible] হইতেছে। এইভাবে পাট শিল্পের প্রসার ও তাহার [illegible] খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উভয় বাংলার মিলিত প্রচেষ্টায় (অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার উদ্যোগে) পাটের যে নাম ডাক হয়, বাংলা বিভক্ত হইবার পর পূর্ব পাকিস্তান তাহার পুরা সুযোগ একাকী ভোগ করিবার প্রলোভন সামলাইতে পারে না। তাই সে পাট [illegible] একটা প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

এখানে রাজনীতির কথা একটু আসিয়া পড়ে। [illegible] স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে তাহার জন্য [illegible] করিয়াছে, তাহারাই এখন সর্বাপেক্ষা [illegible] করিবার জন্য যে আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে তাহাতে বর্তমানের পাকিস্তানীরা কতটুকু অংশ গ্রহণ করে? তাহাদের [illegible] তাহারা যাহাদের বিতাড়িত করিতেছে, আসলে তাহাদেরই আত্মত্যাগ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ও সাধনার ফলেই এই স্বাধীনতা আসিয়াছে, কিন্তু যখন তাহা আসিল, তখন সে স্বাধীনতার বখরা লইতে [illegible] পাকিস্তানী কর্ণধারেরা চাহিলেন স্বাধীন পাকিস্তান —[illegible] মুখ ও হাসি লইয়া উহারা পৃথক হইলেন। [illegible] যেখান হইতে নানারূপ উৎপাত ও [illegible]। তাহার পরিণাম নানাদিকে নানা [illegible]। [illegible] নামে একটি [illegible] করা না হয়, তাহা [illegible] স্বাধীনতার [illegible]

হইয়াছে বলিয়াই পাকিস্তান স্বাধীনতার মর্ম বোঝে নাই; এবং এই কারণেই স্বাধীন ভারতকে বিপর্যস্ত করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। এ বিষয়ে দক্ষিণ মন্তব্য করা যেন ঠিক নয়। কেননা এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হইতেছে, ঠিক তখনই [illegible] ঘোষিত হইল যে, পাক-ভারত দুই মন্ত্রী দিল্লীর বিষয়ে সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হোক, ইহা ছাড়া আমাদের আর কোন প্রার্থনা আপাততঃ নাই।

তবে এক [illegible] পাট ছাড়া হইবে। অবশিষ্ট পাট যদি ছাড়িতেই হইল, তবে আগে তাহা বলা হইল কেন। পাকিস্তানী পাট [illegible] ভারতের পাট-কলে বিক্রয় না করিয়া, তাহার তাহার [illegible] ভারতের অর্থনৈতিক [illegible] যে কৌশল [illegible] তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতের বিরুদ্ধে [illegible] পাটের উৎপাদন [illegible] হইয়াছে এবং তাহার উৎপাদন বলা ভারতের [illegible] হইয়াছে। অবশ্য [illegible] পাকিস্তান যখন ভারতের বাজারে পাট ছাড়িবে [illegible] পাকিস্তানী কর্তাদের এক [illegible] ভারতীয় জনসাধারণকেই যে [illegible] হইয়াছিল এমন কথা অন্যায় বলি না। আমরা [illegible] পাট চাষীর দুর্গতির কথাও ভাবিতেছি। তাহারা [illegible] তাহারা যে পাট উৎপাদন করিল, সেই পাট লইয়া রাজনৈতিক কাড়াকাড়ি খেলা শুরু করিল তাহাদের রাষ্ট্রেরই কর্তারা। আজ তাহারা দুঃখ ও [illegible] তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষের বিষ ঢুকাইয়া দিয়া আজ তাহাদের বিভ্রান্ত করা হইয়াছে, তাই তাহারা আসল ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছে না হয়ত। কিন্তু একদিন তাহারা সব বুঝিতেই বুঝিবে, সেদিন তাহারা এইসব কাড়াকাড়ির কর্তাদের ক্ষমা করিবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব বাংলার বিভিন্ন পাট কেন্দ্রে স্তূপাকৃত হইয়া পাট পচিতেছে এ খবর আমরা রাখি। সেই সঙ্গে পাট চাষীদের আর্থিক অবস্থা কতটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও আমরা জানি। অনেক পাকিস্তানী চর ভারতের পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, অফিসে-আদালতে ইচ্ছাকৃত প্রচার করে—পাকিস্তানে জিনিষের দর কত সস্তা, চাল, ডাল, তরি-তরকারী জলের দরে তথায় বিক্রয় হইতেছে। ইহারা পাকিস্তানী চর ছাড়া কিছু না, যে সম্প্রদায়ভুক্তই তাঁহারা হোক না কেন। তথায় জিনিষ-পত্রের এই সুলভ মূল্য হইতেই বোঝা যাইতেছে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে—সেখানে টাকা নাই, কিনিবার শক্তি নাই কাহারও। লিয়াকত আলি নাম করিয়া কিছুই বলেন নাই। তিনি তাঁহার দেশের অবস্থা এখন হয়ত একটু বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পূর্ববাংলা হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাহার পরই তিনি দিল্লীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য উদ্যোগী হন। সুতরাং সমস্ত বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করা প্রয়োজন। পূর্ব বাংলা হইতে দলে দলে উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় আসিতেছে, এ সময়ের চাপ কতটা তাহা যদি অনুমান করা যায়, তাহা হইলে পশ্চিম বাংলা হইতে যাহারা পূর্ব বাংলায় গিয়াছে তাহাদের চাপ সম্বন্ধেও একটু ভাবিতে হইবে। পাকিস্তানকে এ চাপ বহন করিতে হইবে। তাই হয়তো হিসাবী পাকিস্তান সহজে পাট ছাড়িবার জন্য রাজী হয় নাই।

কি দরে এই পাট ছাড়া হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অসুবিধা হইতে পারে এমন দর দিতে ভারত রাজি নহে। সুতরাং সেদিকে লক্ষ রাখিয়াই একটা রফা হবে পাট ছাড়া হইবে। ভারতের মুদ্রামূল্য হ্রাসকরণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মুদ্রামূল্যের যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে পাটের দর লইয়া বিরোধ গোলমালের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহারও নিরসন করা হইয়াছে। এই পাটের দাম ভারতীয় মুদ্রায় দেওয়া হইবে বলিয়া নাকি সাব্যস্ত হইয়াছে। পাকিস্তান সেই মুদ্রা লইয়া যেখানে তাহার সুবিধা সেইখানে গিয়া ভাঙাইয়া লইতে পারে। তাহাতে ভারতের আপত্তি নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, পাকিস্তান ইহা দ্বারা লাভবান হইবে কতটা? এক মণ ভারতীয় মুদ্রার বদলে সে এখনও পাকিস্তানী টাকাই পাইবে—তাহার পূর্বেকার দাবী মত ১৪৪৲ টাকা পাইবে না। কেননা, ভারত তাহার এই দাবি স্বীকার করিয়া লয় নাই।

শেষ বেশ বোঝা যাইতেছে, পাকিস্তান ঠেকিয়া শিখিল। ইতিপূর্বে সে যদি দেখিয়া শিখিত তাহা হইলে এত সমস্যার উদ্ভব হইত না। কিন্তু যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এখন সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। এখন আবার নূতন করিয়া আর কোন সমস্যা দেখা না দেয় সে বিষয়ে পাকিস্তান যদি সচেষ্ট হন তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকিয়া উঠিতে পারিবে। তাহা হইলে করাচি হইতে দিল্লীতে টেলিফোন লইয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে না, বেশ আরামের আনন্দে যাওয়া-আসা চলিবে।

সে যাহাই হোক, পাট লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে একটা রফা হইয়াছে তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহার দ্বারা মিল মালিকেরা কতটা লাভবান হইবেন তাহা আমাদের বিবেচ্য নয়, ইহার দ্বারা পাট কলের শ্রমিক ও পাট ক্ষেতের চাষীরা যে উপকৃত হইবে সেইটাই হইতেছে প্রকৃত আমাদের বিষয়।

প্রাসঙ্গিক

মিঃ ক্যামেরন

[illegible] মিঃ [illegible] ক্যামেরনের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। [illegible] [illegible] পরিচালনা [illegible]। [illegible] কোম্পানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাপানী [illegible] পরিচালনা [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ভারতে জাপানী পণ্য

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাপানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] জাপানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্দেশ দিয়াছে—

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল	৬০ লক্ষ ডলার
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	২০ লক্ষ ডলার
তুলা	১৮ লক্ষ ডলার

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ডলার। জাপানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাপানী [illegible] জাপানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জাপানী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

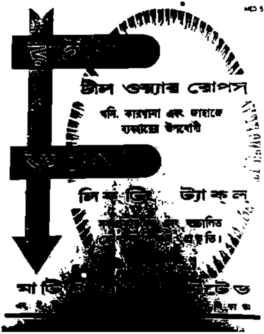
MCD 5
স্টীল ওয়্যার রোপস
খনি, কারখানা এবং জাহাজে
ব্যবহারের উপযোগী
[illegible] জানিত
[illegible] প্রভৃতি।
[illegible] লিমিটেড

[illegible]

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

আর্থিক ভারত আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী ১২ই এপ্রিল তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৯শে এপ্রিল আমাদের নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে বলিয়া ১২ই এপ্রিল তারিখের আর্থিক ভারত প্রকাশিত হইবে না।

রেলের শ্রেণী বিভাগ

[illegible] —রেলের এই [illegible] চলিয়া আসিতেছে। [illegible]

[illegible]

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের প্রশ্ন

[illegible]

যুগান্তরের কথা

লেখক—শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজ রাজত্বের ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালী সমাজ ও মানসে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাহার পারপ্রেক্ষিতে কর্ম্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথের জীবন আলেখ্য মনোরম ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—নীলিমা দেবী পাঠ-মন্দির।
৩৩এ, মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা ২৯।

[illegible]

ব্যাঙ্ক ডাকাতি

[illegible]

[illegible]

গ্ল্যাড্‌স্টোন লায়েল
এণ্ড কোং লিঃ

৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলিকাতা।
টেলিফোন: ব্যাঙ্ক ৫৫০১—৫৫০৫।
টেলিগ্রাম: [illegible]
স্টীমার এজেন্টস্
দি [illegible]
[illegible]
ইম্পোর্টার্‌স্ ও ইঞ্জিনীয়ার্‌স্
[illegible]
ম্যানেজিং এজেন্টস্
[illegible]

নিয়মাবলী

- "আর্থিক ভারত" প্রতি বুধবার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।
- মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।
- ভারত ও সিংহলের সর্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য দশ টাকা।
- ষাণ্মাসিক মূল্য ছয় টাকা।

বিজ্ঞাপনের হার ও নিয়মাবলীর জন্য
'কর্মকর্তা, বিজ্ঞাপন বিভাগ'
এবং
গ্রাহকশ্রেণীর জন্য 'কর্মকর্তা, প্রচার বিভাগ'
"আর্থিক ভারত" এবং কমার্শিয়াল
বিল্ডিং, ২৩, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা।
এই ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে হইবে

[illegible]

সহরের স্বাস্থ্য

[illegible]

([illegible] পৃষ্ঠায়)

সংবাদ সংকলন

ভারতে 'পেনিসিলিন' প্রস্তুতের কারখানা

[illegible]

রেলওয়েতে অগ্রাধিকার

[illegible]

সশস্ত্রবাহিনীর মামলের পদ

[illegible]

[illegible]

বিদেশে ভারতীয় নাগরিক

[illegible]

বাংলার অ-বিক্রীত পাট

[illegible]

[illegible]

পঃ বঙ্গ বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন

[illegible]

বোম্বে ইলেকট্রিক কোম্পানীর মূল্য

[illegible]

[illegible]

[illegible] কোম্পানী কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না— [illegible] ১৯৬১ [illegible] ৫০ লক্ষ টাকা [illegible] ১৯৬৩ [illegible] ৫০ লক্ষ টাকা পাইবে।

শেয়ার বাজার

পাটের বাজারে সামান্য উন্নতি

কলিকাতা, শনিবার, ১লা এপ্রিল—এ সপ্তাহে [illegible] ও কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ গত সোমবার [illegible] বাজার খোলা ছিল [illegible] বাজার বন্ধ হইয়া যায়। পাকিস্তানের সহিত পাট [illegible] আলাপ-আলোচনার বিশেষ কোনো [illegible] সম্ভাবনা দেখিতে না পাওয়ায় এবং পাকিস্তানে আবার গোলযোগের [illegible] বাজারের অবস্থা পুনরায় খারাপ হয়। গত সপ্তাহ-শেষে বাজারে উৎসাহ [illegible] হইয়াছিল, [illegible] সে উৎসাহে আবার ভাটা পড়ে। কিন্তু পাট-সংক্রান্ত আলোচনা একটা নূতন [illegible] দিতে পারে [illegible] বাজারে [illegible] বাজার [illegible] একটু বেশী হয়। [illegible] কোনো উঠা-নামা ঘটে না। [illegible] একটু [illegible] পাইয়া। [illegible] দিকে [illegible] ইণ্ডিয়া ও [illegible] দর [illegible] এই দুই শেয়ারের দর [illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ক্রেডিট [illegible]

[illegible] শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। কিন্তু [illegible] দিন [illegible] বাজার খোলে। [illegible] আলাপ-আলোচনার সংবাদ প্রকাশিত হইবার [illegible] বাজারে উৎসাহের ভাব [illegible] বাজারে চালু হয় যে পাকিস্তানী পাট [illegible] [illegible] সরকারী ঘোষণাই [illegible] পাটের শেয়ার [illegible] দর [illegible] ১১৫০, [illegible] ২৬০ হইতে [illegible] হয়। বিশেষ [illegible] দিকে পাটের শেয়ার [illegible] উৎসাহ দেখা যায়। [illegible] শেয়ার [illegible] উৎসাহের চাইতে বেশী দেখা যায়। ১৮০, টাকা [illegible] এই শেয়ার বিক্রির জন্য [illegible] বাজারে ছিল, এই শেয়ারের [illegible] দর ছিল ১৮৫, । [illegible] ও [illegible] দর ও [illegible] ১৮০ ও ১৯২, হয়। [illegible] ও [illegible] মধ্যে [illegible] বাজার [illegible] পরে [illegible] ১০, টাকা হয়। [illegible] [illegible] দিকে উৎসুক [illegible] পাট-সংক্রান্ত আলোচনার [illegible] সরকারী [illegible] [illegible] হয় না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শেয়ারের দর প্রায় স্থির থাকে। ইণ্ডিয়ান [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] একটু [illegible] [illegible] [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] বিভিন্ন বিভাগের [illegible] [illegible] প্রতিক্রিয়া পড়ে। [illegible] [illegible] দর [illegible] হয়, ইণ্ডিয়ান [illegible] দর [illegible] [illegible] ১০০, টাকা দর [illegible] ছিল।

[illegible] বাজারে শেয়ার বাজারের [illegible] বিশেষ উন্নতি ঘটে। পাকিস্তানের সহিত [illegible] [illegible] পাটের বাজারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। একটু বেশী দরে পাটের বিভিন্ন শেয়ার বিক্রির ঝোঁক দেখা যায়। [illegible] দর ২৭০, ও ইণ্ডিয়ার দর হয় ১৬৬,। [illegible] দর আরও ১০, টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১৬, টাকা হয়। [illegible] বিভাগে বিশেষ [illegible] ও [illegible] দর বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] ও [illegible] হয়। [illegible] [illegible] দর স্থির থাকে, [illegible] দর [illegible] [illegible] বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] [illegible] হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু [illegible] [illegible] ও পাটের বাজারের উৎসাহ থাকে। [illegible] [illegible] বৃদ্ধি [illegible] না। [illegible] বেশী চাহিদা দেখা যায় পাটের বাজারেই। [illegible] শেয়ারের দর এক টাকা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] ১৪০, ও [illegible] হয়।

বাজারের হালচাল

[বাজার বন্ধকালীন দর]

সরকারী কাগজপত্র

৩ সুদের (১৯৬৩) ৯৯/০, ৩ সুদের (১৯৫৭) ১০১।০, ৩ সুদের (১৯৬৩-৬৫) ১০২[illegible], ৩ সুদের (১৯৭০-৭৫) ৯৯[illegible], ৩ সুদের (১৯৫৯) ১০০[illegible]।

ব্যাঙ্ক

[illegible] ৯৫, ইম্পিরিয়াল [illegible] ৬১, [illegible] ১৯৬/০, [illegible] ১০১।

কাগজের কল

[illegible] ২৮৭, [illegible] ২৬৪, [illegible] ১৯, [illegible] ১০৯, ।

কয়লা খনি

[illegible] ৩৮, [illegible] ৩০, [illegible] ২৯।০, [illegible] ৩৬/০, [illegible] ১০/০, [illegible] ২৩।০, [illegible] ২৫০, [illegible] ৩৮০।

পাট

[illegible] ১৩৫০, অ্যাংলো ইণ্ডিয়া ১৮৫, বালী ১২২, [illegible] ১১, [illegible] ১২৫, [illegible] ২২৫, [illegible] ১৪০, [illegible] ২০০, [illegible] ১০০, হাওড়া ২২, ইণ্ডিয়া ১৬৬, কামারহাটি ৫০৯, [illegible] ১৪০, [illegible] ১৬০, [illegible] ২৮৫, [illegible] ১২০, [illegible] ৪৯, [illegible] ১১৬০, [illegible] ১৯৬, [illegible] ৬৮০, [illegible] ১১৬০, [illegible] ১৬২।

খনি

[illegible] [illegible] ৩৬০, ইণ্ডিয়ান [illegible] ১০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

[illegible] ১৬০, [illegible] [illegible] ১০৯, ইণ্ডিয়ান [illegible] ৩৮০, [illegible] ৭৬০, [illegible] ৬৫০, [illegible] [illegible] ১৯৬০।

[illegible] অন্য পৃষ্ঠায়।

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

[illegible] বৎসরেই ভারতীয় চিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] এই [illegible] দিয়া [illegible] চিনি [illegible] চিনি [illegible] করিবার [illegible] চিনি [illegible] গত বৎসরের [illegible] কারখানা [illegible] চিনি [illegible] হইবে [illegible] করিতে [illegible] গ্রহণ করিতে হইবে।

আখের [illegible] চিনি উৎপাদন [illegible] একটি সমস্যা দেখা দেয়। [illegible] চিনি উৎপাদন-কারখানায় [illegible] উৎপাদন ও [illegible] বৃদ্ধির প্রয়োজন। [illegible] চিনি-কল [illegible] ১০০ [illegible] চিনি উৎপাদন [illegible] হ্রাস [illegible]।

[illegible] চিনি [illegible] করিয়া দিবে।

[illegible] চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে [illegible] চিনি উৎপাদনের [illegible] উৎপাদন [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে, [illegible] কঠিন।

চিনির [illegible] করিবে। [illegible] চিনি [illegible] কোন [illegible] বৃদ্ধি [illegible] পারে নাই।

[illegible] চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। [illegible] অধিক পরিমাণ [illegible] চিনি উৎপাদন [illegible] বৃদ্ধি পাইতে পারিত। [illegible] বিহার ও [illegible] বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়। [illegible] ৮০ হাজার টন, বিহারে [illegible] টন অধিক উৎপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু [illegible] হাজার টন কম উৎপাদন হবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

চিনির [illegible] শেষ হইয়া আসিল। [illegible] চিনি [illegible] কলিকাতা [illegible] উত্তর প্রদেশ [illegible], [illegible] [illegible], দিল্লী [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], কলিকাতা [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।

খাদ্যশস্য

[illegible] বিভিন্ন [illegible] মূল্য [illegible] চিনির [illegible] বাজারে [illegible] সরকার [illegible] উৎপাদন [illegible] মূল্য [illegible] চিনি [illegible] করিলেন [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ [illegible]।

[illegible] উৎপাদন [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ ছিল [illegible] লক্ষ [illegible] হাজার টন। [illegible] উৎপাদন হ্রাস। এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ [illegible] হইয়াছে [illegible]।

[illegible] পরিমাণে [illegible] উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া

(শেষাংশ ৬[illegible] পৃষ্ঠায়)

দেশ সংবাদ

বন্যার সম্পর্কে প্রচারকার্য্য

[illegible] ভারত গভর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] টাকা [illegible] টাকা [illegible] করা হইবে।

আটকভুক্ত পাক-কর্ম্মচারীর ধর্ম্মঘট

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি

[illegible] ছিল। [illegible] (১৯৪০) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল।

[illegible] [illegible] মজুরের কাজ নষ্ট হইয়াছিল।

[illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই।

রবিবারে ডাকঘর-খোলার ব্যবস্থা

[illegible] [illegible] থাকিবে।

[illegible] [illegible] চিঠি বিলি করা হইবে।

বস্ত্র ও সুতার নূতন নিয়ন্ত্রণ

[illegible]

(৬৭৩ পৃষ্ঠার পর)

চিনি

[illegible]

বিবিধ

[illegible]

(৬৭১ পৃষ্ঠার পর)

[illegible] হইয়াছে। [illegible]

তুলা

[illegible] [illegible] হয়।

[illegible] [illegible] দিন।

[illegible] ১৯৮ শতাংশ।

চা-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(১৩৫২, পৃষ্ঠার পর)

পঙ্গপালের আক্রমণ

[illegible]

বিনা ব্যাঙ্কে

বাড়ী, জমি ও ব্যবসার বিনিময়

পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগী গৃহহারা পশ্চিম বঙ্গ ও কলিকাতার ব্যবসা, বাড়ী ও জমির সহিত স্ব স্ব সম্পত্তির বিনিময় করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করিলে উপকৃত হইবেন। এজন্য কোন পারিশ্রমিক দিতে হইবে না।

যোগাযোগ বিভাগ
"আর্থিক ভারত"
৩ নং, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্,
কলিকাতা।

ব্যবসার সন্ধান

ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে যাহারা আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের উপকারার্থে আমরা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যের সন্ধান দিয়া থাকি। কত টাকা মূলধন খাটাইতে সক্ষম জানাইয়া নিম্ন ঠিকানায় চিঠিতে আলাপ করিলে উপকৃত হইবেন।

যোগাযোগ বিভাগ
"আর্থিক ভারত"
৩, কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্
কলিকাতা।

[illegible]

[illegible] কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও আর্থিক ভারত লিঃ এর পক্ষে ৩নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, [illegible] কলিকাতা—১ হইতে প্রকাশিত। [illegible]